Cornell University Library

The original of this book is in
the Cornell University Library.

There are no known copyright restrictions in
the United States on the use of the text.

http://www.archive.org/details/cu31924075437784

CORNELL UNIVERSITY LIBRARY
3 1924 075 437 784

HOLY BIBLE

IN BENGA'LI'.

ধর্ম্মপুস্তক।

THE

HOLY BIBLE

CONTAINING THE

OLD AND NEW TESTAMENT

IN THE

BENGA'LI' LANGUAGE.

TRANSLATED OUT OF THE ORIGINAL TONGUES

BY THE

CALCUTTA BAPTIST MISSIONARIES

WITH NATIVE ASSISTANTS.

CALCUTTA:

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS, FOR THE BIBLE TRANSLATION SOCIETY.

1866.

Third Edition.

ধর্ম্মপুস্তক।

অর্থাৎ

পুরাতন ও নূতন ধর্ম্মনিয়ম

সম্বন্ধীয় গ্রন্থসমূহ।

ইব্রীয় ও গ্রীক ভাষাহইতে ভাষান্তরীকৃত
এবং ইংলণ্ডদেশীয় ধর্ম্মসমাজের উপকারদ্বারা
মুদ্রাঙ্কিত হইল।

কলিকাতা।
বাং সন ১২৭৩ ইং সন ১৮৬৬।

CORNELL UNIVERSITY LIBRARIES ITHACA, N.Y.

আদিভাগের নির্ঘণ্টপত্র।

	অধ্যায়ের সংখ্যা	পৃষ্ঠ
আদিপুস্তক অর্থাৎ মুসালিখিত প্রথম পুস্তক	৫০	১
যাত্রাপুস্তক অর্থাৎ মুসালিখিত দ্বিতীয় পুস্তক	৪০	৫৩
লেবীয় পুস্তক অর্থাৎ মুসালিখিত তৃতীয় পুস্তক	২৭	৯৭
গণনাপুস্তক অর্থাৎ মুসালিখিত চতুর্থ পুস্তক	৩৬	১২৮
দ্বিতীয় বিবরণ অর্থাৎ মুসালিখিত পঞ্চম পুস্তক	৩৪	১৭১
যিহোশূয়ের পুস্তক	২৪	২১১
বিচারকর্ত্তৃবিবরণ	২১	২৩৭
রূতের ইতিহাস	৪	২৬৪
শিমুয়েলের প্রথম পুস্তক	৩১	২৬৭
শিমুয়েলের দ্বিতীয় পুস্তক	২৪	৩০৩
রাজাবলির প্রথম পুস্তক	২২	৩৩২
রাজাবলির দ্বিতীয় পুস্তক	২৫	৩৬৬
বংশাবলির প্রথম পুস্তক	২৯	৩৯৯
বংশাবলির দ্বিতীয় পুস্তক	৩৬	৪২৮
ইষ্রা যাজকের পুস্তক	১০	৪৬৫
নিহিমিয়ের পুস্তক	১৩	৪৭৫
ইষ্টেরের ইতিহাস	১০	৪৯০
আয়ূবের বিবরণপুস্তক	৪২	৪৯৮
দায়ূদের গীতপুস্তক	১৫০	৫২৫
সুলেমানের হিতোপদেশ	৩১	৫৯৩
উপদেশক	১২	৬১৪
সুলেমানলিখিত পরমগীত	৮	৬২১
যিশায়িয়ের ভবিষ্যদ্বাক্য	৬৬	৬২৬
যিরিমিয়ের ভবিষ্যদ্বাক্য	৫২	৬৭৯
যিরিমিয়ের বিলাপ	৫	৭৩৯
যিহিষ্কেলের ভবিষ্যদ্বাক্য	৪৮	৭৪৪
দানিয়েলের ভবিষ্যদ্বাক্য	১২	৭৯৭
হোশেয়ের ভবিষ্যদ্বাক্য	১৪	৮১২
যোয়েলের ভবিষ্যদ্বাক্য	৩	৮২০
আমোসের ভবিষ্যদ্বাক্য	৯	৮২৩
ওবদিয়ের ভবিষ্যদ্বাক্য	১	৮২৯
যূনসের ভবিষ্যদ্বাক্য	৪	৮৩০
মীখার ভবিষ্যদ্বাক্য	৭	৮৩২
নহূমের ভবিষ্যদ্বাক্য	৩	৮৩৭
হবক্কূকের ভবিষ্যদ্বাক্য	৩	৮৩৯
সিফনিয়ের ভবিষ্যদ্বাক্য	৩	৮৪২
হগয়ের ভবিষ্যদ্বাক্য	২	৮৪৪
সিখরিয়ের ভবিষ্যদ্বাক্য	১৪	৮৪৬
মালাখির ভবিষ্যদ্বাক্য	৪	৮৫৫

অন্তভাগের নির্ঘণ্টপত্র।

	অধ্যায়ের সংখ্যা	পৃষ্ঠ
মথিলিখিত সুসমাচার	২৮	৮৫৯
মার্কলিখিত সুসমাচার	১৬	৮৯৪
লূকলিখিত সুসমাচার	২৪	৯১৬
যোহনলিখিত সুসমাচার	২১	৯৫৩
প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণ	২৮	৯৮২
রোমীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল প্রেরিতের পত্র	১৬	১০১৯
করিন্থীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল প্রেরিতের প্রথম পত্র	১৬	১০৩৩
করিন্থীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল প্রেরিতের দ্বিতীয় পত্র	১৩	১০৪৮
গালাতীয় মণ্ডলীগণের প্রতি পৌল প্রেরিতের পত্র	৬	১০৫৮
ইফিষীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল প্রেরিতের পত্র	৬	১০৬৩
ফিলিপীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল প্রেরিতের পত্র	৪	১০৬৭
কলসীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল প্রেরিতের পত্র	৪	১০৭১
থিষলনীকীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল প্রেরিতের প্রথম পত্র	৫	১০৭৪
থিষলনীকীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল প্রেরিতের দ্বিতীয় পত্র	৩	১০৭৭
তীমথিয়ের প্রতি পৌল প্রেরিতের প্রথম পত্র	৬	১০৭৯
তীমথিয়ের প্রতি পৌল প্রেরিতের দ্বিতীয় পত্র	৪	১০৮৩
তীতের প্রতি পৌল প্রেরিতের পত্র	৩	১০৮৬
ফিলীমোনের প্রতি পৌল প্রেরিতের পত্র	১	১০৮৭
ইব্রীয়দের প্রতি পত্র	১৩	১০৮৮
যাকুবের সর্ব্বসাধারণ পত্র	৫	১০৯৮
পিতরের প্রথম সর্ব্বসাধারণ পত্র	৫	১১০২
পিতরের দ্বিতীয় সর্ব্বসাধারণ পত্র	৩	১১০৬
যোহনের প্রথম সর্ব্বসাধারণ পত্র	৫	১১০৮
যোহনের দ্বিতীয় পত্র	১	১১১২
যোহনের তৃতীয় পত্র	১	১১১৩
যিহুদার সর্ব্বসাধারণ পত্র	১	১১১৪
যোহনের প্রতি প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্য	২২	১১১৫

আদিপুস্তক

অর্থাৎ

মূসালিখিত প্রথম পুস্তক।

---

১ অধ্যায়।

১ পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টি, ৩ ও দীপ্তির সৃষ্টি, ৬ ও শূন্যের সৃষ্টি, ৯ ও শুষ্ক ভূমির সৃষ্টি, ১১ ও বৃক্ষাদির সৃষ্টি, ১৪ ও চন্দ্র সূর্য্যাদির সৃষ্টি, ২০ ও মৎস্য ও পক্ষির সৃষ্টি, ২৪ ও গ্রাম্য ও বন্য পশ্বাদির সৃষ্টি, ২৬ ও ঈশ্বরের সাদৃশ্যে মনুষ্যের সৃষ্টি, ২৯ ও মনুষ্যাদির ভক্ষ্য।

১ আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডলের ও পৃথিবীর
সৃষ্টি করিলেন। ২ পৃথিবী নির্জন ও শূন্য ছিল,
এবং অন্ধকার গভীর জলের উপরে ছিল, ও
ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে ব্যাপ্ত ছিলেন।
৩ পরে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক; তাহাতে
দীপ্তি হইল। তখন ঈশ্বর দীপ্তিকে উত্তম দেখিয়া
অন্ধকারহইতে তাহাকে পৃথক্ করিয়া ৪ দীপ্তির
নাম দিবস, ও অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখি-
লেন। ৫ এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে প্রথম
দিবস হইল।
৬ পরে ঈশ্বর কহিলেন, জলের মধ্যে শূন্য
জন্মিয়া জলকে দুই ভাগে পৃথক্ করুক। ৭ ঈশ্বর
এই রূপে শূন্যের সৃষ্টি করিয়া শূন্যের ঊর্দ্ধস্থিত
জলহইতে শূন্যের অধঃস্থিত জলকে পৃথক্ করি-
লেন; তাহাতে সেই রূপ হইল। ৮ পরে ঈশ্বর
ঐ শূন্যের নাম আকাশমণ্ডল রাখিলেন। এবং
সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে দ্বিতীয় দিবস হইল।
৯ পরে ঈশ্বর কহিলেন, আকাশমণ্ডলের নীচস্থ
তাবৎ জল এক স্থানে একত্র হউক, ও স্থল সপ্র-
কাশ হউক; তাহাতে তদ্রূপ হইল। ১০ তখন
ঈশ্বর স্থলের নাম পৃথিবী, ও জলরাশির নাম
সমুদ্র রাখিলেন, এবং তাহা উত্তম দেখিলেন।
১১ অপর ঈশ্বর কহিলেন, পৃথিবীতে তৃণ ও
সবীজ ওষধি ও সবীজ ফলদায়ক নানাজাতীয়
বৃক্ষ উৎপন্ন হউক; তাহাতে সেই রূপ হইল;
১২ অর্থাৎ পৃথিবীতে তৃণ ও সবীজ নানাজাতীয়
ওষধি ও সবীজ ফলদায়ক নানাজাতীয় বৃক্ষ উৎ-
পন্ন হইল; তখন ঈশ্বর সেই সকলকে উত্তম
দেখিলেন। ১৩ এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে
তৃতীয় দিবস হইল।
১৪ অপর ঈশ্বর কহিলেন, রাত্রিহইতে দিবস-
কে বিভিন্ন করণের নিমিত্তে আকাশমণ্ডলে জ্যো-
তির্গণ উৎপন্ন হউক; তাহা ঋতুর ও দিবসের ও
বৎসরের চিহ্নস্বরূপ হউক; ১৫ এবং পৃথিবীতে
আলো দিবার জন্যে দীপের ন্যায় আকাশ-
মণ্ডলে স্থিত হউক; তাহাতে সেই রূপ হইল।
১৬ এই প্রকারে ঈশ্বর দিনের কর্তৃত্ব করিতে এক
মহাজ্যোতি ও রাত্রির কর্তৃত্ব করিতে তদপেক্ষা
ক্ষুদ্র এক জ্যোতি, এই দুই বৃহজ্জ্যোতির এবং
নক্ষত্রগণের সৃষ্টি করিলেন। ১৭ পৃথিবীতে দী-
প্তিদানার্থে, এবং দিবারাত্রির কর্তৃত্ব করণার্থে,
এবং দীপ্তিকে ও অন্ধকারকে বিভিন্ন করণার্থে
১৮ ঈশ্বর ঐ জ্যোতির্গণকে আকাশমণ্ডলে স্থাপন
করিলেন; এবং ঈশ্বর সে সকলকে উত্তম দেখি-
লেন। ১৯ এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে চতুর্থ
দিবস হইল।
২০ পরে ঈশ্বর কহিলেন, জল নানাজাতীয় প্রা-
ণিবর্গে প্রাণিময় হউক, এবং পৃথিবীর ঊর্দ্ধে আ-
কাশমণ্ডলে পক্ষিগণ উড্ডীয়মান হউক। ২১ তখন
ঈশ্বর বৃহৎ মৎস্য প্রভৃতি যে২ নানাবিধ জলচর
প্রাণিবর্গে জল পরিপূর্ণ আছে, তাহাদের এবং
নানাজাতীয় পক্ষিগণের সৃষ্টি করিলেন। পরে
ঈশ্বর সেই সকলকে উত্তম দেখিয়া ২২ এই আ-
শীর্ব্বাদ করিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ
হইয়া সমুদ্রের জল পরিপূর্ণ কর, এবং পৃথি-
বীতে পক্ষিগণের বাহুল্য হউক। ২৩ এবং সন্ধ্যা
ও প্রাতঃকাল হইলে পঞ্চম দিবস হইল।
২৪ অপর ঈশ্বর কহিলেন, পৃথিবীতে গ্রাম্য ও
বন্য পশু ও কীট প্রভৃতি নানাজাতীয় প্রাণিবর্গ
উৎপন্ন হউক; তাহাতে সেই রূপ হইল। ২৫ এই
রূপে ঈশ্বর নানাজাতীয় গ্রাম্য ও বন্য পশুগণ-
কে ও নানাজাতীয় ভূচর কীটগণকে সৃষ্টি করিয়া
সকলকেই উত্তম দেখিলেন।

২৬ পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আপনা-
দের প্রতিমূর্ত্তিতে ও আপনাদের সাদৃশ্যে আ-
দমের (অর্থাৎ মনুষ্যের) সৃষ্টি করি; তাহারা
জলচর মৎস্যগণের ও খেচর পক্ষিগণের এবং
পশুগণের এবং তাবৎ পৃথিবীর ও ভূচর তাবৎ
কীটগণের উপরে কর্তৃত্ব করিবে। ২৭ পরে
ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্ত্তিতে মনুষ্যের সৃষ্টি করি-
লেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতেই তাহার সৃষ্টি করি-
লেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগের সৃষ্টি
করিলেন। ২৮ পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে এই আ-
শীর্ব্বাদ করিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ
হও, এবং পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিয়া বশীভূত
কর, এবং জলচর মৎস্যগণ ও খেচর পক্ষিগণ
ও ভূচর জন্তুগণের উপরে কর্তৃত্ব কর।
২৯ ঈশ্বর আরো কহিলেন, দেখ, আমি ভূ-
তলে স্থিত তাবৎ সবীজ ওষধি ও তাবৎ সবীজ
ফলদায়ি বৃক্ষ তোমাদিগকে দিলাম, তাহা তো-
মাদের খাদ্য হইবে। ৩০ এবং ভূচর পশু ও
খেচর পক্ষী ও ভূমিস্থ কীট এই সকল প্রাণির
আহারার্থে তাবৎ হরিদ্ ওষধি দিলাম; তা-
হাতে সেই মত হইল। ৩১ পরে ঈশ্বর আপন
সৃষ্ট বস্তু সকলের প্রতি দৃষ্টি করিলে সকলকেই
উত্তম দেখিলেন, এবং সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হই-
লে ষষ্ঠ দিবস হইল।

২ অধ্যায়।

১ বিশ্রামবারের নিরূপণ, ৪ ও সৃষ্টির বৃত্তান্ত, ৭ ও
এদন্ উদ্যান প্রস্তুত করণ, ১৫ ও তাহার মধ্যে
মনুষ্য স্থাপন, ১৮ ও স্ত্রীর সৃষ্টির বৃত্তান্ত।

১ এই রূপে আকাশমণ্ডলের ও পৃথিবীর এবং
তদুভয়স্থ সমস্ত বস্তুবর্গের সৃষ্টি সাঙ্গ হইলে,
২ ঈশ্বর সপ্তম দিনে আপনার কৃত কার্য্যহইতে
নিবৃত্ত হইয়া সেই সপ্তম দিনে আপনার কৃত
সমস্ত কার্য্যহইতে বিশ্রাম করিলেন। ৩ এবং
ঈশ্বর সেই সপ্তম দিনকে আশীর্ব্বাদ দিয়া পবিত্র
করিলেন, যেহেতুক সেই দিনে ঈশ্বর সৃষ্টি করণ-
রূপ আপনার কৃত সমস্ত কার্য্যহইতে বিশ্রাম
করিলেন।
৪ সৃষ্টিকালে আকাশমণ্ডলের ও পৃথিবীর বি-
বরণ এই। যে সময়ে প্রভু পরমেশ্বর পৃথিবীর
ও আকাশের সৃষ্টি করিলেন, ৫ সেই সময়ে
পৃথিবীতে ক্ষেত্রের কোন তৃণ ছিল না, ও ক্ষে-
ত্রের কোন ওষধি জন্মে নাই; কেননা প্রভু
পরমেশ্বর পৃথিবীতে বৃষ্টি করান নাই, ও কৃষি-
কর্ম্ম করিতে মনুষ্য ছিল না। ৬ পরে পৃথিবী-
হইতে কুজ্ঝটিকা উঠিয়া সমস্ত ভূতলকে জলা-
ভিষিক্ত করিল।
৭ অপর পরমেশ্বর মৃত্তিকারেণুদ্বারা মনুষ্য
নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাসারন্ধ্রে ফুঁ দিয়া প্রাণ-
বায়ু প্রবেশ করাইলেন; তাহাতে সে সজীব
প্রাণী হইল। ৮ পরে প্রভু পরমেশ্বর পূর্ব্বদিক্স্থিত
এদন্ নামক দেশে এক উদ্যান প্রস্তুত করিয়া
সেই স্থানে আপন সৃষ্ট ঐ মনুষ্যকে রাখিলেন।
৯ এবং প্রভু পরমেশ্বর ভূমিতে সর্ব্বজাতীয় সুদৃশ্য
ও সুখাদ্য বৃক্ষ এবং সেই উদ্যানের মধ্যস্থানে
অমৃত বৃক্ষ ও সদসৎ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ উৎপন্ন
করিলেন। ১০ এবং উদ্যানে জলসেচন করণার্থে
এদন্হইতে এক নদী নির্গত হইয়া ভিন্ন ২ চতু-
র্ম্মুখ হইয়া গমন করিল। ১১ তাহার পীশোন্
নামক প্রথম নদী স্বর্ণোৎপাদক হবীলা দেশ
সমূহকে বেষ্টন করিয়া গেল। ১২ ঐ দেশের স্বর্ণ
অতি উত্তম, এবং সেই স্থানে রত্ন ও বৈদূর্য্য মণি
জন্মে। ১৩ এবং তাহার গীহোন্ নামক দ্বিতীয়
নদী সমস্ত কূশ্ দেশ বেষ্টন করিয়া গেল।
১৪ এবং তাহার হিদ্দেকল্ নামক তৃতীয় নদী
অশূরিয়া দেশের পূর্ব্বদিক্ দিয়া গমন করিল।
এবং তাহার চতুর্থ নদীর নাম ফরাৎ।
১৫ পরে প্রভু পরমেশ্বর আদমকে লইয়া ঐ
এদনস্থ উদ্যানের কর্ম্ম ও তাহার রক্ষা করিতে
নিযুক্ত করিলেন। ১৬ এবং প্রভু পরমেশ্বর আ-
দমকে এই আজ্ঞা দিলেন, তুমি এই উদ্যানের
সমস্ত বৃক্ষের ফল স্বচ্ছন্দে ভোজন করিও; ১৭ কিন্তু
সদসৎ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল ভোজন করিও
না, কেননা যে দিনে তাহা করিবা, সেই দিনে
নিতান্ত মরিবা।
১৮ অনন্তর প্রভু পরমেশ্বর কহিলেন, একাকী
থাকা মনুষ্যের ভাল নয়, আমি তাহার উপযুক্ত
দোসর নির্ম্মাণ করিব। ১৯ প্রভু পরমেশ্বর মৃত্তি-
কাহইতে বনপশু ও খেচর পক্ষিগণকে নির্ম্মাণ
করিলে পরে আদম্ তাহাদের কি ২ নাম রা-
খিবে, তাহা জানিতে তিনি তাবৎ প্রাণিকে তাহার
নিকটে আনিলেন, তাহাতে আদম্ যে প্রাণির যে
নাম রাখিল, তাহার সেই নাম হইল। ২০ তৎ-
কালে আদম্ সমস্ত পশু ও খেচর পক্ষি ও বন্য
পশুদিগের নাম রাখিল, কিন্তু আদমের উপ-
যুক্ত দোসর প্রাপ্ত হইল না। ২১ অনন্তর প্রভু
পরমেশ্বর আদমকে ঘোর নিদ্রাগ্রস্ত করিয়া সেই
নিদ্রা সময়ে তাহার এক পঞ্জর লইয়া মাংস-
দ্বারা সেই ক্ষতস্থান পুরাইলেন। ২২ এবং প্রভু
পরমেশ্বর আদমহইতে নীত সেই পঞ্জরদ্বারা এক
স্ত্রী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে আদমের নিকটে আ-
নিলেন। ২৩ তখন আদম্ কহিল, এ আমার
অস্থির অস্থি ও মাংসের মাংস; ইহার নাম
নারী রাখিতে হইবে, কেননা এ নরহইতে গৃ-
হীতা হইয়াছে। ২৪ এই কারণ মনুষ্য আপন
পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আ-

সক্ত হইবে, এবং সে দুই জন একাঙ্গ হইবে।
২৫ ঐ সময়ে আদম্ ও তাহার স্ত্রী উভয়ে উলঙ্গ
থাকিলেও তাহাদের লজ্জা বোধ ছিল না।

৩ অধ্যায়।

১ সর্পের খলতা, ৮ ও তদ্দ্বারা মনুষ্যদের পতন, ১৪ ও সর্পকে শাপ দেওন, ১৬ ও নারী ও পুরুষকে শাপ দেওন, ২২ ও তাহাদিগকে বস্ত্র দিয়া উদ্যান-হইতে দূর করণ।

১ প্রভু পরমেশ্বরের সৃষ্ট ভূচর প্রাণিদের মধ্যে
সর্ব্বাপেক্ষা সর্প খল ছিল। সে ঐ নারীকে
কহিল, ও গো, এই উদ্যানের কোন বৃক্ষের
ফল ভোজন করিও না, ঈশ্বর কি এমত কথা তো-
মাদিগকে কহিয়াছেন? ২ তাহাতে নারী সর্পকে
কহিল, আমরা এই উদ্যানস্থ তাবৎ বৃক্ষের ফল
ভোজন করিতে পারি; ৩ কেবল উদ্যানের
মধ্যস্থিত যে বৃক্ষ তাহার ফল বিষয়ে ঈশ্বর কহি-
য়াছেন, তোমরা তাহা ভোজন করিও না এবং
স্পর্শও করিও না, করিলে মরিবা। ৪ তখন সর্প
নারীকে কহিল, কোন ক্রমে মরিবা না। ৫ কিন্তু
ঈশ্বর জানেন, যে দিনে তোমরা তাহা খাইবা,
সেই দিনে তোমাদের চক্ষু প্রসন্ন হইবে, তাহা-
তে তোমরা ঈশ্বরের ন্যায় সদসৎ জ্ঞান প্রাপ্ত
হইবা। ৬ তখন নারী ঐ বৃক্ষকে সুখাদ্যের উৎ-
পাদক ও নয়নের লোভজনক ও জ্ঞান প্রদানার্থে
বাঞ্ছনীয় জানিয়া তাহার ফল পাড়িয়া ভোজন
করিল, এবং আপনার মত নিজ স্বামিকে দিলে
সেও ভোজন করিল। ৭ তাহাতে তাহাদের উভ-
য়ের চক্ষু প্রসন্ন হইলে তাহারা আপনাদের উল-
ঙ্গতার বোধ পাইয়া বটপত্র সিঙ্গাইয়া কটিবন্ধন
করিল।
৮ পরে দিবাবসানে উদ্যানের মধ্যে গমনা-
গমনকারি প্রভু পরমেশ্বরের রব শুনিতে পা-
ইলে আদম্ ও তাহার স্ত্রী তাঁহার সম্মুখহইতে
বৃক্ষগণের মধ্যে লুকাইল। ৯ তখন প্রভু পরমে-
শ্বর আদমকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি কোথায়?
১০ তাহাতে সে কহিল, আমি উদ্যানে তোমার
রব শুনিয়া উলঙ্গতা প্রযুক্ত ভয় করিয়া আপনাকে
লুকাইলাম। ১১ তিনি কহিলেন, তুমি উলঙ্গ আছ,
ইহা তোমাকে কে বলিল? যে বৃক্ষের ফল
ভোজন করিতে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম,
তুমি কি তাহার ফল ভোজন করিয়াছ? ১২ তা-
হাতে আদম্ কহিল, তুমি যে স্ত্রীকে আমার
সঙ্গিনী করিয়াছ, সে আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল
দিলে আমি খাইলাম। ১৩ তখন প্রভু পরমেশ্বর
নারীকে কহিলেন, এ কি করিলা? নারী কহিল,
সর্প আমাকে ভুলাইলে আমি খাইলাম।
১৪ পরে প্রভু পরমেশ্বর সর্পকে কহিলেন, তুমি
এই কর্ম্ম করিয়াছ, এই জন্যে গ্রাম্য ও বন্য পশু-
গণের মধ্যে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শাপগ্রস্ত
হইয়া বক্ষঃস্থল দিয়া গমন করিবা, এবং যাব-
জ্জীবন ধূলী ভোজন করিবা। ১৫ এবং আমি
তোমাতে ও নারীতে এবং তোমার বংশেতে ও
তাহার বংশেতে পরস্পর বৈরিভাব জন্মাইব;
তাহাতে সে তোমার মস্তকে আঘাত করিবে, এবং
তুমি তাহার পাদমূলে আঘাত করিবা।
১৬ পরে তিনি নারীকে কহিলেন, আমি তো-
মার গর্ব্ভবেদনার অতিশয় বৃদ্ধি করিব, তাহাতে
তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করিবা; এবং স্বা-
মির অধীনী হইয়া থাকিবা; সে তোমার উপরে
কর্তৃত্ব করিবে। ১৭ অনন্তর তিনি আদমকে কহি-
লেন, যে বৃক্ষের ফল ভোজন করিতে আমি তো-
মাকে নিষেধ করিয়াছিলাম, তুমি স্ত্রীর কথা শুনি-
য়া সেই বৃক্ষের ফল ভোজন করিলা, এই নিমিত্তে
তোমার ক্লেশার্থে ভূমি অভিশপ্ত হইল; তুমি
যাবজ্জীবন ক্লেশ পাইয়া তাহার শস্যাদি ভোজন
করিবা। ১৮ এবং তাহাতে শেয়াল কাঁটা ও নানা
কণ্টকবৃক্ষ জন্মিবে, এবং তুমি ক্ষেত্রের ওষধি
ভোজন করিবা। ১৯ এবং যে মৃত্তিকাহইতে তুমি
জন্মিয়াছ, যাবৎ তাহাতে লীন না হও, তাবৎ ঘর্ম্মাক্ত
মুখে আহার করিবা; কেননা তুমি মৃত্তিকারেণু,
এবং পুনশ্চ মৃত্তিকারেণুতে লীন হইবা। ২০ পরে
আদম্ আপন স্ত্রীর নাম হবা (জীবন) রাখিল,
কেননা সে তাবৎ সজীব লোকের মাতা হইল।
২১ পরে প্রভু পরমেশ্বর চর্ম্মের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া
আদমকে ও তাহার স্ত্রীকে পরিধান করাইলেন।
২২ অনন্তর প্রভু পরমেশ্বর কহিলেন, দেখ,
মনুষ্য সদসৎ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া আমাদের একের
মত হইল; এখন পাছে সে হস্ত বিস্তার করিয়া
অমৃত বৃক্ষের ফল পাড়িয়া ভোজন করিয়া অমর
হয়। ২৩ এই নিমিত্তে প্রভু পরমেশ্বর তাহাকে
এদনের উদ্যানহইতে দূর করিয়া তাহার উৎপা-
দক মৃত্তিকাতে কৃষিকর্ম্ম করিতে তাহাকে নিযুক্ত
করিলেন। ২৪ অতএব তিনি মনুষ্যকে তাড়াইয়া
দিয়া অমৃত বৃক্ষের পথ রক্ষা করিতে এদনস্থ
উদ্যানের পূর্ব্বদিগে ঘূর্ণায়মান তেজোময় খড়্গ-
ধারি স্বর্গীয় কিরূবগণকে রাখিলেন।

৪ অধ্যায়।

১ কাবিল্ ও হাবিলের বৃত্তান্ত, ৯ ও হাবিলকে বধ করণ প্রযুক্ত কাবিলের প্রতি অভিশাপ, ১৬ ও কাবিলের বংশাবলী, ২৫ ও শেথ ও হনোকের জন্ম।

১ অপর আদম্ আপন স্ত্রী হবাতে উপগত হইলে
সে গর্ব্ভবতী হইয়া কাবিল্ (লাভ) নামক এক পুত্র
প্রসব করিয়া কহিল, পরমেশ্বরের সাহায্যে আ-
মার নরলাভ হইল। ২ পরে সে হাবিল্ (অলীক)

নামে তাহার সহোদরকে প্রসব করিল ; ঐ হাবিল্
মেষপালক, ও কাবিল্ কৃষক ছিল। ৩ অপর
কালানুক্রমে কাবিল্ উপহাররূপে পরমেশ্বরের
উদ্দেশে ভূম্যুৎপন্ন ফল উৎসর্গ করিল। ৪ এবং
হাবিল্ আপন পালের প্রথমজাত কএক পশু ও
তাহাদের মেদ উৎসর্গ করিল, তাহাতে পরমেশ্বর
হাবিলকে ও তাহার উপহার গ্রাহ্য করিলেন।
৫ কিন্তু কাবিলকে ও তাহার উপহার গ্রাহ্য করি-
লেন না ; এই নিমিত্তে কাবিল্ অতিশয় ক্রুদ্ধ
হইয়া বিষণ্ণবদন হইল। ৬ তাহাতে পরমেশ্বর
কাবিলকে কহিলেন, তুমি কেন ক্রোধ করিলা ?
ও কেন বিষণ্ণবদন হইলা ? যদি সৎক্রিয়া কর, তবে
কি গ্রাহ্য হইবা না ? ৭ আর যদি সৎক্রিয়া না কর,
তবে পাপ দ্বারে থাকে। সে তোমার বশী-
ভূত, এবং তুমি তাহার উপরে কর্তৃত্ব করিবা।
৮ অপর কাবিল্ আপন ভ্রাতার সহিত কথোপ-
কথন করিল ; পরে তাহারা ক্ষেত্রে গেলে কাবিল্
আক্রমণ করিয়া আপন ভ্রাতা হাবিলকে বধ
করিল।

৯ অনন্তর পরমেশ্বর কাবিলকে জিজ্ঞাসা করি-
লেন, তোমার ভ্রাতা হাবিল্ কোথায় ? সে উত্তর
করিল, আমি জানি না ; আমার ভ্রাতার রক্ষক
কি আমি ? ১০ তাহাতে তিনি কহিলেন, তুমি কি
করিলা ? তোমার ভ্রাতার রক্ত ভূমিহইতে আ-
মার প্রতি উচ্চৈঃস্বর করিতেছে। ১১ অতএব যে
ভূমি মুখ ব্যাদান করিয়া তোমার হস্তদ্বারা হত
ভ্রাতার রক্ত পান করিয়াছে, সেই ভূমিতে তুমি
অভিশপ্ত হইলা। ১২ তাহাতে কৃষিকর্ম্ম করিলেও
সে আপন শক্তি দিয়া তোমার সেবা আর করিবে
না ; তুমি পৃথিবীতে পর্য্যটনকারী ও ভ্রমণকারী
হইবা। ১৩ তাহাতে কাবিল্ পরমেশ্বরকে কহিল,
আমার অপরাধের ভার অসহ্য। ১৪ দেখ, অদ্য
তুমি ভূতলহইতে আমাকে তাড়াইয়া দিলা, তা-
হাতে তোমার দৃষ্টিহইতে আমাকে লুকাইতে
হয় ; এই রূপে পৃথিবীতে পর্য্যটনকারী ও ভ্রমণ-
কারী হইলে যে আমাকে পাইবে, সেই আমা-
কে বধ করিবে। ১৫ তাহাতে পরমেশ্বর তাহাকে
কহিলেন, এই হেতুক কাবিলকে যে বধ করিবে,
তাহার সাত গুণ দণ্ড হইবে ; অনন্তর পরমেশ্বর
কাবিলেতে এক চিহ্ন রাখিলেন, পাছে কেহ তা-
হাকে পাইলেই বধ করে।

১৬ অপর কাবিল্ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎহইতে
প্রস্থান করিয়া এদনের পূর্ব্বদিগে নোদ্ নামক
দেশে বাস করিল। ১৭ পরে কাবিল্ আপন স্ত্রীতে
উপগত হইলে সে গর্ব্ভবতী হইয়া হনোক্ নামে
এক পুত্র প্রসব করিল, তাহাতে কাবিল্ এক
নগর পত্তন করিয়া আপন পুত্রের নামানুসারে
তাহার নাম হনোক্ রাখিল। ১৮ ঐ হনোকের
পুত্র ঈরদ্, ও ঈরদের পুত্র মিহূয়ায়েল্, ও মিহূ-
য়ায়েলের পুত্র মিথূশায়েল, ও মিথূশায়েলের পুত্র
লেমক্। ১৯ ঐ লেমক্ দুই স্ত্রী বিবাহ করিল,
এক স্ত্রীর নাম আদা ও অন্যার নাম সিল্লা।
২০ ঐ আদার গর্ব্ভে যাবল্ জন্মিল, সে তাম্বুগৃহ-
বাসি পশুপালকদের আদিপুরুষ ছিল। ২১ এবং
যূবল্ নামে তাহার সহোদর বীণা ও বংশীধারি
সকলের আদিপুরুষ ছিল। ২২ আর সিল্লার গর্ব্ভে
তূবল্‌কাবিল্ জন্মিল, সে পিত্তলের ও লৌহের
নানা প্রকার অস্ত্র গঠিত ; ঐ তূবল্‌কাবিলের নয়-
মা নাম্নী এক সহোদরা ছিল। ২৩ পরে লেমক
আপন স্ত্রীদিগকে কহিল, হে আদে ও হে সিল্লে,
তোমরা আমার কথা শুন ; হে লেমকের ভার্য্যা-
গণ, আমার বাক্যে মনোযোগ কর ; আঘাতের
পরিশোধে আমি নরহত্যা ও প্রহারের পরিশোধে
যুববধ করিয়া থাকি। ২৪ যদি কাবিলের বধের
প্রতিফল সাত গুণ হয়, তবে আমার বধের প্রতি-
ফল সাতাত্তর গুণ হইবে।

২৫ অনন্তর আদম্ পুনর্ব্বার আপন ভার্য্যা
হবাতে উপগত হইলে সে পুত্র প্রসব করিয়া
তাহার নাম শেথ (বিনিময়) রাখিল। কেননা
সে কহিল, কাবিল্ কর্তৃক হত হাবিলের বিনিময়ে
ঈশ্বর আমাকে আর এক পুত্র দিলেন। ২৬ পরে
ঐ শেথের এক পুত্র জন্মিলে সে তাহার নাম
ইনোশ্ রাখিল ; তৎকালে লোকেরা পরমেশ্বরের
নামে প্রার্থনা করিতে লাগিল।

৫ অধ্যায়।

১ আদমের বিবরণ, ৬ ও শেথের বিবরণ, ৯ ও
ইনোশের বিবরণ, ১২ ও কৈননের বিবরণ, ১৫ ও
মহললেলের বিবরণ, ১৮ ও যেরদের বিবরণ, ২১
ও হনোকের বিবরণ, ২৫ ও মিথূশেলহের বিবরণ,
২৮ ও লেমকের বিবরণ।

১ আদমের বংশাবলির বিবরণ। যে দিনে ঈশ্বর
মনুষ্যের সৃষ্টি করিলেন, সেই দিনে ঈশ্বরের
সাদৃশ্যে তাহার সৃষ্টি করিলেন। ২ স্ত্রী ও পুরুষ
করিয়া তাহাদিগের সৃষ্টি করিলেন ; এবং সেই
সৃষ্টি দিনে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আদম
(মনুষ্য) এই নাম দিলেন। ৩ পরে আদম্ এক
শত ত্রিশ বৎসর বয়সের সময়ে আপন সাদৃশ্যে
ও প্রতিমূর্ত্তিতে পুত্রের জন্ম দিয়া তাহার নাম শেথ
রাখিল। ৪ শেথের জন্মের পর আদম্ আট
শত বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির
জন্ম দিল। ৫ সর্ব্বশুদ্ধ আদমের নয় শত ত্রিশ বৎ-
সর বয়স হইলে তাহার মৃত্যু হইল।

৬ পরে শেথ এক শত পাঁচ বৎসর বয়সে
ইনোশের জন্ম দিল। ৭ ইনোশের জন্মের পর
শেথ আট শত সাত বৎসর জীবৎ থাকিয়া
আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। ৮ সর্ব্বশুদ্ধ

শেথের নয় শত বারো বৎসর বয়স হইলে তা-
হার মৃত্যু হইল।
৯ ইনোশ্ নব্বই বৎসর বয়সে কৈননের জন্ম
দিল। ১০ কৈননের জন্মের পর ইনোশ্ আট শত
পোনের বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান
সন্ততির জন্ম দিল। ১১ সর্ব্বশুদ্ধ ইনোশের নয় শত
পাঁচ বৎসর বয়স হইলে তাহার মৃত্যু হইল।
১২ কৈনন্ সত্তর বৎসর বয়সে মহললেলের জন্ম
দিল। ১৩ মহললেলের জন্মের পর কৈনন্ আট
শত চল্লিশ বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান
সন্ততির জন্ম দিল। ১৪ সর্ব্বশুদ্ধ কৈননের নয় শত
দশ বৎসর বয়স হইলে তাহার মৃত্যু হইল।
১৫ মহললেল্ পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে যেরদের
জন্ম দিল। ১৬ যেরদের জন্মের পর মহললেল্
আট শত ত্রিশ বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো
সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। ১৭ সর্ব্বশুদ্ধ মহললে-
লের আট শত পঁচানব্বই বৎসর বয়স হইলে
তাহার মৃত্যু হইল।
১৮ যেরদ এক শত বাষট্টি বৎসর বয়সে হনো-
কের জন্ম দিল। ১৯ হনোকের জন্মের পর যেরদ
আট শত বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান
সন্ততির জন্ম দিল। ২০ সর্ব্বশুদ্ধ যেরদের নয় শত
বাষট্টি বৎসর বয়স হইলে তাহার মৃত্যু হইল।
২১ হনোক পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে মিথূশেল-
হের জন্ম দিল। ২২ মিথূশেলহের জন্মের পর
হনোক্ তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত ঈশ্বরের সহিত
গমনাগমন করিল, এবং আরো সন্তান সন্ততির
জন্ম দিল। ২৩ সর্ব্বশুদ্ধ হনোক্ তিন শত পঁয়ষট্টি
বৎসর পর্য্যন্ত জীবৎ থাকিয়া ঈশ্বরের সহিত
গমনাগমন করিল। ২৪ পরে সে অন্তর্হিত হইল,
কেননা ঈশ্বর তাহাকে লইয়া গেলেন।
২৫ মিথূশেলহ এক শত সাতাশী বৎসর বয়সে
লেমকের জন্ম দিল। ২৬ লেমকের জন্মের পর
মিথূশেলহ সাত শত বিরাশী বৎসর জীবৎ থা-
কিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। ২৭ সর্ব্ব-
শুদ্ধ মিথূশেলহের নয় শত উনসত্তরি বৎসর
বয়স হইলে তাহার মৃত্যু হইল।
২৮ লেমক্ এক শত বিরাশী বৎসর বয়সে
পুত্রের জন্ম দিয়া তাহার নাম নোহ (বিশ্রাম)
রাখিল; ২৯ কেননা সে কহিল, পরমেশ্বর কর্তৃক
অভিশপ্ত ভূমিতে আমাদের যে শ্রম ও হস্তের
ক্লেশ তদ্বিষয়ে এ আমাদের সান্ত্বনা জন্মাইবে।
৩০ নোহের জন্মের পর লেমক্ পাঁচ শত পঁচা-
নব্বই বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির
জন্ম দিল। ৩১ সর্ব্বশুদ্ধ লেমকের সাত শত সা-
তাত্তর বৎসর বয়স হইলে তাহার মৃত্যু হইল।
৩২ পরে নোহ পাঁচ শত বৎসর বয়সে শাম্ ও
হাম্ ও যেফৎ নামে তিন পুত্রের জন্ম দিল।

৬ অধ্যায়।

১ অবিহিত বিবাহের কথা, ৫ ও মনুষ্যের দুষ্টতা
প্রযুক্ত প্লাবনের কথা, ৯ ও নোহের বংশাবলি,
১৪ ও জাহাজ নির্ম্মাণের কথা।

১ এই রূপে যখন পৃথিবীতে মনুষ্যের বৃদ্ধি হইতে
লাগিল ও অনেক২ কন্যা জন্মিল, ২ তখন ঈশ্ব-
রের পুত্রেরা মনুষ্যদের কন্যাগণকে পরম সুন্দরী
দেখিয়া যাহার যাহাকে ইচ্ছা সে তাহাকে বিবাহ
করিতে লাগিল। ৩ অতএব পরমেশ্বর কহিলেন,
আমার আত্মা মনুষ্যের মধ্যে সর্ব্বদা অধিষ্ঠান
করিবেন না, কেননা তাহারা পাপিষ্ঠ ও মাংস-
পিণ্ডমাত্র; তাহাদের সময়ের পরিমাণ এক শত
বিংশতি বৎসর হইবে। ৪ তৎকালে পৃথিবীতে
মহাবীর ছিল, এবং মনুষ্যদের কন্যাগণেতে ঈশ্ব-
রের পুত্রগণ উপগত হইলে পরে তাহাদের
গর্ব্ভে যে২ সন্তান জন্মিল, তাহারাই পূর্ব্বকালের
প্রসিদ্ধ বীর।
৫ অপর পরমেশ্বর দেখিলেন, পৃথিবীতে মনু-
ষ্যের দুষ্টতা বড়, এবং তাহার অন্তঃকরণের তা-
বৎ কল্পনা নিরন্তর কেবল মন্দ। ৬ অতএব পরমে-
শ্বর পৃথিবীতে মনুষ্যের সৃষ্টি করণ প্রযুক্ত অনু-
তাপ করিয়া মনঃপীড়া পাইয়া ৭ কহিলেন, আমি
ভূমণ্ডলহইতে আপনার সৃষ্ট মনুষ্যকে উচ্ছিন্ন
করিব, এবং মনুষ্যের সহিত পশু ও কীট ও খেচর
পক্ষিগণকেও লোপ করিব; কেননা তাহাদের
সৃষ্টি করণ প্রযুক্ত আমার অনুতাপ হইতেছে।
৮ কিন্তু নোহ পরমেশ্বরের অনুগ্রহপাত্র হইল।
৯ নোহের বংশাবলির বিবরণ। ঐ নোহ তাৎ-
কালিক লোকদের মধ্যে ধার্ম্মিক ও সাধু লোক
ছিল, এবং ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিত।
১০ এবং শাম্ ও হাম্ ও যেফৎ নামে তাহার
তিন পুত্র ছিল। ১১ তৎকালে পৃথিবী ঈশ্বরের
সাক্ষাতে ভ্রষ্টা এবং দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণা ছিল।
১২ অতএব ঈশ্বর পৃথিবীতে দৃষ্টিপাত করিয়া
দেখিলেন, সে ভ্রষ্টা হইয়াছে, কেননা পৃথিবীস্থ
তাবৎ প্রাণী ভ্রষ্টাচারী হইয়াছে। ১৩ তখন ঈশ্বর
নোহকে কহিলেন, আমার গোচরে সকল প্রাণির
অন্তিম কাল উপস্থিত, কেননা তাহাদের দ্বারা
পৃথিবী দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণা হইয়াছে; অতএব
দেখ, আমি পৃথিবীর সহিত তাহাদিগকে বি-
নাশ করিব।
১৪ তুমি গোফর্ কাষ্ঠদ্বারা এক জাহাজ নির্ম্মাণ
কর; এবং তাহার মধ্যে কুঠরী নির্ম্মাণ করিয়া
তাহার ভিতরে বাহিরে ধূনা দিয়া লেপন কর।
১৫ সেই জাহাজের দীর্ঘতা তিন শত হস্ত, ও প্রস্থ
পঞ্চাশ হস্ত, ও উচ্চতা ত্রিশ হস্ত; এই প্রকারে
তাহার নির্ম্মাণ কর। ১৬ এবং তাহার ছাতের
এক হাত নীচে বাতায়ন প্রস্তুত করিয়া রাখ, ও

তাহার পার্শ্বে দ্বার রাখ, এবং তাহার প্রথম ও
দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালা নির্ম্মাণ কর। ১৭ কেননা
দেখ, আকাশের নীচে প্রাণবায়ুবিশিষ্ট যত জীব-
জন্তু আছে, সেই সকলকে নষ্ট করণার্থে আমি
পৃথিবীতে জলপ্লাবন করিব, তাহাতে পৃথি-
বীর তাবৎ প্রাণী প্রাণত্যাগ করিবে। ১৮ কিন্তু
তোমার সহিত আমি আপনার এই নিয়ম স্থির
করি; তুমি আপন পুত্ত্রগণকে ও স্ত্রীকে ও পুত্ত্র-
বধূদিগকে সঙ্গে লইয়া সেই জাহাজে প্রবেশ ক-
রিবা। ১৯ এবং প্রাণবিশিষ্ট সমস্ত জীবজন্তুর স্ত্রী
পুরুষ যুগ্ম২ লইয়া প্রাণ রক্ষার্থে তাহাদিগকে
আপনার সহিত সেই জাহাজে প্রবেশ করা-
ইবা; ২০ ফলতঃ সর্ব্বপ্রকার পক্ষী ও সর্ব্বপ্রকার
পশু ও সর্ব্বপ্রকার ভূচর কীট এক২ যুগ্ম হইয়া
প্রাণরক্ষার্থে তোমার নিকটে যাইবে। ২১ এবং
তোমার ও তাহাদের আহারার্থে তুমি তাবৎ
প্রকার উপযুক্ত সামগ্রী আনিয়া আপনার নি-
কটে সঞ্চয় করিবা। ২২ তাহাতে নোহ সেই
রূপ করিল, ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারেই তাবৎ কর্ম্ম
করিল।

৭ অধ্যায়।

১ জাহাজ আরোহণ করিতে নোহের প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞা, ৭ ও নোহের ও তাহার পরিবারের ও পশু প্রভৃতির জাহাজে আরোহণ, ১৭ ও প্লাবনের বিবরণ।

১ অপর পরমেশ্বর নোহকে কহিলেন, তুমি সপ-
রিবারে জাহাজে প্রবেশ কর, কেননা এই কালের
লোকদের মধ্যে তোমাকেই সাধু দেখিতেছি।
২ তুমি শুচি পশুর স্ত্রীপুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির
সাত যোড়া, এবং অশুচি পশুর স্ত্রীপুরুষ লইয়া
প্রত্যেক জাতির এক যোড়া; ৩ এবং খেচর
পক্ষিগণের স্ত্রীপুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির সাত
যোড়া ভূমণ্ডলেতে তাহাদের বংশ রক্ষার্থে আ-
পনার সঙ্গে লও। ৪ কেননা সপ্তাহের পর আমি
পৃথিবীতে চল্লিশ দিবারাত্রি বৃষ্টি করাইয়া আ-
মার সৃষ্ট তাবৎ প্রাণিকে পৃথিবীহইতে উচ্ছিন্ন
করিব। ৫ তখন নোহ পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে
তাবৎ কর্ম্ম করিল। ৬ নোহের ছয় শত বৎসর
বয়সের সময়ে পৃথিবীতে জলপ্লাবন হইল।
৭ পরে জলপ্লাবনের ভয়ে নোহ ও তাহার
স্ত্রী ও পুত্ত্রগণ এবং পুত্ত্রবধূগণ সকলে জাহাজে
প্রবেশ করিল। ৮ এবং নোহের প্রতি ঈশ্বরের
আজ্ঞানুসারে শুচি ও অশুচি পশু ও পক্ষি এবং
সর্ব্বপ্রকার ভূচর প্রাণির ৯ স্ত্রীপুরুষ যোড়া২ হইয়া
জাহাজে নোহের নিকটে প্রবেশ করিল। ১০ পরে
সপ্তাহ গত হইলে পৃথিবীতে জলপ্লাবন হইতে
লাগিল। ১১ নোহের বয়সের ছয় শত বৎসরের
দ্বিতীয় মাসের সপ্তদশ দিনে মহাসমুদ্রের সমস্ত
উনুই ভাঙ্গিয়া গেল, এবং গগণস্থ দ্বার সকল
মুক্ত হইল। ১২ তাহাতে পৃথিবীতে চল্লিশ দিবা-
রাত্রি মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। ১৩ সেই
দিনে নোহ এবং শাম্ ও হাম্ ও যেফৎ নামক
তাহার পুত্ত্রগণ এবং তাহাদের সহিত নোহের
স্ত্রী ও তিন পুত্ত্রবধূ জাহাজে প্রবেশ করিল।
১৪ এবং তাহাদের সহিত সর্ব্বজাতীয় বন্য পশু ও
সর্ব্বজাতীয় গ্রাম্য পশু ও সর্ব্বজাতীয় ভূচর কীট
ও সর্ব্বজাতীয় খেচর পক্ষী, ১৫ অর্থাৎ প্রাণবায়ু-
বিশিষ্ট সর্ব্বপ্রকার জীবজন্তু যুগ্ম২ হইয়া জাহাজে
নোহের নিকটে প্রবেশ করিল। ১৬ ফলতঃ তা-
হার প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে সর্ব্বপ্রকার প্রা-
ণির স্ত্রীপুরুষ যোড়া২ হইয়া প্রবেশ করিল;
পরে পরমেশ্বর দ্বার বন্ধ করিলেন।
১৭ অনন্তর চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত পৃথিবীতে জল-
প্লাবন হইল, তাহাতে জল বৃদ্ধি পাইলে জাহাজ
মৃত্তিকা ছাড়িয়া ভাসিয়া উঠিল। ১৮ পরে ক্রমে২
পৃথিবীতে অতিশয় জল বৃদ্ধি হইলে জাহাজ জলের
উপরে ভাসিয়া গেল। ১৯ এই রূপে পৃথিবীতে
অত্যন্ত জল বাড়িল; তাহাতে আকাশমণ্ডলের
অধঃস্থিত তাবৎ মহাপর্ব্বত মগ্ন হইল। ২০ ও তা-
হার উপরে পোনের হাত জল উঠিলে সকল
পর্ব্বত মগ্ন হইল। ২১ তাহাতে পক্ষী এবং গ্রাম্য
ও বন্য পশু ও ভূচর প্রাণী ও মনুষ্য প্রভৃতি পৃথি-
বীনিবাসি তাবৎ প্রাণী মরিল। ২২ স্থলচর যত
প্রাণির নাসিকাতে প্রাণবায়ুর সঞ্চার ছিল, সকলে
মরিল। ২৩ এই রূপে ভূমণ্ডলনিবাসি তাবৎ প্রাণী,
অর্থাৎ মনুষ্য ও পশু ও কীট ও আকাশীয় পক্ষি
সকল লুপ্ত হইয়া পৃথিবীহইতে উচ্ছিন্ন হইল,
কেবল নোহ ও তাহার সঙ্গি জাহাজস্থ প্রাণিরা
বাঁচিল। ২৪ এই রূপে পৃথিবী এক শত পঞ্চাশ
দিন পর্য্যন্ত জলপ্লাবিত হইয়া রহিল।

৮ অধ্যায়।

১ প্লাবনের হ্রাস, ৬ দাড়কাককে উড়াইয়া দেওন, ১০ ও কপোতকে উড়াইয়া দেওন, ১৫ ও জাহাজহইতে নামিতে ঈশ্বরের আজ্ঞা, ২০ ও ঈশ্বরের উদ্দেশে নোহের বলিদান করণ ও তাহার প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা।

১ পরে ঈশ্বর নোহকে ও জাহাজে স্থিত তাহার
সঙ্গি পশ্বাদি তাবৎ প্রাণিকে স্মরণ করিয়া পৃথি-
বীতে বায়ু বহাইলে জলের হ্রাস হইতে লাগিল।
২ ফলতঃ মহাসমুদ্রের উনুই ও গগণস্থ দ্বার সকল
বন্ধ এবং আকাশের বৃষ্টি নিবৃত্ত হইলে ৩ জল
ক্রমে২ ভূমির উপরহইতে সরিয়া গিয়া এক শত
পঞ্চাশ দিনের শেষে হ্রাস পাইল। ৪ তাহাতে
সপ্তম মাসের সপ্তদশ দিনে অরারট্ নামক পর্ব্ব-

তের উপরে জাহাজ লাগিয়া রহিল। ৫ পরে দশম
মাস পর্য্যন্ত জল ক্রমে ২ সরিয়া অল্পতর হইল;
ঐ দশম মাসের প্রথম দিনে পর্ব্বতগণের শৃঙ্গ
দৃশ্য হইল।
৬ অপর আরো চল্লিশ দিন গত হইলে নোহ
আপন নির্ম্মিত জাহাজের বাতায়ন খুলিয়া ৭ একটা
দাঁড়কাককে উড়াইয়া দিল। তাহাতে সে উড়িয়া
ভূমির উপরিস্থ জল শুষ্ক না হওন পর্য্যন্ত ইত-
স্ততো গতায়াত করিল। ৮ অনন্তর ভূমির উপরিস্থ
জল হ্রাস পাইয়াছে কি না, তাহা জানিবার জন্যে
নোহ আপনার নিকটহইতে এক কপোতকে উড়া-
ইয়া দিল। ৯ তাহাতে সমস্ত পৃথিবী জলাচ্ছাদিত
প্রযুক্ত কপোত পদার্পণের স্থান না পাওয়াতে
জাহাজে তাহার নিকটে ফিরিয়া আইল; তখন
নোহ হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক তাহাকে ধরিয়া জাহা-
জের ভিতরে আপনার নিকটে আনিল।
১০ তদনন্তর সে আর এক সপ্তাহ বিলম্ব করিয়া
জাহাজহইতে সেই কপোতকে পুনর্ব্বার উড়াইয়া
দিলে ১১ সেই কপোত সন্ধ্যাকালে তাহার নি-
কটে ফিরিয়া আইল; তখন তাহার চঞ্চুতে জিত-
বৃক্ষের এক নবীন পত্র দেখিয়া নোহ বুঝিল,
ভূমির উপরিস্থ জল হ্রাস পাইয়াছে। ১২ পরে
সে আর এক সপ্তাহ বিলম্ব করিয়া সেই কপোতকে
উড়াইয়া দিল, কিন্তু সে তাহার নিকটে আর
ফিরিয়া আইল না। ১৩ নোহের বয়সের ছয় শত
এক বৎসরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে পৃথি-
বীর উপরিস্থ জল শুষ্ক হইয়াছিল; তাহাতে
নোহ জাহাজের ছাত খুলিয়া অবলোকন করিয়া
ভূতলকে নির্জ্জল দেখিল। ১৪ পরে দ্বিতীয় মাসের
সাতাইশ দিনে পৃথিবী শুষ্ক হইল।
১৫ পরে ঈশ্বর নোহকে কহিলেন, ১৬ তুমি
আপন স্ত্রী ও পুত্ত্রগণ ও পুত্ত্রবধূগণকে সঙ্গে লইয়া
জাহাজহইতে নির্গত হও। ১৭ এবং তোমার সঙ্গি
পক্ষী ও পশু ও ভূচর কীট প্রভৃতি যত জীবজন্তু
আছে, সেই সকলকে তোমার সঙ্গে বাহিরে
আন; তাহারা পৃথিবীকে প্রাণিময় করুক, এবং
পৃথিবীতে প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হউক্। ১৮ তখন
নোহ আপন স্ত্রী ও পুত্ত্রগণ ও পুত্ত্রবধূগণকে
সঙ্গে লইয়া বাহিরে আইল। ১৯ এবং স্ব ২ জা-
ত্যনুসারে প্রত্যেক পশু ও কীট ও পক্ষি প্রভৃতি
ভূচর প্রাণী সকলে জাহাজহইতে নির্গত হইল।
২০ অনন্তর নোহ পরমেশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞ-
বেদি নির্ম্মাণ করিয়া তাবৎ প্রকার শুচি পশু ও
তাবৎ প্রকার শুচি পক্ষির মধ্যে কতক লইয়া
বেদির উপরে হোম করিল। ২১ তাহাতে পরমে-
শ্বর তাহার সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া মনে ২ কহি-
লেন, আমি মনুষ্যের জন্যে পৃথিবীকে আর
অভিশাপ দিব না; যদ্যপি বাল্যকালাবধি মনু-
ষ্যের মনস্কল্পনা দুষ্ট, তথাপি যেমত করিলাম,
সেমত আর কখনো তাবৎ প্রাণিকে সংহার করিব
না। ২২ যে পর্য্যন্ত পৃথিবী থাকে, তাবৎ শস্য
বপনের ও শস্য ছেদনের সময়, এবং শীত ও
উষ্ণ, এবং গ্রীষ্মকাল ও হেমন্তকাল, এবং দিবা
ও রাত্রি, এই সকলের নিবৃত্তি হইবে না।

৯ অধ্যায়।

১ নোহের প্রতি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ, ৮ ও নোহের সঙ্গে ঈশ্বরের নিয়ম স্থির করণ, ১৮ ও নোহের মত্ত হওনের বৃত্তান্ত ও হামকে অভিশাপ দেওন, ২৮ ও নোহের মৃত্যু।

১ পরে ঈশ্বর নোহকে ও তাহার পুত্ত্রগণকে এই
আশীর্ব্বাদ করিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহু-
বংশ হইয়া পৃথিবীকে পরিপূর্ণ কর। ২ পৃথিবীর
তাবৎ পশু ও খেচর পক্ষী ও ভূচর প্রাণী ও
সমুদ্রের মৎস্য সকলেই তোমাদের হইতে ভীত
ও শঙ্কাযুক্ত হইবে; সে সকল তোমাদের হস্তে
সমর্পিত আছে। ৩ প্রত্যেক গমনশীল প্রাণী তো-
মাদের খাদ্য হইবে, আমি হরিদ্ ওষধির ন্যায়
সে সকল তোমাদিগকে দিলাম। ৪ কিন্তু সজীবন
অর্থাৎ সরক্ত মাংস ভোজন করিও না। ৫ এবং
তোমাদের জীবনরূপ রক্ত পাতিত হইলে আমি
তাহার পরিশোধ লইব; পশুর নিকটে হউক
কিম্বা সমানজাতীয় মনুষ্যের নিকটে হউক, মনু-
ষ্যের জীবনের পরিশোধ আমি অবশ্য লইব।
৬ যে কেহ মনুষ্যের রক্তপাত করিবে, মনুষ্য-
কর্ত্তৃক তাহার রক্তপাত হইবে; কেননা ঈশ্বর আ-
পন সাদৃশ্যে মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। ৭ তো-
মরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, এবং পৃথিবীতে
বহুতর হইয়া বর্দ্ধিষ্ণু হও।
৮ অপর ঈশ্বর নোহকে ও তাহার সঙ্গি পুত্ত্র-
গণকে কহিলেন, ৯ দেখ, তোমাদের সহিত ও
তোমাদের ভাবিবংশের সহিত ১০ ও তোমাদের
সঙ্গি পক্ষি এবং গ্রাম্য ও বন্য পশু প্রভৃতি
পৃথিবীস্থ যত প্রাণী জাহাজহইতে নির্গত হই-
য়াছে, তাহাদের সহিত আমি আপন নিয়ম স্থির
করি। ১১ আমি তোমাদের সহিত এই নিয়ম
স্থির করি, জলপ্লাবনের দ্বারা তাবৎ প্রাণী আর
উচ্ছিন্ন হইবে না; এবং পৃথিবীর বিনাশার্থে
আর জলপ্লাবন হইবে না। ১২ ঈশ্বর আরো
কহিলেন, আমি তোমাদের সহিত ও তোমাদের
সঙ্গি তাবৎ প্রাণির সহিত যে নিত্য নিয়ম স্থির
করিলাম, তাহার চিহ্ন এই। ১৩ আমি মেঘে আ-
পন ধনু স্থাপন করি, তাহাই পৃথিবীর সহিত
আমার নিয়মের চিহ্ন হইবে। ১৪ যে সময়ে আমি
পৃথিবীর ঊর্দ্ধে মেঘের সঞ্চার করিব, তৎকালে
সেই মেঘধনু দৃষ্ট হইবে; ১৫ তাহাতে তোমাদের

ও দেহবাসি সর্ব্ব প্রকার প্রাণির সহিত আমার
যে নিয়ম আছে, তাহা আমার স্মরণ হইবে,
এবং তাবৎ প্রাণির বিনাশার্থে জলপ্লাবন আর
হইবে না। ১৬ কেননা মেঘধনুক হইলে আমি
তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিব; তাহাতে দেহবাসি
যত প্রাণী পৃথিবীতে আছে, তাহাদের সহিত
ঈশ্বরের যে চিরস্থায়ি নিয়ম আছে, তাহা আমি
স্মরণ করিব। ১৭ ঈশ্বর নোহকে আরও কহি-
লেন, পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণির সহিত আমার স্থা-
পিত নিয়মের এই লক্ষণ হইবে।

১৮ নোহের যে তিন পুত্র জাহাজহইতে বহির্গত
হইল, তাহাদের নাম শাম্ ও হাম্ ও যেফৎ।
সেই হাম্ কিনানের পিতা ছিল। ১৯ এই তিন
জন নোহের পুত্র; ইহাদেরই বংশেতে তাবৎ
পৃথিবী ব্যাপ্ত হইল। ২০ পরে নোহ কৃষিকর্ম্মে
প্রবৃত্ত হইয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্র করিল। ২১ তাহাতে সে
দ্রাক্ষারস পান করিয়া মত্ত হওয়াতে তাম্বুর মধ্যে
বিবস্ত্র হইয়া পড়িল। ২২ তখন কিনানের পিতা
হাম্ আপন পিতার উলঙ্গতা দেখিয়া বাহিরে
আপন দুই ভ্রাতাকে সমাচার দিল। ২৩ তাহাতে
শাম্ ও যেফৎ (পিতার) বস্ত্র লইয়া আপনাদের
স্কন্ধেতে রাখিয়া পশ্চাৎ হাঁটিয়া উলঙ্গ পিতাকে
আচ্ছাদিত করিল; তাহারা পশ্চাৎ হাঁটিয়া পি-
তার উলঙ্গতা দেখিল না। ২৪ পরে নোহ দ্রাক্ষা-
রসের নিদ্রাহইতে জাগ্রৎ হইয়া আপনার প্রতি
কনিষ্ঠ পুত্রের আচরণ জানিয়া ২৫ কহিল, কিনান্
অভিশপ্ত হউক, সে আপন ভ্রাতাদের দাসা-
নুদাস হইবে। ২৬ সে আরো কহিল, শামের
প্রভু পরমেশ্বর ধন্য; কিনান শামের দাস হইবে।
২৭ এবং ঈশ্বর যেফতের বৃদ্ধি করিবেন; তাহাতে
সে শামের তাম্বুতে বাস করিবে, ও কিনান্ তা-
হার দাস হইবে।

২৮ জলপ্লাবনের পরে নোহ আর তিন শত
পঞ্চাশ বৎসর বাঁচিল। ২৯ পরে নোহ সর্ব্বশুদ্ধ
নয় শত পঞ্চাশ বৎসর বয়সের সময়ে প্রাণ-
ত্যাগ করিল।

১০ অধ্যায়।

১ যেফতের বংশাবলি, ৬ ও হামের বংশাবলি, ২১ ও শামের বংশাবলি।

১ শাম্ ও হাম্ ও যেফৎ নামক নোহের তিন
পুত্রের বংশাবলি। জলপ্লাবনের পরে তাহা-
দের এই সকল সন্তান সন্ততি হয়। ২ গোমর্ ও
মাজূজ্ ও মাদয়্ ও যূনান্ ও তূবল্ ও মেশক্
ও তীরস্, ইহারা যেফতের পুত্র। ৩ অস্কিনস্
ও রীফৎ ও তোগর্ম্ম, ইহারা গোমরের পুত্র।
৪ এবং ইলীশা ও তর্শীশ্ ও কিত্তীম্ ও দোদা-
নীম, ইহারা যূনানের পুত্র। ৫ এই সকলহইতে
নানা উপদ্বীপের দেবপূজক লোক স্থানে ২ বিভক্ত
হইল, এবং সকলের পৃথক্ ২ ভাষা ও গোষ্ঠী
ও জাতি হইল।

৬ এবং কূশ্ ও মিসর্ ও পূট্ ও কিনান্, ইহারা
হামের পুত্র। ৭ সিবা ও হবীলা ও সব্তা ও রয়মা
ও সব্তিকা, ইহারা কূশের পুত্র। শিবা ও দিদন্
ইহারা রয়মার পুত্র। ৮ নিম্রোদ্ কূশের পুত্র;
সে পৃথিবীর মধ্যে পরাক্রমী হইতে লাগিল,
৯ ও পরমেশ্বরের সাক্ষাতে পরাক্রান্ত ব্যাধ হইল;
অতএব লোকেরা অদ্যাপি এই দৃষ্টান্ত কহে,
পরমেশ্বরের সাক্ষাতে নিম্রোদের তুল্য পরাক্রান্ত
ব্যাধ। ১০ এবং শিনিয়র্ দেশে বাবিল্ ও এরক্
ও অক্কদ্ ও কল্নী, এই সকল নগর তাহার
প্রথম রাজ্য হইল। ১১ সেই দেশহইতে অশূর
নির্গত হইয়া নিনিবী ও রিহোবোৎ ও কেলহ,
১২ এবং নিনিবী ও কেলহের মধ্যস্থিত মহানগর
রেষন্, এই সকল নগরের পত্তন করিল। ১৩ এবং
লূদীয় ও অনামীয় ও লিহাবীয় ও নপ্তুহীয় ১৪ ও
পথ্রুষীয় ও পিলেষ্টীয়দের আদিপুরুষ কস্লূ-
হীয় এবং কপ্তোরীয়, এই সকল মিসরের পুত্র।
১৫ এবং কিনানের জ্যেষ্ঠ পুত্র সীদোন্, তাহার
পর হেৎ ১৬ ও যিবূষীয় ও ইমোরীয় ও গির্গাশীয়
১৭ ও হিব্বীয় ও অর্কীয় ও সীনীয় ১৮ ও অর্বদীয়
ও সিমারীয় ও হমাতীয়। ১৯ পরে কিনানীয়দের
বংশ সকল বিস্তারিত হইলে সীদোনহইতে গির-
রের দিগে অসা পর্য্যন্ত এবং সিদোম্ ও অমোরা
ও অদ্মা ও সিবোয়ীমের দিগে লেশা পর্য্যন্ত
কিনানীয়দের বসতির সীমা ছিল। ২০ এই সকলে
হামের বংশ, কিন্তু ইহাদের মধ্যে গোষ্ঠী ও
ভাষা ও দেশ ও জাতিভেদ ছিল।

২১ যেফতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যে শাম্ তাহারও
সন্তান সন্ততি ছিল, ফলতঃ সে তাবৎ ইব্রীয়
লোকের আদিপুরুষ ছিল। ২২ তাহার এই সকল
বংশ, এলম্ ও অশূর্ ও অর্ফক্ষদ্ ও লূদ্ ও
অরাম্। ২৩ ঐ অরামের বংশ ঊষ ও হূল্ ও
গেথর্ ও মশ্। ২৪ এবং অর্ফক্ষদের বংশ শে-
লহ, ও শেলহের পুত্র এবর্। ২৫ ঐ এবরের
দুই পুত্র; একের নাম পেলগ্ (ভাগ), কেননা
তৎকালে পৃথিবী বিভক্তা হইল; তাহার ভ্রাতার
নাম যক্তন্। ২৬ এবং যক্তনের পুত্র অল্মোদদ্
ও শেলফ্ ও হৎসর্মাবৎ ও যেরহ ২৭ ও হদোরাম্
ও উষল্ ও দিক্ল ২৮ ও ওবল্ ও অবীমায়েল্ ও
শিবা ২৯ ও ওফীর্ ও হবীলা ও যোবব্। এ সকল
যক্তনের বংশ। ৩০ মেষা অবধি পূর্ব্বদিগের
সিফর্ পর্ব্বত পর্য্যন্ত তাহাদের বসতি ছিল।
৩১ এই সকলে শামের বংশ; ইহাদের মধ্যে
গোষ্ঠী ও ভাষা ও দেশ ও জাতি ভেদ ছিল।
৩২ এই সকলের গোষ্ঠী ও জাতি ভেদ থাকিলেও

ইহারা নোহের পুত্রদের বংশ ছিল; এবং
জলপ্লাবনের পরে ইহাদের হইতে উৎপন্ন নানা
জাতি তাবৎ পৃথিবীতে বিভক্ত হইল।

১১ অধ্যায়।

**১ বাবিল নির্ম্মাণ সময়ে লোকদের ভাষা ভেদ করণ,
১০ ও শামের বংশাবলি, ২৭ ও তেরহের বংশা-
বলি, ৩০ ও তেরহ ও ইব্রাম ও লোটের হারণে
গমন ও সেখানে তেরহের মৃত্যু।**

১ পূর্ব্বে সমস্ত পৃথিবীতে এক ভাষা ও এক রূপ
উচ্চারণ ছিল। ২ পরে লোকেরা পূর্ব্বদিগে ভ্রমণ
করিতে২ শিনিয়র্ দেশের এক প্রান্তর পাইয়া সে
স্থানে বসতি করিয়া ৩ পরস্পর এই রূপ পরা-
মর্শ করিল, আইস আমরা ইষ্টক নির্ম্মাণ করিয়া
অগ্নিতে দগ্ধ করি; তাহাতে ইষ্টক তাহাদের
প্রস্তরস্বরূপ ও শিলাজতু চূণস্বরূপ হইল। ৪ পরে
তাহারা কহিল, আইস আমরা আপনাদের নি-
মিত্তে এক নগর ও গগণস্পর্শি এক উচ্চগৃহ নি-
র্ম্মাণ করিয়া আপনাদের নাম বিখ্যাত করি;
তাহাতে তাবৎ পৃথিবীতে ছিন্নভিন্ন হইব না।
৫ পরে মনুষ্যসন্তানেরা যে নগর ও উচ্চগৃহ নি-
র্ম্মাণ করিতেছিল, তাহা দেখিতে পরমেশ্বর না-
মিয়া আইলেন। ৬ ফলতঃ পরমেশ্বর কহিলেন,
দেখ, ইহারা সকলে এক জাতি ও এক ভাষা-
বাদী; এখন এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল; ইহার পরে
যে কিছু করিতে সঙ্কল্প করিবে, তাহাহইতে নি-
বারিত হইবে না। ৭ অতএব আইস, আমরা নীচে
গিয়া তাহারা যেন এক জন অন্যের ভাষা বুঝিতে
না পারে, এই জন্যে তাহাদের ভাষার ভেদ
জন্মাই। ৮ এই রূপে পরমেশ্বর তথাহইতে তাবৎ
পৃথিবীর দিগ্দিগন্তরে তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন
করিলে তাহারা নগর পত্তনহইতে নিবৃত্ত হইল।
৯ এই কারণ সেই নগরের নাম বাবিল্ (ভেদ)
থাকিল; কেননা সেই স্থানে পরমেশ্বর তাবৎ
পৃথিবীর ভাষার ভেদ জন্মাইয়াছিলেন, এবং
তথাহইতে তাহাদিগকে তাবৎ পৃথিবীতে ছিন্নভিন্ন
করিয়াছিলেন।
১০ শামের বংশাবলি। শাম এক শত বৎসর
বয়সে অর্থাৎ জলপ্লাবনের দুই বৎসর পরে
অর্ফক্ষদের জন্ম দিল। ১১ অর্ফক্ষদের জন্মের
পর শাম পাঁচ শত বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো
সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। ১২ এবং অর্ফক্ষদ্
পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে শেলহের জন্ম দিল।
১৩ শেলহের জন্মের পর অর্ফক্ষদ্ চারি শত
তিন বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির
জন্ম দিল। ১৪ এবং শেলহ ত্রিশ বৎসর বয়সে
এবরের জন্ম দিল। ১৫ এবরের জন্মের পর
শেলহ চারি শত তিন বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো
সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। ১৬ এবং এবর চৌ-
ত্রিশ বৎসর বয়সে পেলগের জন্ম দিল। ১৭ পে-
লগের জন্মের পর এবর চারি শত ত্রিশ বৎসর
জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল।
১৮ এবং পেলগ্ ত্রিশ বৎসর বয়সে রিয়ূর জন্ম
দিল। ১৯ রিয়ূর জন্মের পর পেলগ্ দুই শত নয়
বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম
দিল। ২০ এবং রিয়ূ বত্রিশ বৎসর বয়সে সিরূ-
গের জন্ম দিল। ২১ সিরূগের জন্মের পর রিয়ূ
দুই শত সপ্ত বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান
সন্ততির জন্ম দিল। ২২ এবং সিরূগ ত্রিশ বৎসর
বয়সে নাহোরের জন্ম দিল। ২৩ নাহোরের
জন্মের পর সিরূগ্ দুই শত বৎসর জীবৎ থাকিয়া
আরো সন্তান সন্ততির জন্ম দিল। ২৪ এবং না-
হোর উনত্রিশ বৎসর বয়সে তেরহের জন্ম দিল।
২৫ তেরহের জন্মের পর নাহোর্ এক শত উনিশ
বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরো সন্তান সন্ততির জন্ম
দিল। ২৬ এবং তেরহ সত্তরি বৎসর বয়সে ইব্রা-
মের ও নাহোরের ও হারণের জন্ম দিল।
২৭ তেরহের বংশাবলি। তেরহ ইব্রামের ও
নাহোরের ও হারণের জন্ম দিল। এবং সেই হা-
রণ লোটের জন্ম দিল; ২৮ কিন্তু হারণ আপন
পিতা তেরহের অগ্রে আপন জন্মস্থান কস্দীয়-
দের উর্ নামক নগরে প্রাণত্যাগ করিল। ২৯ ই-
ব্রাম্ ও নাহোর্ ইহারাও বিবাহ করিল; ইব্রামের
স্ত্রীর নাম সারী, ও নাহোরের স্ত্রীর নাম মিল্কা।
ঐ নাহোরের স্ত্রী মিল্কা হারণের কন্যা ছিল;
সেই হারণ মিল্কার ও যিস্কার পিতা।
৩০ ঐ সারী বন্ধ্যা ছিল, তাহার সন্তান হইল
না। ৩১ অনন্তর তেরহ ইব্রাম্ পুত্রকে ও হারণের
পুত্র লোট নামক পৌত্রকে এবং ইব্রামের ভার্য্যা
সারী নাম্নী পুত্রবধূকে সঙ্গে লইয়া কিনান্ দেশে
যাইবার নিমিত্তে কস্দীয়দের উর্ নামক নগর-
হইতে প্রস্থান করিল; কিন্তু হারণ্ নগর পর্য্যন্ত
গিয়া তথায় বসতি করিল। ৩২ পরে তেরহের দুই
শত পাঁচ বৎসর বয়স হইলে ঐ হারণ্ নগরে
তাহার মৃত্যু হইল।

১২ অধ্যায়।

**১ ইব্রামের প্রতি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ, ৪ ও হারণ-
হইতে ইব্রামের গমন, ৬ ও কিনান্দেশে তাহার
ভ্রমণ, ১০ ও দুর্ভিক্ষ প্রযুক্ত তাহার মিসরে গমন,
১৪ ও ইব্রামের স্ত্রীকে রাজার লইয়া যাওন ও
পুনর্ব্বার দেওন।**

১ পরমেশ্বর ইব্রামকে কহিলেন, তুমি আপন দেশ
ও জ্ঞাতি ও কুটুম্ব ও পৈতৃক বাটী পরিত্যাগ করিয়া
আমি যে দেশ তোমাকে দেখাই, সেই দেশে
চল। ২ আমি তোমাহইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন

করিব, এবং তোমাকে আশীর্ব্বাদ দিয়া তোমার
নাম বিখ্যাত করিব, তাহাতে তুমি আশীর্ব্বাদের
আকর হইবা। ৩ যাহারা তোমাকে আশীর্ব্বাদ
করে, তাহাদিগকে আমি আশীর্ব্বাদ করিব; ও
যাহারা তোমাকে অভিশাপ দেয়, তাহাদিগকে
আমি অভিশাপ দিব; এবং তোমাতে পৃথিবীর
তাবৎ বংশ আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে।
৪ পরে ইব্রাম্ পরমেশ্বরের এই বাক্যানুসারে
যাত্রা করিল; এবং লোটও তাহার সঙ্গে গেল।
হারণ্হইতে প্রস্থান কালে ইব্রামের পঁচাত্তর বৎ-
সর বয়স ছিল। ৫ এই রূপে ইব্রাম সারী ভা-
র্য্যাকে ও ভ্রাতৃপুত্র লোটকে এবং হারণে আ-
পনাদের উপার্জ্জিত ধন ও দাস দাসীগণকে লইয়া
কিনান্ দেশে গমনার্থে যাত্রা করিয়া সেই দেশে
উপস্থিত হইল।
৬ অনন্তর ইব্রাম্ সেই দেশ দিয়া যাইতে২
শিখিম্ স্থানের নিকটস্থ মোরির উদ্যানে উত্তরিল;
তৎকালে কিনানীয় লোকেরা সেই দেশে বাস
করিত। ৭ পরে পরমেশ্বর ইব্রামকে দর্শন দিয়া
কহিলেন, আমি তোমার বংশকে এই দেশ দিব;
অতএব ইব্রাম্ সেই স্থানে দর্শনদাতা পরমে-
রের উদ্দেশে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিল। ৮ পরে
সে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া বৈথেলের পূর্ব্বদিগের
পর্ব্বতে গিয়া তাম্বু স্থাপন করিল; তাহার পশ্চি-
মে বৈথেল্ ও পূর্ব্বদিগে অয় নগর ছিল; এবং
সে স্থানে পরমেশ্বরের উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি
করিয়া তাঁহার নামে প্রার্থনা করিল। ৯ তাহার
পরে ইব্রাম্ ক্রমে২ আরো দক্ষিণে গমন করিল।
১০ অনন্তর সে দেশে দুর্ভিক্ষ হওয়াতে ইব্রাম্
মিসর্ দেশে প্রবাস করিতে যাত্রা করিল; কেননা
কিনান্ দেশে ভারি দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। ১১ পরে
মিসর্ দেশে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে ইব্রাম্
নিজ পত্নী সারীকে কহিল, দেখ, তুমি দেখিতে
সুন্দরী, তাহা আমি জানি। ১২ এ কারণ মিস্রীয়
লোকেরা তোমাকে দেখিয়া আমার ভার্য্যা জা-
নিলে আমাকে বধ করিয়া তোমাকে জীবৎ রা-
খিবে। ১৩ অতএব বিনয় করি, তুমি আমার
ভগিনী, এই কথা কহিও; তাহাতে তোমার অনু-
রোধে আমার মঙ্গল হইবে, ও তোমাহেতু আ-
মার প্রাণ রক্ষা পাইবে।
১৪ পরে ইব্রাম্ মিসরে প্রবেশ করিলে মিস্রীয়
লোকেরা ঐ স্ত্রীকে পরমসুন্দরী দেখিল। ১৫ এবং
ফিরৌণের অধ্যক্ষগণ তাহাকে দেখিয়া ফিরৌ-
ণের সাক্ষাতে তাহার প্রশংসা করিল; ১৬ তা-
হাতে সেই স্ত্রী রাজার বাটীতে আনীতা হইল।
এবং তাহার অনুরোধে রাজা ইব্রামকে সমাদর
করিয়া তাহাকে মেষ ও গোরু ও গর্দ্দভ ও গর্দ্দভী
ও উষ্ট্র এবং দাস দাসী দিল। ১৭ কিন্তু সেই
সারী ইব্রামের ভার্য্যা, এই জন্যে পরমেশ্বর সপরি-
বারে ফিরৌণের নানা মহাক্লেশ ঘটাইলেন।
১৮ অতএব ফিরৌণ ইব্রামকে ডাকিয়া কহিল,
তুমি আমার সহিত এ কি ব্যবহার করিলা? ১৯ ঐ
নারী তোমার ভার্য্যা, এ কথা আমাকে কেন
কহিলা না? তাহাকে আপনার ভগিনী কেন
বলিলা? তাহাতে আমি তাহাকে বিবাহ করিতে
লইলাম; এখন তোমার স্ত্রীকে লইয়া চলিয়া
যাও। ২০ তখন ফিরৌণের আজ্ঞাতে ভৃত্যবর্গ
সর্ব্বস্বের সহিত তাহাকে ও তাহার স্ত্রীকে বি-
দায় করিল।

১৩ অধ্যায়।

১ ইব্রামের ও লোটের মিসরহইতে গমন ও তাহা-
দের পালকদের বিরোধ, ১০ ও লোটের সিদোমে
গমন, ১৪ ও ইব্রামের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাদি।

১ তদনন্তর ইব্রাম্ ও তাহার স্ত্রী সকল সম্পত্তি
লইয়া লোটের সমভিব্যাহারে মিসরহইতে (কি-
নান্ দেশের) দক্ষিণাঞ্চলে যাত্রা করিল। ২ ঐ
ইব্রাম্ পশুতে ও স্বর্ণ রূপ্যেতে অতিশয় ধনবান্
ছিল। ৩ পরে সে পূর্ব্বযাত্রানুসারে দক্ষিণহইতে
বৈথেলের দিগে যাইতে২ বৈথেলের ও অয়ের
মধ্যবর্ত্তি যে স্থানে পূর্ব্বে তাহার তাম্বু স্থাপিত
ছিল, ৪ সেই স্থানে আপনার পূর্ব্বনির্ম্মিত যজ্ঞ-
বেদির নিকটে উপস্থিত হইয়া পরমেশ্বরের নাম
লইয়া প্রার্থনা করিল। ৫ এবং ইব্রামের সহযাত্রী
যে লোট, তাহারও অনেক২ মেষ ও গো ও
তাম্বু ছিল। ৬ অতএব সেই দেশে একত্র বাস
সম্পোষ্য হইল না, কেননা তাহাদের প্রচুর
সম্পত্তি থাকাতে তাহারা একত্র বাস করিতে
পারিল না। ৭ বিশেষতঃ ইব্রামের পশুপালক-
দের ও লোটের পশুপালকদের পরস্পর বি-
রোধ হইত; তৎকালে সেই দেশে কিনানীয় ও
পিরিষীয় লোকেরা বসতি করিত। ৮ অতএব
ইব্রাম্ লোটকে কহিল, বিনয় করি, তোমাতে
ও আমাতে, এবং তোমার পশুপালকগণে ও
আমার পশুপালকগণে বিরোধ না হউক; কে-
ননা আমরা পরস্পর জ্ঞাতি। ৯ তোমার সম্মুখে
কি সমস্ত দেশ নাই? বিনয় করি, তুমি আমা-
হইতে পৃথক্ হও; হয়, তুমি বামে যাও, আমি
দক্ষিণে যাই; কিম্বা তুমি দক্ষিণে যাও, আমি
বামে যাই।
১০ তখন লোট্ চক্ষু তুলিয়া দেখিল, যর্দ্দন্
নদীর প্রান্তর সোয়র্ পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের উদ্যা-
নের ন্যায় সর্ব্বত্র সজল ও মিসর্ দেশের সদৃশ;
কেননা তৎকালে সিদোম্ ও অমোরা পরমেশ্বর-
কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয় নাই। ১১ অতএব লোট আ-
পনার নিমিত্তে যর্দ্দনের তাবৎ প্রান্তর মনোনীত

করিয়া পূর্ব্বদিগে প্রস্থান করিল; এই রূপে তা-
হারা পরস্পর পৃথক্ হইল। ১২ তদবধি ইব্রাম্
কিনান্ দেশে থাকিল, এবং লোট্ সেই প্রা-
ন্তরস্থিত সকল নগরের মধ্যে থাকিয়া সিদোম্
নগরের নিকট পর্য্যন্ত তাম্বু স্থাপন করিতে লা-
গিল। ১৩ ঐ সিদোমের লোকেরা অতি দুষ্ট ও
পরমেশ্বরের গোচরে অতি পাপিষ্ঠ ছিল।

১৪ এই রূপে ইব্রামহইতে লোট্ পৃথক্ হইলে
পর পরমেশ্বর ইব্রামকে কহিলেন, এই যে স্থানে
তুমি আছ, এই স্থানহইতে চক্ষু তুলিয়া উত্তর
দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিমে দৃষ্টিপাত কর। ১৫ কেননা
তোমার দৃশ্য এই সমস্ত দেশ আমি চিরকালের
নিমিত্তে তোমাকে ও তোমার বংশকে দিব।
১৬ এবং পৃথিবীস্থ ধূলির ন্যায় তোমার বংশ-
বৃদ্ধি করিব; কেহ যদি পৃথিবীস্থ ধূলি গণিতে
পারে, তবে তোমার বংশ গণ্য হইবে। ১৭ উঠ,
এই দেশের দীর্ঘ প্রস্থে পর্য্যটন কর, কেননা
আমি তোমাকেই তাহা দিব। ১৮ তখন ইব্রাম্
তাম্বু তুলিয়া হিব্রোণের নিকটবর্ত্তি মম্রি নামক
উদ্যানে গিয়া বাস করিল, এবং সেখানে পরমে-
শ্বরের উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিল।

১৪ অধ্যায়।

১ চারি রাজার সহিত পাঁচ রাজার যুদ্ধ করণ, ১৩ ও লোটের লূট ও পরহস্তগত হওন ও ইব্রামের দ্বারা পুনশ্চ মুক্ত হওন, ১৭ ও প্রত্যাগমনের সময়ে সিদোমের রাজা ও মল্কীষেদক্ রাজার সঙ্গে ইব্রামের সাক্ষাৎ করণ ও তাহার কথোপকথন।

১ অনন্তর শিনিয়রের অম্রাফল্ নামে রাজা ও
ইল্লাসরের অরিয়োক্ নামে রাজা ও এলমের
কিদর্লায়োমর্ নামে রাজা এবং অন্যজাতীয় তি-
দিয়ল্ নামে রাজার অধিকার সময়ে, ২ সিদো-
মের বিরা নামক রাজার ও অমোরার বির্শা
নামক রাজার ও অদ্মার শিনাব্ নামক রা-
জার ও সিবোয়িমের শিমেবর্ নামক রাজার
ও বিলার অর্থাৎ সোয়রের রাজার সহিত ঐ
রাজগণ যুদ্ধ করিল। ৩ ইহারা সকলে সিদ্দীম
প্রান্তরে অর্থাৎ লবণসমুদ্রে একত্র হইয়াছিল।
৪ কারণ ইহারা দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ কিদ-
র্লায়োমর রাজার বশীভূত থাকিয়া ত্রয়োদশ বৎ-
সরে তাহার অবশ হইয়াছিল। ৫ এই জন্যে
চতুর্দ্দশ বৎসরে কিদর্লায়োমর্ রাজা আপন স-
হায় রাজগণের সহিত আসিয়া অস্তিরোৎকর্ণয়িম্
দেশীয় রিফায়ীয় লোকদিগকে ও হম্ দেশীয়
সুষীয় লোকদিগকে ও শাবিকিরিয়াথয়িম্ দেশীয়
এমীয় লোকদিগকে ৬ ও প্রান্তরের নিকটবর্ত্তি
এল্পারণ অবধি সেয়ীর্ পর্ব্বত নিবাসি হোরীয়
লোকদিগকে জয় করিল। ৭ পরে তথাহইতে ফি-
রিয়া ঐণ্মিস্পটে অর্থাৎ কাদেশে গিয়া অমা-
লেকীয় লোকদের তাবৎ দেশকে ও হৎসসোন্
তামর্ নিবাসি ইমোরীয় লোকদিগকে পরাজয়
করিল। ৮ অতএব সিদোমের রাজা ও অমো-
রার রাজা ও অদ্মার রাজা ও সিবোয়িমের
রাজা ও বিলার অর্থাৎ সোয়রের রাজা, এই
পাঁচ রাজা বূহ রচনা করিয়া ৯ এলম্ দেশের কি-
দর্লায়োমর্ রাজার ও অন্যজাতীয়দের তিদিয়ল
রাজার ও শিনিয়রের অম্রাফল্ রাজার ও ইল্লা-
সরের অরিয়োক্ রাজার এই চারি রাজার সহিত
সিদ্দীম্ প্রান্তরে যুদ্ধ করিল। ১০ ঐ সিদ্দীম্
প্রান্তরে মেট্যা তৈলের অনেক খাত ছিল; তা-
হাতে সিদোমের ও অমোরার রাজগণ পলা-
ইতে তাহার মধ্যে পতিত হইল, এবং অবশি-
ষ্টেরা পর্ব্বতে পলায়ন করিল। ১১ অতএব শত্রুরা
সিদোমের ও অমোরার সমস্ত সম্পত্তি ও ভক্ষ্য
দ্রব্য লুটিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। ১২ বিশেষতঃ
ইব্রামের ভ্রাতৃপুত্র সিদোম্ নিবাসি লোটকে ও
তাহার সমস্ত সম্পত্তি লইয়া গেল।

১৩ তখন এক জন পলাতক ইব্রীয় ইব্রামকে
সমাচার দিল; ঐ সময়ে ইব্রাম্ ইষ্কোলের ও
আনেরের ভ্রাতা ইমোরীয় মম্রির উদ্যানে বাস
করিতেছিল, এবং তাহারা ইব্রামের সহায় ছিল।
১৪ তখন ইব্রাম্ আপন ভ্রাতৃপুত্রকে ধরিয়া লই-
য়া যাওনের সমাচার শুনিবামাত্র আপন গৃহজাত
তিন শত অষ্টাদশ শিক্ষিত ভৃত্যকে সুসজ্জ
করিয়া শত্রুগণের পশ্চাৎ২ ধাবমান হইয়া দান্
নগর পর্য্যন্ত গেল। ১৫ পরে আপন ভৃত্যগণ-
কে দুই দল করিয়া রাত্রিকালে শত্রুগণের প্রতি
আক্রমণ পূর্ব্বক দম্মেষকের বামস্থিত হোবা পর্য্যন্ত
তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। ১৬ এবং সকল স-
ম্পত্তি, বিশেষতঃ আপন ভ্রাতৃপুত্র লোট্ ও তা-
হার সম্পত্তি এবং স্ত্রী ও প্রজা লোক সকলকে
ফিরাইয়া আনিল।

১৭ এই রূপে ইব্রাম্ কিদর্লায়োমরকে ও তা-
হার সহায় রাজগণকে জয় করিয়া প্রত্যাগমন
করিলে পর, সিদোমের রাজা তাহার সহিত
সাক্ষাৎ করিতে শাবী প্রান্তরে অর্থাৎ রাজার
প্রান্তরে গমন করিল। ১৮ এবং সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্ব-
রের যাজনকারী মল্কীষেদক্ নামে শালমের রাজা
রুটী ও দ্রাক্ষারস বাহির করিয়া ১৯ ইব্রামকে
এই আশীর্ব্বাদ করিল, ইব্রাম্ স্বর্গমর্ত্ত্যের অধি
কারি সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদপাত্র হউক।
২০ এবং সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বর ধন্য হউন, তিনি
তোমার শত্রুগণকে তোমারই হস্তে সমর্পণ করি-
লেন। তখন ইব্রাম্ সমস্ত দ্রব্যের দশমাংশ তা-
হাকে দিল। ২১ অনন্তর সিদোমের রাজা ইব্রাম-
কে কহিল, তুমি সমস্ত সম্পত্তি লও, কিন্তু লোক

সকল আমাকে দেও। ২২ তাহাতে ইব্রাম্ সি-
দোমের রাজাকে উত্তর করিল, আমি স্বর্গমর্ত্ত্যের
অধিকারি সর্ব্বোপরিস্থ প্রভু পরমেশ্বরের নামে
দিব্য করিয়া কহিতেছি, ২৩ আমি তোমার কি-
ছুই লইব না, এক গাছ সূতা কি জুতার বন্ধন-
রজ্জুও লইব না; পাছে তুমি বল, আমি ইব্রা-
মকে ধনবান করিয়াছি। ২৪ কেবল আমার যুব-
গণের আহারের ব্যয় গ্রহণ করিব, এবং আ-
মার যে সহায়গণ সঙ্গে গিয়াছিল, তাহারা অর্থাৎ
আনের্ ও ইস্কোল্ ও মম্রি আপন ২ প্রাপ্তব্য
ভাগ গ্রহণ করুক।

১৫ অধ্যায়।

ইব্রামকে সন্তান দিতে ও সেই সন্তানকে কিনান্দেশ দিতে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা ও ঈশ্বরের উদ্দেশে ইব্রামের বলিদান করণ।

১ ঐ ঘটনার পরে দর্শনদ্বারা পরমেশ্বরের এই
বাক্য ইব্রাহীমের নিকটে উপস্থিত হইল, হে
ইব্রাম্, ভয় করিও না, আমি তোমার ঢাল ও
মহাপুরস্কারস্বরূপ। ২ তাহাতে ইব্রাম্ উত্তর ক-
রিল, হে প্রভো পরমেশ্বর, তুমি আমাকে কি
দিবা? আমি নিরপত্য হইয়া বেড়াইতেছি, এই
দম্মেষকীয় ইলীয়েষর্ আমার গৃহের ধনাধি-
কারী আছে। ৩ ইব্রাম্ পুনশ্চ কহিল, দেখ,
তুমি আমাকে সন্তান দিলা না, সুতরাং আমার
গৃহজাত লোক আমার উত্তরাধিকারী হইবে।
৪ তখন তাহার প্রতি পরমেশ্বরের এই বাক্য
উপস্থিত হইল, ঐ ব্যক্তি তোমার উত্তরাধিকারী
হইবে না, কিন্তু যে তোমার ঔরসে জন্মিবে,
সেই তোমার উত্তরাধিকারী হইবে। ৫ পরে
তিনি তাহাকে বাহিরে আনিয়া কহিলেন, তুমি
আকাশে দৃষ্টি করিয়া যদি তারাগণ গণিতে পার,
তবে গণিয়া বল। অনন্তর তিনি তাহাকে কহি-
লেন, এই রূপ তোমার বংশ হইবে। ৬ তখন
সে পরমেশ্বরেতে বিশ্বাস করিলে তিনি তাহার
পক্ষে তাহা পুণ্যার্থে গণনা করিলেন। ৭ পরে
পরমেশ্বর তাহাকে কহিলেন, যিনি তোমার অ-
ধিকারার্থে এই দেশ দিতে কস্দীয়দের ঊর্
নগরহইতে তোমাকে আনিলেন, সেই পরমেশ্বর
আমি। ৮ তখন সে কহিল, হে প্রভো পরমে-
শ্বর, আমি যে এই দেশের অধিকারী হইব,
তাহা কিসে জানিব? ৯ পরমেশ্বর কহিলেন, তুমি
তিন বৎসরের এক বাছুরকে ও তিন বৎসরের
এক ছাগীকে ও তিন বৎসরের এক মেষকে এবং
এক ঘুঘুকে ও এক কপোতশাবককে আমার নি-
কটে আন। ১০ তাহাতে সে ঐ সকল পশু তাঁ-
হার নিকটে আনিয়া দ্বিখণ্ড করিয়া এক খণ্ডের
অগ্রে অন্য খণ্ড রাখিল, কিন্তু পক্ষিগণকে দ্বি-
খণ্ড করিল না। ১১ পরে হিংস্র পক্ষিগণ সেই
মৃত পশুদের উপরে পড়িলে ইব্রাম্ তাহাদিগকে
তাড়াইয়া দিল। ১২ পরে সূর্য্যের অস্তগমন সম-
য়ে ইব্রাম্ ঘোর নিদ্রাগত হইল; তাহাতে সে
ত্রাসে ও অন্ধকারে মগ্ন হইল। ১৩ তখন পর-
মেশ্বর ইব্রামকে কহিলেন, তোমার সন্তানগণ
চারি শত বৎসর পরদেশে প্রবাসী হইয়া দাস্য
কর্ম্ম করিয়া ক্লেশ ভোগ করিবে, ইহা নিশ্চয়
জানিবা; ১৪ কিন্তু যে জাতীয় লোকেরা তাহা-
দিগকে দাস্য কর্ম্ম করাইবে, আমি তাহাদের
দণ্ড করিব; পরে তাহারা যথেষ্ট ধন লইয়া
নির্গত হইবে। ১৫ এবং তুমি কুশলে পূর্ব্বপুরুষ-
দের নিকটে যাইবা, ও শুভ বৃদ্ধাবস্থাতে কবর
প্রাপ্ত হইবা। ১৬ এবং তোমার বংশের চতুর্থ
পুরুষ এই দেশে প্রত্যাগমন করিবে; কেননা
ইমোরীয় লোকদের অপরাধ অদ্যাপি সম্পূর্ণ হয়
নাই। ১৭ অপর সূর্য্য অস্তগত ও অন্ধকার হই-
লে চূলার ধূম ও অগ্নিপ্রদীপ দৃশ্য হইয়া ঐ
দুই খণ্ডশ্রেণীর মধ্য দিয়া চলিয়া গেল। ১৮ সেই
দিনে পরমেশ্বর ইব্রামের সহিত নিয়ম নির্দ্ধার্য্য
করিয়া কহিলেন, আমি মিস্রীয় নদী অবধি
ফরাৎ নামক বড় নদী পর্য্যন্ত এই দেশ তো-
মার বংশকে দিব, ১৯ অর্থাৎ কেনীয়দের ও
কিনসীয়দের ও কদ্মোনীয়দের ২০ ও হিত্তীয়দের
ও পিরিষীয়দের ও রিফায়ীয়দের ২১ ও ইমো-
রীয়দের ও কিনানীয়দের ও গির্গাশীয়দের ও
যিবূষীয়দের দেশ দিব।

১৬ অধ্যায়।

১ সারীদ্বারা ইব্রামের সহিত হাজিরার বিবাহ, ৪ ও কর্ত্রীদ্বারা দুঃখ পাইয়া হাজিরার পলায়ন ও ঈশ্বরের আজ্ঞাদ্বারা তাহার প্রত্যাগমন।

১ ইব্রামের ভার্য্যা সারী বন্ধ্যা ছিল, এবং মি-
স্রীয়া হাজিরা নামে তাহার এক দাসী ছিল।
২ তাহাতে সারী ইব্রামকে কহিল, দেখ, পর-
মেশ্বর আমাকে বন্ধ্যা করিয়াছেন; অতএব বি-
নয় করি, তুমি আমার এই দাসীতে উপগত
হও; কি জানি, ইহাদ্বারা আমি পুত্রবতী হইতে
পারিব; তখন ইব্রাম সারীর বাক্যে সম্মত হইল।
৩ এই রূপে কিনান্ দেশে ইব্রামের দশ বৎসর
বাস করণান্তে ইব্রামের ভার্য্যা সারী আপন
দাসী মিস্রীয়া হাজিরাকে লইয়া আপন স্বামি
ইব্রামের সহিত বিবাহ দিল।
৪ অপর ইব্রাম হাজিরাতে উপগত হইলে সে
গর্ভবতী হইল; এবং আপনার গর্ভ হইয়াছে,
ইহা বুঝিয়া সে নিজ কর্ত্রীকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে
লাগিল। ৫ তাহাতে সারী ইব্রামকে কহিল, আ-
মার প্রতি এই অন্যায়ের ফল তোমার হউক;

আমি আপনার যে দাসীকে তোমার ক্রোড়ে
দিয়াছিলাম, সে এখন আপন গর্ভ জানিয়া আ-
মাকে তুচ্ছজ্ঞান করিতেছে; পরমেশ্বরই তোমার
ও আমার বিচার করুন। ৬ তাহাতে ইব্রাম্ সা-
রীকে কহিল, দেখ, সে তোমার দাসী, তোমারই
হস্তগতা আছে; তোমার ইচ্ছানুসারে তাহার
প্রতি কর। তাহাতে সারী হাজিরার প্রতি কঠিন
ব্যবহার করিলে সে তাহার নিকটহইতে পলা-
য়ন করিল। ৭ পরে পরমেশ্বরের দূত প্রান্ত-
রের মধ্যে এক জলের উনুইর নিকটে, অর্থাৎ
শূরের পথে যে উনুই আছে, তাহার নিকটে
তাহাকে পাইয়া ৮ কহিলেন, হে সারীর দাসি
হাজিরা, তুমি কোথাহইতে আইলা? এবং
কোথায় যাইবা? তাহাতে সে কহিল, আমি আ-
পন কর্ত্রী সারীর নিকটহইতে পলাইতেছি।
৯ তখন পরমেশ্বরের দূত তাহাকে কহিলেন,
তুমি আপন কর্ত্রীর নিকটে ফিরিয়া গিয়া তা-
হার হস্তের বশীভূতা হও। ১০ পরমেশ্বরের দূত
তাহাকে আরও কহিলেন, আমি তোমার বং-
শের এমত বৃদ্ধি করিব, যে বাহুল্য প্রযুক্ত
অগণ্য হইবে। ১১ পরমেশ্বরের দূত তাহাকে
আরও কহিলেন, দেখ, তোমার গর্ভহইতে যে
পুত্র জন্মিবে, তাহার নাম ইস্মায়েল্ (ঈশ্বর
শুনেন) রাখিবা, কেননা পরমেশ্বর তোমার দুঃ-
খের কথা শুনিলেন। ১২ এবং সে অদম্য পুরুষ
হইবে, ও তাহার হস্ত সকলের বিরুদ্ধে ও সক-
লের হস্ত তাহার বিরুদ্ধে থাকিবে; এবং সে
নিজ তাবৎ ভ্রাতৃগণের সম্মুখে বসতি করিবে।
১৩ অপর হাজিরা আপনার সহিত আলাপ-
কারি পরমেশ্বরের এই নাম রাখিল, তুমি
মদ্দর্শক ঈশ্বর; কেননা সে কহিল, আমি এই
স্থানে কি মদ্দর্শকের অনুদর্শন করিয়াছি?
১৪ এই কারণ সেই কূপের নাম বের্-লহয়্-রোয়ী
(স্বয়ংজীবি মদ্দর্শকের কূপ) হইল। দেখ, তাহা
কাদেশের ও বেরদের মধ্যে আছে। ১৫ পরে
হাজিরা ইব্রামের নিমিত্তে পুত্র প্রসব করিলে
ইব্রাম্ হাজিরাহইতে জাত আপনার সেই পু-
ত্রের নাম ইস্মায়েল্ রাখিল। ১৬ ইব্রামের
ছেয়াশী বৎসর বয়সের সময়ে হাজিরা ইব্রামের
নিমিত্তে ইস্মায়েলকে প্রসব করিল।

১৭ অধ্যায়।

১ ইব্রাহীমের সহিত ঈশ্বরের নিয়ম স্থির করণ ও সেই নিয়মের চিহ্ন ত্বক্‌ছেদ, ১৫ ও সারীর নাম পরিবর্ত্ত হওন ও পুত্র প্রসব করণের কথা, ২৩ ও ইব্রাহীমের ও ইস্মায়েলাদির ত্বক্‌ছেদন।

১ ইব্রামের নিরানব্বই বৎসর বয়সে পরমেশ্বর
তাহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, আমি সর্ব্বশক্তি-
মান্ ঈশ্বর, তুমি আমার সাক্ষাতে গমনাগমন
করিয়া সিদ্ধ হও। ২ আমি তোমার সহিত আ-
পন নিয়ম স্থির করিয়া তোমার অতিশয় বৃদ্ধি
করিব। ৩ তখন ইব্রাম্ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করি-
লে ঈশ্বর তাহার সহিত আলাপ করিয়া পুনশ্চ
কহিলেন, ৪ দেখ, আমিই তোমার সহিত আ-
পন নিয়ম স্থির করিতেছি, তুমি বহুজাতির আ-
দিপিতা হইবা। ৫ এবং তোমার নাম ইব্রাম্
(মহাপিতা) আর থাকিবে না, কিন্তু ইব্রাহীম
(বহুলোকের পিতা) এই নাম হইবে। ৬ কে-
ননা আমি তোমাকে বহুজাতির আদিপিতা করি-
লাম। আমি তোমার অত্যন্ত বংশবৃদ্ধি করিব,
এবং তোমাহইতে বহুজাতি জন্মাইব; ও রাজগণ
তোমাহইতে উৎপন্ন হইবে। ৭ আমি তোমার
সহিত ও তোমার ভাবিবংশ পরম্পরার সহিত
যে নিয়ম স্থির করিলাম, তাহা নিত্যস্থায়ী হইবে;
ফলতঃ আমি তোমার ও তোমার ভাবিবংশের
ঈশ্বর হইব। ৮ এবং তুমি এখন এই যে কিনান্
দেশে প্রবাস করিতেছ, ইহা সমুদয় আমি তোমা-
কে ও তোমার ভাবিবংশকে নিত্য অধিকারার্থে
দিব, ও আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব। ৯ ঈশ্বর
ইব্রাহীমকে আরও কহিলেন, তুমিও আমার নি-
য়ম পালন করিবা; তুমি ও তোমার ভাবিবংশ
পুরুষানুক্রমে তাহা পালন করিবা। ১০ তোমার
সহিত ও তোমার ভাবিবংশের সহিত কৃত আ-
মার যে নিয়ম তোমরা পালন করিবা, তাহা
এই, তোমাদের প্রত্যেক পুরুষের ত্বক্‌ছেদ হই-
বে। ১১ তোমরা আপন ২ লিঙ্গাগ্রচর্ম্ম ছেদন
করিবা; তাহাই তোমাদের সহিত আমার নি-
য়মের চিহ্ন হইবে। ১২ পুরুষানুক্রমে তোমাদের
প্রত্যেক পুত্রসন্তানের আট দিন বয়সে ত্বক্‌ছেদ
হইবে, এবং যাহারা তোমার বংশ নহে, এমত
ভিন্নজাতীয়দের মধ্যে তোমাদের গৃহে জাত কিম্বা
মুল্যদ্বারা ক্রীত লোকেরও ত্বক্‌ছেদ হইবে।
১৩ তোমার গৃহজাত কিম্বা মুল্যদ্বারা ক্রীত লো-
কের ত্বক্‌ছেদ অবশ্য কর্ত্তব্য; তোমাদের মাং-
সেতে আমার নিয়ম দৃশ্য হইয়া নিত্য নিয়ম
হইবে। ১৪ কিন্তু যাহার লিঙ্গাগ্রচর্ম্ম ছেদন না
হইবে, এমত অচ্ছিন্নত্বক্ পুরুষ আমার নিয়ম
ভঙ্গ করাতে আপন লোকদের মধ্যহইতে উ-
চ্ছিন্ন হইবে।

১৫ তদনন্তর ঈশ্বর ইব্রাহীমকে কহিলেন, তুমি
আপন ভার্য্যা সারীকে আর সারী (কুলীনা)
বলিয়া ডাকিও না; তাহার নাম সারা (রাজ্ঞী)
হইল। ১৬ আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলাম,
এবং তাহাহইতে এক পুত্রও তোমাকে দিব;
আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলাম, ফলতঃ সে
নানা জাতির আদিমাতা হইবে, এবং তাহার বং-

শে নানাদেশীয় রাজগণ উৎপন্ন হইবে। ১৭ তখন
ইব্রাহীম্ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া হাসিয়া মনে২
কহিল, শত বর্ষ বয়স্ক পুরুষের কি সন্তান হইবে?
নব্বই বৎসর বয়সে কি সারা পুত্র প্রসব করি-
বে? ১৮ অনন্তর ইব্রাহীম্ ঈশ্বরকে কহিল, ইস্-
মায়েল্ তোমার গোচরে বাঁচিয়া থাকুক। ১৯ তখন
ঈশ্বর কহিলেন, তোমার ভার্য্যা সারা অবশ্য
তোমার নিমিত্তে পুত্র প্রসব করিবে, এবং তুমি
তাহার নাম ইস্হাক্ (হাস্য) রাখিবা, এবং
আমি তাহার সহিত আপন নিয়ম স্থির করিব,
তাহা তাহার ভাবিবংশের সহিত নিত্যস্থায়ি নি-
য়ম হইবে। ২০ এবং ইস্মায়েল্ বিষয়ক তো-
মার প্রার্থনাও শুনিলাম; দেখ, আমি তাহাকে
আশীর্ব্বাদ করিব, এবং তাহাকে বহুপ্রজ করি-
য়া তাহার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব; তাহা-
হইতে দ্বাদশ রাজা উৎপন্ন হইবে, ও আমি
তাহাকে বড় জাতি করিব। ২১ কিন্তু আগামি
বৎসরের এই সময়ে সারা তোমার নিমিত্তে যা-
হাকে প্রসব করিবে, সেই ইস্হাকের সহিত
আমি আপন নিয়ম স্থির করিব। ২২ এই রূপ
কথোপকথন সাঙ্গ করিয়া ঈশ্বর ইব্রাহীমের নি-
কটহইতে উর্দ্ধগমন করিলেন।

২৩ অনন্তর ইব্রাহীম্ আপন পুত্র ইস্মায়েল-
কে ও আপন গৃহজাত ও মূল্যে ক্রীত সকল
দাসদিগকে, অর্থাৎ ইব্রাহীমের গৃহে যত পুরুষ
ছিল, সেই সকলকে লইয়া ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে
তদ্দিনেই তাবতের লিঙ্গাগ্রচর্ম্ম ছেদন করিল।
২৪ লিঙ্গাগ্রের ত্বকছেদন কালে ইব্রাহীমের নি-
রানব্বই বৎসর বয়স ছিল। ২৫ এবং লিঙ্গা-
গ্রের ত্বক্‌ছেদন কালে তাহার পুত্র ইস্মায়েলের
তের বৎসর বয়স ছিল। ২৬ একই দিনে ইব্রাহী-
মের ও তাহার পুত্র ইস্মায়েলের ত্বক্‌ছেদ হইল।
২৭ সেই দিনে তাহার গৃহজাত কিম্বা অন্যজাতীয়-
দের নিকটে মূল্যদ্বারা ক্রীত তাহার গৃহের তাবৎ
পুরুষেরও লিঙ্গাগ্রের ত্বক্‌ছেদ হইল।

১৮ অধ্যায়।

১ ইব্রাহীমের তিন স্বর্গদূতকে অতিথি করণ ও তাঁ-
হাদের কথোপকথন, ১৬ ও তাঁহাদিগকে পথ দে-
খাইতে সিদোমের দিগে ইব্রাহীমের গমন, ২২ ও
সিদোমের রক্ষার্থে ইব্রাহীমের নিবেদন।

১ তদনন্তর পরমেশ্বর মম্রির উদ্যানে ইব্রাহীমকে
দর্শন দিলেন; ফলতঃ এক দিন উত্তাপ সময়ে
সে তাম্বুগৃহের দ্বারে বসিয়াছিল; ২ ইত্যবসরে
আপন চক্ষু তুলিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান তিন পু-
রুষকে দেখিল; দেখিবামাত্র সাক্ষাৎ করিতে
তাম্বুদ্বারহইতে দৌড়িয়া গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম
করিয়া কহিল, ৩ হে প্রভো, বিনয় করি, যদি আ-
মার প্রতি অনুগ্রহ করিলেন, তবে এই ভৃত্যের
স্থানহইতে অগ্রসর হইবেন না। ৪ বিনয় করি,
কিঞ্চিৎ জল আনাইয়া দি, পাদপ্রক্ষালন করিয়া
এই বৃক্ষতলে বিশ্রাম করুন। ৫ এবং কিছু খাদ্য
আনিয়া দি, তাহাদ্বারা অন্তঃকরণ আপ্যায়িত
করুন; পরে গমন করিবেন; কেননা ইহারই
নিমিত্তে আপন দাসের নিকটে আগত হইলেন।
তখন তাঁহারা কহিলেন, যাহা বলিতেছ তাহাই
কর। ৬ তাহাতে ইব্রাহীম্ শীঘ্র তাম্বুগৃহে সা-
রার নিকটে গিয়া কহিল, শীঘ্র তিন সের উত্তম
ময়দা লইয়া ছানিয়া পিষ্টক প্রস্তুত কর। ৭ পরে
ইব্রাহীম্ ত্বরায় পালের নিকটে গিয়া উৎকৃষ্ট
কোমল এক গোবৎস লইয়া ভৃত্যকে দিলে সে
তাহা শীঘ্র রন্ধন করিল। ৮ তখন সে দধি ও
দুগ্ধ ও পক্ক গোবৎসের মাংস লইয়া তাঁহাদের
সাক্ষাতে দিল, এবং তাঁহাদের ভোজন সময়ে
আপনি বৃক্ষতলে তাঁহাদের সেবার্থে দাঁড়াইল।
৯ তদনন্তর তাঁহারা তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, তো-
মার ভার্য্যা সারা কোথায়? সে কহিল, দেখুন,
সে তাম্বুতে আছে। ১০ তাহাতে তাঁহাদের এক
ব্যক্তি কহিলেন, আগামি বৎসরের এই সময়ে
আমি অবশ্য ফিরিয়া আসিব; দেখ, তৎকালে
তোমার স্ত্রী সারার কোলে এক পুত্র হইবে।
এই কথা সারা তাম্বুদ্বারে তাহার পশ্চাৎ থা-
কিয়া শুনিল। ১১ সেই সময়ে ইব্রাহীম্ ও সারা
অতি বৃদ্ধ ছিল, এবং সারার স্ত্রীধর্ম্ম নিবৃত্ত
হইয়াছিল। ১২ অতএব সারা হাসিতে২ মনে২
কহিল, আমার এই শীর্ণাবস্থার পরে কি এমত
আনন্দ হইবে? বিশেষতঃ আমার প্রভুও বৃদ্ধ।
১৩ তখন পরমেশ্বর ইব্রাহীমকে কহিলেন, এই
বৃদ্ধাবস্থাতে প্রসব হওয়া কি সম্ভব হয়? ইহা
ভাবিয়া সারা কেন হাসিল? ১৪ কোন কর্ম্ম কি
পরমেশ্বরের অসাধ্য? আগামি বৎসরের এই
সময়ে আমি ফিরিয়া আসিব, তখন সারার কো-
লে পুত্র হইবে। ১৫ তাহাতে সারা মিথ্যা করিয়া
কহিল, আমি হাসি নাই; কেননা সে ভয় পা-
ইল। কিন্তু তিনি কহিলেন, অবশ্য হাসিয়াছিলা।

১৬ পরে সেই ব্যক্তিরা তথাহইতে উঠিয়া সি-
দোমের দিগে প্রস্থান করিলে ইব্রাহীম্ আগ-
বাড়ান রাখিতে তাহাদের সঙ্গে২ চলিতেছিল।
১৭ তাহাতে পরমেশ্বর কহিলেন, আমি যাহা
করিতে উদ্যত আছি, তাহা কি ইব্রাহীমহইতে
লুকাইব? ১৮ ইব্রাহীমহইতে মহান ও বলবান
এক জাতি উৎপন্ন হইবে, ও পৃথিবীর সর্ব্বজাতী-
য়েরা তাহাতেই আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে। ১৯ কে-
ননা আমি তাহাকে জানি, সে আপন ভাবি-
সন্তানগণকে ও পরিবারদিগকে আদেশ করিবে,
তাহাতে তাহারা ন্যায় ও ধর্ম্মাচরণ করিতে২

পরমেশ্বরের পথে চলিবে; এই রূপে পরমে-
শ্বর ইব্রাহীমের বিষয়ে প্রতিশ্রুত আপনার বাক্য
সফল করিবেন। ২০ অনন্তর পরমেশ্বর কহি-
লেন, সিদোমের ও অমোরার মহাধ্বনি উঠি-
তেছে, তাহাদের পাপ অতি গুরুতর; ২১ এই
জন্যে আমি নীচে দেখিতে গিয়া, আমার নি-
কটে আগত ধ্বনি অনুসারে তাহারা সর্ব্বতো-
ভাবে করিয়াছে কি না, তাহা জানিব।
২২ পরে সেই ব্যক্তিরা তথাহইতে ফিরিয়া
সিদোমের দিগে গমন করিলেন; কিন্তু ইব্রাহীম্
তখনও পরমেশ্বরের সাক্ষাতে দণ্ডায়মান থাকিল।
২৩ পরে ইব্রাহীম্ নিকটে গিয়া কহিল, তুমি কি
পাপির সহিত ধার্ম্মিককেও সংহার করিবা?
২৪ সেই নগরের মধ্যে যদি পঞ্চাশ জন ধা-
র্ম্মিক পাওয়া যায়, তবে তুমি কি তন্মধ্যবর্ত্তি
পঞ্চাশ জন ধার্ম্মিকের অনুরোধে সেই স্থানের
প্রতি ক্ষমা না করিয়া তাহা বিনষ্ট করিবা?
২৫ পাপির সহিত ধার্ম্মিকের বিনাশ করা, এই
প্রকার কর্ম্ম তোমাহইতে দূরে থাকুক; ও ধা-
র্ম্মিককে পাপির সমান করা তোমাহইতে দূরে
থাকুক। সমস্ত পৃথিবীর বিচারকর্ত্তা কি ন্যায়-
বিচার করিবেন না? ২৬ তাহাতে পরমেশ্বর কহি-
লেন, আমি যদি সিদোম্ নগরে পঞ্চাশ জন
ধার্ম্মিক দেখি, তবে তাহাদের অনুরোধে সেই
সমস্ত স্থানের প্রতি ক্ষমা করিব। ২৭ তাহাতে
ইব্রাহীম্ কহিল, দেখুন, মৃত্তিকারেণু ও ভস্মমাত্র
যে আমি, আমি প্রভুর প্রতি কথা কহিতে প্রবৃত্ত
হইয়াছি। ২৮ যদি পঞ্চাশ জন ধার্ম্মিকের পাঁচ
জন ন্যূন হয়, তবে পাঁচ জনের অভাব প্রযুক্ত
কি সমস্ত নগর বিনষ্ট করিবা? তিনি কহিলেন,
পঁয়তাল্লিশ জন পাইলে আমি তাহা বিনষ্ট করিব
না। ২৯ সে তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিল, সে স্থানে
যদি চল্লিশ জন পাওয়া যায়? তিনি কহিলেন,
চল্লিশ জনের অনুরোধে তাহা করিব না। ৩০ আর
বার সে কহিল, প্রভু বিরক্ত হইবেন না, তবে
আরো কহি; যদি সেখানে ত্রিশ জন পাওয়া
যায়? তিনি কহিলেন, ত্রিশ জন পাইলে তাহা
করিব না। ৩১ সে কহিল, দেখুন, প্রভুর প্রতি
আমি সাহসী হইয়া পুনর্ব্বার কহি, যদি সেখানে
বিংশতি জন পাওয়া যায়? তিনি কহিলেন, বিং-
শতি জনের অনুরোধে তাহা নষ্ট করিব না।
৩২ সে কহিল, ইহাতে প্রভু ক্রুদ্ধ হইবেন না,
আমি কেবল আর এক বার কহি; যদি সে-
খানে দশ জন পাওয়া যায়? তিনি কহিলেন,
দশ জনের অনুরোধে তাহা নষ্ট করিব না।
৩৩ তখন পরমেশ্বর ইব্রাহীমের সহিত এই রূপ
কথোপকথন শেষ করিয়া প্রস্থান করিলেন, এবং
ইব্রাহীমও স্বস্থানে ফিরিয়া গেল।

১৯ অধ্যায়।

১ লোটের কাছে দুই দূতের আগমন ও তাঁহাদের প্রতি সিদোমীয় লোকদের কুব্যবহার এবং লোটের ও তাহার দুই কন্যার রক্ষা ও সিদোমীয় লোকদের ও লোটের স্ত্রীর বিনাশ, ২৭ ও সিদোমের বিনাশে ইব্রাহীমাদির রক্ষা, ৩০ ও লোট ও তাহার দুই কন্যার কুব্যবহারহইতে মোয়াবীয় ও অম্মোনীয় বংশের উৎপত্তি।

১ অপর সন্ধ্যাকালে যখন ঐ দুই স্বর্গদূত সিদোম্
নগরে প্রবেশ করেন, তখন লোট্ নগরদ্বারে
উপবিষ্ট থাকাতে তাঁহাদিগকে দেখিয়া তাঁহা-
দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে উঠিল, এবং ভূমিষ্ঠ
হইয়া প্রণাম করিয়া ২ কহিল, হে আমার প্রভু-
রা, বিনয় করি, আপনকাদের এই দাসের গৃহে
পদার্পণ করিয়া অদ্য রাত্রি বাস করুন ও পাদ-
প্রক্ষালন করুন; পরে প্রত্যূষে উঠিয়া স্বযা-
ত্রাতে অগ্রসর হইবেন। তাহাতে তাঁহারা কহি-
লেন, না, আমরা চকে রাত্রি যাপন করিব।
৩ কিন্তু লোট্ অতিশয় সাধ্যসাধনা করিলে তাঁ-
হারা তাহার সঙ্গে গিয়া তাহার বাটীতে প্রবেশ
করিলেন; তাহাতে সে তাঁহাদের জন্যে তাড়ী-
শূন্য রুটী প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিলে
তাঁহারা ভোজন করিলেন। ৪ পরে তাঁহাদের
শয়নের পূর্ব্বে ঐ নগরের লোকেরা অর্থাৎ সি-
দোম্ নগরের আবাল বৃদ্ধ তাবৎ লোক চতুর্দ্দিগ-
হইতে আসিয়া তাহার ঘর ঘেরিল, ৫ এবং
লোটকে ডাকিয়া কহিল, অদ্য রাত্রিতে যে মনু-
ষ্যেরা তোমার বাটীতে আইল, তাহারা কো-
থায়? তাহাদিগকে বাহির করিয়া আমাদের নি-
কটে আন, আমরা তাহাদিগেতে উপগত হইব।
৬ তখন লোট্ বাহিরে তাহাদের নিকটে আ-
সিয়া কবাট বদ্ধ করিয়া কহিল, ৭ হে ভাই সকল,
আমি বিনয় করি, এমত কুব্যবহার করিও না।
৮ দেখ, পুরুষকর্তৃক অস্পৃষ্টা আমার দুই কন্যা
আছে, তাহাদিগকে তোমাদের নিকটে আনি,
তোমরা তাহাদের সহিত স্বেচ্ছানুসারে ব্যবহার
কর, কিন্তু এই ব্যক্তিদের প্রতি কিছুই করিও না,
কেননা এই নিমিত্তে ইহারা আমার গৃহের ছায়া
আশ্রয় করিল। ৯ তখন তাহারা কহিল, সরিয়া
যা; আরও কহিল, এই এক বেটা প্রবাস করি-
তে আসিয়া আমাদের বিচারকর্ত্তা হইল; এখন
তাহাদের অপেক্ষা তোর প্রতি আরো কুব্যবহার
করিব। ইহা বলিয়া তাহারা সেই লোটের প্রতি
আক্রমণ করিয়া কবাট ভাঙ্গিতে গেল। ১০ তখন
সেই দুই ব্যক্তি হস্ত বাড়াইয়া লোটকে গৃহের
মধ্যে আপনাদের নিকটে টানিয়া লইয়া কবাট
বদ্ধ করিলেন, ১১ এবং গৃহদ্বারের নিকটবর্ত্তি
ক্ষুদ্র ও মহান্ তাবৎ লোককে অন্ধ করিলেন;

তাহাতে তাহারা দ্বার খুঁজিতে২ পরিশ্রান্ত হইল।
১২ পরে ঐ ব্যক্তিরা লোটকে কহিলেন, এই
স্থানে তোমার আর কে২ আছে? পুত্র ও কন্যা
ও জামাতাদি তোমার যত লোক এই নগরে
আছে, সে সমস্তকে এই স্থানহইতে লইয়া যাও।
১৩ কেননা আমরা এই স্থানকে উচ্ছিন্ন করিব;
পরমেশ্বরের সাক্ষাতে এই নগরের বড় ধ্বনি
উঠিয়াছে, অতএব পরমেশ্বর তাহা উচ্ছিন্ন করি-
তে আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। ১৪ তখন লোট্
বাহিরে গিয়া তাহার কন্যাদিগকে বিবাহ করিতে
উদ্যত আপন জামাতাদিগকে কহিল, উঠ, এ
স্থানহইতে বাহির হও, কেননা পরমেশ্বর এই
নগরকে উচ্ছিন্ন করিবেন; কিন্তু জামাতা সকল
উপহাসকারির ন্যায় তাহাকে বোধ করিল।
১৫ অপর প্রভাত হইলে সেই দূতেরা লোটকে
সত্বর করিয়া কহিলেন, উঠ, তোমার যে স্ত্রী ও
যে দুই কন্যা এখানে আছে, তাহাদিগকে লই-
য়া যাও, পাছে নগরের দণ্ডে বিনষ্ট হও।
১৬ এবং সে বিলম্ব করিলে তাহার প্রতি পর-
মেশ্বরের স্নেহ প্রযুক্ত সেই ব্যক্তিরা তাহার ও
তাহার স্ত্রীর ও দুই কন্যার হস্ত ধরিয়া নগরের
বাহিরে লইয়া রাখিলেন। ১৭ এই রূপে তাহা-
দিগকে বাহির করিয়া তাঁহাদের এক ব্যক্তি লো-
টকে কহিলেন, প্রাণ রক্ষার্থে পলায়ন কর,
পশ্চাদ্দিগে দৃষ্টি করিও না, এই সমস্ত প্রান্তরের
মধ্যেও থাকিও না; পর্ব্বতে পলায়ন কর, পাছে
বিনষ্ট হও। ১৮ তাহাতে লোট্ উত্তর করিল,
হে আমার প্রভো, এমন না হউক; ১৯ আ-
পনি এখন এই ভৃত্যের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া
মহাদয়া প্রযুক্ত আমার প্রাণ রক্ষা করিলেন;
কিন্তু আমি পর্ব্বতে পলায়ন করিতে পারি না;
কি জানি, বিপদ ঘটিলে আমি মরিব। ২০ দে-
খুন, পলায়ন করিতে ঐ নগর নিকটবর্ত্তী, তাহা
ক্ষুদ্র স্থান; তথায় পলাইতে আজ্ঞা করুন, তা-
হাতে আমার প্রাণ বাঁচিবে; তাহা কি ক্ষুদ্র স্থান
নয়? ২১ তাহাতে তিনি কহিলেন, ভাল, আমি
এ বিষয়েও তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ঐ যে
নগরের কথা কহিলা, তাহা উৎপাটন করিব
না। ২২ শীঘ্র সে স্থানে পলায়ন কর, কেননা
তুমি ঐ স্থানে না পঁহুছিলে আমি কিছু করিতে
পারি না। সেই হেতুক ঐ স্থানের নাম সোয়র্
(ক্ষুদ্র) হইল। ২৩ অনন্তর পৃথিবীতে সূর্য্য প্রকাশ
হইলে লোট্ সোয়রে প্রবেশ করিতেছিল, ২৪ এমন
সময়ে পরমেশ্বর আপনার নিকটহইতে অর্থাৎ
আকাশহইতে সিদোমের ও অমোরার উপরে
সগন্ধক অগ্নি বর্ষণ করিয়া ২৫ সেই সমুদয় নগর
ও প্রান্তর ও তন্নিবাসি লোক ও সেই ভূমিতে
জাত তাবৎ বস্তুকে উৎপাটন করিলেন। ২৬ ঐ
সময়ে লোটের স্ত্রী পশ্চাদ্দিগে দৃষ্টি করাতে
লবণস্তম্ভ হইল।
২৭ অপর ইব্রাহীম্ প্রত্যূষে উঠিয়া পূর্ব্বে যে
স্থানে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে দাঁড়াইয়াছিল, তথায়
উপস্থিত হইয়া ২৮ সিদোমের ও অমোরার প্রতি
ও সেই প্রান্তরের সমস্ত অঞ্চলের প্রতি অব-
লোকন করিয়া দেখিল, সেই দেশহইতে অগ্নি-
কুণ্ডের ধূমের ন্যায় ধূম উঠিতেছে। ২৯ কিন্তু সেই
প্রান্তরস্থিত তাবৎ নগরের বিনাশ কালে ঈশ্বর
ইব্রাহীমকে স্মরণ করিয়া যে২ নগরে লোট বাস
করিত, সেই২ নগরের উৎপাটনকালে উৎপাট-
নের মধ্যহইতে লোটকে বিদায় করিলেন।
৩০ তদনন্তর সোয়রে বাস করিতে ভীত প্রযুক্ত
লোট ও তাহার দুই কন্যা সোয়রহইতে প্রস্থান
করিয়া পর্ব্বতে থাকিল; ফলতঃ সে ও তাহার
দুই কন্যা গুহামধ্যে বসতি করিল। ৩১ অপর
তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা কনিষ্ঠাকে কহিল, আমা-
দের পিতা বৃদ্ধ, এবং জগৎ সংসারের ব্য-
বহারানুসারে আমাদিগেতে উপগত হইতে এ
দেশে কোন পুরুষ নাই। ৩২ আইস, আমরা
পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইয়া পিতার বংশ
রক্ষার্থে তাহার সহিত শয়ন করি। ৩৩ অতএব
তাহারা সেই রাত্রিতে আপন পিতাকে দ্রাক্ষা-
রস পান করাইলে তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা পিতার
সহিত শয়ন করিতে গেল; কিন্তু তাহার শয়ন ও
উঠিয়া যাওন লোট্ টের পাইল না। ৩৪ অপর
পরদিনে সেই জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাকে কহিল, দেখ,
গত রাত্রিতে আমি পিতার সহিত শয়ন করিয়া-
ছিলাম; আইস, আমরা অদ্য রাত্রিতেও পি-
তাকে দ্রাক্ষারস পান করাই; তাহাতে পিতার
বংশ রক্ষার্থে তুমি যাইয়া তাহার সহিত শয়ন
কর। ৩৫ অতএব তাহারা সেই রাত্রিতেও পি-
তাকে দ্রাক্ষারস পান করাইল; পরে তাহার
কনিষ্ঠা কন্যা উঠিয়া তাহার সহিত শয়ন করিল;
কিন্তু তাহার শয়ন ও উঠিয়া যাওন লোট টের
পাইল না। ৩৬ এই রূপে লোটের দুই কন্যাই
আপন পিতাহইতে গর্ব্ভবতী হইল। ৩৭ পরে
জ্যেষ্ঠা কন্যা পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম
মোয়াব্ রাখিল; সে এখনকার মোয়াবীয় লো-
কদের আদিপিতা। ৩৮ এবং কনিষ্ঠা কন্যাও
পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম বিনম্মি রাখিল,
সে এখনকার অম্মোনীয় লোকদের আদিপিতা।

২০ অধ্যায়।

ইব্রাহীমের আপন স্ত্রীকে ভগিনী কথনে অবীমেলক্-
কর্ত্তৃক তাহার স্ত্রীর গৃহীত হওন ও স্বপ্নযোগে
ঈশ্বর কর্ত্তৃক অনুযুক্ত হইয়া ইব্রাহীমের স্ত্রীকে
ফিরিয়া দেওন।

১ অনন্তর ইব্রাহীম্ তথাহইতে দক্ষিণ দেশে যাত্রা

করিয়া কাদেশের ও শূরের মধ্যস্থানে থাকিয়া
গিররে প্রবাস করিল। ২ কিন্তু ইব্রাহীম্ আপন
ভার্য্যা সারার বিষয়ে কহিল, এ আমার ভগিনী;
এই নিমিত্তে গিররের রাজা অবীমেলক্ লোক
পাঠাইয়া সারাকে গ্রহণ করিল। ৩ তাহাতে রা-
ত্রিতে ঈশ্বর স্বপ্নযোগে অবীমেলকের নিকটে
আসিয়া কহিলেন, দেখ, তুমি মৃত্যুর পাত্র, কে-
ননা ঐ যে স্ত্রীকে তুমি গ্রহণ করিয়াছ, তাহার
স্বামী আছে। ৪ কিন্তু অবীমেলক্ তাহাতে উপ-
গত না হওয়াতে কহিল, হে প্রভো, যে জাতি
নির্দ্দোষ, তাহাকেও কি তুমি বধ করিবা? ৫ এ
আমার ভগিনী, এই কথা কি সেই ব্যক্তি আ-
মাকে কহে নাই? এবং এ আমার ভ্রাতা, এমন
কথা কি সেই স্ত্রীও কহে নাই? আমি যাহা
করিয়াছি, তাহা মনের সরলতাতে ও হস্তের
নির্দ্দোষতাতে করিয়াছি। ৬ তখন ঈশ্বর স্বপ্নযো-
গে তাহাকে কহিলেন, তুমি যে মনের সরল-
তাতে এ কর্ম্ম করিয়াছ, তাহা আমিও জ্ঞাত হও-
য়াতে আমার বিরুদ্ধে পাপ করিতে তোমাকে
নিবৃত্ত করিলাম; এই জন্যে তাহাকে স্পর্শ করি-
তে দিলাম না। ৭ অতএব এখন সেই ব্যক্তির
ভার্য্যা তাহাকে ফিরিয়া দেও, কেননা সে ভবি-
ষ্যদ্বক্তা; সে তোমার জন্যে প্রার্থনা করিবে, তা-
হাতে তুমি বাঁচিবা; কিন্তু যদি তাহাকে ফিরিয়া
না দেও, তবে অবশ্য তুমি সপরিবারে মরিবা,
ইহা জ্ঞাত হও। ৮ পরে অবীমেলক্ প্রত্যূষে
উঠিয়া আপনার সকল ভৃত্যকে ডাকিয়া ঐ সমস্ত
বৃত্তান্ত তাহাদের কর্ণগোচর করিলে তাহারা অতি-
শয় ভীত হইল। ৯ পরে অবীমেলক্ ইব্রাহীমকে
ডাকিয়া কহিল, তুমি আমাদের প্রতি এ কি ব্য-
বহার করিলা? তুমি যে আমাকে ও আমার
রাজ্যকে এমত মহাপরাধগ্রস্ত কর, আমি তো-
মার কাছে এমন কি দোষ করিয়াছি? তুমি আ-
মার প্রতি অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলা। ১০ অবীমেলক্
ইব্রাহীমকে আরো কহিল, তুমি কি দেখিয়া
এমত কর্ম্ম করিলা? ১১ তখন ইব্রাহীম্ কহিল,
এই অঞ্চলে ঈশ্বরের প্রতি ভয়মাত্র নাই, অতএব
ইহারা আমার স্ত্রীর লোভে আমাকে বধ করি-
বে, ইহা আমি ভাবিয়াছিলাম। ১২ আর সে
আমার ভগিনী, ইহাও সত্য বটে, কেননা সে
আমার পিতৃকন্যা, কিন্তু মাতৃকন্যা নহে, এবং
আমার ভার্য্যা হইল। ১৩ যখন ঈশ্বর আমাকে
পৈতৃক বাটীহইতে ভ্রমণ করাইয়াছিলেন, তখন
আমি তাহাকে কহিয়াছিলাম, আমার প্রতি তো-
মার এই অনুগ্রহ করিতে হইবে, ফলতঃ আমরা
যে২ স্থানে যাইব, সেই২ স্থানে তুমি আমাকে
ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় দিও। ১৪ তখন অবীমেলক্
মেষ ও গোরু ও দাস ও দাসী আনাইয়া ইব্রা-
হীমকে দিল, এবং তাহার ভার্য্যা সারাকেও
তাহার স্থানে সমর্পণ করিল। ১৫ পরে অবীমে-
লক্ কহিল, দেখ, আমার সমস্ত দেশ তোমার
সমক্ষে আছে; তোমার যথা ইচ্ছা তথা বসতি
কর। ১৬ এবং সারাকেও কহিল, দেখ, আমি
তোমার ভ্রাতাকে সহস্র থান রূপা দিলাম;
তোমা প্রভৃতি সকলের প্রতি যাহা ঘটিল, তা-
হার আচ্ছাদনস্বরূপ তাহাই হইবে। এই রূপে
সে অনুযুক্তা হইল। ১৭ পরে ইব্রাহীম্ ঈশ্বরের
কাছে প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর অবীমেলককে ও
তাহার ভার্য্যাকে ও তাহার দাসীগণকে সুস্থ
করিলেন; তাহাতে তাহারা পুত্র প্রসব করিল।
১৮ কেননা পরমেশ্বর ইব্রাহীমের ভার্য্যা সারার
নিমিত্তে অবীমেলকের গৃহস্থিতদের গর্ব্ভ রোধ
করিয়াছিলেন।

২১ অধ্যায়।

১ ইস্‌হাকের জন্ম ও স্তন্যদুগ্ধ ত্যাগ করণ, ৯ ও হা-
জিরা দূরীকৃতা হইলে দূতদ্বারা তাহার শান্তি পা-
ওন, ২২ ও ইব্রাহীমের সহিত অবীমেলকের নিয়ম
স্থির করণ, ৩৩ ও বেরশেবাতে ইব্রাহীমের প্রার্থনা
করণ।

১ অপর পরমেশ্বর আপন বাক্যানুসারে সারার
প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া তাহার নিমিত্তে আপন
প্রতিজ্ঞা সফল করিলেন। ২ তাহাতে সারা গর্ব্ভ-
বতী হইয়া ঈশ্বরোক্ত নিরূপিত সময়ে বৃদ্ধ ইব্রা-
হীমের নিমিত্তে পুত্র প্রসব করিল। ৩ তখন ইব্রা-
হীম সারার গর্ব্ভজাত নিজ পুত্রের নাম ইস্‌হাক্
(হাস্য) রাখিল। ৪ পরে ঐ পুত্র ইস্‌হাকের
আট দিন বয়স হইলে ইব্রাহীম ঈশ্বরের আ-
জ্ঞানুসারে তাহার ত্বক্‌ছেদ করিল। ৫ ইব্রাহী-
মের এক শত বৎসর বয়সের সময়ে তাহার
পুত্র ইস্‌হাকের জন্ম হয়। ৬ অপর সারা কহিল,
ঈশ্বর আমাকে হাস্য করাইলেন; ইহা শুনিয়া
সকলেই আমার উদ্দেশে হাস্য করিবে। ৭ সে
আরো কহিল, সারা বালকদিগকে স্তন পান
করাইবে, এমন কথা ইব্রাহীমকে কে বলিতে
পারিত? কেননা আমি এখন তাহার বৃদ্ধাবস্থাতে
তাহার নিমিত্তে পুত্র প্রসব করিলাম। ৮ অপর
বালক বড় হইয়া স্তন পান ত্যাগ করিল; এবং
যে দিনে ইস্‌হাক্ স্তন পান ত্যাগ করিল, সেই
দিনে ইব্রাহীম্ মহাভোজ প্রস্তুত করিল।
৯ অনন্তর মিস্রীয়া হাজিরা ইব্রাহীমের নিমিত্তে
যে পুত্র প্রসব করিয়াছিল, সারা তাহাকে পরি-
হাস করিতে দেখিয়া ইব্রাহীমকে কহিল, ১০ তুমি
ঐ দাসীকে ও উহার পুত্রকে দূর করিয়া দেও;
আমার পুত্র ইস্‌হাকের সহিত ঐ দাসীপুত্র
উত্তরাধিকারী হইবে না। ১১ এই কথা শুনিয়া

ইব্রাহীম্ আপন পুত্ত্রের জন্যে অতি দুঃখিত
হইল। ১২ কিন্তু ঈশ্বর ইব্রাহীমকে কহিলেন, ঐ
বালকের জন্যে ও তোমার ঐ দাসীর জন্যে
দুঃখিত হইও না; সারা তোমাকে যাহা কহি-
তেছে, তাহার সেই বাক্যে সম্মত হও; কেননা
ইস্‌হাকহইতে তোমার বংশ বিখ্যাত হইবে।
১৩ আর ঐ দাসীপুত্ত্র তোমার সন্তান, এই জন্যে
আমি তাহাহইতেও এক জাতি উৎপন্ন করিব।
১৪ অতএব ইব্রাহীম্ প্রত্যূষে উঠিয়া রুটী ও জল-
পূর্ণ কূপা লইয়া হাজিরার স্কন্ধে দিয়া বালককে
সমর্পণ করিয়া তাহাকে বিদায় করিল। তাহাতে সে
প্রস্থান করিয়া বেরশেবা নামক প্রান্তরে ভ্রমণ
করিতে লাগিল। ১৫ পরে কূপার জল শেষ
হইলে হাজিরা এক ঝোপের নীচে বালককে
রাখিয়া ১৬ আপনি তাহার সম্মুখহইতে এক তীর
দূরে গিয়া বসিল, কারণ সে কহিল, বালকের
মৃত্যু আমি দেখিব না। অতএব সে তাহার
সম্মুখহইতে দূরে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করি-
তে লাগিল। ১৭ তখন ঈশ্বর বালকের রব
শুনিলেন; তাহাতে ঈশ্বরের দূত আকাশহইতে
ডাকিয়া হাজিরাকে কহিলেন, হে হাজিরা, তো-
মার কি হইল? ভয় করিও না, ঈশ্বর স্বস্থানে
থাকিয়া ঐ বালকের রোদন শুনিলেন। ১৮ তুমি
উঠিয়া বালককে তুলিয়া হস্তে ধর; আমি তাহা-
হইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন করিব। ১৯ তখন
ঈশ্বর তাহার চক্ষু প্রসন্ন করিলে সে এক সজল
কূপ দেখিতে পাইয়া তথায় গমন পূর্ব্বক কূপা
জলে পূরিয়া বালককে পান করাইল। ২০ পরে
ঈশ্বর সেই বালকের সাহায্য করাতে সে বড়
হইল, এবং প্রান্তরে থাকিয়া ধনুর্দ্ধর হইল।
২১ পারন্ নামক প্রান্তরে তাহার বসতি ছিল।
পরে তাহার মাতা মিসর্ দেশীয় কোন কন্যার
সহিত তাহার বিবাহ দিল।

২২ ঐ সময়ে অবীমেলক্ এবং ফীখোল্ নামে
তাহার সেনাপতি ইব্রাহীমকে কহিল, তুমি যে
কিছু কর, সেই সকলেতে ঈশ্বর তোমার সহায়
আছেন। ২৩ অতএব তুমি আমার প্রতি ও আ-
মার পুত্ত্র পৌত্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবা
না; এবং আমি তোমার প্রতি যেরূপ দয়া
করিয়াছি, তুমিও আমার প্রতি ও তোমার প্রবাস-
স্থান এই দেশের প্রতি তদ্রূপ দয়া করিবা, আ-
মার কাছে ঈশ্বরের দিব্য করিয়া এই কথা বল।
২৪ তাহাতে ইব্রাহীম্ কহিল, ভাল, দিব্য করিব।
২৫ কিন্তু অবীমেলকের ভৃত্যগণ ইব্রাহীমের এক
সজল কূপ বলেতে অধিকার করিয়াছিল, এই
জন্যে ইব্রাহীম্ অবীমেলককে অনুযোগ করিল।
২৬ তাহাতে অবীমেলক্ কহিল, এই কর্ম্ম কে
করিয়াছে, তাহা আমি জানি না; তুমিও আমাকে
জানাও নাই; এবং আমিও কেবল অদ্য এ
কথা শুনিলাম। ২৭ পরে ইব্রাহীম্ মেষ ও গোরু
লইয়া অবীমেলককে দিল, এবং উভয়ে এক নি-
য়ম স্থির করিল। ২৮ তৎকালে ইব্রাহীম্ পাল-
হইতে সাতটা মেষবৎস পৃথক্ করিয়া রাখিলে
অবীমেলক্ তাহাকে জিজ্ঞাসিল, ২৯ তুমি কি
অভিপ্রায়ে এই সাত মেষবৎস পৃথক্ করিয়া রা-
খিলা? ৩০ ইব্রাহীম্ কহিল, আমি যে এই কূপ
খুদিয়াছি, তাহার প্রমাণার্থে আমাহইতে এই
সাত মেষবৎস তোমাকে গ্রহণ করিতে হইবে।
৩১ অতএব সেই স্থানের নাম বেরশেবা (দি-
ব্যের কূপ) হইল, কেননা সেই স্থানে তাহারা
উভয়ে দিব্য করিল। ৩২ এই রূপে তাহারা বের-
শেবাতে নিয়ম স্থির করিলে পর অবীমেলক্
ও ফীখোল্ নামে তাহার সেনাপতি গাত্রোত্থান
করিয়া পিলেষ্টীয়দের দেশে প্রত্যাগমন করিল।

৩৩ পরে ইব্রাহীম্ সেই বেরশেবার নিকটে
উপবন প্রস্তুত করিয়া সেই স্থানে নিত্যস্থায়ি প্রভু
পরমেশ্বরের নামে প্রার্থনা করিল। ৩৪ এবং
ইব্রাহীম্ পিলেষ্টীয়দের দেশে বহু কাল পর্য্যন্ত
প্রবাস করিল।

২২ অধ্যায়।

১ ইব্রাহীমের আপন পুত্ত্র ইস্‌হাককে বলিদান করিতে আজ্ঞা পাওন ও তাহাতে প্রবৃত্ত হইলে ঈশ্বরের দূতদ্বারা নিষিদ্ধ হওন, ১৫ ও এই কর্ম্ম প্রযুক্ত ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ, ২০ ও ইব্রাহীমের ভ্রাতা নাহোরের বংশাবলি।

১ এই সকল ঘটনার পরে ঈশ্বর ইব্রাহীমের
পরীক্ষা লইলেন; ফলতঃ তিনি তাহাকে কহি-
লেন, হে ইব্রাহীম্। তাহাতে সে উত্তর করিল,
দেখ, আমি উপস্থিত আছি। ২ তখন তিনি
কহিলেন, তুমি আপন পুত্ত্রকে অর্থাৎ তোমার
প্রিয় অদ্বিতীয় পুত্ত্র ইস্‌হাককে লইয়া মোরিয়া
দেশে যাও, এবং তথাকার যে পর্ব্বত আমি
তোমাকে বলিব, সেই পর্ব্বতের উপরে তাহাকে
হোমার্থে বলিদান কর। ৩ তাহাতে ইব্রাহীম্
প্রত্যূষে উঠিয়া গর্দ্দভ সাজাইয়া দুই জন দাস ও
ইস্‌হাক্ পুত্ত্রকে সঙ্গে লইল, এবং হোমের নি-
মিত্তে কাষ্ঠ কাটিয়া যাত্রা করিয়া ঈশ্বরের নি-
র্দ্দিষ্ট স্থানের প্রতি গমন করিল। ৪ পরে তৃতীয়
দিবসে ইব্রাহীম্ ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া দূরহইতে সেই
স্থান দেখিল। ৫ তখন ইব্রাহীম্ ঐ দাসদিগকে
কহিল, তোমরা এই স্থানে গর্দ্দভের সহিত থাক;
আমি ও বালক আমরা দুই জন ঐ স্থানে গিয়া
আরাধনা করি, পশ্চাৎ তোমাদের কাছে ফি-
রিয়া আসিব। ৬ তখন ইব্রাহীম্ যজ্ঞকাষ্ঠ লইয়া
আপন পুত্ত্র ইস্‌হাকের স্কন্ধে দিয়া নিজ হস্তে

অগ্নি ও খড়্গ লইল; পরে উভয়ে একত্র চলিয়া
গেল। ৭ অপর ইস্‌হাক্ আপন পিতা ইব্রাহী-
মকে কহিল, হে আমার পিতঃ। তাহাতে সে
উত্তর করিল, হে আমার পুত্র, আমি উপস্থিত
আছি। তখন সে জিজ্ঞাসিল, এই দেখ, অগ্নি
ও কাষ্ঠ, কিন্তু হোমের মেষশাবক কোথায়?
৮ তাহাতে ইব্রাহীম্ কহিল, হে আমার পুত্র,
ঈশ্বর আপনি হোমার্থে মেষশাবক লক্ষ্য করি-
বেন। পরে উভয়ে একত্র চলিয়া গেল। ৯ অপর
ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে ইব্রা-
হীম সেখানে এক যজ্ঞবেদি করিয়া তদুপরি কাষ্ঠ
সাজাইয়া ইস্‌হাক্ পুত্রকে বান্ধিয়া বেদির কা-
ষ্ঠোপরি রাখিল। ১০ পরে ইব্রাহীম্ হস্ত বিস্তার
করিয়া আপন পুত্রকে বধ করণার্থে খড়্গ গ্রহণ
করিল। ১১ এমন সময়ে আকাশহইতে পরমে-
শ্বরের দূত, হে ইব্রাহীম্ ২, বলিয়া ডাকিলে সে
কহিল, আমি উপস্থিত আছি। ১২ তাহাতে তিনি
কহিলেন, ঐ বালকের প্রতিকূলে হস্ত বিস্তার
করিও না; উহার প্রতি কিছুই করিও না; তুমি
ঈশ্বরভক্ত, আপনার অদ্বিতীয় পুত্রকেও আমা-
কে দিতে অসম্মত নহ, ইহা আমি এখন বুঝি-
লাম। ১৩ তখন ইব্রাহীম্ ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া আ-
পন পশ্চাদ্দিগে ঝোপের লতাতে বদ্ধশৃঙ্গ এক
মেষ দেখিল; তাহাতে ইব্রাহীম্ গিয়া সেই মেষ-
কে লইয়া আপন পুত্রের পরিবর্ত্তে তাহাকে
হোমার্থে বলিদান করিল। ১৪ এবং ইব্রাহীম্
সেই স্থানের নাম যিহোবা-যিরি (পরমেশ্বর
দেখিবেন) রাখিল। এই জন্যে অদ্যাপি লো-
কেরা কহে, পরমেশ্বরের পর্ব্বতে লক্ষ্য করা
যাইবে।

১৫ অপর পরমেশ্বরের দূত আকাশহইতে ই-
ব্রাহীমকে দ্বিতীয় বার ডাকিয়া কহিলেন, পর-
মেশ্বর কহিতেছেন, ১৬ তুমি আমাকে আপনার
অদ্বিতীয় পুত্র দিতে অসম্মত হইলা না, তোমার
এই কার্য্য প্রযুক্ত আমি আপন নামে দিব্য
করিয়া কহিতেছি, ১৭ আমি অবশ্য তোমাকে আ-
শীর্ব্বাদ করিব, এবং আকাশস্থ নক্ষত্রগণের ও
সমুদ্রতীরস্থ বালুকার ন্যায় তোমার অতিশয় বং-
শবৃদ্ধি করিব; তোমার বংশ শত্রুগণের নগর
অধিকার করিবে। ১৮ এবং পৃথিবীস্থ তাবৎ জাতি
তোমার বংশেতে আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে;
কারণ তুমি আমার আজ্ঞা পালন করিয়াছ।
১৯ পরে ইব্রাহীম্ সেই দাসদের নিকটে ফিরিয়া
গেলে তাহারা সকলে উঠিয়া একত্র বেরশেবাতে
গেল। এবং ইব্রাহীম্ বেরশেবাতে বসতি করিল।

২০ ঐ ঘটনার পরে ইব্রাহীমের নিকটে এই
সমাচার আইল, দেখ, তোমার নাহোর্ নামক
ভ্রাতার ঔরসে মিল্‌কার গর্ব্ভে পুত্রগণ জন্মিয়াছে;
২১ তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ঊষ্ ও তাহার
ভ্রাতা বূষ্ ও অরামের পিতা কিমূয়েল্। ২২ এবং
কেষদ্ ও হসো ও পিল্‌দশ্ ও যিদ্‌লফ্ ও বি-
থূয়েল্। ২৩ ঐ বিথূয়েলের কন্যা রিব্‌কা। এই
আট জন ইব্রাহীমের নাহোর্ নামক ভ্রাতাহইতে
মিল্‌কার গর্ব্ভে জন্মিল। ২৪ এবং নাহোরের রূমা
নামে উপপত্নীর গর্ব্ভে টেবহ ও গহম্ ও তহশ্
এবং মাখা জন্মিল।

২৩ অধ্যায়।

সারার মৃত্যু ও মক্‌পেলা কবরস্থানে তাহার কবর
দেওন।

১ সারার আয়ুর পরিমাণ এক শত সাতাইশ বৎ-
সর ছিল; তাহার আয়ু এত বৎসর হইলে ২ সে
কিনান্‌দেশস্থ কিরিয়থর্ব্বে অর্থাৎ হিব্রোণে মরিল।
তাহাতে ইব্রাহীম্ সারার নিমিত্তে শোক ও
বিলাপ করিতে ভিতরে গেল। ৩ পরে ইব্রাহীম্
মৃত স্ত্রীর নিকটহইতে উঠিয়া গিয়া হেতের
সন্তানদিগকে কহিল, ৪ আমি তোমাদের মধ্যে
বিদেশী ও প্রবাসী; তোমাদের মধ্যে আমাকে
কবরস্থানের অধিকার দেও, তাহাতে আমি আ-
পন দৃষ্টিগোচরহইতে মৃত স্ত্রীকে কবর দিব।
৫ তখন হেতের সন্তানেরা ইব্রাহীমকে উত্তর
করিল, ৬ হে প্রভো, আমাদের কথা শুনুন; আ-
পনি আমাদের মধ্যে ঈশ্বরনিযুক্ত রাজাস্বরূপ;
আপনকার মৃত ভার্য্যাকে আমাদের কবরস্থানের
মধ্যে উত্তম কবরে রাখুন, আপনকার মৃত ভা-
র্য্যাকে কবর দেওনার্থে আমাদের কেহ নিজ
কবর অস্বীকার করিবে না। ৭ তখন ইব্রাহীম্
উঠিয়া তদ্দেশীয় লোকদিগকে অর্থাৎ হেতের
সন্তানগণকে নমস্কার ৮ ও সম্ভাষ করিয়া কহিল,
আমার দৃষ্টিহইতে মৃত স্ত্রীকে কবরে রাখিতে
যদি তোমাদের সম্মতি হয়, তবে আমার কথা
শুন। তোমরা আমার জন্যে সোহরের পুত্র
ইফ্রোণের স্থানে নিবেদন কর; ৯ মক্‌পেলাতে তাঁ-
হার ক্ষেত্রের অন্তে এক গুহা আছে; তোমাদের
মধ্যে আমার কবরস্থানের অধিকারার্থে তিনি
আমাকে তাহাই দিউন; তাহার যত মূল্য, তত
লইয়া দিউন। ১০ ঐ ইফ্রোন্ তখন হেতীয় স-
ন্তানদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিল; অতএব হেতের
যত সন্তান তাহার ঐ নগরদ্বারে প্রবেশ করিত,
তাহাদের কর্ণগোচরে সেই হেতীয় ইফ্রোন্ ইব্রা-
হীমকে উত্তর করিল, ১১ হে আমার প্রভো, আ-
মার কথা শুনুন, আমি সেই ক্ষেত্র ও তম্মধ্য-
বর্ত্তি গুহা আপনকাকে দান করিলাম; আমি
নিজ লোকদের সাক্ষাতেই আপনকাকে তাহা
দিলাম, আপনি নিজ মৃত স্ত্রীকে কবরে দিউন।
১২ তাহাতে ইব্রাহীম্ তদ্দেশীয় লোকদের সা-

ক্ষাতে প্রণাম করিল, ১৩ ও তদ্দেশীয় সকলের
কর্ণগোচরে ইফ্রোণকে কহিল, আমার বাক্য
যদি আপনকার গ্রাহ্য হয়, তবে নিবেদন করি,
আমি সেই ক্ষেত্রের মূল্য দি, আপনি তাহা
গ্রহণ করুন, পরে আমি সে স্থানে মৃত স্ত্রীর
কবর দিব। ১৪ তাহাতে ইফ্রোন্ ইব্রাহীমকে উত্তর
করিল, হে আমার প্রভো, আমার কথা শুনুন,
১৫ সেই ভূমির মূল্য চারি শত রৌপ্যমুদ্রামাত্র;
ইহাতে আপনকার ও আমার কি হইতে পারে?
অতএব আপনি নিজ মৃত স্ত্রীকে কবরে দিউন।
১৬ ইফ্রোণের এমত কথা শুনিয়া ইব্রাহীম্ হেতের
সন্তানদের কর্ণগোচরে ইফ্রোন্ কর্তৃক উক্ত সং-
খ্যানুসারে বণিক্‌দের মধ্যে চলিত চারি শত রৌ-
প্যমুদ্রা তৌল করিয়া ইফ্রোণকে দিল। ১৭ অত-
এব মম্রির পূর্ব্বে মক্‌পেলায় ইফ্রোণের যে ক্ষেত্র
ছিল, সেই ক্ষেত্র ও তন্মধ্যবর্ত্তি গুহা ও সেই
ক্ষেত্রস্থ বৃক্ষ সকল, অর্থাৎ তাহার চতুঃসীমান্ত-
র্গত বৃক্ষসমূহ, ১৮ এই সকলেতে হেতের সন্তান-
দের অর্থাৎ তাহার ঐ নগরদ্বারে প্রবেশকারি
সকলের সাক্ষাতে ইব্রাহীমের স্বত্ত্বাধিকার স্থির
করা গেল। ১৯ অনন্তর ইব্রাহীম্ মম্রির পূর্ব্বে
মক্‌পেলা ক্ষেত্রে স্থিত গুহাতে আপন ভার্য্যা
সারার কবর দিল। সেই স্থান কিনানদেশস্থ
হিব্রোন্। ২০ এই রূপে কবরস্থানের অধিকা-
রার্থে সেই ক্ষেত্রে ও তন্মধ্যস্থিত গুহাতে ইব্রা-
হীমের অধিকার হেতের সন্তানগণকর্তৃক স্থিরী-
কৃত হইল।

২৪ অধ্যায়।

১ ইব্রাহীমের আপন ভৃত্যকে দিব্য করাওন, ১০ ও সেই ভৃত্যের যাত্রা ও প্রার্থনা করণ, ১৫ ও রিবকার সহিত সাক্ষাৎ করণ ও ঈশ্বরের ধন্যবাদ করণ, ২৮ ও ঐ ভৃত্যকে লাবনের অতিথি করণ, ও রিব্‌কাকে ভৃত্যের চাহন ও লাবন্ ও বিথূয়েলের তাহাকে দিতে স্বীকার করণ, ৫৫ ও রিব্‌কার ভৃত্যের সহিত যাত্রা করণ, ৬২ ও ইস্‌হাকের সহিত সাক্ষাৎ করণ।

১ তৎকালে ইব্রাহীম্ বৃদ্ধ ও গতবয়স্ক ছিল;
এবং পরমেশ্বর ইব্রাহীমকে সর্ব্ব বিষয়ে আশী-
র্ব্বাদ করিয়াছিলেন। ২ অতএব সে আপন গৃহের
সর্ব্বাধ্যক্ষ বৃদ্ধ ভৃত্যকে কহিল, বিনয় করি, তুমি
আমার জঙ্ঘাতে হস্ত দিয়া ৩ আমার কাছে স্বর্গ
মর্ত্ত্যের প্রভু পরমেশ্বরের নামে এই দিব্য কর,
আমি যে কিনানীয় লোকদের মধ্যে বাস করি-
তেছি, তুমি আমার পুত্রের বিবাহার্থে তাহাদের
কোন কন্যা গ্রহণ না করিয়া ৪ আমার দেশে আ-
মার জ্ঞাতিদের নিকটে গিয়া আমার পুত্র ইস্-
হাকের জন্যে কন্যা আনিবা। ৫ তখন সেই ভৃত্য
তাহাকে কহিল, যদি কোন কন্যা আমার সহিত
এই দেশে আসিতে সম্মতা না হয়, তবে কি করিব?
তুমি যে দেশহইতে আসিয়াছ, তোমার পুত্রকে
লইয়া কি আর বার সেই দেশে উপস্থিত করিব?
৬ তাহাতে ইব্রাহীম্ কহিল, সাবধান, কোন ক্রমে
আমার পুত্রকে লইয়া আর বার সেখানে উপস্থিত
করিও না। ৭ যিনি আমাকে পৈতৃক বাটী ও
জন্মদেশের মধ্যহইতে আনিয়াছেন, এবং আমি
তোমার বংশকে এই দেশ দিব, এমত দিব্য
করিয়াছেন; সেই স্বর্গীয় প্রভু পরমেশ্বর তো-
মার অগ্রে আপন দূত পাঠাইবেন; তাহাতে
তুমি আমার পুত্রের বিবাহের জন্যে এক কন্যা
আনিতে পারিবা। ৮ যদি কোন কন্যা তোমার
সহিত আসিতে সম্মতা না হয়, তবে তুমি এই
দিব্যহইতে মুক্ত হইবা; কিন্তু আমার পুত্রকে
লইয়া আর বার সে দেশে উপস্থিত করিও না।
৯ তাহাতে সেই ভৃত্য আপন প্রভু ইব্রাহীমের
জঙ্ঘাতে হস্ত দিয়া তদ্বিষয়ে দিব্য করিল।
১০ পরে সেই ভৃত্য আপন প্রভুর উষ্ট্রগণের
মধ্যহইতে দশ উষ্ট্র ও প্রভুর নানাবিধ উত্তম
দ্রব্য হস্তে লইয়া প্রস্থান করিয়া অরাম-নহরয়িম্
দেশের নাহোর্ নগরে যাত্রা করিল। ১১ পরে
সন্ধ্যাকালে যে সময়ে যুবতীগণ জল তুলিতে
আইসে, তৎকালে সে নগরের বাহিরে কূপের
নিকটে উষ্ট্রদিগকে বসাইয়া রাখিল, ১২ এবং
এই প্রার্থনা করিল, হে আমার স্বামি ইব্রাহীমের
প্রভু পরমেশ্বর, আমি প্রার্থনা করি, আমার
প্রভু ইব্রাহীমের প্রতি দয়া করিয়া অদ্য আমার
সহিত সাক্ষাৎ কর। ১৩ দেখ, আমি এই কূপের
নিকটে দাঁড়াইয়া আছি, এবং এই নগরবাসি-
দের কন্যাগণ জল তুলিতে আসিতেছে; ১৪ অত-
এব তুমি আপন কলশ নামাইয়া আমাকে জল
পান করাও, এই কথা কোন কন্যাকে কহিলে
সে যদি বলে, পান কর, আমি তোমার উষ্ট্র-
গণকেও পান করাইব, তবে সে তোমার ভৃত্য
ইস্‌হাকের জন্যে তোমার নিরূপিত কন্যা হউক,
তাহাতে তুমি আমার প্রভুর প্রতি দয়া করিতেছ,
ইহা আমি জানিব।
১৫ এই কথা কহিতে২ ইব্রাহীমের নাহোর
নামক ভ্রাতার স্ত্রী মিল্‌কার গর্ব্ভজাত যে বিথূয়েল্,
তাহার কন্যা রিব্‌কা স্কন্ধে কলশ লইয়া বাহিরে
আইল। ১৬ সেই কন্যা পরম সুন্দরী ও অবি-
বাহিতা ছিল, এবং কোন পুরুষের উপভুক্তা
নহে। সে কূপে নামিয়া কলশ পূরিয়া উঠিয়া
আসিতেছে, ১৭ এমন সময়ে সেই ভৃত্য দৌ-
ড়িয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কহিল, আমি
বিনয় করি, তোমার কলশহইতে আমাকে কিঞ্চিৎ
জল পান করিতে দেও। ১৮ তাহাতে সে কহিল,
হে মহাশয়, পান কর; ইহা বলিয়া সে শীঘ্র

কলশ হাতের উপরে নামাইয়া তাহাকে পান
করিতে দিল। ১৯ এবং তাহাকে পান করাইয়া
কহিল, যাবৎ তোমার সকল উষ্ট্রের পান সমাপ্ত
না হয়, তাবৎ আমি তাহাদের জন্যেও জল
তুলিব। ২০ তাহাতে সে শীঘ্র নিপানে কলশের
জল ঢালিয়া পুনশ্চ জল তুলিতে কূপের নিকটে
দৌড়িয়া গিয়া তাবৎ উষ্ট্রের নিমিত্তে জল তুলিল।
২১ তাহাতে সে পুরুষ তাহার প্রতি স্থির দৃষ্টি
করিয়া নীরব থাকিয়া, পরমেশ্বরকর্তৃক আপনার
যাত্রা সফল হইবে কি না, তাহা ভাবিতে লা-
গিল। ২২ উষ্ট্র সকল জল পান করিলে পর
সেই পুরুষ তাহার জন্যে অর্দ্ধতোলা পরিমিত
সুবর্ণের নথ, এবং দশ তোলা পরিমিত সুবর্ণের
দুই হস্তের বালা লইয়া ২৩ কহিল, নিবেদন করি,
তুমি কাহার কন্যা? তাহা আমাকে বল। আ-
মাদের রাত্রি যাপনার্থে কি তোমার পিতার বা-
টীতে স্থান আছে? ২৪ তাহাতে সে উত্তর করিল,
নাহোরের ঔরসে মিল্‌কার গর্ব্ভে জাত যে বি-
থূয়েল্ তাহার কন্যা আমি। ২৫ সে আরো
কহিল, পোয়াল ও কলাই আমাদের কাছে যথেষ্ট
আছে, এবং রাত্রি যাপনার্থে স্থানও আছে।
২৬ তখন সে ব্যক্তি মস্তক নমন করিয়া পরমে-
শ্বরকে প্রণাম করিয়া কহিল, ২৭ আমার স্বামি
ইব্রাহীমের প্রভু পরমেশ্বর ধন্য হউন, কেননা
তিনি আমার স্বামির প্রতি দয়া ও সত্যাচরণ
করিতে নিবৃত্ত হন নাই; এবং পরমেশ্বর আ-
মাকেও পথঘটনাতে আমার প্রভুর জ্ঞাতির বা-
টীতে আনিলেন।

২৮ অপর সেই কন্যা দৌড়িয়া গিয়া আপন
মাতার গৃহের লোকদিগকে ঐ কথা জানাইল।
২৯ সেই রিব্‌কার লাবন নামে এক ভ্রাতা
ছিল; সেই লাবন্ ঐ মনুষ্যের অন্বেষণে বা-
হিরে কূপের নিকটে দৌড়িয়া গেল। ৩০ ফলতঃ
সেই ব্যক্তি আমাকে এই ২ কথা কহিল, আপন
ভগিনী রিব্‌কার প্রমুখাৎ ইহা শুনিয়া এবং
ভগিনীর নথ ও হস্তে বালা দেখিয়া সে সেই
পুরুষের নিকটে গিয়া কূপের সমীপে উষ্ট্রদের
সহিত তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ৩১ ক-
হিল, হে পরমেশ্বরের অনুগৃহীত লোক, আইস,
কেন বাহিরে দাঁড়াইয়া আছ? ঘর প্রস্তুত আ-
ছে, এবং উষ্ট্রদেরও স্থান আছে। ৩২ তাহাতে
ঐ মনুষ্য ঘরে প্রবেশ করিয়া উষ্ট্রদের সজ্জা
খুলিলে সে উষ্ট্রদিগকে পোয়াল ও কলাই দিয়া
তাহার ও তৎসঙ্গি লোকদের পাদপ্রক্ষালনার্থে
জল দিল। ৩৩ পরে তাহার সম্মুখে আহারীয় দ্রব্য
স্থাপিত হইলে সে কহিল, বক্তব্য কথা না বলিয়া
আমি আহার করিব না। তাহাতে লাবন্ কহিল,
কহ। ৩৪ তখন সে কহিতে লাগিল, আমি ইব্রা-
হীমের ভৃত্য; ৩৫ পরমেশ্বরের মহাশীর্ব্বাদে আ-
মার প্রভু বড় মানুষ হইয়াছেন, এবং পরমেশ্বর
তাঁহাকে পাল ২ মেষ ও গবাদি এবং উষ্ট্র ও
গর্দ্দভ এবং রৌপ্য ও স্বর্ণ এবং দাস ও দাসী
দিয়াছেন। ৩৬ এবং আমার প্রভুর পত্নী সারা
বৃদ্ধাবস্থাতে তাঁহার জন্যে এক পুত্র প্রসব করি-
য়াছে, তাহাকেই তিনি আপন সর্ব্বস্ব সমর্পণ করি-
য়াছেন। ৩৭ আর আমার প্রভু আমাকে এই দিব্য
করাইয়া কহিলেন, আমি যাহাদের দেশে বাস
করিতেছি, তুমি আমার পুত্রের বিবাহার্থে সেই
কিনান্ দেশীয়দের কোন কন্যাকে লইও না;
৩৮ কিন্তু আমার পৈতৃক বাটীতে জ্ঞাতিদের
নিকটে গিয়া তথাহইতে আমার পুত্রের জন্যে
কন্যা আনিও। ৩৯ তখন আমি প্রভুকে কহি-
লাম, যদি কোন কন্যা আমার সঙ্গে না আ-
ইসে? ৪০ তাহাতে তিনি কহিলেন, আমি যে
পরমেশ্বরের সাক্ষাতে যাতায়াত করি, তিনি তো-
মার সঙ্গে আপন দূত পাঠাইয়া তোমার যাত্রা
সফল করিবেন; ৪১ তাহাতে তুমি আমার পৈ-
তৃক বাটীর জ্ঞাতিদের হইতে আমার পুত্রের
জন্যে কন্যা আনিবা। তথায় না গেলে তুমি এই
দিব্যহইতে মুক্ত হইবা না; কিন্তু আমার জ্ঞাতি-
দের নিকটে গেলে তাহারা যদি কন্যা না দেয়,
তবে তুমি এই দিব্যহইতে মুক্ত হইবা। ৪২ অত-
এব অদ্য আমি যখন ঐ কূপের নিকটে উপ-
স্থিত হইলাম, তখন এই প্রার্থনা করিলাম, হে
আমার স্বামি ইব্রাহীমের প্রভু পরমেশ্বর, তুমি
যদি আমার কৃত এই যাত্রা সফল কর, ৪৩ তবে
দেখ, আমি এখন এই সজল কূপের নিকটে
দাঁড়াইয়া আছি; অতএব তোমার কলশহইতে
আমাকে কিঞ্চিৎ জল পান করিতে দেও, এই
কথা আমি জল তুলিবার নিমিত্তে আগত কোন
কন্যাকে কহিলে ৪৪ সে যদি বলে, পান কর,
আমি তোমার উষ্ট্রদের জন্যেও জল তুলিয়া
দিব; তবে সে পরমেশ্বর কর্তৃক আমার প্রভুর
পুত্রের জন্যে নিরূপিতা কন্যা হউক। ৪৫ এই
কথা আমি মনে ২ কহিতেছিলাম, ইতিমধ্যে রিব্-
কা স্কন্ধে কলশ লইয়া বাহিরে আইল; পরে
সে কূপে নামিয়া জল তুলিলে আমি কহিলাম,
বিনয় করি, আমাকে জল পান করাও। ৪৬ তা-
হাতে সে শীঘ্র স্কন্ধহইতে কলশ নামাইয়া কহিল,
পান কর, আমি তোমার উষ্ট্রদিগকেও পান
করিতে দিব; তখন আমি পান করিলে পর সে
উষ্ট্রগণকেও পান করাইল। ৪৭ পরে আমি তা-
হাকে জিজ্ঞাসিলাম, তুমি কাহার কন্যা? তাহা-
তে সে উত্তর করিল, নাহোরের ঔরসে মিল্-
কার গর্ব্ভজাত যে বিথূয়েল্, তাহার কন্যা আমি।
তখন তাহার নাসিকাতে নথ ও হস্তে বালা

পরাইলাম। ৪৮ এবং যিনি আমার প্রভুর পু-
ত্রের জন্যে তাহার ভ্রাতৃকন্যা গ্রহণার্থে আমাকে
প্রকৃত পথে আনিলেন, আমার স্বামি ইব্রাহী-
মের সেই প্রভু পরমেশ্বরকে আমি ভূমিষ্ঠ হই-
য়া প্রণাম করিয়া ভজন ও ধন্যবাদ করিলাম।
৪৯ অতএব তোমরা যদি এখন আমার প্রভুর
প্রতি দয়া ও বিশ্বস্ততা করিতে চাহ, তবে তাহা বল;
আর যদি না চাহ, তাহাও বল; তাহাতে আমি
দক্ষিণে কিম্বা বামে যাইতে পারিব। ৫০ তখন
লাবন্ ও বিথূয়েল্ উত্তর করিল, পরমেশ্বরহইতে
এই ঘটনা হইল, ইহাতে আমরা ভাল মন্দ কি-
ছুই বলিতে পারি না। ৫১ ঐ দেখ, রিব্কা তোমার
সম্মুখে উপস্থিতা আছে; উহাকে লইয়া প্রস্থান
কর; তাহাতে পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে সে
তোমার প্রভুর পুত্রের ভার্য্যা হউক। ৫২ তাহা-
দের এই রূপ কথা শুনিবামাত্র ইব্রাহীমের ভৃত্য
ভূমিষ্ঠ হইয়া পরমেশ্বরকে প্রণাম করিল। ৫৩ পরে
সেই ভৃত্য রূপার ও সুবর্ণের অভরণ ও বস্ত্র
বাহির করিয়া রিব্কাকে দিল, এবং তাহার ভ্রা-
তাকে ও মাতাকে বহুমূল্য দ্রব্য দিল। ৫৪ পরে
সে ও তাহার সঙ্গিগণ ভোজন পান করিয়া রা-
ত্রিতে তথায় বাস করিল।

অনন্তর তাহারা প্রাতঃকালে উঠিলে সেই
ভৃত্য কহিল, আমার প্রভুর নিকটে যাইতে আ-
মাকে বিদায় কর। ৫৫ তাহাতে রিব্কার ভ্রাতা ও
মাতা কহিল, এই কন্যা আমাদের নিকটে কিছু
দিন থাকুক, একান্তপক্ষে দশ দিন থাকুক, পরে
যাইবে। ৫৬ কিন্তু সে তাহাদিগকে কহিল,
আমাকে বিলম্ব করাইও না, কেননা পরমেশ্বর
আমার যাত্রা সফল করিলেন; তোমরা প্রভুর
নিকটে যাইতে আমাকে বিদায় কর। ৫৭ তাহাতে
তাহারা কহিল, আমরা কন্যাকে ডাকিয়া তাহাকে
সাক্ষাতে জিজ্ঞাসা করি। ৫৮ পরে তাহারা রিব্-
কাকে ডাকিয়া কহিল, তুমি কি এই ব্যক্তির সহিত
যাইবা? তাহাতে সে কহিল, যাইব। ৫৯ তখন
তাহারা রিব্কা ভগিনীকে ও তাহার ধাত্রীকে
ও ইব্রাহীমের ভৃত্যকে ও তাহার লোকদিগকে
বিদায় করিয়া ৬০ রিব্কাকে এই আশীর্ব্বাদ করিল,
তুমি আমাদের ভগিনী, সহস্র২ লোকের জন-
নী হও; তোমার বংশ আপন শত্রুগণের নগর
অধিকার করুক। ৬১ পরে রিব্কা ও তাহার
দাসীগণ উঠিয়া উষ্ট্রারোহণ করিয়া সেই মনু-
ষ্যের পশ্চাৎ যাত্রা করিল। এই রূপে সেই ভৃত্য
রিব্কাকে লইয়া প্রস্থান করিল।

৬২ তৎকালে ইস্হাক দক্ষিণ দেশে বাস করা-
তে বের-লহয়-রোয়ী নামক স্থানে উপস্থিত হই-
য়াছিল। ৬৩ এবং সন্ধ্যাকালে ধ্যান করিতে ক্ষেত্রে
গিয়াছিল, পরে ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া উষ্ট্রগণকে আসি-
তে দেখিল। ৬৪ তাহাতে রিব্কা ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া
ইস্হাককে দেখিয়া উষ্ট্রহইতে নামিয়া ৬৫ সেই
ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ
করিতে ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া আসিতেছে, ঐ পুরুষ
কে? তাহাতে ভৃত্য কহিল, উনি আমার প্রভু।
অতএব রিব্কা আবরক লইয়া আপনাকে আচ্ছা-
দন করিল। ৬৬ পরে সেই ভৃত্য ইস্হাককে আ-
পন কৃত কর্ম্মের তাবৎ বিবরণ কহিল। ৬৭ তখন
ইস্হাক্ রিব্কাকে গ্রহণ করিয়া সারা মাতার
তাম্বুতে লইয়া গিয়া তাহাকে বিবাহ করিল,
এবং তাহার প্রতি প্রেম করিল। তাহাতে ইস্-
হাক্ মাতৃমরণশোকহইতে সান্ত্বনা পাইল।

২৫ অধ্যায়।

১ কিটূরার সহিত ইব্রাহীমের বিবাহ ও তাহার মৃত্যু
ও কবর দেওন, ১১ ও ইস্হাকের প্রতি ঈশ্বরের
আশীর্ব্বাদ, ১২ ও ইস্মায়েলের বংশাবলি ও
মৃত্যু, ১৯ ও ইস্হাকের যমজপুত্রের জন্ম, ২৭
ও এষৌর চরিত্র ও জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রয় করণ।

১ পরে ইব্রাহীম্ কিটূরা নাম্নী আর এক স্ত্রীকে
বিবাহ করিলে ২ তাহার গর্ভে সিম্রণ্ ও যক্ষন্ ও
মিদান্ ও মিদিয়ন্ ও যিশ্বক্ ও শূহ, এই সকল
পুত্র জন্মিল। ৩ ঐ যক্ষণের ঔরসে শিবা ও দি-
দন্ জন্মিল। ঐ দিদন অশূরীয়দের ও লিটূশীয়-
দের ও লিয়ুম্মীয়দের আদিপিতা ছিল। ৪ এবং
মিদিয়নের পুত্র ঐফা ও এফর্ ও হনোক্ ও অবীদ
ও ইল্দায়া; এই সকল কিটূরার বংশ। ৫ পরে
ইব্রাহীম্ ইস্হাককে আপন সর্ব্বস্ব দিল, ৬ কিন্তু
আপন উপপত্নীদের সন্তানদিগকে কিঞ্চিৎ২
দিয়া আপনার জীবদ্দশাতেই ইস্হাকের নিকট-
হইতে তাহাদিগকে পূর্ব্বদিকস্থ পূর্ব্বদেশে থা-
কিতে বিদায় করিল। ৭ ইব্রাহীমের আয়ুর পরিমাণ
এক শত পঁচাত্তর বৎসর; সে এত বৎসর পর্য্যন্ত
জীবৎ থাকিল। ৮ পরে ইব্রাহীম বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু
হইয়া শুভ বৃদ্ধাবস্থাতে প্রাণত্যাগ করিয়া আ-
পন লোকদের নিকটে সংগৃহীত হইল। ৯ অপর
তাহার পুত্র ইস্হাক্ ও ইস্মায়েল মম্রির পূর্ব্বে
হেতীয় সোহরের পুত্র ইফ্রোণের ক্ষেত্রে স্থিত
মক্পেলা গুহাতে তাহার কবর দিল। ১০ কে-
ননা ইব্রাহীম্ হেতীয় সন্তানদের কাছে সেই
ক্ষেত্র ক্রয় করিয়াছিল। সেই স্থানে ইব্রাহীমের
ও তাহার ভার্য্যা সারার কবর দেওয়া গেল।

১১ ইব্রাহীমের মৃত্যু হইলে পরে ঈশ্বর তা-
হার পুত্র ইস্হাককে আশীর্ব্বাদ করিলেন; তা-
হাতে ইস্হাক বের-লহয়-রোয়ী নামক স্থানে
বাস করিতে লাগিল।

১২ সারার দাসী মিস্রীয়া হাজিরার গর্ব্ভজাত
ইস্মায়েল্ নামে ইব্রাহীমের যে পুত্র, তাহার

বংশাবলি। ১৩ নাম ও গোষ্ঠ্যনুসারে ইস্মায়ে-
লের সন্তানদের নাম এই। ইসমায়েলের জ্যেষ্ঠ
পুত্র নিবায়োৎ, পরে কেদর্ ও অদ্বেল্ ও
মিব্সম্ ১৪ ও মিশ্মূ ও দূমা ও মসা ১৫ ও হদদ্
ও তেমা ও যিটূর্ ও নাফীশ্ ও কেদিমা। ১৬ এই
সকল ইস্মায়েলের পুত্র; ও তাহাদের নামানু-
সারে তাহাদের নগর ও গড় ছিল; এবং তা-
হারা আপন ২ জাত্যনুসারে দ্বাদশ অধ্যক্ষ ছিল।
১৭ ইস্মায়েলের আয়ুর পরিমাণ এক শত সাঁ-
ইত্রিশ বৎসর ছিল; পরে সে প্রাণত্যাগ করি-
য়া আপন লোকদের নিকটে সংগৃহীত হইল।
১৮ অপর তাহার সন্তানগণ হবীলা ও মিসরের
পূর্ব্বস্থিত শূর্ অবধি অশূরিয়ার দিগে বসতি
করিল; এই রূপে সে আপন তাবৎ ভ্রাতৃগণের
সম্মুখস্থ বসতিস্থান পাইল।
১৯ ইব্রাহীমের পুত্র ইস্হাকের বংশাবলি।
ইব্রাহীমের পুত্র ইস্হাক্; ২০ ঐ ইস্হাক্ চল্লিশ
বৎসর বয়ঃক্রমে অরামীয় বিথূয়েলের কন্যা অর্থাৎ
অরামীয় লাবনের ভগিনী রিব্কাকে পদ্দন-
অরামহইতে আনাইয়া বিবাহ করিল। ২১ ইস্-
হাকের সেই ভার্য্যা বন্ধ্যা হওয়াতে সে তাহার
নিমিত্তে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিল। তা-
হাতে পরমেশ্বর তাহার প্রার্থনা শুনিলে তাহার
স্ত্রী রিব্কা গর্ব্ভবতী হইল। ২২ পরে তাহার
গর্ব্ভমধ্যে পুত্রেরা জড়াজড়ি করিলে, আমার এমন
কেন হইল? এরূপ কি হইয়া থাকে? ইহা ভা-
বিয়া সে পরমেশ্বরের কাছে জিজ্ঞাসা করিতে
গেল। ২৩ তাহাতে পরমেশ্বর তাহাকে কহিলেন,
তোমার গর্ব্ভে দুই জাতি আছে, ও তোমার উদর-
হইতে দুই প্রকার লোক নিঃসৃত হইবে; তাহার
এক অন্যাপেক্ষা বলবান হইবে, ও জ্যেষ্ঠ কনি-
ষ্ঠের সেবা করিবে। ২৪ পরে প্রসবকাল সম্পূর্ণ
হইলে তাহার গর্ব্ভহইতে যমজপুত্র জন্মিল। ২৫ তা-
হার জ্যেষ্ঠ রক্তবর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গ লোমশ বস্ত্রের
ন্যায় ছিল। এই জন্যে তাহার নাম এষৌ
(লোমব্যাপ্ত) রাখা গেল। ২৬ পরে তাহার
পাদমূল ধরিয়া তাহার অনুজ ভূমিষ্ঠ হইল।
অতএব তাহার নাম যাকুব্ (পদগ্রাহী) হইল।
ইস্হাকের ষষ্টি বৎসর বয়সের সময়ে এই
যমজপুত্র হইল।
২৭ পরে বালকেরা বড় হইলে এষৌ মৃগয়াতে
নিপুণ ও প্রান্তরবাসী হইল। কিন্তু যাকুব্ মৃদু
ও তাম্বুগৃহবাসী হইল। ২৮ ইস্হাক্ মৃগমাংস
অতি সুস্বাদু বোধ করাতে এষৌকে ভাল বাসিত,
কিন্তু রিব্কা যাকুবকে ভাল বাসিত। ২৯ এক
দিন যাকুব দাইল পাক করিলে এষৌ ক্লান্ত
হইয়া ক্ষেত্রহইতে আসিয়া ৩০ যাকুবকে কহিল,
আমি ক্লান্ত হইয়াছি, বিনয় করি, ঐ রাঙ্গা কি?
ঐ রাঙ্গাদ্বারা আমাকে আপ্যায়িত কর। এই
জন্যে তাহার নাম ইদোম্ (রাঙ্গা) বিখ্যাত হইল।
৩১ তখন যাকুব্ কহিল, অদ্য তোমার জ্যেষ্ঠা-
ধিকার আমাকে বিক্রয় কর। ৩২ এষৌ উত্তর
করিল, দেখ, আমি মৃতকল্প, জ্যেষ্ঠাধিকারে
আমার কি ফল? যাকুব্ কহিল, তুমি অদ্য
আমার কাছে দিব্য কর। ৩৩ তাহাতে সে তা-
হার কাছে দিব্য করিল। এই রূপে আপন
জ্যেষ্ঠাধিকার যাকুবকে বিক্রয় করিলে ৩৪ যাকুব্
এষৌকে রুটী ও মসূরের রান্ধা দাইল দিল;
তাহাতে সে ভোজন পানানন্তর উঠিয়া চলিয়া
গেল। এই রূপে এষৌ আপন জ্যেষ্ঠাধিকার
হেয়জ্ঞান করিল।

২৬ অধ্যায়।

১ দুর্ভিক্ষ প্রযুক্ত ইস্হাকের গিরর্ দেশে যাওন, ও
সেখানে আপন স্ত্রীকে ভগিনী কথন, ১২ ও ইস্-
হাকের ধনবৃদ্ধি, ১৭ ও কূপের বিষয়ে দাসগণের
বিবাদ ও বের্‌শেবাতে বাস করণ, ২৬ ও ইস্হা-
কের সহিত অবীমেলকের নিয়ম স্থির করণ, ৩২
ও দিব্যের কূপ কাটন, ৩৪ ও এষৌর বিবাহদ্বারা
পিতামাতাকে দুঃখ দেওন।

১ পূর্ব্বে ইব্রাহীম বর্ত্তমান থাকিতে যেরূপ দুর্ভিক্ষ
হইয়াছিল, তদ্রূপ সেই দেশে আর বার দুর্ভিক্ষ
উপস্থিত হইলে ইস্হাক্ গিরর্ দেশে পিলেস্টী-
য়দের রাজা অবীমেলকের কাছে গেল। ২ পর-
মেশ্বর তাহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, তুমি মি-
সরদেশে যাইও না, আমি তোমাকে যে দেশ
বলিব, তাহাতে বাস কর। ৩ তুমি এই দেশে
প্রবাস কর; তাহাতে আমি তোমার সহায় হই-
য়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব, এবং তোমাকে
ও তোমার বংশকে এই সমস্ত দেশ দিয়া তো-
মার পিতা ইব্রাহীমের নিকটে আপন কৃত
দিব্যের নিয়ম সফল করিব। ৪ আমি আকাশের
তারাগণের ন্যায় তোমার বংশবৃদ্ধি করিয়া তো-
মার বংশকে এই সকল দেশ দিব, ও তোমার
বংশেতে পৃথিবীস্থ তাবৎ জাতি আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
হইবে। ৫ কারণ ইব্রাহীম্ আমার বাক্য মা-
নিয়া আমার বিধান ও আজ্ঞা ও বিধি ও ব্যবস্থা
পালন করিয়াছে। ৬ পরে ইস্হাক্ গিররে বাস
করিল। ৭ তাহাতে সে স্থানের লোকেরা তাহার
ভার্য্যার পরিচয় জিজ্ঞাসিলে সে কহিল, উনি
আমার ভগিনী। কেননা রিব্কা পরমসুন্দরী
হওয়াতে তথাকার লোকেরা তাহার নিমিত্তে আ-
মাকে বধ করিবে, এই ভাবনাতে সে তাহাকে
ভার্য্যা কহিতে ভয় করিল। ৮ কিন্তু সে স্থানে
বহুকাল বাস করিলে পর কোন সময়ে পিলে-
ষ্টীয় রাজা অবীমেলক বাতায়ন দিয়া নিরীক্ষণ

করিয়া ইস্‌হাককে আপন ভার্য্যা রিব্‌কার সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিল। ৯ অতএব অবীমেলক্‌ ইস্‌হাককে ডাকাইয়া কহিল, ঐ স্ত্রী অবশ্য তোমার ভার্য্যা; তবে তুমি ভগিনী বলিয়া তাহার পরিচয় কেন দিয়াছিলা? তখন ইস্‌হাক উত্তর করিল, কি জানি, তাহার জন্যে আমার মৃত্যু হইবে, ইহা ভাবিয়াছিলাম। ১০ তাহাতে অবীমেলক্‌ কহিল, তুমি আমাদের সহিত এ কি ব্যবহার করিলা? কোন লোক তোমার ভার্য্যার সহিত অনায়াসে শয়ন করিতে পারিত; তাহা হইলে তুমি আমাদিগকে দোষগ্রস্ত করিতা। ১১ পরে অবীমেলক্‌ সকল লোকের প্রতি এই আজ্ঞা দিল, যে কেহ ঐ মনুষ্যকে কিম্বা তাহার স্ত্রীকে স্পর্শ করিবে, সে বধ্য হইবে।

১২ অনন্তর ইস্‌হাক্‌ সেই দেশে চাসকর্ম্ম করিয়া পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে সেই বৎসরে শত গুণ লভ্য করিল। ১৩ এই রূপে সে বর্দ্ধিষ্ণু হইল, এবং উত্তর২ উন্নত হইয়া অতি মহান্‌ হইল। ১৪ ফলতঃ তাহার পাল২ গোরু ও মেষ এবং অনেক দাস দাসী হইল, তাহাতে পিলেষ্টীয় লোকেরা তাহার প্রতি ঈর্ষ্যা করিতে লাগিল। ১৫ এবং তাহার পিতা ইব্রাহীমের সময়ে তাহার দাসগণ যে২ কূপ খুদিয়াছিল, পিলেষ্টীয় লোকেরা মৃত্তিকাদ্বারা সে সকল বুজাইয়া ফেলিল। ১৬ পরে অবীমেলক ইস্‌হাককে কহিল, তুমি আমাদের নিকটহইতে প্রস্থান কর, কেননা তুমি আমাদের হইতে অতি বলবান হইয়াছ।

১৭ পরে ইস্‌হাক্‌ তথাহইতে যাত্রা করিয়া গিররের উপত্যকাতে তাম্বু স্থাপন করিয়া সে স্থানে বাস করিল। ১৮ এবং তাহার পিতা ইব্রাহীমের বর্ত্তমান সময়ে খনিত যে২ জলের কূপ ইব্রাহীমের মৃত্যুর পরে পিলেষ্টীয়েরা বুজাইয়াছিল, সেই সকল ইস্‌হাক আর বার খুদিয়া আপন পিতৃদত্ত নাম পুনর্ব্বার রাখিল। ১৯ অপর সেই উপত্যকাতে ইস্‌হাকের দাসগণ খুদিয়া জলের উনুইবিশিষ্ট এক কূপ পাইল। ২০ তাহাতে গিরর্‌ দেশীয় পশুপালকেরা ইস্‌হাকের পশুপালকদের সহিত বিবাদ করিয়া কহিল, এই জল আমাদের; অতএব ইস্‌হাক সেই কূপের নাম এষক্‌ (বিবাদ) রাখিল, যেহেতুক তাহারা তাহার সহিত বিবাদ করিয়াছিল। ২১ পরে তাহার দাসগণ আর এক কূপ খুদিলে তাহারা তন্নিমিত্তেও বিবাদ করিল; তাহাতে ইস্‌হাক্‌ তাহার নাম সিট্‌না (বিপক্ষতা) রাখিল। ২২ এবং তথাহইতে প্রস্থান করিয়া অন্য এক কূপ খনন করিল, তাহার নিমিত্তে তাহারা বিবাদ না করাতে সে তাহার নাম রিহোবোৎ (প্রশস্ত স্থান) রাখিয়া কহিল, এখন পরমেশ্বর আমাদিগকে প্রশস্ত স্থান দিলেন, আমরা দেশে বর্দ্ধিষ্ণু হইব। ২৩ অনন্তর সে তথাহইতে বেরশেবাতে গেলে ২৪ সেই রাত্রিতে পরমেশ্বর তাহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, আমি তোমার পিতা ইব্রাহীমের ঈশ্বর, ভয় করিও না, আমি আপন দাস ইব্রাহীমের অনুরোধে তোমার সহায় থাকিব, ও তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তোমার বংশবৃদ্ধি করিব। ২৫ পরে ইস্‌হাক্‌ সে স্থানে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া পরমেশ্বরের নামে প্রার্থনা করিল। পরে সে সেই স্থানে তাম্বু স্থাপন করিলে তাহার দাসগণ এক কূপ খুদিল।

২৬ অনন্তর অবীমেলক্‌ অহুষৎ নামক আপন মিত্রকে ও ফীখোল্‌ নামক সেনাপতিকে সঙ্গে লইয়া গিররহইতে ইস্‌হাকের নিকটে যাত্রা করিলে ২৭ সে তাহাদিগকে কহিল, তোমরা আমার প্রতি দ্বেষ করিয়া আপনাদের মধ্যহইতে আমাকে দূর করিয়া দিয়াছিলা, এখন আমার কাছে কি নিমিত্তে আইলা? ২৮ তাহাতে তাহারা উত্তর করিল, পরমেশ্বর তোমার সহায় আছেন, ইহা আমরা নিতান্ত বুঝিলাম, এই জন্যে কহিলাম, আমাদের সহিত তোমার এক শপথ হউক, ও আমাদের সহিত তোমার এক নিয়ম হউক। ২৯ আমরা যেমন তোমাকে স্পর্শ করি নাই, ও তোমার মঙ্গল ব্যতিরেকে কিছুই করি নাই, বরং তোমাকে শান্তিতে বিদায় করিয়াছি, তদ্রূপ তুমিও আমাদের প্রতি হিংসা করিবা না; তুমিই এখন পরমেশ্বরের অনুগ্রহের পাত্র আছ। ৩০ তখন ইস্‌হাক্‌ তাহাদের নিমিত্তে ভোজ প্রস্তুত করিলে তাহারা ভোজন পান করিল। ৩১ পরে তাহারা প্রত্যূষে উঠিয়া পরস্পর দিব্য করিল; তখন ইস্‌হাক তাহাদিগকে বিদায় করিলে তাহারা কুশলে তাহার নিকটহইতে প্রস্থান করিল।

৩২ অপর সেই দিনে ইস্‌হাকের দাসগণ আসিয়া আপনাদের কৃত কূপের বিষয়ে সংবাদ দিয়া তাহাকে কহিল, জল পাইলাম। ৩৩ অতএব সে সেই কূপের নাম বেরশেবা (দিব্যের কূপ) রাখিল, এবং অদ্যাবধি সেই স্থানের নগর বেরশেবা নামে বিখ্যাত আছে।

৩৪ অনন্তর এষৌ চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমে হিত্তীয় বেরির যিহূদীৎ নাম্নী কন্যাকে এবং হিত্তীয় এলোনের বাসিমৎ নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিল। ৩৫ তাহারা ইস্‌হাকের ও রিব্‌কার মনের দুঃখদায়িকা হইল।

২৭ অধ্যায়।

১ মৃগমাংসের জন্যে এষৌকে ইস্‌হাকের প্রেরণ, ৫ ও যাকূবের প্রতি রিব্‌কার পরামর্শ, ১৪ ও রিব্‌কার

পরামর্শদ্বারা যাকুবের আপন পিতা ইস্‌হাককে ভ্রান্ত করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হওন, ৩০ ও মৃগমাংস আনিয়া আশীর্ব্বাদ পাইতে এষৌর চেষ্টা করণ ও চেষ্টা করিলে পিতার অস্বীকার, ৪১ ও এষৌর ক্রোধ প্রযুক্ত যাকুবকে বধ করিতে মনস্থ করণ।

১ অনন্তর ইস্‌হাক্ বৃদ্ধ হইলে চক্ষু নিস্তেজ হওন
প্রযুক্ত স্পষ্ট রূপে দেখিতে পারিল না; সে
আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌকে ডাকিয়া কহিল, হে
আমার পুত্র। তাহাতে সে উত্তর করিল, দেখ,
আমি উপস্থিত আছি। ২ তখন ইস্‌হাক্ কহিল,
দেখ, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; কোন্ দিন আমার
মৃত্যু হইবে, তাহা জানি না। ৩ বিনয় করি, তুমি
তূণ ও ধনুকাদি শস্ত্র লইয়া প্রান্তরে যাইয়া আমার
জন্যে মৃগমাংস আন। ৪ এবং আমি যেরূপ
ভাল বাসি, সেই মত সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করিয়া
আমার নিকটে আন; তাহাতে আমি ভোজন
করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বেই তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব।
৫ এষৌ পুত্রের সহিত ইস্‌হাকের এই কথোপ-
কথন রিব্‌কা শুনিয়াছিল। অতএব এষৌ মৃগ-
মাংস আনিবার নিমিত্তে মৃগয়া করিতে ক্ষেত্রে
গেলে পর ৬ রিব্‌কা আপন পুত্র যাকুবকে কহিল;
দেখ, তোমার এষৌ ভ্রাতার সহিত তোমার পি-
তার কথোপকথন আমি শুনিলাম; সে তা-
হাকে কহিল, ৭ তুমি আমার নিমিত্তে মৃগমাংস
আনিয়া সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত কর, তাহাতে আমি
ভোজন করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বেই পরমেশ্বরের সা-
ক্ষাতে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব। ৮ অতএব
হে আমার পুত্র, এখন আমি তোমাকে যাহা
আজ্ঞা করি, আমার সেই কথা শুন। ৯ তুমি
পালে গিয়া তথাহইতে উত্তম দুইটা ছাগবৎস
আন, তাহাতে তোমার পিতা যেরূপ ভাল
বাসেন, তদ্রূপ সুস্বাদু খাদ্য আমি পাক
করিয়া দি। ১০ তুমি তাহা আপন পিতার নি-
কটে লইয়া যাও, তাহাতে সে তাহা ভোজন
করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বেই তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি-
বে। ১১ তখন যাকুব আপন মাতা রিব্‌কাকে
কহিল, দেখ, আমার ভ্রাতা এষৌ লোমশ, কিন্তু
আমি নির্লোম; ১২ ইহাতে যদি পিতা আমাকে
স্পর্শ করিয়া প্রবঞ্চক জ্ঞান করেন, তবে আমি
আপনার প্রতি আশীর্ব্বাদ না বর্ত্তাইয়া অভিশাপ
বর্ত্তাইব। ১৩ কিন্তু তাহার মাতা কহিল, হে পুত্র,
সেই অভিশাপ আমাতে বর্ত্তুক, কেবল আমার
কথা মানিয়া পালে গিয়া ছাগবৎস আন।
১৪ তাহাতে যাকুব গিয়া তাহা লইয়া মাতার
নিকটে আনিলে তাহার পিতা যেরূপ ভাল
বাসে, মাতা সেই রূপ সুস্বাদু খাদ্য রন্ধন
করিল। ১৫ অপর ঘরে আপনার কাছে জ্যেষ্ঠ
পুত্র এষৌর যে২ উত্তম বস্ত্র ছিল, রিব্‌কা তাহা
লইয়া কনিষ্ঠ পুত্র যাকুবকে পরিধান করাইল।
১৬ এবং ঐ দুই ছাগবৎসের চর্ম্ম লইয়া তাহার
হস্তে ও গলদেশে জড়াইয়া দিল। ১৭ এবং সেই
পক্ক সুস্বাদু খাদ্য ও রুটী আপন পুত্র যাকুবের
হস্তে দিল। ১৮ তখন যাকুব আপন পিতার
নিকটে গিয়া কহিল, হে পিতঃ। তাহাতে সে
উত্তর করিল, আমি উপস্থিত আছি; হে বৎস,
তুমি কে? ১৯ যাকুব্ আপন পিতাকে কহিল,
আমি তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌ; তুমি আমাকে
যাহা আজ্ঞা করিয়াছ, আমি তাহা করিলাম।
বিনয় করি, তুমি উঠিয়া বসিয়া মৃগমাংস ভোজন
করিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ কর। ২০ তাহাতে
ইস্‌হাক্ আপন পুত্রকে কহিল, হে পুত্র, তুমি
এত শীঘ্র তাহা কি রূপে পাইলা? সে কহিল,
তোমার প্রভু পরমেশ্বরই আমার সম্মুখে তাহা
উপস্থিত করিলেন। ২১ ইস্‌হাক যাকুবকে আরো
কহিল, হে পুত্র, আমার নিকটে আইস; তুমি
নিশ্চয় আমার এষৌ পুত্র কি না, তাহা আমি
তোমাকে স্পর্শ করিয়া জানিব। ২২ তখন যাকুব
আপন পিতা ইস্‌হাকের নিকটে গেলে সে তা-
হাকে স্পর্শ করিয়া কহিল, এই স্বর যাকুবের বটে,
কিন্তু এই হস্ত এষৌর। ২৩ এই রূপে সে তা-
হাকে চিনিতে পারিল না, কারণ এষৌ ভ্রাতার
হস্তের ন্যায় তাহার হস্ত লোমযুক্ত ছিল; অত-
এব সে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিল। ২৪ পরে
সে কহিল, তুমি কি নিতান্তই আমার এষৌ
পুত্র? তাহাতে সে কহিল, আমি সেই বটি।
২৫ তখন ইস্‌হাক কহিল, হে পুত্র, পরিবেষণ
কর; আমি পুত্রের আনীত মৃগমাংস ভোজন
করিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি। তাহাতে সে
পরিবেষণ করিলে ইস্‌হাক্ ভোজন করিল, এবং
দ্রাক্ষারস আনিয়া দিলে তাহাও পান করিল।
২৬ পরে তাহার পিতা ইস্‌হাক্ কহিল, হে পুত্র,
এখন নিকটে আসিয়া আমাকে চুম্বন কর।
২৭ তখন সে নিকটে গিয়া চুম্বন করিলে ইস্‌হাক্
তাহার বস্ত্রের গন্ধ পাইয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ
করিয়া কহিল, দেখ, আমার পুত্রের সৌগন্ধ
পরমেশ্বরকর্ত্তৃক আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত ক্ষেত্রের সৌগ-
ন্ধের ন্যায়। ২৮ ঈশ্বর আকাশের শিশিরে ও
পৃথিবীর রসে উৎপন্ন প্রচুর শস্য ও দ্রাক্ষারস
তোমাকে দিউন। ২৯ ও নানা লোকেরা তো-
মার অধীন হউক, ও নানা জাতীয়েরা তোমাকে
প্রণাম করুক, ও তুমি আপন জ্ঞাতির মধ্যে
প্রধান হও, এবং তোমার মাতৃপুত্রেরা তোমাকে
প্রণাম করুক। যে তোমাকে অভিশাপ দেয়, সে
অভিশপ্ত হউক; এবং যে তোমাকে আশীর্ব্বাদ
করে, সে আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হউক।

৩০ এই রূপে ইস্‌হাকের যাকুবকে আশীর্ব্বাদ
করণ সাঙ্গ হইলে পর যাকুব আপন পিতা
ইস্‌হাকের সাক্ষাৎহইতে বহির্গত হইবামাত্র তা-
হার ভ্রাতা এষৌ মৃগয়াহইতে ঘরে আইল।
৩১ সেও সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করিয়া পিতার
নিকটে আনিয়া কহিল, হে পিতঃ, আপনি উঠিয়া
পুত্রের আনীত মৃগমাংস ভোজন করিয়া আমাকে
আশীর্ব্বাদ করুন। ৩২ তাহাতে তাহার পিতা
ইস্‌হাক্ কহিল, তুমি কে? সে কহিল, আমি
তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌ। ৩৩ তখন ইস্‌হাক্
অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, তবে কে মৃগয়া
করিয়া আমার নিকটে মৃগমাংস আনিয়াছিল?
আমি তোমার আগমনের পূর্ব্বেই তাহা ভোজন
করিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলাম; সেই আ-
শীর্ব্বাদযুক্ত থাকিবে। ৩৪ পিতার এমন কথা
শুনিবামাত্র এষৌ অতিশয় বিলাপ করিয়া ব্যা-
কুলচিত্তে রোদন করিতে লাগিল, এবং আপন
পিতাকে কহিল, হে পিতঃ, আমাকেও আশী-
র্ব্বাদ কর। ৩৫ তাহাতে ইস্‌হাক্ কহিল, তোমার
ভ্রাতা আসিয়া বঞ্চনা করিয়া তোমার প্রাপ্তব্য
আশীর্ব্বাদ লইল। ৩৬ তাহাতে এষৌ কহিল,
তাহার নাম কি যথার্থ যাকুব নয়? কেননা সে
দুই বার আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে; সে আ-
মার জ্যেষ্ঠাধিকার লইয়াছে, এবং দেখ, এখন
আমার প্রাপ্তব্য আশীর্ব্বাদও লইল। সে পুন-
র্ব্বার কহিল, তুমি কি আমার জন্যে কিছুই আ-
শীর্ব্বাদ রাখ নাই? ৩৭ তখন ইস্‌হাক্ এষৌকে
উত্তর করিল, দেখ, আমি তাহাকে তোমার প্রভু
করিলাম, এবং তাহার জ্ঞাতি সকলকে তাহারি
অধীন করিলাম, এবং তাহার প্রতিপালনার্থে
শস্য ও দ্রাক্ষারস দিলাম; অতএব, হে পুত্র,
এখন তোমার জন্যে আর কি করিতে পারি?
৩৮ তাহাতে এষৌ পুনর্ব্বার আপন পিতাকে
কহিল, হে পিতঃ, তোমার কি কেবল ঐ একটি
আশীর্ব্বাদ ছিল? হে পিতঃ, আমাকেও আশী-
র্ব্বাদ কর। ইহা কহিয়া এষৌ উচ্চৈঃস্বরে রোদন
করিতে লাগিল। ৩৯ পরে তাহার পিতা ইস্-
হাক্ এই কথা কহিল, উর্ব্বরা ভূমিহীন ও আ-
কাশের শিশিরহীন দেশে তোমার বসতি হইবে।
৪০ তুমি খড়্গজীবী এবং আপন ভ্রাতার অধীন
হইবা; কিন্তু যখন বন্ধন ভেদ করিবা, তখন
আপন গ্রীবাহইতে তাহার যোঁয়ালি ভাঙ্গিবা।
৪১ এই রূপে যাকুব আপন পিতাহইতে আ-
শীর্ব্বাদ পাইয়াছিল, এই জন্যে এষৌ যাকুবের
প্রতি দ্বেষ করিতে লাগিল। ফলতঃ এষৌ মনে২
ভাবিল, পিতার অন্তিম কাল প্রায় উপস্থিত,
তাহার পরে যাকুব ভ্রাতাকে বধ করিব। ৪২ কিন্তু
জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌর এমত কথা রিব্‌কার কর্ণ-
গোচর হইলে সে লোক পাঠাইয়া কনিষ্ঠ পুত্র
যাকুবকে ডাকিয়া কহিল, দেখ, তোমার ভ্রাতা
এষৌ তোমাকে বধ করিবার আশাতে ধৈর্য্যাবলম্বন
করিতেছে। ৪৩ অতএব, হে পুত্র, আমার কথা
শুন। তুমি পলাইয়া হারণ নগরে আমার ভ্রাতা
লাবনের নিকটে যাও; ৪৪ এবং যদবধি তো-
মার ভ্রাতার ক্রোধ নিবৃত্ত না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত
কিছু কাল সেখানে থাক। ৪৫ পরে তোমার
প্রতি ভ্রাতার ক্রোধ নিবৃত্ত হইলে, এবং তুমি
তাহার প্রতি যাহা করিয়াছ, তাহা সে বিস্মৃত
হইলে আমি লোক পাঠাইয়া তথাহইতে তো-
মাকে আনাইব; এক দিনে তোমাদের দুই
জনকেই কেন হারাইব? ৪৬ অনন্তর রিব্‌কা ইস্-
হাককে কহিল, এই হিত্তীয়দের কন্যাগণের বি-
ষয়ে আমার প্রাণে ঘৃণা হইতেছে; যদি যাকুবও
ইহাদের তুল্য কোন হিত্তীয় কন্যাকে অর্থাৎ
এই দেশীয় কন্যাদের মধ্যে কোন কন্যাকে
বিবাহ করে, তবে আমার প্রাণধারণে কি
প্রয়োজন?

২৮ অধ্যায়।

১ যাকুবকে পদ্দন্-অরাম্ দেশে প্রেরণ, ৬ ও ইস্-
মায়েলের কন্যাকে এষৌর বিবাহ করণ, ১০ ও
যাকুবের যাত্রার বিবরণ ও স্বপ্নদর্শন, ১৮ ও স্বপ্ন-
দর্শনের স্থানের নাম বৈথেল্ রাখন এবং সেই
স্থানে মানত করণ।

১ পরে ইস্‌হাক্ যাকুবকে ডাকিয়া আশীর্ব্বাদ
করিল, এবং এই আজ্ঞা দিয়া তাহাকে কহিল,
তুমি কিনান্ দেশীয় কোন কন্যাকে বিবাহ করিও
না। ২ উঠ, পদ্দন্-অরামে আপন মাতামহ বি
থূয়েলের বাটীতে গিয়া সে স্থানে আপন মাতু
লাবনের কোন কন্যাকে বিবাহ কর। ৩ সর্ব্ব
শক্তিমান ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করিয়া তোমাকে বহু
গোষ্ঠী করণার্থে ফলবন্ত ও বহুপ্রজ করুন। ৪ এবং
ইব্রাহীমকে দত্ত আশীর্ব্বাদ তোমাতে ও তোমার
বংশেতে সফল করুন; ফলতঃ তোমার প্রবাস-
স্থান এই যে দেশ ঈশ্বর ইব্রাহীমকে দিয়াছেন,
অধিকারার্থে এই দেশ তোমাকে দিউন। ৫ পরে
ইস্‌হাক্ যাকুবকে বিদায় করিলে সে পদ্দন্-
অরামে অরামীয় বিথূয়েলের পুত্র লাবনের নি-
কটে অর্থাৎ যাকুবের ও এষৌর মাতা রিব্‌কার
ভ্রাতার নিকটে প্রস্থান করিল।
৬ অপর ইস্‌হাক্ যাকুবকে আশীর্ব্বাদ করিয়া
বিবাহার্থে পদ্দন্-অরামে বিদায় করিয়াছে, এবং
আশীর্ব্বাদের সময়ে কিনানীয় কোন কন্যাকে
বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছে, ৭ এবং যাকুব
মাতা পিতার আজ্ঞা মানিয়া পদ্দন্-অরামে প্রস্থান
করিয়াছে, ইহা দেখিয়া ৮ এষৌ কিনানদেশীয়

কন্যার প্রতি আপন পিতা ইস্‌হাকের অসন্তোষ
বুঝিয়া ৯ তাহার দুই স্ত্রী থাকিলেও ইস্‌মায়েলের
নিকটে গিয়া ইব্রাহীমের পৌত্রী ইস্‌মায়েলের
পুত্রী নিবায়োতের ভগিনী মহলৎ নাম্নী কন্যাকে
বিবাহ করিল।
১০ অনন্তর যাকূব বেরশেবাহইতে প্রস্থান করি-
য়া হারণের প্রতি যাত্রা করিল, ১১ এবং সূর্য্য
অস্তগত হইলে এক স্থানে উত্তরিয়া রাত্রি যাপন
করিল। তখন সে তথাকার প্রস্তরকে লইয়া
বালিশ করিয়া সেই স্থানে নিদ্রা যাইতে শয়ন
করিল। ১২ তাহাতে সে স্বপ্নে এক সোপান দে-
খিল, তাহার মুল পৃথিবীস্থিত ও মস্তক গগণ-
স্পর্শী, এবং তাহা দিয়া ঈশ্বরের দূতগণ উঠি-
তেছে ও নামিতেছে। ১৩ এবং পরমেশ্বর তদুপরি
দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, আমি পরমেশ্বর,
তোমার পূর্ব্বপুরুষ ইব্রাহীমের ঈশ্বর ও ইস্‌হা-
কের ঈশ্বর; এই যে দেশে তুমি শয়ন করি-
তেছ, এই দেশ আমি তোমাকে ও তোমার
বংশকে দিব। ১৪ তোমার বংশ পৃথিবীর ধূলির
ন্যায় অসংখ্য হইবে, এবং তুমি পূর্ব্ব ও পশ্চিম
ও উত্তর ও দক্ষিণ চারি দিগে বৃদ্ধি পাইবা,
এবং তোমাতে ও তোমার বংশেতে পৃথিবীস্থ
তাবৎ জাতি আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে। ১৫ এবং
তুমি যে২ স্থানে যাইবা, সেই২ স্থানে আমি
তোমার সঙ্গে থাকিয়া তোমাকে রক্ষা করিয়া
পুনর্ব্বার এই দেশে আনিব; আমি তোমার
কাছে যাহা২ কহিয়াছি, তাহা যাবৎ সফল না
করিব, তাবৎ তোমাকে ত্যাগ করিব না। ১৬ পরে
নিদ্রাভঙ্গ হইলে যাকূব কহিল, অবশ্য এই স্থানে
পরমেশ্বর আছেন, কিন্তু আমি তাহা জ্ঞাত ছি-
লাম না। ১৭ এবং ভয়েতে আরো কহিল, এ
কেমন ভয়ানক স্থান! এই স্থান অবশ্য ঈশ্বরের
গৃহ ও স্বর্গদ্বারস্বরূপ।
১৮ পরে যাকূব প্রত্যূষে উঠিয়া বালিশের নি-
মিত্তে যে প্রস্তর রাখিয়াছিল, তাহা লইয়া স্তম্ভ-
রূপে স্থাপন করিয়া তাহার উপরে তৈল ঢা-
লিয়া দিল। ১৯ এবং সেই স্থানের নাম বৈ-
থেল্ (ঈশ্বরের গৃহ) রাখিল, কিন্তু পূর্ব্বে ঐ
নগরের নাম লূস্ ছিল। ২০ এবং যাকূব মানত
করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিল, যদি ঈশ্বর আমার
সঙ্গে থাকিয়া আমার গন্তব্য পথে আমাকে রক্ষা
করেন, এবং আহারার্থে অন্ন ও পরিধানার্থে
বস্ত্র দেন, ২১ এবং পুনর্ব্বার আমাকে কুশলে পি-
ত্রালয়ে ফিরিয়া আনেন, তবে পরমেশ্বর আ-
মার প্রভু হইবেন, ২২ এবং এই যে প্রস্তরকে
আমি স্তম্ভরূপে স্থাপন করিয়াছি, ইহা ঈশ্বরের
মন্দির হইবে; এবং তুমি আমাকে যে কিছু দিবা,
তাহার দশমাংশ আমি তোমাকে অবশ্য দিব।

২৯ অধ্যায়।

১ হারণ ক্ষেত্রে যাকূবের উপস্থিত হওন, ৯ ও রা-
হেলের কাছে পরিচয় দেওন ও লাবনের কাছে
আতিথ্য লওন, ১৫ ও রাহেলকে পাইবার জন্যে
সাত বৎসর দাস্যকর্ম্ম করণ, ২১ ও ভ্রান্তিতে
রাহেলের পরিবর্ত্তে লেয়াকে পাইয়া রাহেলের
জন্যে পুনর্ব্বার সাত বৎসর দাস্যকর্ম্ম করণ, ৩১
ও লেয়ার সন্তান হওন।

১ পরে যাকূব যাইতে২ পূর্ব্বদেশে উপস্থিত হইয়া
২ দেখিল, প্রান্তরের মধ্যে এক কূপ আছে, তা-
হার নিকটে তিন পাল মেষ শয়ন করিয়া আছে;
কারণ লোকেরা মেষপালদিগকে সেই কূপের
জল পান করায়; সেই কূপের মুখে এক খান
বৃহৎ প্রস্তরাচ্ছাদন থাকে। ৩ কূপের নিকটে তাবৎ
পাল একত্র হইলে লোকেরা তাহার মুখহইতে
প্রস্তর সরাইয়া মেষপালকে জল পান করায়,
পরে কূপের মুখে পুনর্ব্বার প্রস্তর দেয়। ৪ যা-
কূব তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিল, হে ভাই সকল,
তোমরা কোন্ স্থানের লোক? তাহাতে তাহারা
কহিল, আমরা হারণ্ নগরের লোক। ৫ তখন
যাকূব জিজ্ঞাসিল, তোমরা নাহোরের পৌত্র
লাবনকে চিন কি না? তাহারা কহিল, চিনি।
৬ যাকূব জিজ্ঞাসিল, সে কেমন আছে? তাহারা
কহিল, ভাল আছে; ঐ দেখ, তাহার কন্যা
রাহেল্ মেষপাল লইয়া আসিতেছে। ৭ তখন
যাকূব কহিল, দেখ, এখনও অনেক বেলা আছে;
মেষপাল একত্র করণের সময় হয় নাই: তো-
মরা মেষপালকে জল পান করাইয়া পুনর্ব্বার
চরাইতে লইয়া যাও। ৮ কিন্তু তাহারা কহিল,
তাবৎ পাল একত্র না হইলে তাহা হইতে পারে
না; পরে কূপের মুখহইতে প্রস্তর সরাণ গেলে
আমরা মেষদিগকে জল পান করাইব।
৯ যাকূব তাহাদের সহিত এই রূপ কথা কহি-
তেছে, ইতোমধ্যে রাহেল্ আপন পিতার পশু-
পাল লইয়া উপস্থিত হইল, কেননা সে মেষ-
পালিকা ছিল। ১০ তখন যাকূব আপন মাতুল
লাবনের কন্যা রাহেলকে ও তাহার পশুপালকে
দেখিয়া নিকটে গিয়া কূপের মুখহইতে প্রস্তর
সরাইয়া লাবন্ মাতুলের পশুপালকে জল পান
করাইল। ১১ পরে যাকূব রাহেলকে চুম্বন করিয়া
উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া, ১২ আপনি যে তাহার
পিতার কুটুম্ব ও রিব্‌কার পুত্র, এই পরিচয় দিলে
রাহেল্ শীঘ্র গিয়া আপন পিতাকে সংবাদ
দিল। ১৩ তাহাতে লাবন্ আপন ভাগিনেয় যা-
কূবের সংবাদ পাইয়া ত্বরায় তাহার সহিত
সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তাহাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন
করিয়া আপন বাটীতে লইয়া গেল; পরে সে
লাবনকে এই সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিল। ১৪ তা-

হাতে লাবন্ কহিল, তুমি আমার অস্থি ও মাংস-
স্বরূপ। পরে যাকুব্ তাহার গৃহে এক মাস
বাস করিল।
১৫ অনন্তর লাবন্ যাকুবকে কহিল, তুমি কুটুম্ব
হইয়া কি বিনা বেতনে আমার দাস্যকর্ম্ম করি-
বা? কি বেতন লইবা? তাহা বল। ১৬ ঐ লা-
বনের দুই কন্যা ছিল; জ্যেষ্ঠার নাম লেয়া ও
কনিষ্ঠার নাম রাহেল্। ১৭ লেয়া ক্লিন্নাক্ষী, কিন্তু
রাহেল্ রূপবতী ও সুন্দরী ছিল। ১৮ এবং যা-
কূব রাহেলকে ভাল বাসিত, এই জন্যে সে উত্তর
করিল, তোমার কনিষ্ঠা কন্যা রাহেলের জন্যে
আমি সাত বৎসর তোমার দাস্যকর্ম্ম করিব।
১৯ তাহাতে লাবন্ কহিল, অন্য পাত্রকে দান
করা অপেক্ষা তোমাকে দান করা উত্তম বটে,
অতএব আমার নিকটে থাক। ২০ এই রূপে
যাকূব রাহেলের জন্যে সাত বৎসর দাস্যকর্ম্ম
করিল; রাহেলের প্রতি তাহার এমত অনুরাগ
ছিল, যে সাত বৎসরও তাহার অল্প দিন
বোধ হইল।
২১ পরে যাকূব লাবনকে কহিল, আমার নি-
য়মিত কাল সম্পূর্ণ হইল, এখন আমার ভার্য্যা
আমাকে দেও, আমি তাহাতে গমন করিব।
২২ তাহাতে লাবন্ ঐ স্থানের তাবৎ লোককে
নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইল। ২৩ পরে রা-
ত্রিকালে আপন কন্যা লেয়াকে লইয়া তাহার
নিকটে আনিয়া দিলে যাকূব তাহাতে উপগত
হইল। ২৪ এবং লাবন্ আপন কন্যা লেয়ার
দাস্যকর্ম্মার্থে সিল্পা নামে আপন দাসীকে দিল।
২৫ কিন্তু প্রভাত হইলে সে যে লেয়া, ইহা দে-
খিয়া যাকূব লাবনকে কহিল, তুমি আমার
সহিত এ কি ব্যবহার করিলা? আমি কি রাহে-
লের জন্যে তোমার দাস্যকর্ম্ম করি নাই? তবে
কেন আমাকে প্রবঞ্চনা করিলা? ২৬ তখন লা-
বন্ কহিল, জ্যেষ্ঠা অদত্তা থাকিতে কনিষ্ঠাকে দান
করা আমাদের এই স্থানে অকর্ত্তব্য। ২৭ এখন
ইহার সাত দিন যাপন কর; পরে যদি আরো
সাত বৎসর আমার দাস্যকর্ম্ম স্বীকার কর,
তবে উহাকেও তোমাকে দান করিব। ২৮ তাহা-
তে যাকূব সেই প্রকার করিল, অর্থাৎ তাহার
সাত দিন যাপন করিল। ২৯ পরে লাবন্ তা-
হার সহিত আপন কন্যা রাহেলের বিবাহ দিল,
এবং রাহেলের দাস্যকর্ম্মার্থে বিল্হা নামে আ-
পন দাসীকে দিল। ৩০ তখন সে রাহেলেতেও
উপগত হইল; এবং লেয়া অপেক্ষা রাহেলকে
অধিক ভাল বাসিল; এবং আর সাত বৎসর
লাবনের দাস্যকর্ম্ম করিল।
৩১ পরে পরমেশ্বর লেয়াকে অবজ্ঞাতা দে-
খিয়া তাহাকে গর্ভধারণের শক্তি দিলেন, কিন্তু
রাহেল্ বন্ধ্যা হইল। ৩২ অতএব লেয়া গর্ভবতী
হইয়া পুত্র প্রসব করিলে তাহার নাম রূবেন্
(পুত্রকে দেখ) রাখিল; কেননা সে কহিল,
পরমেশ্বর আমার দুঃখ দেখিয়াছেন; এখন
আমার স্বামী আমাকে ভাল বাসিবে। ৩৩ অপর
সে পুনর্ব্বার গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিয়া
কহিল, আমি অবজ্ঞাতা আছি, পরমেশ্বর ইহা শ্রবণ
করিয়া আমাকে এই পুত্রও দিলেন; পরে তাহার
নাম শিমিয়োন্ (শ্রবণ) রাখিল। ৩৪ এবং আর
বার সে গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিয়া কহিল,
এ বার আমার স্বামী আমাতে আসক্ত হইবে,
কেননা আমি তাহার তিন পুত্র প্রসব করিয়াছি;
অতএব তাহার নাম লেবি (আসক্ত) রাখিল।
৩৫ পরে পুনর্ব্বার তাহার গর্ভ হইলে সে পুত্র
প্রসব করিয়া কহিল, এ বার আমি পরমেশ্বরের
প্রশংসা করি; অতএব তাহার নাম যিহুদা
(প্রশংসা) রাখিল। তাহার পর তাহার গর্ভ-
নিবৃত্তি হইল।

৩০ অধ্যায়।

১ লেয়ার প্রতি রাহেলের ঈর্ষ্যা, ১৪ ও রাহেলের দূদাফল পাওন, ১৯ ও লেয়ার পুনশ্চ সন্তান সন্ততি হওন, ২২ ও রাহেলের সন্তান যূষফের জন্ম, ২৫ ও যাকূব পিত্রালয়ে যাইতে চাহিলে তাহার সহিত লাবনের নিয়ম স্থির করণ, ৩৭ ও সম্পত্তি পাইতে যাকূবের উপায়।

১ অপর আপনাতে যাকূবের পুত্র জন্মে না,
ইহা দেখিয়া রাহেল্ ভগিনীর প্রতি ঈর্ষ্যা করি-
য়া যাকূবকে কহিল, আমাকে সন্তান দেও, নতুবা
আমি মরিব। ২ তাহাতে যাকূব রাহেলের প্রতি
ক্রোধ করিয়া কহিল, আমি কি ঈশ্বরের প্রতি-
নিধি? তিনিই তোমাকে গর্ভফল দিতে অস্বীকার
করিয়াছেন। ৩ তখন রাহেল্ কহিল, তবে আ-
মার দাসী বিল্হাতে গমন কর, সে পুত্র প্রসব
করিয়া আমার কোলে দিলে আমি তাহাহইতে
পুত্রবতী হইব। ৪ ইহা বলিয়া সে তাহার সহিত
আপন দাসী বিল্হার বিবাহ দিল। তখন যা-
কূব তাহাতে গমন করিলে ৫ বিল্হা গর্ভবতী
হইয়া যাকূবের নিমিত্তে পুত্র প্রসব করিল।
৬ তখন রাহেল্ কহিল, ঈশ্বর আমার বিচার
করিলেন, কেননা তিনি আমার কাকুক্তি শুনিয়া
আমাকে পুত্র দিলেন; অতএব সে তাহার নাম
দান্ (বিচার) রাখিল। ৭ অনন্তর রাহেলের
বিল্হা দাসী পুনর্ব্বার গর্ভধারণ করিয়া যাকু-
বের দ্বিতীয় পুত্র প্রসব করিল। ৮ তখন রাহেল্
কহিল, আমি মহাযত্নেতে ভগিনীর সহিত মল্ল-
যুদ্ধ করিয়া জয় করিলাম। অতএব সে তাহার
নাম নপ্তালি (মল্লযুদ্ধ) রাখিল। ৯ অনন্তর লেয়া

আপনার গর্ব্ভনিবৃত্তি বুঝিয়া আপনার সিল্পা
নামে দাসীকে লইয়া স্বামির সহিত বিবাহ দিল।
১০ তাহাতে লেয়ার সিল্পা দাসীর গর্ব্ভহইতে
যাকুবের এক পুত্র জন্মিল। ১১ তখন লেয়া কহিল,
এক দল আসিতেছে; অতএব তাহার নাম
গাদ্ (দল) রাখিল। ১২ অনন্তর লেয়ার দাসী
সিল্পা যাকুবের দ্বিতীয় পুত্র প্রসব করিল।
১৩ তাহাতে লেয়া কহিল, আমি ধন্যা, সকল
স্ত্রীলোক আমাকে ধন্যা কহিবে; অতএব সে
তাহার নাম আশের্ (ধন্য) রাখিল।
১৪ অপর গোম্ কাটনের সময়ে রূবেন্ বা-
হিরে গিয়া ক্ষেত্রে দূদাফল পাইয়া আনিয়া আ-
পন মাতা লেয়াকে দিল; তাহাতে রাহেল্
লেয়াকে কহিল, তোমার পুত্রের আনীত দূদা-
ফল কিছু আমাকে দেও। ১৫ তাহাতে সে কহিল,
তুমি আমার স্বামিকে লইয়াছ, এ কি ক্ষুদ্র বি-
ষয়? আমার পুত্রের দূদাফলও কি লইতে
চাহ? তখন রাহেল্ কহিল, তোমার পুত্রের দূ-
দাফলের পরিবর্ত্তে সে অদ্য রাত্রিতে তোমার
সহিত শয়ন করিবে। ১৬ পরে সন্ধ্যাকালে ক্ষেত্র-
হইতে যাকুবের আগমন সময়ে লেয়া তাহার
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বাহিরে গিয়া কহিল,
আমার কাছে আইস, কেননা আমি আপন
পুত্রের দূদাফল দিয়া তোমাকে ভাড়া করিলাম;
অতএব সে সেই রাত্রিতে তাহার সহিত শয়ন
করিল। ১৭ তাহাতে ঈশ্বর লেয়ার প্রার্থনা শুনি-
লে সে পুনর্ব্বার গর্ব্ভবতী হইয়া যাকুবের পঞ্চম
পুত্র প্রসব করিল। ১৮ তখন লেয়া কহিল, আমি
স্বামিকে আপন দাসী দিয়াছিলাম, তাহার বে-
তন ঈশ্বর আমাকে দিলেন, অতএব সে তাহার
নাম ইষাখর্ (বেতন) রাখিল।
১৯ অনন্তর লেয়া পুনর্ব্বার গর্ব্ভধারণ করিয়া
যাকুবের ষষ্ঠ পুত্র প্রসব করিল। ২০ তখন লেয়া
কহিল, ঈশ্বর আমাকে উত্তম যৌতুক দিলেন,
এখন আমার স্বামী আমার সহিত বাস করিবে,
কেননা আমাতে তাহার ছয় পুত্র জন্মিয়াছে:
অতএব সে তাহার নাম সিবূলূন্ (বাস) রা-
খিল। ২১ অনন্তর তাহার এক কন্যা জন্মিলে
সে তাহার নাম দীণা রাখিল।
২২ অনন্তর ঈশ্বর রাহেলকে স্মরণ করিয়া তা-
হার প্রার্থনা শুনিয়া তাহাকে গর্ব্ভধারণের শক্তি
দিলেন। ২৩ তখন তাহার গর্ব্ভ হইলে সে পুত্র
প্রসব করিয়া কহিল, এখন ঈশ্বর আমার অপ-
মান দূর করিলেন। ২৪ পরে সে তাহার নাম
যূষফ্ (বৃদ্ধি) রাখিয়া কহিল, পরমেশ্বর আমা-
কে আরো এক পুত্র দিউন।
২৫ অপর রাহেলের গর্ব্ভে যূষফ জন্মিলে
পরে যাকুব লাবনকে কহিল, আমাকে বিদায়
কর, আমি নিজ দেশে স্বস্থানে প্রস্থান করি।
২৬ এবং আমি যাহাদের জন্যে তোমার দাস্য
কর্ম্ম করিয়াছি, আমার সেই স্ত্রীগণ ও পুত্র-
গণকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইতে
দেও; কেননা যে রূপ তোমার দাস্যকর্ম্ম করি-
য়াছি, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ। ২৭ তখন লাবন্
তাহাকে কহিল, বিনয় করি, তুমি এখন আমার
প্রতি অনুগ্রহ কর, কেননা আমি অনুভবে জা-
নিলাম, তোমার অনুরোধে পরমেশ্বর আমাকে
আশীর্ব্বাদ করিলেন। ২৮ অতএব সে কহিল,
তোমার বেতন আপনি স্থির করিয়া আমাকে
বল, আমি তাহাই দিব। ২৯ তখন যাকুব তা-
হাকে কহিল, আমি যে রূপ তোমার দাস্যকর্ম্ম
করিয়াছি, এবং আমার নিকটে তোমার পশুগণ
যে রূপ আছে, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ। ৩০ কে-
ননা আমার আগমনের পূর্ব্বে তোমার অল্প
সম্পত্তি ছিল, এখন প্রচুর হইয়াছে; আমার
আগমনাবধি পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করিয়া-
ছেন; কিন্তু আমি আপন পরিবারের জন্যে
কবে সঞ্চয় করিব? ৩১ তাহাতে লাবন্ কহিল,
আমি তোমাকে কি দিব? যাকুব কহিল, তুমি
আমাকে আর কিছুই না দিয়া যদি আমার প্রতি
এক কর্ম্ম কর, তবে আমি তোমার পশুদিগকে
পুনর্ব্বার চরাইয়া প্রতিপালন করিব। ৩২ অদ্য
আমি তোমার সকল পশুপালের মধ্যে গিয়া
কর্ব্বুরবর্ণ ও চিত্রবিচিত্র মেষাদি এবং কপিশবর্ণ
মেষ সকল ও কর্ব্বুরবর্ণ ও চিত্রবিচিত্র ছাগ সকল-
কে পৃথক্ করি; সেই সকল আমার বেতনস্বরূপ
হইবে। ৩৩ ইহার পরে যখন তোমার সাক্ষাতে
আমার বেতন উপস্থিত হইবে, তখন আমার
যাথার্থ্যের এক প্রমাণ হইবে, ফলতঃ ছাগদের
মধ্যে কর্ব্বুরবর্ণ ও চিত্রবিচিত্র ভিন্ন ও মেষদের
মধ্যে কপিশবর্ণ ভিন্ন যাহা থাকিবে, তাহা আমার
চৌর্য্যরূপে গণ্য হইবে। ৩৪ তখন লাবন্ কহিল,
ভাল, তোমার কথানুসারেই হউক। ৩৫ অপর সে
সেই দিনে বিচিত্র ও কর্ব্বুরবর্ণ ছাগ সকল ও বি-
চিত্র ও কর্ব্বুরবর্ণ ছাগী সকল এবং যাহাতে ২
কিঞ্চিৎ শুক্ল বর্ণ ছিল, এবং কপিশবর্ণ মেষ
সকল পৃথক্ করিয়া আপন পুত্রদের হস্তে সম-
র্পণ করিয়া, ৩৬ যাকুবহইতে দূরে তিন দিনের
পথে পাঠাইল; পরে যাকুব্ লাবনের অবশিষ্ট
পশুপাল চরাইতে লাগিল।
৩৭ অপর যাকুব লিব্নী ও লূস্ ও অর্মোন্
বৃক্ষের সরস শাখা কাটিয়া তাহার ছাল খুলিয়া
কাষ্ঠের শুক্ল রেখা বাহির করিল। ৩৮ পরে যে
স্থানে পশুগণ জল পানার্থে আইসে, সেই স্থানে
তাহাদের সম্মুখে নিপানের মধ্যে ঐ শাখা সকল
উচ্চ করিয়া রাখিতে লাগিল। ৩৯ তাহাতে জল

পান করণের সময়ে তাহাদের সঙ্গম হইলে সেই
শাখার নিকটে তাহাদের গর্ব্ভধারণ প্রযুক্ত চক্র-
চিত্রিত ও কর্ব্বুরবর্ণ ও বিচিত্র বৎস জন্মিল।
৪০ পরে যাকুব্ সেই বৎস সকল পৃথক্ করিল,
এবং লাবনের চক্রচিত্রিত ও কপিশবর্ণ মেষের
প্রতি অন্য মেষের দৃষ্টি রাখিল; এই রূপে সে
লাবনের পালের সহিত না রাখিয়া আপন
পালকে পৃথক্ করিল। ৪১ এবং বলবান পশু-
গণ যেন শাখার নিকটে গর্ব্ভধারণ করে, এই
জন্যে নিপানের মধ্যে পশুদের সম্মুখে ঐ শাখা
রাখিল; ৪২ কিন্তু দুর্ব্বল পশুদের সম্মুখে রাখিল
না। তাহাতে যত বলবান পশু, প্রায় সকলি যা-
কুবের হইল, কিন্তু দুর্ব্বল পশুগণ লাবনের হইল।
৪৩ অতএব যাকুব অতি বর্দ্ধিষ্ণু হইল, এবং
তাহার পশু ও দাস ও দাসী ও উষ্ট্র ও গর্দ্দভ
যথেষ্ট হইল।

৩১ অধ্যায়।

১ লাবনের নিকটহইতে যাকুবের পলায়ন, ১৭ ও লাবনের ঠাকুরদিগকে রাহেলের চুরি করণ, ২২ ও লাবনের যাকুবের পলায়ন সংবাদ পাওন, ২৫ ও তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হওন, ৩০ ও তাম্বুতে ঠাকুর অন্বেষণ, ৩৩ ও লাবনের প্রতি যাকুবের তিরস্কার, ৪৩ ও যাকুবের সহিত লাবনের নিয়ম স্থির করণ।

১ অপর যাকুব আমাদের পিতার সর্ব্বস্ব হরণ
করিয়াছে, আমাদের পিতার ধনহইতে তাহার
এই সকল ঐশ্বর্য্য হইয়াছে, লাবনের পুত্রদের
এই রূপ কথা যাকুবের কর্ণগোচর হইল। ২ এবং
লাবন্ তাহার প্রতি পূর্ব্বকার ন্যায় নহে, ইহাও
যাকুব্ তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিল। ৩ এবং
পরমেশ্বর যাকুবকে কহিলেন, তুমি আপন পৈ-
তৃক দেশে জ্ঞাতিদের নিকটে ফিরিয়া যাও, আমি
তোমার সহায় আছি। ৪ অতএব যাকুব লোক
পাঠাইয়া প্রান্তরে পশুদের নিকটে রাহেলকে ও
লেয়াকে ডাকাইয়া কহিল, ৫ আমি দেখিতেছি,
তোমাদের পিতার মুখ আমার প্রতি পূর্ব্বকার
মত নহে, কিন্তু আমার পিতার ঈশ্বর আমার
সহায় আছেন। ৬ তোমরা আপনারা জ্ঞান,
আমি যথাশক্তি তোমাদের পিতার দাস্যকর্ম্ম
করিয়াছি। ৭ তথাপি তোমাদের পিতা আমাকে
প্রবঞ্চনা করিয়া দশ বার আমার বেতনের অ-
ন্যথা করিয়াছে; কিন্তু ঈশ্বর আমার ক্ষতি করিতে
তাহাকে দেন নাই। ৮ কেননা চিত্রবিচিত্র তাবৎ
পশুগণ তোমার বেতনস্বরূপ হইবে, এই কথা সে
যখন আপনি কহিত, তখন সকল মেষাদি চিত্র-
বিচিত্র শাবক প্রসব করিত; এবং রেখাবিশিষ্ট
পশু সকল তোমার বেতনস্বরূপ হইবে, ইহা
যখন কহিত, তখন সকল মেষাদি রেখাবিশিষ্ট
শাবক প্রসব করিত। ৯ এই রূপে ঈশ্বর তোমা-
দের পিতার পশুধন লইয়া আমাকে দিয়াছেন।
১০ কেননা পশুদের গর্ব্ভধারণকালে আমি স্বপ্নেতে
স্বচক্ষুতে দেখিলাম, পালের মধ্যে স্ত্রীপশুদের
উপরে যত পুংপশু উঠিতেছে, সকলি চক্রচিত্রিত
ও চিত্রবিচিত্র ও রেখাবিশিষ্ট। ১১ তখন ঈশ্বরের
দূত স্বপ্নে আমাকে যাকুব বলিয়া ডাকিলে আমি
কহিলাম, আমি উপস্থিত আছি। ১২ তাহাতে
তিনি কহিলেন, ঐ চাহিয়া দেখ, স্ত্রীপশুদের
উপরে যত পুংপশু উঠিতেছে, সকলি চক্রচিত্রিত
ও চিত্রবিচিত্র ও রেখাবিশিষ্ট; কেননা তোমার
প্রতি লাবন্ যেরূপ ব্যবহার করে, তাহা আমি
দেখিলাম। ১৩ যে স্থানে তুমি স্তম্ভের অভিষেক
ও আমার নিকটে মানত করিয়াছ, সেই বৈ-
থেলের ঈশ্বর আমি; এখন উঠিয়া এই দেশ
ত্যাগ করিয়া আপন জ্ঞাতিদের দেশে ফি-
রিয়া যাও। ১৪ তাহাতে রাহেল ও লেয়া উত্তর
করিল, এখন পিতার বাটীতে আমাদের কি কিছু
অংশ ও অধিকার আছে? ১৫ আমরা কি তা-
হার কাছে বিদেশিনীরূপে গণ্য নহি? কেননা
সে আমাদিগকে বিক্রয় করিয়া মূল্য ভোগ করি-
য়াছে। ১৬ অতএব ঈশ্বর আমাদের পিতাহইতে
যে সকল ধন হরণ করিয়াছেন, সে সকলি আমা-
দের ও আমাদের বংশের। ঈশ্বর তোমাকে
যাহা কহিলেন, তুমি তাহাই কর।

১৭ তখন যাকুব গাত্রোত্থান করিয়া আপন স-
ন্তানগণ ও স্ত্রীদিগকে উষ্ট্রারোহণ করাইয়া ১৮ আ-
পনার উপার্জ্জিত পশ্বাদি সকল অর্থাৎ পদ্দন্-
অরামে যে পশু ও যে সম্পত্তি উপার্জ্জন করি-
য়াছিল, তাহা লইয়া কিনান্ দেশে আপন পিতা
ইস্হাকের নিকটে প্রস্থান করিল। ১৯ তৎকালে
লাবন্ মেষলোমচ্ছেদন করিতে গিয়াছিল; এই
অবকাশে রাহেল আপন পিতার ঠাকুরদিগকে
হরণ করিয়াছিল। ২০ পরে যাকুব কোন সমা-
চার না দিয়া অরামীয় লাবনকে বঞ্চনা করিয়া
তাহার অজ্ঞাতসারে পলায়ন করিল। ২১ এই
রূপে সে আপন সর্ব্বস্ব লইয়া পলায়ন করিল,
এবং ফরাৎ নদী পার হইয়া গিলিয়দ্ পর্ব্বত
সম্মুখে রাখিয়া চলিল।

২২ পরে তৃতীয় দিনে লাবন্ যাকুবের এরূপ
পলায়নের সংবাদ পাইয়া ২৩ আপন কুটুম্বদি-
গকে সঙ্গে লইয়া তাহার পশ্চাৎ২ সপ্ত দিনের
পথ দৌড়িয়া গিয়া গিলিয়দ্ পর্ব্বতে তাহাকে
ধরিল। ২৪ কিন্তু ঈশ্বর রাত্রিতে স্বপ্নযোগে অ-
রামীয় লাবনের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে
কহিলেন, সাবধান, যাকুবকে ভাল মন্দ কিছুই
কহিও না।

[২৫] পরে লাবন্ যাকূবকে ধরিল; ঐ মিলনের
সময়ে যাকূবের তাম্বু পর্ব্বতোপরি স্থাপিত ছিল;
তাহাতে লাবনও কুটুম্বদের সহিত গিলিয়দ্ পর্ব্ব-
তোপরি তাম্বু স্থাপন করিল। [২৬] পরে লাবন্
যাকূবকে কহিল, তুমি কেন এমন কর্ম্ম করিলা?
আমাকে বঞ্চনা করিয়া আমার কন্যাদিগকে কেন
খড়্গধৃত লোকদের ন্যায় লইয়া আইলা? [২৭] তুমি
আমাকে বঞ্চনা করিয়া কেন গোপনে পলাইলা?
কেন আমাকে সংবাদ দিলা না? দিলে আমি
তোমাকে আহ্লাদে তবলের ও বীণার বাদ্য ও
গান পুরঃসরে বিদায় করিতাম। [২৮] তুমি আমার
পুত্র কন্যাগণকে চুম্বন করিতেও আমাকে দিলা
না, এ অতি অজ্ঞানের কর্ম্ম করিলা। [২৯] তোমাকে
হিংসা করিতে আমার হস্ত সমর্থ বটে; কিন্তু
গত রাত্রিতে তোমাদের পৈতৃক ঈশ্বর আমাকে
কহিলেন, সাবধান, যাকূবকে ভাল মন্দ কিছুই
কহিও না।

[৩০] আর পিত্রালয়ে যাইবার আকাঙ্ক্ষায় ক্ষীণ
হওয়াতে তুমি যাত্রা করিয়াছ; সে যাহা হউক,
কিন্তু আমার ঠাকুর সকলকে কেন চুরি করিলা?
[৩১] তাহাতে যাকূব লাবনকে উত্তর করিল, আমি
ভীত ছিলাম; কারণ কি জানি, তুমি আমাহই-
তে আপন কন্যাগণকে বলেতে কাড়িয়া লও,
ইহা ভাবিয়াছিলাম। [৩২] কিন্তু তুমি অন্বেষণ করিয়া
যাহার স্থানে তোমার দেবতাদিগকে পাইবা, সে
বাঁচিবে না। আমাদের কুটুম্বদের সাক্ষাতে অন্বে-
ষণ করিয়া আমার স্থানে তোমার যাহা পাও,
তাহা লও; কেননা যাকূব রাহেলের ঐ চুরি
করণ জ্ঞাত ছিল না। [৩৩] তখন লাবন্ যাকূবের
তাম্বুগৃহে ও লেয়ার তাম্বুগৃহে ও দুই দাসীর তা-
ম্বুগৃহে গিয়া অন্বেষণ করিল, কিন্তু পাইল না।
পরে সে লেয়ার তাম্বুহইতে রাহেলের তাম্বুগৃহে
প্রবেশ করিল। [৩৪] কিন্তু রাহেল সেই ঠাকুর-
দিগকে লইয়া উষ্ট্রের সজ্জার ভিতরে রাখিয়া
তদুপরি বসিয়াছিল; তাহাতে লাবন্ তাহার
তাম্বুগৃহের সকল স্থান হাঁতড়াইলেও তাহা পাইল
না। [৩৫] তখন রাহেল পিতাকে কহিল, হে প্রভো,
আপনকার সাক্ষাতে আমি উঠিতে পারিলাম
না, ইহাতে অসন্তুষ্ট হইবেন না, কেননা আমি
স্ত্রীধর্ম্মিণী আছি; এই কারণ সে অন্বেষণ করি-
লেও ঠাকুরদিগকে পাইল না।

[৩৬] তখন যাকূব ক্রুদ্ধ হইয়া লাবনের সহিত
বিবাদ করিতে লাগিল। যাকূব লাবনকে ভর্ৎসনা
পূর্ব্বক কহিল, আমার কি দোষ ও কি পাপ
আছে, যে তুমি প্রজ্বলিত হইয়া আমার পশ্চাৎ ২
দৌড়িয়া আইলা? [৩৭] তুমি আমার সকল সামগ্রী
হাঁতড়াইয়া তোমার বাটীর কোন্ দ্রব্য পাইলা?
আমার ও তোমার এই কুটুম্বদের সাক্ষাতে তাহা
রাখ, ইহারা উভয় পক্ষের বিচার করুক। [৩৮] এই
বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত আমি তোমার নিকটে
আছি; তাহাতে তোমার মেষীদের কি ছাগী-
দের গর্ভপাত হয় নাই, এবং তোমার পালের
কোন মেষকে খাই নাই: [৩৯] এবং হিংস্র জন্তু
যাহাকে ছিঁড়িয়া ফেলিত, তাহাও তোমার নিকটে
আনিতাম না; সে ক্ষতি আপনি স্বীকার করি-
তাম; এবং দিনে কিম্বা রাত্রিতে যাহার চুরি
হইত, তাহার পরিবর্ত্ত আমাহইতে লইতা।
[৪০] আমি দিনের উত্তাপে ও রাত্রির শীতে মৃত-
কল্প হইতাম; আমার চক্ষুহইতে নিদ্রা দূরে
থাকিত। [৪১] এই প্রকারে আমি বিংশতি বৎসর
পর্য্যন্ত তোমার গৃহে দাস্যকর্ম্ম করিয়াছি; তো-
মার দুই কন্যার জন্যে চৌদ্দ বৎসর, ও তো-
মার পশুদের জন্যে ছয় বৎসর দাস্যবৃত্তি করি-
য়াছি; তথাপি তুমি আমার বেতন দশ বার
অন্যথা করিয়াছ। [৪২] আমার পৈতৃক ঈশ্বর,
অর্থাৎ ইব্রাহীমের ঈশ্বর ও ইস্‌হাকের ভয়স্থান
যদি আমার পক্ষ না হইতেন, তবে অবশ্য
এখন তুমি আমাকে রিক্তহস্তে বিদায় করিতা।
ঈশ্বর আমার দুঃখ ও হস্তের পরিশ্রম দেখিয়া-
ছেন, এই জন্যে গত রাত্রিতে তোমাকে ধম্-
কাইলেন।

[৪৩] তখন লাবন্ যাকূবকে উত্তর করিল, এই
কন্যাগণ আমারি কন্যা, ও এই বালকেরা আ-
মারি বালক, ও এই পশুপাল আমারি পশুপাল;
যাহা ২ দেখিতেছ, এ সকলি আমার আছে।
অতএব আমার এই কন্যাদিগকে ও ইহাদের
প্রসূত এই বালকদিগকে এখন আমি কি করিব?
[৪৪] আইস, তোমাতে ও আমাতে নিয়ম স্থির
করি, তাহা তোমার ও আমার সাক্ষী থাকিবে।
[৪৫] তখন যাকূব্ এক প্রস্তর লইয়া স্তম্ভরূপে স্থা-
পন করিল। [৪৬] এবং যাকূব্ আপন কুটুম্বদিগ-
কে কহিল, তোমরাও প্রস্তরের রাশি কর;
তাহাতে তাহারা প্রস্তর আনিয়া এক রাশি করিলে
সকলে সেই স্থানে সেই রাশির উপরে ভোজন
করিল। [৪৭] অনন্তর লাবন্ তাহার নাম যিগর্-
সাহদূথা (সাক্ষির রাশি) রাখিল, কিন্তু যাকূব্
তাহার নাম গলিয়েদ্ (সাক্ষির রাশি) রাখিল।
[৪৮] তখন লাবন্ কহিল, এই রাশি অদ্য তোমার
ও আমার সাক্ষী থাকিল; এই জন্যে তাহার
নাম গিলিয়দ্ [৪৯] এবং মিস্পা (প্রহরী) রাখিল;
কেননা সে কহিল, আমরা পরস্পর অদৃশ্য হইলে
পরমেশ্বর আমার ও তোমার প্রহরী থাকিবেন।
[৫০] তুমি যদি আমার কন্যাদিগকে ক্লেশ দেও,
কিম্বা আমার কন্যা ব্যতিরেকে অন্য স্ত্রীকে বিবাহ
কর, তবে সেই সময়ে কেহ নিকটে না থাকি-
লেও ঈশ্বর আমার ও তোমার সাক্ষী হইবেন।

৫১ লাবন্ যাকুবকে আরো কহিল, এই রাশি
দেখ, এবং আমার ও তোমার মধ্যবর্ত্তি আমার
স্থাপিত এই স্তম্ভ দেখ। ৫২ আমি অপকার
করিতে এই রাশি পার হইয়া তোমার নিকটে
যাইব না, এবং তুমিও এই রাশি ও স্তম্ভ পার
হইয়া আমার নিকটে আসিবা না, ইহার সাক্ষী
এই রাশি ও ইহার সাক্ষী এই স্তম্ভ; ৫৩ ইহা-
তে ইব্রাহীমের ঈশ্বর ও নাহোরের ঈশ্বর ও
তাহাদের পিতার ঈশ্বর আমাদের মধ্যে বিচার
করিবেন; তখন যাকুব্ আপন পিতা ইস্হা-
কের ভয়স্থানের দিব্য করিল। ৫৪ পরে যাকুব
সেই পর্ব্বতে বলিদান করিয়া আহার করিতে
আপন কুটুম্বদিগকে ডাকিল, তাহাতে তাহারা
ভোজন করিয়া পর্ব্বতে রাত্রি যাপন করিল।
৫৫ পরে লাবন্ প্রত্যূষে উঠিয়া আপন পুত্র
কন্যাগণকে চুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিল, এবং
যাত্রা করিয়া আপন দেশে প্রত্যাগমন করিল।

৩২ অধ্যায়।

১ যাকুবের দর্শন ও এষৌর প্রতি সংবাদ প্রেরণ, ৬ ও দূতের প্রত্যাগমন ও যাকুবের প্রার্থনা, ১৩ ও উপঢৌকন প্রস্তুত করণ, ১৬ ও উপঢৌকন প্রেরণ, ২৪ ও যাকুবের মল্লযুদ্ধ করণ, ৩১ ও খঞ্জ হইয়া নদী পার হওন।

১ তদনন্তর যাকুব যাত্রা করিলে ঈশ্বরের দূতগণ
তাহাকে দর্শন দিল। ২ তখন যাকুব তাহাদিগকে
দেখিয়া কহিল, ইহারা ঈশ্বরের সৈন্য, অতএব
সেই স্থানের নাম মহনয়িম্ (দুই সৈন্য) রা-
খিল। ৩ তাহার পর যাকুব্ আপনার অগ্রে
সেয়ীর দেশের ইদোম প্রদেশে এষৌ ভ্রাতার
নিকটে দূতগণকে প্রেরণ করিল। ৪ সে তাহা-
দিগকে এই আজ্ঞা করিল, তোমরা আমার প্রভু
এষৌকে কহিবা, তোমার দাস যাকুব তোমাকে
জানাইল, আমি অদ্য পর্য্যন্ত লাবনের নিকটে
দীর্ঘকাল প্রবাস করিয়া আসিতেছি। ৫ আমার
গোরু ও গর্দ্দভ ও মেষপাল ও দাস দাসী আছে,
তাহাতে আমি প্রভুর অনুগ্রহদৃষ্টি পাইবার
জন্যে তোমাকে সংবাদ পাঠাইলাম।
৬ অপর দূতগণ প্রত্যাগমন করিয়া যাকুবকে
কহিল, আমরা তোমার এষৌ ভ্রাতার কাছে
গিয়াছিলাম; তিনি চারি শত লোক সঙ্গে লইয়া
তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন।
৭ তাহাতে যাকুব্ অতিশয় ভীত ও উদ্বিগ্ন হইল,
এবং সঙ্গি লোকদিগকে ও গোমেষাদির সমস্ত
পালকে ও উষ্ট্রগণকে বিভক্ত করিয়া দুই দল
করিয়া কহিল, ৮ এষৌ আসিয়া যদ্যপি এক
দলকে প্রহার করে, তথাপি অন্য দল বাঁচিয়া
পলায়ন করিবে। ৯ তখন যাকুব্ কহিল, হে
আমার পিতা ইব্রাহীমের ঈশ্বর ও আমার পিতা
ইস্হাকের ঈশ্বর, তুমিই পরমেশ্বর; তুমি আ-
পনি আমাকে কহিয়াছিলা, তুমি আপন দেশে
জ্ঞাতিদের নিকটে প্রত্যাগমন কর, তাহাতে আমি
তোমার সহিত সৌজন্য ব্যবহার করিব। ১০ তুমি
এই দাসের প্রতি যে সকল দয়া ও বিশ্বস্ততা প্র-
কাশ করিয়াছ, তাহার কিঞ্চিতেরও যোগ্য আমি
নহি; কেননা আমি যষ্টিমাত্র লইয়া এই যর্দ্দন্
নদী পার হইয়াছিলাম, এখন দুই দলের কর্ত্তা
হইয়াছি। ১১ বিনয় করি, এষৌ ভ্রাতার হস্ত-
হইতে আমাকে রক্ষা কর, কেননা সে আসিয়া
পাছে আমাকে ও বালকগণকে ও তাহাদের মা-
তাদিগকে বধ করে, এই ভয় করি। ১২ তুমি
কহিয়াছিলা, আমি অবশ্য তোমার মঙ্গল করিয়া
সমুদ্রের অসংখ্য বালির ন্যায় তোমার বংশ
বৃদ্ধি করিব।
১৩ অপর যাকুব্ সেই স্থানে রাত্রি যাপন
করিয়া উপস্থিত পশুগণহইতে কতক২ লইয়া
এষৌ ভ্রাতার জন্যে উপঢৌকন প্রস্তুত করিল,
১৪ অর্থাৎ দুই শত ছাগী ও বিংশতি ছাগ, এবং
দুই শত মেষী ও বিংশতি মেষ, ১৫ এবং ত্রিশ
সবৎসা দুগ্ধবতী উষ্ট্রী, ও চল্লিশ গাবী ও দশ
বৃষ, এবং বিংশতি গর্দ্দভী ও দশ গর্দ্দভ প্রস্তুত
করিল।
১৬ পরে আপনার এক২ দাসের হস্তে এক২
পাল সমর্পণ করিয়া দাসদিগকে এই আজ্ঞা দিল,
তোমরা আমার অগ্রে২ যাও, এবং মধ্যে২
স্থান রাখিয়া প্রত্যেক পালকে পৃথক্ কর।
১৭ পরে সে প্রথম দাসকে এই আজ্ঞা দিল,
আমার এষৌ ভ্রাতার সহিত তোমার সাক্ষাৎ
হইলে সে যখন জিজ্ঞাসিবে, তুমি কাহার দাস?
কোথায় যাইতেছ? এবং তোমার অগ্রস্থিত এই
সকল কাহার? ১৮ তখন তুমি উত্তর করিবা, এই
সকল তোমার দাস যাকুবের প্রেরিত উপঢৌকন;
তিনি আপন প্রভু এষৌকে এই সকল দিলেন;
ঐ দেখ, তিনি আমাদের পশ্চাৎ২ আসিতেছেন।
১৯ এই রূপে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রভৃতি পালের
পশ্চাদ্গামি সকল ভৃত্যকে আজ্ঞা দিয়া কহিল,
এষৌর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তোমরা এই২ প্র-
কার কথা কহিও। ২০ আরো কহিও, দেখ, তো-
মার দাস যাকুব্ আমাদের পশ্চাৎ আসিতেছে।
কেননা সে মনে করিল, আমি অগ্রে উপঢৌকন
পাঠাইয়া তাহাকে শান্ত করিয়া পশ্চাৎ তাহার
সহিত সাক্ষাৎ করিব, তাহাতে সে আমার প্রতি
অনুগ্রহ করিলেও করিতে পারে। ২১ অতএব
তাহার অগ্রে উপঢৌকন দ্রব্য গেল, কিন্তু আ-
পনি সেই রাত্রিতে নিজ দলের মধ্যে থাকিল।
২২ পরে রাত্রিতে সে উঠিয়া আপনার দুই স্ত্রী

ও দুই দাসী ও একাদশ পুত্রকে সুগম স্থানে
যব্বোক্ নদী পার করিতে সঙ্গে লইল। ২৩ এবং
তাহাদিগকে নদী পার করাইয়া আপনার তাবৎ
দ্রব্য পারে পাঠাইয়া দিল।
২৪ তখন যাকুব্ তথায় একাকী থাকিলে এক
পুরুষ প্রভাত পর্য্যন্ত তাহার সহিত মল্লযুদ্ধ করি-
লেন; ২৫ কিন্তু তাহাকে জয় করিতে পারিলেন
না, ইহা দেখিয়া তিনি যাকুবের উরুর সন্ধি-
স্থানে আঘাত করিলেন। তাঁহার সহিত এই রূপ
মল্লযুদ্ধ করাতে যাকুবের উরুর সন্ধি স্থানচ্যুত
হইল। ২৬ পরে সেই পুরুষ কহিলেন, আমাকে
ছাড়, কেননা প্রভাত হইল। তখন যাকুব কহিল,
তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ না করিলে তোমাকে
ছাড়িব না। ২৭ পুনশ্চ সেই পুরুষ কহিলেন,
তোমার নাম কি? সে উত্তর করিল, যাকুব্।
২৮ তিনি কহিলেন, তুমি যাকুব্ নামে আর বি-
খ্যাত হইবা না, কিন্তু ইস্রায়েল্ (ঈশ্বরজয়ী)
নামে বিখ্যাত হইবা; কেননা তুমি রাজার ন্যায়
ঈশ্বরের ও মনুষ্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী
হইয়াছ। ২৯ তখন যাকুব্ কহিল, আমি প্রা-
র্থনা করি, আপনকার কি নাম? বলুন। তিনি
কহিলেন, তুমি কি জন্যে আমার নাম জিজ্ঞাসা
কর? পরে তথায় যাকুবকে আশীর্ব্বাদ করি-
লেন। ৩০ তখন যাকুব্ সেই স্থানের নাম পি-
নূয়েল্ (ঈশ্বরের বদন) রাখিল; কেননা সে
কহিল, আমি ঈশ্বরের বদন প্রত্যক্ষ দেখিলেও
আমার প্রাণ বাঁচিল।
৩১ পরে সে পিনূয়েল্ পার হইলে সূর্য্যো-
দয় হইল; কিন্তু সে উরুতে খঞ্জ ছিল। ৩২ অত-
এব ইস্রায়েলের বংশ অদ্যাপি উরুসন্ধির সঙ্কো-
চিত প্রধান শিরা ভোজন করে না, কেননা সেই
দূত যাকুবের উরুসন্ধি স্পর্শ করিলে তাহার
শিরা সঙ্কোচিত হইয়াছিল।

৩৩ অধ্যায়।

১ এষৌর সহিত যাকুবের সাক্ষাৎ করণের কথা, ১৬ ও যাকুবের সুক্কোতে যাওনের কথা, ১৮ ও যাকুবের শিখিম্ নগরে উপস্থিত হইয়া ভূমি ক্রয় করণ ও বেদি নির্ম্মাণ করণ।

১ অনন্তর যাকুব চক্ষু তুলিয়া চাহিয়া চারি শত
লোকের সহিত এষৌকে আসিতে দেখিল; তা-
হাতে সে বালকদিগকে বিভাগ করিয়া লেয়াকে
ও রাহেলকে ও দুই দাসীকে সমর্পণ করিল।
২ ফলতঃ অগ্রে দুই দাসী ও তাহাদের সন্তান-
দিগকে, তৎপশ্চাতে লেয়া ও তাহার সন্তানদিগকে,
সর্ব্বশেষে রাহেল্ ও যূষফকে রাখিয়া। ৩ আপনি
সকলের অগ্রে গিয়া সাত বার ভূমিষ্ঠ হইয়া
প্রণাম করিতে২ আপন ভ্রাতার নিকটে উপস্থিত
হইল। ৪ তখন এষৌ তাহার সঙ্গে মিলিতে দ্রুত-
গমনে আসিয়া যাকুবের গলা ধরিয়া আলিঙ্গন
ও চুম্বন করিল, এবং উভয়েই রোদন করিল।
৫ পরে এষৌ চক্ষু তুলিয়া স্ত্রীগণকে ও বালকগণকে
দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, ইহারা তোমার কে? তাহাতে
সে কহিল, ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া আপনকার দাস-
কে এই সকল সন্তান দিয়াছেন। ৬ তখন দাসীরা
ও তাহাদের সন্তানগণ নিকটে আসিয়া প্রণাম
করিল। ৭ পরে লেয়া ও তাহার সন্তানগণ নি-
কটে আসিয়া প্রণাম করিল; সর্ব্বশেষে যূষফ্ ও
রাহেল্ নিকটে আসিয়া প্রণাম করিল। ৮ অপর
এষৌ জিজ্ঞাসিল, আমি অগ্রে যে সকল পশু-
পালের দর্শন করিলাম, তাহা কিসের নিমিত্তে?
যাকুব্ কহিল, প্রভুর অনুগ্রহ পাইবার জন্যে।
৯ তখন এষৌ কহিল, হে ভাই, আমার যথেষ্ট
আছে, তোমার যাহা তাহা তোমার থাকুক।
১০ যাকুব্ কহিল, এমন নয়, নিবেদন করি, আমি
আপনকার দৃষ্টিতে যদি অনুগ্রহ পাইয়া থাকি,
তবে আমার হস্তহইতে সেই উপঢৌকন গ্রহণ
করুন; কেননা আমি ঈশ্বরের মুখ দর্শনের ন্যায়
আপনকার মুখ দর্শন করিলাম, আপনিও আ-
মার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। ১১ অতএব বিনয় করি,
আপনকার জন্যে যে উপঢৌকন আনীত হইল,
তাহা গ্রহণ করুন; কেননা ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে
আমার যথেষ্ট আছে; এই রূপ সাধ্যসাধনা
করিলে এষৌ তাহা গ্রহণ করিল। ১২ পরে এষৌ
কহিল, আইস, আমরা যাই; আমি তো-
মার অগ্রে২ গমন করি। ১৩ তাহাতে যাকুব্
কহিল, এই বালকগণ কোমল, ও দুগ্ধবতী মেষী
ও গবাদি পাল আমার সঙ্গে আছে, তাহা প্রভু
দেখিতেছেন; এক দিন মাত্র অধিক চালাইলে
সকল পালই মরিবে। ১৪ অতএব নিবেদন করি,
হে আমার প্রভো, আপনি আপন দাসের অগ্রে
গমন করুন; সেয়ীর্ প্রদেশে আমার প্রভুর নি-
কটে উপস্থিত হওন পর্য্যন্ত আমি পশুগণের ও
বালকগণের গমনশক্তি অনুসারে অল্পে২ চা-
লাই। ১৫ এষৌ কহিল, তবে আমার সঙ্গি কতক
লোক তোমার নিকটে রাখিয়া যাই। যাকুব
কহিল, তাহাতে প্রয়োজন কি? আমার প্রতি
প্রভুর অনুগ্রহ হইলেই হয়।
১৬ তাহাতে এষৌ সেই দিনে সেয়ীরের পথে
প্রত্যাগমন করিল। ১৭ কিন্তু যাকুব্ সুক্কোতে
গমন করিয়া আপনার জন্যে গৃহ ও পশুদের
জন্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিল; এই জন্যে সেই
স্থান সুক্কোৎ (কুটীর) নামে বিখ্যাত আছে।
১৮ এই রূপে যাকুব্ পদ্দন্-অরামহইতে প্র-
ত্যাগমন করিয়া নির্ব্বিঘ্নে কিনান্ দেশস্থ শিখি-
মের নগরে উপস্থিত হইয়া নগরের বাহিরে

তাম্বু স্থাপন করিল। ১৯ পরে শিখিমের পিতা
যে হমোর, তাহার সন্তানদিগকে রূপার এক শত
মুদ্রা দিয়া সেই তাম্বু স্থাপনের ভূমিখণ্ড ক্রয়
করিয়া তথায় এক বেদি নির্ম্মাণ করিল, ২০ এবং
তাহার নাম এল্‌-ইলোহী-ইস্রায়েল্‌ (ইস্রায়ে-
লের শক্তিমান ঈশ্বর) রাখিল।

৩৪ অধ্যায়।

১ শিখিমদ্বারা দীণার ভ্রষ্টা হওন ও ত্বক্‌ছেদদ্বারা বিবাহের সম্বন্ধ করণ, ২০ ও হমোর্‌ ও শিখিমের কথাদ্বারা লোকদের ত্বক্‌ছেদে সম্মত হওন, ২৫ ও ত্বক্‌ছেদদ্বারা পীড়িত লোকদের প্রতি যাকুবের দুই পুত্রের আক্রমণ ও বধ করণ ও লুট করণ।

১ অপর লেয়ার গর্ব্ভজাতা দীণা নাম্নী যাকুবের
কন্যা সেই দেশের কন্যাদের সহিত সাক্ষাৎ
করিতে গেলে ২ হিব্বীয় হমোর্‌ নামক দেশাধি-
পতির পুত্র শিখিম্‌ তাহাকে দেখিয়া হরণ করিয়া
তাহার সহিত শয়ন করিয়া তাহাকে ভ্রষ্টা করিল।
৩ এবং যাকুবের ঐ কন্যা দীণাতে তাহার মন
অনুরক্ত হওয়াতে সে তাহার সহিত প্রেম ও
মিষ্টালাপ করিল। ৪ পরে শিখিম্‌ আপন পিতা
হমোরকে কহিল, তুমি এই কন্যার সহিত আ-
মার বিবাহ দেও। ৫ অনন্তর শিখিম্‌ আমার
দীণা কন্যাকে ভ্রষ্টা করিল, এই কথা যাকুব
শুনিল। ঐ সময়ে তাহার পুত্রগণ প্রান্তরে পশুপা-
লের সঙ্গে ছিল; অতএব যাকুব্‌ তাহাদের আ-
গমন পর্য্যন্ত স্তব্ধ হইয়া থাকিল। ৬ অপর শি-
খিমের পিতা হমোর্‌ যাকুবের সহিত কথোপ-
কথন করিতে গেল। ৭ এবং যাকুবের পুত্রগণও
ঐ সংবাদ পাইয়া প্রান্তরহইতে আসিয়াছিল;
পরন্তু যাকুবের কন্যার সহিত শয়ন করাতে
শিখিম ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যে অধম ও অকর্ত্তব্য
কর্ম্ম করিয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত তাহারা মনস্তাপিত
ও অতি ক্রোধান্বিত ছিল। ৮ তখন হমোর্‌ তা-
হাদের সহিত কথোপকথন করিয়া কহিল, তো-
মাদের এই কন্যাতে আমার পুত্র শিখিমের মন
আসক্ত হইল; অতএব নিবেদন করি, আমার
পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দেও, ৯ এবং আমা-
দের সহিত কুটুম্বতা কর; তোমাদের কন্যাগণ
আমাদিগকে দান কর, এবং আমাদের কন্যা-
দিগকে তোমরাও গ্রহণ কর। ১০ এবং আমা-
দের সহিত বাস কর; এই দেশ তোমাদের
সম্মুখে আছে, তোমরা তাহার মধ্যে বসতি ও
বাণিজ্য ও অধিকার কর। ১১ এবং শিখিম্‌
দীণার পিতাকে ও ভ্রাতৃগণকে কহিল, আমার
প্রতি তোমাদের অনুগ্রহদৃষ্টি হউক; তাহাতে যাহা
কহিবা, তাহাই দিব। ১২ যৌতুক ও দান যত
অধিক চাহিবা, তোমাদের বাক্যানুসারে তাহাই
দিব; কোন মতে আমার সহিত ঐ কন্যার বি-
বাহ দেও। ১৩ কিন্তু শিখিম্‌ তাহাদের দীণা ভগি-
নীকে ভ্রষ্টা করিয়াছিল, এই হেতুক যাকুবের
পুত্রগণ ছল করিয়া শিখিমকে ও তাহার পিতা
হমোরকে এই উত্তর দিল, ১৪ অচ্ছিন্নত্বক্‌ লো-
ককে আমাদের ভগিনী দিই, এমন কর্ম্ম আম-
রা করিতে পারি না; কেননা তাহা আমাদের
অপমানস্বরূপ। ১৫ কেবল এক কর্ম্ম করিলে
আমরা সম্মত হইব; আমাদের ন্যায় তোমরা
প্রত্যেক পুরুষ যদি ছিন্নত্বক্‌ হও, ১৬ তবে আমরা
তোমাদিগকে আপনাদের কন্যাগণ দিব, এবং
তোমাদের কন্যাগণকে গ্রহণ করিব, ও তোমা-
দের সহিত বাস করিয়া একজাতি হইব। ১৭ কিন্তু
যদি ত্বক্‌ছেদ বিষয়ে আমাদের কথা না শুন,
তবে আপনাদের ঐ কন্যাকে লইয়া চলিয়া যা-
ইব। ১৮ তখন তাহাদের এই কথাতে হমোর
ও তাহার পুত্র শিখিম সন্তুষ্ট হইল। ১৯ এবং
সেই যুবা অবিলম্বে সেই কর্ম্ম করিল, কেননা সে
যাকুবের কন্যাতে অত্যন্ত অনুরক্ত, এবং আ-
পন পিতৃপরিবার সকলহইতে সম্ভ্রান্তও ছিল।
২০ পরে হমোর্‌ ও তাহার পুত্র শিখিম্‌ আ-
পন নগরদ্বারে আসিয়া নগরনিবাসিদের সহিত
কথোপকথন করিয়া কহিল, ২১ এ লোকেরা
আমাদের সহিত নির্ব্বিরোধী; অতএব আইস
আমরা ইহাদিগকে এই দেশে বাস ও বাণিজ্য
করিতে দি; কেননা দেখ, এই দেশ তাহাদের
নিমিত্তে যথেষ্ট আছে; এবং তাহাদের কন্যা-
গণকে আমরা গ্রহণ করিব, ও আমাদের কন্যাগণ
তাহাদিগকে দিব। ২২ কিন্তু তাহাদের এই পণ
আছে, আমাদের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষ যদি তা-
হাদের সদৃশ ত্বক্‌ছেদী হয়, তবে তাহারা আ-
মাদের সহিত বাস করিয়া একজাতি হইতে সম্মত
আছে। ২৩ আর তাহাদের ধন ও সম্পত্তি ও
পশু সকল কি আমাদের হইবে না? আমরা
তাহাদের কথা স্বীকার করিলেই তাহারা আ-
মাদের সহিত বাস করিবে। ২৪ তখন সেই নগরের
দ্বার দিয়া বহির্গমনকারি সকল লোক হমোরের
ও তাহার পুত্র শিখিমের ঐ কথা মানিল, এবং
তাহার নগরদ্বার দিয়া বহির্গমনকারি তাবৎ পুরু-
ষেরই ত্বক্‌ছেদ হইল।
২৫ অপর তৃতীয় দিবসে তাহারা পীড়িত
হইলে দীণার সহোদর শিমিয়োন্‌ ও লেবি, যা-
কুবের এই দুই পুত্র খড়্গ গ্রহণ করিয়া অকস্মাৎ
নগর আক্রমণ করিয়া তাবৎ পুরুষকে বধ করিল।
২৬ এবং হমোরকে ও তাহার পুত্র শিখিমকে
খড়্গাঘাতে বধ করিয়া শিখিমের গৃহহইতে দী-
ণাকে লইয়া গেল। ২৭ এবং তাহাদের ভগি-
নীকে ভ্রষ্টা করাতে যাকুবের পুত্রগণ হত লো-

কদের নিকটে আসিয়া নগর লুট করিল। [২৮] এবং
তাহাদের মেষ ও গোরু ও গর্দ্দভ সকল, এবং
নগরস্থ ও ক্ষেত্রস্থ তাবৎ দ্রব্য হরণ করিল।
[২৯] এবং তাহাদের শিশু ও স্ত্রীগণকে বন্দি করিয়া
তাহাদের তাবৎ ধন ও গৃহের সর্ব্বস্ব লুট করিল।
[৩০] তখন যাকূব শিমিয়োনকে ও লেবিকে কহিল,
তোমরা এতদ্দেশনিবাসি কিনানীয় ও পিরিষীয়
লোকদের নিকটে আমাকে দুর্গন্ধস্বরূপ করিয়া ব্যা-
কুল করিলা; আমার লোক অল্প, এই প্রযুক্ত
তাহারা আমার বিরুদ্ধে একত্র হইয়া আমাকে বধ
করিবে; তাহাতে আমি সপরিবারে বিনষ্ট হইব।
[৩১] তাহারা উত্তর করিল, যেমন বেশ্যার সহিত,
তেমনি আমাদের ভগিনীর সহিত ব্যবহার করা
কি তাহার কর্ত্তব্য?

৩৫ অধ্যায়।

১ ঈশ্বরের যাকূবকে বৈথেলে প্রেরণ, ৬ ও সেখানে বেদি নির্ম্মাণ করণ ও দিবোরার মরণ, ৯ ও বৈথেলে যাকূবকে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ করণ, ১৬ ও প্রসববেদনার কষ্টেতে রাহেলের মরণ, ২১ ও যাকূবের বংশাবলি, ২৭ ও ইস্‌হাকের মৃত্যু ও কবর দেওন।

[১] অনন্তর ঈশ্বর যাকূবকে কহিলেন, তুমি উঠিয়া
বৈথেলে গিয়া সে স্থানে বাস কর; এবং তো-
মার এষৌ ভ্রাতার নিকটহইতে পলায়নকালে যে
ঈশ্বর তোমাকে দর্শন দিয়াছিলেন, তাঁহার উদ্দে-
শে সেই স্থানে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ কর। [২] তাহাতে
যাকূব আপন পরিজন ও সঙ্গি লোক সকলকে
কহিল, তোমাদের কাছে যে সকল ইতর দেবতা
আছে, তোমরা তাহা দূর করিয়া শুচি হইয়া
বস্ত্রান্তর পরিধান কর। [৩] এবং আইস, আমরা
উঠিয়া বৈথেলে যাই; যে ঈশ্বর আমার দুঃখ-
সময়ে প্রার্থনা শুনিয়া আমার গমনপথে সহায়
হইয়াছিলেন, তাঁহার উদ্দেশে আমি সেই স্থানে
এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করি। [৪] তাহাতে তাহারা
আপনাদের নিকটস্থিত ইতর দেবতা ও কর্ণকুণ্ডল
সকল লইয়া যাকুবকে দিলে সে ঐ সকল লইয়া
শিখিমের নিকটবর্ত্তি এলা বৃক্ষের তলে পুঁতিয়া
রাখিয়া তথাহইতে যাত্রা করিল। [৫] তখন চতু-
র্দ্দিক্‌স্থিত নগরে ঈশ্বরহইতে ভয় উপস্থিত হওয়াতে
তথাকার লোকেরা যাকুবের পুত্রদের পশ্চাৎ২
ধাবমান হইল না।
[৬] পরে যাকূব ও তাহার সঙ্গিসমুহ কিনান্ দে-
শের লূস্ নগরে অর্থাৎ বৈথেলে আইলে [৭] সে
এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া সেই স্থানের নাম
এল-বৈথেল্ (বৈথেলের ঈশ্বর) রাখিল; কারণ
ভ্রাতৃভয়ে যাকূবের পলায়ন কালে ঈশ্বর সেই
স্থানে তাহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। [৮] অপর
রিবকার দিবোরা নাম্নী ধাত্রীর মৃত্যু হইলে বৈ-
থেলের অধঃস্থিত অলোন্ বৃক্ষের তলে তাহার
কবর হইল, এবং সেই স্থানের নাম অলোন্-
বাখুৎ (শোকবৃক্ষ) হইল।
[৯] পরে যাকুব পদ্দন্-অরামহইতে প্রত্যাগমন
করিলে ঈশ্বর তাহাকে পুনর্ব্বার দর্শন দিয়া আ-
শীর্ব্বাদ করিলেন। [১০] ফলতঃ ঈশ্বর তাহাকে
কহিলেন, তোমার যাকূব নাম আছে, কিন্তু সেই
যাকুব নাম আর থাকিবে না; তোমার নাম
ইস্রায়েল্ হইবে; অপর তাহার নাম ইস্রায়েল্
রাখিলেন। [১১] ঈশ্বর তাহাকে আরো কহিলেন,
আমিই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর, তুমি প্রজাবান ও
বহুবংশ হও; তোমাহইতে কেবল এক জাতি
নয়, অনেক জাতি উৎপন্ন হইবে, ও তোমার
ঔরসে রাজগণ জন্মিবে। [১২] এবং আমি ইব্রা-
হীমকে ও ইস্‌হাককে যে দেশ দিতে প্রতিজ্ঞা
করিয়াছি, সেই দেশ তোমাকে ও তোমার ভা-
বিবংশকে দিব। [১৩] এই রূপ কথোপকথন
করিয়া ঈশ্বর তথাহইতে ঊর্দ্ধগমন করিলেন।
[১৪] তাহাতে যাকূব সেই কথোপকথনস্থানে এক
স্তম্ভ অর্থাৎ প্রস্তরের স্তম্ভ স্থাপন করিয়া তা-
হার উপরে পানীয় নৈবেদ্য ও তৈল ঢালিল।
[১৫] এবং যাকুব ঈশ্বরের সহিত কথোপকথন-
স্থানের নাম বৈথেল্ (ঈশ্বরের গৃহ) রাখিল।
[১৬] অনন্তর তাহারা বৈথেলহইতে প্রস্থান করিল,
কিন্তু ইফ্রাথায় উপস্থিত হওনের অল্প পথ অব-
শিষ্ট থাকিতে রাহেলের প্রসববেদনা হইল; এবং
তাহার প্রসব করণে অতি কষ্ট হইল। [১৭] এবং
প্রসবব্যথা অতিশয় হইলে ধাত্রী তাহাকে কহিল,
ভয় করিও না, তুমি এবারও পুত্র প্রসব করি-
বা। [১৮] তথাপি সে মরিল, এবং প্রাণবিয়োগ
সময়ে পুত্রের নাম বিনোনী (কষ্টজাত পুত্র)
রাখিল, কিন্তু তাহার পিতা তাহার নাম বিন্যা-
মীন্ (দক্ষিণ হস্ত পুত্র) রাখিল। [১৯] এই রূপে
রাহেলের মৃত্যু হইলে ইফ্রাথা অর্থাৎ বৈৎলে-
হমে যাওন পথের নিকটে তাহার কবর হইল।
[২০] পরে যাকূব্ তাহার কবরের উপরে এক
স্তম্ভ স্থাপন করিল; রাহেল্‌কবরস্থ সেই স্তম্ভ
অদ্যাপি আছে।
[২১] পরে ইস্রায়েল্ তথাহইতে প্রস্থান করিয়া
মিগদল্-এদর (পালের দুর্গ) পার হইয়া তা-
হার নিকটে তাম্বু স্থাপন করিল। [২২] সেই দেশে
ইস্রায়েলের বাস করণ কালে রূবেন্ আপন
পিতার বিল্‌হা নাম্নী উপপত্নীতে গমন করিলে
ইস্রায়েল্ তাহা শুনিল। যাকূবের দ্বাদশ পুত্র
ছিল; [২৩] তাহাদের মধ্যে রূবেন্ জ্যেষ্ঠ; সে ও
শিমিয়োন্ ও লেবি ও যিহূদা ও ইষাখর্ ও সি-
বূলূন্, ইহারা লেয়ার গর্ব্ভজাত। [২৪] এবং যূষফ্

ও বিন্যামীন্ রাহেলের গর্ব্ভজাত। ২৫ এবং দান্
ও নপ্তালি রাহেলের বিল্হা দাসীর গর্ব্ভজাত।
২৬ এবং গাদ্ ও আশের্ লেয়ার সিল্পা দা-
সীর গর্ব্ভজাত ছিল। যাকুবের এই সকল পুত্র
পদ্দন্-অরামে জন্মিয়াছিল।
২৭ পরে কিরিয়থর্ব্ব অর্থাৎ হিব্রোণ্ নগরের
নিকটবর্ত্তি মম্রি স্থানে যাকুব আপন পিতা
ইস্হাকের নিকটে উপস্থিত হইল। সেই স্থানে
ইব্রাহীম্ ও ইস্হাক্ বাস করিয়াছিল। ২৮ সেই
ইস্হাকের আয়ুর পরিমাণ এক শত আশী
বৎসর ছিল। ২৯ পরে ইস্হাক্ বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু
হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়া আপন লোকদের সহিত
সংগৃহীত হইল; এবং তাহার পুত্র এষৌ ও
যাকুব তাহার কবর দিল।

৩৬ অধ্যায়।

১ কিনান্ দেশীয় এষৌর বংশাবলি, ৬ ও সেয়ীর পর্ব্বতে তাহার গমন, ৯ ও সেয়ীর্ পর্ব্বতে তাহার বংশাবলি, ১৫ ও তাহার পুত্রজাত রাজগণের নাম, ২০ ও সেয়ীরের বংশাবলি, ৩১ ও ইদোমের রাজগণের নাম, ৪০ ও এষৌজাত রাজগণের নাম।

১ ঐ এষৌর নাম ইদোমও ছিল; তাহার বংশা-
বলি। ২ এষৌ কিনানীয়দের দুই কন্যাকে অর্থাৎ
হিত্তীয় এলোনের কন্যা আদাকে, ও হিব্বীয়
সিবিয়োনের পৌত্রী অনার কন্যা অহলীবামা-
কে, ৩ তদ্ভিন্ন ইস্মায়েলের বাসিমৎ নাম্নী কন্যা
নিবায়োতের ভগিনীকে বিবাহ করিল। ৪ অন-
ন্তর এষৌর ঔরসে আদার গর্ব্ভে ইলীফস্, ও
বাসিমতের গর্ব্ভে রূয়েল্ জন্মিল। ৫ এবং অহ-
লীবামার গর্ব্ভে যিয়ূশ্ ও যালম্ ও কোরহ জন্মিল;
এষৌর এই সকল সন্তান কিনানদেশে জন্মিল।
৬ পরে এষৌ আপন ভার্য্যাগণ ও পুত্রগণ
ও কন্যাগণ ও গৃহস্থিত অন্য২ সকল লোককে,
এবং আপন পশ্বাদি সমস্ত ধন এবং কিনান্-
দেশে উপার্জ্জিত তাবৎ সম্পত্তি লইয়া যাকুব
ভ্রাতার নিকটহইতে অন্য দেশে প্রস্থান করিল।
৭ কেননা তাহাদের প্রচুর ঐশ্বর্য্য হওয়াতে একত্র
বাস সম্পোষ্য হইল না, এবং পশুধন প্রযুক্ত
তাহাদের সেই প্রবাসস্থানে কুলান হইল না।
৮ এই রূপে এষৌ সেয়ীর্ পর্ব্বতে বাস করিল;
ঐ এষৌর নাম ইদোমও ছিল।
৯ অপর সেয়ীর্ পর্ব্বতস্থ ইদোমীয়দের পূর্ব্ব-
পুরুষ এষৌর বংশাবলি। ১০ এষৌর সন্তান-
দের নাম এই২। এষৌর আদা নাম্নী স্ত্রীর
গর্ব্ভজাত পুত্র ইলীফস্, ও বাসিমৎ নাম্নী স্ত্রীর
গর্ব্ভজাত পুত্র রূয়েল্। ১১ এবং ইলীফসের পুত্র
তৈমন্ ও ওমার্ ও সিফো ও গয়িতম্ ও কিনস্।
১২ এবং এষৌর পুত্র ইলীফসের তিম্না নাম্নী
যে উপপত্নী ছিল, তাহার গর্ব্ভজাত অমালেক্;
এই সকলে এষৌর আদা পত্নীর পৌত্র।
১৩ এবং রূয়েলের সন্তান নহৎ ও সেরহ ও
শম্ম ও মিসা; ইহারা এষৌর ভার্য্যা বাসিমতের
পৌত্র। ১৪ এবং সিবিয়োনের পৌত্রী অনার
কন্যা যে অহলীবামা এষৌর ভার্য্যা ছিল, তা-
হার সন্তান যিয়ূশ্ ও যালম্ ও কোরহ।
১৫ এষৌর বংশজ রাজগণের বংশাবলি। এ-
ষৌর জ্যেষ্ঠ পুত্র যে ইলীফস্, তাহার পুত্র রাজা
তৈমন্ ও রাজা ওমার্ ও রাজা সিফো ও রাজা
কিনস্ ১৬ ও রাজা কোরহ ও রাজা গয়িতম ও
রাজা অমালেক্; ইদোম দেশের ইলীফস্ বংশীয়
এই রাজগণ আদার পৌত্র ছিল। ১৭ এষৌর পুত্র
রূয়েলের সন্তান রাজা নহৎ ও রাজা সেরহ ও
রাজা শম্ম ও রাজা মিসা; ইদোম্ দেশের রূয়েল্
বংশীয় এই রাজগণ এষৌর বাসিমৎ ভার্য্যার
পৌত্র ছিল। ১৮ এবং এষৌর অহলীবামা স্ত্রীর
পুত্র রাজা যিয়ূশ ও রাজা যালম্ ও রাজা কোরহ;
ইহারা অনার কন্যা যে এষৌর ভার্য্যা অহলী-
বামা, তাহার গর্ব্ভজাত রাজগণ। ১৯ ইহারা এষৌর
অর্থাৎ ইদোমের ঔরসজাত পুত্র ও রাজা।
২০ পূর্ব্বকালের তদ্দেশনিবাসি হোরীয় সেয়ী-
রের সন্তান লোটন্ ও শোবল্ ও সিবিয়োন্
ও অনা ২১ ও দিশোন্ ও এৎসর্ ও দীশন্;
সেয়ীরের এই পুত্রগণ ইদোম্ দেশের হোরীয়
বংশোদ্ভব রাজা ছিল। ২২ লোটনের পুত্র হোরি
ও হেমম্, এবং লোটনের তিম্না নামে ভগিনী
ছিল। ২৩ এবং শোবলের পুত্র অল্বন্ ও মানহৎ
ও এবল্ ও শিফো ও ওনম্। ২৪ এবং সিবি-
য়োনের পুত্র অয়া ও অনা; এই অনা আপন
পিতা সিবিয়োনের গর্দ্দভ চরাওন সময়ে প্রান্তরে
উষ্ণ জলের উনুই পাইয়াছিল। ২৫ ঐ অনার
পুত্র দিশোন্ ও কন্যা অহলীবামা। ২৬ এবং
দিশোনের পুত্র হিম্দন্ ও ইশ্বন্ ও যিত্রন্ ও
কিরান্। ২৭ এবং এৎসরের পুত্র বিল্হন্ ও সা-
বন্ ও যাকন্। ২৮ এবং দীশনের পুত্র উষ্ ও
অরান্। ২৯ হোরীয় বংশোদ্ভব রাজা এই২;
রাজা লোটন্ ও রাজা শোবল্ ও রাজা সিবিয়োন্
ও রাজা অনা ৩০ ও রাজা দিশোন্ ও রাজা
এৎসর ও রাজা দীশন্। ইহারা সেয়ীর দেশের
হোরীয় বংশোদ্ভব রাজা ছিল।
৩১ অপর ইস্রায়েলের সন্তানদের রাজত্ব হও-
নের পূর্ব্বে ইহারা ইদোম্ দেশের রাজা ছিল।
৩২ বিয়োরের বেলা নামে পুত্র ইদোম্ দেশে
রাজত্ব করিল, এবং দিনহাবা নগর তাহার
রাজধানী ছিল। ৩৩ এবং বেলা মরিলে পর
তাহার পদে বস্রা নিবাসি সেরহের পুত্র যোবব্

রাজত্ব করিল। ৩৪ এবং যোবব্ মরিলে পর
তৈমন্ দেশীয় হূশম্ তাহার পদে রাজত্ব করিল।
৩৫ এবং হূশম্ মরিলে পর বিদদের পুত্র যে
হদদ্ মোয়াবের প্রান্তরে মিদিয়নকে জয় করিল,
সে তাহার পদে রাজত্ব করিল; এবং তা-
হার রাজধানীর নাম অবীৎ ছিল। ৩৬ এবং
হদদ্ মরিলে পর মস্রেকা নিবাসি সম্ল তাহার
পদে রাজত্ব করিল। ৩৭ এবং সম্ল মরিলে
পর ফরাৎ নদীর নিকটবর্ত্তি রিহোবোৎ নি-
বাসি শৌল্ তাহার পদে রাজত্ব করিল।
৩৮ এবং শৌল মরিলে পর অক্বোরের পুত্র
বাল্হানন্ তাহার পদে রাজত্ব করিল। ৩৯ এবং
অক্বোরের পুত্র বাল্হানন্ মরিলে পর হদর্
তাহার পদে রাজত্ব করিল; পায়ূ নগরে তা-
হার রাজধানী ছিল, এবং মিহেটবেল্ নামে
তাহার স্ত্রী ছিল, সে মট্রেদের কন্যা ও মেষা-
হবের দৌহিত্রী ছিল।
৪০ এষৌহইতে উৎপন্ন এবং নাম ও স্থান ও
গোষ্ঠী ভেদে যে২ রাজা ছিল, তাহাদের নাম।
রাজা তিম্ন ও রাজা অল্বা ও রাজা যিথেৎ
৪১ ও রাজা অহলীবামা ও রাজা এলা ও রাজা
পীনোন্ ৪২ ও রাজা কিনস্ ও রাজা তৈমন্ ও
রাজা মিব্সর্ ৪৩ ও রাজা মগদীয়েল্ ও রাজা
ঈরম। ইহারা আপন২ রাজ্যভেদে ও রাজ-
ধানীভেদে ইদোম্ দেশের রাজা ছিল। ইদো-
মীয়দের আদিপুরুষ এষৌর বংশাবলি সমাপ্ত।

৩৭ অধ্যায়।

১ যূষফের প্রতি ভ্রাতৃগণের দ্বেষ, ৫ ও যূষফের দুই স্বপ্ন দর্শন, ১২ ও তাহাকে ভ্রাতৃগণের কাছে যাকুবের প্রেরণ, ১৫ ও শিখিমে তাহাদিগকে অন্বেষণ ও তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করণ, ১৮ ও যূষফকে বধ করিতে তাহাদের পরামর্শ করণ, ২৩ ও ইস্মায়েলীয়দের কাছে তাহাকে বিক্রয় করণ, ২৯ ও তাহার বস্ত্র রক্তরঞ্জিত দেখিয়া যাকুবের শোক করণ।

১ তদবধি যাকুব আপন পিতার প্রবাসস্থান
কিনান্ দেশে বাস করিল। ২ যাকুবের চরিত্রের
বিবরণ এই। যূষফ্ সতের বৎসর বয়সের সময়ে
আপন ভ্রাতৃগণের সহিত পশুপাল চরাইতে
লাগিল; সে আপন পিতৃভার্য্যা বিল্হার ও
সিল্পার পুত্রগণের অনুচর ছিল, এবং ঐ ভ্রা-
তৃগণের কুব্যবহারের বার্ত্তা পিতার নিকটে উপ-
স্থিত করিত। ৩ এবং ঐ যূষফ্ ইস্রায়েলের
বৃদ্ধাবস্থার সন্তান, এই প্রযুক্ত ইস্রায়েল্ সকল
পুত্র অপেক্ষা তাহাকে অধিক ভাল বাসিত,
এবং তাহাকে নানাবর্ণের উত্তরীয় বস্ত্র প্রস্তুত
করিয়া দিয়াছিল। ৪ কিন্তু পিতা সকল পুত্র
অপেক্ষা যূষফকে অধিক ভাল বাসে, ইহা দে-
খিয়া তাহার ভ্রাতৃগণ তাহাকে ঘৃণা করাতে
তাহার প্রতি প্রেমের কথা কহিতে পারিল না।
৫ অপর যূষফ্ স্বপ্ন দেখিয়া আপন ভ্রাতা-
দিগকে তাহা কহিল; ইহাতে তাহারা তাহার প্রতি
আরো অধিক ঘৃণা করিল। ৬ ফলতঃ সে কহিল,
আমি এক স্বপ্ন দেখিলাম, তাহা নিবেদন করি,
শুন। ৭ দেখ, আমরা ক্ষেত্রেতে আটি বান্ধিতে-
ছিলাম, তাহাতে আমার আটি উঠিয়া দাঁড়া-
ইলে তোমাদের আটি সকল আমার আটিকে
চতুর্দ্দিগে ঘেরিয়া প্রণাম করিল। ৮ ইহাতে তা-
হার ভ্রাতৃগণ তাহাকে কহিল, তুই কি আমা-
দের রাজা হবি? আমাদের উপরে কি কর্ত্তৃত্ব
করিবি? পরে তাহারা ঐ স্বপ্ন ও কথা প্রযুক্ত
তাহার প্রতি আরো ঘৃণা করিল।
৯ অনন্তর যূষফ্ আর এক স্বপ্ন দেখিয়া ভ্রা-
তৃগণের সাক্ষাতে প্রকাশ করিল। সে কহিল,
দেখ, আমি আর এক স্বপ্ন দেখিলাম; দেখ,
সূর্য্য ও চন্দ্র ও একাদশ নক্ষত্র আমাকে প্রণাম
করিল। ১০ কিন্তু যূষফ্ আপন পিতা ও ভ্রাতৃ-
গণের সাক্ষাতে ইহা কহিলে তাহার পিতা তা-
হাকে ধম্কাইয়া কহিল, তুমি এ কেমন স্বপ্ন
দেখিলা? আমি ও তোমার মাতা ও ভ্রাতৃগণ
আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়া কি তোমাকে প্রণাম করিব?
১১ তাহাতে তাহার ভ্রাতৃগণ তাহার প্রতি আরো
ঈর্ষ্যা করিল, কিন্তু তাহার পিতা সে কথা মনে
রাখিল।
১২ তদনন্তর যূষফের ভ্রাতৃগণ পিতার পশুপাল
চরাইতে শিখিমে গেলে পর ১৩ ইস্রায়েল্ যূষফকে
কহিল, তোমার ভ্রাতৃগণ কি শিখিমে পশুপাল
চরায় না? আইস, আমি তাহাদের কাছে তো-
মাকে পাঠাই; তাহাতে যূষফ্ কহিল, আমি
উপস্থিত আছি। ১৪ তখন ইস্রায়েল্ তাহাকে
কহিল, তুমি গিয়া তোমার ভ্রাতৃগণ ও পশুপাল
ভাল আছে কি না, তাহা দেখিয়া আমাকে
সংবাদ দেও। এই রূপে সে হিব্রোণের উপ-
ত্যকাহইতে যূষফকে বিদায় করিলে সে শিখি-
মে গেল।
১৫ তখন এক মনুষ্য যূষফকে প্রান্তরে ভ্রমণ
করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি অন্বে-
ষণ করিতেছ? ১৬ সে কহিল, আপন ভ্রাতৃগণের
অন্বেষণ করিতেছি; তাহারা কোথায় পশুপাল
চরাইতেছে? বিনয় করি, তাহা আমাকে বল।
১৭ সে মনুষ্য কহিল, তাহারা এ স্থানহইতে
গিয়াছে, কেননা আমরা দোথনে যাইব, তাহা-
দের এই কথা শুনিয়াছিলাম। অতএব যূষফ্
আপন ভ্রাতাদের পশ্চাৎ২ গিয়া দোথনে তা-
হাদের সাক্ষাৎ পাইল।

১৮ অপর নিকটবর্ত্তী হওনের পূর্ব্বে তাহারা
দূরহইতে তাহাকে দেখিয়া বধ করিতে মন্ত্রণা
করিয়া ১৯ পরস্পর কহিল, ঐ দেখ, স্বপ্নদর্শক
আসিতেছে। ২০ আইস, আমরা উহাকে বধ
করিয়া কোন গর্ত্তে ফেলিয়া দি; পরে কোন
হিংসুক জন্তু তাহাকে খাইয়াছে, এই কথা কহিব;
তাহাতে তাহার স্বপ্ন সকলের কি হয়, তাহা
দেখি। ২১ কিন্তু রূবেন্ তাহা শুনিয়া তাহাদের
হস্তহইতে তাহাকে রক্ষা করণার্থে কহিল, না,
আমরা উহাকে বধ করিব না। ২২ রূবেন্ তা-
হাদের হস্তহইতে তাহাকে রক্ষা করিয়া পিতার
নিকটে পাঠাইতে মনস্থ করাতে পুনর্ব্বার তাহা-
দিগকে কহিল, তোমরা রক্তপাত না করিয়া
উহাকে প্রান্তরের এই গর্ত্তমধ্যে ফেলিয়া দেও,
কিন্তু উহার প্রতি হস্ত তুলিও না।
২৩ পরে যূষফ্ ভ্রাতৃগণের নিকটে আইলে
তাহারা তাহার গাত্রীয় বস্ত্র, অর্থাৎ নানা বর্ণের
বস্ত্র খুলিয়া লইয়া ২৪ তাহাকে ধরিয়া এক গর্ত্তে
ফেলিয়া দিল; কিন্তু সেই গর্ত্ত শূন্য, তাহাতে
জল ছিল না। ২৫ পরে তাহারা ভোজন করিতে
বসিয়া চাহিয়া দেখিল, গিলিয়দ্হইতে এক দল
ইস্মায়েলীয় ব্যবসায়ি লোক উষ্ট্রবাহনে সুগন্ধি
দ্রব্য ও গুগ্গুলু ও গন্ধরস লইয়া মিসর্ দেশে
যাইতেছে। ২৬ তখন যিহূদা ভ্রাতৃগণকে কহিল,
ভ্রাতাকে বধ করিয়া তাহার রক্ত গোপন করিলে
আমাদের কি লাভ? ২৭ আইস, আমরা এই ইস্-
মায়েলীয়দের হস্তে তাহাকে বিক্রয় করি; তা-
হার হিংসা করিব না; কেননা সে আমাদের
ভ্রাতা ও আমাদের মাংসস্বরূপ; তাহাতে তা-
হার ভ্রাতৃগণ সম্মত হইল। ২৮ তখন সেই মিদি-
য়নীয় বণিকেরা নিকটস্থ হইলে তাহারা যূষফকে
গর্ত্তহইতে টানিয়া তুলিল; এবং বিংশতি রৌ-
প্যমুদ্রা লইয়া ইস্মায়েলীয়দের হস্তে যূষফকে
বিক্রয় করিল; তাহাতে তাহারা যূষফকে মি-
সরদেশে লইয়া গেল।
২৯ পরে রূবেন্ গর্ত্তের নিকটে ফিরিয়া গিয়া
যূষফ্ গর্ত্তে নাই, ইহা দেখিয়া আপন বস্ত্র চি-
রিল। ৩০ এবং ভ্রাতাদের নিকটে আসিয়া কহিল,
সেই বালক নাই, এখন আমি কোথায় যাই?
৩১ পরে তাহারা যূষফের বস্ত্র লইয়া একটা
ছাগ মারিয়া তাহার রক্তে ডুবাইল। ৩২ পরে
সেই নানাবর্ণ বস্ত্র পিতার নিকটে পাঠাইয়া
কহিল, আমরা এই মাত্র পাইলাম, ইহা তো-
মার পুত্রের বস্ত্র বটে কি না, তাহা দেখ।
৩৩ তাহাতে সে তাহা চিনিয়া কহিল, ইহা আ-
মার পুত্রের বস্ত্র বটে; কোন হিংসুক জন্তু
তাহাকে খাইয়াছে, যূষফ্ অবশ্য খণ্ডে২ ছিন্ন
হইয়াছে। ৩৪ তখন যাকুব আপন বস্ত্র চিরিয়া
কটিদেশে চট পরিধান করিয়া পুত্রের জন্যে
অনেক দিন পর্য্যন্ত শোক করিল। ৩৫ এবং
তাহার পুত্রগণ ও কন্যাগণ উঠিয়া তাহাকে সা-
স্ত্বনা করিতে যত্ন করিলে সে প্রবোধ না মা-
নিয়া কহিল, আমি শোকেতে পুত্রের নিকটে
পরলোকে গমন করিব। এই রূপে তাহার পিতা
তাহার জন্যে রোদন করিল। ৩৬ পরে সেই
মিদিয়নীয়েরা মিসরদেশে পোটীফর্ নামে ফি-
রৌণের রক্ষকসেনাধিপতির নিকটে যূষফকে
বিক্রয় করিল।

৩৮ অধ্যায়।

১ যিহূদা ও তাহার তিন পুত্র এর্ ও ওনন্ ও শে-
লার বিবরণ, ১২ ও স্ত্রী মরণের পর যিহূদার
তিম্নাথাতে যাওন, ১৫ ও তাহার পুত্রবধূতে উপ-
গত হওন, ২৪ ও তাহার দোষ প্রকাশ, ২৭ ও তা-
হার পুত্রবধূর পেরস্ ও সেরহ এই দুই পুত্র হওন।

১ ঐ সময়ে যিহূদা আপন ভ্রাতৃগণের নিকটহইতে
অদুল্লমীয় হীরা নামে এক মনুষ্যের নিকটে
গেলে ২ সে স্থানে শূয় নামে কোন কিনানীয়
পুরুষের কন্যাকে দেখিয়া তাহাকে লইয়া তা-
হাতে উপগত হইল। ৩ অতএব সে গর্ব্ভবতী হইয়া
পুত্র প্রসব করিলে সে তাহার নাম এর রা-
খিল। ৪ পরে পুনর্ব্বার তাহার গর্ব্ভ হইলে সে
পুত্র প্রসব করিয়া তাহার নাম ওনন্ রাখিল।
৫ পুনর্ব্বার তাহার গর্ব্ভ হইলে সে পুত্র প্রসব
করিয়া তাহার নাম শেলা রাখিল; ইহার জন্ম-
কালে যিহূদা কিবীবে ছিল। ৬ পরে যিহূদা
তামর্ নাম্নী কোন কন্যাকে আনিয়া আপন
জ্যেষ্ঠ পুত্র এরের বিবাহ দিল। ৭ কিন্তু যিহূ-
দার জ্যেষ্ঠ পুত্র এর্ পরমেশ্বরের সাক্ষাতে দুষ্ট
হওয়াতে পরমেশ্বর তাহাকে বিনষ্ট করিলেন।
৮ তাহাতে যিহূদা ওননকে কহিল, তুমি আপন
ভ্রাতার স্ত্রীকে বিবাহ কর, ও তাহাতে উপগত
হইয়া ভ্রাতার বংশ উৎপন্ন কর। ৯ কিন্তু ঐ
বংশ আপনার হইবে না, ইহা বুঝিয়া ওনন্
ভ্রাতৃভার্য্যাতে গমন করিলেও ভ্রাতৃবংশ উৎপন্ন
করণের অনিচ্ছাতে ভূমিতে রেতঃপাত করিল।
১০ তাহার এমত কর্ম্মেতে পরমেশ্বর অসন্তুষ্ট
হইয়া তাহাকেও নষ্ট করিলেন। ১১ তখন যি-
হূদা ঐ তামর্ নাম্নী পুত্রবধূকে কহিল, যে
পর্য্যন্ত আমার শেলা পুত্র বড় না হয়, তাবৎ
তুমি বিধবা হইয়া আপন পিত্রালয়ে গিয়া থাক।
কেননা সে ভাবিল, পাছে ভ্রাতাদের ন্যায় শে-
লাও মরে। অতএব তামর্ পিত্রালয়ে গিয়া
বাস করিল।
১২ অপর বহুদিবসানন্তর শূয়ের কন্যা যি-
হূদার ভার্য্যা মরিলে পর যিহূদা সান্ত্বনাযুক্ত

হইয়া অদুল্লমীয় হীরা নামক বন্ধুর সহিত তি-
ম্নাথায় আপন মেষলোমচ্ছেদকদের নিকটে
চলিল। ১৩ তখন তোমার শ্বশুর তিম্নাথাতে আ-
পন মেষলোম কাটিতে যাইতেছে, এক জন তা-
মরকে এই সমাচার দিল। ১৪ তাহাতে তামর্
বৈধব্য বস্ত্র ত্যাগ করিয়া আবরক বস্ত্র পরি-
ধান করিয়া আপনাকে আচ্ছাদন করিয়া তিম্না-
থার পথের পার্শ্বস্থিত ঐনমের প্রবেশস্থানে
বসিয়া থাকিল; কারণ সে দেখিল, শেলা বড়
হইলেও তাহার সহিত বিবাহ হইল না।
১৫ তখন যিহূদা তাহাকে দেখিয়া বেশ্যা জ্ঞান
করিল, কেননা সে মুখ আচ্ছাদন করিয়াছিল।
১৬ অতএব সে পথের পার্শ্বে তাহার নিকটে
গিয়া পুত্রবধূকে চিনিতে না পারাতে কহিল,
আইস, আমি তোমাতে উপগত হই; তাহা-
তে তামর্ কহিল, তুমি উপগত হওনের কারণ
আমাকে কি দিবা? ১৭ সে কহিল, পালহইতে
একটা ছাগবৎস পাঠাইয়া দিব। তামর্ কহিল,
যাবৎ তাহা না দেও, তাবৎ আমাকে কি কোন
বন্ধক দিবা? ১৮ যিহূদা কহিল, কি বন্ধক দিব?
তামর্ কহিল, তোমার এই মোহর ও সূত্র ও
হস্তের যষ্টি। তখন যিহূদা তামরকে সেই সকল
দিয়া তাহাতে উপগত হইলে সে গর্ব্ভবতী হইল।
১৯ অনন্তর তামর্ উঠিয়া প্রস্থান করিল, এবং
আবরক বস্ত্র ত্যাগ করিয়া বৈধব্য বস্ত্র পরি-
ধান করিল। ২০ অপর যিহূদা ঐ স্ত্রীহইতে
বন্ধক দ্রব্য লইতে আপন অদুল্লমীয় বন্ধুদ্বারা
ছাগবৎস পাঠাইয়া দিল, কিন্তু সে তাহার দেখা
পাইল না। ২১ অতএব সে তথাকার লোক-
দিগকে জিজ্ঞাসিল, ঐনমে পথের পার্শ্বে যে
বেশ্যা থাকে, সে কোথায়? তাহারা কহিল,
এ স্থানে কোন বেশ্যা থাকে না। ২২ পরে সে
যিহূদার নিকটে ফিরিয়া গিয়া কহিল, আমি
তাহার দেখা পাইলাম না, এবং তথাকার
লোকেরাও কহিল, এ স্থানে কোন বেশ্যা থাকে
না। ২৩ তখন যিহূদা কহিল, তাহার স্থানে যাহা
আছে, সে তাহা লউক, আমরা কেন লজ্জা-
স্পদ হইব? দেখ, আমি ছাগবৎস পাঠাইয়া-
ছিলাম, কিন্তু তুমি তাহার দেখা পাইলা না।
২৪ অপর প্রায় তিন মাসের পরে কেহ যি-
হূদাকে কহিল, তোমার পুত্রবধূ তামর্ ব্যভি-
চারিণী হইয়াছে, তাহাতে তাহার গর্ব্ভ হইয়াছে;
তখন যিহূদা কহিল, তাহাকে বাহিরে আনিয়া
অগ্নিতে দগ্ধ কর। ২৫ পরে তাহাকে বাহিরে
আনিলে সে শ্বশুরকে কহিয়া পাঠাইল, যাহার
এই সকল বস্তু, সেই পুরুষহইতে আমার গর্ব্ভ
হইয়াছে; আরো কহিল, এই মোহর ও সূত্র
ও যষ্টি কাহার? তাহা চিনিয়া দেখ। ২৬ তখন
যিহূদা সেই সকল বস্তু আপনার স্বীকার করি-
য়া কহিল, সে আমাহইতেও অধিক ধর্ম্মিষ্ঠা,
কেননা আমি তাহাকে আপন শেলা পুত্রকে
দিলাম না; কিন্তু যিহূদা তাহাতে আর উপগত
হইল না।
২৭ অপর তামরের প্রসবকাল উপস্থিত হইলে
তাহার উদরহইতে যমজ সন্তান জন্মিল। ২৮ আর
তাহার প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে এক বাল-
কের হস্ত নির্গত হইল; তাহাতে ধাত্রী তাহার
সেই হস্তে রক্তবর্ণ সূত্র বাঁধিয়া কহিল, এই
জ্যেষ্ঠ। ২৯ কিন্তু সে আপন হস্ত টানিয়া লইলে
তাহার ভ্রাতা ভূমিষ্ঠ হইল; তখন ধাত্রী কহিল,
তুমি কি প্রকারে ভেদ করিয়া আইলা? অত-
এব তাহার নাম পেরস্ (ভেদ) হইল। ৩০ পরে
হস্তে রক্তবর্ণসূত্রবদ্ধ তাহার ভ্রাতা ভূমিষ্ঠ হইলে
তাহার নাম সেরহ হইল।

৩৯ অধ্যায়।

১ পোটীফরের গৃহে যূষফের উন্নতি, ৭ ও পোটীফ-
রের স্ত্রী যূষফেতে প্রেমাসক্ত হইয়া আপন অভি-
প্রেত না পাইলে মিথ্যা অপবাদদ্বারা তাহাকে কা-
রাগারে বদ্ধ করাওন।

১ যূষফ্ মিসরদেশে আনীত হইলে পর ফি-
রৌণরাজের এক জন ভৃত্য অর্থাৎ মিস্রীয় পো-
টীফর নামে রক্ষকসৈন্যাধিপতি তথায় আন-
য়নকারি ইস্মায়েলীয় লোকদের হইতে তাহাকে
ক্রয় করিয়াছিল। ২ কিন্তু পরমেশ্বরের সহায়তা
প্রযুক্ত যূষফ্ শুভান্বিত হইল, ও আপন মিস্রীয়
প্রভুর গৃহে বাস করিল। ৩ তাহাতে পরমেশ্ব-
রের সহায়তাতে তাহার কৃত সমস্ত কর্ম্মই সফল
হয়, ইহা সেই প্রভু আপনি দেখিল। ৪ অত-
এব সে তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া আপনার
সেবাতে নিযুক্ত করিল, এবং আপন বা-
টীর অধ্যক্ষ করিয়া তাহার হস্তে আপনার
সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিল। ৫ এই রূপে যূষফকে আ-
পন বাটীর ও সর্ব্বস্বের অধ্যক্ষ করণাবধি যূ-
ষফের অনুরোধে সেই মিস্রীয় ব্যক্তির বাটীর
প্রতি পরমেশ্বরের অনুগ্রহ হওয়াতে বাটীতে ও
ক্ষেত্রে স্থিত তাহার তাবৎ সম্পদের প্রতি পর-
মেশ্বরের আশীর্ব্বাদ বর্ত্তিল। ৬ অতএব সে যূ-
ষফের হস্তে আপন সর্ব্বস্বের এমত ভার দিল,
যে আপনি স্বীয় খাদ্য দ্রব্য ব্যতিরেকে আর
কিছুরই অনুসন্ধান করিত না।
৭ যূষফ্ রূপেতে ও সৌন্দর্য্যেতে মনোহর ছিল;
এ কারণ সময়ক্রমে তাহার প্রভুর ভার্য্যা যূষ-
ফের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহাকে কহিল, তুমি
আমার সহিত শয়ন কর। ৮ কিন্তু যূষফ্ অস্বীকার
করিয়া প্রভুর স্ত্রীকে কহিল, দেখ, আমার প্রভু

আমাকেই ভার দিয়া এই বাটীতে যাহা আছে,
তাহার কিছুই অনুসন্ধান করেন না; তিনি আ-
মার হস্তে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছেন। ৯ এই
বাটীতে আমা অপেক্ষা কেহই বড় নাই; তিনি
তাবতের মধ্যে কেবল তোমাকেই আমার অধীন
করেন নাই, কারণ তুমি তাঁহার ভার্য্যা। অতএব
আমি কি রূপে এমত মহাদোষ করিয়া ঈশ্বরের
গোচরে পাপ করিতে পারি? ১০ তথাপি সে স্ত্রী
যূষফকে আপনার সহিত শয়ন করিতে কিম্বা
আপনার নিকটে থাকিতে প্রতিদিন কহে; কিন্তু
যূষফ তাহার কথায় সম্মত হয় না। ১১ পরে
এক দিন কোন কার্য্যক্রমে যূষফ্ গৃহের অভ্য-
ন্তরে গেলে, বাটীর অন্য ভৃত্য তথায় না থা-
কাতে ১২ সে স্ত্রী যূষফের বস্ত্র ধরিয়া, আমার
সহিত শয়ন কর, ইহা বলিয়া টানাটানি
করিল; কিন্তু যূষফ্ তাহার হস্তে আপন বস্ত্র
ত্যাগ করিয়া বাহিরে পলাইল। ১৩ তখন যূ-
ষফ্ তাহার হস্তে বস্ত্র ত্যাগ করিয়া বাহিরে
পলাইল, ইহা দেখিয়া ১৪ সে স্ত্রী নিজ ঘরের
লোকদিগকে ডাকিয়া কহিল, দেখ, কর্ত্তা আমা-
দের সহিত ঠাট্টা করিতে ইব্রীয় এক পুরুষকে
আনিয়াছেন; সে আমার সঙ্গে শয়ন করিতে
আমার নিকটে আসিয়াছিল; ১৫ পরে আমি
উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলে সে আমার উচ্চৈঃস্বর
শুনিবামাত্র আমার নিকটে নিজ বস্ত্র ত্যাগ
করিয়া বাহিরে পলাইয়া গেল। ১৬ পরে সে
স্ত্রী ঐ বস্ত্র আপনার নিকটে রাখিয়া স্বামির
গৃহাগমন অপেক্ষা করিয়া ১৭ সেই বাক্যানুসারে
তাহাকেও কহিল, তুমি যে ইব্রীয় দাসকে আ-
মাদের নিকটে আনিয়াছ, সে আমার সহিত ঠাট্টা
করিতে নিকটে আসিয়াছিল; ১৮ পরে আমি
চীৎকার করিয়া ডাকিলে সে আমার নিকটে
এই বস্ত্র ত্যাগ করিয়া বাহিরে পলাইয়া গেল।
১৯ তখন তোমার দাস আমার প্রতি এই২
ব্যবহার করিয়াছে, ভার্য্যার মুখে এমত কথা
শুনিয়া যূষফের প্রভু ক্রোধেতে প্রজ্বলিত হইয়া
২০ যূষফকে লইয়া রাজবন্দিগণের বাসস্থান কা-
রাগারে রাখিল; তাহাতে যূষফ সেই কারা-
গারে থাকিল। ২১ কিন্তু পরমেশ্বর যূষফের সহায়
হইয়া তাহার প্রতি আপন দয়া বর্ত্তাইয়া তাহা-
কে কারারক্ষকের অনুগ্রহপাত্র করিলেন। ২২ তা-
হাতে সেই করারক্ষক কারাস্থিত তাবৎ বন্দি লো-
কের ভার যূষফের হস্তে সমর্পণ করিলে তথা-
কার তাবৎ কর্ম্ম যূষফের আজ্ঞানুসারে চলিতে
লাগিল। ২৩ কারারক্ষক যূষফের হস্তগত কোন
বিষয়ের অনুসন্ধানও করিত না, কেননা পরমে-
শ্বর তাহার সহায় হইয়া তাহার কৃত সকল কর্ম্ম
সফল করিতেন।

৪০ অধ্যায়।

১ ফিরৌণের পানপাত্রবাহককে ও মোদককে যূষফের
সহিত কারাগারে রাখন, ৫ ও ঐ দুই জনের
স্বপ্নের তাৎপর্য্য যূষফদ্বারা প্রকাশিত হওন, ২০
ও যূষফের কথানুসারে স্বপ্নের সফলতা, ও পান-
পাত্রবাহকের অকৃতজ্ঞতা।

১ অপর মিস্রীয় রাজার পানপাত্রবাহক ও মোদক
আপনাদের প্রভু মিস্রীয় রাজার কাছে অপরাধী
হইলে ২ ফিরৌন্ আপনার সেই দুই ভৃত্যের
প্রতি অর্থাৎ ঐ প্রধান পানপাত্রবাহকের ও
প্রধান মোদকের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া, ৩ যে রক্ষক-
সৈন্যাধিপতির কারাগারে যূষফ্ ছিল, সেই
স্থানে তাহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখিল। ৪ তা-
হাতে রক্ষকসৈন্যাধিপতি তাহাদের নিকটে যূষ-
ফকে নিযুক্ত করিলে যূষফ্ তাহাদের পরিচর্য্যা
করিতে লাগিল। এই রূপে তাহারা কিছু দিন
কারাগারে থাকিল।

৫ অপর মিস্রীয় রাজার ঐ কারাবদ্ধ পান-
পাত্রবাহক ও মোদক দুই জন এক রাত্রিতে দুই
প্রকার অর্থবিশিষ্ট দুই স্বপ্ন দেখিল। ৬ তাহা-
তে যূষফ্ প্রত্যূষে তাহাদের নিকটে আগমন
কালে তাহাদিগকে বিষণ্ণ দেখিল। ৭ তখন ফি-
রৌণের ঐ যে দুই ভৃত্য তাহার সহিত প্রভুর
কারাগারে বদ্ধ ছিল, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল,
অদ্য তোমাদের মুখ বিষণ্ণ কেন? ৮ তাহারা উত্তর
করিল, আমরা স্বপ্ন দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার
অর্থকারক কেহ নাই। তখন যূষফ্ তাহাদিগকে
কহিল, অর্থ করিবার শক্তি কি ঈশ্বরহইতে হয়
না? বিনয় করি, তোমাদের স্বপ্ন আমাকে বল।
৯ তখন প্রধান পানপাত্রবাহক যূষফকে আপন
স্বপ্নের কথা প্রকাশ করিয়া কহিল, আমি স্বপ্নে
সম্মুখে এক দ্রাক্ষালতা দেখিলাম। ১০ তাহার
তিন শাখা ছিল; পরে সে পল্লবিত হইলে
তাহাতে পুষ্প হইল, এবং স্তবকে২ তাহার
ফল হইয়া পক্ক হইল। ১১ তখন আমার হস্তে
ফিরৌণের পানপাত্র থাকাতে আমি সেই দ্রা-
ক্ষাফল লইয়া রাজার পাত্রে নিঙ্গড়াইয়া ফিরৌ-
ণের হস্তে সেই পাত্র দিলাম। ১২ তাহাতে যূষফ্
তাহাকে কহিল, ইহার অর্থ এই; ঐ তিন শা-
খাতে তিন দিন বুঝায়। ১৩ তিন দিনের মধ্যে
ফিরৌন্ তোমার বিচার করিয়া তোমাকে পূর্ব্ব-
পদে নিযুক্ত করিবে; তাহাতে তুমি পূর্ব্বের ন্যায়
পানপাত্রবাহক হইয়া পুনর্ব্বার ফিরৌণের হস্তে
পানপাত্র দিবা। ১৪ কিন্তু যখন তোমার মঙ্গল
হইবে, তখন আমাকে স্মরণ করিও, এবং আ-
মার প্রতি দয়া করিয়া ফিরৌণের গোচরে আ-
মার বিষয়ে কথা কহিয়া আমাকে এই কারা-

গারহইতে উদ্ধার করিও। ১৫ কেননা ইব্রীয়দের
দেশহইতে আমাকে নিতান্তই চুরি করিয়া আনি-
য়াছে; আর আমি যে এই কারাকূপে বদ্ধ হই,
এ স্থানেও এমত কোন কর্ম্ম করি নাই। ১৬ অপর
প্রধান মোদক তাহার অর্থকথন উত্তম জানিয়া
যূষফকে কহিল, আমিও স্বপ্ন দেখিয়াছি; আ-
মার মস্তকোপরি শুক্ল পিষ্টকের তিনটা চুপড়ি
ছিল। ১৭ তাহার উপরের চুপড়িতে ফিরৌণের
ভোজনার্থে নানা প্রকার পক্বান্ন ছিল; তাহা-
তে পক্ষিগণ আসিয়া আমার মস্তকোপরিস্থ
চুপড়িহইতে তাহা লইয়া খাইল। ১৮ তখন
যূষফ উত্তর করিল, ইহার অর্থ এই, সেই তিন
চুপড়িতে তিন দিন বুঝায়। ১৯ তিন দিনের মধ্যে
ফিরৌন্ তোমার বিচার করিয়া তোমাকে বৃক্ষো-
পরি উদ্বন্ধন করিবে, এবং পক্ষিগণ আসিয়া
শরীরহইতে তোমার মাংস খাইবে।
২০ অপর তৃতীয় দিনে ফিরৌণের জন্মদিন
হওয়াতে সে আপন সকল ভৃত্যদের জন্যে ভোজ
প্রস্তুত করিল; তাহাতে আপনার তাবৎ দাসের
সাক্ষাতে প্রধান পানপাত্রবাহকের ও প্রধান
মোদকের বিচার করিল। ২১ পরে সে যূষফের
অর্থকথনানুসারে ফিরৌণের হস্তে পানপাত্র দিতে
প্রধান পানপাত্রবাহককে তাহার নিজপদে পুন-
র্ব্বার নিযুক্ত করিল; ২২ কিন্তু প্রধান মোদককে
উদ্বন্ধন করিল। ২৩ তথাপি প্রধান পানপাত্রবা-
হক যূষফকে স্মরণ করিল না, কিন্তু বিস্মৃত হইল।

৪১ অধ্যায়।

১ ফিরৌণের দুই প্রকার স্বপ্ন দর্শন, ৮ ও যূষফের বিষয়ে পানপাত্রবাহকের সংবাদ দেওন, ১৪ ও ফিরৌণের যূষফকে আপন স্বপ্ন কথন, ২৫ ও রাজার স্বপ্নের তাৎপর্য্য জ্ঞাপন ও উপদেশ করণ, ৩৭ ও যূষফের উন্নতি, ৪৬ ও মিসরে শস্য রক্ষা করণ, ৫০ ও যূষফের দুই পুত্র হওন, ৫৩ ও দুর্ভিক্ষের আরম্ভ।

১ অনন্তর দুই বৎসরান্তে ফিরৌন্ এই স্বপ্ন দে-
খিল। সে নদীকূলে দাঁড়াইয়া থাকিলে ২ নদী-
হইতে সাতটা হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর গোরু উঠিয়া তৃণ-
মধ্যে চরিতে লাগিল। ৩ পরে আর সাতটা
কৃশ ও কুৎসিত গোরু নদীহইতে উঠিয়া নদীর
তীরে ঐ গোরুদের নিকটে দাঁড়াইল। ৪ পরে
সেই কৃশ কুৎসিত গোরু ঐ সপ্ত হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর
গোরুকে গ্রাস করিল। তখন ফিরৌণের নিদ্রা-
ভঙ্গ হইল। ৫ তাহার পরে সে নিদ্রিত হইয়া
দ্বিতীয় বার স্বপ্ন দেখিল; এক বোঁটাতে সাত
স্থূলাকার উত্তম শীষ উঠিল। ৬ পরে পূর্ব্বীয়
বায়ুতে শুষ্ক অন্য সাত ক্ষীণ শীষ উঠিল।
৭ এবং সেই সাত ক্ষীণ শীষ ঐ সাত স্থূলা-
কার পূর্ণ শীষ গ্রাস করিল। পরে ফিরৌণের
নিদ্রাভঙ্গ হইলে তাহা স্বপ্নমাত্র হইল।
৮ পরে প্রাতঃকালে তাহার মন উদ্বিগ্ন হইলে
সে লোক পাঠাইয়া মিসরদেশের তাবৎ মায়া-
বিদিগকে ও জ্ঞানিদিগকে ডাকাইল; কিন্তু ফি-
রৌন্ তাহাদের কাছে স্বপ্নের কথা কহিলে তা-
হাদের মধ্যে কেহই ফিরৌণকে তাহার অর্থ
কহিতে পারিল না। ৯ তখন প্রধান পানপাত্র-
বাহক ফিরৌণকে নিবেদন করিল, অদ্য আ-
মার অপরাধ মনে পড়িতেছে। ১০ ফিরৌন্
আপন দুই ভৃত্যের প্রতি, অর্থাৎ আমার ও
প্রধান মোদকের প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া আ-
মাদিগকে রক্ষকসৈন্যাধিপতির কারাগারে বদ্ধ
করিয়াছিলেন। ১১ তাহাতে আমি এবং সে এক
রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলাম; এবং দুই জনের স্বপ্নের
দুই প্রকার অর্থ হইল। ১২ তখন সে স্থানে
আমাদের সহিত রক্ষকসৈন্যাধিপতির এক ইব্রীয়
যুবদাস ছিল; তাহাকে স্বপ্ন কহিলে সে আ-
মাদিগকে স্বপ্নের অর্থ কহিল; প্রত্যেক জনের
স্বপ্নের অর্থ কহিল। ১৩ তাহাতে সে আমা-
দিগকে যেরূপ অর্থ কহিয়াছিল, তদ্রূপই ঘটিল;
ফলতঃ মহারাজ আমাকে পূর্ব্বপদে নিযুক্ত করি-
লেন, ও তাহাকে উদ্বন্ধন করিলেন।
১৪ তখন ফিরৌন্ যূষফকে আনিতে পাঠা-
ইলে লোকেরা কারাকূপহইতে তাহাকে শীঘ্র
আনিল। পরে সে ক্ষৌরকর্ম্ম পূর্ব্বক বস্ত্রান্তর
পরিধান করিয়া ফিরৌণের নিকটে উপস্থিত
হইল। ১৫ তখন ফিরৌন্ যূষফকে কহিল, আমি
এক স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহার অর্থকারক কেহ
নাই; কিন্তু তুমি স্বপ্ন শুনিয়া তাহার অর্থ করিতে
পার, ইহা শুনিলাম। ১৬ তাহাতে যূষফ ফি-
রৌণকে উত্তর করিল, তাহা আমি পারি না,
কিন্তু ঈশ্বর ফিরৌণকে মঙ্গলযুক্ত উত্তর দিবেন।
১৭ তখন ফিরৌন্ যূষফকে কহিল, আমি স্বপ্নেতে
নদীর তীরে দাঁড়াইয়াছিলাম। ১৮ তাহাতে নদী-
হইতে সাত হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর গোরু উঠিয়া তৃণ-
মধ্যে চরিতে লাগিল। ১৯ পরে মিসরদেশে
যাদৃশ কুৎসিত গোরু কখন দেখি নাই, এমত
কৃশ ও কুৎসিত ও শুষ্কাঙ্গ অন্য সাত গোরু
উঠিল। ২০ এবং এই কৃশ কুৎসিত গোরু সেই
পূর্ব্বের হৃষ্টপুষ্ট সাত গোরুকে গ্রাস করিল।
২১ কিন্তু তাহারা তাহাদিগকে গ্রাস করিলে গ্রাস
করিয়াছে, এমত বোধ হইল না, কেননা পূর্ব্ব-
কার ন্যায় কুৎসিত থাকিল; তখন আমার
নিদ্রাভঙ্গ হইল। ২২ পরে আমি পুনর্ব্বার এক
স্বপ্ন দেখিলাম; এক বোঁটাতে স্থূলাকার উত্তম
সাত শীষ উঠিল। ২৩ পরে পূর্ব্বীয় বায়ুতে
শুষ্ক ও ক্ষীণ ও ম্লান সপ্ত শীষ উঠিল। ২৪ এবং

ঐ ক্ষীণ সাত শীষ সেই উত্তম সাত শীষকে
গ্রাস করিল। এই স্বপ্ন আমি মায়াবিদিগকে
কহিলাম, কিন্তু কেহ ইহার অর্থ আমাকে কহিতে
পারিল না।

২৫ তখন যূষফ্ ফিরৌণকে উত্তর করিল, ফি-
রৌণের দুই স্বপ্ন একই; ঈশ্বর যাহা করিতে
উদ্যত আছেন, তাহাই ফিরৌণকে জ্ঞাত করি-
লেন। ২৬ ঐ সপ্ত উত্তম গোরু সপ্ত বৎসরস্বরূপ,
এবং ঐ সপ্ত উত্তম শীষও সপ্ত বৎসরস্বরূপ;
দুই স্বপ্ন একই। ২৭ এবং তাহার পশ্চাৎ উঠি-
য়াছে যে কৃশ ও কুৎসিত সপ্ত গোরু তাহারাও
সপ্ত বৎসরস্বরূপ; এবং পূর্ব্বীয় বায়ুতে শুষ্ক
যে সপ্ত কৃশ শীষ, তাহারা দুর্ভিক্ষের সপ্ত বৎ-
সরস্বরূপ। ২৮ আমি ফিরৌণকে তাহা কহিয়াছি,
ঈশ্বর যাহা করিতে উদ্যত আছেন, তাহা ফি-
রৌণকে দেখাইলেন। ২৯ দেখ, অগ্রে সমস্ত মি-
সরদেশে সপ্ত বৎসর অতিশয় সুভক্ষ্য হইবে।
৩০ পশ্চাৎ সপ্ত বৎসর এমত দুর্ভিক্ষ হইবে,
যে মিসরদেশে সমস্ত সুভক্ষ্যের বিস্মৃতি হইবে।
এবং সেই দুর্ভিক্ষেতে দেশ নষ্ট হইবে।
৩১ এবং সেই পশ্চাদ্বর্ত্তি দুর্ভিক্ষপ্রযুক্ত দেশে
পূর্ব্বকার সুভক্ষ্যের অনুভব হইবে না; আর
তাহা অতি অসহ্য হইবে। ৩২ ফিরৌণের দুই
বার স্বপ্ন দর্শনের ভাব এই; ঈশ্বর ইহা নিশ্চয়
করিয়াছেন, এবং তিনি তাহা শীঘ্র ঘটাইবেন।
৩৩ অতএব ফিরৌন্ এক বিবেচক জ্ঞানি পুরু-
ষের চেষ্টা করিয়া তাহাকে মিসরদেশের উপরে
নিযুক্ত করুন। ৩৪ আর ফিরৌন্ এই কর্ম্ম করুন;
দেশে অধ্যক্ষগণ নিযুক্ত করিয়া যে সপ্ত বৎসর
সুভক্ষ্য হইবে, সেই সময়ে মিসরদেশহইতে
শস্যের পঞ্চমাংশ গ্রহণ করুন। ৩৫ ফলতঃ তা-
হারা সেই আগামি উত্তম বৎসরের শস্য সংগ্রহ
করিয়া ফিরৌণের হস্তে তাহা সঞ্চয় করিয়া প্রতি
নগরে খাদ্যের জন্যে রক্ষা করুক। ৩৬ এই রূপে
মিসরদেশে ভাবি দুর্ভিক্ষের সপ্ত বৎসরের নি-
মিত্তে দেশের নির্ব্বাহার্থে সেই ভক্ষ্য সঞ্চিত থা-
কিলে দুর্ভিক্ষেতে দেশ নষ্ট হইবে না।

৩৭ তখন ফিরৌণের ও তাহার সকল ভৃত্য-
দের দৃষ্টিতে এই কথা উত্তম বোধ হইল।
৩৮ তাহাতে ফিরৌন্ ভৃত্যদিগকে কহিল, ইহাঁর
তুল্য পুরুষ, যাহাতে ঈশ্বরের আত্মা আছেন,
এমত আর কাহাকে পাইব? ৩৯ তখন ফিরৌন্
যূষফকে কহিল, ঈশ্বর তোমাকে এই সকল জ্ঞাত
করিয়াছেন, অতএব তোমার তুল্য বিবেচক ও
জ্ঞানী কেহই নাই। ৪০ তুমিই আমার বাটীর
অধ্যক্ষ হও; আমার তাবৎ লোক তোমার
কথার বশীভূত থাকিবে, কেবল সিংহাসনে আ-
মি তোমাহইতে বড় থাকিব। ৪১ ফিরৌন্ যূষফ-
কে আরো কহিল, দেখ, আমি তোমাকে সমস্ত
মিসরদেশের উপরে নিযুক্ত করিলাম। ৪২ পরে
ফিরৌন্ আপন হস্তহইতে অঙ্গুরীয় খুলিয়া যূষ-
ফের হস্তে দিয়া তাহাকে সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করা-
ইয়া তাহার গলদেশে সুবর্ণহার দিল। ৪৩ এবং
তাহাকে আপনার দ্বিতীয় রথে আরোহণ করা-
ইল, এবং লোকেরা তাহার অগ্রে২ অব্রেক২
(হাঁটু পাত২) বলিয়া ঘোষণা করিল। এই রূপে সে
সমস্ত মিসরদেশের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইল।
৪৪ পরে ফিরৌন্ যূষফকে কহিল, আমি যদি
ফিরৌন্ হই, তবে তোমার আজ্ঞা বিনা সমস্ত
মিসরদেশে কোন লোক হাত পা নাড়িতে পা-
রিবে না। ৪৫ এবং ফিরৌন্ যূষফের নাম সা-
ফিনৎ-পানেহ (নিগূঢ়প্রকাশক) রাখিল। এবং
ওন্ নগরনিবাসি পোটীফেরঃ নামক যাজকের
আসিনৎ নাম্নী কন্যার সহিত তাহার বিবাহ
দিল। পরে যূষফ্ সমুদয় মিসরদেশে গমনা-
গমন করিতে লাগিল।

৪৬ যূষফ্ ত্রিশ বৎসর বয়সের সময়ে মিস্রীয়
ফিরৌন্‌রাজের সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়াছিল;
পরে যূষফ্ ফিরৌণের নিকটহইতে প্রস্থান করি-
য়া মিসর দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিল। ৪৭ পরে
সেই সুভক্ষ্যের সপ্ত বৎসর ভূমিতে প্রচুর রূপে
শস্য জন্মিল। ৪৮ মিসরদেশে উপস্থিত সেই সপ্ত
বৎসরে সে সকল শস্য সংগ্রহ করিয়া প্রতি
নগরে সঞ্চয় করিল। ফলতঃ যে নগরের চতুঃ-
সীমাতে যে শস্য হইল, সেই নগরে তাহা সঞ্চয়
করিল। ৪৯ এই রূপে যূষফ্ সমুদ্রের বালুকার
ন্যায় এত বাহুল্যরূপে শস্য সংগ্রহ করিল, যে
তাহা মাপিতে নিবৃত্ত হইল, কেননা তাহা অপ-
রিমেয় ছিল।

৫০ অপর দুর্ভিক্ষবৎসরের পূর্ব্বে যূষফের ঔ-
রসে ওন্ নগরনিবাসি পোটীফেরঃ যাজকের আ-
সিনৎ নাম্নী কন্যাতে দুই পুত্র জন্মিল। ৫১ তা-
হাতে যূষফ্ তাহাদের জ্যেষ্ঠের নাম মিনশি
(বিস্মৃতি) রাখিল, কেননা সে কহিল, ঈশ্বর
আমার সকল ক্লেশের ও নিজ পিতৃগৃহের বি-
স্মৃতি জন্মাইয়াছেন। ৫২ এবং দ্বিতীয় পুত্রের
নাম ইফ্রয়িম্ (ফলবান্) রাখিল, কেননা সে
কহিল, আমার দুঃখভোগের দেশে ঈশ্বর আ-
মাকে ফলবান্ করিয়াছেন।

৫৩ পরে মিসরদেশে ঘটিত সুভক্ষ্যের সপ্ত
বৎসরের শেষ হইলে যূষফের বাক্যানুসারে দু-
র্ভিক্ষের সপ্ত বৎসরের আরম্ভ হইল। ৫৪ তা-
হাতে অন্য সমস্ত দেশে দুর্ভিক্ষ হইল, কিন্তু
সমস্ত মিসরদেশে ভক্ষ্য ছিল। ৫৫ পরে সমস্ত
মিসরদেশে দুর্ভিক্ষ ঘটিলে প্রজাবর্গ ফিরৌণের
নিকটে ভক্ষ্যের জন্যে প্রার্থনা করিল; তাহাতে

ফিরৌন্ সকল মিস্রীয়দিগকে কহিল, তোমরা
যূষফের নিকটে যাও; সে যাহা কহে, তাহাই
কর। ৫৬ তখন সর্ব্বদেশেই দুর্ভিক্ষ হইলে যূষফ্
সকল স্থানের গোলা খুলিয়া মিস্রিদিগকে শস্য
বিক্রয় করিতে লাগিল। তথাপি মিসরদেশে
প্রবল দুর্ভিক্ষ হইল; ৫৭ এবং নানাদেশীয় লো-
কেরা মিসরদেশে যূষফের নিকটে শস্য ক্রয়
করিতে আইল, কেননা সকল দেশেই প্রবল
দুর্ভিক্ষ হইল।

৪২ অধ্যায়।

১ যাকুবের পুত্রদের মিসরে শস্য কিনিতে যাওন, ৫
ও যূষফের নিকটে উপস্থিত হওন, ৯ ও তাহা-
দের সহিত যূষফের কঠিন ব্যবহার, ও বিন্যা-
মীনকে আনিতে আজ্ঞা দেওন, ২১ ও তাহাদের
ভ্রাতার প্রতি কৃত দোষের স্মরণ হওন, ২৫ ও
ছালাতে টাকা রাখিয়া যূষফের তাহাদিগকে বিদায়
করণ, ২৯ ও বাটীতে গিয়া পিতার কাছে তা-
হাদের সকল সমাচার দেওন, ৩৫ ও যাকুবের ভয়
ও বিন্যামীনকে পাঠাইতে অস্বীকার করণ।

১ অপর মিসরদেশে শস্য আছে, এই কথা
শুনিয়া যাকুব্ আপন পুত্রদিগকে কহিল, তোমরা
পরস্পর মুখ দেখাদেখি করিতেছ কেন? ২ সে
আরো কহিল, দেখ, আমি শুনিলাম, মিসরে
শস্য আছে, অতএব তোমরা তথায় গিয়া আ-
মাদের জন্যে শস্য ক্রয় করিয়া আন; তাহাতে
আমরা বাঁচিব, মরিব না। ৩ পরে যূষফের দশ
ভ্রাতা শস্য ক্রয় করিতে মিসরে গেল। ৪ কিন্তু যা-
কুব্ যূষফের সহোদর বিন্যামীনকে ভ্রাতৃগণের
সঙ্গে পাঠাইল না, কেননা সে কহিল, পাছে
ইহার বিপদ ঘটে।
৫ তখন তথায় আগত লোকদের মধ্যে ইস্রা-
য়েলের পুত্রগণও উপস্থিত হইল, কেননা কি-
নান্দেশেও দুর্ভিক্ষ ছিল। ৬ তৎকালে যূষফ্ ঐ
দেশের অধ্যক্ষ হওয়াতে সকল দেশের লোক-
দের স্থানে শস্য বিক্রয় করিতেছিল; তাহাতে
যূষফের ভ্রাতৃগণ আসিয়া তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া
প্রণাম করিল। ৭ তখন যূষফ্ আপন ভ্রাতাদি-
গকে দেখিয়া চিনিল, কিন্তু তাহাদের কাছে
অপরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিয়া নিষ্ঠুর কথা-
তে কহিল, তোরা কোথাহইতে আসিয়াছিস?
তাহারা কহিল, কিনান্দেশহইতে শস্য কিনিতে
আসিয়াছি। ৮ কিন্তু যূষফ্ আপন ভ্রাতাদিগকে
চিনিলেও তাহারা তাহাকে চিনিতে পারিল না।
৯ তখন যূষফ্ তাহাদের বিষয়ে পূর্ব্বদৃষ্ট স্বপ্ন
স্মরণ করিয়া তাহাদিগকে কহিল, তোরা চার
লোক, এই দেশের ছিদ্র অনুসন্ধান করিতে আ-
সিয়াছিস। ১০ তাহারা কহিল, হে প্রভো, তাহা
নয়, আপনকার এই দাসেরা শস্য কিনিতে আ-
সিয়াছে। ১১ আমরা সকলে এক পিতার সন্তান;
আমরা বিশ্বাস্য লোক, আপনকার এই ভৃত্যেরা
চার নহে। ১২ তখন সে তাহাদিগকে কহিল,
না, না, তোরা দেশের ছিদ্র দেখিতে আসিয়া-
ছিস। ১৩ তাহারা কহিল, আপনকার এই দা-
সেরা দ্বাদশ ভ্রাতা, কিনান্ দেশ নিবাসি এক
জনের পুত্র; দেখুন, আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা
পিতার নিকটে আছে, এবং এক জন নাই।
১৪ তখন যূষফ্ তাহাদিগকে পুনর্ব্বার কহিল,
আমি তোদিগকে যে চারের কথা কহিতেছি,
তোরা তাহাই বটিস। ১৫ আমি তোদের পরীক্ষা
লইতে ফিরৌণের আয়ুর দিব্য করিয়া কহিতেছি,
তোদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এ স্থানে না আইলে তোরা
এ স্থানহইতে বাহির হইতে পারিবি না। ১৬ তো-
দের এক জনকে পাঠাইয়া আপন ভ্রাতাকে
আন্, তোরা বদ্ধ থাক্; ইহাতে তোদের কথার
পরীক্ষা হইলে তোরা সত্যবাদী কি না, তাহা
জানা যাইবে; নতুবা আমি ফিরৌণের আয়ুর
দিব্য করিয়া কহিতেছি, তোরা অবশ্য চার বটিস।
১৭ ইহা বলিয়া যূষফ্ তাহাদিগকে তিন দিন কা-
রাগারে বদ্ধ রাখিল। ১৮ পরে তৃতীয় দিনে
তাহাদিগকে কহিল, ঈশ্বরের প্রতি আমার ভয়
আছে; এই কর্ম্ম কর, তাহাতে বাঁচিবা। ১৯ তো-
মরা যদি বিশ্বাস্য লোক, তবে তোমাদের এক
ভাই এই কারাগারে বদ্ধ থাকুক; তোমরা দু-
র্ভিক্ষের জন্যে শস্য লইয়া বাটী গিয়া তোমাদের
কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আমার নিকটে আন; ২০ তা-
হাতে তোমাদের কথা সপ্রমাণ হইলে তোমরা
মরিবা না।
২১ তখন তাহারা সম্মত হইয়া পরস্পর কহিল,
আমরা আপন ভ্রাতার বিষয়ে নিশ্চয় অপরাধী
আছি, কেননা সে আমাদের কাছে বিনতি করি-
লে আমরা তাহার মনের ব্যাকুলতা দেখিয়াও
তাহা শুনি নাই; এই নিমিত্তে আমাদের এই
বিপদ ঘটিল। ২২ তখন রূবেন্ তাহাদিগকে কহিল,
তোমরা ঐ যুবার বিষয়ে পাপ করিও না, এই
কথা আমি কি তোমাদিগকে কহি নাই? কিন্তু
তোমরা তাহা শুন নাই; দেখ, এখন তাহার
রক্তের নিকাশ লওয়া যাইতেছে। ২৩ কিন্তু
যূষফ্ যে তাহাদের এই কথোপকথন বুঝিল,
ইহা তাহারা জানিতে পারিল না, কেননা সে
দ্বিভাষিদ্বারা তাহাদের সহিত কথা কহিতেছিল।
২৪ পরে যূষফ তাহাদের নিকটহইতে গিয়া ক্রন্দন
করিল; এবং পুনশ্চ আসিয়া তাহাদের সঙ্গে
কথোপকথন করিয়া তাহাদের মধ্যহইতে শি-
মিয়োনকে ধরিয়া তাহাদের সাক্ষাতেই বাঁধিল।
২৫ পরে যূষফ তাহাদের ছালাতে শস্য ভরিয়া

প্রত্যেক জনের ছালায় টাকা ফিরাইয়া দিতে
এবং তাহাদিগকে পাথেয় সামগ্রী দিতে আজ্ঞা
দিল; তাহাতে ভৃত্যেরা তদ্রূপ করিল। ২৬ পরে
তাহারা আপন ২ গর্দ্দভের উপরে শস্য চাপাইয়া
তথাহইতে প্রস্থান করিল। ২৭ কিন্তু উত্তরণ স্থানে
যখন এক জন আপন গর্দ্দভকে আহার দিতে
ছালা খুলিল, তখন আপন টাকা দেখিল, কে-
ননা ছালার মুখেই টাকা ছিল। ২৮ তাহাতে
সে ভ্রাতাদিগকে কহিল, আমার টাকা ফিরি-
য়াছে; এই দেখ, তাহা আমার ছালাতে আছে।
তাহাতে তাহাদের মন উদ্বিগ্ন হইল, ও সকলে
ত্রাসযুক্ত হইয়া পরস্পর কহিল, ঈশ্বর আমা-
দের প্রতি এ কি করিলেন?

২৯ পরে তাহারা কিনান্‌দেশে আপন পিতা
যাকুবের নিকটে উপস্থিত হইলে আপনাদের
প্রতি যাহা ২ ঘটিয়াছিল, সে সমস্ত তাহাকে জ্ঞাত
করিয়া কহিল, ৩০ সেই দেশাধ্যক্ষ আমাদিগকে
দেশানুসন্ধানকারি চার জ্ঞান করিয়া নিষ্ঠুর কথা
কহিল। ৩১ তাহাতে আমরা তাহাকে কহিলাম,
আমরা বিশ্বাস্য লোক, চার নহি; ৩২ আমরা
দ্বাদশ ভ্রাতা, সকলেই এক পিতার সন্তান; আ-
মাদের মধ্যে এক জন নাই, এবং কনিষ্ঠ অদ্যাপি
কিনান্‌দেশে পিতার নিকটে আছে। ৩৩ তখন
সে দেশাধ্যক্ষ আমাদিগকে কহিল, ইহাতে আমি
তোমাদিগকে বিশ্বাস্য লোক বুঝিতে পারি, তো-
মরা আপনাদের এক ভ্রাতাকে আমার নিকটে
রাখিয়া আপনাদের গৃহের দুর্ভিক্ষের জন্যে শস্য
লইয়া যাও। ৩৪ পরে যদি আপনাদের কনিষ্ঠ
ভ্রাতাকে আমার নিকটে আন, তবে তোমরা
বিশ্বাস্য লোক, চার নহ, তাহা বুঝিব। তাহাতে
আমি তোমাদের ভ্রাতাকে তোমাদের স্থানে
দিব, এবং তোমরা এই দেশে বাণিজ্য করিতে
পারিবা।

৩৫ পরে তাহারা ছালাহইতে শস্য ঢালিলে
প্রত্যেক জন আপন ২ ছালাতে আপন ২ টাকার
গুথি পাইল। তখন সেই সকল টাকার গুথি
দেখিয়া তাহারা ও তাহাদের পিতা ভীত হইল।
৩৬ তাহাতে তাহাদের পিতা যাকুব্‌ কহিল, তো-
মরা আমাকে পুত্রহীন করিতেছ; দেখ, যূষফ্‌
নাই, ও শিমিয়োন্‌ নাই, আর বার বিন্যামীনকেও
লইয়া যাইতে চাহিতেছ; সকলই আমার বিরুদ্ধ
হইতেছে। ৩৭ তাহাতে রূবেন্‌ আপন পিতাকে
কহিল, আমি যদি তোমার নিকটে তাহাকে না
আনি, তবে আমার দুই পুত্রকে বধ করিও;
তুমি আমার হস্তে বিন্যামীনকে সমর্পণ কর;
আমি তোমার স্থানে তাহাকে পুনর্ব্বার আনিয়া
দিব। ৩৮ তখন সে কহিল, আমার পুত্র তো-
মাদের সঙ্গে যাইবে না, কেননা তাহার সহো-
দরের মরণেতে সে একা জীবৎ আছে; তো-
মরা যে পথে যাইতেছ, তাহাতে যদি ইহার
কোন বিপদ ঘটে, তবে শোকেতে এই পাকা
চুলে আমাকে পরলোকে পাঠাইবা।

৪৩ অধ্যায়।

১ শেষে যাকুবের বিন্যামীনকে প্রেরণ করণ, ১৫ ও যূষফের বাটীতে ভ্রাতৃগণের গমন, ও গৃহাধ্যক্ষের কাছে আপনাদের ভয় প্রকাশ করণ, ২৫ ও যূষফকে উপঢৌকন দিয়া তাহার সঙ্গে ভ্রাতাদের ভোজন।

১ তখনও দেশে অতিশয় দুর্ভিক্ষ ছিল। ২ অতএব
তাহারা মিসরহইতে যে শস্য আনিয়াছিল, সে
সমস্ত ভক্ষিত হইলে তাহাদের পিতা তাহাদিগ-
কে কহিল, তোমরা পুনর্ব্বার যাইয়া আমাদের
জন্যে কিছু শস্য ক্রয় কর। ৩ তাহাতে যিহূদা
তাহাকে কহিল, সে অধ্যক্ষ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া
আমাদিগকে কহিয়াছে, তোমাদের ভ্রাতা তো-
মাদের সঙ্গে না আইলে তোমরা আমার মুখ
দর্শন করিতে পাইবা না। ৪ অতএব যদি তুমি
আমাদের সঙ্গে ভ্রাতাকে পাঠাও, তবে আমরা
যাইয়া তোমার জন্যে শস্য কিনিয়া আনিব।
৫ কিন্তু যদি না পাঠাও, তবে যাইব না; কে-
ননা সে অধ্যক্ষ আমাদিগকে কহিয়াছিল, তো-
মাদের ভ্রাতা তোমাদের সঙ্গে না থাকিলে
তোমরা আমার মুখ দর্শন করিতে পাইবা না।
৬ তাহাতে ইস্রায়েল্‌ কহিল, তোমাদের আর
এক ভ্রাতা আছে, ইহা ঐ মনুষ্যের কাছে কহি-
য়া আমার প্রতি এমন কুব্যবহার কেন করিলা?
৭ তাহারা কহিল, সে আমাদের বিষয়ে ও আমা-
দের জ্ঞাতিদের বিষয়ে সূক্ষ্মরূপে জিজ্ঞাসিয়া
কহিয়াছিল, তোমাদের পিতা কি অদ্যাবধি
জীবৎ আছেন? ও তোমাদের কি আরো ভ্রাতা
আছে? তাহাতে আমরা তদ্বাক্যানুসারে উত্তর
করিয়াছিলাম; তোমাদের ভ্রাতাকে এখানে আন,
এমন কথা সে কহিবে, তাহা আমরা কি প্রকা-
রে জানিব? ৮ যিহূদা আপন পিতা ইস্রায়েলকে
আরও কহিল, আমার সঙ্গে ঐ বালককে পা-
ঠাইয়া দেও; আমরা উঠিয়া প্রস্থান করি, তা-
হাতে বাঁচিব; নতুবা আমরা ও তুমি ও বাল-
কেরা সকলেই মরিব। ৯ আমিই তাহার প্রতিভূ
হইলাম, আমারই হস্তহইতে তাহাকে লইবা;
আমি যদি তাহাকে আনিয়া তোমার সম্মুখে না
রাখি, তবে আমি যাবজ্জীবন তোমার নিকটে
অপরাধী থাকিব। ১০ এত বিলম্ব না করিলে
আমরা ইহার মধ্যে দ্বিতীয় বার ফিরিয়া আ-
সিতে পারিতাম। ১১ তখন তাহাদের পিতা
ইস্রায়েল্‌ তাহাদিগকে কহিল, যদি এমত হয়,
তবে এক কর্ম্ম কর; তোমরা আপন ২ পাত্রে এই

দেশোৎপন্ন প্রসিদ্ধ দ্রব্য অর্থাৎ গন্ধরস ও মধু
ও মসলা ও গুগ্গুল ও পেস্তা ও বাদাম কিঞ্চিৎ২
লইয়া সেই অধ্যক্ষকে উপঢৌকন দেও। ১২ এবং
আপন২ হস্তে দ্বিগুণ টাকা লও, এবং তোমা-
দের ছালার মুখে যে টাকা ফিরিয়া আসিয়া-
ছে, তাহাও হস্তে করিয়া লইয়া যাও; কি জানি,
তাহাতে বা ভ্রান্তি হইয়াছিল। ১৩ এবং আ-
পনাদের ভ্রাতাকে লইয়া উঠিয়া পুনর্ব্বার সেই
অধ্যক্ষের নিকটে যাও। ১৪ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর
তোমাদিগকে সেই অধ্যক্ষের কাছে এমত কৃপার
পাত্র করুন, যে সে তোমাদের অন্য ভ্রাতাকে
ও বিন্যামীনকে ছাড়িয়া দেয়; কিন্তু যদি আ-
মাকে পুত্রহীন হইতে হয়, তবে পুত্রহীন হইলাম।
১৫ তখন তাহারা সেই উপঢৌকনদ্রব্য ও দ্বি-
গুণ টাকা ও বিন্যামীনকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা
করিয়া মিসরে গিয়া যূষফের সম্মুখে দাঁড়াইল।
১৬ তখন যূষফ্ তাহাদের সঙ্গে বিন্যামীনকে দে-
খিয়া আপন গৃহাধ্যক্ষকে কহিল, এই মনুষ্যদিগকে
আমার বাটীতে লইয়া যাও, এবং পশু মারিয়া
খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত কর; ইহারা মধ্যাহ্নকালে
আমার সঙ্গে ভোজন করিবে। ১৭ তাহাতে সে
যূষফের আজ্ঞানুসারে তাহাদিগকে যূষফের বা-
টীতে লইয়া গেল। ১৮ কিন্তু যূষফের গৃহে নীত
হওয়াতে তাহারা ভীত হইয়া পরস্পর কহিল,
পূর্ব্বে আমাদের ছালাতে যে টাকা ফিরিয়া
গিয়াছিল; তাহারি জন্যে আমাদিগকে এখানে
আনিতেছে; এখন আমাদের উপরে পড়িয়া
আক্রমণ করিয়া আমাদের গর্দ্দভও লইয়া আ-
মাদিগকে ক্রীত দাসের ন্যায় রাখিবে। ১৯ অত-
এব তাহারা যূষফের গৃহাধ্যক্ষের কাছে গিয়া
বাটীর প্রবেশস্থানে তাহার সঙ্গে কথোপকথন
করিয়া ২০ কহিল, হে মহাশয়, আমরা পূর্ব্বে
শস্য কিনিতে আসিয়াছিলাম; ২১ পরে উত্তরি-
বার স্থানে গিয়া আপন২ ছালা খুলিলে দেখি-
লাম, প্রত্যেক জনের পরিমিত টাকা ছালার
মুখে আছে; তাহা আমরা হস্তে করিয়া পুন-
রায় আনিয়াছি, ২২ এবং শস্য কিনিবার নি-
মিত্তে আরও টাকা আনিয়াছি; কিন্তু সেই টাকা
আমাদের ছালাতে কে রাখিয়াছিল, তাহা আ-
মরা জানি না। ২৩ তাহাতে সেই গৃহাধ্যক্ষ কহিল,
তোমাদের মঙ্গল হউক, ভয় করিও না; তো-
মাদের ঈশ্বর ও তোমাদের পৈতৃক ঈশ্বর তো-
মাদের ছালাতে তোমাদিগকে গুপ্ত ধন দিয়া-
ছেন; আমি তোমাদের টাকা পাইয়াছি। পরে
সে শিমিয়োনকে তাহাদের নিকটে আনিয়া
২৪ তাহাদিগকে যূষফের গৃহের ভিতরে লইয়া
গিয়া পাদ প্রক্ষালনার্থে জল দিল; এবং তাহা-
দের গর্দ্দভদিগকে আহার দিল।
২৫ অপর মধ্যাহ্নে যূষফের আগমন অপেক্ষা
করিয়া তাহারা উপঢৌকন সাজাইল, কেননা এ-
খানে আমাদিগকে ভোজন করিতে হইবে, এই
কথা তাহারা শুনিয়াছিল। ২৬ পরে যূষফ্ গৃহে
আইলে তাহারা হস্তস্থিত উপঢৌকন গৃহমধ্যে
তাহার কাছে আনিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া তাহাকে
প্রণাম করিল। ২৭ তখন যূষফ্ মঙ্গল জিজ্ঞাসা
করিয়া তাহাদিগকে কহিল, তোমাদের যে বৃদ্ধ
পিতার কথা কহিয়াছিলা তাহার মঙ্গল? সে
কি অদ্যাপি জীবৎ আছে? তাহারা কহিল,
মঙ্গল; ২৮ আপনকার দাস আমাদের পিতা
অদ্যাপি জীবৎ আছে। পরে তাহারা ভূমিষ্ঠ
হইয়া প্রণাম করিল। ২৯ তখন যূষফ্ চাহিয়া
আপন সহোদর বিন্যামীনকে দেখিয়া কহিল,
তোমাদের যে কনিষ্ঠ ভ্রাতার কথা কহিয়াছিলা,
সে কি এই? অপর সে কহিল, হে বৎস, ঈশ্বর
তোমাকে অনুগ্রহ করুন। ৩০ তখন যূষফের অন্তঃ-
করণ স্নেহেতে গলিয়া যাওয়াতে সে রোদন করি-
বার স্থান অন্বেষণ করিয়া শীঘ্র আপনার কুঠ-
রীতে প্রবেশ করিয়া সে স্থানে রোদন করিল।
৩১ পরে মুখ প্রক্ষালন করিয়া বাহিরে আসিয়া
ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক ভক্ষ্য পরিবেষণ করিতে আজ্ঞা
করিল। ৩২ তাহাতে ভৃত্যগণ যূষফের জন্যে ও
তাহার ভ্রাতৃগণের জন্যে এবং তাহার সঙ্গে
ভোজনকারি মিস্রীয়দের জন্যে পৃথক্২ পরিবেষণ
করিল; কেননা ইব্রীয়দের সহিত ভোজন করা
মিস্রীয়দের ব্যবহার নাই; তাহা মিস্রীয়দের
ঘৃণিত কর্ম্ম। ৩৩ এবং যূষফের সম্মুখে তাহাদের
জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠের স্থানে ও কনিষ্ঠ কনিষ্ঠের স্থানে
বসিল; তাহাতে তাহারা পরস্পর আশ্চর্য্য
জ্ঞান করিল। ৩৪ এবং সে আপনার সম্মুখহইতে
ভক্ষ্যের অংশ তুলিয়া তাহাদিগকে দিল, কিন্তু
অন্য সকলের অংশহইতে বিন্যামীনের অংশ
পঞ্চগুণ অধিক ছিল; পরে তাহারা পান করি-
য়া তাহার সহিত আমোদ করিল।

৪৪ অধ্যায়।

১ ভ্রাতৃগণের প্রতি যূষফের চতুরতা, ৬ ও তাহার বাটি বিন্যামীনের ছালাতে পাওন, ১৪ ও পুনর্ব্বার তাহার নিকটে সকলের আগমন; ১৮ ও যূষফের প্রতি যিহূদার কাতরোক্তি।

১ অনন্তর যূষফ্ আপন গৃহাধ্যক্ষকে আজ্ঞা
করিল, এই লোকদের ছালাতে যত শস্য ধরে,
তত ভরিয়া দেও, এবং প্রতি জনের টাকা তা-
হার ছালার মুখে রাখ। ২ বিশেষতঃ কনিষ্ঠের
ছালাতে তাহার শস্যক্রয়ের টাকার সহিত আ-
মার বাটি অর্থাৎ রূপার বাটি রাখ। তাহাতে সে
যূষফের উক্ত আজ্ঞানুসারে করিল। ৩ অপর

প্রভাত হইবামাত্র তাহারা গর্দ্দভের সহিত বিদায়
পাইল। [৪] নগরহইতে বহির্গত হইয়া বিস্তর দূরে
না যাইতে যূষফ্ আপন গৃহাধ্যক্ষকে কহিল,
তুমি উঠিয়া ঐ মনুষ্যদের পশ্চাৎ দৌড়িয়া গিয়া
তাহাদিগকে ধরিয়া বল, তোমরা উপকারের
পরিবর্ত্তে কেন অপকার করিলা? [৫] আমার
প্রভু যাহাতে পান করেন ও যাহার দ্বারা গণনা
করেন, এ কি সেই বাটি নয়? এই কর্ম্মদ্বারা
তোমরা দোষ করিয়াছ।

[৬] পরে সে তাহাদিগকে ধরিয়া ঐ রূপ বাক্য
কহিলে [৭] তাহারা উত্তর করিল, আমার প্রভু
কেন এমন কথা বলেন? তোমার দাসদের এমত
কর্ম্ম করা দূরে থাকুক। [৮] দেখ, আমরা আ-
পন ২ ছালার মুখে যে টাকা পাইয়াছিলাম,
তাহা কিনান্‌দেশহইতে পুনর্ব্বার তোমার কাছে
আনিয়াছি; তবে আমরা কোন মতে কি তোমার
প্রভুর গৃহহইতে স্বর্ণ কি রূপা চুরি করিব?
[৯] তোমার দাসদের মধ্যে যাহার নিকটে তাহা
পাওয়া যায়, সে মরুক, এবং আমরাও প্রভুর
দাস হইব। [১০] তাহাতে সে কহিল, ভাল, তো-
মাদের কথানুসারেই হউক; যাহার কাছে তাহা
পাওয়া যাইবে, সে আমার দাস হইবে, কিন্তু
অন্যেরা নির্দ্দোষ হইবে। [১১] তখন তাহারা
তৎক্ষণাৎ ভূমিতে আপন ২ ছালা নামাইয়া প্র-
ত্যেকে আপন ২ ছালা খুলিলে সে জ্যেষ্ঠাবধি
আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠ পর্য্যন্ত খুঁজিল; [১২] তাহাতে
বিন্যামীনের ছালাতে সেই বাটি পাওয়া গেল।
[১৩] তখন তাহারা আপন ২ বস্ত্র চিরিয়া আপন ২
গর্দ্দভে ছালা চাপাইয়া নগরে ফিরিয়া গেল।

[১৪] অপর যিহূদা ও তাহার ভ্রাতৃগণ যূষফের
গৃহে প্রবেশ করিল; এবং সে তদবধি ঘরে
থাকাতে তাহার অগ্রে ভূমিতে দণ্ডবৎ হইল।
[১৫] তখন যূষফ তাহাদিগকে কহিল, তোমরা এ
কেমন কার্য্য করিলা? এমন পুরুষ যে আমি,
আমি অবশ্য গণনা করিতে পারি, ইহা কি
তোমরা জান না? [১৬] তাহাতে যিহূদা কহিল,
আমরা প্রভুর নিকটে কি উত্তর দিব? ও কি
কথা কহিব? ও কিসে বা আপনাদের দোষ
প্রক্ষালন করিব? ঈশ্বর আপনকার দাসদের
অপরাধ প্রকাশ করিয়াছেন; দেখুন, আমরা
ও যাহার কাছে বাটি পাওয়া গিয়াছে, সকলেই
প্রভুর দাস হইলাম। [১৭] তাহাতে যূষফ কহিল,
এমন কর্ম্ম আমাহইতে না হউক; যাহার কাছে
বাটি পাওয়া গিয়াছে, সেই আমার দাস হইবে,
কিন্তু তোমরা কুশলে পিতার নিকটে প্রস্থান কর।

[১৮] তাহাতে যিহূদা নিকটে গিয়া কহিল, হে
প্রভো, আপনি ফিরৌণের তুল্য; এই দাসের
প্রতি যদি ক্রোধ প্রজ্বলিত না হয়, তবে প্রভুর
কর্ণগোচরে কিছু নিবেদন করি। [১৯] তোমাদের
পিতা বা ভ্রাতা আছে? ইহা প্রভু এই দাসদিগ-
কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; [২০] তাহাতে আ-
মরা প্রভুকে উত্তর করিয়াছিলাম, আমাদের বৃদ্ধ
পিতা আছে, এবং তাহার বৃদ্ধাবস্থার এক কনিষ্ঠ
পুত্র আছে; তাহার সহোদর মরিয়াছে; সেই
মাত্র তাহার মাতার অবশিষ্ট পুত্র; এই জন্যে
পিতা তাহাকে স্নেহ করেন। [২১] পরে আপনি
এই দাসদিগকে কহিয়াছিলেন, তোমরা আমার
কাছে তাহাকে আন, আমি তাহার প্রতি দৃষ্টি-
পাত করিব। [২২] তখন আমরা প্রভুকে কহিয়া-
ছিলাম, সে বালক পিতাকে ত্যাগ করিতে পা-
রিবে না, কেননা সে পিতাকে ছাড়িয়া আইলে
পিতা মরিবে। [২৩] তাহাতে আপনি এই দাস-
দিগকে কহিয়াছিলেন, সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতা তো-
মাদের সঙ্গে না আইলে তোমরা আর আমার
মুখ দর্শন পাইবা না। [২৪] অপর আমরা আ-
পনকার দাস আমাদের পিতার নিকটে উপস্থিত
হইয়া তাহাকে প্রভুর এই সকল কথা কহিলাম।
[২৫] পরে আমাদের পিতা কহিল, তোমরা পুন-
র্ব্বার গিয়া আমাদের জন্যে কিছু শস্য ক্রয়
কর। [২৬] তাহাতে আমরা কহিলাম, যাইতে পা-
রিব না; যদি কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমাদের সঙ্গে
থাকে, তবে যাই; কেননা কনিষ্ঠ ভ্রাতা সঙ্গে
না থাকিলে আমরা সেই অধ্যক্ষের মুখদর্শনও
পাইতে পারিব না। [২৭] তাহাতে আপনকার
দাস আমার পিতা কহিল, আমার সেই ভার্য্যা-
হইতে দুইমাত্র সন্তান হয়, তাহা তোমরা জান।
[২৮] তাহার এক জনহইতে আমার বিচ্ছেদ হও-
য়াতে আমি কহিলাম, সে খণ্ড ২ হইয়া ছিন্ন
হইয়াছে, এবং তদবধি আমি তাহাকে আর
দেখিতে পাই নাই। [২৯] এখন আমার নিকট-
হইতে ইহাকে লইয়া গেলে যদি ইহাকেও কোন
বিপদ ঘটে, তবে তোমরা শোকেতে এই পাকা
চুলে আমাকে পরলোকে পাঠাইবা। [৩০] অত-
এব আপনকার দাস যে আমার পিতা, তাহার
কাছে উপস্থিত হইলে আমাদের সঙ্গে যদি এই
বালক না থাকে, [৩১] তবে সে এই বালককে না
দেখিলে তৎক্ষণাৎ মরিবে; কেননা ইহার প্রা-
ণেতে তাহার প্রাণ বাঁধা আছে; তাহাতে আ-
পনকার দাসেরা শোকেতে পাকা চুলে আপন-
কার দাস সেই আমাদের পিতাকে পরলোকে
পাঠাইবে। [৩২] অধিকন্তু আপনকার দাস আমি
পিতার নিকটে এই বালকের প্রতিভূ হইয়া
কহিয়াছি, আমি যদি তাহাকে তোমার নিকটে
না আনি, তবে যাবজ্জীবন পিতার কাছে অপ-
রাধী থাকিব। [৩৩] অতএব নিবেদন করি, প্রভুর
নিকটে এই বালকের পরিবর্ত্তে আমি দাস

হইয়া থাকি, কিন্তু এই বালককে আপনি ভ্রা-
তাদের সহিত বিদায় করুন। ৩৪ কেননা এই
বালক আমার সহিত না থাকিলে আমি কি
প্রকারে পিতার নিকটে যাইতে পারি? গেলে
পিতাকে যে আপদ ঘটিবে, তাহা বা কি প্রকা-
রে দেখিতে পারি?

৪৫ অধ্যায়।

১ যুষফের ভ্রাতাদের কাছে পরিচয় দেওন ও ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রশংসা করণ, ও পিতার কাছে সংবাদ পাঠাওন, ১৬ ও যুষফের ভ্রাতাদের আগমনে ফিরৌণের তুষ্টি হওন ও পাথেয় দিতে আজ্ঞা করণ, ২৫ ও যুষফের সংবাদ শুনিয়া যাকূবের প্রফুল্ল হওন।

১ পরে যুষফ্ নিকটস্থ লোকদের সাক্ষাতে ধৈ-
র্য্যাবলম্বন করিতে অসমর্থ হইয়া কহিল, আমার
সম্মুখহইতে প্রত্যেক মনুষ্যকে বাহির কর। তা-
হাতে অন্য কেহ উপস্থিত না থাকিলে যুষফ্
ভ্রাতাদের সাক্ষাতে আপন পরিচয় দিতে লা-
গিল। ২ সে উচ্চৈঃস্বরে এমত রোদন করিল, যে
মিস্রীয়েরা ও ফিরৌণের গৃহস্থিত লোকেরা তাহা
শুনিতে পাইল। ৩ যুষফ্ আপন ভ্রাতৃগণকে
কহিল, আমি যুষফ্, আমার পিতা কি অদ্যাপি
জীবৎ আছেন? কিন্তু তাহার ভ্রাতৃগণ তাহার
সাক্ষাতে ক্ষুব্ধ হওয়াতে উত্তর করিতে পারিল
না। ৪ পরে যুষফ্ আপন ভ্রাতৃগণকে কহিল,
বিনয় করি, আমার নিকটে আইস; তাহাতে
তাহারা নিকটে গেলে যুষফ্ কহিল, তোমরা
যাহাকে মিসরগামিদের কাছে বিক্রয় করিয়া-
ছিলা, তোমাদের সেই যুষফ্ ভ্রাতা আমি।
৫ কিন্তু তোমরা আমাকে এই স্থানে বিক্রয়
করিয়াছ, ইহার জন্যে এখন মনস্তাপিত
ও আপনাদের প্রতি বিরক্ত হইও না; কেননা
প্রাণরক্ষার্থে ঈশ্বর তোমাদের অগ্রে আমাকে
পাঠাইয়াছেন। ৬ দেখ, দুই বৎসরাবধি দেশে
দুর্ভিক্ষ হইয়াছে; আরো পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত
চাস ও শস্যচ্ছেদন হইবে না। ৭ অতএব ঈশ্বর
পৃথিবীতে তোমাদের বংশরক্ষা করিতে ও মহো-
পকারদ্বারা তোমাদিগকে প্রাণে বাঁচাইতে তো-
মাদের অগ্রে আমাকে পাঠাইয়াছেন। ৮ তো-
মরা আমাকে এই স্থানে পাঠাইয়াছ তাহা নয়,
ঈশ্বর পাঠাইয়াছেন, এবং আমাকে ফিরৌণের
পিতা ও তাহার বাটীর প্রভু ও সমস্ত দেশের
শাসনকর্ত্তা করিয়াছেন। ৯ অতএব তোমরা পি-
তার নিকটে শীঘ্র যাইয়া তাঁহাকে কহ, তো-
মার পুত্র যুষফ্ এই রূপ কহিল, ঈশ্বর আমাকে
সমস্ত মিসরদেশের প্রভু করিয়াছেন; তুমি আ-
মার নিকটে আইস, বিলম্ব করিও না। ১০ তুমি
পুত্র পৌত্রাদির ও গোমেষাদি সর্ব্বস্বের সহিত
গোশন্ প্রদেশে বাস করিবা; তাহাতে আমার
নিকটবর্ত্তী হইবা। ১১ সে স্থানে আমি তো-
মাকে প্রতিপালন করিব, নতুবা যে পাঁচ বৎসর
দুর্ভিক্ষ থাকিবে, তাহাতে তোমার ও তোমার
পরিবারাদি সকলের দৈন্যদশা ঘটিবে। ১২ দেখ,
আমি নিজ মুখে তোমাদিগকে বলিতেছি, ইহা
তোমরা ও আমার সহোদর বিন্যামীন চাক্ষুষ
দেখিতেছ। ১৩ অতএব তোমরা এই মিসরদেশে
আমার ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি যাহা২ দেখিতেছ, সে
সকল আমার পিতাকে জ্ঞাত করিয়া তাঁহা-
কে শীঘ্র এই স্থানে আন। ১৪ পরে যুষফ
আপন সহোদর বিন্যামীনের গলা ধরিয়া রো-
দন করিল, এবং বিন্যামীন্ও তাহার গলা ধরিয়া
রোদন করিল। ১৫ এবং যুষফ্ অন্য ভ্রাতা-
দিগকেও চুম্বন করিয়া তাহাদের গলা ধরিয়া
রোদন করিল; তদনন্তর তাহার ভ্রাতৃগণ তা-
হার সহিত আলাপ করিতে লাগিল।

১৬ অপর যুষফের ভ্রাতৃগণ আসিয়াছে, এই
জনরব ফিরৌণের বাটীতে ব্যাপ্ত হইলে ফি-
রৌন্ ও তাহার ভৃত্যগণ সকলে তুষ্ট হইল।
১৭ এবং ফিরৌন্ যুষফকে কহিল, তুমি আপন
ভ্রাতাদিগকে কহ, তোমরা এই কর্ম্ম কর; আ-
পন২ পশুগণে ছালা মিটাইয়া কিনান্দেশে
গিয়া ১৮ পিতাকে ও আপন২ পরিবারকে আমার
নিকটে লইয়া আইস; আমি তোমাদিগকে মি-
সরদেশের উত্তম স্থান দিয়া দেশের উত্তম দ্রব্য
ভোজন করাইব। ১৯ এখন আমার আজ্ঞানুসারে
এই কর্ম্ম কর, তোমরা আপনাদের বালক ও
স্ত্রীলোকদের নিমিত্তে মিসরহইতে শকট লইয়া
গিয়া তাহাদিগকে ও আপনাদের পিতাকে লই-
য়া আইস। ২০ আপন২ দ্রব্য সামগ্রীর মমতা
করিও না, সমুদয় মিসরদেশের উত্তম২ দ্রব্য
তোমাদের আছে। ২১ তাহাতে ইস্রায়েলের পুত্র-
গণ সম্মত হইলে যুষফ্ ফিরৌণের আজ্ঞানুসারে
তাহাদিগকে শকট ও পাথেয় দ্রব্য ২২ এবং প্র-
ত্যেক জনকে এক২ যোড়া বস্ত্র দিল, কিন্তু বিন্যা
মীনকে তিন শত রৌপ্যমুদ্রা ও পাঁচ যোড়া বস্ত্র
দিল। ২৩ এবং পিতার জন্যে মিসরের উত্তম২
দ্রব্যেতে ভারাক্রান্ত দশ গর্দ্দভ এবং পিতার
পাথেয়ের জন্যে শস্য ও রুটী প্রভৃতি ভক্ষ্যদ্রব্য-
তে ভারাক্রান্ত দশ গর্দ্দভী পাঠাইল। ২৪ এই রূপে
যুষফ্ আপন ভ্রাতাদিগকে বিদায় করিয়া প্রস্থান-
কালে তাহাদিগকে কহিল, সাবধান, পথে বি-
বাদ করিও না।

২৫ অনন্তর তাহারা মিসরহইতে যাত্রা করণ
পূর্ব্বক কিনান্দেশে আপন পিতা যাকূবের নিকটে
উপস্থিত হইয়া ২৬ তাহাকে কহিল, যুষফ্ অদ্যা-

বধি জীবৎ আছে, এবং সমস্ত মিসরদেশের
কর্ত্তৃত্ত্ব সে করিতেছে। তথাপি যাকুবের হৃদয়
জড়ীভূত থাকিল, কারণ তাহাদের কথাতে তা-
হার বিশ্বাস জন্মিল না। ২৭ কিন্তু যূষফ্ তাহা-
দিগকে যে২ কথা কহিয়াছিল, সে সকল যখন
তাহারা তাহাকে কহিল; এবং তাহাকে লইয়া
যাইবার নিমিত্তে যূষফ্ যে২ শকট পাঠাইয়া-
ছিল, তাহাও যখন সে দেখিল; তখন তাহাদের
পিতা যাকুবের মন পুনর্জীবিত হইতে লাগিল।
২৮ শেষে ইস্রায়েল্ কহিল, আমার পুত্র যূষফ্
অদ্যাবধি জীবৎ আছে, এই যথেষ্ট; আমি
গিয়া মরণের পূর্ব্বে তাহাকে দেখিব।

৪৬ অধ্যায়।

১ বেরশেবাতে যাকুবের গমন ও ঈশ্বরের দর্শন পাওন, ৫ ও মিসরে যাত্রা করণ, ৮ ও তাহার বংশাবলি, ২৮ ও যূষফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করণ, ও ভ্রাতৃগণের কাছে যূষফের কথা।

১ অনন্তর ইস্রায়েল্ আপন সকল লোকের সহিত
যাত্রা করণ পূর্ব্বক বেরশেবাতে উত্তরিয়া তথায়
আপন পিতা ইস্হাকের ঈশ্বরের উদ্দেশে বলি-
দান করিল। ২ পরে ঈশ্বর রাত্রিতে ইস্রায়ে-
লকে দর্শন দিয়া কহিলেন, হে যাকুব্ ২; তা-
হাতে সে উত্তর করিল, এই আমি উপস্থিত
আছি। ৩ তখন তিনি কহিলেন, আমি ঈশ্বর,
তোমার পিতার ঈশ্বর; তুমি মিসরে যাইতে
ভয় করিও না; কেননা আমি সেই স্থানে তো-
মাকে বৃহৎ জাতি করিব। ৪ আমিই তোমার
সঙ্গে মিসরে যাইব; এবং আমিই তথাহইতে
তোমাকে প্রত্যাগমনও করাইব, এবং যূষফ্ আ-
পন হস্তে তোমার চক্ষু নিমীলন করিবে।
৫ পরে যাকুব বেরশেবাহইতে যাত্রা করিলে
ইস্রায়েলের বহনার্থে ফিরৌণের প্রেরিত শকটে
তাহার পুত্রগণ আপনাদের পিতা যাকুবকে
এবং বালক ও স্ত্রীগণকে লইয়া গেল। ৬ পরে
তাহারা অর্থাৎ যাকুব ও তাহার তাবৎ বংশ
আপনাদের পশুগণ ও কিনান্দেশে উপার্জ্জিত
সকল সম্পত্তি লইয়া মিসরদেশে উত্তরিল। ৭ এই
রূপে যাকুব আপন পুত্র কন্যা পৌত্র পৌত্রী
প্রভৃতি সমস্ত বংশকে মিসরদেশে লইয়া গেল।
৮ মিসরে আগত ইস্রায়েল্ বংশের অর্থাৎ
যাকুব ও তাহার সন্তানদের নাম। যাকুবের
জ্যেষ্ঠ পুত্র রূবেন্।
৯ রূবেণের পুত্র হনোক্ ও পল্লু ও হিষ্রোন্
ও কার্ম্মি।
১০ শিমিয়োনের পুত্র যিমূয়েল্ ও যামীন্ ও
ওহদ্ ও যাখীন্ ও সোহর্ ও তাহার কিনানীয়া
স্ত্রীজাত পুত্র শৌল্।
১১ লেবির পুত্র গের্শোন্ ও কিহাৎ ও মিরারি।
১২ যিহূদার পুত্র এর্ ও ওনন্ ও শেলা ও
পেরস্ ও সেরহ। কিন্তু এর্ ও ওনন্ কিনান-
দেশে মরিয়াছিল। এবং পেরসের পুত্র হিষ্রোন্
ও হামূল্।
১৩ ইষাখরের পুত্র তোলয়্ ও পূয় ও যোব ও
শিম্রোন্।
১৪ সিবূলূনের পুত্র সেরদ্ ও এলোন্ ও যহ-
লেল্। ১৫ ইহারা এবং দীণা কন্যা পদ্দন্-অরামে
যাকুবহইতে জাত লেয়ার বংশ। ইহারা পুত্র
কন্যাতে তেত্রিশ জন ছিল।
১৬ গাদের পুত্র সিফোন্ ও হগি ও শূনী ও
ইষ্বোন্ ও এরি ও অরোদী ও অরেলী।
১৭ আশেরের পুত্র যিম্না ও যিশ্বা ও যি-
শ্বি ও বিরিয় ও তাহাদের ভগিনী সেরহ। এবং
বিরিয়ের পুত্র হেবর্ ও মল্কীয়েল্। ১৮ লাবন্
আপন কন্যা লেয়াকে যে সিল্পা নাম্নী দাসী-
কে দিয়াছিল, তাহারি গর্ব্ভে যাকুবের ঔরসজাত
এই ষোল প্রাণী।
১৯ যাকুবের ভার্য্যা রাহেলের পুত্র যূষফ্ ও
বিন্যামীন। ২০ মিসরদেশস্থ ওন্ নগরের পো-
টীফেরঃ যাজকের আসিনৎ নাম্নী কন্যার গর্ব্ভে
সেই যূষফের ঔরসে মিনশি ও ইফ্রয়িম্ জন্মি-
য়াছিল।
২১ বিন্যামীনের পুত্র বেলা ও বেখর ও অস্-
বেল্ ও গেরা ও নামন্ ও এহী ও রোশ্ ও
মুপ্পীম ও হুপ্পীম্ ও অর্দ। ২২ এই চৌদ্দ
জন যাকুবের ঔরসজাত রাহেলের বংশ।
২৩ দানের পুত্র হূশীম্।
২৪ নপ্তালির পুত্র যহসিয়েল্ ও গূনি ও যেৎ-
সর্ ও শিল্লেম্। ২৫ লাবন্ আপন কন্যা রাহেল-
কে যে বিল্হা নাম্নী দাসীকে দিয়াছিল, তাহারি
গর্ব্ভে যাকুবের ঔরসজাত এই সপ্ত জন।
২৬ পুত্রবধূ ব্যতিরেকে যাকুবের ঔরসজাত
সন্তান ছেষট্টি জন তাহার সহিত মিসরদেশে
গমন করিল। ২৭ মিসরে যূষফের যে দুই পুত্র
জন্মিয়াছিল, তাহাদের সহিত মিসরে গত যা-
কুবের বংশ সর্ব্বশুদ্ধ সত্তরি জন ছিল।
২৮ পরে গোশন্প্রদেশে সাক্ষাৎ হওনার্থে
যূষফকে আনিবার নিমিত্তে যাকুব তাহার নিকটে
আপন অগ্রে যিহূদাকে পাঠাইল; তাহাতে তা-
হারা গোশন্ প্রদেশে উত্তরিলে ২৯ যূষফ্ আপন
রথ সাজাইয়া গোশন্ প্রদেশে আপন পিতা
ইস্রায়েলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল; পরে
তাহার নিকটে উপস্থিত হইলে তাহার পিতা
তাহার গলা ধরিয়া অনেক ক্ষণ রোদন করিল।
৩০ তখন ইস্রায়েল্ যূষফকে কহিল, এখন স্বচ্ছন্দে
মরিব, কেননা তোমার মুখ দেখিয়া জানিলাম,

তুমি অদ্যাপি জীবৎ আছ। ৩১ পরে যূষফ্ আ-
পন ভ্রাতাদিগকে ও পিতার পরিবারকে কহিল,
আমি গিয়া ফিরৌণকে সমাচার দিয়া কহিব,
আমার ভ্রাতৃগণ ও পিতার সমস্ত পরিবার কি-
নান্ দেশহইতে আমার নিকটে আসিয়াছে।
৩২ তাহারা পশুপালক ও পশুব্যবসায়ী, এ
কারণ আপনাদের গোমেষাদি পাল প্রভৃতি
সর্ব্বস্ব আনিয়াছে। ৩৩ তাহাতে ফিরৌন্ তো-
মাদিগকে ডাকিয়া, তোমাদের কি ব্যবসায়? এ
কথা যখন জিজ্ঞাসা করিবে, তখন তোমরা
কহিবা, ৩৪ আপনকার এই দাসগণ বাল্যাবধি
অদ্য পর্য্যন্ত পিতৃপুরুষানুক্রমে পশুব্যবসায়ী,
তাহাতে তোমরা গোশন্ প্রদেশে বাস করিতে
পাইবা; কেননা পশুপালক সকল মিস্রীয়দের
কাছে ঘৃণাস্পদ আছে।

৪৭ অধ্যায়।

১ যূষফের পিতাকে ও পাঁচ ভ্রাতাকে ফিরৌণের সহিত সাক্ষাৎ করাওন, ১৩ ও শস্যের নিমিত্তে লোকদের রৌপ্য ও পশু প্রভৃতি মূল্য দেওন, ২৩ ও ফসলের পঞ্চম ভাগের নিমিত্তে বীজ দেওন, ২৭ ও যূষফকে যাকুবের শপথ করাওন।

১ পরে যূষফ্ গিয়া ফিরৌণকে সমাচার দিয়া
কহিল, আমার পিতা ও ভ্রাতৃগণ কিনানদেশ-
হইতে আপন গোমেষাদির পাল প্রভৃতি সর্ব্বস্ব
লইয়া আসিয়াছে; এখন তাহারা গোশন্ প্রদেশে
আছে। ২ এবং যূষফ্ আপন ভ্রাতৃগণের মধ্যে
পাঁচ জনকে লইয়া ফিরৌণের সহিত সাক্ষাৎ
করাইলে ৩ ফিরৌন্ তাহার সেই ভ্রাতাদিগকে
জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের ব্যবসায় কি? তা-
হাতে তাহারা ফিরৌণকে কহিল, আপনকার এই
দাসগণ পিতৃপুরুষানুক্রমে পশুপালক। ৪ তা-
হারা ফিরৌণকে আরো কহিল, আমরা এই
দেশে প্রবাস করিতে আসিয়াছি, কেননা কি-
নানদেশে অতি ভারি দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, তাহাতে
আপনকার এই দাসদের পশুপালের চরাণী
হয় না; অতএব নিবেদন করি, আপনকার এই
দাসদিগকে গোশন্ প্রদেশে বাস করিতে দিউন।
৫ তাহাতে ফিরৌন্ যূষফকে আজ্ঞা করিল, তো-
মার পিতা ও ভ্রাতৃগণ তোমার কাছে আসি-
য়াছে; ৬ দেখ, মিসরদেশ তোমার সম্মুখে আছে;
দেশের উত্তম স্থানে আপন পিতা ও ভ্রাতৃগণকে
বাস করাও; তাহারা গোশন্প্রদেশে বাস করুক;
এবং তাহাদের মধ্যে যাহাকে২ নিপুণ লোক
বোধ হয়, তাহাদিগকে আমার পশুপালের অ-
ধ্যক্ষপদে নিযুক্ত কর। ৭ পরে যূষফ্ আপন
পিতা যাকুবকে আনাইয়া ফিরৌণের সহিত
সাক্ষাৎ করাইল; তাহাতে যাকুব ফিরৌণকে
আশীর্ব্বাদ করিল। ৮ তখন ফিরৌন্ যাকুবকে
জিজ্ঞাসিল, কত বৎসর তোমার বয়স হইয়াছে?
৯ যাকুব্ ফিরৌণকে কহিল, আমার প্রবাসকা-
লের এক শত ত্রিশ বৎসর হইয়াছে; আমার
আয়ুর দিন অল্প ও ক্লেশজনক; আমার পূর্ব্বপু-
রুষদের প্রবাসকালের আয়ুর তুল্য নয়। ১০ পরে
যাকুব্ ফিরৌণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহার সা-
ক্ষাৎহইতে বিদায় হইল। ১১ তখন যূষফ্ ফি-
রৌণের আজ্ঞানুসারে মিসরদেশের উত্তম অঞ্চলে
অর্থাৎ রামিষেস্ নামক প্রদেশে অধিকার দিয়া
আপন পিতাকে ও ভ্রাতৃগণকে বসতি করাইল।
১২ এবং যূষফ্ আপন পিতাকে ও ভ্রাতৃগণ
প্রভৃতি সমস্ত পিতৃপরিজনকে প্রত্যেকের পরি-
বারানুসারে ভক্ষ্য দ্রব্য দিয়া প্রতিপালন করিল।
১৩ তৎকালে সর্ব্বদেশে অতি ভারি দুর্ভিক্ষ হও-
য়াতে খাদ্য বস্তুর এমত অভাব হইল, যে মিসর-
দেশীয় ও কিনানীয় লোকেরা দুর্ভিক্ষ প্রযুক্ত মূর্চ্ছা-
গতপ্রায় হইতে লাগিল। ১৪ অপর লোকেরা
যূষফের নিকটে যে শস্য ক্রয় করিল, তাহার
মূল্যার্থে যূষফ্ মিসরদেশ ও কিনানদেশের তা-
বৎ রৌপ্য সংগ্রহ করিয়া ফিরৌণের ভাণ্ডারে
আনিল। ১৫ এই রূপে মিসরদেশে ও কিনান-
দেশে রূপার অভাব হইলে মিস্রীয় লোকেরা
যূষফের নিকটে আসিয়া কহিল, আমাদিগকে
খাদ্য দ্রব্য দেও, আমাদের রূপার শেষ হও-
য়াতে আমরা কি তোমার সম্মুখে মরিব? ১৬ তা-
হাতে যূষফ্ কহিল, তোমাদের পশু দেও; যদি
রূপার শেষ হইয়া থাকে, তবে পশুর পরিবর্ত্তে
তোমাদিগকে শস্য দিব। ১৭ তখন তাহারা যূষ-
ফের কাছে আপন২ পশু আনিলে যূষফ্ অশ্ব
ও মেষপাল ও গোপাল ও গর্দ্দভাদি পরিবর্ত্তে
লইয়া তাহাদিগকে শস্য দিতে লাগিল; এই
রূপে যূষফ্ তাহাদের সমস্ত পশু লইয়া সেই
বৎসর তাহাদিগকে খাদ্য দিল। ১৮ এবং সম্বৎ-
সর পূর্ণ হইলে দ্বিতীয় বৎসরে তাহারা যূষফের
নিকটে আসিয়া কহিল, আমরা প্রভুহইতে কিছু
গোপন করিব না; আমাদের তাবৎ রৌপ্য শেষ
হইয়াছে, এবং পশুধনও প্রভুরই হইয়াছে;
এখন আমাদের শরীর ও ভূমি ব্যতিরেকে প্রভুর
সাক্ষাতে আর কিছুই নাই। ১৯ কিন্তু আমরা
আপন২ ভূমির সহিত তোমার গোচরে কেন
বিনষ্ট হইব? তুমি বরং খাদ্য শস্য দিয়া আ-
মাদিগকে ও আমাদের তাবৎ ভূমি ক্রয় করিয়া
লও; আমরা আপন২ ভূমির সহিত ফিরৌ-
ণের দাস হইব; পরে আমাদিগকে বীজ দেও;
তাহাতে বাঁচিব; নতুবা আমরা মরিব, এবং
ভূমিও নষ্ট হইবে। ২০ এই রূপে দুর্ভিক্ষ তাহা-
দের অতি অসহ্য হইলে মিস্রিরা প্রত্যেকে আ-

পন২ ভূমি বিক্রয় করিল। তাহাতে যুষফ্ ফি-
রৌণের নিমিত্তে মিসরদেশীয় তাবৎ ভূমি ক্রয়
করিল; অতএব সকল ভূমিতে ফিরৌণের অধি-
কার হইল। ২১ তাহাতে সে মিসরের এক সীমা
অবধি অন্য সীমা পর্য্যন্ত প্রজাদিগকে নগরে২
প্রবাস করাইল। ২২ কেবল যাজকদের ভূমি ক্রয়
করিল না, কারণ ফিরৌন্ যাজকদিগকে বৃত্তি
দিত, অতএব ফিরৌণের দত্ত বৃত্তিদ্বারা তাহা-
দের নির্ব্বাহ হওয়াতে তাহারা আপন২ ভূমি
বিক্রয় করিল না।

২৩ পরে যুষফ্ প্রজাগণকে কহিল, দেখ, আমি
ফিরৌণের নিমিত্তে তোমাদিগকে ও তোমাদের
ভূমি সকল ক্রয় করিলাম। ২৪ এখন এই বীজ
লইয়া ভূমিতে বপন কর; তাহাতে যাহা২ উৎ-
পন্ন হইবে, তাহার পঞ্চমাংশ ফিরৌণকে দিবা,
অন্য চারি অংশ ভূমির বীজ ও আপনাদের
ও পরিজনদের ও বালকগণের খাদ্যের নিমিত্তে
তোমাদেরই থাকিবে। ২৫ তাহাতে তাহারা কহিল,
আপনি আমাদের প্রাণ রক্ষা করিলেন; আ-
পনকার কৃপাদৃষ্টি হইলে আমরা ফিরৌণের
দাস হইব। ২৬ তাবৎ ভূমির পঞ্চমাংশ ফি-
রৌন্ পাইবে, যুষফের স্থাপিত এই ব্যবস্থা সমস্ত
মিসরদেশে অদ্যাবধি চলিতেছে। কেবল যাজ-
কদের ভূমিতে ফিরৌণের অধিকার হয় নাই।

২৭ অপর ইস্রায়েল্ মিসরদেশের গোশন অঞ্চ-
লে বাস করিল, এবং তথায় অধিকার পাইয়া
ক্রমে২ বর্দ্ধিষ্ণু ও অতি বৃহদ্গোষ্ঠী হইল। ২৮ মি-
সরদেশে যাকুব্ সতের বৎসর পর্য্যন্ত জীবৎ
থাকিল; তাহাতে তাহার আয়ুর পরিমাণ এক
শত সাতচল্লিশ বৎসর হইল। ২৯ পরে ইস্রা-
য়েল আপন মরণদিন নিকটস্থ জানিয়া আপন
পুত্র যুষফকে ডাকাইয়া কহিল, আমি যদি তো-
মার সাক্ষাতে অনুগৃহীত হইলাম, তবে বিনয়
করি, তুমি আমার জংঘাতে হস্ত দিয়া আমার
প্রতি দয়া ও বিশ্বস্ততা প্রকাশ কর, অর্থাৎ এই
মিসরদেশে আমাকে কবর দিও না। ৩০ আমি
আপন পূর্ব্বপুরুষদের নিকটে কবরশায়ী হইতে
চাহি; অতএব তুমি আমাকে এই মিসরহইতে
লইয়া গিয়া তাহাদের কবরস্থানে শয়ন করাইবা।
তাহাতে যুষফ্ কহিল, তোমার আজ্ঞানুসারেই
করিব। ৩১ তথাপি যাকুব্ যুষফকে দিব্য করিতে
কহিলে যুষফ্ তাহার নিকটে দিব্য করিল। তখন
ইস্রায়েল্ শয্যার শিয়রের দিগে প্রণাম করিল।

৪৮ অধ্যায়।

১ পীড়িত যাকুবের সহিত যুষফ্ ও তাহার দুই পুত্রের সাক্ষাৎ করণ ও তাহাদের প্রতি যাকুবের কথা, ৮ ও যুষফের দুই পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কনিষ্ঠকে প্রধান করণ, ১৫ ও যুষফের সহিত তাহার কথোপকথন।

১ ঐ সকল ঘটনা হইলে পর, দেখ, তোমার
পিতা পীড়িত আছে, এই সংবাদ কেহ যুষফ-
কে কহিলে সে আপনার দুই পুত্র মিনশি ও
ইফ্রয়িমকে সঙ্গে লইয়া গেল। ২ তখন কেহ
যাকুবকে কহিল, দেখ, তোমার পুত্র যুষফ্ আ-
ইল; তাহাতে ইস্রায়েল্ আপনাকে সবল করিয়া
শয্যায় উঠিয়া বসিল, ৩ এবং যুষফকে কহিল,
কিনানদেশের লূস্ নগরে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর
আমাকে দর্শন দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া ৪ ইহা
কহিয়াছিলেন, দেখ, আমি তোমাকে ফলবন্ত ও
বহুগোষ্ঠীক করিব, ও তোমাহইতে লোকসমূহ
উৎপন্ন করিব, এবং তোমার ভাবিবংশকে চির-
স্থায়ি অধিকারার্থে এই দেশ দিব। ৫ অতএব
মিসরে আমার আগমনের পূর্ব্বে তোমার যে
দুই পুত্র মিসরদেশে জন্মিয়াছিল, তাহারা আ-
মার হইবে, অর্থাৎ রুবেন্ ও শিমিয়োনের ন্যায়
ইফ্রয়িম ও মিনশি আমারি হইবে; ৬ কিন্তু ইহা-
দের পরে জাত তোমার যে২ সন্তান, তাহারা
তোমার হইবে, এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের নামে
আপন২ অধিকারে বিখ্যাত হইবে। ৭ কেননা
পদ্দন্-অরামহইতে আগমন সময়ে আমি কি-
নানদেশের ইফ্রাথাহইতে কিঞ্চিৎ দূরে থাকিতে
রাহেল্ পথেই আমার নিকটে মরিল; তাহাতে
আমি তথায় ইফ্রাথার অর্থাৎ বৈৎলেহমের পথের
পার্শ্বে তাহার কবর দিলাম।

৮ পরে ইস্রায়েল্ যুষফের পুত্রদিগকে দেখিয়া
জিজ্ঞাসিল, ইহারা কে? ৯ তাহাতে যুষফ্ পি-
তাকে কহিল, ইহারা এই দেশে ঈশ্বরকর্ত্তৃক
দত্ত আমার পুত্র। তখন ইস্রায়েল্ কহিল, বিনয়
করি, ইহাদিগকে আমার কাছে আন, আমি
ইহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিব। ১০ কিন্তু ইস্রা-
য়েল্ বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত ক্ষীণদৃষ্টি হওয়াতে সুস্পষ্ট
দেখিতে পাইল না, অতএব তাহাদিগকে নিকটে
আনিলে সে তাহাদিগকে চুম্বন ও আলিঙ্গন
করিল। ১১ এবং ইস্রায়েল্ যুষফকে কহিল, আমি
তোমার মুখ আর দেখিতে পাইব না, ইহা
ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু দেখ, ঈশ্বর আমাকে তো-
মার বংশও দেখাইলেন। ১২ তখন যুষফ্ জা-
নুদ্বয়ের মধ্যহইতে তাহাদিগকে লইয়া ভূমিষ্ঠ
হইয়া প্রণাম করিল। ১৩ পরে যুষফ্ দুই জনকে
পিতার নিকটে লইয়া আপন দক্ষিণ হস্তদ্বারা
ইস্রায়েলের বামদিগে ইফ্রয়িমকে, ও বাম হস্ত-
দ্বারা ইস্রায়েলের দক্ষিণদিগে মিনশিকে ধরিয়া
উপস্থিত করিল। ১৪ তাহাতে ইস্রায়েল দক্ষিণ হস্ত
বাড়াইয়া কনিষ্ঠ ইফ্রয়িমের মস্তকোপরি দিল,
এবং জ্যেষ্ঠ মিনশির মস্তকোপরি বাম হস্ত দিল।

এ তাহার স্বেচ্ছাকৃত বাহুচালন; নতুবা মিনশি
প্রথমজাত ছিল।
১৫ পরে সে যুষফকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল,
আমার পূর্ব্বপুরুষ ইব্রাহীম্ ও ইস্হাক্ যে ঈশ্ব-
রের সহগামী ছিল, ও যে ঈশ্বর অদ্যাবধি আমা-
কে যাবজ্জীবন প্রতিপালন করিতেছেন, ১৬ এবং
যে দূত সমস্ত আপদহইতে আমাকে রক্ষা করি-
য়াছেন, তিনি এই বালকদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।
ইহাদের দ্বারা আমার ও আমার পূর্ব্বপুরুষ
ইব্রাহীমের ও ইস্হাকের নাম থাকুক, এবং
ইহারা দেশেতে বহুগোষ্ঠীক হউক। ১৭ তখন
ইফ্রয়িমের মস্তকে পিতার দক্ষিণ হস্ত দেখিয়া
যূষফ্ অসন্তুষ্ট হইল, অতএব সে ইফ্রয়িমের
মস্তকহইতে মিনশির মস্তকে স্থাপনার্থে পিতার
হস্ত তুলিয়া ১৮ কহিল, হে পিতঃ, এমন নয়, এই
জন জ্যেষ্ঠ, ইহারই মস্তকে দক্ষিণ হস্ত দিউন।
১৯ কিন্তু তাহার পিতা অসম্মত হইয়া কহিল, হে
পুত্র, তাহা আমি জানি, আমি জানি; সেও এক
জাতি হইবে, এবং মহান্ও হইবে, কিন্তু তাহার
কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাহা অপেক্ষাও মহান্ হইবে, ও
ইহার বংশ বহুগোষ্ঠীক হইবে। ২০ সেই দিনে
সে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, ইস্রা-
য়েল্ বংশ আশীর্ব্বাদ করণের সময়ে তোমাদের
নাম করিয়া কহিবে, ঈশ্বর তোমাকে ইফ্রয়িমের
ও মিনশির তুল্য করুন। ২১ এই রূপে সে
মিনশিহইতে ইফ্রিয়িমকে অগ্রগণ্য করিল। অপর
ইস্রায়েল্ যূষফকে কহিল, দেখ, আমি মরি-
তেছি; কিন্তু ঈশ্বর তোমাদের সহায় হইয়া
তোমাদিগকে পুনর্ব্বার পৈতৃক দেশে লইয়া যা-
ইবেন। ২২ আমি আপন খড়্গ ও ধনুর দ্বারা
ইমোরীয়দের হস্তহইতে যে অংশ পাইয়াছি,
তোমার ভ্রাতৃগণহইতে সেই অধিক অংশ তো-
মাকে দিলাম।

৪৯ অধ্যায়।

১ যাকূবের সকল পুত্রকে ডাকিয়া একত্র করণ, ৩ ও প্রত্যেক জনের বিষয়ে তাহার কথা ও ভবিষ্যদ্বাক্য, ২৯ ও আপন কবরের বিষয়ে আদেশ করিয়া তাহার প্রাণত্যাগ করণ।

১ অনন্তর যাকূব্ আপন পুত্রগণকে ডাকিয়া কহিল,
তোমরা একত্র হও, শেষকালে তোমাদের প্রতি
যাহা ঘটিবে, তাহা তোমাদিগকে কহি। ২ হে
যাকূবের পুত্রগণ, একত্র হইয়া শুন, ও তো-
মাদের পিতা ইস্রায়েলের কথায় মনোযোগ
কর।
৩ হে রূবেন্, তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র; তুমি
আমার বল ও শক্তির প্রথম ফলস্বরূপ, এবং
মহিমার ও পরাক্রমের প্রাধান্য বিশিষ্ট। ৪ তুমি
উচ্চণ্ড জলস্বরূপ, তোমার প্রাধান্য থাকিবে না;
কেননা তুমি আপন পিতার শয্যাতে গিয়া-
ছিলা; তৎকালে আমার শয্যায় যাওয়াতে তুমি
তাহা অশুচি করিলা।
৫ শিমিয়োন্ ও লেবি দুই সহোদর; তাহা-
দের খড়্গ নির্দ্দয় অস্ত্র। ৬ তাহাদের যুক্তিতে
আমার মন না যাউক, ও তাহাদের সভার সহিত
আমার সম্ভ্রমের মিলন না হউক; কেননা তা-
হারা ক্রোধেতে নরহত্যা, এবং স্বেচ্ছাতে বৃষ-
ভের শিরার ছেদন করিল। ৭ তাহাদের ক্রোধ
অভিশপ্ত হউক, কেননা তাহা প্রচণ্ড; এবং তা-
হাদের কোপ অভিশপ্ত হউক, কেননা তাহা
নিষ্ঠুর ছিল; আমি যাকূবীয়দের মধ্যে তাহা-
দিগকে বিভাগ করিব, ও ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে
ছিন্নভিন্ন করিব।
৮ হে যিহূদা, তোমার ভ্রাতৃগণ তোমার প্র-
শংসা করিবে, ও তোমার হস্ত শত্রুগণের গ্রীবা
ধরিবে; তোমার পিতৃসন্তানগণ তোমাকে প্রণাম
করিবে। ৯ যিহূদা সিংহশাবকের তুল্য; হে বৎস,
তুমি ধৃত মৃগকে ভোজন করিয়া উঠিবা। কেশরির
কিম্বা সিংহীর ন্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত থা-
কিলে কে তাহাকে জাগাইবে? ১০ যাঁহার নিকটে
লোকদের সমাগম হইবে, সেই শীলোর (সা-
ন্ত্বনাকারির) আগমন যাবৎ না হয়, তাবৎ যি-
হূদাহইতে রাজদণ্ড ও তাহার বংশহইতে বিচা-
রাধ্যক্ষতা যাইবে না। ১১ সে দ্রাক্ষালতার নি-
কটে গর্দ্দভকে, ও উত্তম দ্রাক্ষালতার নিকটে
খরশাবককে বাঁধিবে, এবং দ্রাক্ষারসেতে উত্তরীয়
বস্ত্র ও দ্রাক্ষার রক্তেতে পরিধেয় বস্ত্র রঙ্গাইবে।
১২ তাহার চক্ষু মদ্যেতে রক্তবর্ণ, এবং দন্ত দুগ্ধে-
তে শ্বেতবর্ণ হইবে।
১৩ সিবূলূন সমুদ্রতীরে বাস করিবে, ও জা-
হাজের আশ্রয় সমুদ্রতীরে তাহার বাস হই-
বে, এবং সীদোন্ পর্য্যন্ত তাহার অধিকারের
সীমা হইবে।
১৪ ইষাখর্ খোঁয়াড়ের মধ্যে শয়নকারি বল-
বান্ গর্দ্দভের সদৃশ। ১৫ সে বিশ্রামকে উত্তম ও
দেশকে রম্য বুঝিয়া ভার বহিতে স্কন্ধ নমন
করিয়া করাধীন দাস হইবে।
১৬ দান ইস্রায়েলের অন্য গোষ্ঠীদের তুল্য
হইয়া আপন লোকদের বিচার করিবে। ১৭ দান
পথে স্থিত সর্প ও মার্গে গুপ্ত বিষধরস্বরূপ; সে
ঘোটকের পদে দংশন করিলে তদারূঢ় ব্যক্তি
পশ্চাতে পতিত হইবে।
১৮ হে পরমেশ্বর, আমি তোমাদ্বারা পরিত্রা-
ণের অপেক্ষাতে আছি।
১৯ সৈন্যদল গাদকে ব্যাকুল করিবে; কিন্তু সে
পশ্চাৎ তাহাদিগকে ব্যাকুল করিবে।

২০ আশেরহইতে অতি উত্তম খাদ্য জন্মিবে;
সে রাজার উপাদেয় ভক্ষ্য যোগাইয়া দিবে।
২১ নপ্তালি দীর্ঘাঙ্গী হরিণীস্বরূপ, সে মনো-
হর বাক্য কহিবে।
২২ যূষফ্ ফলদায়ি বৃক্ষের পল্লবস্বরূপ; সে
জলপ্রবাহের পার্শ্বস্থিত ফলদায়ি বৃক্ষের পল্লব-
স্বরূপ; তাহার শাখা সকল প্রাচীর অতিক্রম
করে। ২৩ ধনুর্দ্ধরেরা ক্লেশ দিয়া বাণাঘাত করি-
য়া তাহার বিদ্রোহ করিয়াছিল; ২৪ কিন্তু ইস্রা-
য়েলের পালক ও মূলপ্রস্তরস্বরূপ ও যাকুবের
শক্তিমান্ ঈশ্বরদ্বারা তাহার ধনুক সবল থা-
কিল, ও তাহার বাহু ও কর বলবান্ থাকিল।
২৫ তোমার পৈতৃক ঈশ্বরের সাহায্যে ও সর্ব্বশক্তি-
মানের আশীর্ব্বাদে উপরিস্থ আকাশহইতে যে
মঙ্গল হয়, এবং নীচস্থ গভীর সমুদ্রহইতে যে
মঙ্গল হয়, এবং স্তনহইতে ও গর্ভহইতে যে
মঙ্গল হয়, সে সকলি তোমাতে বর্ত্তিবে। ২৬ আ-
মার পূর্ব্বপুরুষদের আশীর্ব্বাদ অপেক্ষা তোমার
পিতার আশীর্ব্বাদ ফলজনক; সে চিরস্থায়ি
পর্ব্বতের সীমা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইবে, ও যূষফের
মস্তকে, অর্থাৎ আপন ভ্রাতৃকর্তৃক দূরীকৃত যে
ব্যক্তি, তাহার মস্তকাগ্রেই বাহুল্য রূপে বর্ত্তিবে।
২৭ বিন্যামীন্ প্রাতঃকালে মৃগভক্ষণকারি ও
সন্ধ্যাতে শিকার বণ্টনকারি বিদারক নেকড়িয়ার
তুল্য হইবে।
২৮ ইহারা ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশ; ইহাদের
পিতা আশীর্ব্বাদ করণ সময়ে এই কথা কহিয়া ইহা-
দের প্রত্যেক জনকে বিশেষ ২ আশীর্ব্বাদ করিল।
২৯ পরে যাকুব্ তাহাদিগকে কহিল, আমি আ-
পন লোকদের সহিত সংগৃহীত হইব। ৩০ অত-
এব ইব্রাহীম্ কবরস্থান অধিকারার্থে কিনান-
দেশে মম্রির পূর্ব্বস্থিত যে মক্পেলা ক্ষেত্র হিত্তীয়
ইফ্রোণের কাছে কিনিয়াছিল, সেই হিত্তীয় ইফ্রো-
ণের ক্ষেত্রস্থিত গুহাতে পিতৃলোকদের নিকটে
আমার কবর দিও। ৩১ সেই স্থানে ইব্রাহীমের
ও তাহার ভার্য্যা সারার এবং ইস্হাকের ও
তাহার ভার্য্যা রিবকার কবর হইয়াছে, এবং সেই
স্থানে আমিও লেয়ার কবর দিয়াছি; ৩২ কে-
ননা সেই ক্ষেত্র ও তন্মধ্যস্থ গুহা হিত্তীয় সন্তা-
নদের কাছে ক্রীত হইয়াছে। ৩৩ এই রূপে আ-
পন পুত্রদিগকে আজ্ঞা করণের সমাপ্তি করিলে
পর যাকুব শয্যাতে দুই চরণ একত্র করিয়া
প্রাণত্যাগ করিয়া আপন লোকদের নিকটে সং-
গৃহীত হইল।

৫০ অধ্যায়।

১ যাকুবের জন্যে শোক করণ, ৭ ও যাকুবের কবর দিতে যাওন, ১৫ ও যূষফের ভ্রাতৃগণকে সান্ত্বনা করণ, ২২ ও যূষফের বংশের কথা ও শেষ আজ্ঞা ও মৃত্যু।

১ তখন যূষফ্ আপন পিতার মুখে মুখ দিয়া
রোদন করিয়া চুম্বন করিল। ২ এবং যূষফ্ আ-
পন পিতার দেহ বণিক্ দ্রব্যেতে অক্ষয় করিতে
আপন ভৃত্য চিকিৎসকগণকে আজ্ঞা করিল,
তাহাতে চিকিৎসকেরা ইস্রায়েলের দেহ বণিক্
দ্রব্যযুক্ত করিল। ৩ সেই কর্ম্ম করিতে চল্লিশ
দিবস লাগিলে তাহারা তাহাতে চল্লিশ দিন যা-
পন করিল; মিস্রীয় লোকেরাও তাহার নিমিত্তে
সত্তর দিন পর্য্যন্ত শোক করিল। ৪ শোকের
দিন উত্তীর্ণ হইলে যূষফ্ ফিরৌণের পরিজনকে
কহিল, যদি আমার প্রতি তোমাদের অনুগ্রহ
থাকে, তবে ফিরৌণের কর্ণগোচরে এই কথা
কহ; ৫ আমার পিতা আমাকে দিব্য করাইয়া
কহিয়াছেন, দেখ, আমি মরিলে কিনানদেশে
আপনার জন্যে যে কবর খনন করিয়াছি, তা-
হাতে তুমি আমাকে রাখিও; অতএব এখন
আমাকে যাইতে দেও; আমি পিতাকে কবর
দিয়া পুনর্ব্বার আসিব। ৬ তাহাতে ফিরৌন্
কহিল, যাও, তোমার পিতা তোমাকে যে দিব্য
করাইয়াছে, তুমি তদনুসারে তাহার কবর দেও।
৭ তখন যূষফ্ আপন পিতার কবর দিতে যাত্রা
করিল; তাহাতে রাজবাটীর অধ্যক্ষ ফিরৌণের
ভৃত্যগণ ও মিসরদেশীয় অধ্যক্ষগণ ৮ এবং যূষ-
ফের সকল পরিবার ও তাহার ভ্রাতৃগণ ও তা-
হার পিতৃগৃহের পরিবার তাহার সঙ্গে গমন
করিল; গোশন্ প্রদেশে কেবল তাহাদের বালক-
গণ ও মেষপাল ও গোপাল থাকিল। ৯ তাহার
সহিত রথ ও অশ্বারূঢ়গণ গমন করিল; তাহাতে
অতিশয় সমারোহ হইল। ১০ পরে তাহারা যর্দ্দন
নদী পারস্থ আটদের শস্যমর্দ্দনস্থানে উপস্থিত
হইলে তথায় মহাবিলাপ করিয়া রোদন করিল;
যূষফ্ সেই স্থানে পিতার উদ্দেশে সাত দিন
পর্য্যন্ত শোক করিল। ১১ আটদের শস্যমর্দ্দন-
স্থানে তাহাদের এরূপ শোক দেখিয়া সেই দেশ
নিবাসি কিনানীয় লোকেরা কহিল, মিস্রীয়দের
এ অতি দারুণ শোক; এই নিমিত্তে যর্দ্দন্ পারস্থ
সেই স্থান আবেল্ মিসর (মিস্রীয়দের শোক)
নামে বিখ্যাত হইল। ১২ পরে যাকুব্ আপন
পুত্রগণকে যেরূপ আজ্ঞা দিয়াছিল, তাহারা তদ-
নুসারে কর্ম্ম করিল। ১৩ ফলতঃ তাহার পুত্রগণ
তাহাকে কিনানদেশে লইয়া গিয়া হিত্তীয় ইফ্রো-
ণের কাছে কবরস্থানার্থে ইব্রাহীমের ক্রীত মম্রির
পূর্ব্বস্থ যে ক্ষেত্র, সেই মক্পেলা ক্ষেত্রের মধ্য-
বর্ত্তি গুহাতে তাহার কবর দিল। ১৪ তাহার
পিতার কবর হইলে পর যূষফ্ ও তাহার ভ্রা-
তৃগণ প্রভৃতি যত লোক তাহার পিতার কবর

দিতে তাহার সঙ্গে গিয়াছিল, সকলে মিসরদে-
শে প্রত্যাগমন করিল।
১৫ অপর আপনাদের পিতা মরিয়াছে, ইহা
দেখিয়া যূষফের ভ্রাতৃগণ কহিল, যূষফ্ যদি
আমাদিগকে ঘৃণা করে, তবে আমরা তাহার যে
সকল অনিষ্ট করিয়াছি, তাহার প্রতিফল আ-
মাদিগকে দিবে। ১৬ অতএব তাহারা যূষফের
নিকটে এই কথা কহিয়া পাঠাইল, তোমার পিতা
মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাদিগকে ইহা কহিয়াছিলেন,
১৭ তোমরা যূষফকে এই কথা কহিও, তোমার
ভ্রাতৃগণ তোমার প্রতি অনিষ্টাচার করিয়াছে;
কিন্তু তুমি অনুগ্রহ করিয়া তাহাদের সেই দোষ
ও অপরাধ ক্ষমা করিও; অতএব আমরা বিনয়
করি, তোমার পৈতৃক ঈশ্বরের এই দাসদের দোষ
ক্ষমা কর। তাহাদের এই কথা কথনেতে যূষফ্
রোদন করিতে লাগিল। ১৮ পরে তাহার ভ্রা-
তৃগণ আপনারা তাহার অগ্রে গিয়া প্রণিপাত
করিয়া কহিল, দেখ, আমরা তোমার দাস।
১৯ তাহাতে যূষফ্ তাহাদিগকে কহিল, ভয় করিও
না, আমি কি ঈশ্বরের প্রতিনিধি? ২০ তোমরা
আমার বিরুদ্ধে কুপরামর্শ করিয়াছিলা বটে, কিন্তু
ঈশ্বর তাহা সুপরামর্শ করিলেন; ফলতঃ এখন
যেরূপ দেখিতেছ, এই রূপে অনেক লোকের
প্রাণ রক্ষা করিতে তাঁহার অভিপ্রায় ছিল।
২১ তোমরা এখন ভীত হইও না, আমি তো-
মাদিগকে ও তোমাদের বালকগণকে প্রতিপা-
লন করিব। এই রূপে মিষ্ট কথা কহিয়া সে তাহা-
দিগকে সান্ত্বনা করিল।
২২ পরে যূষফ্ ও তাহার পিতৃপরিবার মি-
সরদেশে বাস করিয়া থাকিল; এবং যূষফ্
এক শত দশ বৎসর জীবৎ থাকিয়া ২৩ ইফ্রয়িমের
পৌত্র পর্য্যন্ত দেখিল; এবং মিনশির মাখীর্
নামক পুত্রের সন্তানদিগকেও ক্রোড়ে করিল।
২৪ পরে যূষফ্ ভ্রাতৃগণকে কহিল, আমি মরি-
তেছি, কিন্তু ঈশ্বর তোমাদের প্রতি অবশ্য কৃ-
পাদৃষ্টি করিয়া ইব্রাহীমের ও ইস্হাকের ও যা-
কূবের নিকটে যে দেশ দিতে দিব্য করিয়াছেন,
সেই দেশে তোমাদিগকে এই দেশহইতে লইয়া
যাইবেন। ২৫ তাহাতে যূষফ্ ইস্রায়েলের সন্তান-
গণকে এই দিব্য করাইয়া কহিল, ঈশ্বর তো-
মাদের প্রতি অবশ্য কৃপাদৃষ্টি করিবেন, তৎকালে
তোমরা এ স্থানহইতে আমার অস্থি লইয়া যা-
ইবা। ২৬ অপর যূষফ্ এক শত দশ বৎসর বয়সে
মরিল; তাহাতে তাহারা তাহার দেহ বণিক্
দ্রব্যেতে অক্ষয় করিয়া মিসরদেশে এক কাষ্ঠা-
ধারের মধ্যে রাখিল।

যাত্রাপুস্তক

অর্থাৎ

মূসালিখিত দ্বিতীয় পুস্তক।

---

১ অধ্যায়।

যূষফ্ ও তাহার ভ্রাতৃগণের মরণের পর তাহাদের বংশবৃদ্ধি হওন, ৮ ও ফিরৌণদ্বারা তাহাদের প্রতি উপদ্রব, ১৫ ও তাহাদের প্রতি ধাত্রীদের দয়া, ২২ ও তাহাদের পুত্রগণের বধ।

১ ইস্রায়েলের যে পুত্রগণ প্রত্যেকে আপন ২
পরিজন লইয়া যাকূবের সহিত মিসরদেশে আ-
সিয়াছিল, তাহাদের নাম ২ রূবেন্ ও শিমিয়োন্
ও লেবি ও য়িহূদা, ৩ ও ইষাখর্ ও সিবূলূন্ ও
বিন্যামীন্, ৪ ও দান্ ও নপ্তালি ও গাদ্ ও আশের্।
৫ সর্ব্বশুদ্ধ যাকূবের বংশ সত্তর জন ছিল; কিন্তু
যূষফ্ পূর্ব্বেই মিসরে ছিল। ৬ পরে যূষফ্ ও
তাহার ভ্রাতৃগণ ও তাৎকালিক সমস্ত লোক মরিল।
৭ তথাপি ইস্রায়েলের বংশ বহুপ্রজ ও বর্দ্ধিষ্ণু
ও বহুগোষ্ঠীক হইয়া অতিশয় প্রবল হইল, এবং
তাহাদের দ্বারা দেশ পরিপূর্ণ হইল।
৮ পরে যূষফকে জ্ঞাত ছিল না, এমত এক নূতন
রাজা মিসরদেশের রাজত্ব পাইল। ৯ সে আ-
পন লোকদিগকে কহিল, দেখ, আমাদের অপে-
ক্ষা ইস্রায়েল বংশ অধিক বলবান ও বহুসং-
খ্যক। ১০ আইস, আমরা তাহাদের সহিত সা-
বধানে ব্যবহার করি, পাছে তাহারা আরো
বর্দ্ধিষ্ণু হয়, এবং যুদ্ধ উপস্থিত হইলে শত্রুপক্ষ
হইয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ করে, কিম্বা এ দেশ-
হইতে প্রস্থান করে। ১১ পরে তাহারা ভার
বহনদ্বারা তাহাদিগকে ক্লেশ দিতে তাহাদের
উপরে কার্য্যশাসকদিগকে নিযুক্ত করিল, এবং
তাহাদের দ্বারা ফিরৌণের নিমিত্তে ভাণ্ডারের
নগর অর্থাৎ পিথোম্ ও রামিষেষ্ গাঁথাইল।

১২ কিন্তু ইস্রায়েল বংশ তাহাদের দ্বারা যত
ক্লেশ পাইল, তত বৃদ্ধি ও উন্নতি পাইতে লাগিল;
অতএব ইস্রায়েল্ বংশের জন্যে অতিশয় উদ্বিগ্ন
হওয়াতে ১৩ মিস্রীয় লোকেরা নির্দ্দয়তা পূর্ব্বক তা-
হাদিগকে দাস্যকর্ম্ম করাইয়া ১৪ কর্দ্দম ও ইষ্টক
ও ক্ষেত্রের সমস্ত কর্ম্ম প্রভৃতি কঠিন দাস্যকর্ম্ম-
দ্বারা তাহাদের প্রাণ বিরক্ত করিতে লাগিল।
তাহারা তাহাদের দ্বারা যে২ দাস্যকর্ম্ম করা-
ইত, সে সমস্ত অতিশয় নির্দ্দয়তা পূর্ব্বক করাইত।
১৫ পরে মিস্রীয় রাজা ইব্রীয় বংশের শিফ্রা
নামে ও পূয়া নামে ধাত্রীদিগকে ডাকিয়া ১৬ এই
কথা কহিল, যে সময়ে তোমরা ইব্রীয় স্ত্রী-
দের ধাত্রীকার্য্য করিবা, তৎকালে তাহাদের
সন্তানগণের কোষ দেখিবা; তাহাতে যদি পুত্র-
সন্তান হয়, তবে তাহাকে বধ করিবা; আর যদি
কন্যা হয়, তবে তাহাকে জীবৎ রাখিবা। ১৭ কিন্তু
ঐ ধাত্রীরা ঈশ্বরের প্রতি ভয় রাখিয়া মিস্রীয়
রাজার আজ্ঞানুসারে না করিয়া পুত্রসন্তানগণকে
জীবৎ রাখিতে লাগিল। ১৮ অতএব মিসরের
রাজা সেই ধাত্রীদিগকে ডাকাইয়া কহিল, তো-
মরা এমত কর্ম্ম কেন করিতেছ? পুত্রসন্তান-
গণকে কেন জীবৎ রাখিতেছ? ১৯ তাহাতে ধা-
ত্রীরা ফিরৌণকে উত্তর করিল, ইব্রীয়দের স্ত্রী-
গণ মিস্রীয়দের স্ত্রীদের ন্যায় নহে; তাহারা
বলবতী, তাহাদের কাছে ধাত্রীর আগমনের
পূর্ব্বেই তাহারা প্রসব করে। ২০ অতএব ঈশ্বর
ঐ ধাত্রীদের মঙ্গল করিলেন; তাহাতে লোকে-
রা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া অতিশয় বলবান হইল।
২১ সেই ধাত্রীদিগের ঈশ্বরেতে ভয় করণ প্রযুক্ত
তিনি তাহাদেরও বংশ বৃদ্ধি করিলেন।
২২ পরে ফিরৌন্ আপনার সকল লোককে
এই আজ্ঞা দিল, তোমরা নবজাত প্রত্যেক পুত্র-
সন্তানকে নদীতে নিক্ষেপ করিবা, কিন্তু প্রত্যেক
কন্যাকে জীবৎ রাখিবা।

২ অধ্যায়।

১ মূসার জন্মের এবং নদীর নিকটে পেটরাতে থাক-
নের বিবরণ, ৫ ও ফিরৌণের কন্যাদ্বারা গৃহীত
হওন, ১১ ও মূসাকর্ত্তৃক এক মিস্রীয় লোকের বধ,
১৫ ও ফিরৌণের ক্রোধ প্রযুক্ত মিদিয়নদেশে পলা-
য়ন করণ, ২৩ ও ইস্রায়েল লোকদের প্রতি ঈশ্ব-
রের দয়া।

১ অনন্তর লেবি বংশজাত এক মনুষ্য লেবি বং-
শের এক কন্যাকে বিবাহ করিলে ২ সে স্ত্রী গর্ভ
ধারণ করিয়া পুত্র প্রসব করিল, এবং বালক-
কে অতি সুন্দর দেখিয়া তিন মাস পর্য্যন্ত তা-
হাকে গোপনে রাখিল। ৩ পরে আর গোপন
করিতে না পারাতে সে এক নলনির্ম্মিত পে-
টরা লইয়া শিলাজতু ও আলকাতরা লেপন
করিয়া তাহার মধ্যে ঐ বালককে রাখিয়া নদী-
তীরস্থ নলবনে স্থাপন করিল। ৪ এবং তাহার
কি দশা ঘটে, তাহা দেখিতে তাহার ভগিনী
দূরে দাঁড়াইয়া রহিল।
৫ পরে ফিরৌণের কন্যা স্নানার্থে নদীতে
আইলে তাহার দাসীগণ নদীতীরে বেড়াইতে-
ছিল; ইতোমধ্যে সে নলবনে ঐ পেটরা দে-
খিয়া আপন দাসীকে পাঠাইয়া তাহা আনাইল।
৬ পরে পেটরা খুলিয়া সেই বালককে দেখিল,
তৎকালে বালক ক্রন্দন করিতেছিল; তাহাতে সে
দয়ান্বিতা হইয়া কহিল, এ ইব্রীয়দের এক বা-
লক। ৭ তখন তাহার ভগিনী ফিরৌণের কন্যাকে
কহিল, তোমার নিমিত্তে এই বালককে দুগ্ধ-
পান করাইতে আমি যাইয়া কি দুগ্ধবতী এক
ইব্রীয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া আনিব? ৮ তাহাতে ফি-
রৌণের কন্যা কহিল, যাও। তখন সে কন্যা
যাইয়া ঐ বালকের মাতাকে ডাকিয়া আনিল।
৯ তখন ফিরৌণের কন্যা তাহাকে কহিল, তুমি
এই বালককে লইয়া আমার নিমিত্তে দুগ্ধপান
করাও; আমি তোমার বেতন দিব। তাহা-
তে সে স্ত্রী বালককে লইয়া দুগ্ধপান করাইল।
১০ পরে বালক বড় হইলে সে তাহাকে লইয়া
ফিরৌণের কন্যাকে দিল; তাহাতে বালক তাহারি
পুত্র হইল; তখন সে তাহার নাম মূসা (আক-
র্ষিত) রাখিল, কেননা সে কহিল, আমি জলহইতে
ইহাকে আকর্ষণ করিলাম।
১১ কালক্রমে মূসা বড় হইয়া এক দিন আ-
পন ভ্রাতৃগণের নিকটে গিয়া তাহাদিগকে ভার
বহনে ক্লিষ্ট দেখিল; বিশেষতঃ এক জন মিস্রী
তাহার ভ্রাতৃগণের মধ্যে এক ইব্রিকে মারিতেছে,
ইহা দেখিল। ১২ অতএব সে এ দিগে ও দিগে
চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাওয়াতে ঐ
মিস্রীয়কে বধ করিয়া বালুকামধ্যে পুঁতিয়া রা-
খিল। ১৩ অপর দ্বিতীয় দিবসে বাহিরে গেলে
সে দুই জন ইব্রিকে পরস্পর বিরোধ করিতে
দেখিয়া দোষি ব্যক্তিকে কহিল, তুমি আপন
ভ্রাতাকে কেন মারিতেছ? ১৪ তাহাতে সে কহিল,
তোকে শাস্তা ও বিচারকর্ত্তা করিয়া আমাদের
উপরে কে নিযুক্ত করিয়াছে? তুই যেমন সেই
মিস্রীয় লোককে বধ করিলি, তদ্রূপ কি আমা-
কেও বধ করিতে চাহিস? তাহাতে মূসা ভীত
হইয়া কহিল, ঐ কথা অবশ্য প্রকাশ হইয়াছে।
১৫ পরে ফিরৌন্ ঐ কথা শুনিয়া মূসাকে বধ
করিতে চেষ্টা করিল। অতএব মূসা ফিরৌণের
সম্মুখহইতে পলায়ন করিয়া মিদিয়নদেশে বাস
করিতে গিয়া এক কূপের নিকটে বসিল। ১৬ অন-
ন্তর মিদিয়নীয় যাজকের সাত কন্যা সেই স্থানে

আসিয়া পিতার মেষপালকে জল পান করাইতে
জল তুলিয়া নিপান পরিপূর্ণ করিলে ১৭ মেষপাল-
কেরা আসিয়া তাহাদিগকে তাড়াইতে লাগিল,
তাহাতে মুসা উঠিয়া তাহাদের সাহায্য করিয়া তা-
হাদের মেষপালকে জল পান করাইল। ১৮ পরে
তাহারা আপন পিতা রূয়েলের কাছে গেলে
সে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, অদ্য তোমরা কি
প্রকারে এত শীঘ্র আইলা? ১৯ তাহাতে তাহারা
কহিল, এক জন মিস্রী মেষপালকদের হস্তহইতে
আমাদিগকে উদ্ধার করিল, এবং আমাদের
নিমিত্তে যথেষ্ট জল তুলিয়া মেষপালকে জল
পান করাইল। ২০ তখন সে আপন কন্যাদিগকে
কহিল, সে ব্যক্তি কোথায়? তোমরা তাহাকে কেন
ছাড়িয়া আইলা? তাহাকে ডাক; সে আমাদের
সহিত ভোজন করুক। ২১ পরে মুসা ঐ মনুষ্যের
সহিত বাস করিতে সম্মত হইল; তাহাতে সে
অবশেষে মুসার সহিত আপন সিপ্পোরা
কন্যার বিবাহ দিল। ২২ পরে ঐ স্ত্রী পুত্র প্রসব
করিলে মুসা তাহার নাম গের্শোম্ (এই স্থানে
প্রবাসী) রাখিল, কেননা সে কহিল, আমি
বিদেশে প্রবাসী হইয়াছি।
২৩ অনেক কাল পরে মিস্রীয় রাজার মৃত্যু
হইল, এবং ইস্রায়েলের সন্তানগণ দাসত্ব প্রযুক্ত
কাতরোক্তি ও ক্রন্দন করিলে তাহাদের দাসত্ব-
জন্য আর্ত্তনাদ ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হইল।
২৪ তাহাতে ঈশ্বর তাহাদের বিলাপ শুনিয়া
ইব্রাহীমের ও ইস্হাকের ও যাকুবের সহিত
কৃত আপনার নিয়ম স্মরণ করিয়া ২৫ ইস্রায়েল্
বংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। ফলতঃ ঈশ্বর
তাহাদের অবস্থা জানিলেন।

৩ অধ্যায়।

১ প্রজ্বলিত ঝোপে মুসার নিকটে ঈশ্বরের দর্শন
দেওন, ৭ ও মুসার প্রতি ঈশ্বরের কথা, ১১ ও
ঈশ্বরের সহিত মুসার আলাপ।

১ তৎকালাবধি মুসা আপন শ্বশুর যিথ্রো নামক
মিদিয়নীয় যাজকের মেষপাল চরাইত; এক দিন
সে প্রান্তরের পশ্চাদ্ভাগে মেষপাল লইয়া গিয়া
হোরেব্ নামে ঈশ্বরীয় পর্ব্বতে উপস্থিত হইলে,
২ ঝোপের মধ্যস্থিত অগ্নিশিখাতে পরমেশ্বরের
দূত তাহাকে দর্শন দিলেন; তখন সে দৃষ্টি-
পাত করিয়া দেখিল, ঝোপ অগ্নিতে জ্বলিতেছে,
তথাপি ঝোপ নষ্ট হয় না। ৩ অতএব মুসা
কহিল, আমি এক পার্শ্বে যাইয়া এই মহা
আশ্চর্য্য দেখিয়া ঝোপ কেন দগ্ধ হয় না, তাহা
জানিব। ৪ কিন্তু পরমেশ্বর যখন দেখিবার জন্যে
তাহাকে এক পার্শ্বে যাইতে দেখিলেন, তখন
ঝোপের মধ্যহইতে ঈশ্বর তাহাকে ডাকিয়া কহি-
লেন, হে মুসা, হে মুসা; তাহাতে সে কহিল,
এই আমি উপস্থিত আছি। ৫ তখন তিনি
কহিলেন, এ স্থানের নিকটবর্ত্তী হইও না, তো-
মার পদহইতে পাদুকা দূর কর; কেননা যে
স্থানে তুমি দাঁড়াইয়া আছ, সে পবিত্র ভূমি।
৬ তিনি আরো কহিলেন, আমি তোমার পূর্ব্ব-
পুরুষদের ঈশ্বর, অর্থাৎ ইব্রাহীমের ঈশ্বর ও
ইস্হাকের ঈশ্বর ও যাকুবের ঈশ্বর। তাহাতে
মুসা ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিতে ভীত হওয়াতে
আপন মুখ আচ্ছাদন করিল।
৭ পরে পরমেশ্বর কহিলেন, আমি মিসরে
স্থিত আপন প্রজাদের ক্লেশ দেখিয়াছি, এবং
কার্য্যশাসকদের সমক্ষে তাহাদের রোদনও শুনি-
য়াছি; আমি তাহাদের যন্ত্রণা জ্ঞাত আছি।
৮ অতএব মিস্রিদের হস্তহইতে তাহাদিগকে উদ্ধার
করিতে এবং এই দেশহইতে তাহাদিগকে উত্তম
ও প্রশস্ত এক দেশে, অর্থাৎ কিনানীয় ও হিত্তীয় ও
ইমোরীয় ও পিরিষীয় ও হিব্বীয় ও যিবূষীয় লো-
কেরা যে স্থানে থাকে, সেই দুগ্ধমধুপ্রবাহি দেশে
লইয়া যাইতে নামিলাম। ৯ দেখ, ইস্রায়েল্
বংশের আর্ত্তস্বর আমার কর্ণগোচর হইল, এবং
মিস্রিরা তাহাদের প্রতি যে দৌরাত্ম্য করে,
তাহা আমি দেখিলাম। ১০ অতএব এখন আ-
ইস, আমি তোমাকে ফিরৌণের নিকটে প্রেরণ
করি, তুমি মিসরহইতে আমার প্রজা ইস্রায়েল্
বংশদিগকে বাহির করিবা।
১১ তাহাতে মুসা ঈশ্বরকে কহিল, আমি কে,
যে ফিরৌণের নিকটে যাই, ও মিসরদেশহইতে
ইস্রায়েল্ বংশকে বাহির করি? ১২ তখন তিনি
কহিলেন, আমি তোমার সহায় হইব; এবং
আমি যে তোমাকে প্রেরণ করিলাম, তাহার এই
চিহ্ন জানিবা; তুমি মিসরহইতে লোকসমূহকে বা-
হির করিয়া আনিলে তোমরা এই পর্ব্বতে ঈশ্বরের
ভজনা করিবা। ১৩ পরে মুসা ঈশ্বরকে কহিল,
দেখ, আমি ইস্রায়েল্ বংশের নিকটে যাইয়া,
তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর তোমাদের নি-
কটে আমাকে প্রেরণ করিলেন, ইহা কহিব;
কিন্তু তাঁহার নাম কি? এ কথা যদি তাহারা
জিজ্ঞাসা করে, তবে কি উত্তর করিব? ১৪ তা-
হাতে ঈশ্বর মুসাকে কহিলেন, আমি যে আছি
সেই আছি; আরো কহিলেন, ইস্রায়েল্ বংশকে
ইহা কহিও, স্বয়ম্ভু তোমাদের নিকটে আমাকে
প্রেরণ করিলেন। ১৫ ঈশ্বর মুসাকে আরও কহি-
লেন, তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে এই কথা কহিও,
তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বর, অর্থাৎ ইব্রাহীমের
ঈশ্বর ও ইস্হাকের ঈশ্বর ও যাকুবের ঈশ্বর যে
যিহোবাঃ (স্বয়ম্ভু) তিনি তোমাদের নিকটে আ-
মাকে পাঠাইলেন; আমার এই নাম নিত্যস্থায়ী,

এবং ইহাতে আমি পুরুষানুক্রমে স্মরণীয় হইব।
১৬ তুমি যাইয়া ইস্রায়েল্ বংশের প্রাচীনগণকে
একত্র করিয়া এই কথা কহ, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ-
দের ঈশ্বর, অর্থাৎ ইব্রাহীমের ও ইস্হাকের
ও যাকূবের ঈশ্বর যিহোবাঃ আমাকে দর্শন দিয়া
কহিলেন; আমি তোমাদিগের অবস্থা এবং মি-
সরদেশে তোমাদের প্রতি কৃত ব্যবহার দেখি-
লাম। ১৭ অতএব আমি মিসরের ক্লেশহইতে
তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়া কিনানীয়দের ও
হিত্তীয়দের ও ইমোরীয়দের ও পিরিষীয়দের ও
হিব্বীয়দের ও যিবূষীয়দের দেশে, অর্থাৎ দুগ্ধ
মধু প্রবাহি দেশে লইয়া যাইতে স্থির করি-
লাম। ১৮ তাহাতে তাহারা তোমার কথা শুনিবে;
তখন তুমি ও ইস্রায়েল্ বংশের প্রাচীনবর্গ মি-
সরের রাজার নিকটে যাইয়া এই কথা কহিবা,
ইব্রিদের ঈশ্বর যিহোবাঃ আমাদের সহিত সাক্ষাৎ
করিয়াছেন; অতএব বিনয় করি, আমাদের
প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে বলিদান করণার্থে
তিন দিনের পথ আমাদিগকে প্রান্তরে যাইবার
অনুমতি দিউন। ১৯ কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি,
মিসরের রাজা তোমাদিগকে যাইতে দিবে না,
বাহুবল দেখাইলেও দিবে না। ২০ কিন্তু আমি
আপন হস্ত বিস্তার করিয়া দেশের মধ্যে আ-
মার কর্ত্তব্য আশ্চর্য্য কর্ম্মদ্বারা মিসরদেশকে
আঘাত করিলে পরে সে তোমাদিগকে যাইতে
দিবে। ২১ আর আমি মিস্রিদের সাক্ষাতে এই
লোকদিগকে অনুগ্রহের পাত্র করিব; তাহাতে
তোমরা যাত্রাকালে রিক্ত হস্তে যাইবা না; ২২ কিন্তু
প্রত্যেক স্ত্রী আপন প্রতিবাসিনী কিম্বা আপন
গৃহে প্রবাসিনী স্ত্রীর কাছে রূপ্যালঙ্কার ও
স্বর্ণালঙ্কার ও বস্ত্র চাহিবে; এবং তোমরা তাহা
আপন ২ পুত্রদের ও কন্যাদের গাত্রে পরাইবা,
এই রূপে মিস্রিদের দ্রব্য হরণ করিবা।

৪ অধ্যায়।

১ মূসার যষ্টির সর্প হওন, ৬ ও তাহার হস্তে কুষ্ঠ
হওন, ১০ ও মূসা যাইতে অস্বীকার করিলে তা-
হার সঙ্গে যাইতে হারোণের নিযুক্ত হওন, ১৮
ও মিদিয়নহইতে মূসার গমন, ২১ ও ফিরৌণের
নিকটে বক্তব্য কথা, ২৪ ও মূসার পুত্রের ত্বক্-
ছেদ হওন, ২৭ ও মূসার সহিত হারোণের সাক্ষাৎ
করণ, ২৯ ও ইস্রায়েল্ বংশের কাছে গিয়া ঈশ্-
বরের কথা প্রকাশ করণ।

১ অপর মূসা উত্তর করিল, তাহারা আমাকে
প্রত্যয় করিবে না, ও আমার কথাতে মনো-
যোগ করিবে না; কিন্তু তাহারা কহিবে, পর-
মেশ্বর তোমাকে দর্শন দেন নাই। ২ তখন পর-
মেশ্বর তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, তোমার হস্তে ও
কি? সে কহিল, যষ্টি। ৩ তখন তিনি কহি-
লেন, তাহা ভূমিতে ফেল। অতএব সে ঐ যষ্টি
ভূমিতে ফেলিলে তাহা সর্প হইল; তাহাতে
মূসা তাহার সম্মুখহইতে পলায়ন করিল। ৪ তখন
পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, হস্ত বিস্তার করি-
য়া ইহার লাঙ্গুল ধর; তাহাতে সে হস্ত বি-
স্তার করিয়া তাহা ধরিলে তাহার হস্তে সে যষ্টি
হইল। ৫ ইহাতে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রভু
পরমেশ্বর অর্থাৎ ইব্রাহীমের ও ইস্হাকের ও
যাকূবের ঈশ্বর তোমাকে দর্শন দিয়াছেন, ইহা
তাহারা প্রত্যয় করিবে।

৬ অপর পরমেশ্বর তাহাকে আরো কহি-
লেন, তুমি আপন হস্ত বক্ষঃস্থলে দেও; তা-
হাতে সে বক্ষঃস্থলে হস্ত দিয়া আর বার বা-
হির করিলে তাহার হস্ত কুষ্ঠযুক্ত ও হিমবর্ণের
ন্যায় হইল। ৭ পরে তিনি কহিলেন, তুমি
পুনর্ব্বার আপন হস্ত বক্ষঃস্থলে দেও; তাহাতে
সে পুনর্ব্বার বক্ষঃস্থলে হস্ত দিয়া বাহির করিলে
তাহা অন্য হস্তের ন্যায় প্রকৃতমাংস হইল।
৮ তাহারা যদি তোমাকে প্রত্যয় না করে, এবং
তোমার ঐ প্রথম চিহ্নেতেও মনোযোগ না
করে, তবে দ্বিতীয় চিহ্নেতে প্রত্যয় করিবে।
৯ এবং এই দুই চিহ্নেতেও যদি প্রত্যয় না করে,
ও তোমার কথাতে মনোযোগ না করে, তবে
নদীর কিছু জল লইয়া শুষ্ক ভূমিতে ঢাল; তা-
হাতে তুমি নদীহইতে যে জল তুলিবা, তাহা
শুষ্ক ভূমিতে রক্ত হইবে।

১০ পরে মূসা পরমেশ্বরকে কহিল, হে আ-
মার প্রভো, এ সময়ের পূর্ব্বে কিম্বা আপন
দাসের সহিত আপনকার আলাপ করণের
পরেও আমি বাক্পটু নহি, বরং বাক্যেতে
ধীর ও জড়জিহ্ব আছি। ১১ তাহাতে পরমে-
শ্বর তাহাকে কহিলেন, মানুষের মুখ নির্ম্মাণ-
কারী কে? এবং বোবা ও বধিরকে কিম্বা
দর্শক ও অন্ধকে কে নির্ম্মাণ করে? আমি
পরমেশ্বর কি তাহা করি না? ১২ অতএব তুমি
যাও; আমি তোমার মুখে থাকিয়া বক্তব্য কথা
তোমাকে শিখাইব। ১৩ তাহাতে সে কহিল,
হে আমার প্রভো, আমি বিনয় করি, যাহা-
দ্বারা পাঠাইতে হয় তাহাদ্বারা পাঠাউন। ১৪ তা-
হাতে মূসার প্রতি পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত
হইলে তিনি কহিলেন, লেবীয় হারোণ কি
তোমার ভ্রাতা নহে? সে যে সুবক্তা, তাহা
আমি জানি; সে তোমার সহিত মিলিতে আ-
সিতেছে; তোমাকে দেখিয়া হৃষ্টচিত্ত হইবে।
১৫ তুমি তাহাকে কহিবা, ও তাহার মুখে বাক্য
দিবা; এবং আমি তোমার মুখে ও তাহার
মুখে থাকিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম তোমাদিগকে শিক্ষা

দিব। ১৬ তোমার পরিবর্ত্তে সে লোকদের কাছে
বক্তা হইবে; ফলতঃ সে তোমার মুখস্বরূপ
হইবে, ও তুমি তাহার ঈশ্বরস্বরূপ হইবা। ১৭ আর
তুমি এই যষ্টি হস্তে কর, কেননা ইহাদ্বারা এই
সকল চিহ্ন দেখাইবা।

১৮ পরে মূসা আপন শ্বশুর যিথ্রোর নিকটে
গমন করিয়া কহিল, আমি বিনয় করি, মিসরে
স্থিত আমার ভ্রাতৃগণের নিকটে ফিরিয়া যাইতে,
এবং তাহারা অদ্যাবধি জীবৎ আছে কি না,
তাহা দেখিতে আমাকে বিদায় কর। তাহাতে
যিথ্রো মূসাকে কহিল, কুশলে যাও। ১৯ আর পর-
মেশ্বর মিদিয়নে মূসাকে কহিয়াছিলেন, তুমি
মিসরে ফিরিয়া যাও; কেননা যে লোকেরা
তোমার প্রাণনাশে সচেষ্ট ছিল, তাহারা সক-
লেই মরিয়াছে। ২০ তখন মূসা আপন স্ত্রী ও
পুত্রগণকে গর্দ্দভারোহণ করাইয়া মিসরদেশে ফি-
রিয়া গেল, এবং সে আপন হস্তে ঈশ্বরের সেই
যষ্টি লইল।

২১ অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি
মিসরে ফিরিয়া যাইতে যাত্রা করিতেছ; অতএব
সাবধান, আমি তোমার হস্তে যে সকল অদ্ভুত
কর্ম্ম করিতে দিয়াছি, তাহা ফিরৌণের সাক্ষাতে
করিবা; কিন্তু আমি তাহার অন্তঃকরণ কঠিন
করিব; তাহাতে সে লোকদিগকে ছাড়িয়া দিবে
না। ২২ এবং তুমি ফিরৌণকে কহিবা, পরমেশ্বর
কহেন, ইস্রায়েল্ আমার পুত্র, অর্থাৎ আমার
জ্যেষ্ঠ পুত্রস্বরূপ। ২৩ অতএব আমি তোমাকে
কহিতেছি, আমার সেবা করিতে আমার পুত্রকে
ছাড়িয়া দেও; দেখ, যদি তাহাকে ছাড়িতে অস-
ম্মত হও, তবে আমি তোমার পুত্রকে অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ
পুত্রকে বধ করিব।

২৪ পরে পথে উত্তরণীয় গৃহে পরমেশ্বর তাহা-
কে পাইয়া বধ করিতে চেষ্টা করিলেন। ২৫ তখন
সিপ্পোরা এক তীক্ষ্ণ অস্ত্র লইয়া আপন পুত্রের
ত্বক্‌ছেদ করিয়া তাহা তাহার চরণের নিকটে
ফেলিয়া কহিল, আমার পক্ষে তুমি রক্তপ্রিয়
বর। ২৬ ফলতঃ ঈশ্বর তাহাকে ছাড়িয়া দিলে
সে স্ত্রী ত্বক্‌ছেদ প্রযুক্ত তাহাকে কহিল, আমার
পক্ষে তুমি রক্তপ্রিয় বর।

২৭ পরে পরমেশ্বর হারোণকে কহিলেন, তুমি
মূসার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রান্তরে যাও। তা-
হাতে সে গিয়া ঈশ্বরের পর্ব্বতে তাহাকে পাইয়া
চুম্বন করিল। ২৮ তখন মূসা ঈশ্বরের নিরূপিত
তাবৎ বাক্য ও তাঁহার আজ্ঞাপিত তাবৎ চিহ্ন
হারোণকে জ্ঞাত করিল।

২৯ পরে মূসা ও হারোণ যাইয়া ইস্রায়েল্ বং-
শের প্রাচীনবর্গকে একত্র করিল। ৩০ অনন্তর হা-
রোণ তাহাদিগকে মূসার প্রতি পরমেশ্বরের উক্ত
কথা সকল জ্ঞাত করিল, এবং লোকদের দৃষ্টিতে
সেই সকল চিহ্ন প্রকাশ করিল। ৩১ তাহাতে লো-
কেরা প্রত্যয় করিল, এবং পরমেশ্বর ইস্রায়েল্
বংশের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া তাহাদের দুঃখ
দেখিয়াছেন, ইহা বুঝিয়া তাহারা তাঁহাকে প্রণাম
করিয়া ভজনা করিল।

৫ অধ্যায়।

১ ফিরৌণের নিকটে মূসা ও হারোণের গমন, ও তা-
হাদের প্রতি ফিরৌণের কথা, ৬ ও লোকদিগকে
অনেক কর্ম্মের ভার দেওন, ১০ ও তাহাদিগকে
পলাল না দেওন, ও রাজার কাছে ইস্রায়েলীয়
অধ্যক্ষদের কাকুক্তি, ২০ ও মূসা ও হারোণের প্রতি
অনুযোগকথা, ও ঈশ্বরের প্রতি মূসার নিবেদন।

১ পরে মূসা ও হারোণ প্রবেশ করিয়া ফিরৌ-
ণকে কহিল, ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর কহেন,
প্রান্তরে আমার উদ্দেশে উৎসব করণার্থে আ-
মার লোকদিগকে ছাড়িয়া দেও। ২ তাহাতে
ফিরৌন্ কহিল, পরমেশ্বর কে, যে তাহার কথা
মানিয়া ইস্রায়েল্ বংশকে ছাড়িয়া দিব? আমি
পরমেশ্বরকে জানি না, এবং ইস্রায়েল্ বংশকে
ছাড়িয়া দিব না। ৩ তাহারা কহিল, ইব্রিদের
ঈশ্বর আমাদিগকে দর্শন দিলেন; অতএব আ-
মরা বিনয় করি, আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের
উদ্দেশে বলিদান করিতে তিন দিনের পথ আ-
মাদিগকে প্রান্তরে যাইতে দেও; পাছে তিনি
মহামারীতে কিম্বা খড়্গেতে আমাদিগকে সংহার
করেন। ৪ তাহাতে মিস্রীয় রাজা তাহাদিগকে
কহিল, হে মূসা ও হারোণ, তোমরা লোকদিগ-
কে কেন কার্য্যহইতে নিবৃত্ত কর? তোমাদের
ভার বহন কর্ম্মে যাও। ৫ ফিরৌন্ আরো কহিল,
দেখ, এ দেশে এই লোক এখন অনেক, এবং
তোমরা তাহাদিগকে ভারবহনহইতে নিবৃত্ত
করিতেছ।

৬ অপর ফিরৌন্ সেই দিনে লোকদের কা-
র্য্যশাসক ও অধ্যক্ষগণকে এই আজ্ঞা দিল, ৭ তো-
মরা ইষ্টকাদি নির্ম্মাণার্থে পূর্ব্বের মত এই লো-
কদিগকে পলাল আর দিও না; তাহারা যাইয়া
আপনাদের জন্যে পলাল সংগ্রহ করুক। ৮ কিন্তু
পূর্ব্বে তাহাদের যত ইষ্টক নির্ম্মাণের ভার ছিল,
এখনও সেই ভার দেও; তাহার কিছু ন্যূন
করিও না; কেননা তাহারা অলস, এই জন্যে
চেঁচাইয়া কহে, আপন ঈশ্বরের উদ্দেশে বলিদান
করিতে আমাদিগকে ছাড়িয়া দেও। ৯ অতএব
ইহারা কর্ম্মের ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া তাহাতেই
ব্যস্ত থাকুক, অনর্থক বাক্যে মনোযোগ করিতে
ইহাদের প্রয়োজন নাই।

১০ অনন্তর লোকদের কার্য্যশাসকেরা ও অধ্য-
ক্ষেরা বাহিরে যাইয়া তাহাদিগকে কহিল, ফি-

রৌন্ এই কথা কহে, আমি তোমাদিগকে আর
পলাল দিব না। [১১] যে স্থানে পাও, সেই স্থানে
গিয়া আপনারা পলাল সংগ্রহ কর; কিন্তু
তোমাদের কার্য্য কিছু ন্যূন হইবে না। [১২] তা-
হাতে লোকেরা পলালের চেষ্টাতে নাড়া সংগ্রহ
করিতে তাবৎ মিসরদেশে ভ্রমণ করিল। [১৩] তথাপি
কার্য্যশাসকেরা ত্বরা করাইয়া কহিল, পলাল-
প্রাপ্তির সময়ে যেমন তোমরা কর্ম্ম করিতা,
তদ্রূপ এখনও নিরূপিত দৈবসিক কর্ম্ম সম্পূর্ণ
কর। [১৪] এবং ফিরৌণের কার্য্যশাসকেরা ইস্রা-
য়েল্ বংশীয় যে কর্ম্মাধ্যক্ষদিগকে রাখিয়াছিল,
তাহারাও প্রহারিত হইল, ও এই কথা জিজ্ঞা-
সিত হইল, এই কএক দিনাবধি তোমরা পূর্ব্বের
ন্যায় ইষ্টক গঠন বিষয়ে নিরূপিত কর্ম্ম কেন
সম্পূর্ণ কর না? [১৫] তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশীয়
সেই অধ্যক্ষেরা আসিয়া ফিরৌণের নিকটে চেঁ-
চাইয়া কহিল, আপনকার দাসদের সহিত আপনি
এমত ব্যবহার কেন করিতেছেন? [১৬] লোকেরা
আপনকার দাসদিগকে পলাল দেয় না, তথাপি
কহে, ইষ্টক নির্ম্মাণ কর; এবং আপনকার এই
দাসেরা প্রহারিত হয়, কিন্তু আপনকারই লোক-
দের দোষ। [১৭] তাহাতে সে কহিল, তোমরা অলস,
তোমরা অলস, এই জন্যে কহিতেছ, পরমেশ্বরের
উদ্দেশে বলিদান করিতে আমাদিগকে ছাড়িয়া
দেও। [১৮] এখন যাও, কর্ম্ম কর, তোমাদিগকে
পলাল দত্ত হইবে না; তথাপি ইষ্টকের সম্পূর্ণ
সংখ্যা দিতে হইবে। [১৯] তাহাতে তোমাদের
দৈবসিক নিরূপিত ইষ্টকের কিছু ন্যূন হইবে না,
ইহা কহিলে ইস্রায়েল্ বংশীয় অধ্যক্ষেরা দে-
খিল, আপনারা অতি দুর্দ্দশাতে পড়িলাম।
[২০] পরে ফিরৌণের নিকটহইতে নির্গমন-
কালে তাহারা আপনাদের অপেক্ষাতে দণ্ডায়মান
মূসার ও হারোণের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাদিগকে
কহিল, [২১] পরমেশ্বর তোমাদের প্রতি দৃষ্টি
করিয়া বিচার করুন, কেননা তোমরা ফিরৌণের
ও তাহার দাসগণের সাক্ষাতে আমাদিগকে দুর্গন্ধ-
স্বরূপ করিয়া আমাদের বধার্থে তাহাদের হস্তে
খড়্গ দিলা। [২২] পরে মূসা পরমেশ্বরের কাছে
ফিরিয়া গিয়া তাঁহাকে কহিল, হে প্রভো, তুমি
এই লোকদিগের অমঙ্গল কেন করিলা? এবং
আমাকে কেন পাঠাইলা? [২৩] যদবধি আমি
তোমার নামে কথা কহিতে ফিরৌণের কাছে
উপস্থিত হইয়াছি, তদবধি সে এই লোকদিগের
অমঙ্গল করিতেছে, এবং তুমি কোন মতে আ-
পন প্রজাদের উদ্ধার কর নাই।

৬ অধ্যায়।

১ মূসার নিকটে ঈশ্বরের পুনশ্চ প্রতিজ্ঞা করণ, ১০
ও ফিরৌণের নিকটে মূসাকে প্রেরণ, ১৪ ও রুবেন্
ও শিমিয়োনের বংশাবলি, ১৬ ও লেবির বংশা-
বলি, ২৮ ও মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞা।

[১] পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, আমি ফি-
রৌণের প্রতি যাহা করিব, তাহা তুমি এখন
দেখিবা; বাহুবল প্রকাশিত হইলে সে লো-
কদিগকে ছাড়িয়া দিবে, ও বাহুবল প্রকাশিত
হইলে আপন দেশহইতে তাহাদিগকে দূর করি-
বে। [২] ঈশ্বর মূসার সহিত আলাপ করিয়া আরো
কহিলেন, আমি যিহোবাঃ, [৩] আমি ইব্রাহীমের
ও ইস্হাকের ও যাকূবের কাছে যিহোবাঃ নামে
বিখ্যাত না হইয়া সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর নামে বি-
খ্যাত হইয়াছিলাম। [৪] এবং আমি তাহাদিগকে
কিনানদেশ দিব, অর্থাৎ যাহার মধ্যে তাহারা
প্রবাস করিত, তাহাদের সেই প্রবাসদেশ দিব,
এই নিয়ম তাহাদের সহিত স্থির করিয়াছিলাম।
[৫] এই ক্ষণে মিস্রিদের দ্বারা দাসত্বে নিযুক্ত
ইস্রায়েল্ বংশের কাতরোক্তি শুনিয়া আমার
সেই নিয়ম স্মরণ করিলাম। [৬] অতএব ইস্রায়েল
বংশকে কহ, আমি পরমেশ্বর, মিস্রিদের ভার
বহনহইতে তোমাদিগকে নিস্তার করিব, ও তাহা-
দের দাসত্বহইতে তোমাদিগকে মুক্ত করিব, এবং
বিস্তীর্ণ বাহু ও মহাদণ্ডদ্বারা তোমাদিগকে উদ্ধার
করিব। [৭] আমি তোমাদিগকে আপন প্রজা করিয়া
তোমাদের ঈশ্বর হইব; তাহাতে আমি যে মি-
স্রিদের ভার বহনহইতে তোমাদের নিস্তারকারী
প্রভু পরমেশ্বর, তাহা জ্ঞাত হইবা। [৮] আমি
ইব্রাহীমকে ও ইস্হাককে ও যাকূবকে যে দেশ
দিতে দিব্য করিয়াছি, সেই দেশে তোমাদিগকে
লইয়া যাইয়া তোমাদের অধিকারার্থে তাহা দিব,
যেহেতুক আমিই পরমেশ্বর। [৯] পরে মূসা ইস্রা-
য়েল্ বংশকে তদনুসারে কহিল বটে, কিন্তু
তাহারা মনের দুঃখ ও কঠিন দাসত্ব হেতুক
মূসার কথাতে মনোযোগ করিল না।
[১০] পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [১১] তুমি
যাইয়া মিসরের রাজা ফিরৌণকে কহ, তো-
মার দেশহইতে ইস্রায়েল্ বংশকে ছাড়িয়া দেও।
[১২] তাহাতে মূসা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কহিল,
দেখ, ইস্রায়েল্ বংশ আমার কথায় মনোযোগ
করিল না; তবে অস্ফুটবাক্ যে আমি, আমার
কথা ফিরৌন্ কি প্রকারে শুনিবে? [১৩] এই রূপে
পরমেশ্বর মূসা ও হারোণের সহিত আলাপ
করিলেন, এবং ইস্রায়েল্ বংশকে মিসরদেশ-
হইতে নিস্তার করণার্থে ইস্রায়েল্ বংশের নি-
কটে এবং মিসরের রাজা ফিরৌণের নিকটে
বক্তব্য কথা তাহাদিগকে আদেশ করিলেন।
[১৪] এই সকল লোক আপন২ পিতৃবংশের
প্রধান ছিল। ইস্রায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র রুবেণের

সন্তান হনোক ও পল্লূ ও হিষ্রোন্ ও কর্ম্মি;
ইহারা রুবেণের বংশ।
১৫ শিমিয়োনের পুত্র যিমূয়েল ও যামীন্ ও
ওহদ্ ও যাখীন্ ও সোহর্ ও কিনানীয় স্ত্রীর
পুত্র শৌল; ইহারা শিমিয়োনের বংশ।
১৬ বংশানুসারে লেবির পুত্রদের নাম গের্শোন্
ও কিহাৎ ও মিরারি; লেবির আয়ু এক শত
সাঁইত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। ১৭ ও বংশানুসারে
গের্শোনের সন্তান লিব্‌নি ও শিমিয়ি। ১৮ এবং
কিহাতের সন্তান অম্রম্ ও যিষ্‌হর ও হিব্রোণ ও
উষীয়েল্; ঐ কিহাতের আয়ু এক শত তেত্রিশ
বৎসর হইয়াছিল। ১৯ ও মিরারির সন্তান মহলি
ও মুশি; ইহারা পুরুষানুসারে লেবির বংশ।
২০ এবং অম্রম্ আপন পিষী যোকেবদ্‌কে বি-
বাহ করিলে সে তাহার ঔরসে হারোণকে ও
মূসাকে প্রসব করিল; ঐ অম্রমের আয়ু এক
শত সাঁইত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। ২১ ও যিষ্‌হ-
রের সন্তান কোরহ ও নেফগ্ ও সিখ্রি। ২২ এবং
উষীয়েলের সন্তান মীশায়েল্ ও ইলীষাফন্ ও
সিথ্রি। ২৩ এবং হারোণ অম্মীনাদবের কন্যা
নহশোনের ভগিনী ইলীশেবাকে বিবাহ করিল;
তাহাতে সে স্ত্রী তাহার ঔরসে নাদবকে ও অ-
বীহূকে ও ইলিয়াসরকে ও ঈথামরকে প্রসব
করিল। ২৪ এবং কোরহের সন্তান অসীর্ ও
ইল্‌কানা ও অবীয়াসফ; ইহারা কোরহের বংশ।
২৫ এবং হারোণের পুত্র ইলিয়াসর্ পূটীয়েলের
এক কন্যাকে বিবাহ করিলে সে তাহার ঔরসে
পীনিহসকে প্রসব করিল; ইহারা লেবীয়দের
পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে বংশানুসারে প্রধান ছিল।
২৬ এই যে হারোণ ও মূসা, ইহাদিগকেই পর-
মেশ্বর কহিলেন, তোমরা সৈন্যশ্রেণীবদ্ধ ইস্রা-
য়েল্ বংশকে মিসরদেশহইতে বহিরানয়ন কর।
২৭ ইহারাই মিসরহইতে ইস্রায়েল্ বংশকে বহি-
রানয়নার্থে মিসরদেশীয় ফিরৌন্ রাজার সহিত
আলাপ করিল। ইহারা সেই মূসা ও হারোণ।
২৮ অপর যে দিনে পরমেশ্বর মিসরদেশে
মূসার সহিত আলাপ করিলেন, ২৯ সেই দিনে
এই কথা কহিলেন, আমি পরমেশ্বর, আমি তো-
মাকে যাহা কহি, তাহা তুমি মিস্রীয় রাজা ফি-
রৌণকে কহ। ৩০ তাহাতে মূসা পরমেশ্বরের
সাক্ষাতে কহিল, অস্ফুটবাক্ যে আমি, আমার
কথা ফিরৌন্ কি প্রকারে শুনিবে?

৭ অধ্যায়।

১ ফিরৌণের নিকটে যাইতে মূসাকে পরমেশ্বরের আজ্ঞা দেওন, ৮ ও যষ্টির সর্প হওনের বিষয়, ১৪ ও ফিরৌণের নিকটে মূসাকে পুনঃপ্রেরণ, ১৯ ও জলের রক্ত হওনের বিবরণ।

১ অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, দেখ, আমি
ফিরৌণের কাছে তোমাকে ঈশ্বরস্বরূপ করিয়া
নিযুক্ত করিলাম, ও তোমার ভ্রাতা হারোণ তো-
মার প্রচারক হইবে। ২ আমি তোমাকে যাহা ২
আদেশ করি, সে সকল তুমি কহিবা; এবং
তোমার ভ্রাতা হারোণ ফিরৌণকে তাহা কহিয়া
ইস্রায়েল্ বংশকে দেশহইতে ছাড়িয়া দিতে প্রবৃত্তি
দিবে। ৩ কিন্তু আমি ফিরৌণের হৃদয় কঠিন
করিব, এবং মিসরদেশে বাহুল্য রূপে আমার
চিহ্ন ও আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিব। ৪ তথাপি ফিরৌন্
তোমাদের কথায় মনোযোগ করিবে না; অতএব
আমি মিসরদেশে হস্তার্পণ করিয়া মহাদণ্ডদ্বারা
মিসরহইতে আপন সৈন্যসামন্ত অর্থাৎ আপন
প্রজা ইস্রায়েল্ বংশকে বাহির করিব। ৫ আমি
মিসরদেশের প্রতি আপন হস্ত বিস্তার করিলে
আমিই যে পরমেশ্বর, তাহা মিস্রীয় লোকেরা
জানিবে; এবং আমি তাহাদের মধ্যহইতে ইস্রা-
য়েল্ বংশকে বাহির করিয়া আনিব। ৬ পরে
মূসা ও হারোণ পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম
করিল। ৭ ফিরৌণের সহিত আলাপ হওনের
সময়ে মূসার অশীতি ও হারোণের তিরাশী
বৎসর বয়স ছিল।
৮ অপর পরমেশ্বর মূসাকে ও হারোণকে কহি-
লেন, ৯ তোমরা আপনাদের কোন চিহ্ন দেখাও,
এমত কথা যদি ফিরৌন্ তোমাদিগকে কহে,
তবে হারোণকে কহিও, তুমি যষ্টি লইয়া ফি-
রৌণের সম্মুখে নিক্ষেপ কর; তাহাতে সে যষ্টি
সর্প হইবে। ১০ তখন মূসা ও হারোণ ফিরৌ-
ণের নিকটে গিয়া পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে
কর্ম্ম করিল; বিশেষতঃ হারোণ ফিরৌণের ও
তাহার দাসগণের সম্মুখে আপন যষ্টি নিক্ষেপ
করিল, তাহাতে তাহা সর্প হইল। ১১ তখন
ফিরৌন্ আপন বিদ্বানদিগকে ও গুণিগণকে ডা-
কিল; তাহাতে মিস্রীয় মায়াবি লোকেরাও আ-
পনাদের মায়াতে তদ্রূপ করিল। ১২ ফলতঃ তা-
হারা প্রত্যেকে আপন২ যষ্টি নিক্ষেপ করিলে
সে সকলি সর্প হইল, কিন্তু হারোণের যষ্টি
তাহাদের সকল যষ্টিকে গ্রাস করিল। ১৩ তাহাতে
পরমেশ্বর যেমন কহিয়াছিলেন, তদনুসারে ফি-
রৌণের হৃদয় কঠিন হইলে সে তাহাদের কথায়
মনোযোগ করিল না।
১৪ অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ফি-
রৌণের হৃদয় কঠিন হইয়াছে; সে লোকদিগকে
ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করে। ১৫ অতএব তুমি
প্রাতঃকালে ফিরৌণের নিকটে যাও; দেখ, সে
জলের দিগে গেলে তুমি তাহার অপেক্ষাতে
নদীতীরে দাঁড়াও; এবং যে যষ্টি সর্প হইয়া-
ছিল, তাহাও হস্তে গ্রহণ কর। ১৬ এবং ফি-

রোণকে কহ, তুমি প্রান্তরে আমার সেবা করিতে
আমার প্রজাদিগকে ছাড়িয়া দেও, এই কথা
কহিতে ইব্রিদের প্রভু পরমেশ্বর তোমার নিকটে
আমাকে পাঠাইলেন; কিন্তু দেখ, তুমি অদ্যাপি
ইহাতে মনোযোগ কর না। ১৭ পরমেশ্বর এই
রূপ কহিতেছেন, দেখ, আমি আপন হস্তস্থিত
যষ্টিদ্বারা নদীর জলে প্রহার করিব, তাহাতে
তাহা রক্ত হইবে; ১৮ এবং নদীতে যে সকল মৎস্য
আছে, তাহারা মরিবে, ও নদী দুর্গন্ধ হইবে;
তাহাতে নদীর জল পান করিতে মিস্রীয় লোক-
দের ঘৃণা জন্মিবে; ইহাতে আমিই যে পরমে-
শ্বর, তাহা তুমি জ্ঞাত হইবা।
১৯ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, হারো-
ণকে এই কথা কহ, তুমি আপন যষ্টি লইয়া
মিসরদেশীয় জলের উপরে অর্থাৎ তাহার নদী
ও খাল ও সরোবর ও অন্যান্য জলাশয়, এই
সকলের উপরে আপন হস্ত বিস্তার কর; তা-
হাতে সে সকল জল রক্ত হইবে, এবং মিসর-
দেশের সর্ব্বত্র কাষ্ঠময় ও প্রস্তরময় পাত্রেতেও
রক্ত হইবে। ২০ তখন মূসা ও হারোণ পরমে-
শ্বরের আজ্ঞানুসারে সেই রূপ করিল, অর্থাৎ
যষ্টি তুলিয়া ফিরৌণের ও তাহার দাসগণের
সম্মুখে নদীর জলে প্রহার করিল; তাহাতে নদীর
তাবৎ জল রক্ত হইল। ২১ এবং নদীর তাবৎ
মৎস্য মরিলে নদী দুর্গন্ধ হইল; তাহাতে মি-
স্রিরা নদীর জল পান করিতে পারিল না, এবং
মিসরদেশের সর্ব্বত্র রক্ত হইল। ২২ তখন মি-
স্রীয় মায়াবি লোকেরাও আপনাদের মায়াতে
তদ্রূপ করিল; তাহাতে পরমেশ্বরের বচনানুসারে
ফিরৌণের হৃদয় কঠিন হইলে সে তাহাদের কথায়
মনোযোগ করিল না। ২৩ পরে ফিরৌন্ ফিরি-
য়া আপন ঘরে গেল, ইহাতেও মনোযোগ করিল
না। ২৪ কিন্তু তাবৎ মিস্রীয় লোক নদীর জল
পান করিতে না পারাতে পানীয় জলের নিমিত্তে
নদীর চতুর্দ্দিগে খনন করিল।

৮ অধ্যায়।

১ ভেকের কথা, ৮ ও মূসার নিকটে ফিরৌণের নিবেদন, ১৬ ও ধূলিদ্বারা উকুণ হওন, ও তাহাতে মায়াবিদের পরাজিত হওন, ২০ ও মশকের কথা, ২৫ ও ফিরৌণের অন্তঃকরণ কঠিন হওন।

১ পরমেশ্বরের নদীতে আঘাত করণের পর সাত
দিন গত হইলে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন,
তুমি ফিরৌণের নিকটে যাইয়া তাহাকে বল,
পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমার সেবা করি-
তে আমার প্রজাদিগকে ছাড়িয়া দেও। ২ যদি
ছাড়িয়া দিতে অসম্মত হও, তবে আমি ভেক-
দ্বারা তোমার তাবৎ প্রদেশ নষ্ট করিব। ৩ নদীতে
অতিশয় ভেক উৎপন্ন করিব; তাহাতে সে সকল
ভেক উঠিয়া তোমার গৃহে ও শয়নাগারে ও শয্যা-
তে, এবং তোমার দাসগণের গৃহে, ও তোমার
লোকদের গৃহে, ও তোমার তুন্দুরে ও তোমার
আটা মর্দ্দনের পাত্রেতে প্রবেশ করিবে; ৪ এবং
তোমার ও তোমার প্রজাদের ও দাসগণের
গাত্রে ভেক উঠিবে। ৫ পরে পরমেশ্বর মূসাকে
কহিলেন, হারোণকে কহ, তুমি নদী ও খাল
ও জলাশয় সকলের উপরে যষ্টিবিশিষ্ট হস্ত
বিস্তার করিয়া মিসরদেশের উপরে ভেকের আ-
গমন করাও। ৬ তাহাতে হারোণ মিসরের সকল
জলের উপরে আপন হস্ত বিস্তার করিলে ভে-
কগণ উঠিয়া মিসরদেশ ব্যাপিল। ৭ তখন মা-
য়াবিরাও আপন মায়াতে সেই রূপ করিয়া মি-
সরদেশের উপরে ভেক আনিল।
৮ পরে ফিরৌন্ মূসাকে ও হারোণকে ডাকা-
ইয়া কহিল, আমাহইতে ও আমার লোকদিগের
হইতে এই সকল ভেক দূর করণার্থে পরমেশ্বরের
কাছে প্রার্থনা কর, তাহাতে আমি পরমেশ্বরের
উদ্দেশে বলিদানার্থে লোকদিগকে ছাড়িয়া দিব।
৯ তখন মূসা ফিরৌণকে কহিল, আমার উপরে
দর্প কর; ভেক সকল যেন তোমাহইতে ও
তোমার গৃহহইতে দূর হইয়া কেবল নদীতে
থাকে, তোমার ও তোমার দাসগণের ও লোক
সকলের নিমিত্তে পরমেশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা
কবে করিব? ১০ সে কহিল, কল্য করিও। তখন
মূসা কহিল, আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের তুল্য
কেহ নাই, ইহা যেন তুমি জ্ঞাত হও, এই জন্যে
তোমার বাক্যানুসারেই হউক। ১১ ভেকগণ তো-
মাহইতে ও তোমার গৃহ ও দাস ও লোক সকল-
হইতে দূর হইয়া কেবল নদীতেই থাকিবে।
১২ পরে মূসা ও হারোণ ফিরৌণের নিকটহইতে
বাহিরে গেল, এবং মূসা ফিরৌণের বিরুদ্ধে
উৎপাদিত ভেকগণের বিষয়ে পরমেশ্বরের কাছে
প্রার্থনা করিল। ১৩ তাহাতে পরমেশ্বর মূসার
প্রার্থনা সিদ্ধ করিলে গৃহে ও গ্রামে ও ক্ষেত্রে
সকল ভেক মরিল। ১৪ তখন লোকেরা সে সকল
একত্র করিয়া ঢিবি করিলে দেশে দুর্গন্ধ হইল।
১৫ কিন্তু ফিরৌন্ বিপদের নিবৃত্তি দেখিয়া পর-
মেশ্বরের বাক্যানুসারে পুনর্ব্বার আপন অন্তঃ-
করণ কঠিন করিয়া তাহাদের কথাতে মনোযোগ
করিল না।
১৬ তাহাতে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, হা-
রোণকে কহ, সমুদয় মিসরদেশে যেন উকুণ হয়,
এই নিমিত্তে তুমি আপন যষ্টি উঠাইয়া ভূমির
ধূলিতে প্রহার কর। তাহাতে তাহারা সেই রূপ
করিল; ১৭ ফলতঃ হারোণ আপন যষ্টিবিশিষ্ট
হস্ত উঠাইয়া ভূমির ধূলিতে প্রহার করিলে

মনুষ্যগণেতে ও পশুগণেতে উকুণ হইল, এবং
মিসরদেশের সর্ব্বত্র ভূমির সকল ধূলি উকুণ হইয়া
উঠিল। ১৮ তখন মায়াবিরা আপনাদের মায়া-
তে তদ্রূপ করিয়া উকুণ উৎপন্ন করিতে যত্ন
করিল বটে, কিন্তু পারিল না। এবং উকুণ মনু-
ষ্যগণেতে ও পশুগণেতে হইলে ১৯ মায়াবিরা
ফিরৌণকে কহিল, এ ঈশ্বরের অঙ্গুলিকৃত কর্ম্ম;
তথাপি পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে ফিরৌণের
অন্তঃকরণ কঠিন হইলে সে তাহাদের কথায়
মনোযোগ করিল না।

২০ অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি
প্রত্যূষে উঠিয়া ফিরৌণের সম্মুখে দাঁড়াও; দেখ,
সে জলের নিকটে আইলে তাহাকে এই কথা কহ,
পরমেশ্বর কহেন, আমার সেবা করিতে আমার
প্রজাদিগকে ছাড়িয়া দেও। ২১ যদি আমার
প্রজাদিগকে ছাড়িয়া না দেও, তবে আমি তো-
মাতে ও তোমার দাসগণেতে ও প্রজাদিগেতে ও
গৃহেতে এমন মশকের ঝাঁক প্রেরণ করিব, যে মি-
স্রিদের গৃহ ও বাসভূমি মশকেতে পরিপূর্ণ হইবে।
২২ কিন্তু জগতের মধ্যে আমিই পরমেশ্বর, ইহা
তোমাকে জ্ঞাত করিতে সে দিনে আমার প্রজা-
দের নিবাসস্থান গোশন্ প্রদেশ ভিন্ন করিব;
সে স্থানে মশকের ঝাঁক হইবে না। ২৩ আমি
আপন প্রজাদের ও তোমার প্রজাদের মধ্যে
প্রভেদ করিব, কল্য এই চিহ্ন হইবে। ২৪ পরে
পরমেশ্বর সেই রূপ করিলেন, তাহাতে ফিরৌ-
ণের ও তাহার দাসগণের গৃহে মশকের এমত
বৃহৎ ঝাঁক উপস্থিত হইল, যে মশকেতে সমস্ত
মিসরদেশের উৎপাত হইল।

২৫ তখন ফিরৌন্ মূসাকে ও হারোণকে ডা-
কাইয়া কহিল, তোমরা যাইয়া দেশের মধ্যে তো-
মাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে বলিদান কর। ২৬ তা-
হাতে মূসা কহিল, তাহা করা আমাদের উপযুক্ত
নয়, কেননা আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে
মিস্রিদের ঘৃণার্হ বলিদান করিতে হয়, কিন্তু মি-
স্রিদের সাক্ষাতে তাহাদের ঘৃণার্হ বলিদান করিলে
তাহারা কি আমাদিগকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে
না? ২৭ অতএব আমরা তিন দিনের পথ প্রা-
ন্তরে যাইয়া আমাদের প্রভু পরমেশ্বর যে আজ্ঞা
দিবেন, তদনুসারে তাঁহার উদ্দেশে বলিদান করিব।
২৮ পরে ফিরৌন্ কহিল, আমি তোমাদিগকে
ছাড়িয়া দিতেছি, তোমরা প্রান্তরে গিয়া আপন
প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে বলিদান কর; কিন্তু
বহুদূর যাইও না, এবং আমার জন্যে প্রার্থনা
কর। ২৯ তখন মূসা কহিল, দেখ, আমি তো-
মার নিকটহইতে গিয়া পরমেশ্বরের কাছে প্রা-
র্থনা করিব, তাহাতে তোমার ও তোমার দাস-
গণের ও তোমার লোকদের নিকটহইতে কল্য
সকল মশকের ঝাঁক দূরে যাইবে; কিন্তু পর-
মেশ্বরের উদ্দেশে বলিদান করণার্থে লোকদিগকে
ছাড়িয়া দিতে ফিরৌন্ পুনর্ব্বার প্রবঞ্চনা না
করুক। ৩০ পরে মূসা ফিরৌণের নিকটহইতে
বাহিরে গিয়া পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিল।
৩১ তাহাতে পরমেশ্বর মূসার প্রার্থনানুসারে ফি-
রৌন্ ও তাহার দাসগণ ও প্রজা সকলহইতে
তাবৎ মশকের ঝাঁক দূর করিলেন; একটিও
অবশিষ্ট থাকিল না। ৩২ সেই সময়েও ফিরৌন্
আপন অন্তঃকরণ কঠিন করিয়া লোকদিগকে
ছাড়িয়া দিল না।

৯ অধ্যায়।

১ মড়কের কথা, ৮ ও মানুষ ও পশুদের মধ্যে স্ফোটকের কথা, ১৩ ও শিলাবৃষ্টির কথা, ২২ ও শিলাবৃষ্টি হওন, ২৭ ও মূসার নিকটে ফিরৌণের নিবেদন, ও তাহার মন কঠিন হওন।

১ অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি ফি-
রৌণের নিকটে গিয়া তাহাকে কহ, ইব্রিদের
প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমার সেবা
করিতে তুমি আমার প্রজাদিগকে ছাড়িয়া দেও।
২ কিন্তু যদি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে অসম্মত
হইয়া এখনও বাধা দেও, ৩ তবে তোমার ক্ষে-
ত্রস্থ অশ্ব ও গর্দ্দভ ও উষ্ট্র ও গো ও মেষ
প্রভৃতি পশুদের উপরে পরমেশ্বর হস্ত বিস্তার
করিবেন; তাহাতে তাহার মধ্যে অতিশয় মহা-
মারী হইবে। ৪ কিন্তু পরমেশ্বর ইস্রায়েলীয়দের
পশুতে ও মিস্রিদের পশুতে ভেদ করিবেন;
তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশের কোন পশু মরিবে
না। ৫ পরমেশ্বর সময় নিরূপণ করিয়া কহিলেন,
কল্য আমি দেশে এই কর্ম্ম করিব। ৬ পরদিনে
পরমেশ্বর সেই রূপ করিলে মিস্রিদের সকল
পশু মরিল, কিন্তু ইস্রায়েল্ বংশের পশুদের
মধ্যে একটাও মরিল না। ৭ তখন ফিরৌন্
লোক প্রেরণ করিয়া ইস্রায়েল্ বংশের একটা
পশুও মরে নাই, ইহা দেখিল; তথাপি ফি-
রৌণের অন্তঃকরণ কঠিন হওয়াতে সে লোক-
দিগকে ছাড়িয়া দিল না।

৮ অপর পরমেশ্বর মূসাকে ও হারোণকে
কহিলেন, তোমরা মুষ্টি পূর্ণ করিয়া চুলার ভস্ম
লও, পরে মূসা ফিরৌণের সাক্ষাতে তাহা আ-
কাশের দিগে ছড়াউক। ৯ তাহাতে তাহা সমস্ত
মিসরদেশব্যাপি ধূলিস্বরূপ হইয়া মিসরদেশের
সর্ব্বত্র মনুষ্য ও পশুদের গাত্রে ক্ষতযুক্ত স্ফোটক
জন্মাইবে। ১০ তখন তাহারা চুলার ভস্ম লইয়া
ফিরৌণের সম্মুখে দাঁড়াইল। পরে মূসা আকা-
শের দিগে তাহা ছড়াইয়া দিলে মনুষ্যদের ও
পশুদের গাত্রে ক্ষতযুক্ত স্ফোটক হইল। ১১ সেই

স্ফোটক প্রযুক্ত মায়াবিরা মূসার সম্মুখে দাঁড়া-
ইতে পারিল না, কারণ মায়াবি প্রভৃতি সকল
মিস্রীয় লোকের গাত্রে স্ফোটক জন্মিল। ১২ ত-
থাপি পরমেশ্বর ফিরৌণের অন্তঃকরণ কঠিন
করিলে সে মূসার উক্ত পরমেশ্বরের বাক্যানু-
সারে তাহাদের কথাতে মনোযোগ করিল না।
১৩ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি
প্রত্যূষে উঠিয়া ফিরৌণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তা-
হাকে এই কথা কহ, ইব্রিদের প্রভু পরমেশ্বর
কহেন, আমার সেবা করিতে তুমি আমার প্রজা-
দিগকে ছাড়িয়া দেও; ১৪ নতুবা এই বার আমি
তোমার অন্তঃকরণের বিরুদ্ধে এবং তোমার দা-
সগণের ও প্রজাদের উপরে আমার সর্ব্বপ্রকার
দণ্ডাঘাত প্রেরণ করিব; তাহাতে তাবৎ জগতে
আমার তুল্য কেহ নাই, ইহা তুমি জ্ঞাত হইবা।
১৫ কেননা ইহার পূর্ব্বে আমি আপন হস্ত বি-
স্তার করিয়া মহামারীদ্বারা তোমাকে ও তোমার
প্রজাদিগকে দণ্ড দিতে পারিতাম; তাহা করিলে
তুমি পৃথিবীহইতে উচ্ছিন্ন হইতা। ১৬ কিন্তু আমি
সত্য কহিতেছি, তোমাদ্বারা নিজ পরাক্রম দে-
খাইতে ও সমস্ত পৃথিবীতে আপন নাম প্রকাশ
করিতে, এতন্নিমিত্তেই তোমাকে স্থাপন করিলাম।
১৭ এখনও তুমি আমার প্রজাগণের প্রতি অভি-
মান করিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে অসম্মত
আছ। ১৮ দেখ, কল্য এই সময়ে আমি মিসর-
দেশে এমত ভারি শিলাবৃষ্টি করিব, যে মিস-
রের পত্তনাবধি অদ্য পর্য্যন্ত এতাদৃশ কখনো
হয় নাই। ১৯ অতএব তুমি এখন লোক প্রেরণ
করিয়া ক্ষেত্রে তোমার পশু প্রভৃতি যাহা আছে,
তাহা একত্র কর; কেননা যে মনুষ্য ও পশু
গৃহে আনীত না হইয়া ক্ষেত্রে থাকিবে, তাহা-
দের উপরে শিলাবৃষ্টি হইলে তাহারা প্রাণত্যাগ
করিবে। ২০ তখন ফিরৌণের দাসগণের মধ্যে
যে কেহ পরমেশ্বরের কথাতে ভীত ছিল, সে
শীঘ্র আপন দাস ও পশুগণকে গৃহে আনিল।
২১ কিন্তু যে কেহ পরমেশ্বরের বাক্যেতে অম-
নোযোগী, সে আপন দাস ও পশুদিগকে ক্ষেত্রে
ত্যাগ করিল।
২২ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি
আকাশের দিগে আপন হস্ত বিস্তার কর, তা-
হাতে মিসরদেশের সর্ব্বত্র ক্ষেত্রস্থ মনুষ্য ও
পশু ও তৃণ সকলের উপরে শিলাবৃষ্টি হইবে।
২৩ পরে মূসা আপন যষ্টি আকাশের দিগে
বিস্তার করিলে পরমেশ্বর মেঘগর্জ্জন ও শিলা-
বৃষ্টি করিলেন, এবং বিদ্যুৎ ভূমির উপরে বেগে
গমন করিল; এই রূপে পরমেশ্বর মিসরদেশে
শিলাবৃষ্টি করিলেন। ২৪ তাহাতে শিলার সহিত
মিশ্রিত অগ্নিবৃষ্টিও হইলে তাহা অতি দুঃসহ্য
হইল; এরূপ শিলাবৃষ্টি মিসরদেশে রাজ্য স্থা-
পনাবধি কখনো হয় নাই। ২৫ তাহাতে তাবৎ
মিসরদেশের ক্ষেত্রস্থ মনুষ্য ও পশু সকলেই
শিলাদ্বারা হত হইল, ও ক্ষেত্রের সকল তৃণ
শিলাবৃষ্টির দ্বারা নষ্ট হইল, ও ক্ষেত্রের সকল
বৃক্ষ ভগ্ন হইল। ২৬ কিন্তু ইস্রায়েল্ বংশের
বাসস্থান গোশন্ প্রদেশে শিলাবৃষ্টি হইল না।
২৭ পরে ফিরৌন্ লোক প্রেরণ করিয়া মূসাকে
ও হারোণকে ডাকাইয়া কহিল, এই বার আমি
পাপ করিলাম; পরমেশ্বর নির্দ্দোষ, কিন্তু আমি
ও আমার লোকেরা দোষী। ২৮ তোমরা পর-
মেশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর। অধিক মেঘগর্জ্জনে
ও শিলাবৃষ্টিতে কি প্রয়োজন? আমি তোমা-
দিগকে ছাড়িয়া দিব, তোমাদের আর বিলম্ব
হইবে না। ২৯ তখন মূসা তাহাকে কহিল, আমি
নগরহইতে বহির্গমনকালে পরমেশ্বরের প্রতি
আপন হস্ত বিস্তার করিব, তাহাতে মেঘগর্জ্জন
নিবৃত্ত হইবে ও শিলাবৃষ্টি আর হইবে না;
এবং এই পৃথিবী পরমেশ্বরের, তাহা তুমি
জ্ঞাত হইবা। ৩০ কিন্তু তুমি ও তোমার দাস-
গণ তোমরা এখনও প্রভু পরমেশ্বরহইতে ভীত
নও, তাহা আমি জানি। ৩১ মশিনা ও যব
সকলি নষ্ট হইল, কেননা যব শীষযুক্ত ও মশিনা
পুষ্পিত ছিল। ৩২ কিন্তু গোম ও জনরা বড়
না হওয়াতে নষ্ট হইল না। ৩৩ পরে মূসা ফি-
রৌণের নিকটহইতে নগরের বাহিরে গিয়া পর-
মেশ্বরের প্রতি আপন হস্ত বিস্তার করিলে
মেঘগর্জ্জন ও শিলাপাত নিবৃত্ত হইল, এবং
ভূমিতে আর বৃষ্টি হইল না। ৩৪ তখন বৃষ্টি ও
শিলাপাত ও মেঘগর্জ্জন নিবৃত্ত দেখিয়া ফিরৌন্
আরো পাপ করিল, ফলতঃ সে ও তাহার দা-
সগণ আপন২ অন্তঃকরণ কঠিন করিল। ৩৫ মূসার
উক্ত পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে ফিরৌণের অন্তঃ-
করণ কঠিন হওয়াতে সে ইস্রায়েল্ বংশকে
যাইতে দিল না।

১০ অধ্যায়।

১ পঙ্গপালের কথা, ৭ ও ফিরৌণের প্রতি দাসগণের কথা, ১২ ও পঙ্গপালের আগমন, ১৬ ও মূসার প্রতি ফিরৌণের নিবেদন, ২১ ও ঘোর অন্ধকারের কথা, ২৪ ও মূসার প্রতি ফিরৌণের শেষকথা।

১ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি ফি-
রৌণের নিকটে যাও; আমি যেন এই লোক-
দের মধ্যে আপন চিহ্ন প্রকাশ করি, এই জন্যে
ফিরৌণের ও তাহার দাসগণের অন্তঃকরণ কঠিন
করিলাম। ২ তাহাতে আমি মিসরেতে যে২ কর্ম্ম
ও তাহাদের মধ্যে যে২ চিহ্ন করিয়াছি, তাহা
তোমরা আপন পুত্র ও পৌত্রের কর্ণে কহিবা,

এবং আমিই পরমেশ্বর, ইহা জ্ঞাত হইবা।
৩ তখন মূসা ও হারোণ ফিরৌণের নিকটে
গিয়া কহিল, ইব্রিদের প্রভু পরমেশ্বর কহেন,
তুমি আমার সম্মুখে নম্র হইতে কত কাল অস-
ম্মত থাকিবা? আমার সেবা করিতে আমার
প্রজাদিগকে ছাড়িয়া দেও। ৪ কিন্তু যদি ছাড়িয়া
দিতে অসম্মত হও, তবে দেখ, আমি কল্য তো-
মার সীমাতে পঙ্গপাল আনিব। ৫ তাহারা তো-
মার সমস্ত দেশ এমত আচ্ছন্ন করিবে, যে কেহ
ভূমি দেখিতে পাইবে না; এবং শিলাবৃষ্টি-
হইতে রক্ষিত ও অবশিষ্ট যে কিছু আছে,
তাহা তাহারা খাইবে, এবং ক্ষেত্রোৎপন্ন তো-
মাদের বৃক্ষ সকলও খাইবে। ৬ এবং তাহাদ্বারা
তোমার গৃহ ও তোমার দাসগণের গৃহ ও তাবৎ
মিস্রীয় লোকের গৃহ পরিপূর্ণ হইবে; এই দেশে
তোমার পূর্ব্বপুরুষদের ও তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ-
দের জন্মাবধি অদ্য পর্য্যন্ত কখন এরূপ দেখা
যায় নাই। তখন মূসা মুখ ফিরাইয়া ফিরৌ-
ণের নিকটহইতে বাহিরে গেল।
৭ পরে ফিরৌণের দাসগণ তাহাকে কহিল,
এ ব্যক্তি কত কাল আমাদের ফাঁদস্বরূপ থা-
কিবে? এই লোকদের প্রভু পরমেশ্বরের সেবা
করিতে ইহাদিগকে ছাড়িয়া দেও; মিসরদেশ
নষ্ট হইল, ইহা কি তুমি এখনও বুঝ না?
৮ তখন মূসা ও হারোণ ফিরৌণের নিকটে
পুনর্ব্বার আনীত হইলে সে তাহাদিগকে কহিল,
তোমরা আপন প্রভ পরমেশ্বরের সেবা করিতে
যাও; কিন্তু কে২ যাইবা? ৯ তাহাতে মূসা কহিল,
আমরা আবাল বৃদ্ধ সকলে যাইব, আপন২
পুত্র কন্যাগণ এবং গোমেষাদি পালকেও সঙ্গে
লইয়া যাইব, কেননা পরমেশ্বরের উদ্দেশে উৎ-
সব করিতে হইবে। ১০ তখন ফিরৌন্ তাহা-
দিগকে কহিল, হাঁ, পরমেশ্বর তোমাদের সা-
হায্য করুন! আমি না কি তোমাদিগকে ও
তোমাদের বালকগণকে ছাড়িয়া দিব? দেখ,
অনিষ্ট কর্ম্ম করা তোমাদের অভিপ্রায়। ১১ এ-
রূপ নয়, তোমাদের পুরুষেরা গিয়া পরমেশ্বরের
সেবা করুক; কারণ তোমরা ইহাই প্রার্থনা
করিয়াছিলা। পরে তাহারা ফিরৌণের সম্মুখ-
হইতে দূরীকৃত হইল।
১২ অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি
মিসরদেশে পঙ্গপালার্থে আপন হস্ত বিস্তার
কর, তাহাতে তাহারা মিসরদেশে আসিয়া শি-
লাবৃষ্টিহইতে অবশিষ্ট ভূমির তৃণাদি সকল ভক্ষণ
করিবে। ১৩ তখন মূসা মিসরদেশের উপরে
আপন যষ্টি বিস্তার করিলে ঐ সমস্ত দিবারাত্রি
পরমেশ্বর দেশে পূর্ব্বীয় বায়ু বহাইলেন; পরে
প্রাতঃকালে পূর্ব্বীয় বায়ুদ্বারা পঙ্গপাল উপস্থিত
হইল। ১৪ তাহাতে সমুদয় মিসরদেশে পঙ্গপাল
ব্যাপ্ত হইল; মিসরের তাবৎ অঞ্চলে পঙ্গপাল
পড়িল। সে রূপ ভয়ানক পঙ্গপাল পূর্ব্বে কখনো
হয় নাই, এবং পরেও কখনো হইবে না।
১৫ তাহারা সকল ভূমি আচ্ছন্ন করিল, ও তা-
হাদের দ্বারা দেশ অন্ধকারাবৃত হইল, এবং
ভূমির যে তৃণ ও বৃক্ষাদির যে ফল শিলাবৃষ্টি-
হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, সে সমস্ত তাহারা
ভক্ষণ করিল; তাহাতে সমস্ত মিসরদেশে বৃক্ষ
ও ক্ষেত্রের তৃণ প্রভৃতি হরিদ্বর্ণ কিছুই থাকিল না।
১৬ তখন ফিরৌন্ মূসাকে ও হারোণকে শীঘ্র
ডাকাইয়া কহিল, আমি তোমাদের প্রভু পরমে-
শ্বরের বিরুদ্ধে ও তোমাদের বিরুদ্ধে পাপ করি-
লাম। ১৭ বিনয় করি, কেবল এই বার আমার
পাপ ক্ষমা করিয়া আমাহইতে এই কালস্বরূপকে
দূর করিতে আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের কাছে
প্রার্থনা কর। ১৮ তাহাতে সে ফিরৌণের নিকট-
হইতে বাহিরে গিয়া পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা
করিলে ১৯ পরমেশ্বর প্রবল পশ্চিম বায়ু আনাইয়া
দেশহইতে পঙ্গপালদিগকে উঠাইয়া সূফ্ সাগরে
নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে মিসরের কোন অঞ্চলে
একটাও পঙ্গপাল থাকিল না। ২০ কিন্তু পরমেশ্বর
ফিরৌণের হৃদয় কঠিন করিলে সে ইস্রায়েল্
বংশকে ছাড়িয়া দিল না।
২১ অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি
আকাশের দিগে হস্ত বিস্তার কর; তাহাতে মি-
সরদেশে অন্ধকার হইবে, ও অন্ধকার প্রযুক্ত
লোকেরা হাঁতড়াইবে। ২২ পরে মূসা আকা-
শের দিগে হস্ত বিস্তার করিলে তিন দিন পর্য্যন্ত
মিসরদেশের সর্ব্বত্র এমত গাঢ় অন্ধকার হইল,
২৩ যে এক জন অন্যকে দেখিতে পাইল না,
ও তিন দিন পয্যন্ত কেহ আপন স্থানহইতে
উঠিতে পারিল না; কিন্তু ইস্রায়েল্ বংশের সকল
বাসস্থানে আলো ছিল।
২৪ তখন ফিরৌন্ মূসাকে ডাকাইয়া কহিল,
তোমরা পরমেশ্বরের সেবা করিতে যাও; বা-
লকগণও তোমাদের সঙ্গে যাউক, কেবল তো-
মাদের মেষগবাদি পাল থাকুক। ২৫ তাহাতে
মূসা কহিল, আমরা আপনাদের প্রভু পরমে-
শ্বরের উদ্দেশে যে বলি ও হোমদ্রব্য উৎসর্গ
করিব, তাহাও আমাদের হস্তে সমর্পণ করা
তোমার উচিত। ২৬ আমাদের পশুগণ আমাদের
সহিত যাইবে, এক খুরও অবশিষ্ট থাকিবে না;
কেননা আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের সেবার্থে
তাহাদের মধ্যহইতে বলি লইতে হইবে, কিন্তু
কি দিয়া পরমেশ্বরের সেবা করিব, তাহা সে
স্থানে উপস্থিত না হইলে আমরা জানিতে
পারি না। ২৭ অপর পরমেশ্বর ফিরৌণের

অন্তঃকরণ কঠিন করিলে সে তাহাদিগকে ছাড়িয়া
দিতে সম্মত হইল না। [২৮] পরে ফিরৌন্ তা-
হাকে কহিল, আমার নিকটহইতে দূর হও;
সাবধান, আমার মুখ আর কখনো দেখিও
না; যে দিন আমার মুখ দেখিবা, সেই দিনে
মরিবা। [২৯] তাহাতে মূসা কহিল, তুমি ভাল
কহিলা, তোমার মুখ আর কখন দেখিব না।

১১ অধ্যায়।

১ মিস্রিদের কাছে দ্রব্য চাহিয়া লইতে ইস্রায়েল্ বংশের প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞা, ৪ ও প্রথমজাত সন্তানগণের বধ করণের প্রতিজ্ঞা, ৯ ও ফিরৌণের মন কঠিন হওন।

[১] পরমেশ্বর মূসাকে কহিয়াছিলেন, আমি ফিরৌ-
ণের ও মিসরের উপরে আর এক উৎপাত
আনিলে পর সে তোমাদিগকে এ স্থানহইতে
ছাড়িয়া দিবে, এবং ছাড়িয়া দেওন সময়ে তো-
মাদিগকে নিতান্ত তাড়াইয়া দিবে। [২] অতএব
এখন লোকদের কর্ণগোচরে কহ, প্রত্যেক পুরুষ
আপন প্রতিবাসিহইতে, ও প্রত্যেক স্ত্রী আপন
প্রতিবাসিনীহইতে রূপ্যালঙ্কার ও স্বর্ণালঙ্কার
চাহুক। [৩] কিন্তু পরমেশ্বর মিস্রিদের দৃষ্টিতে
লোকদিগকে অনুগ্রহের পাত্র করিয়াছিলেন, এবং
মিসরদেশে মূসা ফিরৌণের দাসদের ও লোক-
দের দৃষ্টিতে অতি সম্ভ্রান্ত পুরুষ ছিল।
[৪] মূসা আরো কহিল, পরমেশ্বর এই কথা
কহেন, আমি দুই প্রহর রাত্রি সময়ে মিসরের
মধ্য দিয়া যাইব। [৫] তাহাতে মিসরদেশস্থিত সকল
প্রথমজাত অর্থাৎ সিংহাসনস্থ ফিরৌণের প্রথম-
জাত অবধি পেষণকারিণী দাসীর প্রথমজাত
পর্য্যন্ত মরিবে, এবং পশুদেরও সকল প্রথমজাত
মরিবে। [৬] তাহাতে তাবৎ মিসরদেশে যাদৃশ কখন
হয় নাই ও হইবে না, এমত মহারোদন হইবে।
[৭] কিন্তু পরমেশ্বর মিস্রীয় লোকেতে ও ইস্রায়েল্
লোকেতে প্রভেদ করেন, ইহা যেন তোমরা জ্ঞাত
হও, এই জন্যে সমস্ত ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে
মনুষ্যের কিম্বা পশুর প্রতি এক কুক্কুরও জিহ্বা
দোলাইবে না। [৮] তাহাতে তোমার এই সকল
দাসেরা আমার নিকটে নামিয়া আসিবে, ও
আমাকে প্রণাম করিয়া কহিবে, তুমি ও তোমার
অনুগত লোকেরা বাহির হও; পরে আমি
বাহির হইব। তাহার পর সে মহাক্রুদ্ধ ফিরৌ-
ণের নিকটহইতে বাহিরে গেল।
[৯] পরমেশ্বর মূসাকে কহিয়াছিলেন, ফিরৌন্
তোমাদের কথাতে মনোযোগ করিবে না, তাহা-
তে আমি মিসরদেশে আপনার আশ্চর্য্য ক্রি-
য়ার বৃদ্ধি করিব। [১০] আর মূসা ও হারোণ
ফিরৌণের সাক্ষাতে এই সকল আশ্চর্য্য কর্ম্ম
করিয়াছিল; তথাপি সে আপন দেশহইতে
ইস্রায়েল্ বংশকে ছাড়িয়া দিল না, যেহেতুক
পরমেশ্বর ফিরৌণের হৃদয় কঠিন করিয়াছিলেন।

১২ অধ্যায়।

১ বৎসরের প্রথম মাসের নির্ণয়, ৩ ও নিস্তারপর্ব্বের নিরূপণ, ১১ ও নিস্তারপর্ব্বের বিবরণ, ১৮ ও নিস্তারপর্ব্বে তাড়ীশূন্য রুটী খাওন, ২১ ও প্রাচীনদের প্রতি মূসার আজ্ঞা, ২৯ ও মিস্রিদের প্রথমজাত সন্তানগণকে বধ করণ, ৩১ ও ইস্রায়েলের বাহিরে যাওন, ৩৭ ও তাহাদের সংখ্যা, ৪০ ও মিসরে বাস করণের সময় নির্ণয়, ৪৩ ও নিস্তারপর্ব্বীয় ভোজের বিধি নির্ণয়।

[১] অপর মিসরদেশে পরমেশ্বর মূসাকে ও হা-
রোণকে কহিলেন, [২] এই মাস তোমাদের প্রধান
মাস ও বৎসরের প্রথম মাস হইবে।
[৩] তোমরা ইস্রায়েল্ বংশীয় তাবৎ মণ্ডলীকে
এই কথা কহ, এই মাসের দশম দিনে তোমা-
দের পিতৃগৃহানুসারে প্রত্যেক গৃহস্থ এক ২ বাটীর
কারণ এক ২ মেষশাবক লইবে। [৪] আর মেষ
ভোজন করিতে যদি কাহারো পরিজন অল্প
হয়, তবে সে ও তাহার গৃহের নিকটবর্ত্তি প্রতি-
বাসী পরিজনগণের সংখ্যানুসারে এক মেষশা-
বককে লইবে; তোমরা প্রত্যেক জনের ভোজন-
শক্ত্যনুসারে মেষশাবকের বিষয়ে গণনা করিবা।
[৫] তোমরা মেষপালের কিম্বা ছাগপালের মধ্য-
হইতে একবর্ষীয় নির্দ্দোষ পুংশাবক লইয়া এই
মাসের চতুর্দ্দশ দিন পর্য্যন্ত রাখিবা। [৬] পরে
তোমরা অর্থাৎ ইস্রায়েল্ বংশের সমস্ত
মণ্ডলী সন্ধ্যাকালে সেই শাবককে বলিদান
করিবা। [৭] এবং তাহার কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া
যে ২ গৃহমধ্যে মেষ ভোজন করিবা, সেই ২
গৃহের দ্বারের দুই বাজুতে ও কপালীতে লেপিয়া
দিবা। [৮] অপর সেই রাত্রিতে তাহার মাংস
ভোজন করিবা; অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাড়ীশূন্য
রুটী ও তিক্ত শাকের সহিত তাহা ভোজন করিবা।
[৯] ঐ মাংস অপক্ক কিম্বা জলে সিদ্ধ ভোজন
করিও না, কিন্তু অগ্নিতে তাহার মুণ্ড ও জংঘা
ও শরীর সর্ব্বশুদ্ধ দগ্ধ করিয়া ভোজন করিও।
[১০] এবং প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাহার কিছুই রা-
খিও না; যদ্যপি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত কিছু অব-
শিষ্ট থাকে, তবে তাহা অগ্নিতে ভস্মসাৎ করিও।
[১১] আর তোমরা এই রূপে তাহা ভোজন
করিবা, ফলতঃ কটিবন্ধন্ করিয়া চরণে পাদুকা
দিয়া হস্তে যষ্টি লইয়া সত্বর হইয়া তাহা ভো-
জন করিবা; ইহা পরমেশ্বরের নিস্তারপর্ব্ব হইবে।
[১২] কেননা অদ্য রাত্রিতে আমি মিসরদেশের
মধ্য দিয়া যাইয়া মিসরদেশস্থ মনুষ্যের ও পশুর

তাবৎ প্রথমজাতকে আঘাত করিব; এবং মি-
স্রীয় তাবৎ দেবের বিচার করিয়া দণ্ড করিব;
আমিই পরমেশ্বর। ১৩ অতএব তোমরা যে ২ গৃহে
থাক, সেই ২ গৃহের চিহ্ন ঐ রক্ত হইবে; তা-
হাতে আমি যে সময়ে মিসরদেশের দণ্ড করিব,
তৎকালে সেই রক্ত দেখিলে তোমাদিগকে ছা-
ড়িয়া অগ্রে যাইব, সংহারক আঘাত তোমাদের
প্রতি ঘটিবে না। ১৪ এই দিবস তোমাদের
স্মরণীয় হইবে, এবং তোমরা পুরুষানুক্রমে এই
দিনকে পরমেশ্বরের উৎসবরূপে পালন করিবা;
নিত্য বিধিমতে এই উৎসব পালন করিবা।
১৫ আর তোমরা সাত দিন পর্য্যন্ত তাড়ীশূন্য
রুটী খাইবা, বিশেষতঃ প্রথম দিনে আপন ২
গৃহহইতে তাড়ীযুক্ত রুটী দূর করিবা, কেননা
যে জন প্রথম দিনাবধি সপ্তম দিন পর্য্যন্ত তা-
ড়ীযুক্ত রুটী খাইবে, সে ইস্রায়েল্ বংশহইতে
উচ্ছিন্ন হইবে। ১৬ আর প্রথম দিনে তোমাদের
পবিত্র সভা হইবে, এবং সপ্তম দিনেও তোমাদের
পবিত্র সভা হইবে; সেই দুই দিনে প্রত্যেক
প্রাণির খাদ্য আয়োজন ব্যতিরেকে অন্য কোন
কর্ম্ম করিবা না, কেবল সেই কর্ম্ম করিতে পা-
রিবা। ১৭ এই রূপে তোমরা তাড়ীশূন্য রুটীর পর্ব্ব
পালন করিবা, কেননা এই দিনে আমি তোমা-
দের সমূহ লোককে মিসরদেশহইতে বাহির করিয়া
আনিলাম; অতএব তোমরা পুরুষানুক্রমে নিত্য
বিধিমতে এই দিনকে পর্ব্বরূপে পালন করিও।
১৮ তোমরা প্রথম মাসের চতুর্দ্দশ দিনের সা-
য়ংকালাবধি একবিংশতি দিনের সায়ংকাল
পর্য্যন্ত তাড়ীশূন্য রুটী ভোজন করিও। ১৯ সপ্তাহ
তোমাদের গৃহে তাড়ীর লেশ না থাকুক; কে-
ননা বিদেশী কি স্বদেশী যে জন ইহাতে তাড়ী-
মিশ্রিত দ্রব্য খাইবে, সে ইস্রায়েল্ বংশের
মণ্ডলীহইতে উচ্ছিন্ন হইবে। ২০ তোমরা তাড়ী-
যুক্ত কোন দ্রব্য খাইও না, তোমরা আপন ২
তাবৎ বাসস্থানে তাড়ীশূন্য রুটী খাইও।
২১ তখন মুসা ইস্রায়েল্ বংশের সমস্ত প্রা-
চীন লোককে ডাকাইয়া কহিল, তোমরা আ-
পন ২ পরিজনানুসারে এক ২ মেষশাবক লইয়া
নিস্তারপর্ব্বীয় বলিরূপে দান কর। ২২ এবং
এক আটি এসোব্ লইয়া পাত্রস্থিত রক্তে ডুবা-
ইয়া দ্বারের কপালীতে ও দুই বাজুতে পাত্র-
স্থিত রক্তের কিঞ্চিৎ লেপিয়া দেও, এবং প্রভাত
পর্য্যন্ত কেহ গৃহদ্বারের বাহিরে যাইও না।
২৩ কেননা পরমেশ্বর মিস্রিদিগকে আঘাত করি-
তে তাহাদের মধ্য দিয়া গমন করিবেন, তা-
হাতে দ্বারের কপালীতে ও দুই বাজুতে রক্তের
চিহ্ন দেখিলে পরমেশ্বর সেই দ্বার ছাড়িয়া
অগ্রে যাইবেন, তোমাদের গৃহে সংহারকর্ত্তাকে
প্রবেশ করিয়া আঘাত করিতে দিবেন না।
২৪ এবং তোমরা ও তোমাদের সন্তানেরা বিধি-
মতে সর্ব্বদা এই রীতি পালন করিবা। ২৫ এবং
পরমেশ্বর আপন প্রতিজ্ঞানুসারে তোমাদিগকে
যে দেশ দিবেন, সে দেশে যখন প্রবিষ্ট হইবা,
তৎকালেও এই পর্ব্ব পালন করিবা। ২৬ এবং
তোমাদের এই পর্ব্বের অভিপ্রায় কি? তোমা-
দের সন্তানগণ ইহা জিজ্ঞাসা করিলে ২৭ তোমরা
কহিবা, পরমেশ্বর মিস্রিদিগকে আঘাত করি-
বার সময়ে মিসরে প্রবাসি ইস্রায়েল্ বংশের গৃহ
সকল ছাড়িয়া অগ্রে গিয়া আমাদের গৃহ রক্ষা
করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার উদ্দেশে এ নি-
স্তারপর্ব্ব। তখন লোকেরা দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম
করিল। ২৮ পরে ইস্রায়েলের সন্তানেরা যাইয়া
মুসার ও হারোণের প্রতি পরমেশ্বরের আদে-
শানুসারে কর্ম্ম করিল।
২৯ অপর পরমেশ্বর অর্দ্ধরাত্র সময়ে সিংহা-
সনস্থিত ফিরৌণের প্রথমজাত সন্তান অবধি
কারাকূপস্থ বন্দি লোকের প্রথমজাত সন্তান
পর্য্যন্ত মিসরদেশস্থিত তাবৎ প্রথমজাত সন্তানকে
ও পশুদের প্রথমজাত শাবকগণকে আঘাত করি-
লেন। ৩০ তাহাতে ফিরৌন্ ও তাহার দাসগণ
প্রভৃতি মিস্রীয় লোক সকল রাত্রিতে উঠিল,
এবং মিসরেতে মহারোদন হইল; কেননা যে
গৃহে কেহ মরে নাই, এমত গৃহ ছিল না।
৩১ তখন রাত্রিকালেই ফিরৌন্ মূসাকে ও
হারোণকে ডাকাইয়া কহিল, তোমরা উঠিয়া ইস্রা-
য়েলের তাবৎ বংশকে লইয়া আমার প্রজাদের
মধ্যহইতে বাহির হও, তোমাদের বাক্যানুসারে
পরমেশ্বরের সেবা করিতে যাত্রা কর। ৩২ এবং
তোমাদের বাক্যানুসারে মেষপাল ও গবাদি
পাল সকলকে লইয়া যাও, এবং আমাকেও
আশীর্ব্বাদ কর। ৩৩ তখন ইস্রায়েল্ বংশকে
শীঘ্র দেশহইতে বিদায় করণার্থে মিস্রিরা উদ্যোগ
করিল, কেননা তাহারা কহিল, আমরাও সকলে
মৃত্যুর পাত্র। ৩৪ তাহাতে লোকেরা তাড়ীযুক্ত
করণের পূর্ব্বে আপন ২ ছানা ময়দা পাত্রে করি-
য়া বস্ত্রে বাঁধিয়া স্কন্ধে লইল। ৩৫ এবং ইস্রা-
য়েল্ বংশ মূসার বাক্যানুসারে মিস্রিদের কাছে
স্বর্ণালঙ্কার ও রূপ্যালঙ্কার ও বস্ত্র চাহিলে ৩৬ পর-
মেশ্বর মিস্রিদের দৃষ্টিতে তাহাদিগকে অনুগ্রহের
পাত্র করাতে তাহারা তাহাদের প্রার্থনানুসারে
তাহাদিগকে তাহা দিল। এই রূপে তাহারা
মিস্রিদের ধন হরণ করিল।
৩৭ তখন ইস্রায়েলের সন্তানেরা বালক ছাড়া
ছয় লক্ষ পদাতিক পুরুষ রামিষেষ্‌হইতে সুক্কো-
তে যাত্রা করিল। ৩৮ এবং তাহাদের সহিত
অপর লোকদের বড় জনতা ও মেষগবাদি

অনেক পশু প্রস্থান করিল। ৩৯ পরে তাহারা
মিসরহইতে আনীত ছানা ময়দাদ্বারা তাড়ীশূন্য
পিষ্টক প্রস্তুত করিল, তাহার মধ্যে তাড়ী ছিল
না; কেননা মিসরহইতে দূরীকৃত হওন কালে
বিলম্ব করিতে না পারাতে তাহারা আপনাদের
জন্যে কিছুই খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে নাই।
৪০ ইস্রায়েল্ বংশ চারি শত ত্রিশ বৎসর
পর্য্যন্ত মিসর দেশে বসতি করিয়াছিল। ৪১ সেই
চারি শত ত্রিশ বৎসরের শেষে ঐ দিনে পর-
মেশ্বরের বাহিনী সকল মিসরহইতে বাহির
হইল। ৪২ মিসরদেশহইতে তাহাদের বাহির
করণ হেতুক সে রাত্রি পরমেশ্বরের উদ্দেশে পা-
লনীয় হয়; সমস্ত ইস্রায়েল্ বংশের পুরুষানু-
ক্রমে সেই রাত্রি পরমেশ্বরের উদ্দেশে পালনীয়।
৪৩ অপর পরমেশ্বর মূসাকে ও হারোণকে
কহিলেন, নিস্তারপর্ব্বীয় বলির এই বিধি; কোন
বিদেশি লোক তাহা ভোজন করিবে না। ৪৪ কিন্তু
রূপ্যদ্বারা ক্রীত প্রত্যেক পুরুষদাস যদি ছিন্ন-
ত্বক্ হয়, তবে খাইতে পারে; ৪৫ নতুবা বিদেশী
কিম্বা বেতনজীবি দাস তাহা খাইতে পারিবে না।
৪৬ তোমরা এক গৃহেতে তাহা ভোজন করিও;
সেই মাংসের কিঞ্চিৎও গৃহের বাহিরে লইয়া
যাইও না; ও তাহার এক অস্থিও ভগ্ন করিও
না। ৪৭ ইস্রায়েল্ বংশের সমস্ত মণ্ডলী এই
পর্ব্ব করিবে। ৪৮ এবং তোমার সহিত প্রবাসি
কোন বিদেশি লোক যদি পরমেশ্বরের নিস্তার-
পর্ব্ব পালন করিতে চাহে, তবে সে নিজ পুরুষ
পরিবারের সহিত ছিন্নত্বক্ হইয়া পর্ব্ব করণার্থে
আগমন করুক, তাহাতে সে দেশজাত লোকের
তুল্য হইবে; কিন্তু অচ্ছিন্নত্বক্ কোন লোক
তাহা ভোজন না করুক। ৪৯ দেশজাত লোকের
প্রতি ও তোমাদের মধ্যে প্রবাসকারি বিদেশীয়
লোকের প্রতি একই বিধি হইবে। ৫০ তাহাতে
ইস্রায়েলের তাবৎ বংশ সেই রূপ করিল, অর্থাৎ
মূসার ও হারোণের প্রতি পরমেশ্বরের যে আজ্ঞা
ছিল, তদনুসারেই করিল। ৫১ এই রূপে পরমে-
শ্বর সেই দিনে সৈন্যশ্রেণীবদ্ধ ইস্রায়েল্ বংশকে
মিসরদেশহইতে বাহির করিয়া আনিলেন।

১৩ অধ্যায়।

১ ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রথমজাতকে পবিত্র করণ, ৩
ও মিসরদেশহইতে মুক্তির স্মরণার্থক চিহ্ন, ১১
ও ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রথমজাতকে পবিত্র করণের
বিবরণ, ১৭ ও মিসরহইতে যাত্রা করণ সময়ে
যূষফের অস্থি সঙ্গে লওন, ২০ ও দিনেতে মেঘ-
স্তম্ভ ও রাত্রিতে অগ্নিস্তম্ভদ্বারা পরমেশ্বরের তা-
হাদিগকে পথ দেখাওন।

১ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২ ইস্রায়েল্
বংশের মধ্যে মনুষ্য হউক কিম্বা পশু হউক,
সর্ব্বপ্রকার প্রথমজাত গর্ভফল আমার উদ্দেশে
পবিত্র কর; কেননা তাহা আমারই।
৩ অনন্তর মূসা লোকদিগকে কহিল, এই দিন-
কে স্মরণে রাখিও, যেহেতুক এই দিনে তোমরা
দাস্যগৃহস্বরূপ মিসরহইতে বহির্গত হইলা, পর-
মেশ্বর বাহুবলদ্বারা তথাহইতে তোমাদিগকে
বাহির করিয়া আনিলেন; ইহাতে তাড়ীযুক্ত
রুটী খাইও না। ৪ আবীব্ মাসের এই দিনে
তোমরা বাহির হইলা। ৫ কিনানীয় ও হিত্তীয় ও
ইমোরীয় ও হিব্বীয় ও যিবূষীয় লোকদের যে
দেশ তোমাকে দিতে পরমেশ্বর তোমার পূর্ব্ব-
পুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছেন, সেই দুগ্ধ-
মধুপ্রবাহি দেশে যখন তিনি তোমাকে আনিবেন,
তখনও তুমি এই মাসে এই পর্ব্ব পালন করি-
বা। ৬ সপ্তাহ পর্য্যন্ত তাড়ীশূন্য রুটী খাইও,
ও সপ্তম দিনে পরমেশ্বরের উদ্দেশে উৎসব
করিও। ৭ এবং সপ্তাহ তাড়ীশূন্য রুটীর ভোজন
হউক, এবং তোমার নিকটে তাড়ীযুক্ত রুটী
দৃষ্ট না হউক, তোমার তাবৎ প্রদেশের মধ্যে
তাড়ী দৃষ্ট না হউক। ৮ এবং সেই দিনে তুমি
আপন পুত্রকে ইহা জ্ঞাত কর, মিসরহইতে আ-
মার বাহির হওন সময়ে পরমেশ্বর আমার সঙ্গে
যে ব্যবহার করিলেন, তাহার স্মরণার্থে ইহা
হয়। ৯ এবং এই বিধি তোমার হস্তের চিহ্ন-
স্বরূপ ও স্মরণার্থে নেত্রদ্বয়ের মধ্যস্থানের ভূষ-
ণস্বরূপ হইবে; এই রূপে পরমেশ্বরের ব্যবস্থা
তোমার মুখে থাকিবে, কেননা পরমেশ্বর পরা-
ক্রমি হস্তদ্বারা মিসরহইতে তোমাকে বাহির
করিলেন। ১০ অতএব তুমি প্রতিবৎসর উপযুক্ত
সময়ে এই বিধি পালন করিবা।
১১ পরমেশ্বর তোমার কাছে ও তোমার পূর্ব্ব-
পুরুষদের কাছে যে প্রকার দিব্য করিয়াছিলেন,
তদনুসারে যখন কিনানীয় দেশে প্রবেশ করা-
ইয়া তোমাকে তাহা দিবেন, ১২ তৎকালে তুমি
প্রথমজাত তাবৎ গর্ভফলকে পরমেশ্বরের নিকটে
উপস্থিত করিবা; এবং তোমার পশুগণেরও
প্রথমজাত গর্ভফলের মধ্যে পুংসন্তান পরমেশ্ব-
রের হইবে। ১৩ এবং গর্দ্দভের তাবৎ প্রথম-
জাতের রক্ষার্থে তাহার পরিবর্ত্তে মেষশাবক
দিবা; যদি পরিবর্ত্ত না কর, তবে তাহার গলা
ভাঙ্গিবা; কিন্তু মনুষ্যজাতীয় প্রথমজাত পুংস-
ন্তান সকলের পরিবর্ত্ত করিতে হইবে।
১৪ পরে তোমার পুত্র ভবিষ্যৎকালে, এ কি?
ইহা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলে তুমি কহিবা, যে
সময়ে পরমেশ্বর দাস্যগৃহস্বরূপ মিসরদেশহই-
তে বাহুবলদ্বারা আমাদিগকে বাহির করিলেন;
১৫ তৎকালে ফিরৌন্ আমাদিগকে ছাড়িতে নি-

ষ্ঠুর হইলে পরমেশ্বর মিসরদেশে মনুষ্যের ও
পশুর তাবৎ প্রথমজাত সন্তানকে বধ করিলেন,
এই নিমিত্তে আমি সর্ব্বপ্রকার প্রথমজাত গর্ব্ভ-
ফলের মধ্যে পুংসন্তানদিগকে পরমেশ্বরের উ-
দ্দেশে বলিদান করি; কিন্তু আমার প্রথমজাত
পুত্র সকলের পরিবর্ত্ত করি। ১৬ এই বিধি তো-
মার হস্তের চিহ্নস্বরূপ ও নেত্রদ্বয়ের মধ্যস্থানের
ভূষণস্বরূপ হইবে, কেননা পরমেশ্বর বাহুবল-
দ্বারা আমাদিগকে মিসরদেশহইতে বাহির করি-
য়া আনিলেন।
১৭ অপর ফিরৌন্ লোকদিগকে ছাড়িয়া দিলে
ঈশ্বর পিলেষ্টীয়দের দেশ দিয়া যে ছোট পথ,
সেই পথে তাহাদিগকে গমন করাইলেন না,
কেননা ঈশ্বর কহিলেন, যুদ্ধ দেখিলে পাছে
লোকেরা অনুতাপ করিয়া মিসরে ফিরিয়া যায়।
১৮ অতএব ঈশ্বর সূফসাগরের প্রান্তরগামি বক্র
পথে তাহাদিগকে গমন করাইলেন; আর
ইস্রায়েল্ বংশ সুশৃঙ্খলমতে মিসরহইতে যাত্রা
করিল। ১৯ এবং মূসা যূষফের অস্থি আপন
সঙ্গে লইল, কেননা সে ইস্রায়েল্ বংশকে শক্ত
দিব্য করাইয়া কহিয়াছিল, ঈশ্বর অবশ্য তো-
মার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবেন, তৎকালে তোমরা
আপনাদের সঙ্গে আমার অস্থি এ স্থানহইতে
লইয়া যাইবা।
২০ পরে তাহারা সুক্কোৎহইতে যাত্রা করিয়া
প্রান্তরের ধারে স্থিত এথমে শিবির স্থাপন
করিল। ২১ এবং পরমেশ্বর দিবসে পথে লইয়া
যাওনার্থে মেঘস্তম্ভে ও রাত্রিতে দীপ্তিদানার্থে
অগ্নিস্তম্ভে থাকিয়া তাহাদের অগ্রে২ গমন করি-
তে লাগিলেন; এই রূপে তিনি দিবারাত্রি তা-
হাদিগকে গমন করাইতেন। ২২ তিনি লোকদের
সম্মুখহইতে দিনে মেঘস্তম্ভ ও রাত্রিতে অগ্নিস্তম্ভ
দূর করিতেন না।

১৪ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েল্ লোকদিগকে পরমেশ্বরের পথ দেখাওন, ৫ ও ফিরৌণের তাহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হওন, ১০ ও ইস্রায়েল্ লোকদের বিলাপ, ১৩ ও মূসার সান্ত্বনাবাক্য, ১৫ ও মূসাকে পরমেশ্বরের শিক্ষা দেওন, ১৯ ও দূত ও মেঘস্তম্ভের পশ্চাদ্বর্ত্তী হওন, ২১ ও মূসার সমুদ্রকে দ্বিধা করণ, ২৩ ও ইস্রায়েল্ লোকদের পশ্চাৎ মিস্রিদের গমন, ২৬ ও সমুদ্রে মিস্রিদের বিনাশ।

১ অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২ তুমি
ইস্রায়েল্ বংশকে কহ, তোমরা ফিরিয়া পীহহী-
রোতের অগ্রে মিগ্‌দোলের ও সমুদ্রের মধ্যে
শিবির স্থাপন কর; তোমরা বাল্‌সিফোনের
অগ্রে অর্থাৎ তাহার সম্মুখে সমুদ্রের নিকটে
শিবির স্থাপন কর। ৩ তাহাতে ফিরৌন্ ইস্রা-
য়েল্ বংশের বিষয়ে কহিবে, তাহারা দেশের
মধ্যে বদ্ধ ও প্রান্তরদ্বারা রুদ্ধ আছে। ৪ এবং
আমি ফিরৌণের হৃদয় কঠিন করিলে সে তো-
মাদের পশ্চাৎ২ ধাবমান হইবে, এবং ফিরৌন্
ও তাহার সকল সৈন্যদ্বারা আমি সম্ভ্রম পাইব;
তাহাতে আমিই পরমেশ্বর, ইহা মিস্রিরা জ্ঞাত
হইবে। তখন তাহারা সেই রূপ করিল।
৫ পরে লোকেরা পলাইয়াছে, এই সংবাদ
মিস্রীয় রাজাকে জ্ঞাত করিলে লোকদের বিষয়ে
ফিরৌন্ ও তাহার দাসগণের অন্তঃকরণ বিকার-
প্রাপ্ত হইল; তাহাতে তাহারা কহিল, আমরা
কেন এমত করিলাম? আমাদের দাসত্বহইতে ইস্রা-
য়েল্ বংশকে কেন ছাড়িয়া দিলাম? ৬ তখন রাজা
আপন রথ প্রস্তুত করাইল, ও আপন লোকদিগকে
সঙ্গে লইল। ৭ এবং মনোনীত ছয় শত রথ ও
মিস্রিদের তাবৎ রথ ও প্রত্যেক রথে যোদ্ধাগণ
লইল। ৮ এবং পরমেশ্বর মিস্রীয় রাজা ফিরৌ-
ণের হৃদয় কঠিন করিলে সে ইস্রায়েল্ বংশের
পশ্চাৎ২ ধাবমান হইল; তখন ইস্রায়েলের সন্তা-
নেরা ঊর্দ্ধহস্তে যাত্রা করিতেছিল। ৯ কিন্তু মি-
স্রিরা অর্থাৎ ফিরৌণের সকল অশ্ব ও রথ ও
অশ্বারূঢ় প্রভৃতি সৈন্যগণ তাহাদের পশ্চাৎ২ গমন
করিয়া বাল্‌সিফোনের সম্মুখে পীহহীরোতের
নিকটে সমুদ্রতীরে স্থাপিত শিবিরে বাস করণ
সময়ে তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইল।
১০ ফিরৌন্ নিকটবর্ত্তী হইলে ইস্রায়েল্ বংশ
চক্ষু তুলিয়া আপনাদের পশ্চাৎ২ আগমনকারি
মিস্রীয়দিগকে দেখিয়া অতিশয় ভীত হইল, এবং
ইস্রায়েল্ বংশেরা পরমেশ্বরের উদ্দেশে উচ্চৈঃ-
শব্দ করিল। ১১ এবং মূসাকে কহিল, মিসরে
কবর নাই, এই জন্যে কি প্রান্তরে প্রাণত্যাগ
করাইতে আমাদিগকে লইয়া আইলা? তুমি
আমাদিগকে মিসরহইতে বাহির করিয়া আমা-
দের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করিলা? ১২ আর
আমাদিগকে থাকিতে দেও, আমরা মিস্রিদের
সেবা করি, কেননা প্রান্তরে মরণাপেক্ষা মিস্রি-
দের সেবা করা আমাদের মঙ্গল, এই কথা
আমরা কি মিসরদেশে তোমাকে কহি নাই?
১৩ পরে মূসা লোকদিগকে কহিল, তোমরা
ভয় করিও না, স্থির হও; পরমেশ্বর অদ্য তো-
মাদের যে উদ্ধার করেন তাহা দেখ। এই যে
মিস্রিদিগকে অদ্য দেখিতেছ, ইহাদিগকে আর
কখনো দেখিবা না। ১৪ পরমেশ্বর তোমাদের
নিমিত্তে যুদ্ধ করিবেন, তোমরা স্থির হইয়া থাক।
১৫ অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি
আমাকে কেন ডাকিতেছ? ইস্রায়েল্ বংশকে
অগ্রসর হইতে কহ। ১৬ এবং তুমি আপন

যষ্টি তুলিয়া সমুদ্রের উপরে হস্ত বিস্তার করিয়া
তাহা দুই ভাগ কর; তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশ
শুষ্ক পথে সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিবে। [17] এবং
দেখ, আমি মিস্রিদের অন্তঃকরণ কঠিন করিব,
তাহাতে তাহারা তাহাদের পশ্চাৎ প্রবেশ করি-
লে আমি ফিরৌণের ও তাহার সকল সৈন্যের
ও রথের ও অশ্বারূঢ়গণের দ্বারা সম্ভ্রমপ্রাপ্ত
হইব। [18] ফিরৌন্ ও তাহার রথ ও তাহার
অশ্বারূঢ়গণদ্বারা আমার সম্ভ্রমপ্রাপ্তি হইলে আ-
মিই যে পরমেশ্বর, ইহা মিস্রীয় লোকেরা জ্ঞাত
হইবে।

[19] তখন ইস্রায়েলীয় সৈন্যের অগ্রগামী ঈশ্ব-
রের দূত স্থানান্তর হইয়া তাহাদের পশ্চাদ্গামী
হইলেন, এবং মেঘস্তম্ভ তাহাদের অগ্রহইতে
স্থানান্তর হইয়া তাহাদের পশ্চাৎ দাঁড়াইয়া মি-
স্রীয় ও ইস্রায়েলীয় উভয় সৈন্যের মধ্যে থাকি-
য়া [20] একের প্রতি মেঘ ও অন্ধকারস্বরূপ
হইল, কিন্তু অন্যের প্রতি রাত্রিকে আলোকময়
করিল; এই নিমিত্তে সমস্ত রাত্রিতে এক দল
অন্য দলের নিকটে আসিতে পারিল না।

[21] পরে মূসা সমুদ্রের উপরে আপন হস্ত
বিস্তার করিলে পরমেশ্বর সেই তাবৎ রাত্রি
প্রবল পূর্ব্বীয় বায়ুদ্বারা সমুদ্রের ক্ষোভ জন্মা-
ইয়া তাহা শুষ্ক করিলে জল দুই ভাগ হইল।
[22] তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশ শুষ্ক পথে সমুদ্র-
মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং তাহাদের দক্ষিণে ও
বামে জল প্রাচীরস্বরূপ হইল।

[23] পরে মিস্রিরা অর্থাৎ ফিরৌণের অশ্ব ও
রথ ও অশ্বারূঢ়গণ সকলে ধাবমান হইয়া তা-
হাদের পশ্চাৎ২ সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিল।
[24] কিন্তু রাত্রির শেষপ্রহরে পরমেশ্বর অগ্নি
ও মেঘস্তম্ভের মধ্য দিয়া মিস্রিদের সৈন্য অব-
লোকন করিয়া তাহাদিগকে ব্যাকুল করিলেন,
[25] ও তাহাদের রথের চাকা সরাইলেন; তা-
হাতে তাহারা অতি কষ্টে রথ চালাইল; তখন
মিস্রি লোকেরা কহিল, আইস, আমরা ইস্রা-
য়েল্ বংশহইতে পলায়ন করি, কেননা পরমে-
শ্বর তাহাদের পক্ষ হইয়া মিস্রিদের প্রতিকূলে
যুদ্ধ করিতেছেন।

[26] পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি
সমুদ্রের উপরে আপন হস্ত বিস্তার কর; তা-
হাতে মিস্রিদের ও তাহাদের রথের ও অশ্বা-
রূঢ়দের উপরে পুনর্ব্বার জল আসিবে। [27] তখন
মূসা সমুদ্রের উপরে আপন হস্ত বিস্তার করাতে
প্রাতঃকাল হইলে সমুদ্র সমান হইতে লাগিল;
তাহাতে মিস্রিরা তাহার সম্মুখে পলায়ন করিলে
পরমেশ্বর সমুদ্রের মধ্যে তাহাদিগকে নিক্ষেপ
করিলেন। [28] ফলতঃ জল পরাবৃত্ত হইয়া তাহা-
দের রথ ও অশ্বারূঢ়দিগকে আচ্ছাদন করিল;
তাহাতে ফিরৌণের যে সকল সৈন্য তাহাদের
পশ্চাৎ সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের এক
জনও অবশিষ্ট থাকিল না। [29] কিন্তু ইস্রায়েল্
বংশ শুষ্ক পথে সমুদ্রের মধ্য দিয়া চলিল,
এবং তাহাদের বামে ও দক্ষিণে জল প্রাচীর-
স্বরূপ হইল। [30] এই রূপে সেই দিনে পরমেশ্বর
মিস্রিদের হস্তহইতে ইস্রায়েল্ বংশকে উদ্ধার
করিলেন, ও ইস্রায়েল্ বংশ মিস্রিদিগকে সমুদ্রের
তীরে মৃত দেখিল। [31] পরমেশ্বর মিস্রিদের
প্রতি এই যে মহৎকর্ম্ম করিলেন, ইস্রায়েল্ বংশ
তাহা দেখিল; তাহাতে লোকেরা পরমেশ্বরের
প্রতি ভয় করিয়া পরমেশ্বরেতে ও তাঁহার দাস
মূসাতে বিশ্বাস করিল।

১৫ অধ্যায়।

১ মূসার গীত, ২০ ও ঐ গীত গান করণ, ২২ ও জলের অভাব হওন, ২৩ ও মারা স্থানে তিক্ত জল পাওন ও কাষ্ঠদ্বারা তাহার মিষ্টতা হওন, ২৭ ও এলীম্ স্থানে শিবির স্থাপন।

[1] পরে মূসা ও ইস্রায়েল্ বংশ পরমেশ্বরের
উদ্দেশে এই গীত গান করিল, আমি পরমেশ্ব-
রের উদ্দেশে গান করি; কেননা তিনি আপন
মহিমা প্রকাশ করিলেন, এবং অশ্ব ও অশ্বারূঢ়-
গণকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। [2] পরমেশ্বর
আমার বল ও গানস্বরূপ; তিনিই আমার
পরিত্রাতা হইলেন; তিনি আমার ঈশ্বর, আমি
তাঁহার প্রশংসা করিব; তিনি আমার পৈতৃক
ঈশ্বর, আমি তাঁহার গুণানুবাদ করিব। [3] পর-
মেশ্বর যুদ্ধবীর; যিহোবাঃ এই তাঁহার নাম।
[4] তিনি ফিরৌণের রথ ও সৈন্যগণকে সমুদ্রে
নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে তাঁহার মনোনীত
রথিগণ সূফ্সাগরে মগ্ন হইল। [5] গভীর জল
তাহাদিগকে আচ্ছাদন করিল; প্রস্তরের ন্যায়
তাহারা অগাধ স্থানে তলাইয়া গেল। [6] হে
পরমেশ্বর, তোমার দক্ষিণ হস্ত বলেতে গৌর-
বান্বিত; হে পরমেশ্বর, তোমার দক্ষিণ হস্ত
শত্রুচূর্ণকারী। [7] তুমি আপন উৎকৃষ্ট মহিমাতে
আপনার বিপরীতাচারি লোকদিগকে নষ্ট করি-
য়া থাক; তোমার প্রেরিত কোপাগ্নি নাড়ার
ন্যায় তাহাদিগকে ভক্ষণ করে। [8] তোমার না-
সিকার নিশ্বাসদ্বারা জল গাঢ় হইল, ও স্রোত
সকল সেতুর ন্যায় দণ্ডায়মান হইল, ও মধ্য-
সমুদ্রের গভীর জল কঠিন হইল। [9] শত্রু কহি-
য়াছিল, আমি বেগে গিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া
লুটিত দ্রব্য বিভাগ করিয়া লইব; তাহাদিগেতে
আমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। আমি খড়্গ নি-
ষ্কোষ করিব, তাহাতে আমার হস্ত তাহাদিগকে

বিনষ্ট করিবে। ১০ কিন্তু তুমি আপন নিশ্বাস-
দ্বারা ফূৎকার করিলে সমুদ্র তাহাদিগকে আ-
চ্ছাদন করিল; তাহারা গভীর জলেতে সীসার
ন্যায় তলাইয়া গেল। ১১ হে পরমেশ্বর, দেব-
গণের মধ্যে তোমার তুল্য কে আছে? এবং
তোমার সমান পবিত্রতাতে আদরণীয় ও প্রশং-
সাতে ভয়ার্হ ও আশ্চর্য্য ক্রিয়াকারী কে আছে?
১২ তুমি আপন দক্ষিণ হস্ত বিস্তার করিলে পৃথিবী
শত্রুগণকে গ্রাস করিল। ১৩ তুমি আপন লোক-
দিগকে মুক্ত করিয়া দয়াপূর্ব্বক গমন করাইতেছ,
এবং আপন পরাক্রমেতে তাহাদিগকে তোমার
পবিত্র নিবাসে লইয়া যাইতেছ। ১৪ ইহা শুনিয়া
অন্যদেশীয়েরা ত্রাস পাইবে, ও পিলেষ্টীয়
লোকেরা উদ্বিগ্নতাতে মগ্ন হইবে। ১৫ এবং ইদো-
মের সকল রাজা ব্যাকুল হইবে, ও মোয়াবের
বলবান্ লোকেরা কম্পগ্রস্ত হইবে, ও কিনান্
নিবাসি সকলে দ্রব হইবে। ১৬ ভয় ও আশঙ্কা
তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে, এবং তোমার
বাহুবলদ্বারা তাহারা প্রস্তরের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া
থাকিবে; তাহাতে হে পরমেশ্বর, তোমার প্রজা-
গণ তাহাদিগকে ছাড়িয়া অগ্রে যাইবে, এবং
তোমার ক্রীত প্রজারা তাহাদিগকে পশ্চাৎ ফে-
লিয়া যাইবে। ১৭ হে পরমেশ্বর, তুমি আপন
নিবাসার্থে যে স্থান প্রস্তুত করিয়াছ, হে প্রভো,
তোমার হস্ত যে ধর্ম্মধাম স্থাপন করিয়াছে, তা-
হার নিকটে লইয়া গিয়া তুমি তাহাদিগকে আ-
পনার সেই অধিকারপর্ব্বতে রোপণ করিবা।
১৮ পরমেশ্বর অনন্তকাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করি-
বেন। ১৯ ফিরৌণের অশ্ব ও রথ ও অশ্বারূঢ়গণ
সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিলে পরমেশ্বর তাহা-
দের উপরে পুনর্ব্বার সমুদ্রের জল আনিলেন;
কিন্তু ইস্রায়েলের সন্তানেরা শুষ্ক পথে সমুদ্রের
মধ্য দিয়া গমন করিল।

২০ পরে হারোণের ভগিনী মরিয়ম্ ভবিষ্য-
দ্বক্ত্রী হস্তে মৃদঙ্গ লইলে তাহার পশ্চাৎ ২ অন্য স্ত্রী
সকল মৃদঙ্গ লইয়া নৃত্য করিতে ২ বাহির হইল।
২১ তখন মরিয়ম্ তাহাদিগকে এই গান করিতে
কহিল, তোমরা পরমেশ্বরের উদ্দেশে গান কর;
কেননা তিনি আপন মহিমা প্রকাশ করিলেন, এবং
অশ্ব ও অশ্বারূঢ়গণকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন।

২২ অনন্তর মূসা ইস্রায়েল্ বংশকে সূফ্ সা-
গরহইতে যাত্রা করাইলে পর তাহারা শূর
প্রান্তরের দিগে গমন করিল; তিন দিন প্রান্তরে
যাইতে২ জল পাইল না।

২৩ পরে তাহারা মারাতে উপস্থিত হইলে
তিক্ততা প্রযুক্ত মারার জল পান করিতে পারিল
না; এই জন্যে তাহার নাম মারা (তিক্ততা)
রাখিল। ২৪ অতএব লোকেরা মূসার বিরুদ্ধে
বচসা করিয়া কহিল, আমরা কি পান করিব?
২৫ তাহাতে সে পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা
করিলে পরমেশ্বর তাহাকে এক প্রকার কাষ্ঠ
দেখাইলেন; মূসা তাহা লইয়া জলেতে নি-
ক্ষেপ করিলে জল মিষ্ট হইল। সেই স্থানে পর-
মেশ্বর তাহাদের নিমিত্তে বিধি ও ব্যবস্থা নিরূ-
পণ করিলেন, এবং তাহাদের পরীক্ষা লইয়া
২৬ কহিলেন, তোমরা যদি আপন প্রভু পরমে-
শ্বরের কথাতে মনোযোগ কর, ও তাঁহার
দৃষ্টিতে যাহা উচিত তাহাই কর, ও তাঁহার
আজ্ঞাতে কর্ণ দেও, ও তাঁহার বিধি সকল পা-
লন কর, তবে আমি মিস্রীয় লোকদিগকে যে
সকল রোগ ভোগ করাইলাম, তাহা তোমাদিগ-
কে ভোগ করিতে দিব না; আমি পরমেশ্বর
তোমাদের আরোগ্যকারী।

২৭ পরে তাহারা এলীমে উপস্থিত হইলে সে
স্থানে বারো জলের উনুই ও সত্তরি খর্জ্জূরবৃক্ষ
থাকাতে তাহারা সেই জলের উনুইর নিকটে
শিবির স্থাপন করিল।

১৬ অধ্যায়।

১ খাদ্যাভাবে ইস্রায়েলবংশের কলহ করণ, ৪ ও
খাদ্য বর্ষণ করিতে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা, ৯ ও লো-
কদের প্রতি মূসার আজ্ঞা, ও ঈশ্বরের তেজঃ-
প্রকাশ হওন, ১১ ও ভাটুই পক্ষির প্রেরণ ও
মান্না বর্ষণ করণ, ১৬ ও খাদ্যের পরিমাণ নিরূ-
পণ, ২২ ও ষষ্ঠ দিনের জন্যে বিশেষ নিরূপণ,
২৭ ও সপ্তম দিনে খাদ্যবর্ষণাভাব, ৩২ ও পাত্রে
মান্না রক্ষা করণ।

১ অপর মিসরদেশ ত্যাগ করণের পর দ্বিতীয়
মাসের পঞ্চদশ দিনে ইস্রায়েল্ বংশের তাবৎ
মণ্ডলী এলীমহইতে যাত্রা করিয়া এলীম্ ও সীনয়
এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তি সীন্ প্রান্তরে উপস্থিত
হইল। ২ তখন ইস্রায়েল্ বংশের তাবৎ মণ্ডলী
মূসার ও হারোণের প্রতিকূলে প্রান্তরে বচসা
করিল। ৩ ফলতঃ ইস্রায়েল্ বংশ তাহাদিগকে
কহিল, আমরা যখন মাংসের স্থালীর নিকটে
বসিয়া তৃপ্তি পর্য্যন্ত অন্ন ভোজন করিতাম,
হায় ২ তখন মিসরদেশে পরমেশ্বরের হস্তে কেন
মরি নাই? ক্ষুধাদ্বারা এই তাবৎ মণ্ডলীকে বধ
করণার্থে তোমরা আমাদিগকে বাহির করিয়া
এই প্রান্তরে আনিলা।

৪ তখন পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, দেখ,
আমি তোমাদের নিমিত্তে স্বর্গহইতে খাদ্য দ্রব্য
বর্ষণ করিব, তাহাতে লোকেরা বাহিরে গিয়া
প্রতিদিন দিনের নিরূপিত পরিমাণানুসারে খাদ্য
কুড়াইবে; কিন্তু তাহারা আমার ব্যবস্থাতে চলিবে
কি না, আমি তাহাদের এই পরীক্ষা লইব।
৫ ষষ্ঠ দিনে তাহারা যাহা আনিবে, তাহা প্রস্তুত

করিলে দিনে২ যাহা কুড়ায়, তাহার দ্বিগুণ
হইবে। [৬] পরে মূসা ও হারোণ ইস্রায়েলের
তাবৎ বংশকে কহিল, পরমেশ্বর যে তোমা-
দিগকে মিসরহইতে বাহির করিয়া আনিলেন,
ইহা তোমরা সায়ংকালে জ্ঞাত হইবা। [৭] এবং
প্রাতঃকালে তোমরা পরমেশ্বরের তেজ দেখিবা,
কেননা পরমেশ্বরের প্রতি তোমাদের যে বচসা,
তাহা তিনি শুনিলেন। আমরা কে, যে তো-
মরা আমাদের বিরুদ্ধে বচসা কর? [৮] পরে মূসা
কহিল, পরমেশ্বর সায়ংকালে ভোজনার্থে তো-
মাদিগকে মাংস দিবেন, ও প্রাতঃকালে তৃপ্তি
পর্য্যন্ত অন্ন দিবেন; পরমেশ্বরের প্রতি তোমা-
দের যে বচসা, তাহা তিনি শুনিলেন; আমরা
কে? আমাদের বিপরীতে নয়, কিন্তু পরমেশ্ব-
রের বিপরীতে তোমাদের বচসা হয়।

[৯] অপর মূসা হারোণকে কহিল, তুমি ইস্রা-
য়েল্ বংশের তাবৎ মণ্ডলীকে কহ, তোমরা
পরমেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হও; তিনি তো-
মাদের বচসা শুনিলেন। [১০] হারোণ ইস্রায়েল্ বং-
শের মণ্ডলীকে ইহা কহিতেছিল, ইত্যবসরে তা-
হারা প্রান্তরের প্রতি দৃষ্টি করিলে মেঘস্তম্ভের
মধ্যে পরমেশ্বরের তেজ দৃষ্ট হইল।

[১১] পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [১২] আমি
ইস্রায়েল্ বংশের বচসা শুনিলাম। তুমি তা-
হাদিগকে কহ, তোমরা সায়ংকালে মাংস ভো-
জন করিবা, ও প্রাতঃকালে অন্নে তৃপ্ত হইবা,
তাহাতে আমি যে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর,
তাহা জ্ঞাত হইবা। [১৩] পরে সন্ধ্যাকালে ভাটুই
পক্ষিগণ উপস্থিত হইয়া শিবিরস্থান ব্যাপিল,
এবং প্রাতঃকালে শিবিরের চতুর্দ্দিগে শিশির
পড়িল। [১৪] পরে পতিত শিশির ঊর্দ্ধগত হইলে
ভূমিস্থিত নীহারের ন্যায় সরু বীজাকার সূক্ষ্ম
বস্তু প্রান্তরের উপরে পড়িয়া রহিল। [১৫] তাহা
দেখিয়া ইস্রায়েলের সন্তানগণ পরস্পর কহিল,
মান্ হূ? (এ কি?) কেননা সে কি, তাহা তা-
হারা জানিল না। তাহাতে মূসা কহিল, ইহা
তোমাদের আহারার্থে পরমেশ্বরকর্ত্তৃক দত্ত অন্ন।

[১৬] এখন পরমেশ্বর এই আজ্ঞা দেন, তো-
মরা প্রত্যেক জন আপন২ ভোজনশক্তি বুঝিয়া
তাহা কুড়াও; তোমাদের প্রত্যেক জন আপন২
তাম্বুতে স্থিত লোকদের সংখ্যানুসারে এক২
জনের নিমিত্তে এক২ ওমর পরিমাণে তাহা কু-
ড়াউক। [১৭] তাহাতে ইস্রায়েল বংশ সেই রূপ
করিল; কেহ অধিক ও কেহ অল্প কুড়াইল।
[১৮] পরে ওমরেতে তাহা পরিমাণ করিলে, যে
অধিক সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহার অধিক হইল
না, এবং যে অল্প সংগ্রহ করিয়াছিল, তা-
হার অল্প হইল না; তাহারা প্রত্যেকে আপন২
ভোজনশক্ত্যনুসারে কুড়াইয়াছিল। [১৯] পরে মূসা
কহিল, তোমরা কেহ প্রাতঃকালের জন্যে ইহার
কিছু রাখিও না। [২০] তথাপি কেহ২ মূসার
কথা না মানিয়া প্রাতঃকালের নিমিত্তে কিছু২
রাখিলে তন্মধ্যে কীট জন্মিল ও দুর্গন্ধ হইল;
এবং মূসা তাহাদের উপরে ক্রোধ করিল।
[২১] এই রূপে প্রতিদিন প্রাতঃকালে তাহারা আ-
পন২ ভোজনশক্ত্যনুসারে তাহা কুড়াইত, কিন্তু
প্রখর রৌদ্র হইলে তাহা গলিয়া যাইত।

[২২] পরে ষষ্ঠ দিনে তাহারা দ্বিগুণ অর্থাৎ
প্রতি জনের নিমিত্তে দুই২ ওমর্ অন্ন কুড়াইলে
মণ্ডলীর অধ্যক্ষ সকল আসিয়া মূসাকে জ্ঞাত
করিল। [২৩] তাহাতে মূসা তাহাদিগকে কহিল,
পরমেশ্বর তাহাই কহিয়াছিলেন, কল্য পরমে-
শ্বরের পবিত্র বিশ্রামবার হইবে; অতএব তো-
মাদের যাহা ভাজিতে হয় তাহা ভাজ, ও যাহা
পাক করিতে হয় তাহা পাক কর; এবং অব-
শিষ্ট দ্রব্য প্রাতঃকালের জন্যে তুলিয়া রাখ।
[২৪] তাহাতে তাহারা মূসার আজ্ঞানুসারে প্রাতঃ-
কাল পর্য্যন্ত তাহা রাখিলে তাহাতে দুর্গন্ধ হইল
না এবং কীটও জন্মিল না। [২৫] পরে মূসা কহিল,
অদ্য তোমরা তাহা ভোজন কর, কেননা অদ্য
পরমেশ্বরের বিশ্রামবার; অদ্য প্রান্তরে তাহা
পাইবা না। [২৬] তোমরা ছয় দিন তাহা কুড়াইবা,
কিন্তু সপ্তম দিনে অর্থাৎ ঈশ্বরের বিশ্রামবারে
তাহা জন্মিবে না।

[২৭] তথাচ সপ্তম দিনেও লোকদের মধ্যে কেহ২
তাহা কুড়াইতে গেল; কিন্তু কিছুই পাইল না।
[২৮] তাহাতে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তো-
মরা আমার আজ্ঞা ও ব্যবস্থা পালন করিতে
কত কাল অসম্মত থাকিবা? [২৯] দেখ, পরমেশ্ব-
রই তোমাদিগকে বিশ্রামদিন দিয়াছেন, এই
হেতুক তিনি ষষ্ঠ দিনে দুই দিনের উপযুক্ত
খাদ্য তোমাদিগকে দেন; অতএব তোমরা প্রতি
জন সপ্তম দিনে আপন২ স্থানহইতে বাহির
না হইয়া স্ব২ স্থানে থাক। [৩০] তখন লোকেরা
সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিল। [৩১] এবং ইস্রায়েল
বংশ ঐ খাদ্যের নাম মান্না রাখিল; সে মান্না
ধন্যাকৃতি ও শুক্লবর্ণ, এবং তাহার আস্বাদ মধু-
মিশ্রিত পিষ্টকের ন্যায় ছিল।

[৩২] পরে মূসা কহিল, পরমেশ্বর এই আজ্ঞা
করিলেন, তিনি তোমাদিগকে মিসরদেশহইতে
আনয়নকালে প্রান্তরের মধ্যে যে অন্ন ভোজন
করাইলেন, তাহা যেন তোমাদের ভাবিবংশেরা
দেখে, এই জন্যে তাহাদের নিমিত্তে এক ওমর
পরিমাণ মান্না রাখ। [৩৩] তখন মূসা হারোণ-
কে কহিল, তুমি একটা পাত্র লইয়া এক ওমর্
পরিমাণ মান্না পূর্ণ করিয়া পরমেশ্বরের সম্মুখে

রাখ; তাহা তোমাদের ভাবিপুরুষদের নিমিত্তে
রাখা যাইবে। ৩৪ তখন হারোণ মূসার প্রতি
উক্ত পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে সাক্ষ্যসিন্দুকের
নিকটে থাকিতে তাহা তুলিয়া রাখিল। ৩৫ ইস্রা-
য়েল্ বংশ যাবৎ নিবাসদেশে উপস্থিত না
হইল, তাবৎ অর্থাৎ চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত সেই
মান্না ভোজন করিত; কিনান্ দেশের সীমাতে
উপস্থিত না হওন পর্য্যন্ত তাহা খাইত। ৩৬ এক
ওমর্ ঐফার দশমাংশ।

১৭ অধ্যায়।

১ রিফীদীমে জলের অভাবে লোকদের কলহ, ৮ ও
অমালেক লোককে জয় করণ, ১৪ ও পরমেশ্বরের
উদ্দেশে মূসার বেদি নির্ম্মাণ করণ।

১ অপর ইস্রায়েল্ বংশের তাবৎ মণ্ডলী সীন
প্রান্তরহইতে যাত্রা করিয়া পরমেশ্বরের আজ্ঞা-
নুসারে নিরূপিত উত্তরণ স্থান দিয়া রিফীদীমে
গিয়া শিবির স্থাপন করিল; কিন্তু সে স্থানে
লোকদের পানার্থে জলাভাব ছিল। ২ অতএব
লোকেরা মূসার সহিত বচসা করিয়া কহিল,
আমাদিগকে জল দেও, আমরা পান করিব।
তাহাতে মূসা কহিল, তোমরা আমার সহিত
কেন বচসা কর? ও কেন পরমেশ্বরের পরীক্ষা
লও? ৩ তখন লোকেরা সেই স্থানে জলপিপা-
সাতে ব্যাকুল হইয়া বচসা করিয়া মূসাকে কহিল,
তুমি আমাদিগকে ও আমাদের সন্তানগণকে ও
পশুগণকে তৃষ্ণাদ্বারা বধ করিতে মিসরদেশহইতে
কেন আনিলা? ৪ তাহাতে মূসা পরমেশ্বরের
নিকটে খেদোক্তি করিয়া কহিল, আমি এই
লোকদের নিমিত্তে কি করিব? তাহারা আমাকে
প্রস্তরাঘাতে বধ করিতে প্রস্তুত আছে। ৫ তখন
পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি যাহাদ্বারা
নদীতে আঘাত করিয়াছিলা, তোমার সেই যষ্টি
হস্তে লইয়া ইস্রায়েল্ বংশের কতক প্রাচীনগণকে
সঙ্গে করিয়া লোকদের অগ্রে২ যাও। ৬ দেখ,
আমি হোরেবে ঐ শৈলের উপরে তোমার
সম্মুখে দাঁড়াইব; তুমি ঐ শৈলে আঘাত করি-
লে তাহাহইতে জল নির্গত হইবে, তাহাতে লো-
কেরা তাহা পান করিবে। তখন মূসা ইস্রায়েল্
বংশের প্রাচীনদের দৃষ্টিতে সেই রূপ করিল।
৭ এবং সেই স্থানে ইস্রায়েল্ বংশের বিবাদ
প্রযুক্ত, এবং পরমেশ্বর আমাদের মধ্যে আ-
ছেন কি না? এই বাক্যদ্বারা পরমেশ্বরের
পরীক্ষা লওন প্রযুক্ত সেই স্থানের নাম মসা
ও মিরীবা (পরীক্ষা ও বিবাদ) রাখিল।
৮ ঐ সময়ে অমালেক লোক রিফীদীমে আ-
সিয়া ইস্রায়েল্ বংশের সহিত যুদ্ধ করিতে
লাগিল। ৯ তাহাতে মূসা যিহোশূয়কে কহিল,
তুমি আমাদের জন্যে লোক মনোনীত করিয়া
লইয়া অমালেক্ লোকদের সহিত যুদ্ধ করিতে
যাও; কল্য আমি ঈশ্বরের যষ্টি হস্তে লইয়া
পর্ব্বতের শিখরে দাঁড়াইব। ১০ পরে যিহোশূয়
মূসার আজ্ঞানুসারে অমালেক্ লোকদের সহিত
যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু মূসা ও হারোণ ও হূর্
পর্ব্বতের শৃঙ্গে আরোহণ করিল। ১১ তাহাতে
মূসা যত ক্ষণ আপন হস্ত ঊর্দ্ধ করে, তত ক্ষণ
ইস্রায়েল্ বংশ জয়ী হয়, কিন্তু মূসা আপন
হস্ত নামাইলে অমালেক্ লোকেরা জয়ী হয়।
১২ অতএব মূসার হস্ত ভারী হওয়াতে তাহারা
এক প্রস্তর আনিয়া তাহার নীচে রাখিল, তখন
মূসা তাহার উপরে বসিল, এবং হারোণ ও
হূর্ এক জন এক দিগে ও অন্য জন অন্য
দিগে তাহার হস্ত তুলিয়া ধরিল; তাহাতে সূর্য্য
অস্ত না হওন পর্য্যন্ত তাহার হস্ত স্থির থাকিল।
১৩ অতএব যিহোশূয় অমালেক্ ও তাহার লোক-
দিগকে খড়্গদ্বারা পরাস্ত করিল।
১৪ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, এই
কথা স্মরণার্থে পুস্তকে লেখ, এবং যিহোশূয়ের
কর্ণগোচরে তাহা পাঠ কর; আমি আকাশের
অধোভাগহইতে অমালেকের স্মরণ লোপ করিব।
১৫ পরে মূসা এক বেদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার
নাম যিহোবা-নিষি (পরমেশ্বর আমার ধ্বজা-
স্বরূপ) রাখিল। ১৬ এবং কহিল, পুরুষানুক্রমে
অমালেকের সহিত পরমেশ্বরের যুদ্ধ হইবে,
পরমেশ্বরের ধ্বজাতে এই লিপি আছে।

১৮ অধ্যায়।

১ মূসার নিকটে তাহার ভার্য্যার ও পুত্রগণের ও
শ্বশুরের আগমন, ৭ ও তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ
ও তাহাদিগকে গ্রাহ্য করণ, ১৩ ও মূসার প্রতি
যিথ্রোর সুপরামর্শ, ২৭ ও যিথ্রোর স্বদেশে গমন।

১ অনন্তর ঈশ্বর মূসার প্রতি ও আপন লোক
ইস্রায়েল্ বংশের প্রতি এই২ কর্ম্ম করিয়াছেন,
বিশেষতঃ মিসরদেশহইতে ইস্রায়েল্ বংশকে
বাহির করিয়া আনিয়াছেন, ২ এই সকল কথা
শুনিয়া মূসার শ্বশুর মিদিয়নীয় যাজক যিথ্রো
আপন গৃহে প্রেরিতা মূসার ভার্য্যা সিপ্পোরা-
কে ও তাহার দুই পুত্রকে সঙ্গে লইল। ৩ ঐ
দুই পুত্রের মধ্যে একের নাম গের্শোম্ (এই
স্থানে প্রবাসী), কেননা সে কহিল, আমি
পরদেশে প্রবাসী হইলাম। ৪ এবং অন্যের
নাম ইলীয়েষর্ (ঈশ্বর আমার উপকারী);
কেননা সে কহিল, আমার পিতার ঈশ্বর আ-
মার উপকারী হইয়া ফিরৌণের খড়্গহইতে
আমাকে উদ্ধার করিলেন। ৫ পরে মূসার শ্বশুর
যিথ্রো তাহার দুই পুত্র ও ভার্য্যাকে সঙ্গে লইয়া

প্রান্তরে মূসার নিকটে, অর্থাৎ ঈশ্বরের পর্ব্বতে
যে স্থানে সে শিবির স্থাপন করিয়াছিল, সেই
স্থানে আইল। ৬ এবং মূসাকে কহিল, তোমার
শ্বশুর যিথ্রো আমি এবং তোমার ভার্য্যা ও তা-
হার সহিত তোমার দুই পুত্র, আমরা তোমার
নিকটে আইলাম।

৭ তখন মূসা আপন শ্বশুরের সহিত সাক্ষাৎ
করিতে বাহিরে গিয়া তাহাকে প্রণাম ও চুম্বন
করিল, এবং পরস্পর মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলে
পর তাহারা তাম্বুতে প্রবেশ করিল। ৮ পরে
পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশের অনুরোধে ফিরৌ-
ণের প্রতি ও মিস্রিদের প্রতি কি২ করিয়াছেন,
এবং পথে তাহাদের প্রতি কি২ পরিশ্রম ঘটি-
য়াছে, ও পরমেশ্বর কি প্রকারে তাহাদিগকে
উদ্ধার করিয়াছেন, এই সকল কথা মূসা আপন
শ্বশুরকে জ্ঞাত করিল। ৯ তাহাতে পরমেশ্বর
মিস্রিদের হস্তহইতে ইস্রায়েল বংশকে উদ্ধার
করিয়া তাহাদের মঙ্গল করিয়াছেন, এই সকলের
নিমিত্তে যিথ্রো অতি আহ্লাদিত হইল। ১০ এবং
কহিল, যে পরমেশ্বর মিস্রিদের ও ফিরৌণের
হস্তহইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন তিনি
ধন্য। যিনি মিস্রীয়দের অধীনতাহইতে লোকদি-
গকে উদ্ধার করিয়াছেন, ১১ সেই পরমেশ্বর সকল
দেবতাহইতে মহান্, ইহা এখন আমি জ্ঞাত
হইলাম; কেননা তাহারা যে বিষয়ে গর্ব্ব করিত,
সে বিষয়ে তিনি তাহাদের উপরে জয়ী হইলেন।
১২ পরে মূসার শ্বশুর যিথ্রো ঈশ্বরের উদ্দেশে
হোম ও নৈবেদ্য করিল, এবং হারোণ ও ইস্রা-
য়েল্ বংশের প্রাচীন লোক সকল আসিয়া
ঈশ্বরের সম্মুখে মূসার শ্বশুরের সহিত ভোজন
করিল।

১৩ পরদিনে মূসা লোকদের বিচার করিতে
বসিলে প্রাতঃকালাবধি সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত লো-
কেরা আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। ১৪ তখন
লোকদের বিষয়ে মূসা যাহা২ করিল, তাহার
শ্বশুর তাহা দেখিয়া কহিল, তুমি লোকদের
সহিত এ কেমন ব্যবহার করিতেছ? তুমি কেন
একাকী বসিয়া নিকটে দণ্ডায়মান লোক সকলকে
প্রাতঃকালাবধি সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত তোমাকে ঘে-
রিতে দিতেছ? ১৫ তাহাতে মূসা আপন শ্বশুর-
কে কহিল, লোকেরা ঈশ্বরীয় বিচার জিজ্ঞাসা
করিতে আমার কাছে আইসে, ১৬ ফলতঃ তা-
হাদের কোন বিবাদ হইলে তাহা আমার কাছে
উপস্থিত হয়; তাহাতে বাদি প্রতিবাদির মধ্যে
আমি বিচার করি, এবং ঈশ্বরের বিধি ও
ব্যবস্থা সকল তাহাদিগকে জ্ঞাত করি। ১৭ পরে
মূসার শ্বশুর কহিল, তোমার এই কর্ম্ম ভাল
নয়। ১৮ ইহাতে তুমি ও তোমার সঙ্গি এই
লোকেরা উভয়ই ক্ষীণ হইবা, কেননা এ কার্য্য
তোমার ক্ষমতাহইতে গুরুতর; তুমি একাকী ইহা
সম্পন্ন করিতে পার না। ১৯ অতএব আমার
কথায় মনোযোগ কর; আমি তোমাকে পরা-
মর্শ দি, তাহাতে ঈশ্বর তোমার সহায় হউন;
তুমি ঈশ্বরের সম্মুখে লোকদের পক্ষ হইয়া
তাহাদের কথা ঈশ্বরের কাছে জানাও, ২০ এবং
তাহাদিগকে বিধি ও ব্যবস্থার উপদেশ দেও,
ও তাহাদের গন্তব্য পথ ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম দেখাও।
২১ তদ্ভিন্ন তুমি এই লোকসমূহের মধ্যহইতে
কর্ম্মক্ষম মনুষ্যদিগকে অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি ভয়-
কারি ও সত্যবাদি ও লোভ ঘৃণাকারি লোকদি-
গকে মনোনীত করিয়া লোকদের উপরে সহস্র-
পতি ও শতপতি ও পঞ্চাশৎপতি ও দশপতি
করিয়া নিযুক্ত কর। ২২ তাহারা সর্ব্বকালে লো-
কদের বিচার করিবে; কোন মহাবিচার হইলে
তোমার নিকটে তাহা আনিবে, কিন্তু ক্ষুদ্র বি-
চার সকল তাহারা করিবে; তাহাতে তাহারা
তোমার সহিত ভার বহিলে তোমার কর্ম্ম লঘু
হইবে। ২৩ তুমি যদি এমত কর, এবং ঈশ্বর
যদি এমত করিতে আজ্ঞা করেন, তবে তুমি
সহিতে পারিবা, এবং এই সকল লোকেরাও
কুশলে আপনাদের স্থানে গমন করিবে। ২৪ তা-
হাতে মূসা শ্বশুরের বাক্যে মনোযোগ করিয়া তা-
হার বাক্যানুসারে সকল কর্ম্ম করিল। ২৫ ফলতঃ
মূসা তাবৎ ইস্রায়েল্ বংশহইতে কর্ম্মক্ষম মনুষ্য-
দিগকে মনোনীত করিয়া লোকদের মধ্যে প্রধান
অর্থাৎ সহস্রপতি ও শতপতি ও পঞ্চাশৎপতি
ও দশপতি করিয়া নিযুক্ত করিল। ২৬ তাহারা
সর্ব্বকালে লোকদের বিচার করিত; কঠিন বি-
চার সকল তাহারা মূসার কাছে আনিত, কিন্তু
ক্ষুদ্র কথার বিচার আপনারা করিত।

২৭ পরে মূসা আপন শ্বশুরকে বিদায় করিলে
সে স্বদেশে প্রস্থান করিল।

১৯ অধ্যায়।

১ লোকেরা সীনয় পর্ব্বতে উপস্থিত হইলে তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের সংবাদ, ৭ ও লোকদের জন্যে ঈশ্বরের প্রতি মূসার উত্তর, ১০ ও লোকদিগকে পবিত্র করিতে ও পর্ব্বত স্পর্শ না করিতে ঈশ্বরের আজ্ঞা দেওন, ১৪ ও লোকদের সাক্ষাতে পর্ব্বতের উপরে ঈশ্বরের আগমন।

১ মিসরদেশহইতে যাত্রা করণের পরে ইস্রায়েল্
বংশ তৃতীয় মাসের প্রথম দিনে সীনয় প্রান্তরে
উপস্থিত হইল। ২ তাহারা রিফীদীমহইতে যাত্রা
করিয়া সীনয় পর্ব্বতের প্রান্তরে উপস্থিত হইলে
সেই প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিল; ইস্রায়েল্
বংশ সেই পর্ব্বতের সম্মুখে শিবির স্থাপন করিল।

৩ পরে মূসা ঈশ্বরের নিকটে আরোহণ করিলে
পরমেশ্বর পর্ব্বতহইতে তাহাকে ডাকিয়া কহি-
লেন, তুমি যাকূবের বংশকে এই কথা কহ,
ও ইস্রায়েলের সন্তানগণকে ইহা জ্ঞাত কর।
৪ আমি মিস্রিদের প্রতি যাহা করিয়াছি, এবং
যেমন উৎক্রোশ পক্ষির পক্ষদ্বারা, তেমনি তো-
মাদিগকে বহিয়া আপনার নিকটে আনিয়াছি,
তাহা তোমরা দেখিয়াছ। ৫ এখন যদি তোমরা
আমার কথা শুন ও আমার নিয়ম পালন কর,
তবে তাবৎ পৃথিবী আমার হইলেও তোমরা
সকল লোক অপেক্ষা আমার বিশেষ অধিকার
হইবা, ৬ এবং আমার নিমিত্তে যাজকদের এক
রাজবংশ ও পবিত্র এক জাতি হইবা, এই সকল
কথা তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে কহ।
৭ তখন মূসা আসিয়া লোকদের প্রাচীনগণকে
ডাকাইয়া পরমেশ্বরের আজ্ঞাপিত এই সকল
কথা তাহাদের সম্মুখে প্রস্তাব করিল। ৮ তা-
হাতে তাবৎ লোক এক সঙ্গে সকলেই স্বীকার
করিয়া কহিল, পরমেশ্বর যে সকল কহিলেন,
আমরা তাহা করিব। তখন মূসা পরমেশ্বরের
কাছে লোকদের কথা নিবেদন করিলে ৯ পর-
মেশ্বর মূসাকে কহিলেন, দেখ, আমি নিবিড়
মেঘে তোমার নিকটে আসিব, তাহাতে লোকেরা
তোমার সহিত আমার আলাপ শুনিতে পাইয়া
সর্ব্বদা তোমাতে প্রত্যয় করিবে। পরে মূসা
লোকদের কথা পরমেশ্বরকে জ্ঞাত করিল।
১০ তখন পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি
লোকদের নিকটে যাইয়া অদ্য ও কল্য বস্ত্র
ধৌত করাইয়া তাহাদিগকে পবিত্র কর। ১১ তৃতীয়
দিনের জন্যে সকলে প্রস্তুত হউক, কেননা তৃতীয়
দিনে পরমেশ্বর সকল লোকের সাক্ষাতে সীনয়্
পর্ব্বতের শৃঙ্গে নামিবেন। ১২ অতএব তুমি
লোকদের চতুর্দ্দিগে সীমা নিরূপণ করিয়া এই
কথা কহ, তোমরা পর্ব্বতারোহণে কিম্বা তাহার
সীমা স্পর্শ করণে সাবধান হও, কেননা যে
কেহ পর্ব্বত স্পর্শ করিবে, সে অবশ্য হত হই-
বে। ১৩ অতএব কেহ যেন তাহাতে হস্ত স্পর্শ
না করে; যদি করে, তবে সে অবশ্য প্রস্তরা-
ঘাতে হত হইবে, কিম্বা বাণদ্বারা বিদ্ধ হইবে।
পশু হউক কি মনুষ্য হউক, কদাচ বাঁচিবে না;
তূরী বাজিলে তাহারা পর্ব্বতের নিকটে আসিবে।
১৪ পরে মূসা পর্ব্বতহইতে নামিয়া লোকদের
নিকটে আসিয়া তাহাদিগকে পবিত্র করিল, এবং
তাহারা আপন২ বস্ত্র ধৌত করিল। ১৫ পরে
সে লোকদিগকে কহিল, তোমরা তৃতীয় দিনের
জন্যে প্রস্তুত হও; আপন২ ভার্য্যার নিকটে
যাইও না। ১৬ পরে তৃতীয় দিন প্রাতঃকাল
হইলে মেঘগর্জ্জন ও বিদ্যুৎ ও পর্ব্বতের উপরে
নিবিড় মেঘ ও অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে তূরীধ্বনি
হইতে লাগিল; তাহাতে শিবিরস্থ তাবৎ লোক
কম্পান্বিত হইল। ১৭ পরে মূসা ঈশ্বরের সহিত
সাক্ষাৎ করাইতে লোকদিগকে শিবিরহইতে বা-
হির করিলে তাহারা পর্ব্বতের তলে দাঁড়াইল।
১৮ তখন সমস্ত সীনয়্ পর্ব্বত ধূমময় ছিল;
কেননা পরমেশ্বর অগ্নিবাহনে তাহার শিখরে
অবরোহণ করাতে চুলার ধূমের ন্যায় তাহা-
হইতে ধূম উঠিতেছিল; এবং সকল পর্ব্বত
অতিশয় কাঁপিতেছিল। ১৯ পরে ক্রমে২ তূরীর
শব্দ অতিশয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; তখন মূসা
কথা কহিলে ঈশ্বর আকাশবাণীতে তাহার উত্তর
করিলেন। ২০ পরমেশ্বর সীনয়্ পর্ব্বতে অর্থাৎ পর্ব্ব-
তের শিখরে নামিলে পর মূসাকেও সেই পর্ব্বত-
শিখরে ডাকিলেন; তাহাতে মূসা আরোহণ করিল।
২১ তখন পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি না-
মিয়া গিয়া লোকদিগকে আদেশ কর, পাছে পর-
মেশ্বরকে দেখিতে সীমা লঙ্ঘন করিলে তাহা-
দের অনেকে বিনষ্ট হয়। ২২ আর যে যাজকগণ
পরমেশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকে, তাহারাও
আপনাদিগকে পবিত্র করুক, পাছে তিনি তাহা-
দের উপরে আক্রমণ করেন। ২৩ তাহাতে মূসা
পরমেশ্বরকে কহিল, লোকেরা সীনয় পর্ব্বতে
আরোহণ করিতে পারে না, কেননা পর্ব্বতের
সীমা নিরূপণ কর, ও তাহা পবিত্র কর, এই
আজ্ঞা তুমি আমাদিগকে দিয়াছ। ২৪ তখন পর-
মেশ্বর তাহাকে কহিলেন, যাও, নাম; পরে
তুমি হারোণকে সঙ্গে করিয়া আরোহণ কর, কিন্তু
যাজকগণ ও লোকেরা পরমেশ্বরের নিকটে আ-
সিতে সীমা অতিক্রম না করুক, পাছে তিনি
তাহাদের উপরে আক্রমণ করেন। ২৫ তখন
মূসা লোকদের কাছে নামিয়া তাহাদিগকে সেই
রূপ আজ্ঞা করিল।

২০ অধ্যায়।

১ দশ আজ্ঞার প্রথম ভাগ, ১২ ও দশ আজ্ঞার দ্বি-
তীয় ভাগ, ১৮ ও লোকদের ভয় ও তাহাদের প্রতি
মূসার সান্ত্বনার কথা, ২২ ও দেবপূজা নিষেধ, ২৪
ও পরমেশ্বরের বেদি নির্ম্মাণ বিধি।

১ পরে ঈশ্বর এই সকল কথা কহিলেন, ২ আমি
তোমার প্রভু পরমেশ্বর, যিনি দাস্যগৃহস্বরূপ
মিসরদেশহইতে তোমাকে বাহির করিয়া আনি-
য়াছেন।
৩ আমার সাক্ষাতে তোমার আর কোন দে-
বতা না থাকুক। ৪ উপরিস্থ স্বর্গে ও নীচস্থ পৃথি-
বীতে ও পৃথিবীর নীচস্থ জলেতে যাহা ২ আছে,
তুমি আপনার নিমিত্তে খোদিত প্রতিমা প্রভৃতি
তাহাদের কোন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিও না। ৫ এবং

তাহাদিগকে প্রণাম করিও না, ও তাহাদের সেবা
করিও না; কেননা তোমার প্রভু পরমেশ্বর আমি
স্বগৌরবরক্ষক ঈশ্বর; যাহারা আমাকে ঘৃণা করে,
আমি তাহাদের তৃতীয় চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত সন্তান-
দের উপরে পৈতৃক অপরাধের প্রতিফলদাতা;
৬ কিন্তু যাহারা আমাকে প্রেম করে ও আমার
আজ্ঞা পালন করে, তাহাদের সহস্র পুরুষ
পর্য্যন্ত দয়াকারী। ৭ তুমি আপন প্রভু পরমে-
শ্বরের নাম নিরর্থক লইও না, কেননা যে কেহ
তাঁহার নাম নিরর্থক লয়, পরমেশ্বর তাহাকে
নির্দোষ করিবেন না। ৮ তুমি বিশ্রামদিনকে স্মরণ
করিয়া পবিত্র কর। ৯ ছয় দিন শ্রম করিয়া আ-
পন ব্যবসায়াদি সমস্ত কর্ম্ম কর। ১০ কিন্তু সপ্তম
দিন তোমার প্রভু পরমেশ্বরের বিশ্রামদিন, তা-
হাতে তুমি কি তোমার পুত্র কি কন্যা কি দাস
কি দাসী কি পশু কি দ্বারান্তর্বাসি বিদেশী, কেহ
কোন কার্য্য করিও না। ১১ কেননা পরমেশ্বর
আকাশ ও পৃথিবী ও সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ তাবৎ
বস্তুকে ছয় দিনে নির্ম্মাণ করিয়া সপ্তম দিনে
বিশ্রাম করিলেন, এই নিমিত্তে পরমেশ্বর বি-
শ্রামদিনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পবিত্র করিলেন।
১২ তুমি আপন পিতা মাতাকে সম্ভ্রম কর,
তাহাতে তোমার প্রভু পরমেশ্বর তোমাকে যে
দেশ দেন, সেই দেশে তোমার দীর্ঘ পরমায়ু হই-
বে। ১৩ নরহত্যা করিও না। ১৪ পরদার করিও
না। ১৫ চুরি করিও না। ১৬ আপন প্রতিবাসির
বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না। ১৭ আপন প্রতি-
বাসির গৃহে লোভ করিও না; প্রতিবাসির ভা-
র্য্যাতে কি দাসে কি দাসীতে কি গোরুতে কি
গর্দ্দভেতে, প্রতিবাসির কোন বস্তুতেই লোভ
করিও না।
১৮ তখন সকল লোক মেঘগর্জ্জন ও বিদ্যুৎ
ও তূরীর শব্দ ও ধূমযুক্ত পর্ব্বত দেখিল; তা-
হার দর্শনে লোকেরা পলাইয়া দূরে দাঁড়াইল;
১৯ এবং মূসাকে কহিল, তুমি আমাদের সহিত
কথা কহ, আমরা তাহা শুনিব; কিন্তু ঈশ্বর
আমাদের সহিত কথা না কহুন, পাছে আমরা
মরি। ২০ তাহাতে মূসা লোকদিগকে কহিল,
ভয় করিও না; তোমাদের পরীক্ষা লওনার্থে,
এবং তোমরা যেন পাপ না কর, এই নিমিত্তে
আপন ভয়ানকতা তোমাদের চক্ষুর্গোচর কর-
ণার্থে ঈশ্বর আইলেন। ২১ তখন লোকেরা দূরে
দাঁড়াইয়া রহিল; কিন্তু যে স্থানে ঈশ্বর ছিলেন,
মূসা সেই ঘোর অন্ধকারের নিকটে গমন করিল।
২২ অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি
ইস্রায়েল্ বংশকে এই কথা কহ, আমি আকা-
শে থাকিয়া তোমাদের সহিত কথা কহিলাম,
ইহা আপনারা দেখিলা। ২৩ অতএব তোমরা
আমার সাক্ষাতে রূপ্যময় দেবতা করিও না,
এবং আপনাদের নিমিত্তে স্বর্ণময় দেবতাও
করিও না।
২৪ তুমি আমার নিমিত্তে মৃত্তিকার এক বেদি
নির্ম্মাণ কর, এবং তাহার উপরে মেষগবাদি
হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ কর। আমি
যে২ স্থানে আপন নাম স্মরণ করাইব, সেই২
স্থানে তোমার নিকটে আসিয়া তোমাকে আশী-
র্ব্বাদ করিব। ২৫ যদি আমার নিমিত্তে প্রস্তরের
বেদি নির্ম্মাণ কর, তবে খোদিত প্রস্তরেতে
তাহা নির্ম্মাণ করিও না, কেননা তাহার উপরে
অস্ত্র তুলিলে সে অপবিত্র হইবে। ২৬ আর
আমার বেদির উপরে যেন তোমার নগ্নতা
দৃষ্ট না হয়, এই জন্যে তুমি তাহার উপরে
সোপানদ্বারা উঠিও না।

২১ অধ্যায়।

১ দাসদের বিষয়ে ব্যবস্থা, ৭ ও দাসীদের বিষয়ে
ব্যবস্থা, ১২ ও নরহত্যার কথা, ১৬ ও নরচৌ-
র্য্যের কথা, ১৭ ও পিতামাতাকে শাপ দেওনের
কথা, ১৮ ও আঘাত বিষয়ের ব্যবস্থা, ২০ ও
দণ্ডদ্বারা দাস দাসীর প্রতি আঘাতের ব্যবস্থা, ২২
ও গর্ভবতীর প্রতি আঘাতের ব্যবস্থা, ২৬ ও দাস
দাসীর প্রতি প্রহারের ব্যবস্থা, ২৮ ও গো-
রুর আঘাতের ব্যবস্থা, ৩৩ ও খাতের বিষয়ে
ব্যবস্থা, ৩৫ ও গোরুর প্রতি আঘাতের ব্যবস্থা।

১ অপর তুমি এই সকল বিচারাজ্ঞা তাহাদিগকে
জ্ঞাত কর। ২ কেহ ইব্রীয় দাস ক্রয় করিলে সে
ছয় বৎসর দাসত্বে থাকিয়া সপ্তম বৎসরে বিনা-
মূল্যে মুক্ত হইয়া প্রস্থান করিবে। ৩ সে যদি
একাকী আসিয়া থাকে, তবে একাকী যাইবে;
আর যদি বিবাহিত হইয়া আসিয়া থাকে, তবে
তাহার স্ত্রীও তাহার সহিত যাইবে। ৪ কিন্তু যদি
তাহার প্রভু তাহার বিবাহ দিয়া থাকে, এবং
সেই স্ত্রীহইতে তাহার পুত্র ও কন্যা জন্মিয়া
থাকে, তবে ঐ স্ত্রী ও তাহার বালকগণেতে
প্রভুর অধিকার হইবে, ও সে একাকী চলিয়া যা-
ইবে। ৫ কিন্তু আমি আপন প্রভুকে এবং স্ত্রী
ও বালকগণকে ভাল বাসি, মুক্ত হইয়া যাইব
না, এমত কথা যদি ঐ দাস স্পষ্টরূপে বলে,
৬ তবে তাহার প্রভু তাহাকে বিচারকর্ত্তার নিক-
টে লইয়া যাইবে, সে তাহাকে কপাটের কিম্বা
বাজুর নিকটে আনিলে তাহার প্রভু গুঁজিদ্বারা
তাহার কর্ণে ছিদ্র করিবে; তাহাতে তাহাকে
চিরকাল সেই প্রভুর দাসত্ব করিতে হইবে।
৭ আর কেহ যদি আপন কন্যাকে দাসীরূপে
বিক্রয় করে, তবে তাহার মুক্তা হইয়া যাওন
দাসগণের নিয়মানুসারে হইবে না। ৮ ফলতঃ
যদি তাহার প্রভু তাহাকে বিবাহ করিতে প্রতিজ্ঞা

করিলেও তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়, তবে সে
তাহাকে মুক্ত হইতে দিবে; তাহার প্রতি প্রব-
ঞ্চনা করাতে সে তাহাকে অন্যজাতিদের কাছে
বিক্রয় করণের অধিকারী হইবে না। ৯ কিম্বা সে
প্রভু যদি আপন পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ
দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকে, তবে সে তাহার
প্রতি কন্যার ন্যায় ব্যবহার করিবে। ১০ কিন্তু
যদি অন্য স্ত্রীর সহিত তাহার বিবাহ দেয়,
তথাপি তাহার অন্ন ও বস্ত্রের এবং স্ত্রী পুরুষের
ব্যবহারের ত্রুটি করিতে পারিবে না। ১১ যদ্যপি
এই তিনের ত্রুটি করে, তবে সে স্ত্রী বিনামূল্যে
মুক্তা হইয়া যাইবে।

১২ কেহ যদি প্রহার করিতে২ কোন মনুষ্যকে
বধ করে, তবে সে বধ্য হইবে। ১৩ যে যাহা-
কে মারিতে চেষ্টা করে নাই, ঈশ্বরের ইচ্ছাতে
তাহার হস্তদ্বারা যদি তাহার মৃত্যু হয়, তবে যে
স্থানে পলাইতে পারে, এমত স্থান তোমার নি-
মিত্তে আমি নিরূপণ করিব। ১৪ কিন্তু যদি কেহ
ছলপূর্ব্বক আপন প্রতিবাসিকে বধ করে, তবে
এমন দুঃসাহসি লোকের প্রাণদণ্ড করিতে তাহাকে
আমার বেদির নিকটহইতেও লইয়া যাইবা।
১৫ আর যে কেহ আপন পিতাকে কিম্বা মা-
তাকে প্রহার করে, সে বধ্য হইবে।

১৬ আর কেহ মনুষ্যকে চুরি করিয়া যদি বি-
ক্রয় করে, কিম্বা তাহার অধিকারে যদি তাহা-
কে পাওয়া যায়, তবে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।

১৭ আর যে কেহ আপন পিতাকে কি মা-
তাকে শাপ দেয়, সে বধ্য হইবে।

১৮ আর বিবাদ করিয়া এক জন অন্যকে
প্রস্তরাঘাত কিম্বা মুষ্ট্যাঘাত করিলে, সে যদি
না মরিয়া শয্যাগত হইয়া ১৯ পশ্চাৎ উঠিয়া
যষ্টি অবলম্বন করিয়া বেড়ায়, তবে সে প্রহারক
নির্দ্দোষ হইবে; কিন্তু তাহার কর্ম্মক্ষতির ও
চিকিৎসার ব্যয় তাহাকে দিতে হইবে।

২০ আর কেহ আপন দাসকে কিম্বা দাসীকে
যষ্টিদ্বারা প্রহার করিলে সে যদি তাহার হস্তে
মরে, তবে সে অবশ্য দণ্ডনীয় হইবে। ২১ কিন্তু
এক কিম্বা দুই দিন সে যদি বাঁচে, তবে তা-
হার স্বামী দণ্ডার্হ হইবে না, কেননা সে তাহার
টাকাস্বরূপ।

২২ আর পুরুষেরা বিবাদ করিয়া কোন গর্ব্ভ-
বতী স্ত্রীকে প্রহার করিলে যদি তাহার গর্ব্ভপাত
হয়, কিন্তু পরে আর কোন আপত্তি না হয়,
তবে সে ঐ স্ত্রীর স্বামির নিরূপণানুসারে দণ্ডিত
হইয়া বিচারকর্ত্তাদের সাক্ষাতে দণ্ডের টাকা
দিবে। ২৩ কিন্তু যদি কোন আপত্তি ঘটে, তবে
তাহার প্রাণের পরিশোধে প্রাণ, ২৪ ও চক্ষুর
পরিশোধে চক্ষু, ও দন্তের পরিশোধে দন্ত, ও
হস্তের পরিশোধে হস্ত, ও চরণের পরিশোধে
চরণ, ২৫ ও দাহনের পরিশোধে দাহন, ও ক্ষতের
পরিশোধে ক্ষত, ও কালশিরার পরিশোধে
কালশিরা দণ্ড হইবে।

২৬ আর কেহ আপন দাস কিম্বা দাসীর
চক্ষুতে আঘাত করিলে যদি তাহা নষ্ট হয়,
তবে তাহার চক্ষুনাশের জন্যে তাহাকে মুক্ত
করিতে হইবে। ২৭ এবং আঘাতদ্বারা আপন
দাস কিম্বা দাসীর দন্ত ভগ্ন করিলে পর ঐ
দন্তের জন্যে তাহাকে মুক্ত করিতে হইবে।

২৮ আর গোরু কোন পুরুষ কিম্বা স্ত্রীকে
শৃঙ্গাঘাত করিলে সে যদি মরে, তবে ঐ গোরু
প্রস্তরদ্বারা বধ্য হইবে, এবং তাহার মাংস
অখাদ্য হইবে; কিন্তু গোরুর স্বামী দণ্ডার্হ হই-
বে না। ২৯ ঐ গোরু পূর্ব্বে শৃঙ্গাঘাত করিত,
ইহার প্রমাণ পাইলেও তাহার স্বামী তাহাকে
বন্ধন না করাতে যদি সে কোন পুরুষকে কিম্বা
স্ত্রীকে বধ করে, তবে সে গোরু প্রস্তরদ্বারা
বধ্য হইবে; এবং তাহার স্বামীও বধ্য হইবে।
৩০ যদ্যপি তাহার প্রাণের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত
নিরূপিত হয়, তবে সে প্রাণমুক্তির নিমিত্তে
তাবৎ নিরূপিত মূল্য দিবে। ৩১ সে গোরু যদি
কাহারো পুত্রকে কি কন্যাকে শৃঙ্গাঘাত করে,
তবে ঐ বিধি অনুসারে তাহার দণ্ড হইবে।
৩২ আর সে গোরু যদি কাহারো দাস কিম্বা
দাসীকে শৃঙ্গাঘাত করে, তবে সে তাহাদের
প্রভুকে ত্রিশ শেকল্ রূপা দিবে, কিন্তু গোরু
প্রস্তরদ্বারা বধ্য হইবে।

৩৩ আর কেহ যদি কোন গর্ত্ত অনাবৃত করে,
কিম্বা গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার আচ্ছাদন না
করে, তবে তাহার মধ্যে কোন গোরু কিম্বা
গাধা পড়িলে ৩৪ সেই গর্ত্তের স্বামী তাহাদের
স্বামিকে রূপ্যমূল্য দিবে, কিন্তু ঐ মৃত পশু
তাহার হইবে।

৩৫ আর এক লোকের গোরু অন্য লোকের
গোরুকে শৃঙ্গাঘাত করিলে সে যদি মরে, তবে
তাহারা জীবৎ গোরুকে বিক্রয় করিয়া তা-
হার মূল্য দুই অংশ করিবে, এবং ঐ মৃত
গোরুকেও দুই অংশ করিয়া লইবে। ৩৬ কিন্তু
গোরু পূর্ব্বে শৃঙ্গাঘাত করিত, ইহার প্রমাণ
পাইলেও যদি তাহার স্বামী তাহাকে না বাঁধি-
য়া থাকে, তবে সে তাহার পরিবর্ত্তে অন্য
গোরু দিবে, কিন্তু ঐ মৃত গোরু তাহার হইবে।

২২ অধ্যায়।

১ চৌর্য্য বিষয়ে ব্যবস্থা, ৫ ও হানি করণ বিষয়ে
ব্যবস্থা, ৭ ও সমর্পিত বস্তু বিষয়ে ব্যবস্থা, ১০
ও সমর্পিত পশু বিষয়ে ব্যবস্থা, ১৪ ও ঋণের
বিষয়ে ব্যবস্থা, ১৬ ও ব্যভিচার বিষয়ে ব্যবস্থা,

১৮ ও মায়াবির বিষয়ে ব্যবস্থা, ১৯ ও পশুশৃঙ্গার বিষয়ে ব্যবস্থা, ২০ ও দেবপূজা বিষয়ে ব্যবস্থা, ২১ ও বিদেশি ও বিধবা ও পিতৃহীনের বিষয়ে ব্যবস্থা, ২৫ এবং ঋণ ও বন্ধকের বিষয়ে ব্যবস্থা, ২৮ ও বিচারকর্ত্তাদের বিষয়ে ব্যবস্থা, ২৯ ও প্রথমজাত ফলের বিষয়ে ব্যবস্থা, ৩১ ও ছিন্ন পশুর মাংস ভোজনে নিষেধ।

১ যে কেহ গোরু কিম্বা মেষ চুরি করিয়া বধ করে কিম্বা বিক্রয় করে, তাহাকে এক গোরুর পরিশোধে পাঁচ গোরু ও এক মেষের পরিশোধে চারি মেষ দিতে হইবে। ২ আর চোর সিঁধ কাটিয়া ধরা পড়িলে কেহ যদি তাহাকে বধ করে, তবে সে রক্তপাতের দোষী হইবে না। ৩ কিন্তু যদি সূর্য্যোদয় হইলে বধ করে, তবে সে রক্তপাতের দোষী হইবে। আর চুরিদ্রব্য পরিশোধ করা চোরের কর্ত্তব্য, কিন্তু যদি তাহার কিছু না থাকে, তবে চৌর্য্য হেতুক সে বিক্রীত হইবে। ৪ এবং গোরু কিম্বা গর্দ্দভ কিম্বা মেষাদি চৌর্য্য বস্তু যদি চোরের হস্তে জীবৎ পাওয়া যায়, তবে তাহাকে তাহার দ্বিগুণ দিতে হইবে।

৫ আর কেহ যদি অন্যের শস্যক্ষেত্রে কিম্বা দ্রাক্ষাক্ষেত্রে গোরুকে চরায়, কিম্বা আপন পশু ছাড়িয়া দিলে সে যদি অন্যের ক্ষেত্রে চরে, তবে সে জন তাহার পরিবর্ত্তে আপন ক্ষেত্রের উত্তম শস্য কিম্বা আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রের উত্তম ফল তাহাকে দিবে।

৬ আর কেহ কণ্টকবনে অগ্নি লাগাইলে যদি কাহারো ধান্যরাশি কিম্বা বর্দ্ধমান শস্য কিম্বা ক্ষেত্র দগ্ধ হয়, তবে সেই দগ্ধকারী অবশ্য তাহার মূল্য দিবে।

৭ আর কেহ মুদ্রা কিম্বা অলঙ্কার আপন প্রতিবাসির স্থানে গচ্ছিত রাখিলে তাহা যদি তাহার গৃহহইতে কেহ চুরি করে, এবং সেই চোর ধরা পড়ে, তবে সে তাহার দ্বিগুণ দিবে। ৮ কিম্বা যদি চোর ধরা না পড়ে, তবে গৃহস্বামী প্রতিবাসির দ্রব্যে হাত দিয়াছে কি না, তাহা জানিতে সে বিচারকর্ত্তার সাক্ষাতে আনীত হইবে। ৯ এবং বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়ে, অর্থাৎ গোরু কিম্বা গর্দ্দভ কিম্বা মেষ কিম্বা বস্ত্রাদি যে কোন হারাণ বস্তুর বিষয়ে যদি কেহ কহে, উহা আমার, তবে উভয়ের কথা বিচারকর্ত্তার নিকটে উপস্থিত হইলে বিচারকর্ত্তা যাহাকে দোষী করে, সে আপন প্রতিবাসিকে তাহার দ্বিগুণ দিবে।

১০ আর কেহ আপন গর্দ্দভ কিম্বা গো কিম্বা মেষ কিম্বা কোন পশু প্রতিবাসির স্থানে প্রতিপালনার্থে রাখিলে যদি সকলের অসাক্ষাতে সে পশু মরে, কিম্বা হিংসিত হয়, কিম্বা কেহ তাহা খেদাইয়া দেয়, ১১ তবে আমি প্রতিবাসির দ্রব্যেতে হস্তার্পণ করি নাই, ইহা বলিয়া এক জন অন্যের কাছে পরমেশ্বরের নামে দিব্য করিবে; তাহাতে তাহার স্বামী সেই দিব্য গ্রাহ্য করিবে, পরিশোধ পাইবে না। ১২ কিন্তু যদি তাহার সাক্ষাতে কেহ চুরি করে, তবে তাহার স্বামী তাহার মূল্য পাইবে। ১৩ কিম্বা যদি পশু বিদীর্ণ হয়, তবে সে তাহার প্রমাণ দেখাইয়া সেই বিদীর্ণ পশুর মূল্য দিবে না।

১৪ আর কেহ যদি আপন প্রতিবাসির পশু চাহিয়া লয়, ও তাহার স্বামী তাহার সহিত না থাকাতে তাহার হানি কিম্বা মৃত্যু হয়, তবে সে নিতান্ত তাহার মূল্য দিবে। ১৫ কিন্তু যদি তাহার স্বামী তাহার কাছে থাকে, তবে তাহার মূল্য দিবে না; তথাপি সে যদি ভাড়াটিয়া পশু হয়, তবে তাহার ভাড়া দিতে হইবে।

১৬ আর কেহ যদি অবাগ্দত্তা কন্যাকে ভোগা দিয়া তাহার সহিত শয়ন করে, তবে তাহাকে কন্যাপণ দিয়া বিবাহ করিতে হইবে। ১৭ আর যদি তাহার সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিতে পিতার সম্মতি না থাকে, তবে কন্যাপণের ব্যবস্থানুসারে তাহাকে রূপ্য দিতে হইবে।

১৮ আর মায়াবিকে জীবৎ রাখিও না।

১৯ পশুর সহিত শৃঙ্গারকারী অবশ্য বধ্য হইবে।

২০ যে জন কেবল পরমেশ্বর বিনা কোন দেবতার কাছে বলিদান করে, সে বর্জ্জনীয়রূপে বিনষ্ট হইবে।

২১ তুমি বিদেশিকে ক্লেশ দিও না ও তাহার প্রতি উপদ্রব করিও না, কেননা মিসরদেশে তোমরাও বিদেশী ছিলা। ২২ আর তুমি বিধবাকে কিম্বা পিতৃহীন বালককে ক্লেশ দিও না। ২৩ তাহাদিগকে কোন মতে ক্লেশ দিলে তাহারা যদি আমার নিকটে খেদোক্তি করে, তবে আমি অবশ্য তাহাদের খেদোক্তি শুনিব। ২৪ এবং আমার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে আমি তোমাদিগকে খড়্গদ্বারা মারিব, তাহাতে তোমাদের ভার্য্যা সকল বিধবা হইবে ও সন্তানগণ পিতৃহীন হইবে।

২৫ আর তুমি যদি আমার প্রজাদের মধ্যে তোমার প্রতিবাসি কোন দরিদ্রকে ঋণ দেও, তবে তাহার কাছে সুদগ্রাহকের ন্যায় হইও না, ও তাহাহইতে সুদ লইও না। ২৬ আর যদ্যপি তুমি আপন প্রতিবাসির বস্ত্র বন্ধক রাখ, তবে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তাহা ফিরিয়া দেও। ২৭ কেননা তাহা তাহার একমাত্র আচ্ছাদন ও নগ্নতানিবারক বস্ত্র; সে কিসেতে শয়ন করিবে? এবং সে যদি আমার কাছে খেদোক্তি করে, তবে আমি দয়ালুতা প্রযুক্ত তাহা শুনিব।

[28] আর বিচারকর্ত্তাকে নিন্দা করিও না, এবং স্বজাতীয় লোকদের শাসনকর্ত্তাকে শাপ দিও না।

[29] আর তোমার প্রথমপক্ক শস্য ও দ্রাক্ষারস নিবেদন করিতে বিলম্ব করিও না, এবং তোমার প্রথমজাত পুত্রগণকে আমাকে দেও। [30] এবং আপন গো ও মেষবৎসের প্রতি সেই রূপ কর, সে সাত দিন আপন মাতার সহিত থাকিবে, অষ্টম দিনে তুমি তাহা আমাকে দেও।

[31] আর তোমরা আমার পবিত্র লোক হইবা; ক্ষেত্রেতে বিদীর্ণ মাংস খাইও না; কুক্কুরদের কাছে তাহা ফেলিয়া দেও।

২৩ অধ্যায়।

১ অপবাদের কথা, ২ ও অন্যায়ের কথা, ৪ ও উপকারের কথা, ৬ ও ন্যায় করণের কথা, ৮ ও উৎকোচের কথা, ৯ ও বিদেশির কথা, ১০ ও ভূমি বিষয়ের কথা, ১২ ও বিশ্রামবারের কথা, ১৩ ও দেবপূজার কথা, ১৪ ও বৎসরে তিন উৎসবের কথা, ১৮ ও বলিদানের কথা, ২০ ও অগ্রগামি দূতের কথা, ২৬ ও আশীর্ব্বাদের কথা।

[1] তুমি মিথ্যা জনশ্রুতিতে হাত দিও না, ও অন্যায় সাক্ষী হইয়া দুর্জনের সহায়তা করিও না।

[2] তুমি দুষ্কর্ম্ম করিতে বহু লোকের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইও না, এবং বিচারে অন্যায় করণার্থে বহু লোকের পক্ষ হইয়া প্রতিবাদ করিও না। [3] দরিদ্রের বিচারে তাহারও পক্ষপাত করিও না।

[4] তুমি শত্রুর গো কিম্বা গর্দ্দভকে পথহারা দেখিলে অবশ্য তাহার নিকটে তাহাকে লইয়া যাইবা। [5] আর তুমি আপন বিপক্ষের গর্দ্দভকে ভারের নীচে পতিত দেখিলে তাহার উপকার করিতে অসম্মত না হইয়া অবশ্য তাহার সঙ্গে তাহার উপকার করিবা।

[6] দরিদ্র প্রতিবাসির বিচারে তাহার প্রতি অন্যায় করিও না। [7] এবং মিথ্যা কথাহইতে দূরে থাক, এবং নির্দ্দোষকে ও ধার্ম্মিককে নষ্ট করিও না, কেননা আমি দুষ্টকে নির্দ্দোষ করিব না।

[8] তুমি উৎকোচ গ্রহণ করিও না, কেননা উৎকোচ জ্ঞানিদিগকে অন্ধ করে, এবং ধার্ম্মিকদের কথা উল্টায়।

[9] আর বিদেশির প্রতি উপদ্রব করিও না, কেননা তোমরা মিসরদেশে বিদেশী ছিলা, তাহাতে বিদেশির অন্তঃকরণের ভাব জ্ঞাত আছ।

[10] আর তুমি আপন ভূমিতে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত বীজ বপন কর ও তাহাহইতে শস্য সংগ্রহ কর। [11] কিন্তু সপ্তম বৎসরে তাহাকে বিশ্রাম দেও ও ক্ষান্ত রাখ; তাহাতে তোমার স্বজাতীয় দরিদ্রগণ খাইতে পাইবে, ও তাহাদের ভোজনাবশিষ্ট বস্তু বনপশুরা খাইবে; এবং তোমার দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও জিতবৃক্ষের প্রতিও সেই রূপ কর।

[12] এবং তুমি ছয় দিন আপন কর্ম্ম করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম কর; তাহাতে তোমার গো ও গর্দ্দভ সকলে বিশ্রাম পাইবে, এবং তোমার দাসীপুত্র ও বিদেশি লোক বিশ্রাম পাইবে।

[13] আমি তোমাদিগকে যাহা২ কহিলাম, তদ্বিষয়ে সাবধান হও; ইতর দেবগণের নাম স্মরণ করাইও না, তোমাদের মুখহইতেও তাহার উচ্চারণ না হউক্।

[14] তুমি বৎসরের মধ্যে তিন বার আমার উদ্দেশে উৎসব করিও। [15] তাড়ীশূন্য রুটীর উৎসব পালন করিও; আমার আজ্ঞানুসারে নিরূপিত সময়ে অর্থাৎ আবীব্ মাসে সাত দিন তাড়ীশূন্য রুটী ভোজন করিও, কেননা সেই মাসে তুমি মিসরদেশহইতে মুক্তি পাইয়াছ; এবং কেহ রিক্ত হস্তে আমার নিকটে উপস্থিত না হউক। [16] আর তুমি ক্ষেত্রেতে যাহা২ বুনিয়াছ, তাহার প্রথমপক্ক শস্য ছেদনের উৎসব পালন করিও; এবং বৎসরের শেষে ক্ষেত্রহইতে ফল সংগ্রহ করণ কালে ফলসঞ্চয়ের উৎসব পালন করিও। [17] এই রূপে বৎসরের মধ্যে তিন বার তোমার তাবৎ পুংজাতি প্রভু পরমেশ্বরের সাক্ষাতে উপস্থিত হইবে।

[18] আর তুমি আমার প্রতি তাড়ীযুক্ত রুটীর সহিত বলির রক্ত নিবেদন করিও না; এবং আমার উৎসব সম্পর্কীয় মেদ প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত না থাকুক। [19] তোমার ক্ষেত্রের প্রথমজাত উত্তম ফল তোমার প্রভু পরমেশ্বরের গৃহে আনিও; এবং ছাগবৎসের মাংস তাহার মাতৃদুগ্ধেতে পাক করিও না।

[20] দেখ, আমি পথে তোমাকে রক্ষা করিতে এবং আমার প্রস্তুত স্থানে তোমাকে আনয়ন করিতে তোমার অগ্রে২ এক দূতকে প্রেরণ করিতেছি। [21] কিন্তু তাঁহাহইতে সাবধান, তাঁহার কথা শুনিও, এবং তাঁহার অসন্তোষ জন্মাইও না; কেননা তাঁহার অন্তরে আমার নাম থাকাতে তিনি তোমাদের দোষ ক্ষমা করিবেন না। [22] আর তুমি যদি নিতান্ত তাঁহার কথা শুন, এবং যাহা২ কহি তাহা২ কর, তবে আমি তোমার শত্রুদের শত্রু ও বৈরিদের বৈরী হইব। [23] তাহাতে আমার দূত তোমার অগ্রে২ যাইয়া ইমোরীয় ও হিত্তীয় ও পিরিষীয় ও কিনানীয় ও হিব্বীয় ও যিবূষীয়দের দেশে তোমাকে আনয়ন করিবেন, এবং আমি তাহাদিগকে উচ্ছিন্ন করিব। [24] আর তুমি তাহাদের দেবগণকে প্রণাম করিও না, এবং তাহাদের সেবা করিও না, ও তাহাদের ক্রিয়ার

ন্যায় ক্রিয়া করিও না, কিন্তু তাহাদিগকে নির্ম্মূলে
উৎপাটন করিও, এবং তাহাদের প্রতিমাগণকে
ভাঙ্গিয়া ফেলিও। ২৫ তোমরা আপনাদের প্রভু
পরমেশ্বরের সেবা কর; তাহাতে তিনি তোমা-
দের অন্ন জলের প্রতি আশীর্ব্বাদ করিবেন, এবং
আমি তোমাদের হইতে রোগ দূর করিব।
২৬ তোমার দেশে কাহারো গর্ব্ভপাত হইবে
না, এবং কেহ বন্ধ্যা হইবে না; আমি তোমার
আয়ুর পরিমাণ পূর্ণ করিব; ২৭ এবং তোমার
অগ্রে আমাবিষয়ক ভয় প্রেরণ করিব; এবং
তুমি যে সকল লোকের নিকটে উপস্থিত হইবা,
তাহাদিগকে ব্যাকুল করিব, ও তোমার শত্রুগণকে
পরাঙ্মুখ করিব। ২৮ আমি তোমার অগ্রে ২ ভিম-
রুলগণকে পাঠাইলে তাহারা হিব্বীয় ও কিনানীয়
ও হিত্তীয়দিগকে তোমার সম্মুখহইতে খেদাইয়া
দিবে। ২৯ কিন্তু দেশ যেন শূন্য না হয়, ও
তোমার বিরুদ্ধে বন্য পশুর সংখ্যা যেন বৃদ্ধি
না পায়, এই জন্যে আমি এক বৎসরে তোমার
সম্মুখহইতে তাহাদিগকে খেদাইয়া দিব না।
৩০ তুমি যে পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া দেশ অধিকার
না কর, তাবৎ তোমার সম্মুখহইতে তাহাদিগকে
ক্রমে ২ খেদাইয়া দিব। ৩১ আর সূফ্‌সাগর অবধি
পিলেষ্টীয় সমুদ্র পর্য্যন্ত, এবং প্রান্তর অবধি
ফরাৎ নদী পর্য্যন্ত তোমার সীমা নিরূপণ করিব;
আমি সেই দেশনিবাসিদিগকে তোমার হস্তে
সমর্পণ করিলে তুমি আপন সম্মুখহইতে তাহা-
দিগকে খেদাইয়া দিবা। ৩২ কিন্তু তাহাদের সহিত
কিম্বা তাহাদের দেবগণের সহিত কোন নিয়ম
স্থির করিও না। ৩৩ তাহারা তোমার দেশে
বাস করিবে না, পাছে তাহারা আমার বিরুদ্ধে
তোমাকে পাপ করায়; কেননা তুমি যদি তা-
হাদের দেবগণকে সেবা কর, তবে তাহা অবশ্য
তোমার ফাঁদস্বরূপ হইবে।

২৪ অধ্যায়।

১ পর্ব্বতারোহণ করিতে মূসাকে ডাকন, ৩ ও আজ্ঞা-
পালন করিতে লোকদের স্বীকার ও মূসার বেদি
ও দশ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করণ, ৯ ও ঈশ্বরের তেজ
প্রকাশ করণ, ১২ ও হারোণকে ও হূরকে মূসার
নিযুক্ত করণ ও পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া চল্লিশ
দিবারাত্রি থাকন।

১ অনন্তর (পরমেশ্বর) মূসাকে কহিলেন, তুমি ও
হারোণ ও নাদব্‌ ও অবীহূ ও ইস্রায়েল্‌ বংশের
প্রাচীনদের সত্তরি জন তোমরা পরমেশ্বরের নি-
কটে উঠিয়া আসিয়া দূরে থাকিয়া তাঁহার ভজনা
কর। ২ কেবল মূসা পরমেশ্বরের নিকটে আ-
সিবে, কিন্তু তাহারা নিকটে আসিবে না, এবং
লোকেরা তাহার সহিত পর্ব্বতারোহণ করিবে না।
৩ তখন মূসা আসিয়া পরমেশ্বরের ঐ সকল
কথা ও বিধি লোকদিগকে কহিলে সকল লোক
একবাক্য হইয়া উত্তর করিল, পরমেশ্বর যে সকল
কথা কহিলেন, আমরা তাহা পালন করিব। ৪ পরে
মূসা পরমেশ্বরের তাবৎ কথা লিখিল, এবং
প্রত্যূষে উঠিয়া পর্ব্বতের তলে এক যজ্ঞবেদি ও
ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশানুসারে দ্বাদশ স্তম্ভ
নির্ম্মাণ করিল। ৫ অপর সে ইস্রায়েল্‌ বংশের
যুবগণকে পাঠাইলে তাহারা পরমেশ্বরের উদ্দেশে
হোমার্থে ও মঙ্গলার্থে বৃষদিগকে বলিদান করিল।
৬ তখন মূসা তাহার রক্ত লইয়া অর্দ্ধেক থালে
রাখিল, এবং অর্দ্ধেক বেদির উপরে ছিটাইল।
৭ এবং নিয়মপুস্তক লইয়া লোকদের কর্ণগোচরে
পাঠ করিল; তাহাতে তাহারা কহিল, পরমেশ্বর
যাহা ২ কহিলেন, তাহা আমরা পালন করিয়া
মানিব। ৮ পরে মূসা সেই রক্ত লইয়া লোকদের
উপরে ছিটাইয়া কহিল, দেখ, পরমেশ্বর তো-
মাদের সহিত এই সকল বাক্য সম্বলিত যে নিয়ম
করিলেন, এ সেই নিয়মের রক্ত।
৯ তখন মূসা ও হারোণ ও নাদব্‌ ও অবীহূ
ও ইস্রায়েল্‌ বংশের সত্তরি প্রাচীন লোক উঠি-
য়া গিয়া ১০ ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে দর্শন করিল,
তাঁহার চরণতলের স্থান নীলকান্ত মণিতে খচিত
এবং নির্ম্মলতাতে আকাশের তুল্য বোধ হইল।
১১ আর তিনি ইস্রায়েল্‌ বংশের অধ্যক্ষগণের
বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার করিলেন না, বরং তাহারা
ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া ভোজন পান করিল।
১২ অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি
পর্ব্বতে আমার নিকটে আরোহণ করিয়া সেই
স্থানে থাক, তাহাতে আমি লোকদের শিক্ষার্থে
যে লিপি করিয়াছি, তাহা অর্থাৎ ব্যবস্থা ও
আজ্ঞা সম্বলিত দুই প্রস্তরফলক তোমাকে দিব।
১৩ পরে মূসা ও তাহার পরিচারক যিহোশূয়
উঠিলে মূসা ঈশ্বরের পর্ব্বতের উপরে আরোহণ
করিল। ১৪ এবং প্রাচীনগণকে কহিল, আমরা
যদবধি তোমাদের নিকটে ফিরিয়া না আসি,
তাবৎ তোমরা এই স্থানে থাক; দেখ, হা-
রোণ ও হূর তোমাদের কাছে আছে, কা-
হারো কোন বিবাদের কথা উপস্থিত হইলে
সে তাহাদের কাছে যাউক। ১৫ পরে মূসা
যখন পর্ব্বতে উঠিল, তখন মেঘদ্বারা পর্ব্বত
আচ্ছন্ন ছিল। ১৬ এবং সীনয়্‌ পর্ব্বতের উপরে
পরমেশ্বরের তেজ অবস্থিতি করিল; সেখানে
ছয় দিন মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে পর সপ্তম দিনে
তিনি মেঘের মধ্যহইতে মূসাকে ডাকিলেন।
১৭ তাহাতে ইস্রায়েল্‌ বংশের দৃষ্টিতে পরমে-
শ্বরের তেজ পর্ব্বতশৃঙ্গে জ্বলদগ্নির ন্যায় প্রকা-
শিত হইল। ১৮ এবং মূসা মেঘের মধ্যে প্রবেশ

করিয়া পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া সেই পর্ব্বতে
চল্লিশ দিবারাত্রি বাস করিল।

২৫ অধ্যায়।

১ আবাস নির্ম্মাণ করিতে পরমেশ্বরের আজ্ঞা, ১০
ও সিন্দুকের কথা, ১৭ ও পাপাচ্ছাদনের কথা,
২৩ ও মেজ ও দর্শনরুটীর কথা, ৩১ ও দীপ-
বৃক্ষের কথা।

১ অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২ তুমি
ইস্রায়েল্ বংশকে আমার নিমিত্তে নৈবেদ্য সং-
গ্রহ করিতে কহ; যে জন স্বেচ্ছাতে মনের সহিত
যাহা নিবেদন করে, তাহাহইতে আমার সেই
নৈবেদ্য গ্রহণ করিও। ৩ ফলতঃ স্বর্ণ ও রূপ্য
ও পিত্তল ৪ এবং নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও সি-
ন্দূরবর্ণ সূক্ষ্ম বস্ত্র ও ছাগলোম ৫ ও রক্তবর্ণ
মেষচর্ম্ম ও তহশের চর্ম্ম ও শিটীম্‌কাষ্ঠ ৬ ও
দীপার্থ তৈল এবং অভিষেকার্থ তৈলের ও সু-
গন্ধিধূপের নিমিত্তে গন্ধদ্রব্য ৭ এবং এফোদের
ও বুকপাটার কারণ সূর্য্যকান্ত মণি প্রভৃতি
খচনীয় প্রস্তর, এই সকল নৈবেদ্য তাহাদের
হইতে গ্রহণ করিবা। ৮ আর তাহারা আমার
নিমিত্তে এক পবিত্র স্থান নির্ম্মাণ করুক; তা-
হাতে আমি তাহাদের মধ্যে বাস করিব।
৯ আবাসের আকার ও তাহার সকল পাত্রের
আকারাদির যে নিদর্শন আমি তোমাকে দে-
খাই, তদনুসারে তোমরা সকলই করিবা।
১০ অপর তাহারা আড়াই হস্ত দীর্ঘ ও দেড়
হস্ত প্রস্থ ও দেড় হস্ত উচ্চ শিটীম্ কাষ্ঠের
এক সিন্দুক নির্ম্মাণ করিবে। ১১ পরে তুমি
নির্ম্মল সুবর্ণদ্বারা তাহা মুড়াইবা; তাহার ভি-
তর ও বাহিরও মুড়াইবা, এবং তাহার উপরে
চতুর্দ্দিগে স্বর্ণের নিকাল করিবা। ১২ এবং তা-
হার কারণ সুবর্ণের চারি কড়া ছাঁচে ঢালিয়া
তাহার চারি কোণে দিবা; তাহার এক পার্শ্বে
দুই কড়া, ও অন্য পার্শ্বে দুই কড়া থাকিবে।
১৩ আর তুমি শিটীম কাষ্ঠের দুই সাইঙ্গ করিয়া
স্বর্ণেতে মুড়িবা। ১৪ এবং সিন্দুক বহনার্থে সি-
ন্দুকের দুই পার্শ্বস্থ কড়াতে ঐ সাইঙ্গ প্রবেশ
করাইবা। ১৫ এবং সেই সাইঙ্গ সিন্দুকের কড়া-
তে থাকিবে, তাহাহইতে বহিষ্কৃত হইবে না।
১৬ এবং আমি তোমাকে যে সাক্ষ্যপত্র দিব,
তাহা ঐ সিন্দুকের মধ্যে রাখিবা।
১৭ পরে তুমি নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা আড়াই হস্ত
দীর্ঘ ও দেড় হস্ত প্রস্থ পাপাচ্ছাদন নির্ম্মাণ
করিবা। ১৮ ও স্বর্ণ পিটাইয়া দুই কিরূব্ প্রস্তুত
করিয়া সেই আচ্ছাদনের দুই মুড়াতে দিবা।
১৯ এক কিরূব্ এক মুড়াতে ও অন্য কিরূব্
অন্য মুড়াতে রাখিবা, দুই কিরূবকে পাপা-
চ্ছাদনের সহিত সংলগ্ন ও তাহার দুই প্রান্তে
(দণ্ডায়মান) করিবা। ২০ এবং কিরূবদের পক্ষ
উর্দ্ধেতে বিস্তারিত হইয়া পাপাচ্ছাদনকে আ-
চ্ছাদন করিবে, এবং তাহাদের মুখ পরস্পর
সম্মুখে থাকিবে, কিন্তু তাহাদের দৃষ্টি আ-
চ্ছাদনের প্রতি থাকিবে। ২১ তুমি এই পাপা-
চ্ছাদন সেই সিন্দুকের উপরে রাখিবা, এবং
আমি তোমাকে যে সাক্ষ্যপত্র দিব, তাহা ঐ
সিন্দুকের মধ্যে রাখিবা। ২২ আর আমি সেই
স্থানে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব, এবং পা-
পাচ্ছাদনের উপরিভাগহইতে অর্থাৎ সাক্ষ্যসি-
ন্দুকের উপরিস্থ দুই কিরূবের মধ্যহইতে তো-
মার সঙ্গে আলাপ করিয়া ইস্রায়েল বংশ বি-
ষয়ক আমার সকল আজ্ঞা তোমাকে জানাইব।
২৩ অপর তুমি দুই হস্ত দীর্ঘ ও এক
হস্ত প্রস্থ ও দেড় হস্ত উচ্চ শিটীম্‌কাষ্ঠের এক
মেজ নির্ম্মাণ করিয়া ২৪ নির্ম্মল স্বর্ণেতে তাহা মু-
ড়িবা, এবং তাহার চতুর্দ্দিগে স্বর্ণের নিকাল
করিবা। ২৫ এবং তাহার চতুর্দ্দিগে চতুরঙ্গুলি
উচ্চ এক পার্শ্বকাষ্ঠ করিবা, এবং ঐ পার্শ্ব-
কাষ্ঠের চতুর্দ্দিগে স্বর্ণনিকাল করিবা। ২৬ এবং
স্বর্ণনির্ম্মিত চারি কড়া করিয়া তাহার চারি পদের
চারি কোণে রাখিবা। ২৭ ঐ কড়াতে মেজ বহ-
নার্থে সাইঙ্গ রাখিতে তাহা পার্শ্বকাষ্ঠের নি-
কটে থাকিবে। ২৮ এবং ঐ মেজ বহনার্থে শিটীম্-
কাষ্ঠের দুই সাইঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া স্বর্ণে মুড়িবা।
২৯ এবং থাল ও চমস ও আচ্ছাদনপাত্র ও
ঢালিবার জন্যে পাত্র নির্ম্মাণ করিবা, এই সকল
নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা নির্ম্মাণ করিবা। ৩০ এবং তুমি
সেই মেজের উপরে আমার সম্মুখে নিত্য ২ দর্শ-
নীয় রুটী রাখিবা।
৩১ পরে তুমি নির্ম্মল স্বর্ণ পিটাইয়া এক দীপ-
বৃক্ষ প্রস্তুত কর; তাহাতে কাণ্ড ও শাখা ও গো-
লাধার ও কলিকা ও পুষ্প থাকিবে, ৩২ ফলতঃ
তাহার এক পার্শ্বহইতে তিন শাখা ও অন্য পার্শ্ব-
হইতে তিন শাখা, এই রূপে দুই পার্শ্বহইতে
ছয় শাখা নির্গত হইবে। ৩৩ তাহার এক শাখাতে
বাদাম্‌পুষ্পাকৃতি তিন গোলাধার ও এক কলি-
কা ও এক পুষ্প থাকিবে, এবং অন্য শাখাতে
বাদামপুষ্পাকৃতি তিন গোলাধার ও এক কলিকা
ও এক পুষ্প থাকিবে; ঐ দীপবৃক্ষহইতে নি-
র্গত ছয় শাখাতে এই রূপ হইবে। ৩৪ ঐ দীপ-
বৃক্ষেতে বাদামপুষ্পাকৃতি চারি গোলাধার ও
কলিকা ও পুষ্প থাকিবে। ৩৫ এবং ঐ দীপ-
বৃক্ষের যে ছয় শাখা নির্গতা হয়, তাহাদের
দুই শাখার নীচে এক কলিকা, ও অন্য দুই
শাখার নীচে এক কলিকা, ও অন্য দুই শাখার
নীচে এক কলিকা থাকিবে। ৩৬ এবং কলিকা

ও শাখা তাহার অংশ হইবে, এবং সকলি
পিটান নির্ম্মল স্বর্ণের একই বৃক্ষ হইবে। ৩৭ আর
তাহার সাত প্রদীপ নির্ম্মাণ করিবা; তাহাতে
লোকেরা সেই প্রদীপ জ্বালাইলে তাহার সম্মু-
খে আলো হইবে। ৩৮ এবং নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা
বর্ত্তিকা ছেদনের কাঁচি ও তাহার গুলদান নির্ম্মাণ
করিবা। ৩৯ কিন্তু এই দীপবৃক্ষ সর্ব্বশুদ্ধ এক মণ
পরিমিত নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা নির্ম্মিত হইবে। ৪০ সা-
বধান, পর্ব্বতে তোমাকে তাহার যে২ নিদর্শন
দেখান গেল, সেই রূপ সকলি কর।

২৬ অধ্যায়।

১ আবাসের যবনিকার কথা, ৭ ও আবাসের আ-
চ্ছাদনার্থে ছাগলোমজাত বস্ত্রের কথা, ১৫ ও
আবাসের তক্তার কথা, ২৬ ও অর্গলের কথা, ৩১
ও আবাসভেদক তিরস্করিণীর কথা।

১ পরে তুমি নীল ও ধূম্র ও রক্তবর্ণ পাকান
সূত্রনির্ম্মিত দশ যবনিকাদ্বারা এক আবাস প্রস্তুত
করিবা; সেই যবনিকাতে বিচিত্র কিরূবগণের
আকৃতি থাকিবে। ২ ঐ প্রত্যেক যবনিকা আ-
টাইশ হস্ত দীর্ঘ ও চারি হস্ত প্রস্থ, সকলের
এক পরিমাণ হইবে। ৩ এবং একত্র পাঁচ যব-
নিকা পরস্পর যোগ থাকিবে, এবং অন্য পাঁচ
যবনিকা পরস্পর যোগ থাকিবে। ৪ এবং যে
দুই শেষযবনিকা যোড়া করিতে হয়, তাহার
মধ্যে একের অন্তে নীলসূত্রের ঘুণ্টিঘরা করিবা,
এবং দ্বিতীয় শেষযবনিকার অন্তেও তদ্রূপ করি-
বা। ৫ অর্থাৎ সংযোক্তব্য প্রথম যবনিকার অন্তে
পঞ্চাশ ঘুণ্টিঘরা করিবা, এবং দ্বিতীয় যবনিকার
অন্তেও পঞ্চাশ ঘুণ্টিঘরা করিবা; উভয় ঘুণ্টি-
ঘরাশ্রেণী সমবর্ত্তি হইবে। ৬ এবং পঞ্চাশ স্বর্ণ-
ঘুণ্টি করিয়া ঘুণ্টিতে যবনিকা সকল পরস্পর
বদ্ধ করিবা; তাহাতে একই আবাস হইবে।
৭ আর ঐ আবাসের উপরে আচ্ছাদনের নি-
মিত্তে ছাগলোমজাত একাদশ যবনিকা প্রস্তুত
করিবা। ৮ তাহার প্রত্যেকের দীর্ঘতা ত্রিশ হস্ত
ও প্রস্থতা চারি হস্ত; এই একাদশ যবনিকা এক
পরিমাণ হইবে। ৯ পরে পাঁচ যবনিকা পরস্পর
যোড়া দিয়া পৃথক্ রাখিবা; এবং অন্য ছয়
যবনিকা পৃথক্ রাখিবা, এবং ইহাদের ষষ্ঠ যব-
নিকা দোহারা করিয়া তাম্বুর সম্মুখে রাখিবা।
১০ এবং সংযোক্তব্য প্রথম শেষযবনিকার অন্তে
পঞ্চাশ ঘুণ্টিঘরা করিবা, এবং সংযোক্তব্য দ্বি-
তীয় যবনিকার অন্তেও পঞ্চাশ ঘুণ্টিঘরা করিবা।
১১ পরে পিত্তলের পঞ্চাশ ঘুণ্টি করিয়া ঘুণ্টিঘরা-
তে তাহা প্রবেশ করাইয়া আবাসের বস্ত্র একত্র
করিবা; তাহাতে তাহা এক তাম্বু হইবে। ১২ ঐ
তাম্বুর যবনিকার অতিরিক্ত অংশ, অর্থাৎ যে
অর্দ্ধযবনিকা অতিরিক্ত থাকিবে, তাহা পশ্চাৎ পা-
র্শ্বে লম্বমান থাকিবে। ১৩ এবং তাম্বুর যবনিকার
দীর্ঘতার যে অংশ এপার্শ্বে এক হস্ত ওপার্শ্বে
এক হস্ত অতিরিক্ত থাকিবে, তাহা আচ্ছাদনার্থে
আবাসের উপরে এপার্শ্বে ওপার্শ্বে ঝুলিয়া থা-
কিবে। ১৪ পরে তুমি মেষের রক্তীকৃত চর্ম্মেতে
তাম্বুর এক আচ্ছাদন করিবা, এবং তাহার উপ-
রে তহশের চর্ম্মেতে এক আচ্ছাদন করিবা।
১৫ পরে তুমি আবাসের নিমিত্তে শিটীম্‌কা-
ষ্ঠের উচ্চস্থায়ি তক্তা প্রস্তুত করিবা। ১৬ ঐ তক্তা
দশ হস্ত দীর্ঘ ও দেড় হস্ত প্রস্থ হইবে। ১৭ তা-
হার সম্মুখাসম্মুখি দুই পদ করিবা; এই রূপে
আবাসের সকল তক্তা প্রস্তুত করিবা। ১৮ এবং
আবাসের নিমিত্তে যে তক্তা করিবা, তাহার মধ্যে
দক্ষিণদিগে দক্ষিণ পার্শ্বের নিমিত্তে বিংশতি
তক্তা। ১৯ এবং সেই বিংশতি তক্তার নীচে
চল্লিশ রূপার চুঙ্গি করিবা; এক তক্তার নীচে
তাহার দুই পদের নিমিত্তে দুই চুঙ্গি, এবং
অন্য২ তক্তার নীচেও তাহাদের দুই২ পদের
নিমিত্তে দুই২ চুঙ্গি হইবে। ২০ এবং আবাসের
অন্য পার্শ্বের নিমিত্তে উত্তর দিগে বিংশতি
তক্তা হইবে। ২১ এক তক্তার নীচে দুই চুঙ্গি
ও অন্য২ তক্তার নীচেও দুই২ চুঙ্গি; তাহাতে
চল্লিশ রূপার চুঙ্গি হইবে। ২২ এবং আবাসের
পশ্চিমদিকস্থ পশ্চাৎ পার্শ্বের নিমিত্তে ছয় খান
তক্তা দিবা। ২৩ এবং আবাসের সেই পশ্চাৎ
ভাগের দুই কোণে দুই খান তক্তা দিবা। ২৪ এবং
তাহার নীচে যোড় হইবে, এবং সেই রূপ তা-
হার মাথাতেও প্রথম কড়ার নিকটে যোড় হই-
বে; এই রূপ উভয়েতে হইবে; তাহা দুই কো-
ণের নিমিত্তে হইবে। ২৫ তাহাতে তাহার তক্তা
আটখান হইবে, ও তাহার রূপার চুঙ্গি ষোল-
খান হইবে; এক তক্তার নীচে দুই চুঙ্গি ও
অন্য২ তক্তার নীচে দুই২ চুঙ্গি হইবে।
২৬ আর তুমি শিটীম্‌কাষ্ঠের দীর্ঘ২ অর্গল
প্রস্তুত করিয়া আবাসের এক পার্শ্বের তক্তাতে
পাঁচ অর্গল, ২৭ ও অন্য পার্শ্বের তক্তাতে পাঁচ
অর্গল, এবং আবাসের পশ্চিমদিকস্থ পশ্চাৎ
পার্শ্বের তক্তাতে পাঁচ অর্গল দিবা। ২৮ এবং
মধ্যস্থ অর্গল তক্তার এক মুড়া অবধি অন্য
মুড়া পর্য্যন্ত যাইবে। ২৯ এবং ঐ তক্তা স্বর্ণেতে
মুড়িবা, এবং অর্গল বদ্ধ করিবার জন্যে স্বর্ণ-
কড়া করিবা, এবং অর্গল স্বর্ণ দিয়া মুড়িবা।
৩০ এই রূপে আবাসের যে আকার পর্ব্বতে তো-
মাকে দেখান গেল, তদনুসারে তাহা প্রস্তুত
করিবা।
৩১ আর তুমি নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ
পাকান সূত্রের দ্বারা এক তিরস্করিণী প্রস্তুত করি-

বা; তাহাতে বিচিত্র কিরূবগণের আকৃতি থাকিবে। ৩২ এবং তাহা স্বর্ণেতে মুড়ান শিটীম্‌কাষ্ঠের চারি স্তম্ভের উপরে খাটাইবা, এবং রূপার চারি চুঙ্গি ও উপরে স্বর্ণের আঁকড়া থাকিবে। ৩৩ এবং ঘুণ্টীর নীচে তিরস্করিণী টাঙ্গাইয়া তথায় তিরস্করিণীর ভিতরে সাক্ষ্যরূপ সিন্দুক আনিবা; তাহাতে সে তিরস্করিণী পবিত্র স্থানের ও অতি পবিত্র স্থানের মধ্যে ভেদক হইবে। ৩৪ এবং অতিপবিত্র স্থানে সাক্ষ্যসিন্দুকের উপরে পাপাচ্ছাদন রাখিবা। ৩৫ তিরস্করিণীর বাহিরে মেজ রাখিবা, ও মেজের সম্মুখে আবাসের দক্ষিণ দিগে দীপবৃক্ষ রাখিবা; এবং উত্তর দিগে মেজ রাখিবা। ৩৬ এবং আবাসের দ্বারের নিমিত্তে নীলবর্ণ ও ধূমুবর্ণ ও রক্তবর্ণে পাকান সূত্রনির্ম্মিত চিত্রবিচিত্র এক আচ্ছাদনবস্ত্র নির্ম্মাণ করিবা। ৩৭ ঐ আচ্ছাদনবস্ত্রের নিমিত্তে শিটীম্‌কাষ্ঠের পাঁচ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া স্বর্ণে মুড়িবা, এবং স্বর্ণদ্বারা তাহার আঁকড়া করিবা, এবং তাহার নিমিত্তে পিত্তলের পাঁচ চুঙ্গি করিবা।

২৭ অধ্যায়।

১ বেদি নির্ম্মাণের বিধি, ৯ ও আবাসের প্রাঙ্গণের কথা, ১৮ ও প্রাঙ্গণের পরিমাণ, ২০ ও তৈলের বিধি।

১ অপর তুমি শিটীম্‌ কাষ্ঠদ্বারা এক বেদি নির্ম্মাণ করিবা। তাহা চতুষ্কোণ অর্থাৎ পাঁচ হস্ত দীর্ঘ ও পাঁচ হস্ত প্রস্থ, এবং তিন হস্ত উচ্চ হইবে। ২ এবং তাহার চারি কোণের উপরে চূড়া করিবা, এবং সেই চূড়া বেদির একাংশ হইবে, এবং তাহা পিত্তলেতে মুড়িবা। ৩ এবং তাহার ভস্ম রাখিবার নিমিত্তে স্থালী করিবা, এবং তাহার হাতা ও বাটি ও ত্রিশূল ও অগ্নিপাত্র করিবা; তাহার সকল পাত্র পিত্তলদ্বারা করিবা। ৪ এবং জালের ন্যায় পিত্তলের এক ঝাঁঝরী করিবা, এবং তাহার উপরে চারি কোণে চারি কড়া প্রস্তুত করিবা। ৫ এই সকল বেদির বেড়ের নীচে রাখিবা, এবং ঝাঁঝরী তদবধি বেদির মধ্য পর্য্যন্ত থাকিবে। ৬ আর বেদির নিমিত্তে শিটীম্‌ কাষ্ঠের সাইঙ্গ করিবা, এবং তাহা পিত্তলে মুড়িবা। ৭ এবং বেদি বহনার্থে তাহার দুই পার্শ্বের কড়ার মধ্যে ঐ সাইঙ্গ দিবা। ৮ এবং তাহা তক্তাদ্বারা ফাঁপা করিবা; পর্ব্বতে তোমাকে যাহা২ দেখান গেল, সেই রূপ করিবা।

৯ অপর তুমি আবাসের প্রাঙ্গণ করিয়া তাহার দক্ষিণ দিগে পাকান সূত্রনির্ম্মিত যবনিকা দিবা; তাহার এক দিগের দীর্ঘতা এক শত হস্ত হইবে। ১০ তাহার বিংশতি স্তম্ভ ও পিত্তলের বিংশতি চুঙ্গি হইবে, এবং স্তম্ভের আঁকড়া ও শলাকা রূপার হইবে। ১১ তদ্রূপ উত্তরপার্শ্বে এক শত হস্ত দীর্ঘ যবনিকা হইবে, এবং তাহার বিংশতি স্তম্ভ ও পিত্তলের বিংশতি চুঙ্গি হইবে; এবং স্তম্ভের আঁড়কা ও শলাকা রূপ্যেতে হইবে। ১২ আর প্রাঙ্গণের প্রস্থতার নিমিত্তে পশ্চিম দিগে পঞ্চাশ হস্ত যবনিকা ও তাহার দশ স্তম্ভ ও দশ চুঙ্গি করিবা। ১৩ এবং প্রাঙ্গণের প্রস্থতা পূর্ব্বদিগে পঞ্চাশ হস্ত হইবে। ১৪ ফলতঃ এক পার্শ্বে পোনের হস্ত যবনিকা ও তিন স্তম্ভ ও তিন চুঙ্গি হইবে। ১৫ এবং অন্য পার্শ্বেও পোনের হস্ত যবনিকা ও তিন স্তম্ভ ও তিন চুঙ্গি হইবে। ১৬ আর প্রাঙ্গণের দ্বারের নিমিত্তে নীলবর্ণ ও ধূমুবর্ণ ও রক্তবর্ণ পাকান সূত্রেতে শিল্পকর্ম্মবিশিষ্ট বিংশতি হস্ত এক আচ্ছাদনবস্ত্র, ও চারি স্তম্ভ ও চারি চুঙ্গি হইবে। ১৭ এবং প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিক্‌স্থিত স্তম্ভ সকল রৌপ্য শলাকাতে বদ্ধ হইবে, ও তাহার আঁকড়া রূপ্যময় ও চুঙ্গি পিত্তলময় হইবে।

১৮ প্রাঙ্গণ এক শত হস্ত দীর্ঘ ও সর্ব্বত্র পঞ্চাশ হস্ত প্রস্থ ও পাঁচ হস্ত উচ্চ, এবং সকল পাকান সূত্রেতে কৃত, ও তাহার পিত্তলের চুঙ্গি হইবে। ১৯ এবং আবাসের তাবৎ সেবাবিষয়ক পাত্র ও খিল ও প্রাঙ্গণের সকল খিল পিত্তলময় হইবে।

২০ আর নিত্য২ প্রদীপ জ্বালিয়া আলো করণার্থে তোমার নিকটে নির্ম্মল ও আলোড়িত জিততৈল আনিতে ইস্রায়েলের সন্তানগণকে কহিবা। ২১ এবং মণ্ডলীর আবাসে সাক্ষ্যসিন্দুকের সম্মুখস্থিত তিরস্করিণীর বাহিরে হারোণ ও তাহার পুত্রগণ সন্ধ্যাবধি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের সম্মুখে তাহা স্থাপন করিবে; ইস্রায়েল্‌ বংশের পুরুষানুক্রমে এই বিধি থাকিবে।

২৮ অধ্যায়।

১ হারোণ ও তাহার পুত্রদের বিষয়ে যাজকত্বপদ নিরূপণ, ২ ও তাহাদের জন্যে পবিত্র বস্ত্রের নিরূপণ, ৫ ও এফোদ্‌ বস্ত্রের কথা, ১৫ ও বিচাররূপ বুকপাটার কথা, ৩০ ও ঊরীম্‌ ও তুম্মীমের কথা, ৩১ ও এফোদের নীলবর্ণ বস্ত্রের কথা, ৩৬ ও উষ্ণীষের কথা, ৩৯ ও উড়নী ও উষ্ণীষ ও কটিবন্ধনের কথা, ৪০ ও হারোণ ও তাহার সন্তানদের বস্ত্রের কথা।

১ পরে তুমি আমার যাজনকর্ম্ম করাইতে ইস্রায়েল্‌ বংশের মধ্যহইতে আপন ভ্রাতা হারোণকে ও তাহার সঙ্গে তাহার পুত্রগণকে আপনার নিকটে উপস্থিত করিবা। তাহাদের নাম হা-

রোণ, এবং হারোণের পুত্র নাদব্ ও অবীহূ
ও ইলীয়াসর্ ও ঈথামর্।
২ আপন ভ্রাতা হারোণের ঐশ্বর্য্যের ও শো-
ভার নিমিত্তে তুমি পবিত্র বস্ত্র প্রস্তুত করিবা।
৩ আর আমি যাহাদিগকে বুদ্ধিদায়ক আত্মাতে
পূর্ণ করিলাম, সেই সকল বুদ্ধিমান লোকদিগকে
আদেশ কর; আমার যাজনার্থে হারোণকে
পবিত্র করিতে তাহারা তাহার বস্ত্র প্রস্তুত করিবে।
৪ অর্থাৎ বুকপাটা ও এফোদ্ ও পরিধেয় ও
বিচিত্র উড়নী ও উষ্ণীষ্ ও কটিবন্ধ, এই সকল
বস্ত্র তাহারা প্রস্তুত করিবে; এবং আমার যা-
জনার্থে তোমার ভ্রাতা হারোণের ও তাহার পুত্র-
গণের নিমিত্তে পবিত্র বস্ত্র প্রস্তুত করিবে।
৫ তাহারা স্বর্ণজরি এবং নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও
রক্তবর্ণ পাকান সূত্র লইবে। ৬ এবং ঐ স্বর্ণজরি
ও নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ পাকান সূত্রেতে
শিল্পকর্ম্মদ্বারা এফোদ্ বস্ত্র প্রস্তুত করিবে। ৭ তা-
হার দুই মুড়াতে পরস্পর সংযুক্ত দুই স্কন্ধপটি
থাকিবে; এই রূপে তাহা যুক্ত হইবে। ৮ এবং
তদুপরিস্থ বিচিত্র পটুকার চিত্রিত কর্ম্ম তদ্বস্ত্রা-
নুসারেই হইবে; অর্থাৎ স্বর্ণেতে এবং নীলবর্ণ
ও ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ পাকান সূত্রেতে হইবে।
৯ পরে তুমি দুই হারৎমণি লইয়া তাহার উপরে
ইস্রায়েলের পুত্রদের নাম খুদিবা। ১০ ফলতঃ
তাহাদের জাত্যনুসারে এক মণির উপরে ছয়
নাম, ও অন্য মণির উপরে অবশিষ্ট ছয় নাম
খুদিবা। ১১ শিল্পকর্ম্ম ও মুদ্রা খুদনের ন্যায়
সেই দুই মণির উপরে ইস্রায়েলের পুত্রদের
নাম খুদিবা, এবং তাহা দুই স্বর্ণস্থালীতে বদ্ধ
করিবা। ১২ এবং ইস্রায়েল্ বংশের স্মরণ করা-
ইবার জন্যে তুমি সেই দুই মণি এফোদের দুই
স্কন্ধপটিতে দিবা; তাহাতে হারোণ স্মরণার্থে
পরমেশ্বরের সম্মুখে আপনার দুই স্কন্ধে তাহা-
দের নাম বহিবে। ১৩ এবং তুমি যে দুই স্বর্ণ-
স্থালী করিবা, ১৪ তাহার অগ্রে নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা
পাকান দুই শৃঙ্খল করিয়া সেই পাকান শৃঙ্খল
স্থালীতে বদ্ধ করিবা।

১৫ এবং শিল্পকর্ম্মেতে বিচারার্থক বুকপাটা
করিবা, অর্থাৎ এফোদের কর্ম্মানুসারে স্বর্ণ ও
নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ পাকান সূত্রের
শিল্পকর্ম্মদ্বারা তাহা প্রস্তুত করিবা। ১৬ তাহা
চতুষ্কোণ ও দোহারা হইবে; তাহার দীর্ঘতা
এক বিঘত ও প্রস্থতা এক বিঘত হইবে।
১৭ এবং তাহা চারি পংক্তি মণিতে খচিত
করিবা; তাহার প্রথম পংক্তিতে চুণী ও
পদ্মরাগ ও তাম্রমণি। ১৮ এবং দ্বিতীয় পং-
ক্তিতে মরকত ও নীলকান্ত ও হীরক। ১৯
এবং তৃতীয় পংক্তিতে লশূনীয় ও যিষ্ম ও
কটাহেলা; ২০ এবং চতুর্থ পংক্তিতে গোদন্ত ও
বৈদূর্য্য ও সূর্য্যকান্ত; এই সকল স্বর্ণেতে স্ব ২
পংক্তিতে বদ্ধ হইবে। ২১ এই মণি ইস্রায়েলের
পুত্রদের নামের নিমিত্তে তাহাদের নামানুসারে
দ্বাদশ হইবে; মুদ্রার ন্যায় খোদিত প্রত্যেক
মণিতে ঐ দ্বাদশ বংশের এক২ বংশের নাম
হইবে। ২২ তুমি নির্ম্মল স্বর্ণ দিয়া বুকপাটার
জন্যে পাকান শৃঙ্খল নির্ম্মাণ করিবা। ২৩ এবং
বুকপাটার উপরে স্বর্ণদ্বারা দুই কড়া করিবা,
এবং বুকপাটার দুই কোণে ঐ দুই কড়া বাঁ-
ধিবা। ২৪ এবং বুকপাটার দুই কোণস্থিত দুই
কড়ার মধ্যে পাকান স্বর্ণের ঐ দুই শৃঙ্খল রা-
খিবা। ২৫ এবং পাকান শৃঙ্খলের দুই মুড়া
দুই স্থালীতে বদ্ধ করিয়া এফোদ্ বস্ত্রের সম্মুখে
দুই স্কন্ধপটির উপরে রাখিবা। ২৬ তুমি স্বর্ণের
দুই কড়া নির্ম্মাণ করিয়া বুকপাটার দুই কোণে
এফোদ্ বস্ত্রের সম্মুখস্থ ভিতরভাগে রাখিবা।
২৭ এবং আরো দুই স্বর্ণকড়া করিয়া এফোদ্
বস্ত্রের দুই স্কন্ধপটির নীচে তাহার সম্মুখ-
ভাগে যোড়স্থানে এফোদের বিচিত্র পটুকার
উপরে তাহা রাখিবা। ২৮ তাহাতে বুকপাটা
যেন এফোদের বিচিত্র পটুকার উপরে থাকিয়া
এফোদহইতে খসিয়া না পড়ে, এই জন্যে তা-
হারা বুকপাটাকে স্বীয় কড়াতে নীলসূত্রদ্বারা
এফোদের কড়ার সহিত বদ্ধ করিয়া রাখিবে।
২৯ যে সময়ে হারোণ পবিত্র স্থানে প্রবেশ করি-
বে, তৎকালে পরমেশ্বরের সম্মুখে নিত্য স্মরণ
করাইবার জন্যে সে বিচারার্থক বুকপাটাতে ইস্রা-
য়েল্ বংশের নাম সকল আপন হৃদয়ের উপরে
বহন করিবে।

৩০ সেই বিচারার্থক বুকপাটাতে তুমি ঊরীম
ও তুম্মীম্ (দীপ্তি ও সিদ্ধি) দিবা; তাহাতে
হারোণ যে সময়ে পরমেশ্বরের সম্মুখে প্রবেশ
করিবে, তৎকালে হারোণের হৃদয়ের উপরে
তাহা থাকিবে, এবং হারোণ পরমেশ্বরের সম্মু-
খে ইস্রায়েল্ বংশের বিচার নিত্য ২ আপন হৃদ-
য়ের উপরে বহিবে।

৩১ তুমি এফোদের সমুদয় পরিধেয় বস্ত্র নীল-
বর্ণ করিবা। ৩২ তাহার মধ্যস্থলে শিরঃপ্রবেশার্থে
এক ছিদ্র করিবা, এবং বর্ম্মছিদ্রের ন্যায় সেই
ছিদ্রের ধার চারি দিগে বুনিয়া বদ্ধ করিবা, তাহা-
তে তাহা ছিন্ন হইবে না। ৩৩ এবং তুমি তাহার
আঁচলার উপরে চারি দিগে নীল ও ধূম্রবর্ণ ও
রক্তবর্ণ দাড়িম্ব করিবা, এবং স্বর্ণের কিঙ্কিণী
তাহার মধ্যে থাকিবে। ৩৪ ঐ বস্ত্রের আঁচলার
উপরে চতুর্দ্দিগে এক স্বর্ণকিঙ্কিণী ও এক দাড়িম্ব
এবং এক স্বর্ণকিঙ্কিণী ও এক দাড়িম্ব থাকিবে।
৩৫ এবং হারোণ ঈশ্বরের সেবা করণ সময়ে

তাহা পরিধান করিবে; তাহাতে সে যখন
পরমেশ্বরের সম্মুখে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিবে,
ও সেখানহইতে যখন বাহির হইবে, তখন তা-
হার শব্দ শুনা যাইবে, তাহাতে সে মরিবে না।
৩৬ অপর তুমি নির্ম্মল স্বর্ণের এক পত্র প্রস্তুত
করিয়া মুদ্রার ন্যায় তাহার উপরে ‘ পরমেশ্বরের
উদ্দেশে পবিত্র’ এই কথা খুদিবা। ৩৭ এবং
উষ্ণীষের উপরে থাকিতে তাহা নীলসূত্রেতে বদ্ধ
করিয়া উষ্ণীষের অগ্রভাগে রাখিবা। ৩৮ এবং
তাহা হারোণের কপালের উপরে থাকিবে, তা-
হাতে হারোণ পবিত্র দ্রব্যের দোষ অর্থাৎ ইস্রা-
য়েল বংশকর্তৃক পবিত্রীকৃত পবিত্র দানাদি সকল
দ্রব্য সম্বন্ধীয় দোষ বহিবে, ও পরমেশ্বরের কাছে
যেন তাহারা গ্রাহ্য হয়, এই জন্যে নিত্য ২ তাহা
কপালে রাখিবে।
৩৯ তুমি উড়নী ও উষ্ণীষ কার্পাসের সূত্র-
দ্বারা প্রস্তুত করিবা; কিন্তু কটিবন্ধন সূচিদ্বারা
চিত্র বিচিত্র করিবা।
৪০ আর হারোণের পুত্রগণের জন্যে উড়নী
ও কটিবন্ধন করিবা, ও তাহাদের ঐশ্বর্য্য ও
শোভার্থে শিরোভূষণ করিবা। ৪১ এবং তো-
মার ভ্রাতা হারোণের ও তাহার পুত্রগণের গাত্রে
সে সকল পরিধান করাইবা, এবং তাহাদিগকে
অভিষেক করিয়া পদনিযুক্ত ও পবিত্র করিবা,
তাহাতে তাহারা আমার যাজন কর্ম্ম করিবে।
৪২ তুমি তাহাদের উলঙ্গতার আচ্ছাদনার্থে কটি
অবধি জঙ্ঘা পর্য্যন্ত পরিধেয় বস্ত্র পরাইবা।
৪৩ এবং যখন হারোণ ও তাহার পুত্রগণ মণ্ড-
লীর আবাসে প্রবেশ করিবে কিম্বা পবিত্র স্থানে
সেবা করণার্থে বেদির নিকটবর্ত্তী হইবে, তৎ-
কালে যেন অপরাধ করিয়া না মরে, এই
জন্যে তাহারা এই বস্ত্র পরিধান করিবে; এবং
হারোণ ও তাহার বংশের নিমিত্তে এই নিত্য
বিধি হইবে।

২৯ অধ্যায়।

১ যাজকগণকে পবিত্র করণার্থে বলিদানাদির কথা,
৩৮ ও দিন ২ দুই মেষশাবক বলিদানের কথা,
৪৩ ও ইস্রায়েল্ বংশের সহিত বাস করিতে ও
তাহাদিগকে পবিত্র করিতে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা।

১ অপর আমার যাজনকর্ম্ম করণার্থে তাহাদিগ-
কে পবিত্র করিবার জন্যে তুমি তাহাদের প্রতি
এই সকল কর্ম্ম করিবা; নির্দ্দোষ এক বাছুর
ও দুই মেষ লইবা। ২ এবং তাড়ীশূন্য রুটী
ও তৈলমিশ্রিত তাড়ীশূন্য পিষ্টক ও তৈলাক্ত
তাড়ীশূন্য সূক্ষ্ম পিষ্টক গোমের ময়দাদ্বারা
প্রস্তুত করিবা, ৩ এবং এক চুপড়ীতে রাখিয়া
তাহা এবং ঐ বাছুর ও দুই ছাগ সঙ্গে করিয়া
আনিবা। ৪ এবং হারোণকে ও তাহার পুত্র-
গণকে মণ্ডলীর আবাসের দ্বারের নিকটে আ-
নিয়া জলদ্বারা স্নান করাইবা। ৫ এবং সেই
সকল বস্ত্র লইয়া হারোণকে উড়নী ও এফো-
দের বস্ত্র ও এফোদ্ ও বুকপাটা পরিধান করা-
ইবা, ও এফোদের বিচিত্র পটুকা তাহাতে আ-
বদ্ধ করিবা। ৬ এবং তাহার মস্তকে উষ্ণীষ
দিয়া তাহার উপরে পবিত্র মুকুট দিবা। ৭ পরে
অভিষেকার্থ তৈল লইয়া তাহার মস্তকের উপরে
ঢালিয়া তাহাকে অভিষিক্ত করিবা। ৮ অনন্তর
তুমি হারোণের পুত্রগণকে আনিয়া তাহাদিগ-
কেও উড়নী পরিধান করাইবা। ৯ এবং হা-
রোণকে ও তাহার পুত্রগণকে কটিবন্ধন পরি-
ধান করাইবা, ও তাহাদের মস্তকে শিরোভূষণ
দিবা; তাহাতে তাহারা নিত্য ২ যাজকতা করিবে;
এই রূপে তুমি হারোণকে ও তাহার পুত্রগণ-
কে স্বপদে নিযুক্ত করিবা। ১০ পরে তুমি মণ্ডলীর
আবাসের সম্মুখে বাছুরকে আনাইলে হারোণ
ও তাহার পুত্রগণ ঐ বাছুরের মস্তকে হস্তার্পণ
করিবে। ১১ তখন তুমি মণ্ডলীর আবাসদ্বারের
নিকটে পরমেশ্বরের সম্মুখে ঐ বাছুরকে বলি-
দান করিবা। ১২ পরে তাহার কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া
অঙ্গুলিদ্বারা বেদির চূড়ার উপরে দিবা, এবং
বেদির মূলেতে তাবৎ রক্ত ঢালিয়া দিবা। ১৩ এবং
তাহার অন্ত্রোপরিস্থিত মেদ ও যকৃতের উপ-
রিস্থ অন্ত্রাপলাবক ও দুই মেটিয়া ও তাহার
মেদ লইয়া বেদিতে হোম করিবা। ১৪ তদ্ভিন্ন
বাছুরের মাংস ও তাহার চর্ম্ম ও গোময় শি-
বিরের বাহিরে অগ্নিতে দগ্ধ করিবা; ইহা প্রা-
য়শ্চিত্তবলি হইবে।
১৫ অনন্তর তুমি এক মেষ আনিবা, এবং
হারোণ ও তাহার পুত্রগণ ঐ মেষের মস্তকে
হস্তার্পণ করিলে ১৬ তুমি সেই মেষকে বলিদান
করিয়া তাহার রক্ত লইয়া বেদির উপরে চারি
দিগে ছিটাইয়া দিবা। ১৭ পরে মেষকে খণ্ড ২
করিয়া তাহার অন্ত্র ও পদ ধৌত করিয়া ঐ খণ্ডের
ও মস্তকের উপরে রাখিবা। ১৮ পরে সমস্ত
মেষকে বেদিতে হোম করিবা; তাহা পরমেশ্বরের
হোমবলি, এবং পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নি-
কৃত সুগন্ধি উপহার হইবে। ১৯ পরে তুমি
দ্বিতীয় মেষ লইবা, এবং হারোণ ও তাহার
পুত্রগণ ঐ মেষের মস্তকে হস্তার্পণ করিলে পর
২০ তুমি সেই মেষ বলিদান করিয়া তাহার কি-
ঞ্চিৎ রক্ত লইয়া হারোণের দক্ষিণ কর্ণের প্রান্তে
ও তাহার পুত্রগণের দক্ষিণ কর্ণের প্রান্তে ও
তাহাদের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠের উপরে ও
দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠের উপরে দিবা, এবং বে-
দির উপরে চতুর্দ্দিগে রক্ত ছিটাইয়া দিবা। ২১ পরে

বেদির উপরিস্থিত রক্তের ও অভিষেকার্থ তৈ-
লের কিঞ্চিৎ লইয়া হারোণের ও তাহার বস্ত্রের
উপরে এবং তাহার সহিত তাহার পুত্ত্রদের ও
তাহাদের বস্ত্রের উপরে ছিটাইয়া দিবা; তা-
হাতে সে ও তাহার বস্ত্র ও তাহার পুত্ত্রগণ ও
তাহাদের বস্ত্র পবিত্র হইবে। ২২ পরে তুমি সেই
মেষের মেদ ও পশ্চাদ্ভাগ ও অন্ত্রের উপরিস্থিত
মেদ ও যকৃতের উপরিস্থিত অন্ত্রাপলাবক ও
দুই মেটিয়া ও তদুপরিস্থ মেদ ও দক্ষিণ স্কন্ধ
লইবা, কেননা সে পদনিয়োগার্থক মেষ। ২৩ পরে
পরমেশ্বরের সম্মুখস্থিত তাড়ীশূন্য রুটীর চুপ-
ড়ীহইতে এক রুটী ও তৈলমিশ্রিত এক পিষ্টক
ও এক সূক্ষ্ম পিষ্টক লইয়া ২৪ হারোণের ও
তাহার পুত্ত্রগণের হস্তে দিয়া নিবেদনার্থে পর-
মেশ্বরের সম্মুখে তাহা দোলাইবা। ২৫ পরে
তুমি তাহাদের হস্তহইতে তাহা লইয়া পরমে-
শ্বরের সম্মুখে সুগন্ধি দ্রব্যরূপে বেদিতে হোমা-
র্থক বলির উপরে হোম করিবা; ইহা পর-
মেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার হইবে।
২৬ পরে তুমি হারোণের পদনিয়োগার্থক মে-
ষের বক্ষঃস্থল লইয়া পরমেশ্বরের সম্মুখে দো-
লাইবা; সেই খণ্ড তোমার অংশ হইবে। ২৭ পরে
হারোণের ও তাহার পুত্ত্রগণের পদনিয়োগার্থক
মেষের যে বুকরূপ দোলনীয় নৈবেদ্য দোলা-
ইলা ও যে স্কন্ধরূপ উত্তোলনীয় নৈবেদ্য উত্তো-
লন করিলা, তাহা তুমি পবিত্র করিবা। ২৮ তা-
হাতে নিত্য বিধিদ্বারা ইস্রায়েল্ বংশহইতে তাহা
হারোণের ও তাহার সন্তানগণের অধিকার হই-
বে, কেননা তাহাই উত্তোলনীয় নৈবেদ্য; ইস্রা-
য়েল্ বংশের এই উত্তোলনীয় দ্রব্য তাহাদের মঙ্গ-
লার্থক বলিহইতে দেয় হইবে; ইহা পরমেশ্বরের
উদ্দেশে তাহাদের উত্তোলনীয় দ্রব্য।
২৯ হারোণের মৃত্যুর পর তাহার পবিত্র বস্ত্র
তাহার পুত্ত্রগণের হইবে; অভিষিক্ত ও পদে
নিযুক্ত হওন সময়ে তাহারা তাহা পরিধান করি-
বে। ৩০ তাহার পুত্ত্রদের মধ্যে যে জন তাহার
পদে যাজক হইয়া পবিত্র স্থানে সেবা করিতে
মণ্ডলীর আবাসে প্রবেশ করিবে, সে সেই বস্ত্র
সাত দিন পরিবে।
৩১ পরে তুমি সেই পদনিয়োগার্থক মেষের
মাংস লইয়া কোন পবিত্র স্থানে পাক করি-
লে ৩২ হারোণ ও তাহার পুত্ত্রগণ মণ্ডলীর
আবাসদ্বারে সেই মেষমাংস ও চুপড়ীস্থিত সেই
রুটী ভোজন করিবে। ৩৩ এবং পদনিয়োগদ্বারা
তাহাদিগকে পবিত্র করণার্থে যাহাদ্বারা প্রায়-
শ্চিত্ত হইল, তাহা তাহারা ভোজন করিবে; কিন্তু
অন্যজাতীয় কোন লোক তাহা ভোজন করিবে
না, কারণ সে সকল পবিত্র বস্তু। ৩৪ আর
ঐ পদনিয়োগার্থক মাংস ও রুটীহইতে যদি প্রা-
তঃকাল পর্য্যন্ত কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহা
অগ্নিতে দগ্ধ করিবা, কেহ তাহা ভোজন করিবে
না; কারণ তাহা পবিত্র বস্তু। ৩৫ আমি তো-
মাকে এই যে সকল আজ্ঞা করিলাম, তদনুসারে
হারোণের ও তাহার পুত্ত্রগণের প্রতি সপ্ত দি-
বস করিয়া তাহাদিগকে স্ব ২ পদে নিযুক্ত করি-
বা; ৩৬ তাহাতে তুমি প্রায়শ্চিত্তের কারণ প্রতি-
দিন পাপার্থে এক বৃষকে হোম করিবা, এবং
বেদির কারণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাহা পরিষ্কার
করিবা, এবং তাহা পবিত্র করিতে অভিষেক করি-
বা; ৩৭ এবং বেদির নিমিত্তে সাত দিন প্রায়-
শ্চিত্ত করিয়া তাহা পবিত্র করিবা; তাহাতে বেদি
অতি পবিত্র হইবে, এবং বেদিতে যাহার স্পর্শ
হয়, তাহাও পবিত্র হইবে।
৩৮ সেই বেদির উপরে তুমি নিত্য একবর্ষীয়
দুই মেষশাবককে হোম করিবা; ৩৯ দিন ২ তা-
হার এককে প্রাতঃকালে উৎসর্গ করিবা, ও অন্য-
কে সন্ধ্যাকালে উৎসর্গ করিবা। ৪০ এবং প্রথম
মেষশাবকের সহিত হিন্ পাত্রের চতুর্থাংশ আ-
লোড়িত তৈলেতে মিশ্রিত (ঐফা) পাত্রের দশ-
মাংশ ময়দা এবং পেয় নৈবেদ্যের কারণ হিনের
চতুর্থাংশ দ্রাক্ষারস দিবা। ৪১ পরে দ্বিতীয় মে-
ষশাবককে সন্ধ্যাকালে উৎসর্গ করিবা, এবং
প্রাতঃকালের মতানুসারে ভক্ষ্য ও পেয় নৈবে-
দ্যের সহিত তাহাও পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত
সুগন্ধি উপহারার্থে উৎসর্গ করিবা। ৪২ আমি যে
স্থানে তোমার সহিত আলাপ করিতে তোমা-
দের সহিত সাক্ষাৎ করিব, সেই মণ্ডলীর আ-
বাসদ্বারের নিকটে তোমাদের পুরুষানুক্রমে পর-
মেশ্বরের সম্মুখে নিত্য ২ এই হোম করিবা।
৪৩ সেই স্থানে আমি ইস্রায়েল্ বংশের সহিত
সাক্ষাৎ করিব, এবং আমার তেজেতে আবাস
পবিত্রীকৃত হইবে। ৪৪ অপর আমি মণ্ডলীর আ-
বাস ও বেদি পবিত্র করিব, এবং আমার যাজন
কর্ম্ম করণার্থে হারোণকে ও তাহার পুত্ত্রগণকে
পবিত্র করিব। ৪৫ এবং আমি ইস্রায়েল্ বংশের
মধ্যে বাস করিয়া তাহাদের ঈশ্বর হইব। ৪৬ তা-
হাতে আমিই তাহাদের প্রভু পরমেশ্বর, তাহাদের
মধ্যে বাস করণার্থে মিসরদেশহইতে তাহাদিগকে
বাহির করিয়া আনিয়াছি, তাহা তাহারা জ্ঞাত
হইবে; আমিই তাহাদের প্রভু পরমেশ্বর।

৩০ অধ্যায়।

১ ধূপবেদির কথা, ১১ ও লোকদের গণনা সময়ে
প্রায়শ্চিত্তের কথা, ১৭ ও পিত্তলের প্রক্ষালনপা-
ত্রের কথা, ২২ ও পবিত্র তৈলের কথা, ৩৪ ও
সুগন্ধি দ্রব্যের কথা।

১ আর তুমি ধূপ জ্বালাইতে শিটীম্ কাষ্ঠের

এক বেদি নির্ম্মাণ করিবা। [২] তাহা এক হস্ত
দীর্ঘ ও এক হস্ত প্রস্থ চতুষ্কোণ হইবে, এবং
দুই হস্ত উচ্চ হইবে, এবং তাহার উপরে চূড়া
হইবে। [৩] এবং তাহার পৃষ্ঠভূমি ও চারি পার্শ্ব
ও চূড়া নির্ম্মল স্বর্ণেতে মুড়িবা, এবং তাহার চারি
দিগে স্বর্ণের নিকাল করিবা। [৪] এবং তাহার
বহনার্থক সাইঙ্গ প্রবেশ করাইতে তুমি তাহার
নিকালের নীচে দুই পার্শ্বের দুই কোণের নি-
কটে স্বর্ণের দুই২ কড়া করিবা। [৫] এবং ঐ
সাইঙ্গ শিটীম্ কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া স্বর্ণ দিয়া
মুড়িবা। [৬] এবং আমি যে স্থানে তোমার সহিত
সাক্ষাৎ করিব, সেই সাক্ষ্যসিন্দুকের উপরিস্থ
পাপাচ্ছাদনের সম্মুখে সাক্ষ্যসিন্দুকের অগ্রস্থিত
তিরস্করিণীর অগ্রদিগে তাহা রাখিবা। [৭] এবং
হারোণ তাহার উপরে সুগন্ধি ধূপ জ্বালাইবে;
প্রতি প্রভাতে প্রদীপ পরিষ্কার করণ সময়ে
তাহার উপরে ধূপ জ্বালাইবে। [৮] এবং সন্ধ্যা-
কালে প্রদীপ জ্বালন সময়ে হারোণ ধূপ জ্বা-
লাইবে, তাহাতে তোমাদের পুরুষানুক্রমে পর-
মেশ্বরের সম্মুখে নিত্য২ ধূপ জ্বালান হইবে।
[৯] তোমরা তাহার উপরে অন্য ধূপ কিম্বা হোম-
বলি কিম্বা ভক্ষ্য নৈবেদ্য উৎসর্গ করিবা না, ও
তাহার উপরে পেয় নৈবেদ্য ঢালিবা না। [১০] এবং
হারোণ বৎসরের মধ্যে এক বার তাহার চূড়ার
উপরে পাপার্থক প্রায়শ্চিত্তের রক্ত দিয়া প্রায়-
শ্চিত্ত করিবে, এবং তোমাদের পুরুষানুক্রমে বৎ-
সরের মধ্যে এক বার তাহার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত
করিবে; এই বেদি পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে অতি
পবিত্র।

[১১] অপর পরমেশ্বর মুসাকে এই কথা কহি-
লেন, [১২] তুমি যখন ইস্রায়েল্ বংশের সংখ্যা
করিতে তাহাদিগকে গণনা করিবা, তখন প্রত্যেক
জন পরমেশ্বরের কাছে আপন২ প্রাণার্থে
গণনাজন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে, পাছে তাহাদের
মধ্যে গণনাজন্য ব্যাঘাত হয়। [১৩] যে কেহ গণ-
নীয়ের মধ্যে আসিবে, সে পবিত্র স্থানের শেক-
লনুসারে অর্দ্ধ শেকল্ দিবে; বিংশতি গেরাতে
এক শেকল্ হয়; সেই অর্দ্ধশেকল পরমেশ্বরের
নৈবেদ্য হইবে। [১৪] বিংশতি বৎসর বয়স্ক কিম্বা
তাহার অধিক বয়স্ক যে কেহ গণনীয়ের মধ্যে
আসিবে, সে পরমেশ্বরকে ঐ নৈবেদ্য দিবে।
[১৫] তোমাদের প্রাণের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত কর-
ণার্থে পরমেশ্বরকে সেই নৈবেদ্য দেওন সময়ে
ধনবান্ অর্দ্ধ শেকলের অধিক দিবে না, এবং
দরিদ্র তাহাহইতে ন্যূন দিবে না। [১৬] আর
তুমি ইস্রায়েল্ বংশহইতে সেই প্রায়শ্চিত্তের
রূপা লইয়া মণ্ডলীর আবাসের সেবার্থে দিবা,
তাহা তোমাদের প্রাণের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তে
ইস্রায়েল্ বংশের স্মরণার্থে পরমেশ্বরের সম্মুখে
থাকিবে।

[১৭] অপর পরমেশ্বর মুসাকে কহিলেন, [১৮] তুমি
প্রক্ষালন করিতে পায়াবিশিষ্ট পিত্তলের এক
প্রক্ষালনপাত্র প্রস্তুত করিবা; এবং মণ্ডলীর
আবাসের ও বেদির মধ্যস্থানে রাখিয়া তাহার
মধ্যে জল দিবা। [১৯] এবং হারোণ ও তাহার
পুত্রগণ তাহাতে আপন২ হস্ত ও পদ প্রক্ষা-
লন করিবে। [২০] যে সময়ে তাহারা মণ্ডলীর
আবাসে প্রবেশ করে, তৎকালে যেন না মরে,
এই জন্যে জলেতে আপনাদিগকে ধৌত করিবে।
কিম্বা যে সময়ে তাহারা অগ্নিকৃত উপহারদ্বারা
পরমেশ্বরের সেবা করিতে বেদির নিকটে আইসে,
তৎকালে যেন না মরে, [২১] এই জন্যে আপন২
হস্ত ও পদ ধৌত করিবে; এই বিধি তাহার ও
তাহার পুত্রগণের পুরুষানুক্রমে থাকিবে।

[২২] পরে পরমেশ্বর মুসাকে কহিলেন, [২৩] তুমি
আপনার নিকটে উত্তম২ সুগন্ধি দ্রব্য অর্থাৎ
পবিত্র শেকলনুসারে পাঁচ শত শেকল্ নির্ম্মল
গন্ধরস, ও তাহার অর্দ্ধ অর্থাৎ আড়াই শত
শেকল্ সুগন্ধি দারুচিনি ও আড়াই শত শেকল্
সুগন্ধি বচ, [২৪] ও পাঁচ শত শেকল্ দারুচিনি
ও এক হিন্ জিত তৈল প্রস্তুত করিবা। [২৫] এই
সকলের দ্বারা তুমি অভিষেকার্থে পবিত্র তৈল
অর্থাৎ গন্ধবণিকের ক্রিয়াতে কৃত তৈল করিবা,
তাহা অভিষেকার্থক পবিত্র তৈল হইবে। [২৬] তা-
হাতে তুমি মণ্ডলীর আবাস ও সাক্ষ্যসিন্দুক অভি-
ষেক করিবা, [২৭] এবং মেজ ও তাহার সকল পাত্র,
ও দীপবৃক্ষ ও তাহার সকল পাত্র, ও ধূপবেদি,
[২৮] ও হোমবেদি ও তাহার সকল পাত্র, ও
প্রক্ষালনপাত্র ও তাহার পায়া অভিষেক করি-
বা। [২৯] এই সকল বস্তু পবিত্র করিবা, তাহাতে
তাহা অতি পবিত্র হইবে, এবং তাহাতে যে
কোন বস্তুর স্পর্শ হয়, তাহাও পবিত্র হইবে।
[৩০] এবং তুমি হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে
আমার যাজনকর্ম্ম করণার্থে অভিষেক করিয়া
পবিত্র করিবা। [৩১] এবং ইস্রায়েল্ বংশকে কহি-
বা, তোমাদের পুরুষানুক্রমে আমার নিমিত্তে
তাহা অভিষেকার্থক পবিত্র তৈল হইবে। [৩২] মনু-
ষ্যের শরীরে তাহা ঢালা যাইবে না; এবং তা-
হার দ্রব্যের পরিমাণানুসারে আর কোন তৈল
হইবে না; তাহা পবিত্র, এবং তোমরা তাহা
পবিত্র জানিবা। [৩৩] যে কেহ তাহার মত করে,
ও যে কেহ অন্যজাতীয় লোকের গাত্রে তাহার
কিঞ্চিৎ দেয়, সে আপন লোকদিগহইতে উচ্ছিন্ন
হইবে।

[৩৪] অপর পরমেশ্বর মুসাকে কহিলেন, তুমি
আপনার নিকটে সুগন্ধি দ্রব্য লও, অর্থাৎ গুগ্-

গুলু ও নখী ও লবান ও নির্ম্মল কুন্দুরু, এই
প্রত্যেক সুগন্ধি দ্রব্য সমভাগ করিয়া লও। ৩৫ এবং
তাহাদ্বারা গন্ধবণিকের কর্ম্মে কৃত ও লবণাক্ত
এক নির্ম্মল পবিত্র সুগন্ধি ধূপ কর। ৩৬ তাহার
কিঞ্চিৎ চূর্ণ করিয়া যে স্থানে আমি তোমার
সহিত সাক্ষাৎ করিব, সেই স্থানে অর্থাৎ মণ্ডলীর
আবাসে সাক্ষ্যসিন্দুকের সম্মুখে রাখিবা; তা-
হাই তোমাদের অতি পবিত্র হইবে। ৩৭ এবং
তুমি যে সুগন্ধি ধূপ করিবা, তাহার দ্রব্যের পরি-
মাণানুসারে আপনাদের জন্যে করিও না, তাহা
পরমেশ্বরের নিমিত্তে তোমাদের প্রতি পবিত্র
হইবে। ৩৮ যে কেহ আপন ঘ্রাণের কারণ তাহার
সদৃশ সুগন্ধি প্রস্তুত করিবে, সে আপন লোক-
দিগহইতে উচ্ছিন্ন হইবে।

৩১ অধ্যায়।

১ আবাসের কর্ম্ম করিতে বিৎসলেল্‌কে ও অহলীয়াবকে নিযুক্ত ও নিপুণ করণ, ১২ ও বিশ্রামবারকে পবিত্র রূপে মান্য করণের আজ্ঞা, ১৮ ও মূসাকে ব্যবস্থার দুই প্রস্তর দেওন।

১ পরে পরমেশ্বর মূসাকে এই কথা কহিলেন,
২ দেখ, আমি যিহূদা বংশীয় হূরের পৌত্র
ঊরির পুত্র বিৎসলেলকে নাম ধরিয়া ডাকিলাম।
৩ এবং শিল্পকর্ম্ম করণ অর্থাৎ সুবর্ণ ও রূপ্য
ও পিত্তলেতে খুদন ৪ ও খচনার্থক মণি কাটন
ও কাষ্ঠেতে খুদন ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার শিল্প-
কর্ম্ম করিতে ৫ তাহাকে বুদ্ধি ও বিদ্যা ও জ্ঞান
ও কর্ম্মকুশলতাদায়ক ঈশ্বরের আত্মাতে পরি-
পূর্ণ করিলাম। ৬ এবং দেখ, আমি দান্‌ বং-
শজাত অহীষামকের পুত্র অহলীয়াবকে তাহার
সহকারী হইতে দিলাম, এবং অন্যান্য জ্ঞানি
লোকের হৃদয়ে জ্ঞান দিলাম; অতএব আমি
তোমাকে যে সকলের আজ্ঞা করিলাম, তাহা
তাহারা নির্ম্মাণ করিবে। ৭ ফলতঃ মণ্ডলীর আ-
বাস, ও সাক্ষ্যসিন্দুক, ও তাহার উপরিস্থ পা-
পাচ্ছাদন, ও আবাসের সমস্ত পাত্র, ৮ ও মেজ
ও তাহার সকল পাত্র, ও নির্ম্মল দীপবৃক্ষ ও তা-
হার সকল পাত্র, ও ধূপবেদি, ৯ ও হোমবেদি
ও তাহার সকল পাত্র, ও প্রক্ষালনপাত্র ও তা-
হার পায়া, ১০ এবং আরাধনার্থক বস্ত্র এবং
যাজনকর্ম্ম করণার্থে হারোণ্‌ যাজকের পবিত্র বস্ত্র
ও তাহার পুত্রদের বস্ত্র, ১১ এবং অভিষেকার্থ
তৈল, ও পবিত্র স্থানের জন্যে সুগন্ধি ধূপ,
এই যে সকলের আজ্ঞা আমি তোমাকে দিলাম,
তাহা তাহারা নির্ম্মাণ করিবে।
১২ অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ১৩ তু-
মি ইস্রায়েল্‌ বংশকে এই কথা কহ, তোমরা
অবশ্য আমার বিশ্রামদিন পালন করিবা, কে-
ননা আমিই তোমাদের পবিত্রকারি পরমেশ্বর,
ইহার জ্ঞানার্থে তোমাদের পুরুষানুক্রমে আমার
ও তোমাদের মধ্যে তাহা এক চিহ্নস্বরূপ হইবে।
১৪ অতএব তোমরা বিশ্রামদিন পালন করিবা,
তাহা তোমাদের নিকটে পবিত্র হইবে; যে জন
তাহা অপবিত্র করিবে, সে নিতান্ত হত হইবে;
যে কোন প্রাণী ঐ দিনে কর্ম্ম করিবে, সে আ-
পন লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে। ১৫ ছয়
দিন কর্ম্ম করিবা, কিন্তু সপ্তম দিন পরমেশ্বরের
পবিত্র বিশ্রামদিন, সেই বিশ্রামদিনে যে কেহ
কর্ম্ম করিবে, সে অবশ্য হত হইবে। ১৬ ইস্রায়েল্‌
বংশ নিত্য নিয়মার্থে পুরুষানুক্রমে মান্য কর-
ণের জন্যে বিশ্রামদিন পালন করিবে। ১৭ তাহা
আমার ও ইস্রায়েল্‌ বংশের মধ্যে এক নিত্য
চিহ্নস্বরূপ হইবে, কেননা পরমেশ্বর ছয় দিনে
আকাশমণ্ডলের ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়া সপ্তম
দিনে বিশ্রাম করিয়া আপ্যায়িত হইয়াছিলেন।
১৮ পরে তিনি মূসার সহিত কথা সাঙ্গ করি-
য়া সীনয়্‌ পর্ব্বতে সাক্ষ্যরূপ দুই ফলক, অর্থাৎ
ঈশ্বরের অঙ্গুলিদ্বারা লিখিত দুই প্রস্তরফলক
তাহাকে দিলেন।

৩২ অধ্যায়।

১ মূসার অসাক্ষাতে লোকদের হারোণকে স্বর্ণপ্রতিমা নির্ম্মাণ করাওন, ৭ ও ঈশ্বরের ক্রোধ ও মূসার নিবেদন, ১৫ ও দুই প্রস্তর হস্তে লইয়া পর্ব্বতহইতে মূসার নামন, ১৯ ও দুই প্রস্তর ভাঙ্গন ও বাছুর নষ্ট করণ, ২১ ও দোষ প্রক্ষালনার্থে হারোণের কথা, ২৫ ও দেবপূজকদের বধ করণ, ৩০ ও পরমেশ্বরের প্রতি মূসার নিবেদন ও পরমেশ্বরের উত্তর।

১ অনন্তর পর্ব্বতহইতে নামিতে মূসার বিলম্ব
দেখিয়া লোকেরা হারোণের নিকটে একত্র হই-
য়া তাহাকে কহিল, উঠ, আমাদের অগ্রগামী
হওনার্থে আমাদের নিমিত্তে দেবতা নির্ম্মাণ কর,
কেননা মিসরদেশহইতে আমাদিগকে বাহির
করিয়া আনিল যে মূসা, তাহার প্রতি কি ঘটিল,
তাহা আমরা জানি না। ২ হারোণ তাহাদিগকে
কহিল, তবে তোমরা আপন ২ স্ত্রী ও পুত্র
কন্যাগণের কর্ণের সুবর্ণ কুণ্ডল খুলিয়া আমার
কাছে আন। ৩ তাহাতে তাবৎ লোক তাহাদের
কর্ণহইতে সুবর্ণ কুণ্ডল সকল খুলিয়া হারোণের
নিকটে আনিলে ৪ সে তাহাদের হস্তহইতে তাহা
লইয়া ছাঁচে ঢালিয়া শিল্পের অস্ত্রদ্বারা খুদিয়া
এক বাছুর নির্ম্মাণ করিল; তখন লোকেরা
কহিতে লাগিল, হে ইস্রায়েল্‌ বংশ, যে দেবতা
মিসরদেশহইতে তোমাকে বাহির করিয়া আ-
নিল, সে এই। ৫ এবং হারোণ তাহা দেখিয়া
তাহার সম্মুখে এক বেদি নির্ম্মাণ করিল, এবং

কল্য পরমেশ্বরের উদ্দেশে উৎসব হইবে, এই
ঘোষণা করিল। ৬ তাহাতে লোকেরা পর-
দিনে প্রত্যূষে উঠিয়া হোম উৎসর্গ করিল, এবং
মঙ্গলার্থক নৈবেদ্য আনিল, এবং লোকেরা
ভোজন পান করিতে বসিল; পরে ক্রীড়া করি-
তে উঠিল।
৭ তখন পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি
নামিয়া যাও, কেননা তুমি মিসরহইতে যে লো-
কদিগকে বাহির করিয়া আনিলা, তাহারা ভ্রষ্ট
হইয়াছে। ৮ আমি তাহাদিগকে যে পথের বি-
ষয়ে আজ্ঞা দিলাম, তাহাহইতে তাহারা শীঘ্র
বহির্ভূত হইল, ফলতঃ তাহারা আপনাদের নি-
মিত্তে এক ছাঁচে ঢালা বাছুর নির্ম্মাণ করিয়া
তাহার পূজা করিল, এবং তাহার কাছে বলি-
দান করিয়া কহিল, হে ইস্রায়েল্ বংশ, যে
দেবতা মিসরদেশহইতে তোমাকে বাহির করি-
য়া আনিল, সে এই। ৯ অপর পরমেশ্বর মূসা-
কে আরো কহিলেন, আমি এই লোকদিগকে
দেখিলাম; দেখ, ইহারা অতিশয় অবাধ্য।
১০ অতএব তুমি ক্ষান্ত হও, আমি তাহাদের
প্রতিকূলে ক্রোধ প্রজ্বলিত করিয়া তাহাদিগকে
বিনষ্ট করি, কিন্তু তোমাকে বড় জাতির মূল
করি। ১১ তাহাতে মূসা আপন প্রভু পরমেশ্-
বরের নিকটে বিনয় করিয়া কহিল, হে পর-
মেশ্বর, তুমি আপনার যে প্রজাদিগকে মহা-
পরাক্রম ও বাহুবলেতে মিসরদেশহইতে বাহির
করিলা, তাহাদের প্রতিকূলে তোমার ক্রোধ
কেন প্রজ্বলিত হইবে? ১২ তিনি অনিষ্টের নি-
মিত্তে অর্থাৎ পর্ব্বতময় অঞ্চলে তাহাদিগকে নষ্ট
করিয়া পৃথিবীহইতে লোপ করিবার নিমিত্তে
তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনিলেন, এমত
কথা মিস্রীয়েরা গল্প করিয়া কেন কহিবে?
আপনি প্রচণ্ড ক্রোধহইতে ফিরুন, ও আপন
প্রজাদের এমন অনিষ্টের বিষয়ে ক্ষান্ত হউন।
১৩ এবং তুমি আপন নাম লইয়া, আমি আ-
কাশের তারাগণের ন্যায় তোমাদের বংশ বৃদ্ধি
করিব, এবং এই যে সকল দেশের কথা কহি-
লাম, তাহা তোমাদের বংশকে দিয়া নিত্য
অধিকার করাইব, এই দিব্য যাহাদের সাক্ষাতে
করিয়াছ, তোমার সেই দাস ইব্রাহীম্ ও ইসহাক্
ও ইস্রায়েলকে স্মরণ কর। ১৪ অতএব পরমে-
শ্বর আপন প্রজাদের যে অনিষ্ট করিতে মনস্থ
করিয়াছিলেন, তাহাহইতে ক্ষান্ত হইলেন।
১৫ তখন মূসা সাক্ষ্যরূপ দুই প্রস্তরফলক
হস্তে লইয়া পর্ব্বতহইতে ফিরিয়া নামিল; ঐ
প্রস্তরফলকের এপৃষ্ঠে ওপৃষ্ঠে দুই পৃষ্ঠেই লি-
খিত ছিল। ১৬ ঐ প্রস্তরফলক ঈশ্বরের নি-
র্ম্মিত, এবং তাহাতে খোদিত লিখনও ঈশ্বরের
লিখন। ১৭ পরে যিহোশূয় কোলাহলকারি লো-
কদের রব শুনিয়া মূসাকে কহিল, শিবিরেতে
যুদ্ধের শব্দ হইতেছে। ১৮ তাহাতে সে কহিল,
ইহা জয়ধ্বনির শব্দ নয়, এবং পরাজয়ধ্বনিরও
শব্দ নয়, কিন্তু আমি গানের শব্দ শুনিতেছি।
১৯ পরে সে শিবিরের নিকটবর্ত্তী হইলে ঐ
বাছুর এবং লোকদের নৃত্য দেখিল; তাহাতে
মূসা ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া পর্ব্বতের তলে
আপন হস্তহইতে সেই দুই প্রস্তরফলক নি-
ক্ষেপ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ২০ এবং তা-
হাদের নির্ম্মিত বাছুর লইয়া অগ্নিতে দগ্ধ ক-
রিল, এবং তাহা ধূলিবৎ পিষিয়া জলে ছড়া-
ইয়া ইস্রায়েল্ বংশকে পান করাইল।
২১ পরে মূসা হারোণকে কহিল, এই লো-
কেরা তোমার প্রতি কি করিল, যে তুমি ইহা-
দিগকে এমত মহাপাপ করাইলা? ২২ তাহা-
তে হারোণ কহিল, হে প্রভো, ক্রোধ প্রজ্বলিত
করিও না; এই লোকেরা দুষ্টতাতে আসক্ত,
তাহা আপনি জ্ঞাত আছেন। ২৩ ইহারা আ-
মাকে কহিল, আমাদের অগ্রগামী হওনার্থে আ-
মাদের নিমিত্তে দেবতা নির্ম্মাণ কর, কেননা মি-
সরদেশহইতে আমাদিগকে বাহির করিয়া আনিল
যে মূসা, তাহার প্রতি কি ঘটিল তাহা আমরা
জানি না। ২৪ তখন আমি কহিলাম, তোমা-
দের মধ্যে যাহার যে স্বর্ণাভরণ থাকে সে তাহা
খুলিয়া দিউক; তাহাতে তাহারা আমাকে তাহা
দিল; আমি তাহা লইয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ
করিলে তাহাহইতে এই বৎস নির্গত হইল।
২৫ পরে মূসা লোকদের নগ্নতা দেখিল, কে-
ননা হারোণ তাহাদের অপমানের জন্যে তা-
হাদের শত্রুদের মধ্যে তাহাদিগকে নগ্ন করি-
য়াছিল। ২৬ তখন মূসা শিবিরের দ্বারে দাঁড়া-
ইয়া কহিল, পরমেশ্বরের পক্ষ কে? সে আমার
নিকটে আইসুক; তাহাতে লেবির সন্তানগণ
তাহার নিকটে একত্র হইল। ২৭ পরে সে তা-
হাদিগকে কহিল, ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর
এই কথা কহেন, তোমরা প্রত্যেক জন আপন২
উরুতে খড়্গ বাঁধিয়া শিবিরের মধ্য দিয়া এক
দ্বার অবধি অন্য দ্বার পর্য্যন্ত গতায়াত কর,
ও প্রতি জন আপন২ ভ্রাতা ও মিত্র ও প্রতি-
বাসিকে বধ কর। ২৮ তাহাতে লেবির সন্তা-
নেরা মূসার বাক্যানুসারে তদ্রূপ করিলে সেই
দিনে লোকদের মধ্যে ন্যূনাধিক তিন সহস্র
লোক মারা পড়িল। ২৯ কেননা মূসা কহিয়া-
ছিল, তোমরা অদ্য প্রত্যেক জন আপন২ পুত্র
ও ভ্রাতার বিপক্ষ হইয়া পরমেশ্বরের উদ্দেশে
আপনাদিগকে পবিত্র কর, তাহাতে তিনি এই
দিনে তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

৩০ পরদিনে মূসা লোকদিগকে কহিল, তো-
মরা মহাপাপ করিলা, এখন আমি পরমেশ্বরের
নিকটে আরোহণ করিতেছি; যদি হয়, তবে
আমি তোমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।
৩১ পরে মূসা পরমেশ্বরের নিকটে ফিরিয়া কহিল,
হায় ২, এই লোকেরা মহাপাপ করিয়া আপ-
নাদের জন্যে স্বর্ণদেবতা নির্ম্মাণ করিল। ৩২ এখন
যদি হয়, তবে ইহাদের পাপ ক্ষমা কর; কিন্তু
যদি না কর, তবে আমি বিনয় করিতেছি, তো-
মার লিখিত পুস্তকহইতে আমার নাম কাটিয়া
ফেল। ৩৩ তাহাতে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন,
যে জন আমার প্রতিকূলে পাপ করিল, তাহা-
রই নাম আমি আপন পুস্তকহইতে কাটিয়া
ফেলিব। ৩৪ অতএব যাও, আমি যে দেশের বিষয়ে
তোমাকে কহিয়াছি, সেই দেশে লোকদিগকে
লইয়া যাও; দেখ, আমার দূত তোমার অগ্রে ২
যাইবেন, কিন্তু আমি প্রতিফল দেওনের দিনে
তাহাদের পাপের প্রতিফল দিব। ৩৫ লোকেরা
হারোণকে বাছুর নির্ম্মাণ করাইল, এই জন্যে
পরমেশ্বর লোকদের ব্যাঘাত জন্মাইলেন।

৩৩ অধ্যায়।

১ লোকদের সহিত যাইতে ঈশ্বরের অনিচ্ছা, ৪ ও লোকদের দুঃখ, ৭ ও শিবিরের বাহিরে আবাস লইয়া যাওন, ৯ ও মূসার সহিত ঈশ্বরের আলাপ, ১২ ও পরমেশ্বরের প্রতি মূসার নিবেদন, ১৮ ও পরমেশ্বরের পশ্চাদ্ভাগ দর্শন করাওন।

১ অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, আমি
দিব্য করিয়া ইব্রাহীমের ও ইস্‌হাকের ও যাকু-
বের বংশকে যে দেশ দিতে তাহাদের কাছে
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সেই দেশে যাইতে তুমি
মিসরদেশহইতে তোমার আনীত লোকদের
সহিত এখানহইতে প্রস্থান কর। ২ আমি তোমার
অগ্রে এক দূত পাঠাইয়া কিনানীয় ও ইমোরীয়
ও হিত্তীয় ও পিরিষীয় ও হিব্বীয় ও যিবূষীয়
লোকদিগকে দূর করিব। ৩ অতএব তোমরা সেই
দুগ্ধ মধু প্রবাহি দেশে যাও; কিন্তু আমি তোমা-
দের মধ্যবর্ত্তী হইয়া যাইব না, কেননা তোমরা
অবাধ্য জাতি; তাহাতে কি জানি, পথের মধ্যে
তোমাদিগকে সংহার করি।
৪ অপর লোকেরা এই অশুভ বাক্য শুনিয়া শোক
করিল, কেহ আপন গাত্রে অভরণ পরিধান করিল
না। ৫ কেননা পরমেশ্বর মূসাকে কহিয়াছিলেন,
তুমি ইস্রায়েল্‌ বংশকে এই কথা কহ, তোমরা
অবাধ্য জাতি, আমি এক নিমিষে তোমাদের
মধ্যে যাইয়া তোমাদিগকে সংহার করিতে পারি;
তোমরা এখন আপন ২ গাত্রহইতে অভরণ দূর
কর, তাহাতে তোমাদের প্রতি কি কর্ত্তব্য, তাহা
বিবেচনা করিব। ৬ তখন ইস্রায়েল্‌ বংশ হো-
রেব্‌ পর্ব্বতের নিকটস্থ হওন অবধি আপন ২
সমস্ত অভরণ দূর করিল।
৭ পরে মূসা আবাস লইয়া শিবিরের বা-
হিরে ও শিবিরহইতে কিঞ্চিৎ দূরে স্থাপন করিল,
এবং তাহার নাম মণ্ডলীর আবাস রাখিল;
তদবধি পরমেশ্বরের অন্বেষণকারি প্রত্যেক জন
শিবিরের বাহিরে মণ্ডলীর আবাসের নিকটে
গমন করিত। ৮ এবং মূসা যখন বাহির হইয়া
আবাসের নিকটে যাইত, তখন তাবৎ লোক
উঠিয়া আপন ২ তাম্বুর দ্বারে দাঁড়াইত, এবং
যে পর্য্যন্ত মূসা আবাসে প্রবেশ না করিত, তা-
বৎ তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকিত।
৯ পরে মূসা আবাসে প্রবেশ করিলে মেঘ-
স্তম্ভ নামিয়া আবাসের দ্বারে স্থগিত হইত, তা-
হাতে তিনি মূসার সহিত আলাপ করিতেন।
১০ আবাসের দ্বারে অবস্থিত মেঘস্তম্ভ দেখিলে
তাবৎ লোক উঠিয়া প্রত্যেকে আপন ২ তাম্বুর
দ্বারে থাকিয়া প্রণাম করিত। ১১ মনুষ্য যেমন
মিত্রের সহিত আলাপ করে, তদ্রূপ পরমেশ্বর
মূসার সহিত সম্মুখাসম্মুখি হইয়া আলাপ করি-
তেন; পরে মূসা শিবিরে ফিরিয়া যাইত, কিন্তু
নূনের পুত্র যিহোশূয় নামে তাহার যুব পরি-
চারক আবাসের মধ্যহইতে অন্যত্র যাইত না।
১২ পরে মূসা পরমেশ্বরকে কহিল, দেখ,
তুমি এই লোকদিগকে লইয়া যাইতে আমাকে
কহিতেছ, কিন্তু আমার সহকারী হইতে যাঁহাকে
প্রেরণ করিবা, তাঁহার পরিচয় আমাকে দেও
নাই, তথাপি কহিতেছ, আমি নামদ্বারা তো-
মাকে জানি, ও তুমি আমার দৃষ্টিতে অনুগ্র-
হের পাত্র। ১৩ ভাল, আমি যদি তোমার
দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হইয়া থাকি, তবে বি-
নয় করি, আমি যেন তোমাকে জানিয়া তো-
মার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাই, এই জন্যে আ-
মাকে আপন পথ জ্ঞাত কর, এবং এই জাতি
যে তোমার প্রজা ইহা স্মরণ কর। ১৪ তখন
তিনি কহিলেন, আমার শ্রীমুখ তোমার সহিত
গমন করিবেন, এবং আমি তোমাকে বিশ্রাম
দিব। ১৫ তাহাতে সে কহিল, যদ্যপি তোমার
শ্রীমুখ আমাদের সহিত গমন না করেন, তবে
এখানহইতে আমাদিগকে লইয়া যাইও না।
১৬ কেননা আমি ও তোমার প্রজাগণ যে তোমার
দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র, ইহা কিসে জানা যায়?
কি আমাদের সহিত তোমার গমনদ্বারা নয়?
তদ্দ্বারাতেই আমি ও তোমার লোকেরা পৃথি-
বীস্থ তাবৎ লোকহইতে বিশেষ লোক হই।
১৭ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, এই যে
কথা তুমি কহিলা, তাহা আমি অবশ্য করিব,

কেননা তুমি আমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র,
আমি নামদ্বারা তোমাকে জানি।
১৮ তাহাতে সে কহিল, আমি বিনয় করি,
তুমি আমাকে আপনার তেজ দেখিতে দেও।
১৯ পরমেশ্বর কহিলেন, আমি তোমার সম্মুখ
দিয়া আপন তাবৎউত্তমতা গমন করাইব, ও
তোমার সম্মুখে পরমেশ্বরের নাম প্রচার করিব;
আমি যাহাকে অনুগ্রহ করিতে চাহি, তাহাকেই
অনুগ্রহ করি; ও যাহাকে কৃপা করিতে চাহি,
তাহাকেই কৃপা করি। ২০ আরও কহিলেন, তুমি
আমার মুখ দেখিতে পার না, কারণ আমাকে
দেখিলে কোন মনুষ্য বাঁচে না। ২১ পরমে-
শ্বর কহিলেন, দেখ, আমার নিকটে এক স্থান
আছে; তুমি ঐ শৈলের উপরে দাঁড়াও। ২২ তা-
হাতে তোমার নিকট দিয়া আমার তেজের গমন
সময়ে আমি তোমাকে শৈলের ছিদ্রেতে রাখিব,
ও আমার গমনের শেষ পর্য্যন্ত হস্তদ্বারা তো-
মাকে আচ্ছন্ন করিব। ২৩ পরে আমি হস্ত তুলিলে
তুমি আমার পশ্চাদ্ভাগ দেখিতে পাইবা, কিন্তু
আমার মুখ কেহ দেখিতে পাইবে না।

৩৪ অধ্যায়।

১ দুই প্রস্তর লইয়া মূসার পর্ব্বতে পুনর্গমন, ৪ ও পরমেশ্বরের আপন নাম প্রচার করণ, ৮ ও মুসার নিবেদন, ১০ ও পরমেশ্বরের উত্তর, ১৮ ও নানা প্রকার আজ্ঞা, ২৯ ও পর্ব্বতহইতে নামন সময়ে মূসার মুখের তেজঃপ্রকাশ।

১ অনন্তর পরমেশ্বর মুসাকে কহিলেন, তুমি পূ-
র্ব্বের ন্যায় দুই প্রস্তরফলক খোদ, তোমাকর্তৃক
ভগ্ন দুই প্রস্তরে যাহা২ লিখিত ছিল, সেই
সকল কথা আমি এই দুই প্রস্তরে লিখিব।
২ তুমি প্রাতঃকালে প্রস্তুত হও, ও প্রভাতে সী-
নয় পর্ব্বতে উঠিয়া আসিয়া তাহার শৃঙ্গে আ-
মার নিকটে উপস্থিত হও। ৩ কিন্তু তোমার সহিত
আর কেহ উপরে আসিবে না, এবং এই স-
মুদয় পর্ব্বতে কেহ দৃষ্ট না হউক, ও গোমে-
ষাদিপাল এ পর্ব্বতের সম্মুখে না চরুক।
৪ পরে মুসা প্রথম প্রস্তরের ন্যায় দুই প্রস্তর-
ফলক খুদিয়া পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে প্রাতঃ-
কালে উঠিয়া সীনয় পর্ব্বতের উপরে গেল,
ও সেই দুই প্রস্তরফলক হস্তে করিয়া লইল।
৫ তখন পরমেশ্বর মেঘে নামিয়া সে স্থানে তা-
হার সহিত দণ্ডায়মান হইয়া পরমেশ্বরের নাম
ঘোষণা করিলেন। ৬ ফলতঃ পরমেশ্বর তাহার
সম্মুখ দিয়া গমন করিয়া ইহা ঘোষণা করি-
লেন, 'পরমেশ্বর, প্রভু পরমেশ্বর কৃপাবান ও
অনুগ্রাহক ও চিরসহিষ্ণু এবং দয়াতে ও সত্য-
তাতে পরিপূর্ণ; ৭ এবং সহস্র২ পুরুষের প্রতি
দয়াকারী, এবং অপরাধের ও আজ্ঞালঙ্ঘনের
ও পাপের ক্ষমাকারী, তথাপি তাহার দণ্ডদাতা,
এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত পুত্র পৌত্র-
দের প্রতি পিতৃপুরুষের অপরাধের ফলদাতা।'
৮ তাহাতে মূসা শীঘ্র ভূমিতে পড়িয়া প্রণাম
পূর্ব্বক ভজনা করিয়া কহিল, ৯ হে প্রভো, আমি
যদি আপনকার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া থাকি,
তবে বিনয় করি, হে আমার প্রভো, আমাদের
মধ্যবর্ত্তী হইয়া গমন করুন, এবং এই লো-
কেরা অবাধ্য হইলেও আমাদের অপরাধ ও
পাপ মোচন করিয়া আমাদিগকে আপন অধি-
কাররূপে গ্রহণ করুন।
১০ তখন তিনি কহিলেন, দেখ, আমি এক
নিয়ম করি; তাবৎ পৃথিবীতে ও তাবৎ জাতির
মধ্যে যাহা কখনো করা যায় নাই, এমত আ-
শ্চর্য্য কর্ম্ম আমি তোমার তাবৎ লোকের সা-
ক্ষাতে করিব; তাহাতে যে সকল লোকের মধ্যে
তুমি আছ, তাহারা পরমেশ্বরের সেই কর্ম্ম
দেখিবে, কেননা তোমার নিকটে যাহা করিব,
তাহা ভয়ঙ্কর। ১১ অদ্য আমি তোমাকে যাহা
আজ্ঞা করি, তাহাতে মনোযোগ কর; দেখ,
আমি ইমোরীয় ও কিনানীয় ও হিত্তীয় ও পি-
রিষীয় ও হিব্বীয় ও যিবূষীয় লোকদিগকে তো-
মার সম্মুখহইতে খেদাইয়া দিব। ১২ কিন্তু সা-
বধান, যে দেশে তুমি যাইতেছ, সেই দেশনি-
বাসিদের সহিত নিয়ম স্থির করিও না, পাছে
তাহা তোমার মধ্যবর্ত্তি ফাঁদস্বরূপ হয়। ১৩ তো-
মরা তাহাদের বেদি ভগ্ন করিবা, ও তাহাদের
প্রতিমা ভাঙ্গিয়া ফেলিবা, ও চৈত্যবৃক্ষ কাটিয়া
ফেলিবা। ১৪ স্বগৌরবরক্ষক নামে বিখ্যাত যে
পরমেশ্বর, তিনিই স্বীয় গৌরব রক্ষা করেন,
এই জন্যে তুমি কোন ইতর দেবতাকে প্রণাম
করিও না। ১৫ কি জানি, তুমি সে দেশ নিবাসি
লোকদের সহিত নিয়ম করিলে যে সময়ে তা-
হারা আপনাদের দেবগণের অনুগামী হইয়া
ব্যভিচার করে, ও দেবগণের কাছে বলিদান
করে, সে সময়ে কেহ তোমাকে ডাকিলে তুমি
তাহার বলিদ্রব্য খাইবা; ১৬ কিম্বা তুমি আপন
পুত্রদের কারণ তাহাদের কন্যাগণকে গ্রহণ করিলে
তাহাদের কন্যাগণ আপনাদের দেবতাদের অনু-
গামিত্ব প্রযুক্ত ব্যভিচার করিয়া তোমার পুত্র-
দিগকে আপনাদের দেবগণের অনুগামী করিয়া
ব্যভিচার করাইবে। ১৭ তুমি আপনার নিমিত্তে
কোন ছাঁচে ঢালা দেবপ্রতিমা করিও না।
১৮ তুমি তাড়ীশূন্য রুটীর উৎসব পালন করি-
বা, ফলতঃ আবীব্ মাসের যে সময়ে যেরূপ
করিতে তোমাকে আজ্ঞা করিয়াছি, সেই রূপে
তুমি সেই সাত দিন তাড়ীশূন্য রুটী খাইবা,

কেননা সেই আবীব্ মাসে তুমি মিসরদেশহইতে
বাহির হইয়া আসিয়াছিলা। ১৯ আর তাবৎ
প্রথমজাত গর্ভফল, এবং গোমেষাদি প্রথমজাত
পুংপশু সকল আমার; ২০ প্রথমজাত গর্দ্দভের
পরিবর্ত্তে তুমি মেষের বৎস দিয়া তাহাকে মুক্ত
করিবা; যদ্যপি মুক্ত না কর, তবে তাহার গলা
ভাঙ্গিবা; কিন্তু তোমার প্রথমজাত পুত্র সকলকে
তুমি মুক্ত করিবা। আর কেহ রিক্ত হস্তে আ-
মার সম্মুখে উপস্থিত হইবে না।
২১ আর তুমি ছয় দিন কর্ম্ম করিবা, কিন্তু
সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিবা; চাসের এবং শস্য-
চ্ছেদনের সময়েও বিশ্রাম করিবা।
২২ সপ্তাহের উৎসব অর্থাৎ গোম সংগ্রহ
করণের প্রথম আটির উৎসব, এবং বৎসরের
শেষভাগে ফল সংগ্রহ করণের উৎসব করিবা।
২৩ তোমাদের তাবৎ পুরুষলোক বৎসরের
মধ্যে তিন বার ইস্রায়েলের ঈশ্বর প্রভু পর-
মেশ্বরের সাক্ষাতে উপস্থিত হইবে। ২৪ আমি
তোমার সম্মুখহইতে অন্য জাতিদিগকে দূর করিব,
ও তোমার সীমা বিস্তার করিব, এবং তুমি বৎস-
রের মধ্যে তিন বার আপন প্রভু পরমেশ্বরের
সম্মুখে উপস্থিত হইতে গমন করিলে তোমার
দেশের প্রতি কেহ লোভ করিবে না।
২৫ তুমি তাড়ীর সহিত আপন বলির রক্ত উৎ-
সর্গ করিও না, ও নিস্তারপর্ব্বীয় উৎসবের বলি-
দ্রব্য প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত রাখিও না। ২৬ এবং তুমি
ভূমির প্রথমজাত ফল আপন প্রভু পরমেশ্ব-
রের গৃহে আনিও; এবং ছাগবৎসের মাংস
তাহার মাতার দুগ্ধের সহিত পাক করিও না।
২৭ অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি
এই সকল বাক্য লিখ, কেননা আমি এই বা-
ক্যানুসারে তোমার ও ইস্রায়েল্ লোকদের সহিত
নিয়ম স্থির করিলাম। ২৮ সেই সময়ে মূসা
চল্লিশ দিবারাত্রি অন্ন ভোজন ও জল পান না
করিয়া সেই স্থানে পরমেশ্বরের সহিত অবস্থিতি
করিলে তিনি সেই দুই প্রস্তরে নিয়মবাক্য অর্থাৎ
দশ আজ্ঞা লিখিয়াছিলেন।
২৯ পরে মূসা সীনয় পর্ব্বতহইতে নামিবার
সময়ে সাক্ষ্যরূপ দুই প্রস্তর হস্তে লইয়া পর্ব্বত-
হইতে নামিল, কিন্তু পরমেশ্বরের সহিত আলাপ
করণ সময়ে আপন মুখের চর্ম্ম যে উজ্জ্বল
হইয়াছিল, তাহা মূসা জানিল না। ৩০ পরে
যখন হারোণ ও ইস্রায়েলের সন্তানগণ মূসাকে
দেখিল, তখন তাহার মুখের চর্ম্ম উজ্জ্বল
ছিল; তাহাতে তাহারা তাহার নিকটে যাইতে
ভীত হইল। ৩১ কিন্তু মূসা তাহাদিগকে ডাকি-
লে হারোণ ও মণ্ডলীর অধ্যক্ষ সকল তাহার
নিকটে ফিরিয়া গেল, তাহাতে মূসা তাহাদের
সহিত আলাপ করিল। ৩২ অনন্তর ইস্রায়েলের
তাবৎ সন্তানগণ তাহার নিকটে গেল; তাহাতে
সে সীনয় পর্ব্বতে পরমেশ্বরের উক্ত আজ্ঞা
সকল তাহাদিগকে জানাইল। ৩৩ পরে তাহাদের
সহিত মূসার কথোপকথন সাঙ্গ হইলে সে আ-
পন মুখে আবরণ দিল। ৩৪ কিন্তু পরমেশ্বরের
সহিত কথা কহিতে প্রবেশ করিলে সে যাবৎ
বহিরাগমন না করিত, তাবৎ সেই আবরণ খুলি-
য়া রাখিত; পরে বাহির হইয়া পরমেশ্বরের
তাবৎ আজ্ঞা ইস্রায়েল্ বংশকে কহিত। ৩৫ তা-
হাতে মূসার মুখের চর্ম্ম উজ্জ্বল আছে, ইহা
ইস্রায়েলের সন্তানগণ তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টি-
পাত করিয়া দেখিত; পরে মূসা পরমেশ্বরের
সহিত কথা কহিতে যে পর্য্যন্ত ভিতরে না যা-
ইত, তাবৎ আপন মুখে পুনর্ব্বার আবরণ দিত।

৩৫ অধ্যায়।

১ বিশ্রামবারের কথা, ৪ ও তাম্বুর নিমিত্তে দাতব্য বস্তু, ২০ ও দাতব্য বস্তু প্রস্তুত করিতে লোকদের প্রবৃত্তি, ৩০ এবং বিৎসলেল্ ও অহলীয়াবের এই কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হওন।

১ তদনন্তর মূসা ইস্রায়েল্ বংশের তাবৎ মণ্ড-
লীকে একত্র করিয়া তাহাদিগকে কহিল, পর-
মেশ্বর তোমাদিগকে এই সকল বাক্য পালন
করিতে আজ্ঞা দিলেন। ২ তোমরা ছয় দিন কর্ম্ম
করিবা, কিন্তু সপ্তম দিন তোমাদের নিকটে
পবিত্র দিন হইবে; সে পরমেশ্বরের উদ্দেশে
বিশ্রামদিন হইবে; যে কেহ সেই দিনে কর্ম্ম
করিবে, সে হত হইবে। ৩ তোমরা বিশ্রামদিনে
আপনাদের কোন বাসস্থানে অগ্নি জ্বালিবা না।
৪ অপর মূসা ইস্রায়েল্ বংশের তাবৎ মণ্ড-
লীকে আরো কহিল, পরমেশ্বর এই আজ্ঞা দি-
লেন। ৫ তোমরা পরমেশ্বরের নিমিত্তে আপ-
নাদের নিকটহইতে নৈবেদ্য লও; যে কেহ
এই কর্ম্মেতে ইচ্ছুক হইবে, সে পরমেশ্বরের
নৈবেদ্যরূপে স্বর্ণ ও রূপ্য ও পিত্তল, ৬ এবং
নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ সূত্র ও সূক্ষ্মবস্ত্র
ও ছাগের লোম, ৭ এবং রক্তীকৃত মেষচর্ম্ম ও
তহশ্চর্ম্ম ও শিটীম্ কাষ্ঠ, ৮ এবং দীপার্থ তৈল
এবং অভিষেকার্থ তৈলের ও সুগন্ধি ধূপের
নিমিত্তে গন্ধদ্রব্য, ৯ এবং এফোদের ও বুক-
পাটার কারণ হারতাদি খচনার্থক মণি, এই
সকল দ্রব্য আনিবে। ১০ এবং তোমাদের প্র-
ত্যেক বিজ্ঞ লোক আসিয়া পরমেশ্বরের আ-
জ্ঞাপিত সকল বস্তু নির্ম্মাণ করুক, ১১ অর্থাৎ
আবাস ও তাহার তাম্বু ও আচ্ছাদন ও ঘুণ্টী
ও তক্তা ও অর্গল ও স্তম্ভ ও চুঙ্গি, ১২ ও সি-
ন্দুক ও তাহার সাইঙ্গ ও পাপাচ্ছাদন ও বিচ্ছেদ-

বস্ত্ররূপ তিরস্করিণী, ১৩ এবং মেজ ও তাহার
সাইঙ্গ ও নানা পাত্র ও দর্শনীয় রুটী, ১৪ এবং
দীপ্তির জন্যে দীপবৃক্ষ ও তাহার পাত্র ও দীপ
ও দীপার্থ তৈল, ১৫ এবং ধূপের বেদি ও
তাহার সাইঙ্গ ও অভিষেকার্থ তৈল ও সুগন্ধি
ধূপ ও আবাসের প্রবেশদ্বারের আচ্ছাদন-
বস্ত্র, ১৬ এবং হোমবেদি ও তাহার পিত্তলের
জাল ও সাইঙ্গ ও নানা পাত্র ও প্রক্ষালনপাত্র
ও তাহার পায়া, ১৭ ও প্রাঙ্গণের যবনিকা ও
তাহার স্তম্ভ ও চুঙ্গি ও প্রাঙ্গণের দ্বারের আ-
চ্ছাদনবস্ত্র, ১৮ ও আবাসের খিল ও প্রাঙ্গণের
খিল ও উভয়ের রজ্জু, ১৯ এবং পবিত্র স্থানে
সেবা করণের নিমিত্তে আরাধনার্থক বস্ত্র অর্থাৎ
হারোণ যাজকের জন্যে পবিত্র বস্ত্র, ও যাজন
কর্ম্ম করণার্থে তাহার পুত্রদের বস্ত্র; এই সকল
প্রস্তুত করিবে।

২০ অপর ইস্রায়েল্ বংশের তাবৎ মণ্ডলী
মূসার সম্মুখহইতে প্রস্থান করিল। ২১ পরে
যাহাদের অন্তঃকরণে প্রবৃত্তি ও মনে বাঞ্ছা হইল,
তাহারা মণ্ডলীর আবাসের নির্ম্মাণার্থে এবং
তৎসম্বন্ধীয় ঈশ্বরসেবার ও পবিত্র বস্ত্রের জন্যে
পরমেশ্বরের উদ্দেশে নৈবেদ্য আনিল। ২২ এবং
পুরুষ ও স্ত্রী যত লোক প্রবৃত্তমনা ছিল, তা-
হারা সকলে আসিয়া বলয় ও কুণ্ডল ও অঙ্গু-
রীয়ক ও হার প্রভৃতি স্বর্ণময় অলঙ্কার সকল
আনিল; যাহার যাহা ছিল সে তাহা পর-
মেশ্বরের উদ্দেশে স্বর্ণময় নৈবেদ্যার্থে নিবেদন
করিল। ২৩ এবং যাহাদের নিকটে নীলবর্ণ ও
ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ সূত্র ও সূক্ষ্ম বস্ত্র ও ছাগ-
লোম ও রক্তীকৃত মেষচর্ম্ম ও তহশ্চর্ম্ম ছিল,
তাহারা প্রত্যেকে তাহা আনিল। ২৪ এবং যে
কেহ রূপ্য ও পিত্তলের উপহার আনিল, সে
পরমেশ্বরের উদ্দেশে তাহা নিবেদন করিল,
এবং যাহার নিকটে শিটীম্ কাষ্ঠ ছিল, সে
সেবার কোন কর্ম্মের নিমিত্তে তাহা আনিল।
২৫ এবং বুদ্ধিমতী স্ত্রীরা আপন২ হস্তে সূতা
কাটিয়া নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ সূত্র ও
সূক্ষ্মবস্ত্র আনিল। ২৬ এবং প্রবৃত্তমনা বুদ্ধিমতী
স্ত্রী সকল ছাগলোমের সূতা কাটিল। ২৭ এবং
অধ্যক্ষগণ এফোদের ও বুকপাটার কারণ হার-
তাদি খচনার্থক মণি, ২৮ এবং দীপের ও
অভিষেকার্থ তৈলের ও সুগন্ধি ধূপের নিমিত্তে
গন্ধদ্রব্য ও তৈল আনিল। ২৯ ইস্রায়েল্ বংশেরা
ইচ্ছাপূর্ব্বক পরমেশ্বরের উদ্দেশে নৈবেদ্য আনিল,
ফলতঃ পরমেশ্বর মূসাদ্বারা যাহা২ করিতে আজ্ঞা
করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রকার কর্ম্ম কর-
ণার্থে যে২ পুরুষ ও স্ত্রীদিগের মনে বাঞ্ছা হইল,
তাহারা প্রত্যেকে নৈবেদ্য আনিল।

৩০ পরে মূসা ইস্রায়েল্ বংশকে আরো কহিল,
দেখ, পরমেশ্বর যিহূদা বংশীয় হূরের পৌত্র
ঊরির পুত্র বিৎসলেল্কে নাম ধরিয়া ডাকিলেন।
৩১ এবং বিদ্যা ও বুদ্ধি ও জ্ঞান ও সর্ব্বপ্র-
কার শিল্পকৌশলদায়ক ঈশ্বরীয় আত্মাতে
পরিপূর্ণ করিয়া ৩২ চিত্রকর্ম্ম ও স্বর্ণ ও রূপ্য ও
পিত্তল খুদন, ৩৩ ও খচনার্থক মণি খুদন, ও
নানা শিল্পকর্ম্মার্থে কাষ্ঠ খুদন, এই সকল
কর্ম্ম করিতে তাহাকে নিপুণ করিলেন। ৩৪ এবং
এই সকলের শিক্ষা দিতে তাহার ও দান্ বং-
শীয় অহীষামকের পুত্র অহলীয়াবের অন্তঃ-
করণে প্রবৃত্তি দিলেন। ৩৫ এবং খুদিতে ও
শিল্পকর্ম্ম করিতে এবং নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ
ও রক্তবর্ণ ও সূক্ষ্ম সূত্রে সূচিকর্ম্ম করিতে ও
তাঁতির কর্ম্ম করিতে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন শিল্প-
কর্ম্ম ও চিত্রকর্ম্ম করিতে তাহাদের অন্তঃকরণ
বিদ্যাতে পরিপূর্ণ করিলেন।

৩৬ অধ্যায়।

১ কর্ম্মকারিদিগকে প্রস্তুত দ্রব্য সমর্পণ, ৪ ও অন্য দ্রব্য
প্রস্তুত করিতে নিবারণ, ৮ ও কিরূবের যবনিকার
কথা, ১৪ ও ছাগলোমের যবনিকার কথা, ২০ ও
তক্তার কথা, ৩১ ও অর্গলের কথা, ৩৫ ও তি-
রস্করিণীর কথা, ৩৭ ও তাম্বুদ্বারের আচ্ছাদন-
বস্ত্রের কথা।

১ পরে পরমেশ্বরের তাবৎ আজ্ঞানুসারে পবিত্র
স্থানের সেবার্থ কর্ম্ম করিতে পরমেশ্বর বিৎ-
সলেল্ ও অহলীয়াব্ প্রভৃতি যাহাদিগকে বিদ্যা
ও বুদ্ধি দিয়াছিলেন, সেই সকল সদ্বিবেচক
লোক কর্ম্ম করিতে লাগিল। ২ পরে মূসা সেই
বিৎসলেল্কে ও অহলীয়াব্কে এবং পরমেশ্বর-
হইতে অন্তঃকরণে বিদ্যাপ্রাপ্ত অন্য সকল লো-
ককে ডাকিল, অর্থাৎ সেই কর্ম্ম করণের নি-
মিত্তে উপস্থিত হইতে যাহাদের মনে প্রবৃত্তি
জন্মিল, তাহাদিগকে ডাকিল। ৩ তাহাতে তা-
হারা পবিত্র স্থানের সেবাসম্বন্ধীয় কর্ম্ম করণা-
র্থে ইস্রায়েল লোকদের আনীত নৈবেদ্য দ্রব্য
সকল মূসাহইতে গ্রহণ করিল, তথাপি লো-
কেরা তখনও প্রতি প্রভাতে তাহার নিকটে
স্বেচ্ছাতে আরো দ্রব্য আনিতেছিল।
৪ তখন পবিত্র স্থানের তাবৎ কর্ম্মকারি বিজ্ঞ
লোক সকল আপন২ কর্ম্মহইতে আসিয়া ৫ মূ-
সাকে কহিল, পরমেশ্বর যাহা২ নির্ম্মাণ করি-
তে আজ্ঞা দিয়াছেন, লোকেরা সেই কার্য্যা-
তিরিক্ত অধিক বস্তু আনিতেছে। ৬ তাহাতে
মূসা আজ্ঞা দিয়া শিবিরের সর্ব্বত্র ইহা ঘো-
ষণা করাইল, পুরুষ কিম্বা স্ত্রী পবিত্র স্থা-
নের জন্যে নিবেদনীয় দ্রব্য আর প্রস্তুত না

করুক; অতএব লোকেরা আনিতে নিবৃত্ত হইল।
৭ কেননা সকল কর্ম্ম করিতে তাহাদের যথেষ্ট
ও প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্য ছিল।
৮ পরে কর্ম্মকারি বিজ্ঞ লোক সকল পাকান
সূক্ষ্ম সূত্রদ্বারা এবং নীলবর্ণ ও ধূমুবর্ণ ও
রক্তবর্ণ সূত্রদ্বারা আবাসের দশ যবনিকা প্রস্তুত
করিল; এবং তাহার মধ্যে কিরূবাকৃতি শিল্প-
কর্ম্ম করিল। ৯ তাহার প্রত্যেক যবনিকা আ-
টাইশ হস্ত দীর্ঘ, ও চারি হস্ত প্রস্থ, সকলি
একপরিমাণ ছিল। ১০ পরে সে তাহার পাঁচ
যবনিকা একত্র যোগ করিল, এবং অন্য পাঁচ
যবনিকাও একত্র যোগ করিল। ১১ এবং সং-
যোক্তব্য দুই শেষযবনিকার মধ্যে এক যবনি-
কার প্রান্তে নীলবর্ণ ঘুণ্টীঘরা করিল, এবং
সংযোক্তব্য দ্বিতীয় শেষযবনিকার প্রান্তেও সেই
রূপ করিল। ১২ প্রথম যবনিকাতে পঞ্চাশ ঘুণ্টী-
ঘরা করিল, এবং সংযোক্তব্য দ্বিতীয় যবনিকার
অন্তেও পঞ্চাশ ঘুণ্টীঘরা করিল, এবং ঐ ঘুণ্টীঘরা
সকল এক অন্যের সহিত মিলিল। ১৩ পরে সে
স্বর্ণের পঞ্চাশ ঘুণ্টী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদ্বারা এক
যবনিকা অন্যের সহিত যোড়া দিল; তাহাতে
একই আবাস হইল।
১৪ পরে সে আবাসের উপরে আচ্ছাদনার্থে
ছাগলোমের একাদশ যবনিকা প্রস্তুত করিল।
১৫ তাহার প্রত্যেক যবনিকা ত্রিশ হস্ত দীর্ঘ,
ও চারি হস্ত প্রস্থ; ঐ একাদশ যবনিকা একপ-
রিমাণ ছিল। ১৬ পরে সে পাঁচ যবনিকা পৃথক্
রূপে, ও ছয় যবনিকা পৃথক্ রূপে যোড়া দিল।
১৭ এবং সংযোক্তব্য প্রথম যবনিকার অন্তে
পঞ্চাশ ঘুণ্টীঘরা করিল, এবং সংযোক্তব্য দ্বি-
তীয় যবনিকার অন্তেও পঞ্চাশ ঘুণ্টীঘরা করিল।
১৮ এবং যোড়া দিয়া এক তাম্বু করণার্থে পিত্তলের
পঞ্চাশ ঘুণ্টী করিল। ১৯ পরে মেষের রক্তীকৃত
চর্ম্মেতে তাম্বুর এক আচ্ছাদন ও তাহার উপরে
তহশ্‌চর্ম্মের এক আচ্ছাদন প্রস্তুত করিল।
২০ পরে সে আবাসের জন্যে শিটীম্ কা-
ষ্ঠের উচ্চস্থায়ি তক্তা নির্ম্মাণ করিল। ২১ ঐ
প্রত্যেক তক্তা দশ হস্ত দীর্ঘ ও দেড় হস্ত প্রস্থ
ছিল। ২২ এবং প্রত্যেক তক্তাতে সমানাকার
দুই২ পদ ছিল; এই রূপে সে আবাসের জন্যে
সকল তক্তা নির্ম্মাণ করিল। ২৩ আবাসের সেই
সকল তক্তার মধ্যে সে দক্ষিণ দিক্স্থ দক্ষিণ
পার্শ্বের জন্যে বিংশতি তক্তা প্রস্তুত করিল।
২৪ এবং ঐ বিংশতি তক্তার নীচে চল্লিশ রূপার
চুঙ্গি করিল, ফলতঃ এক তক্তার নীচে দুই
পদের নিমিত্তে দুই চুঙ্গি, ও অন্য২ তক্তার
নীচে দুই২ পদের কারণ দুই২ চুঙ্গি করিল।
২৫ এবং আবাসের দ্বিতীয় পার্শ্বের অর্থাৎ উত্তর
পার্শ্বের নিমিত্তে বিংশতি তক্তা নির্ম্মাণ করিল।
২৬ এবং তাহাদের চল্লিশ রূপার চুঙ্গি, অর্থাৎ
এক তক্তার নীচে দুই চুঙ্গি, ও অন্য২ তক্তার
নীচে দুই২ চুঙ্গি করিল। ২৭ এবং আবাসের
পশ্চিম দিক্স্থ পশ্চাৎ পার্শ্বের নিমিত্তে ছয়
তক্তা করিল। ২৮ এবং আবাসের পশ্চাৎ পা-
র্শ্বের দুই কোণের নিমিত্তে দুই তক্তা করিল।
২৯ সেই দুই তক্তার নীচে যোড় ছিল, এবং
সেই রূপ মাথাতেও প্রথম কড়ার নিকটে যোড়
ছিল; এই রূপে সে দুই কোণের তক্তা বন্ধ
করিল। ৩০ তাহাতে আট তক্তা, এবং এক২ তক্তার
নীচে দুই২ চুঙ্গি, রূপার ষোল চুঙ্গি ছিল।
৩১ পরে সে শিটীম্ কাষ্ঠদ্বারা দীর্ঘ অর্গল নি-
র্ম্মাণ করিয়া আবাসের এক পার্শ্বের তক্তাতে পাঁচ
অর্গল, ৩২ ও অন্য পার্শ্বের তক্তাতে পাঁচ অর্গল,
এবং পশ্চিম দিক্স্থ পশ্চাৎ পার্শ্বের তক্তাতে
পাঁচ অর্গল দিল। ৩৩ এবং মধ্যবর্ত্তি অর্গলকে
তক্তার মধ্যদেশে এক অন্তহইতে অন্য অন্ত পর্য্যন্ত
বিস্তার করিল। ৩৪ পরে সে সকল তক্তা স্বর্ণে
মণ্ডিত করিল, এবং অর্গলের স্থানের জন্যে স্বর্ণের
কড়া নির্ম্মাণ করিয়া অর্গলও স্বর্ণে মুড়িল।
৩৫ অনন্তর নীলবর্ণ ও ধূমুবর্ণ ও রক্তবর্ণ পা-
কান সূত্র নির্ম্মিত ও কিরূবাকৃতি বিচিত্রিত এক
তিরস্করিণী প্রস্তুত করিল। ৩৬ তাহার নিমিত্তে
শিটীম্ কাষ্ঠের চারি স্তম্ভ করিয়া স্বর্ণেতে মুড়া-
ইল, এবং তাহার আঁকড়াও স্বর্ণের করিল, এবং
রূপাদ্বারা তাহার চারি চুঙ্গি ঢালিল।
৩৭ পরে সে আবাসের দ্বারের নিমিত্তে নী-
লবর্ণ ও ধূমুবর্ণ ও রক্তবর্ণ পাকান সূত্রদ্বারা সূচি-
ক্রিয়া বিশিষ্ট এক আচ্ছাদনবস্ত্র নির্ম্মাণ করিল।
৩৮ ও তাহার পাঁচ স্তম্ভ ও আঁকড়া করিল, এবং
ঐ সকলের মাথলা ও শলাকা স্বর্ণেতে মুড়াইল,
কিন্তু তাহার পাঁচ চুঙ্গি পিত্তলদ্বারা করিল।

৩৭ অধ্যায়।

১ সিন্দুকের কথা, ৬ ও পাপাচ্ছাদনের ও কিরূবের
কথা, ১০ ও মেজ ও পাত্রের কথা, ১৭ ও দীপ-
বৃক্ষের ও প্রদীপাদির কথা, ২৫ ও ধূপবেদির কথা,
২৯ ও পবিত্র তৈলের ও সুগন্ধি ধূপের কথা।

১ অনন্তর বিৎসলেল্ শিটীম্ কাষ্ঠদ্বারা আড়াই
হস্ত দীর্ঘ ও দেড় হস্ত প্রস্থ ও দেড় হস্ত উচ্চ
এক সিন্দুক নির্ম্মাণ করিয়া ২ ভিতরে ও বাহিরে
নির্ম্মল স্বর্ণ মুড়াইল, এবং তাহার চারি দিগে
স্বর্ণের নিকাল নির্ম্মাণ করিল। ৩ ও তাহার
চারি কোণে চারি স্বর্ণকড়া নির্ম্মাণ করিল; তা-
হার এক পার্শ্বে দুই কড়া ও অন্য পার্শ্বে দুই
কড়া করিল। ৪ এবং সে শিটীম্ কাষ্ঠের সা-
ইঙ্গ করিয়া স্বর্ণেতে মুড়িল। ৫ এবং সিন্দুক

বহনার্থে সিন্দুকের পার্শ্বে স্থিত কড়াতে সেই সাইঙ্গ প্রবেশ করাইল।

৬ পরে সে নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা আড়াই হস্ত দীর্ঘ ও দেড় হস্ত প্রস্থ পাপাচ্ছাদন প্রস্তুত করিল। ৭ এবং পিটান স্বর্ণদ্বারা দুই কিরূব নির্ম্মাণ করিয়া পাপাচ্ছাদনের দুই মুড়াতে দিল। ৮ তাহার এক মুড়াতে এক কিরূব ও অন্য মুড়াতে অন্য কিরূব, পাপাচ্ছাদনের দুই মুড়াতে দুই কিরূব সংযুক্ত করিল। ৯ সেই দুই কিরূব ঊর্দ্ধে পক্ষ বিস্তার করিয়া ঐ পক্ষদ্বারা পাপাচ্ছাদনের উপরে ছায়া করিল, ও পরস্পর সম্মুখাসম্মুখি হইয়া পাপাচ্ছাদনের প্রতি দৃষ্টি রাখিল।

১০ পরে সে শিটীম্ কাষ্ঠদ্বারা দুই হস্ত দীর্ঘ ও এক হস্ত প্রস্থ ও দেড় হস্ত উচ্চ এক মেজ নির্ম্মাণ করিল। ১১ এবং তাহা নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা মুড়িল, ও তাহার চারি দিগে স্বর্ণময় নিকাল করিল। ১২ তদ্ভিন্ন সে তাহার নিমিত্তে চারি অঙ্গুলি পরিমিত চতুর্দ্দিগে এক পার্শ্বকাষ্ঠ করিল, ও পার্শ্বকাষ্ঠের চতুর্দ্দিগে স্বর্ণের নিকাল প্রস্তুত করিল। ১৩ ও তাহার কারণ স্বর্ণের চারি কড়া নির্ম্মাণ করিয়া তাহার চারি পায়ার চারি কোণে বদ্ধ করিল। ১৪ সেই কড়া পার্শ্বকাষ্ঠের নিকটে এবং মেজ বহনার্থ সাইঙ্গ দিবার নিমিত্তে ছিল। ১৫ এবং মেজ বহনার্থে শিটীম্ কাষ্ঠদ্বারা সাইঙ্গ করিয়া স্বর্ণেতে মুড়িল। ১৬ এবং মেজের উপরিস্থিত পাত্র নির্ম্মাণ করিল, এবং তাহার থাল ও চমস ও গোলাধার ও ঢালিবার পাত্র নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা নির্ম্মাণ করিল।

১৭ পরে নির্ম্মল স্বর্ণ পিটাইয়া দীপবৃক্ষ নির্ম্মাণ করিল, তাহার কাণ্ড ও শাখা ও গোলাধার ও কলিকা ও পুষ্প তাহার অংশ হইল। ১৮ সেই দীপবৃক্ষের এক দিগহইতে তিন শাখা, ও দীপবৃক্ষের অন্য দিগহইতে তিন শাখা, এই ছয় শাখা তাহার পার্শ্বহইতে নির্গত হইল। ১৯ এবং এক শাখাতে বাদাম পুষ্পের ন্যায় তিন গোলাধার ও এক কলিকা ও এক পুষ্প, এবং অন্য শাখাতে বাদাম পুষ্পের ন্যায় তিন গোলাধার ও এক কলিকা ও এক পুষ্প, দীপবৃক্ষহইতে নির্গত ছয় শাখাতে এই রূপ হইল। ২০ এবং দীপবৃক্ষে বাদাম পুষ্পের ন্যায় চারি কলিকা, ও তাহার গোলাধার ও পুষ্প ছিল। ২১ এবং তাহাহইতে যে ছয় শাখা নির্গত হইল, তদনুসারে তাহার দুই শাখার নীচে এক কলিকা, ও অন্য দুই শাখার নীচে এক কলিকা, ও অন্য দুই শাখার নীচে এক কলিকা ছিল। ২২ এই কলিকা ও শাখা তাহার অংশ ছিল, এবং সকল নির্ম্মল সুবর্ণ নির্ম্মিত ছিল। ২৩ এবং তাহার সাত প্রদীপ ও গুলত্রাস ও গুলদান নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা নির্ম্মাণ করিল। ২৪ সে এক মণ পরিমিত নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা তাহা ও তাহার সকল পাত্র নির্ম্মাণ করিল।

২৫ পরে সে শিটীম্ কাষ্ঠদ্বারা এক হস্ত দীর্ঘ ও এক হস্ত প্রস্থ ও দুই হস্ত উচ্চ চতুষ্কোণ ধূপবেদি নির্ম্মাণ করিল, ও তাহাতে চূড়া করিল। ২৬ পরে তাহা ও তাহার পৃষ্ঠভূমি ও তাহার চারি পার্শ্ব ও তাহার চূড়া নির্ম্মল স্বর্ণে মুড়াইল, এবং তাহার চতুর্দ্দিগে স্বর্ণ নিকাল করিল। ২৭ এবং তাহা বহনের সাইঙ্গ স্থাপনার্থে তাহার নিকালের নীচে দুই পার্শ্বের দুই কোণে স্বর্ণের দুই২ কড়া নির্ম্মাণ করিল। ২৮ এবং শিটীম্ কাষ্ঠদ্বারা সাইঙ্গ করিল ও তাহা স্বর্ণেতে মুড়িল।

২৯ পরে সে অভিষেকার্থ পবিত্র তৈল ও ধূপের জন্যে গন্ধবণিকের মতানুসারে সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করিল।

৩৮ অধ্যায়।

১ হোমবেদির কথা, ৮ ও পিত্তলময় প্রক্ষালনপাত্রের কথা, ৯ ও প্রাঙ্গণের কথা, ২১ ও নৈবেদ্য দ্রব্যের গণনা।

১ অনন্তর সে শিটীম্ কাষ্ঠদ্বারা চতুষ্কোণ অর্থাৎ পাঁচ হস্ত দীর্ঘ ও পাঁচ হস্ত প্রস্থ ও তিন হস্ত উচ্চ এক হোমবেদি নির্ম্মাণ করিল। ২ এবং তাহার চারি কোণে চূড়া নির্ম্মাণ করিয়া পিত্তলেতে মুড়িল; সেই চূড়া সকল তাহার অংশ ছিল। ৩ পরে বেদির সকল পাত্র, অর্থাৎ স্থালী ও হাতা ও বাটি ও ত্রিশূল ও অগ্নিপাত্র, এই সকল পাত্র পিত্তলদ্বারা নির্ম্মাণ করিল। ৪ এবং বেদির বেড়ের নীচে অধো অবধি মধ্য পর্য্যন্ত জালবৎ কর্ম্মেতে পিত্তলের জাল নির্ম্মাণ করিল। ৫ এবং সাইঙ্গ রাখিতে পিত্তলের জালের চারি কোণে চারি কড়া করিল। ৬ পরে সে শিটীম কাষ্ঠদ্বারা সাইঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পিত্তলেতে মুড়িল। ৭ এবং বেদি বহনার্থে তাহার পার্শ্বের উপরে ঐ সাইঙ্গ কড়াতে পরাইল, এবং তক্তাদ্বারা বেদি ফাঁপা করিল।

৮ অপর যে স্ত্রীগণ মণ্ডলীর আবাসদ্বারের নিকটে সেবা করিত, সেই সেবাকারি স্ত্রীগণের পিত্তলনির্ম্মিত দর্পণদ্বারা সে প্রক্ষালনপাত্র ও তাহার পায়া নির্ম্মাণ করিল।

৯ অপর সে প্রাঙ্গণ প্রস্তুত করিল, এবং দক্ষিণদিগে প্রাঙ্গণের দক্ষিণ যবনিকা পাকান সূত্রেতে এক শত হস্ত, ১০ ও তাহার বিংশতি স্তম্ভ ও পিত্তলের বিংশতি চুঙ্গি, এবং স্তম্ভের আঁকড়া ও শলাকা রূপার করিল। ১১ পরে উত্তরদিগের যবনিকা এক শত হস্ত, ও তাহার বিংশতি স্তম্ভ ও পিত্তলের বিংশতি চুঙ্গি, এবং

স্তম্ভের আঁকড়া ও শলাকা রূপার করিল।
১২ পরে পশ্চিম পার্শ্বের যবনিকা পঞ্চাশ হস্ত,
ও তাহার দশ স্তম্ভ ও দশ চুঙ্গি, এবং স্তম্ভের
আঁকড়া ও শলাকা রূপার করিল। ১৩ এবং পূর্ব্ব-
দিগে পূর্ব্বপার্শ্বের দীর্ঘতা পঞ্চাশ হস্ত। ১৪ এবং
প্রাঙ্গণের দ্বারের কাছে এক দিগের নিমিত্তে
পোনের হস্ত যবনিকা ও তাহার তিন স্তম্ভ ও
তিন চুঙ্গি, ১৫ এবং অন্য দিগের নিমিত্তে পো-
নের হস্ত যবনিকা ও তাহার তিন স্তম্ভ ও তিন
চুঙ্গি করিল। ১৬ প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিগের সকল
যবনিকা পাকান সূত্রেতে প্রস্তুত করিল। ১৭ এবং
পিত্তলদ্বারা স্তম্ভের চুঙ্গি, ও রূপাদ্বারা স্তম্ভের
আঁকড়া ও শলাকা, এবং তাহার মাথলা রূপ্য-
মণ্ডিত, এবং রূপার শলাকাতে প্রাঙ্গণের সকল
স্তম্ভ সংযুক্ত হইল। ১৮ এবং প্রাঙ্গণের দ্বারের
আচ্ছাদনবস্ত্র নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ পা-
কান সূত্রের সূচিকর্ম্মে প্রস্তুত করিল, এবং তাহার
দীর্ঘতা প্রাঙ্গণের যবনিকার ন্যায় বিংশতি হস্ত
এবং প্রস্থতা ও উচ্চতা পঞ্চ হস্ত। ১৯ এবং তাহার
চারি স্তম্ভ ও পিত্তলের চারি চুঙ্গি ও রূপার আঁক-
ড়া, এবং তাহার মাথলা রূপ্যমণ্ডিত ও শলাকা
রূপ্যময় করিল। ২০ এবং আবাসের প্রাঙ্গণের
চারি দিগের সকল খিল পিত্তলদ্বারা করিল।
২১ আবাসের অর্থাৎ সাক্ষ্যরূপ আবাসের
এই সকল বস্তু লেবীয় লোককর্ত্তৃক রক্ষিত
হওনার্থে মূসার আজ্ঞানুসারে হারোণ যাজকের
পুত্র ঈথামরের দ্বারা গণিত ছিল। ২২ পর-
মেশ্বর মূসাদ্বারা যে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদ-
নুসারে যিহূদা বংশজাত হূরের পৌত্র ঊরির
পুত্র বিৎসলেল্ ঐ সকল নির্ম্মাণ করিল। ২৩ এবং
নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ পাকান সূত্রেতে
শিল্পকারি এবং খোদক ও বিজ্ঞ তন্তুবায় দান্-
বংশজাত অহীষামকের পুত্র অহলীয়াব্ তাহার
সহকারী ছিল। ২৪ পবিত্র আবাসের সকল
বিষয়ের সকল কর্ম্মে এই সকল স্বর্ণ লাগিল,
অর্থাৎ নৈবেদ্যের সমস্ত স্বর্ণ পবিত্র আবাসের
শেকলনুসারে ঊনত্রিশ মণ ও সাত শত ত্রিশ
শেকল্ ছিল। ২৫ এবং মণ্ডলীর গণিত লোকের
রূপা পবিত্র আবাসের শেকলনুসারে এক শত
মণ ও এক সহস্র সাত শত পঁচাত্তর শেকল্
ছিল। ২৬ প্রতি গণিত লোকের জন্যে, অর্থাৎ
যাহারা বিংশতি বৎসর বয়স্ক কিম্বা তদপেক্ষা
অধিক বয়স্ক ছিল, সেই ছয় লক্ষ তিন সহস্র
সাড়ে পাঁচ শত লোকের মধ্যে প্রত্যেক জনের
জন্যে এক বেকা, অর্থাৎ পবিত্র আবাসের শে-
কলনুসারে অর্দ্ধ২ শেকল্ দিতে হইয়াছিল।
২৭ অপর সেই এক শত মণ রূপাতে পবিত্র
আবাসের ও তিরস্করিণীর চুঙ্গি ঢালা গেল;
এক শত চুঙ্গির কারণ এক শত মণ, অর্থাৎ
এক২ চুঙ্গির কারণ এক২ মণ ব্যয় হইল।
২৮ এবং ঐ এক সহস্র সাত শত পঁচাত্তর
শেকল্ রূপাতে সে স্তম্ভের কারণ আঁকড়া
নির্ম্মাণ করিল, ও তাহার মাথলা মণ্ডিত করিল,
ও তাহা শলাকাতে সংযুক্ত করিল। ২৯ এবং
দানের পিত্তল সত্তরি মণ ও দুই সহস্র চারি
শত শেকল্ ছিল। ৩০ এবং তাহাদ্বারা মণ্ডলীর
আবাসের দ্বারের চুঙ্গি ও তাহার পিত্তলময়
বেদি ও তাহার পিত্তলময় জাল ও বেদির
সকল পাত্র নির্ম্মাণ করিল। ৩১ এবং প্রাঙ্গ-
ণের চতুর্দ্দিগে চুঙ্গি ও প্রাঙ্গণের দ্বারের চুঙ্গি
ও আবাসের সকল খিল ও প্রাঙ্গণের চতু-
র্দ্দিগের সকল খিল নির্ম্মাণ করিল।

৩৯ অধ্যায়।

১ পবিত্র বস্ত্র ও এফোদের কথা, ৮ ও বুকপাটার কথা, ২২ ও এফোদের বস্ত্রের কথা, ২৭ ও গাত্রীয় বস্ত্র ও উষ্ণীষের কথা, ৩০ ও পবিত্র মুকুটের স্বর্ণ পত্রের কথা, ৩২ ও আবাসের তাবৎ কর্ম্মের সমাপ্তি।

১ পরে লোকেরা মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আ-
জ্ঞানুসারে নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ সূত্র-
দ্বারা পবিত্র স্থানের সেবার্থে বস্ত্র প্রস্তুত করিল,
বিশেষতঃ হারোণের জন্যে পবিত্র বস্ত্র প্রস্তুত
করিল। ২ ফলতঃ স্বর্ণদ্বারা ও নীলবর্ণ ও ধূম্র-
বর্ণ ও রক্তবর্ণ পাকান সূত্রদ্বারা এফোদ্ নির্ম্মাণ
করিল। ৩ তাহারা স্বর্ণ পিটাইয়া পাত করিয়া
বিচিত্র কর্ম্মদ্বারা নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ
সূক্ষ্মবস্ত্রের মধ্যে বুনিবার জন্যে তাহা কাটিয়া
তার করিল। ৪ এবং যোড়া দিবার জন্যে দুই
স্কন্ধপটি করিল; তাহাতে দুই মুড়াতে পরস্পর
যোড়া দেওয়া গেল। ৫ এবং মূসার প্রতি পর-
মেশ্বরের আজ্ঞানুসারে এফোদের উপরিস্থিত
বিচিত্র পটুকা তৎকর্ম্মানুসারে স্বর্ণদ্বারা এবং
নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ পাকান সূত্রদ্বারা
নির্ম্মিত হইল। ৬ পরে মূসার প্রতি পরমেশ্ব-
রের আজ্ঞানুসারে তাহারা খোদিত মুদ্রার ন্যায়
ইস্রায়েল্ বংশের নামে খোদিত স্বর্ণময় স্থা-
লীতে খচিত দুই হারৎমণি খুদিল। ৭ এবং
এফোদের দুই স্কন্ধপটির উপরে ইস্রায়েল্ বং-
শের স্মরণার্থক মণিরূপে তাহা বসাইল।
৮ পরে এফোদের ন্যায় সে স্বর্ণদ্বারা ও
নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ পাকান সূত্রদ্বারা
বিচিত্র কর্ম্মেতে বুকপাটা নির্ম্মাণ করিল। ৯ তাহা
চতুষ্কোণ ছিল, এবং তাহারা তাহা দোহারা
করিয়া এক বিঘত দীর্ঘ ও এক বিঘত প্রস্থ
করিল। ১০ এবং তাহা চারি পঙ্ক্তি মণিতে

খচিত করিল, তাহার প্রথম পঙ্ক্তিতে চুণী ও
পদ্মরাগ ও তাম্রমণি দিল। ১১ এবং দ্বিতীয় প-
ঙ্ক্তিতে মরকত ও নীলকান্ত ও হীরক দিল।
১২ এবং তৃতীয় পঙ্ক্তিতে লশুনীয় ও যিস্ম ও কটা-
হেলা দিল। ১৩ এবং চতুর্থ পঙ্ক্তিতে গোদন্ত ও
বৈদূর্য্য ও সূর্য্যকান্ত; এই সকল মণিতে স্বর্ণস্থালী
খচিত হইল। ১৪ ইস্রায়েল্ বংশের নামসম্বলিত
এই মণি তাহাদের নামানুসারে দ্বাদশ হইল,
এবং মুদ্রার ন্যায় এক ২ মণিতে ঐ দ্বাদশ বং-
শের এক ২ নাম হইল। ১৫ পরে তাহারা বুক-
পাটার কোণে নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা পাকান শৃঙ্খল
নির্ম্মাণ করিল। ১৬ এবং স্বর্ণের দুই স্থালী ও
স্বর্ণের দুই কড়া নির্ম্মাণ করিয়া বুকপাটার দুই
কোণে ঐ দুই কড়া বদ্ধ করিল। ১৭ এবং বুক-
পাটার কোণস্থিত দুই কড়ার মধ্যে পাকান
স্বর্ণের সেই দুই শৃঙ্খল রাখিল। ১৮ এবং পা-
কান শৃঙ্খলের দুই মুড়া দুই স্থালীতে বদ্ধ করিয়া
এফোদ্ বস্ত্রের সম্মুখে দুই স্কন্ধপটির উপরে
রাখিল। ১৯ এবং স্বর্ণের দুই কড়া নির্ম্মাণ করিয়া
বুকপাটার দুই কোণে ভিতরভাগে এফোদের
সম্মুখস্থ মুড়াতে রাখিল। ২০ এবং স্বর্ণের আর
দুই কড়া করিয়া এফোদের স্কন্ধপটিতে অধো-
দিগে সম্মুখভাগে তাহার সংযোগের স্থানে
এফোদের বিচিত্র পটুকার উপরে রাখিল।
২১ তাহাতে মুসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানু-
সারে বুকপাটা যেন এফোদ্হইতে না খসিয়া
এফোদের বিচিত্র পটুকার উপরে থাকে, এই
জন্যে তাহারা কড়াতে নীল সূত্র দিয়া এফোদের
কড়ার সহিত বুকপাটাকে বদ্ধ করিয়া রাখিল।
২২ পরে মুসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানু-
সারে সে এফোদের পরিধেয় বস্ত্র বুনিল;
তাহা তন্তুবায়ের কৃত ও সমুদয় নীলবর্ণ।
২৩ এবং তাহার মধ্যে বর্ম্মছিদ্রের ন্যায় এক
ছিদ্র ছিল; তাহা যেন না ছিঁড়ে, এই জন্যে
সে ছিদ্রের চারি দিগে বন্ধন দিল। ২৪ এবং
তাহারা ঐ বস্ত্রের আঁচলার উপরে নীলবর্ণ ও
ধূম্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ পাকান সূত্রেতে দাড়িম নি-
র্ম্মাণ করিল। ২৫ পরে তাহারা নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা
কিঙ্কিণী করিয়া দাড়িমের মধ্যে ২ বস্ত্রের অঞ্চ-
লের চারি দিগে দাড়িমের মধ্যে দিল। ২৬ অর্থাৎ
সেবা করণার্থক বস্ত্রের অঞ্চলের চারি দিগে এক
কিঙ্কিণী ও তাহার পরে এক দাড়িম, ও তা-
হার পরে এক কিঙ্কিণী ও তাহার পরে এক
দাড়িম, এই রূপ করিল।
২৭ অপর মুসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞা-
নুসারে তাহারা হারোণের ও তাহার পুত্রগণের
জন্যে সূক্ষ্ম সূত্র নির্ম্মিত উড়নী, ২৮ ও সূক্ষ্ম
সূত্র নির্ম্মিত উষ্ণীষ ও সূক্ষ্ম সূত্র নির্ম্মিত শি-
রোভূষণ ও পাকান সূক্ষ্ম সূত্র নির্ম্মিত পরিধেয়
বস্ত্র প্রস্তুত করিল। ২৯ এবং নীলবর্ণ ও ধূম্রবর্ণ
ও রক্তবর্ণ পাকান সূত্রেতে সূচিকর্ম্মদ্বারা এক
কটিবন্ধন প্রস্তুত করিল।
৩০ পরে মুসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞা-
নুসারে তাহারা নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা পবিত্র মুকু-
টের পত্র নির্ম্মাণ করিয়া খোদিত মুদ্রার ন্যায়
তাহার উপরে 'পরমেশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র,'
ইহা লিখিল। ৩১ পরে ঊর্দ্ধেতে উষ্ণীষের উপরে
রাখিবার জন্যে তাহা নীল সূত্র দিয়া বাঁধিল।
৩২ এই প্রকারে মণ্ডলীর আবাসের তাম্বুর
সকল কর্ম্ম সমাপ্ত হইল; মুসার প্রতি পর-
মেশ্বরের আজ্ঞানুসারে ইস্রায়েল্ বংশ তাবৎ
কর্ম্ম করিল। ৩৩ পরে তাহারা মুসার নিকটে
ঐ আবাস আনিল, এবং তাহার তাম্বু ও সকল
পাত্র ও ঘুণ্টী ও তক্তা ও অর্গল ও স্তম্ভ ও চুঙ্গি,
৩৪ ও রক্তীকৃত মেষচর্ম্মেতে নির্ম্মিত আচ্ছাদন
ও তহশ্চর্ম্ম নির্ম্মিত আচ্ছাদন ও বিচ্ছেদবস্ত্ররূপ
তিরস্করিণী, ৩৫ এবং সাক্ষ্যসিন্দুক ও তাহার
সাইঙ্গ ও পাপাচ্ছাদন, ৩৬ এবং মেজ ও তা-
হার সকল পাত্র ও দর্শনীয় রুটী, ৩৭ ও নি-
র্ম্মল দীপবৃক্ষ ও তাহার দীপ অর্থাৎ দীপা-
বলী ও তাহার সকল পাত্র ও দীপার্থ তৈল,
৩৮ এবং স্বর্ণময় বেদি ও অভিষেকার্থ তৈল
ও ধূপার্থ সুগন্ধি দ্রব্য ও আবাসের দ্বারের
আচ্ছাদনবস্ত্র, ৩৯ এবং পিত্তলময় বেদি ও তা-
হার পিত্তলময় জাল ও তাহার সাইঙ্গ ও সকল
পাত্র এবং প্রক্ষালনপাত্র ও তাহার পায়া,
৪০ এবং প্রাঙ্গণের যবনিকা ও তাহার স্তম্ভ ও
চুঙ্গি ও প্রাঙ্গণদ্বারের আচ্ছাদনবস্ত্র ও তাহার
রজ্জু ও খিল ও মণ্ডলীর তাম্বুর জন্যে আবা-
সের সেবার সকল পাত্র, ৪১ এবং পবিত্র স্থানে
সেবার্থ বস্ত্র অর্থাৎ হারোণ যাজকের পবিত্র বস্ত্র
ও তাহার পুত্রদের যাজনকর্ম্ম সম্বন্ধীয় বস্ত্র, ইত্যা-
দি ৪২ যে ২ কর্ম্ম করিতে মুসার প্রতি পরমেশ্বর
আজ্ঞা করিয়াছিলেন, ইস্রায়েল্ বংশ তাহা সকলি
নির্ম্মাণ করিল। ৪৩ পরে মূসা ঐ সকল ক্রিয়ার
প্রতি দৃষ্টি করিলে তাহারা পরমেশ্বরের আ-
জ্ঞানুসারে সকলি করিয়াছে, ইহা দেখিল; পরে
মূসা তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিল।

৪০ অধ্যায়।

১ আবাসের স্থাপন ও অভিষেক করণ, ১২ ও হা-
রোণ ও তাহার পুত্রগণকে পবিত্র করণ, ১৭ ও
পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে মুসার তাবৎ কর্ম্ম করণ,
৩৪ ও মেঘ ও অগ্নিরূপ স্তম্ভের কথা।

১ অপর পরমেশ্বর মুসাকে কহিলেন, ২ তুমি প্র-
থম মাসের প্রথম দিনে মণ্ডলীর আবাসের তাম্বু

স্থাপন করিবা। ৩ এবং তাহার মধ্যে সাক্ষ্য-
সিন্দুক রাখিয়া তিরস্করিণী টাঙ্গাইয়া সেই সি-
ন্দুক আচ্ছাদন করিবা। ৪ পরে মেজ ভিতরে
আনিয়া তাহার উপরে অনুক্রমে নিরূপিত বস্তু
রাখিবা, এবং দীপবৃক্ষ ভিতরে আনিয়া তা-
হার দীপ জ্বালিয়া দিবা। ৫ এবং স্বর্ণময় ধূপ-
বেদি সাক্ষ্যসিন্দুকের সম্মুখে রাখিবা, এবং
আবাসদ্বারের আচ্ছাদনবস্ত্র টাঙ্গাইবা। ৬ এবং
মণ্ডলীর তাম্বুর আবাসের দ্বারের সম্মুখে হো-
মবেদি রাখিবা। ৭ এবং মণ্ডলীর তাম্বু ও বে-
দির মধ্যে প্রক্ষালনপাত্র রাখিয়া তাহার মধ্যে
জল দিবা। ৮ এবং চতুর্দ্দিগে প্রাঙ্গণ প্রস্তুত
করিবা ও প্রাঙ্গণের দ্বারে আচ্ছাদনবস্ত্র টাঙ্গা-
ইবা। ৯ পরে অভিষেকার্থ তৈল লইয়া আ-
বাস ও তন্মধ্যবর্ত্তি সকল বস্তু অভিষেক করি-
য়া তাহা ও তাহার সকল পাত্র পবিত্র করিবা;
তাহাতে সে সকল পবিত্র হইবে। ১০ এবং তুমি
হোমবেদি ও তাহার সকল পাত্র অভিষেক করি-
য়া পবিত্র করিবা; তাহাতে তাহা অতি পবিত্র
বেদি হইবে। ১১ এবং তুমি প্রক্ষালনপাত্র ও
তাহার পায়া অভিষেক করিয়া পবিত্র করিবা।

১২ পরে তুমি হারোণকে ও তাহার পুত্র-
গণকে মণ্ডলীর আবাসের দ্বারের নিকটে আ-
নিয়া জলেতে স্নান করাইবা। ১৩ এবং আ-
মার যাজনকর্ম্ম করিতে হারোণকে পবিত্র বস্ত্র
পরিধান করাইয়া অভিষেক করিয়া পবিত্র করি-
বা। ১৪ এবং তাহার পুত্রগণকে আনিয়া উত্ত-
রীয় বস্ত্র পরিধান করাইবা। ১৫ এবং তাহাদের
পিতাকে যেমন অভিষেক করিয়াছ, তদ্রূপ তা-
হাদিগকেও অভিষেক করিবা, তাহাতে তাহারা
আমার যাজনকর্ম্ম করিবে; সেই অভিষেক
তাহাদের পুরুষানুক্রমে নিত্য যাজকতার মূল
হইবে। ১৬ মূসা এই রূপ করিল; সে পরমেশ্বরের
আজ্ঞানুসারে সকলই করিল।

১৭ পরে মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞা-
নুসারে দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম মাসের প্রথম
দিনে আবাস স্থাপিত হইল। ১৮ এবং মূসা
আবাস স্থাপন করিতে তাহার চুঙ্গি দিয়া তক্তা
বসাইয়া অর্গল প্রবেশ করাইয়া তাহার স্তম্ভ
তুলিল। ১৯ পরে ঐ আবাসের উপরে তাম্বু
স্থাপন করিল, এবং তাম্বুর উপরে আচ্ছাদন বি-
স্তার করিল।

২০ পরে মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানু-
সারে সে সাক্ষ্যপুস্তক লইয়া সিন্দুকে রা-
খিল, এবং সিন্দুকে সাইঙ্গ দিয়া সিন্দুকের
উপরে পাপাচ্ছাদন রাখিল। ২১ এবং আ-
বাসের মধ্যে সিন্দুক আনিল, এবং আচ্ছা-
দনার্থে বিচ্ছেদবস্ত্ররূপ তিরস্করিণী টাঙ্গাইয়া সা-
ক্ষ্যসিন্দুক আচ্ছাদন করিল।

২২ পরে মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞা-
নুসারে সে আবাসের উত্তর পার্শ্বে তিরস্করিণীর
বাহিরে মণ্ডলীর তাম্বুতে মেজ রাখিল। ২৩ এবং
তাহার উপরে পরমেশ্বরের সম্মুখে রুটী সা-
জাইয়া রাখিল।

২৪ এবং মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞা-
নুসারে সে মেজের সম্মুখে আবাসের দক্ষিণ
পার্শ্বে মণ্ডলীর তাম্বুতে দীপবৃক্ষ রাখিল;
২৫ এবং পরমেশ্বরের সম্মুখে প্রদীপ জ্বালিল।

২৬ পরে মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানু-
সারে সে মণ্ডলীর তাম্বুতে তিরস্করিণীর সম্মুখে
স্বর্ণবেদি রাখিল, ২৭ এবং তাহার উপরে সু-
গন্ধি ধূপ জ্বালাইল।

২৮ আর মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানু-
সারে সে আবাসের দ্বারে আচ্ছাদনবস্ত্র টা-
ঙ্গাইল। ২৯ এবং মণ্ডলীর তাম্বুর আবাসের দ্বা-
রের নিকটে হোমবেদি রাখিয়া তাহার উপরে
হোমবলি ও নৈবেদ্য উৎসর্গ করিল।

৩০ এবং মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানু-
সারে সে মণ্ডলীর তাম্বু ও বেদির মধ্যস্থানে
প্রক্ষালনপাত্র রাখিয়া তাহার মধ্যে প্রক্ষাল-
নার্থে জল রাখিল। ৩১ তাহাতে মূসা ও হা-
রোণ ও তাহার পুত্রগণ আপন২ হস্ত ও পদ
ধৌত করে। ৩২ যে কোন সময়ে তাহারা মণ্ড-
লীর তাম্বুতে প্রবেশ করে কিম্বা বেদির নিকট-
বর্ত্তী হয়, তৎকালে ধৌত করে। ৩৩ পরে সে
আবাসের ও বেদির চারি দিগে প্রাঙ্গণ প্রস্তুত
করিল, এবং প্রাঙ্গণের দ্বারে আচ্ছাদনবস্ত্র টাঙ্গা-
ইল; এই রূপে মূসা ঐ কার্য্য সমাপ্ত করিল।

৩৪ অনন্তর মেঘ ঐ মণ্ডলীর তাম্বু আচ্ছাদন
করিল, এবং পরমেশ্বরের তেজ আবাস পরিপূর্ণ
করিল। ৩৫ তাহাতে মূসা মণ্ডলীর তাম্বুতে প্রবেশ
করিতে পারিল না, কারণ মেঘ তাহার উপরে
অবস্থিতি করিয়াছিল, ও পরমেশ্বরের তেজ আ-
বাস পরিপূর্ণ করিয়াছিল। ৩৬ পরে আবাসের
উপরহইতে মেঘ নীত হইলে ইস্রায়েল্ বংশ
আপনাদের প্রত্যেক যাত্রাতে অগ্রসর হইত।
৩৭ কিন্তু মেঘ যখন ঊর্দ্ধে নীত না হইত, তখন
যাবৎ ঊর্দ্ধে নীত না হইত, তাবৎ তাহারা যাত্রা
করিত না। ৩৮ কেননা ইস্রায়েলের তাবৎ বং-
শের দৃষ্টিগোচরে তাহাদের সমস্ত যাত্রাতে দি-
বাতে পরমেশ্বরের মেঘ এবং রাত্রিতে অগ্নি
আবাসের উপরে অবস্থিতি করিত।

লেবীয় পুস্তক

অর্থাৎ

মূসালিখিত তৃতীয় পুস্তক।

---

১ অধ্যায়।

১ হোমের বিধি, ৩ অর্থাৎ গোরুর, ১০ ও মেষের,
১৪ ও পক্ষির হোমের বিধি।

১ অপর পরমেশ্বর মণ্ডলীর আবাসে থাকিয়া
মূসাকে ডাকিয়া এই কথা কহিলেন, ২ তুমি ইস্রা-
য়েল্‌ বংশের সহিত কথা কহিয়া তাহাদিগকে
বল, তোমাদের কেহ যদি পরমেশ্বরের উদ্দেশে
বলি উৎসর্গ করে, তবে সে গোরু কিম্বা মেষ-
পালহইতে বলি লইয়া উৎসর্গ করুক।
৩ সে যদি গোপালহইতে হোমার্থক বলি দিতে
চাহে, তবে নির্দ্দোষ পুংপশু লইয়া পরমেশ্ব-
রের সম্মুখে গ্রাহ্য হওনার্থে মণ্ডলীর আবাসদ্বা-
রের নিকটে আনয়ন করিবে। ৪ পরে হোমবলির
মস্তকে হস্তার্পণ করিবে, তাহাতে সে বলি তা-
হার প্রায়শ্চিত্তরূপে গ্রাহ্য হইবে। ৫ পরে সে
পরমেশ্বরের সম্মুখে ঐ বৎসকে বধ করিলে হা-
রোণের পুত্র যাজকগণ তাহার রক্ত লইয়া মণ্ড-
লীর আবাসদ্বারের নিকটস্থ বেদির উপরে চতু-
র্দ্দিগে ছিটাইবে। ৬ এবং সে তাহার চর্ম্ম খু-
লিয়া তাহাকে খণ্ড২ করিবে। ৭ পরে হারোণ
যাজকের পুত্রগণ বেদির উপরে অগ্নি রাখি-
বে, ও অগ্নির উপরে কাষ্ঠ সাজাইবে। ৮ এবং
হারোণের পুত্র যাজকেরা সেই বেদির উপ-
রিস্থ অগ্নির ও কাষ্ঠের উপরে তাহার খণ্ড
সকল ও মস্তক ও মেদ রাখিবে। ৯ কিন্তু তা-
হার নাড়ী ও পদ জলে ধৌত করিবে; পরে
যাজক বেদির উপরে সে সমস্ত দগ্ধ করিবে;
তাহাতে তাহা পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত
সুগন্ধি হোমবলি হইবে।
১০ আর যদি সে মেষের কিম্বা ছাগের পাল-
হইতে হোমার্থক বলি দিতে চাহে, তবে নির্দ্দোষ
পুংপশু লইয়া ১১ বেদির পার্শ্বে উত্তরদিগে
পরমেশ্বরের সম্মুখে বধ করিবে, এবং হারোণের
পুত্র যাজকগণ বেদির উপরে চারি দিগে তা-
হার রক্ত ছিটাইবে। ১২ পরে সে তাহা খণ্ড২
করিলে যাজক মস্তক ও মেদশুদ্ধ তাহা বেদির
উপরিস্থ অগ্নির ও কাষ্ঠের উপরে সাজাইবে।
১৩ কিন্তু তাহার নাড়ী ও পদ জলে ধৌত করিবে;
পরে যাজক সে সমস্ত উৎসর্গ করিয়া বেদির
উপরে দগ্ধ করিবে; তাহাতে তাহা পর-
মেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত সুগন্ধি হোমবলি
হইবে।
১৪ আর যদি সে পরমেশ্বরের উদ্দেশে প-
ক্ষিগণহইতে হোমার্থক বলি দিতে চাহে, তবে
ঘুঘুদের কিম্বা কপোতশাবকদের মধ্যহইতে
সেই বলি লইবে। ১৫ পরে যাজক তাহা বেদির
নিকটে আনিয়া তাহার মস্তক মুচড়াইয়া তা-
হাকে বেদিতে দগ্ধ করিবে, এবং তাহার রক্ত
বেদির পার্শ্বে নিষ্পীড়ন করিবে। ১৬ পরে সে
তাহার মলের সহিত আমাশয় লইয়া বেদির
পূর্ব্বপার্শ্বে ভস্মের স্থানে নিক্ষেপ করিবে।
১৭ পরে পক্ষের মূল ভাঙ্গিবে, কিন্তু তাহাকে
দুই ভাগ করিবে না, এবং যাজক বেদির উপ-
রিস্থ অগ্নির ও কাষ্ঠের উপরে তাহাকে দগ্ধ
করিবে; তাহাতে তাহা পরমেশ্বরের উদ্দেশে
অগ্নিকৃত সুগন্ধি হোমবলি হইবে।

২ অধ্যায়।

১ ভক্ষ্য নৈবেদ্যের বিধি, ৪ অর্থাৎ তুন্দুরে জাত
নৈবেদ্যের কথা, ৫ ও পাত্রে ভর্জ্জিত নৈবেদ্যের
কথা, ৭ ও কটাহে ভর্জ্জিত নৈবেদ্যের কথা,
১১ ও নৈবেদ্য প্রস্তুত করণের কথা।

১ আর কেহ যদি পরমেশ্বরের উদ্দেশে ভক্ষ্য
নৈবেদ্য দিতে চাহে, তবে সূক্ষ্ম সূজি তাহার
নৈবেদ্য হইবে, এবং সে তাহার উপরে তৈল
ঢালিয়া কুন্দুরু দিয়া ২ হারোণের পুত্র যা-
জকদের নিকটে তাহা আনিবে, তাহাতে যাজক
তাহাহইতে এক মুষ্টি সূক্ষ্ম সূজি ও কিঞ্চিৎ
তৈল ও সমস্ত কুন্দুরু লইয়া তৎস্মরণার্থক অংশ-
রূপে বেদির উপরে দগ্ধ করিবে; তাহাতে
তাহা পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত সুগন্ধি নৈ-

বেদ্য হইবে। [৩] এই ভক্ষ্য নৈবেদ্যের অবশিষ্ট
অংশ হারোণের ও তাহার পুত্রগণের হইবে;
ইহা পরমেশ্বরের অগ্নিকৃত উপহার হওয়াতে
অতি পবিত্র হয়।

[৪] আর যদি তুমি ভক্ষ্য নৈবেদ্যরূপে তুন্দুরে
পক্ক দ্রব্য দিতে চাহ, তবে তৈলমিশ্রিত ও তাড়ী-
শূন্য সূক্ষ্ম সূজির পিষ্টক ও তৈলাক্ত তাড়ীশূন্য
সূক্ষ্ম পিষ্টক দিতে হইবে।

[৫] আর যদি তুমি ভক্ষ্য নৈবেদ্যরূপে পাত্রে
ভর্জ্জিত দ্রব্য দিতে চাহ, তবে তৈলমিশ্রিত তা-
ড়ীশূন্য সূক্ষ্ম সূজি দিতে হইবে। [৬] তুমি তাহা
খণ্ড২ করিয়া তাহার উপরে তৈল ঢালিবা;
তাহাই নৈবেদ্য হইবে।

[৭] আর যদি তুমি ভক্ষ্য নৈবেদ্যরূপে কটাহে
ভর্জ্জিত দ্রব্য দিতে চাহ, তবে তৈলপক্ক সূক্ষ্ম
সূজি দিতে হইবে। [৮] এই দ্রব্যের যে নৈবেদ্য
তুমি পরমেশ্বরের উদ্দেশে দিবা, তাহা আনিয়া
যাজককে দিবা, পরে সে তাহা বেদির নিকটে
আনিবে। [৯] এবং যাজক সেই নৈবেদ্যের স্মর-
ণার্থক অংশরূপে তাহার কিছু লইয়া বেদিতে
দগ্ধ করিবে; তাহাতে তাহা পরমেশ্বরের উদ্দেশে
অগ্নিকৃত সুগন্ধি উপহার হইবে। [১০] এবং ঐ
নৈবেদ্যের অবশিষ্ট অংশ হারোণের ও তা-
হার পুত্রগণের হইবে; ইহা পরমেশ্বরের অগ্নি-
কৃত উপহার হওয়াতে অতি পবিত্র হয়।

[১১] তোমরা পরমেশ্বরের উদ্দেশে যে কোন
ভক্ষ্য নৈবেদ্য আনয়ন কর, তাহা তাড়ীযুক্ত
হইবে না, কেননা তাড়ী কিম্বা মধু ইহার কিছুই
পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত নৈবেদ্যরূপে দগ্ধ
করা তোমাদের অকর্ত্তব্য। [১২] তোমরা প্রথম-
জাত দ্রব্যের নৈবেদ্যরূপে পরমেশ্বরের উদ্দেশে
তাহা নিবেদন করিতে পার, কিন্তু সুগন্ধি উপ-
হারার্থে বেদির উপরে তাহা জ্বালাইবা না।
[১৩] আর তোমরা আপন২ ভক্ষ্য নৈবেদ্যের
প্রত্যেক দ্রব্য লবণাক্ত করিবা; তোমরা আ-
পন২ ভক্ষ্য নৈবেদ্যে ঈশ্বরীয় নিয়মসূচক লব-
ণের ন্যূন না করিয়া সকল নৈবেদ্যের সহিত
লবণ নিবেদন করিবা। [১৪] এবং যদি তুমি পর-
মেশ্বরের উদ্দেশে প্রথমজাত শস্যের নৈবেদ্য
নিবেদন কর, তবে তোমার প্রথমজাত শস্যের
নৈবেদ্যরূপে অগ্নিতে শুষ্ক সম্পূর্ণ শীষহইতে
মর্দ্দিত কোমল বীজ নিবেদন করিবা। [১৫] এবং
তাহার উপরে তৈল দিবা ও কুন্দুরু রাখিবা;
তাহাতেই তাহা নৈবেদ্য হইবে। [১৬] পরে যা-
জক তাহার স্মরণার্থক অংশরূপে কিছু মর্দ্দিত
শস্য ও কিছু তৈল ও সমস্ত কুন্দুরু দগ্ধ করি-
বে; তাহাতে তাহা পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত
উপহার হইবে।

৩ অধ্যায়।

১ মঙ্গলার্থক বলির বিধি, ৬ ও মঙ্গলার্থক বলির জন্যে
মেষশাবকের, ১২ ও ছাগলের কথা।

[১] অপর মঙ্গলার্থে বলিদান করিতে যদি কেহ
পালহইতে পুরুষ কিম্বা স্ত্রী গোরু দেয়, তবে
সে পরমেশ্বরের সম্মুখে নির্দ্দোষ পশু আনিয়া
[২] মণ্ডলীর আবাসের দ্বারে আপন বলির মস্তকে
হস্তার্পণ করিয়া তাহাকে বধ করিবে; পরে
হারোণের পুত্র যাজকগণ তাহার রক্ত বেদির
উপরে চারি দিগে ছিটাইবে। [৩] পরে সে পরমে-
রের উদ্দেশে ঐ মঙ্গলার্থক বলি সম্বন্ধীয় অগ্নিকৃত
উপহার উৎসর্গ করিবে, ফলতঃ তাহার নাড়ী-
ঢাকা মেদ ও অন্ত্রোপরিস্থিত পার্শ্বস্থ মেদ [৪] ও
দুই মেটিয়া ও তদুপরিস্থ পার্শ্বস্থ মেদ ও
যকৃতের উপরিস্থ অন্ত্রাপ্লাবক মেটিয়ার সহিত
ছাড়িয়া লইবে। [৫] পরে হারোণের পুত্রগণ বে-
দির উপরিস্থ অগ্নির ও কাষ্ঠের ও হব্যের উপরে
তাহা দগ্ধ করিবে; তাহাতে তাহা পরমেশ্ব-
রের উদ্দেশে অগ্নিকৃত সুগন্ধি উপহার হইবে।

[৬] আর যদি কেহ পরমেশ্বরের উদ্দেশে
মেষাদিপালহইতে মঙ্গলার্থক বলি দেয়, তবে সে
নির্দ্দোষ পুরুষ কিম্বা স্ত্রী পশু উৎসর্গ করিবে।
[৭] ফলতঃ কেহ যদি মেষশাবক বলিদান করে,
তবে সে পরমেশ্বরের সম্মুখে তাহা আনিয়া
[৮] মণ্ডলীর আবাসের সম্মুখে আপন বলির মস্তকে
হস্তার্পণ করিয়া তাহাকে বধ করিবে, এবং হা-
রোণের পুত্রগণ বেদির উপরে চারি দিগে তাহার
রক্ত ছিটাইবে। [৯] এবং পরমেশ্বরের উদ্দেশে
মঙ্গলার্থক বলিসম্বন্ধীয় অগ্নিকৃত উপহার উৎ-
সর্গ করিবে; ফলতঃ তাহার লাঙ্গূলের সমস্ত
মেদ মেরুদণ্ডের নিকটহইতে ছাড়িয়া লইবে, ও
নাড়ীঢাকা মেদ ও নাড়ীর উপরিস্থিত সমস্ত মেদ,
[১০] ও দুই মেটিয়া ও তাহার উপরিস্থিত পা-
র্শ্বের মেদ, ও যকৃতের উপরিস্থিত অন্ত্রাপ্লাবক
মেটিয়ার সহিত ছাড়িয়া লইবে। [১১] পরে যা-
জক তাহা বেদির উপরে দগ্ধ করিবে; তাহাতে
তাহা পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার-
রূপ ভক্ষ্য হইবে।

[১২] আর যদি কেহ ছাগল বলিদান করে,
তবে সে তাহা পরমেশ্বরের সম্মুখে আনিয়া
[১৩] মণ্ডলীর আবাসের সম্মুখে তাহার মস্তকে
হস্তার্পণ করিয়া তাহাকে বধ করিবে, এবং
হারোণের পুত্রগণ বেদির উপরে চারি দিগে
তাহার রক্ত ছিটাইবে। [১৪] পরে সে তাহা-
হইতে পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার
উৎসর্গ করিবে, অর্থাৎ নাড়ীঢাকা মেদ ও
নাড়ীর উপরিস্থ সকল মেদ [১৫] ও দুই মেটিয়া

ও তাহার উপরিস্থিত পার্শ্বস্থ মেদ, ও যকৃতের
উপরিস্থিত অন্ত্রাপলাবক মেটিয়ার সহিত ছড়িয়া
লইবে। ১৬ পরে যাজক বেদির উপরে সে
সমস্ত দগ্ধ করিবে; তাহাতে তাহা অগ্নিকৃত
সুগন্ধি উপহাররূপ ভক্ষ্য হইবে; তাবৎ মেদ
পরমেশ্বরের হইবে। ১৭ তোমাদের পুরুষানুক্রমে
তোমাদের সকল নিবাসে এই এক নিত্য বিধি
হইবে, তোমরা মেদ ও রক্ত কিছুই ভোজন
করিবা না।

৪ অধ্যায়।

১ যাজকের অজ্ঞাত পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থে বলিদানের কথা, ১৩ ও মণ্ডলীর অজ্ঞাত পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থে বলিদানের কথা, ২২ ও অধ্যক্ষের অজ্ঞাত পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থে বলিদানের কথা, ২৭ ও সাধারণ লোকদের অজ্ঞাত পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থে বলিদানের কথা।

১ অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২ তুমি
ইস্রায়েল্ বংশকে কহ, কেহ যদি না বুঝিয়া
পাপ করে, অর্থাৎ পরমেশ্বরের আজ্ঞাতে নিষিদ্ধ
কর্ম্মের মধ্যে কোন এক কর্ম্ম করে; ৩ বিশে-
ষতঃ অভিষিক্ত যাজক যদি লোকদের অপ-
রাধজনক পাপ করে, তবে সে আপনার কৃত
পাপের জন্যে পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রায়শ্চিত্তার্থে
নির্দ্দোষ এক গোবৎস উৎসর্গ করিবে। ৪ পরে
মণ্ডলীর আবাসের দ্বারের নিকটে পরমেশ্বরের
সম্মুখে সেই গোবৎস আনিয়া তাহার মস্তকে
হস্তার্পণ করিয়া পরমেশ্বরের সম্মুখে তাহাকে
বধ করিবে। ৫ এবং অভিষিক্ত যাজক সেই
গোবৎসের কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া মণ্ডলীর আ-
বাসের মধ্যে আনিবে। ৬ এবং সেই রক্তে
আপন অঙ্গুলি ডুবাইয়া পবিত্র স্থানের তিরস্ক-
রিণীর অগ্রভাগে পরমেশ্বরের সম্মুখে সাত বার
তাহার কিঞ্চিৎ রক্ত ছিটাইবে। ৭ পরে যাজক
সেই রক্তের কিছু লইয়া মণ্ডলীর আবাসের
মধ্যস্থিত সুগন্ধি ধূপের বেদির চূড়াতে পর-
মেশ্বরের সম্মুখে দিবে, পরে গোবৎসের সমস্ত
রক্ত লইয়া মণ্ডলীর আবাসের দ্বারস্থিত হোম-
বেদির মূলে ঢালিবে। ৮ আর মঙ্গলার্থক বলি-
দানের গোবৎসকে যেমন করিতে হয়, তদ্রূপ
প্রায়শ্চিত্তার্থক গোবৎসের নাড়ীঢাকা মেদ ও
অন্ত্রের উপরিস্থিত মেদ, ৯ ও দুই মেটিয়া ও তা-
হার উপরের পার্শ্বস্থ মেদ ও যকৃতের উপ-
রিস্থ অন্ত্রাপলাবক মেটিয়ার সহিত ছড়িয়া লই-
বে, ১০ এবং যাজক হোমবেদির উপরে তাহা
দগ্ধ করিবে। ১১ পরে ঐ গোবৎসের চর্ম্ম ও
মাংস সকল ও মস্তক ও পদ ও অন্ত্র ও গোময়,
১২ সর্ব্বশুদ্ধ বৎসকে লইয়া শিবিরের বাহিরে শুচি
স্থানে, অর্থাৎ ভস্মক্ষেপণের স্থানে আনিয়া
কাষ্ঠের উপরে অগ্নিতে দগ্ধ করিবে, ফলতঃ
যে স্থানে ভস্ম ফেলিয়া দেয়, সেই স্থানে তাহা
দগ্ধ করিবে।

১৩ আর ইস্রায়েল্ বংশের সমস্ত মণ্ডলী যদি
না বুঝিয়া পাপ করে, এবং তাহা মণ্ডলীর
গোচর না হয়, এবং পরমেশ্বরের আজ্ঞার বি-
রুদ্ধ কোন অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া যদি দোষী হয়,
১৪ তবে সেই আজ্ঞার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি,
ইহা যখন জ্ঞাত হইবে, তৎকালে মণ্ডলী সেই
পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থে এক গোবৎসকে উৎসর্গ
করিবে; লোকেরা মণ্ডলীর আবাসের সম্মুখে তা-
হাকে আনিবে। ১৫ পরে মণ্ডলীর প্রাচীন লোক
সকল পরমেশ্বরের সম্মুখে সেই গোবৎসের
মস্তকে হস্তার্পণ করিলে পরমেশ্বরের সম্মুখে তা-
হাকে বধ করা যাইবে। ১৬ পরে অভিষিক্ত
যাজক তাহার রক্তের কিছু মণ্ডলীর আবাসের
মধ্যে আনিবে। ১৭ এবং যাজক সেই রক্তে
আপন অঙ্গুলি ডুবাইয়া তাহার কিঞ্চিৎ তিরস্ক-
রিণীর অগ্রভাগে পরমেশ্বরের সম্মুখে সাত বার
ছিটাইবে। ১৮ এবং সেই রক্তের কিঞ্চিৎ লইয়া
মণ্ডলীর আবাসের মধ্যে পরমেশ্বরের সম্মুখে
স্থিত বেদির চূড়ার উপরে দিবে; পরে অন্য
সমস্ত রক্ত মণ্ডলীর আবাসের দ্বারের নিকটস্থিত
হোমবেদির মূলে ঢালিয়া দিবে। ১৯ এবং
বলিহইতে তাহার সমস্ত মেদ লইয়া বেদির
উপরে দগ্ধ করিবে। ২০ এবং সে ঐ প্রায়-
শ্চিত্তের বৎসকে যেরূপ করে, ইহাকেও তদ্রূপ
করিবে; এই রূপে যাজক তাহাদের জন্যে
প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহাতে তাহাদের পাপের
ক্ষমা হইবে। ২১ পরে সে গোবৎসকে শিবি-
রের বাহিরে লইয়া প্রথম বৎসের ন্যায় তা-
হাকেও দগ্ধ করিবে; এই রূপে মণ্ডলীর প্রায়-
শ্চিত্ত হইবে।

২২ আর যদি কোন অধ্যক্ষ পাপ করে,
অর্থাৎ না বুঝিয়া পরমেশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধ
কোন অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া দোষী হয়, ২৩ তবে
সেই আজ্ঞার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি, ইহা
যখন সে জ্ঞাত হইবে, তৎকালে বলিদানের
জন্যে এক নির্দ্দোষ পুংছাগবৎস আনিবে।
২৪ পরে সে ঐ ছাগবৎসের মস্তকে হস্তার্পণ
করিয়া হোমবলিদানের স্থানে পরমেশ্বরের সম্মুখে
তাহাকে বধ করিবে, ইহাই প্রায়শ্চিত্ত হইবে।
২৫ পরে যাজক আপন অঙ্গুলিদ্বারা প্রায়শ্চি-
ত্তের কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া হোমবেদির চূড়ার
উপরে দিবে, এবং তাহার সমস্ত রক্ত হোম-
বেদির মূলে ঢালিয়া দিবে। ২৬ এবং মঙ্গলার্থক
বলিদানের মেদের ন্যায় তাহার সকল মেদ

লইয়া বেদিতে দগ্ধ করিবে; এই রূপে যাজক
তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহাতে
তাহার পাপের ক্ষমা হইবে।
২৭ আর সাধারণ লোকদের মধ্যে যদি কেহ
না বুঝিয়া পরমেশ্বরের কোন আজ্ঞার বিরুদ্ধে
অকর্ত্তব্য কর্ম্মদ্বারা পাপ করিয়া দোষী হয়,
২৮ তবে সে যখন আপনার কৃত পাপ জ্ঞাত
হইবে, তৎকালে সেই পাপের জন্যে বলি-
দান করিতে পালের মধ্যহইতে এক নির্দ্দোষ
ছাগবৎসা আনিবে। ২৯ পরে ঐ প্রায়শ্চিত্ত-
বলির মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া হোমবলিদানের
স্থানে সেই প্রায়শ্চিত্তার্থক বলি বধ করিবে।
৩০ পরে যাজক অঙ্গুলিদ্বারা তাহার কিঞ্চিৎ
রক্ত লইয়া হোমবেদির চূড়ার উপরে দিবে,
এবং তাহার সমস্ত রক্ত বেদির মূলে ঢালিয়া
দিবে। ৩১ এবং মঙ্গলার্থক বলিহইতে নীত
মেদের ন্যায় তাহার সকল মেদ ছাড়িয়া লইবে;
পরে যাজক পরমেশ্বরের উদ্দেশে সুগন্ধি উপ-
হারার্থে বেদির উপরে তাহা দগ্ধ করিবে; এই
রূপে যাজক তাহার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিবে,
তাহাতে তাহার পাপ ক্ষমা হইবে। ৩২ কেহ যদি
প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তে মেষশাবক আনে, তবে
এক নির্দ্দোষ মেষবৎসাকে আনিবে। ৩৩ এবং
সেই প্রায়শ্চিত্তবলির মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া
হোম বলি দানের স্থানে প্রায়শ্চিত্তের বলিকে
বধ করিবে। ৩৪ পরে যাজক অঙ্গুলিদ্বারা তা-
হার কিছু রক্ত লইয়া হোমবেদির চূড়ার উপরে
দিবে, এবং সমস্ত রক্ত বেদির মূলে ঢালিয়া
দিবে। ৩৫ পরে মঙ্গলার্থক বলি যে মেষশাবক,
তাহার মেদের ন্যায় তাহার সকল মেদ ছাড়িয়া
লইবে, ও যাজক বেদিতে পরমেশ্বরের উদ্দেশে
অগ্নিকৃত উপহারের বিধিমতে তাহা দগ্ধ করি-
বে; এই রূপে যাজক তাহার কৃত পাপের
প্রায়শ্চিত্ত করিবে; তাহাতে সে পাপের ক্ষমা
পাইবে।

৫ অধ্যায়।

১ সাক্ষ্য না দেওন ইত্যাদি দোষে মেষ কিম্বা ছাগ-
বৎসার বলিদান, ৭ ও তাহার অভাবে ঘুঘু বলি-
দান, ১১ ও ঘুঘুর অভাবে সুজির নৈবেদ্য দেওন,
১৪ ও অজ্ঞাতসার দোষ বিষয়ে মেষবলির কথা,
১৭ ও অজ্ঞাতসার সাধারণ দোষে মেষবলির কথা।

১ অপর যদি কেহ সাক্ষী হইয়া দিব্য করাও-
নের কথা শুনিলেও যাহা দেখিয়াছে কিম্বা
জানে, তাহা প্রকাশ না করিয়া পাপ করে,
তবে সে আপন অপরাধের শাস্তি ভোগ করিবে।
২ কিম্বা যদি কেহ না জানিয়া অশুচি দ্রব্য, অর্থাৎ
অশুচি জন্তুর শব, কিম্বা অশুচি গোমেষাদির
শব, কিম্বা অশুচি উরোগামির শব স্পর্শ করে,
তবে সে অশুচি ও দোষী হইবে। ৩ কিম্বা মনু-
ষ্যের কোন অশৌচকারি দ্রব্য, অর্থাৎ যাহাদ্বারা
মনুষ্য অশুচি হয়, এমত কিছু যদি অজ্ঞাতসারে
স্পর্শ করে, তবে সে তাহা জ্ঞাত হইলে দোষী
হইবে। ৪ আর যেরূপ বাচালতা পূর্ব্বক দিব্য
করা লোকদের সম্ভব হয়, সেই রূপ বাচালতার
কথা কহিয়া সৎক্রিয়া কি অসৎক্রিয়া হউক, আমি
অমুক কর্ম্ম করিব, এই প্রকার দিব্য যদি কেহ
অসাবধানে করে, তবে সে তাহা জ্ঞাত হইলে
তদ্বিষয়ে দোষী হইবে। ৫ এবং সেই রূপে দোষী
হইলে নিজ পাপ স্বীকার করা তাহার কর্ত্তব্য।
৬ পরে সে প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তে পালহইতে
মেষবৎসা কিম্বা ছাগবৎসা লইয়া পরমেশ্বরের
উদ্দেশে আপন কৃত পাপের উপযুক্ত দোষা-
র্থক বলি উৎসর্গ করিবে; তাহাতে যাজক তা-
হার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে।
৭ অপর সে যদি মেষবৎসা আনিতে অক্ষম
হয়, তবে আপন কৃত দোষের জন্যে দুই ঘুঘু
কিম্বা দুই কপোতের বৎস লইয়া তাহার এক-
টা প্রায়শ্চিত্তার্থে, অন্য হোমার্থে পরমেশ্বরের
উদ্দেশে উৎসর্গ করিবে। ৮ সে তাহাদিগকে
যাজকের নিকটে আনিলে যাজক অগ্রে প্রায়শ্চি-
ত্তার্থক বলি উৎসর্গ করিয়া তাহার গলা মুচড়াইবে,
কিন্তু ছিঁড়িবে না। ৯ পরে প্রায়শ্চিত্তবলির কি-
ঞ্চিৎ রক্ত লইয়া বেদির গাত্রে ছিটাইবে, এবং
অবশিষ্ট রক্ত বেদির মূলে ঢালিয়া দিবে;
তাহাতেই প্রায়শ্চিত্ত হইবে। ১০ পরে সে বিধিমতে
দ্বিতীয়কে হোমার্থে উৎসর্গ করিবে; এই রূপে
যাজক তাহার কৃত পাপের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত
করিবে, তাহাতে তাহার পাপ ক্ষমা হইবে।
১১ আর সে যদি দুই ঘুঘু কিম্বা দুই কপো-
তের বৎস আনিতেও অক্ষম হয়, তবে সে
আপন পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থে ঐফার দশমাংশ
সূজির উপহার আনিবে; তাহার উপরে তৈল
দিবে না, ও কুন্দুরু রাখিবে না, কেননা তাহা
প্রায়শ্চিত্ত। ১২ পরে সে তাহা যাজকের নি-
কটে আনিলে যাজক তাহার স্মরণার্থক অংশ-
রূপে তাহাহইতে এক মুষ্টি লইয়া পরমেশ্বরের
উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহারের ন্যায় তাহা দগ্ধ
করিবে; তাহাতেই প্রায়শ্চিত্ত হইবে। ১৩ যাজক
তাহার কৃত পাপের জন্যে ইহার একেতে
প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহাতে তাহার পাপ ক্ষমা
হইবে; এবং ভক্ষ্য নৈবেদ্যের বিধি অনুসারে
অবশিষ্ট দ্রব্য যাজকের হইবে।
১৪ অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ১৫ কেহ
যদি না বুঝিয়া পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন
করিয়া তাঁহার পবিত্র বস্তু বিষয়ে ত্রুটি করে,

তবে সে পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে তোমার
নিরূপিত মূল্য দিয়া পালহইতে নির্দ্দোষ এক
মেষকে আনিয়া দোষার্থক বলিরূপে পরমেশ্-
রের উদ্দেশে উৎসর্গ করিবে। ১৬ এবং পবিত্র
বস্তু বিষয়ে যে ত্রুটি করিয়াছে, তাহার পরি-
শোধ করিবে, তদ্ভিন্ন পঞ্চাংশের একাংশ
যাজককে দিবে; এবং যাজক সেই দোষার্থক
মেষবলিদ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহা-
তে তাহার পাপ ক্ষমা হইবে।
১৭ আর যদি কেহ পরমেশ্বরের আজ্ঞাদ্বারা
নিষিদ্ধ কোন কর্ম্ম করিয়া পাপ করে, তবে
সে তাহা না জানিলেও দোষী হইয়া আপন
অপরাধ ভোগ করিবে। ১৮ সে তোমার নিরূ-
পিত মূল্য দিয়া পালহইতে এক নির্দ্দোষ মেষ-
কে আনিয়া দোষার্থক বলিরূপে যাজকের নি-
কটে উপস্থিত করিবে, এবং যাজক তাহার
অজ্ঞানকৃত দোষের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিবে;
তাহাতে তাহার পাপ ক্ষমা হইবে। ১৯ ইহাই
দোষার্থক বলি; পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে দোষ
করিলে ইহাই তাঁহাকে দেওয়া আবশ্যক।

৬ অধ্যায়।

১ প্রতিবাসির বিরুদ্ধে দোষবিষয়ে বলিদান, ৮ ও যাজকদের নিমিত্তে প্রকাশিত বলিদানের বিধি, ১৪ ও ভক্ষ্য নৈবেদ্যের বিধি, ১৯ ও অভিষেকের দিনে যাজকের ভক্ষ্য নৈবেদ্যের বিধি, ২৪ ও প্রায়শ্চিত্তের বিধি।

১ অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২ কেহ
যদি পাপ করিয়া পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে অন্যায়
করে, কিম্বা গচ্ছিত কিম্বা হস্তে সমর্পিত কিম্বা
অপহৃত বস্তুর বিষয়ে প্রতিবাসির কাছে মিথ্যা-
কথা কহে, কিম্বা আপন প্রতিবাসির প্রতি
অন্যায় করে, ৩ কিম্বা হারাণ দ্রব্য পাইয়া
রাখে, ও তদ্বিষয়ে মিথ্যা কথা কহে ও মিথ্যা
দিব্য করে, এই প্রকার যে২ কর্ম্ম করিয়া মনুষ্য
পাপী হয়, ৪ ইহার কোন কর্ম্মদ্বারা পাপ করা-
তে যদি কেহ দোষী হইয়া থাকে, তবে সে
যাহা বলেতে লইয়াছে, কিম্বা অন্যায়েতে পা-
ইয়াছে, কিম্বা যে গচ্ছিত বস্তু তাহার কাছে
সমর্পিত হইয়াছে, কিম্বা সে যে হারাণ বস্তু
পাইয়া রাখিয়াছে, ৫ কিম্বা যে কোন বিষয়ে সে
মিথ্যা দিব্য করিয়াছে, সেই সকল বস্তু ফিরিয়া
দিবে; তাহার দোষ নিশ্চয় সময়ে সে দ্রব্য-
স্বামিকে মূলবস্তু এবং তাহার পঞ্চাংশের এ-
কাংশ অধিক ফিরিয়া দিবে। ৬ এবং পরমে-
শ্বরের উদ্দেশে দোষার্থক বলি উৎসর্গ করিবে,
ফলতঃ তোমার নিরূপিত মূল্য দিয়া পাল-
হইতে এক নির্দ্দোষ মেষবলি যাজকের নিকটে
আনিবে। ৭ পরে যাজক পরমেশ্বরের সম্মুখে
তাহার নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিবে; তাহাতে
যে কোন কর্ম্মদ্বারা সে দোষী হইয়াছে, তাহা-
হইতে ক্ষমা পাইবে।
৮ অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ৯ তুমি
হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে এই আজ্ঞা
কর। হোমের এই বিধি; হবনীয় দ্রব্য সমস্ত
রাত্রি প্রভাত পর্য্যন্ত বেদির অগ্নিকুণ্ডে থাকিবে,
এবং বেদির অগ্নি তাহাতে প্রজ্বলিত থাকি-
বে। ১০ এবং যাজক মসিনার গাত্রীয় ও মসি-
নার পরিধেয় বস্ত্র শরীরে পরিধান করিবে, এবং
বেদির উপরে অগ্নিকৃত হোমের যে ভস্ম আছে,
তাহা তুলিয়া বেদির পার্শ্বে রাখিবে। ১১ পরে
সে ঐ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া অন্য বস্ত্র পরিধান
করিয়া শিবিরের বাহিরে কোন শুচি স্থানে ভস্ম
লইয়া যাইবে। ১২ কিন্তু বেদির উপরিস্থিত
অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিবে, নির্ব্বাণ হইবে না;
যাজক প্রতি প্রাতঃকালে তাহার উপরে কাষ্ঠ
দিয়া প্রজ্বলিত করিবে, এবং তাহার উপরে
নিরূপিত হোমবলি দিবে, ও মঙ্গলার্থক বলির
মেদ তাহাতে দগ্ধ করিবে। ১৩ বেদির উপরে
অগ্নি সর্ব্বদা জ্বলিবে, কখনো নির্ব্বাণ হইবে না।
১৪ আর ভক্ষ্য নৈবেদ্যের এই বিধি; হারো-
ণের পুত্রগণ বেদির অগ্রে পরমেশ্বরের সম্মুখে
তাহা আনিবে। ১৫ পরে যাজক তাহাহইতে
আপন মুষ্টি পূর্ণ করিয়া অর্থাৎ নৈবেদ্যের কিছু
সূজি ও কিছু তৈল ও তাহার উপরিস্থ সমস্ত
কুন্দুরু লইয়া তাহার স্মরণার্থক অংশরূপে পর-
মেশ্বরের উদ্দেশে সুগন্ধি উপহারার্থে বেদিতে
দগ্ধ করিবে। ১৬ এবং হারোণ ও তাহার পুত্র-
গণ তাহার অবশিষ্ট অংশ ভোজন করিবে;
তাহা তাড়ীশূন্য এবং পবিত্র স্থানীয় ভক্ষ্য;
তাহারা মণ্ডলীর আবাসের প্রাঙ্গণের মধ্যে তাহা
ভোজন করিবে। ১৭ এবং তাড়ীর সহিত তাহার
পাক হইবে না, আমি আপন অগ্নিকৃত উপ-
হারহইতে তাহাদের অংশের কারণ তাহা দি-
লাম; প্রায়শ্চিত্তবলি ও দোষার্থক বলির ন্যায়
তাহা অতি পবিত্র। ১৮ হারোণ বংশীয় তাবৎ
পুরুষ তাহা ভোজন করিবে; তোমাদের পুরুষা-
নুক্রমে পরমেশ্বরের অগ্নিকৃত উপহারের এই
নিত্য বিধি; যে কেহ তাহা স্পর্শ করিবে, সে
পবিত্র হইবে।
১৯ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২০ অভি-
ষেক দিনে হারোণ ও তাহার পুত্রগণ পরমে-
শ্বরের উদ্দেশে যে উপহার উৎসর্গ করিবে,
তাহার এই বিধি; তাহারা নিত্য ভক্ষ্য নৈবে-
দ্যার্থে ঐফার দশমাংশ সূক্ষ্ম সূজি লইয়া
প্রাতঃকালে অর্দ্ধেক ও সন্ধ্যাকালে অর্দ্ধেক উৎসর্গ

করিবে। ২১ তাহারা কটাহেতে তৈল দিয়া তাহা ভাজিবে; ভর্জ্জিত হইলে তুমি তাহা আনিয়া ঐ ভক্ষ্য নৈবেদ্যের খণ্ড ২ পক্বান্ন সকল সুগন্ধি উপহারার্থে পরমেশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করিবা। ২২ পরে হারোণের পুত্রগণের মধ্যে যে কেহ তাহার পদে অভিষিক্ত যাজক হইবে, সে তাহা উৎসর্গ করিবে, পরমেশ্বরের উদ্দেশে এই নিত্য বিধি; সে সমস্ত দগ্ধ হইবে। ২৩ কেননা যাজকের প্রত্যেক ভক্ষ্য নৈবেদ্য দগ্ধ করিতে হয়, তাহার কিছু খাওয়া যাইবে না।

২৪ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২৫ তুমি হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে কহ, প্রায়শ্চিত্তবলির এই বিধি; যে স্থানে হোমবলির ছেদন হয়, সেই স্থানে পরমেশ্বরের সম্মুখে প্রায়শ্চিত্তবলিরও ছেদন হইবে; তাহা অতি পবিত্র হইবে। ২৬ যে যাজক পাপার্থে তাহা উৎসর্গ করে, সেই তাহা ভোজন করিবে; সে পবিত্র স্থানে অর্থাৎ মণ্ডলীর আবাসের প্রাঙ্গণে তাহা ভোজন করিবে। ২৭ এবং যে কেহ তাহার মাংস স্পর্শ করে, সে পবিত্র হইবে; এবং তাহার রক্ত যদি কোন বস্ত্রে লাগে, তবে ঐ রক্তমুক্ষিত বস্ত্র পবিত্র স্থানে ধৌত করিবা। ২৮ এবং যে মৃৎপাত্রে তাহার পাক হয়, তাহা ভাঙ্গিতে হইবে; যদি পিত্তলের পাত্রে তাহার পাক হয়, তবে তাহা মার্জ্জন করিয়া জলে পরিষ্কার করিতে হইবে। ২৯ যাজকদের তাবৎ পুরুষ তাহা ভোজন করিতে পারিবে; তাহা অতি পবিত্র হয়। ৩০ কিন্তু পবিত্র স্থানে প্রায়শ্চিত্ত করিতে যে কোন প্রায়শ্চিত্ত বলির রক্ত মণ্ডলীর আবাসের ভিতরে আনীত হইবে, তাহা ভক্ষ্য হইবে না, অগ্নিতে দগ্ধ হইবে।

৭ অধ্যায়।

১ দোষার্থ বলির বিধি, ১১ ও মঙ্গলার্থ বলির বিধি, ২২ ও মেদ ও রক্ত ভোজনে নিষেধ, ২৮ ও যাজকদের অংশ নিরূপণ, ৩৫ ও বিধি নিরূপণের সময়ের কথা।

১ আর দোষার্থক বলির এই বিধি; তাহা অতি পবিত্র। ২ যে স্থানে লোকেরা হোমবলির ছেদন করে, সেই স্থানে দোষার্থক বলির ছেদন করিবে, এবং (যাজক) বেদির উপরে চারি দিগে তাহার রক্ত প্রক্ষেপ করিবে। ৩ এবং তাহার সকল মেদ, বিশেষতঃ লাঙ্গুল ও নাড়ীঢাকা মেদ, ৪ ও দুই মেটিয়া ও তাহার উপরে পার্শ্বস্থ মেদ, ও দুই মেটিয়ার সহিত যকৃতের উপরিস্থ অন্ত্রাপলাবক ছড়িয়া লইয়া উৎসর্গ করিবে। ৫ এবং যাজক পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহারার্থে বেদির উপরে এই সকল দগ্ধ করিবে, ইহা দোষার্থক বলি। ৬ এবং যাজকগণের তাবৎ পুরুষ তাহা ভোজন করিবে, কিন্তু পবিত্র স্থানে তাহা ভোজন করিতে হইবে, তাহা অতি পবিত্র। ৭ প্রায়শ্চিত্ত বলি ও দোষার্থ বলি উভয়ের এক বিধি; যে যাজক তাহাদ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করে, তাহা তাহার হইবে। ৮ এবং যে যাজক যাহার হোমবলি উৎসর্গ করে, সে তাহার উৎসৃষ্ট হোমবলির চর্ম্ম পাইবে। ৯ এবং তুন্দুরে কিম্বা কটাহেতে কিম্বা পাত্রেতে পক্ক যত ভক্ষ্য নৈবেদ্য, সে সকল উৎসর্গকারি যাজকের হইবে। ১০ কিন্তু তৈলে মিশ্রিত কিম্বা শুষ্ক সকল নৈবেদ্য সমানরূপে হারোণের সকল পুত্রের হইবে।

১১ আর পরমেশ্বরের উদ্দেশে উৎসৃষ্ট মঙ্গলার্থক বলির এই বিধি। ১২ কেহ যদি প্রশংসার বলি আনে, তবে সে প্রশংসাবলির সহিত তৈলমিশ্রিত তাড়ীশূন্য রুটী ও তৈলাক্ত তাড়ীশূন্য পিষ্টক ও তৈলমিশ্রিত ও ভর্জিত সূক্ষ্ম সুজির পিষ্টক নিবেদন করিবে। ১৩ সেই পিষ্টক ভিন্ন সে মঙ্গলার্থক প্রশংসাবলির সহিত তাড়ীযুক্ত রুটী নিবেদন করিবে। ১৪ পরে সে তাহাহইতে অর্থাৎ প্রত্যেক উপহারহইতে এক ২ পিষ্টক লইয়া উত্তোলনীয় নৈবেদ্যরূপে পরমেশ্বরের উদ্দেশে নিবেদন করিবে; যে যাজক মঙ্গলার্থক বলির রক্ত প্রক্ষেপ করে, সে তাহা পাইবে। ১৫ এবং মঙ্গলাথক প্রশংসাবলির মাংস তাহার নিবেদনদিনে ভোজন করা কর্ত্তব্য; তাহার কিছুই প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত রাখিতে হইবে না। ১৬ তাহার উৎসর্জ্জনীয় বলি যদি মানত হয় কিম্বা স্বেচ্ছাকৃত হয়, তবে বলির উৎসর্গের দিনে তাহা ভোজন করা কর্ত্তব্য, এবং পরদিনেও তাহার অবশিষ্ট অংশ ভোজন করা যাইতে পারে। ১৭ কিন্তু তৃতীয় দিনে বলির অবশিষ্ট মাংস অগ্নিতে দগ্ধ হইবে। ১৮ যদ্যপি কেহ তৃতীয় দিনে সেই মঙ্গলার্থক বলির কিঞ্চিৎ মাংস ভোজন করে, তবে তাহার উৎসর্গকারি ব্যক্তি গ্রাহ্য হইবে না, এবং সেই বলির ফল হইবে না, তাহা ঘৃণার্হ হইবে; এবং যে জন তাহা ভোজন করিয়াছে, সে আপন পাপ আপনি ভোগ করিবে। ১৯ আর কোন অশুচি বস্তুতে যদি মাংসের স্পর্শ হয়, তবে তাহা ভক্ষ্য হইবে না, অগ্নিতে দগ্ধ হইবে; কিন্তু অন্য মাংস সকল শুচি লোক ভোজন করিবে। ২০ আর যে কেহ অশুচি থাকিয়া পরমেশ্বরের প্রতি উৎসৃষ্ট মঙ্গলার্থক বলির মাংস ভোজন করে, সে আপন লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে। ২১ এবং যদি কেহ অশুচি বস্তু, অর্থাৎ মনুষ্যের অশুচি বস্তু কিম্বা অশুচি পশু কিম্বা কোন অশুচি ঘৃণার্হ বস্তু স্পর্শ করিয়া পরমে-

শ্বরের প্রতি উৎসৃষ্ট মঙ্গলার্থক বলির মাংস
ভোজন করে, তবে সে আপন লোকদের মধ্য-
হইতে উচ্ছিন্ন হইবে।
২২ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২৩ তুমি
ইস্রায়েল্ বংশকে কহ, তোমরা গোরুর কিম্বা
মেষের কিম্বা ছাগের মেদ ভোজন করিও
না। ২৪ এবং স্বয়ংমৃত কিম্বা পশুদ্বারা হত
পশুর মেদ অন্যান্য কর্ম্মে ব্যয় করিবা; কিন্তু
কোন মতে তাহা ভোজন করিবা না; ২৫ কেননা
যে কোন পশুহইতে পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নি-
কৃত উপহার উৎসর্গ করা যায়, সেই পশুর
মেদ যে কেহ ভোজন করিবে, সে ভোক্তা আ-
পন লোকহইতে উচ্ছিন্ন হইবে। ২৬ এবং তো-
মাদের তাবৎ আবাসে তোমরা কোন পশুর
কিম্বা পক্ষির রক্ত ভোজন করিও না। ২৭ যে
জন কোন প্রাণির রক্ত ভোজন করে, সে আ-
পন লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে।
২৮ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২৯ তুমি
ইস্রায়েল্ বংশকে কহ, যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের
উদ্দেশে মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করে, সেই
ব্যক্তি আপন মঙ্গলার্থক বলিহইতে পরমেশ্ব-
রের উদ্দেশে নৈবেদ্য আনিবে। ৩০ ফলতঃ আ-
পন হস্তদ্বারা পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত
উপহার অর্থাৎ বক্ষের সহিত মেদ আনিবে;
তাহাতে বক্ষ পরমেশ্বরের সম্মুখে আন্দোলিত
হইবে। ৩১ এবং যাজক বেদির উপরে সেই
মেদ দগ্ধ করিবে, কিন্তু সে বক্ষ হারোণের ও
তাহার পুত্রগণের হইবে। ৩২ এবং তোমরা
মঙ্গলার্থক বলির দক্ষিণ স্কন্ধকে উত্তোলনীয়
দ্রব্যরূপে যাজককে দিবা। ৩৩ হারোণের পুত্র-
গণের মধ্যে যে ব্যক্তি মঙ্গলার্থক বলির রক্ত
ও মেদ উৎসর্গ করে, সে আপন অংশরূপে
তাহার দক্ষিণ স্কন্ধ পাইবে। ৩৪ কেননা ইস্রায়েল্
বংশহইতে আমি মঙ্গলার্থক বলির আন্দোলনীয়
বক্ষ ও উত্তোলনীয় স্কন্ধ লইয়া নিত্য বিধিদ্বারা
ইস্রায়েল্ বংশের কররূপে হারোণ যাজককে
ও তাহার পুত্রগণকে দিলাম।
৩৫ যে দিনে তাহারা পরমেশ্বরের যাজন কর্ম্ম
করিতে নিযুক্ত হইল, সেই দিনাবধি পরমেশ্ব-
রের অগ্নিকৃত উপহারহইতে ইহাই হারোণের
ও তাহার পুত্রগণের অভিষেকজন্য অধিকার
হইয়াছে। ৩৬ পরমেশ্বর তাহার অভিষেকদিনে
পুরুষানুক্রমে নিত্য বিধিদ্বারা ইস্রায়েল্ বংশের
এই কর তাহাদিগকে দিতে আজ্ঞা করিলেন।
৩৭ হোমের ও ভক্ষ্য নৈবেদ্যের ও প্রায়শ্চিত্তের
ও দোষার্থক বলির ও যাজকত্বপদনিয়োগের ও
মঙ্গলার্থক বলির এই বিধি সমাপ্ত। ৩৮ পর-
মেশ্বর যে দিনে সীনয় প্রান্তরে স্থিত ইস্রায়েল্
বংশকে পরমেশ্বরের উদ্দেশে আপন২ উপ-
হার উৎসর্গ করিতে আজ্ঞা দিলেন, সেই দিনে
সীনয় পর্ব্বতে মূসাকে এই বিধি দিলেন।

৮ অধ্যায়।

১ হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে পবিত্র করণ, ১৪ ও তাহাদের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত, ১৮ ও হোম করণ, ২২ ও পবিত্র করণার্থে মেষ বলিদান, ৩১ ও পবিত্র করণের সময় ও স্থান নিরূপণ।

১ অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২ তুমি
হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে এবং তাহা-
দের সহিত বস্ত্র ও অভিষেকার্থক তৈল ও প্রা-
য়শ্চিত্তবলির গোবৎস এবং দুই মেষ ও তাড়ীশূন্য
রুটীর এক চুপড়ি সঙ্গে লও, ৩ এবং মণ্ডলীর
আবাসের দ্বার নিকটে তাবৎ মণ্ডলীকে একত্র
কর। ৪ তাহাতে মূসা পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে
সেই রূপ করিলে মণ্ডলীর আবাসের দ্বারনিকটে
সকল মণ্ডলী একত্র হইল। ৫ তখন মূসা মণ্ড-
লীকে কহিল, পরমেশ্বর এই কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা
করিলেন। ৬ পরে মূসা পরমেশ্বরের আজ্ঞা-
নুসারে হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে আনিয়া
জলেতে স্নান করাইল। ৭ এবং হারোণকে
উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান করাইয়া কটিবন্ধন বন্ধ
করিয়া গাত্রেতে উড়নী দিল, ও তাহার উপরে
এফোদ্ দিল, এবং এফোদের বিচিত্র পটুকাতে
গাত্র বেষ্টন করিয়া তাহার উপরে এফোদ বন্ধ
করিল। ৮ এবং তাহার উপরে বুকপাটা ও বুক-
পাটাতে ঊরীম্ ও তুম্মীম্ বন্ধ করিল। ৯ এবং
তাহার মস্তকে উষ্ণীষ দিল, ও তাহার কপালে
উষ্ণীষের উপরে স্বর্ণপত্রের পবিত্র মুকুট দিল।
১০ পরে মূসা অভিষেকার্থ তৈল লইয়া আবাস
ও তাহার মধ্যস্থিত সকল বস্তু অভিষেক করি-
য়া পবিত্র করিল। ১১ এবং তাহার কিছু লইয়া
বেদির উপরে সাত বার প্রক্ষেপ করিল, এবং
বেদি ও তাহার সকল পাত্র ও প্রক্ষালনপাত্র
ও তাহার পায়া পবিত্র করণার্থে অভিষেক
করিল। ১২ পরে অভিষেকার্থ তৈলের কিঞ্চিৎ
হারোণের মস্তকোপরি ঢালিয়া তাহাকে পবিত্র
করণার্থে অভিষেক করিল। ১৩ পরে মূসা পর-
মেশ্বরের আজ্ঞানুসারে হারোণের পুত্রগণকে
আনিয়া তাহাদিগকেও উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান
করাইল, ও কটি বন্ধন করাইল ও শিরোভূ-
ষণেতে বিভূষিত করিল।
১৪ অপর মূসা পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে
প্রায়শ্চিত্তের গোবৎস আনিলে হারোণ ও তা-
হার পুত্রগণ সেই প্রায়শ্চিত্তার্থক গোবৎসের মস্ত-
কে হস্তার্পণ করিল। ১৫ তখন মূসা তাহাকে বধ
করিয়া তাহার রক্ত লইয়া অঙ্গুলিদ্বারা বেদির

চারি দিগের চূড়াতে দিয়া বেদির নিমিত্তে প্রা-
য়শ্চিত্ত করিল, এবং বেদির মূলে রক্ত ঢালিয়া
দিল, এবং তাহার উপরে প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে
তাহা পবিত্র করিল। ১৬ পরে মূসা অন্ত্রোপরি-
স্থিত সকল মেদ ও যকৃতের উপরিস্থিত অন্ত্রা-
পলাবক ও দুই মেটিয়া ও তাহার মেদ লইয়া
বেদির উপরে দগ্ধ করিল। ১৭ এবং ঐ বৎ-
সের চর্ম্ম ও মাংস ও গোময় লইয়া শিবি-
রের বাহিরে অগ্নিতে দগ্ধ করিল।

১৮ পরে মূসা পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে
হোমার্থক মেষ আনিল; তাহাতে হারোণ ও
তাহার পুত্রগণ মেষের মস্তকে হস্তার্পণ করিলে
১৯ মূসা তাহাকে বধ করিয়া বেদির উপরে
চারি দিগে তাহার রক্ত প্রক্ষেপ করিল। ২০ এবং
মেষকে খণ্ড২ করিয়া তাহার মস্তক ও মাংস-
খণ্ড ও মেদ দগ্ধ করিল। ২১ এবং তাহার অন্ত্র
ও পদ জলে ধৌত করিয়া তাবৎ মেষকে বে-
দির উপরে দগ্ধ করিল; ইহা পরমেশ্বরের উদ্দেশে
সুগন্ধি হোমবলি ও অগ্নিকৃত উপহার হইল।

২২ অপর মূসা পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে
দ্বিতীয় মেষকে অর্থাৎ পদনিয়োগের মেষকে
আনিল; তাহাতে হারোণ ও তাহার পুত্রগণ
ঐ মেষের মস্তকে হস্তার্পণ করিলে ২৩ মূসা তাহা-
কে বধ করিয়া তাহার কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া হা-
রোণের দক্ষিণ কর্ণের প্রান্তে ও তাহার দক্ষিণ
হস্তাঙ্গুষ্ঠোপরি ও দক্ষিণ পাদাঙ্গুষ্ঠোপরি দিল।
২৪ পরে মূসা হারোণের পুত্রগণকে আনিয়া
সেই রক্তের কিঞ্চিৎ লইয়া তাহাদের দক্ষিণ
কর্ণের প্রান্তে ও দক্ষিণ হস্তাঙ্গুষ্ঠোপরি ও
দক্ষিণ পাদাঙ্গুষ্ঠোপরি দিল, এবং অবশিষ্ট
রক্ত বেদির উপরে চারি দিগে প্রক্ষেপ করি-
ল। ২৫ পরে সে মেদ ও লাঙ্গূল ও অন্ত্রো-
পরিস্থিত সকল মেদ ও যকৃতের উপরিস্থিত
অন্ত্রাপলাবক ও দুই মেটিয়া ও তাহার মেদ
ও দক্ষিণ স্কন্ধ লইল। ২৬ পরে পরমেশ্বরের
সম্মুখস্থিত তাড়ীশূন্য রুটীর চুপড়িহইতে এক
তাড়ীশূন্য পিষ্টক ও তৈলপক্ক রুটীর এক
পিষ্টক ও এক সূক্ষ্ম পিষ্টক লইয়া মেদের
ও দক্ষিণ স্কন্ধের উপরে রাখিল। ২৭ এবং হা-
রোণের ও তাহার পুত্রগণের হস্তে সে সকল
রাখিয়া পরমেশ্বরের সম্মুখে আন্দোলনীয় উপ-
হারার্থে আন্দোলন করাইল। ২৮ পরে মূসা
তাহাদের হস্তহইতে সে সকল লইয়া বেদিতে
হোমবলির উপরে দগ্ধ করিল; এই যে পদ-
নিয়োগের নৈবেদ্য তাহা পরমেশ্বরের উদ্দেশে
অগ্নিকৃত সুগন্ধি উপহার হইল। ২৯ অপর
মূসা বক্ষ লইয়া পরমেশ্বরের সম্মুখে আন্দো-
লনীয় উপহারার্থে দোলাইল, এবং পদনি-
য়োগার্থক মেষের বক্ষ মূসার অংশ হইল।
৩০ পরে মূসা অভিষেকার্থ তৈলহইতে ও বে-
দির উপরিস্থিত রক্তহইতে কিছু লইয়া হারো-
ণের উপরে ও তাহার বস্ত্রের উপরে এবং
তাহার পুত্রগণের উপরে ও তাহাদের বস্ত্রের
উপরে প্রক্ষেপ করিয়া হারোণকে ও তাহার
সকল বস্ত্র ও তাহার পুত্রগণকে ও তাহাদের
সকল বস্ত্র পবিত্র করিল।

৩১ পরে মূসা হারোণকে ও তাহার পুত্র-
গণকে কহিল, তোমরা মণ্ডলীর আবাসদ্বারে
(বলির) মাংস সিদ্ধ কর; এবং 'হারোণ ও
তাহার পুত্রগণ তাহা ভোজন করিবে,' আমার
এই আজ্ঞানুসারে তোমরা সেই স্থানে চুপড়ি-
স্থিত পদনিয়োগার্থক রুটীর সহিত সেই মাংস
ভোজন কর। ৩২ পরে অবশিষ্ট মাংস ও
রুটী লইয়া অগ্নিতে ভস্মসাৎ কর। ৩৩ এবং
তোমরা সাত দিন পর্য্যন্ত, অর্থাৎ তোমাদের
পদনিয়োগের সমাপ্তিদিন পর্য্যন্ত মণ্ডলীর আ-
বাসদ্বারহইতে বাহির হইও না; কারণ তোমা-
দের পদনিয়োগে সাত দিন লাগিবে। ৩৪ অদ্য
যে রূপ করা গিয়াছে, পরমেশ্বর তোমাদের
নিমিত্তে তদ্রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে আজ্ঞা করি-
লেন। ৩৫ অতএব তোমরা সাত দিন পর্য্যন্ত
মণ্ডলীর আবাসদ্বারে দিবারাত্রি থাকিবা, এবং
তোমাদের মৃত্যু যেন না হয়, এই জন্যে পর-
মেশ্বরের আজ্ঞা পালন করিবা; আমি এই রূপ
আজ্ঞা পাইলাম। ৩৬ অতএব পরমেশ্বর মূসা-
দ্বারা যেরূপ আজ্ঞা করিলেন, হারোণ ও তা-
হার পুত্রগণ সে সকলি পালন করিল।

৯ অধ্যায়।

১ হারোণের জন্যে বলিদান, ১৫ ও লোকদের নিমি-
ত্তে বলিদান, ২৩ ও মূসা ও হারোণের আশীর্ব্বাদে
লোকদের প্রতি ঈশ্বরের তেজ প্রকাশ হওন।

১ অপর অষ্টম দিনে মূসা হারোণকে ও তা-
হার পুত্রগণকে ও ইস্রায়েল্ বংশের প্রাচীন-
গণকে ডাকিল। ২ পরে সে হারোণকে কহিল,
তুমি প্রায়শ্চিত্তবলির নিমিত্তে নির্দ্দোষ এক গো-
বৎস, ও হোমবলির নিমিত্তে নির্দ্দোষ এক
মেষ লইয়া পরমেশ্বরের সম্মুখে আনয়ন কর।
৩ এবং ইস্রায়েল বংশকে কহ, তোমরা পর-
মেশ্বরের সম্মুখে বলিদানার্থে প্রায়শ্চিত্তবলির
নিমিত্তে এক ছাগ, ও হোমবলির নিমিত্তে
একবর্ষীয় নির্দ্দোষ এক গোবৎস ও এক মেষ-
বৎস, ৪ এবং মঙ্গলার্থক বলির নিমিত্তে এক
বৃষ ও এক মেষ, এবং তৈলমিশ্রিত ভক্ষ্য নৈ-
বেদ্য লইবা; কেননা অদ্য পরমেশ্বর তোমাদের
নিকটে দর্শন দিবেন। ৫ তখন তাহারা মূসার

আজ্ঞানুসারে এই সকল লইয়া মণ্ডলীর আ-
বাসের সম্মুখে আইল, এবং সমস্ত মণ্ডলী নি-
কটবর্ত্তী হইয়া পরমেশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইল।
[৬] পরে মূসা কহিল, পরমেশ্বর তোমাদিগকে
এই ২ কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা করিলেন, ইহা করি-
লে তোমাদের প্রতি পরমেশ্বরের তেজ প্রকাশ
পাইবে। [৭] তখন মূসা হারোণকে কহিল, তুমি
বেদির নিকটে যাইয়া পরমেশ্বরের আজ্ঞানু-
সারে আপনার প্রায়শ্চিত্তবলি ও হোমবলি উৎ-
সর্গ করিয়া আপনার ও লোকদের পাপের প্রায়-
শ্চিত্ত কর, পরে লোকদের উপহার নিবেদন
করিয়া তাহাদের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত কর। [৮] তা-
হাতে মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে
হারোণ বেদির নিকটে যাইয়া আপনার প্রায়-
শ্চিত্তার্থক গোবৎস বলি ছেদন করিল। [৯] পরে
হারোণের পুত্রগণ তাহার নিকটে তাহার রক্ত
আনিলে সে আপন অঙ্গুলি রক্তে ডুবাইয়া
বেদির চূড়ার উপরে দিল, এবং অবশিষ্ট
রক্ত বেদির মূলে ঢালিল। [১০] এবং প্রায়শ্চিত্ত
বলির মেদ ও মেটিয়া ও যকৃতের উপরিস্থিত
অন্ত্রাপলাবক বেদির উপরে হোম করিল। [১১] কিন্তু
তাহার মাংস ও চর্ম্ম শিবিরের বাহিরে লইয়া
অগ্নিতে দগ্ধ করিল। [১২] পরে সে হোমার্থক
বলি ছেদন করিল এবং হারোণের পুত্রগণ তা-
হার নিকটে রক্ত আনিলে সে বেদির উপরে
চারি দিগে তাহা প্রক্ষেপ করিল। [১৩] পরে তা-
হারা হোমবলির মাংসখণ্ড সকল ও মস্তক তাহার
নিকটে আনিলে সে সেই সকল বেদির উপরে
দগ্ধ করিল। [১৪] পরে তাহার অন্ত্র ও পদ
ধৌত করিয়া হোমদ্রব্যের সহিত বেদির উপরে
দগ্ধ করিল।

[১৫] পরে সে লোকদের উপহার আনিল,
এবং লোকদের প্রায়শ্চিত্তার্থক ছাগ লইয়া প্রথ-
মের ন্যায় ছেদন করিয়া পাপ প্রযুক্ত উৎসর্গ
করিল। [১৬] পরে সে হোমবলি আনিয়া বিধি-
মতে উৎসর্গ করিল। [১৭] এবং ভক্ষ্য নৈবেদ্য
আনিয়া তাহার এক মুষ্টি লইয়া বেদির উপ-
রে দগ্ধ করিল। তদ্ভিন্ন সে প্রাতঃকালীয়
হোমবলি দান করিল। [১৮] পরে সে লোক-
দের মঙ্গলার্থক বলিরূপে বৃষ ও মেষ ছেদন
করিল, এবং হারোণের পুত্রগণ তাহার নিকটে
তাহার রক্ত আনিলে সে বেদির উপরে চারি
দিগে তাহা প্রক্ষেপ করিল। [১৯] পরে বৃষের
মেদ ও মেষের লাঙ্গূল ও অন্ত্রের ও মেটি-
য়ার উপরিস্থিত মেদ ও যকৃতের উপরিস্থিত
অন্ত্রাপলাবক, [২০] এই সকল মেদ লইয়া দুই
বক্ষের উপরে রাখিল, ও বেদির উপরে সেই
মেদ দগ্ধ করিল। [২১] এবং, মূসার আজ্ঞানুসারে
হারোণ পরমেশ্বরের সম্মুখে দুই বক্ষ ও দুই
দক্ষিণ স্কন্ধ দোলাইল। [২২] পরে হারোণ লো-
কদের প্রতি আপন হস্ত বিস্তার করিয়া তাহা-
দিগকে আশীর্ব্বাদ করিল; এই রূপে প্রায়-
শ্চিত্ত বলি ও হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ
করিয়া নামিয়া আইল।

[২৩] অনন্তর মূসা ও হারোণ মণ্ডলীর আবা-
সে প্রবেশ করিল, পরে বাহির হইয়া লো-
কদিগকে আশীর্ব্বাদ করিল; তাহাতে তাবৎ
লোকদের প্রতি পরমেশ্বরের তেজ প্রকাশ পা-
ইল। [২৪] এবং পরমেশ্বরের সম্মুখহইতে অগ্নি
নির্গত হইয়া বেদির উপরিস্থিত হোমবলি ও
মেদ ভস্ম করিল; তাহা দেখিয়া সকল লোক
হর্ষনাদ করিয়া উবুড় হইয়া প্রণাম করিল।

১০ অধ্যায়।

১ নিষিদ্ধ অগ্নিদ্বারা ধূপ জ্বালাওনেতে নাদবের ও অবীহূর দগ্ধ হওন, ৮ ও তদ্বিষয়ক বিধি, ১২ ও পবিত্র খাদ্যের বিধি, ১৬ ও সেই বিধি লঙ্ঘনে হারোণের কথা।

[১] অনন্তর হারোণের পুত্র নাদব্ ও অবীহূ আ-
পন ২ ধূনাচি লইয়া তাহাতে অগ্নি রাখিয়া
তাহার মধ্যে ধূনা দিয়া সাধারণ অবৈধ অগ্নি
পরমেশ্বরের সম্মুখে উৎসর্গ করিল। [২] তা-
হাতে পরমেশ্বরের সম্মুখহইতে অগ্নি নির্গত
হইয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিলে তাহারা পর-
মেশ্বরের সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিল। [৩] তখন
মূসা হারোণকে কহিল, পরমেশ্বর এই কথা
কহিলেন, আমি আপন নিকটস্থিত লোকদের
মধ্যে অবশ্য পবিত্র রূপে মান্য হইব, ও সকল
লোকের কাছে গৌরবান্বিত হইব; তাহাতে হা-
রোণ নীরব হইয়া থাকিল। [৪] পরে মূসা হা-
রোণের পিতৃব্য উষীয়েলের পুত্র মীশায়েলকে
ও ইলীষাফন্‌কে ডাকিয়া কহিল, তোমরা নিকটে
আসিয়া পবিত্র স্থানের সম্মুখহইতে শিবিরের
বাহিরে আপনাদের ঐ দুই ভ্রাতাকে তুলিয়া
লইয়া যাও। [৫] তাহাতে তাহারা মূসার আ-
জ্ঞানুসারে নিকটে যাইয়া উত্তরীয় বস্ত্রবিশিষ্ট
তাহাদিগকে তুলিয়া শিবিরের বাহিরে লইয়া
গেল। [৬] পরে মূসা হারোণকে ও তাহার পুত্র
ইলীয়াসর্‌কে ও ঈথামর্‌কে কহিল, তোমাদের
মৃত্যু যেন না হয়, ও সমস্ত মণ্ডলীর প্রতি যেন
ক্রোধ প্রজ্বলিত না হয়, এই জন্যে তোমরা
আপন ২ মস্তক অনাবৃত করিও না ও আপন ২
বস্ত্র চিরিও না, কিন্তু তোমাদের ভ্রাতৃগণ অর্থাৎ
ইস্রায়েলের তাবৎ বংশ পরমেশ্বরের কৃত দাহ
প্রযুক্ত বিলাপ করুক। [৭] আর তোমাদের মৃত্যু
যেন না হয়, এই জন্যে তোমরা মণ্ডলীর আ-

বাসের দ্বারহইতে বাহির হইও না, কেননা
তোমাদের গাত্রে পরমেশ্বরের অভিষেকের তৈল
আছে; তাহাতে তাহারা মূসার বাক্যানুসারে
সেই রূপ করিল।
৮ অপর পরমেশ্বর হারোণকে কহিলেন, ৯ তো-
মাদের মৃত্যু যেন না হয়, এই জন্যে যে সময়ে
তুমি কিম্বা তোমার পুত্রগণ মণ্ডলীর আবাসে
প্রবেশ করিবা, তৎকালে দ্রাক্ষারস ও মদ্য
পান করিও না; ইহা তোমাদের পুরুষানুক্রমে
নিত্য বিধি হইবে। ১০ তাহাতে তোমরা পবিত্রা-
পবিত্র বিষয়ের এবং শুচ্যশুচি বিষয়ের প্রভেদ
করিতে, ১১ এবং পরমেশ্বর মূসাদ্বারা ইস্রায়েল
বংশদিগকে যে সকল বিধি দিয়াছেন, তাহা
তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে পারিবা।
১২ পরে মূসা হারোণকে ও তাহার অব-
শিষ্ট দুই পুত্র ইলিয়াসর্কে ও ঈথামরকে
কহিল, পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহা-
রের অবশিষ্ট যে ভক্ষ্য নৈবেদ্য আছে, তাহা
তোমরা বেদির নিকটে লইয়া তাড়ী ব্যতিরেকে
ভোজন কর, কেননা তাহা অতি পবিত্র। ১৩ এবং
পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহারের মধ্যে
তাহাই তোমার ও তোমার পুত্রগণের প্রাপ্তব্য
অংশ; অতএব তাহা পবিত্র স্থানে ভোজন
কর, আমি এই আজ্ঞা পাইয়াছি। ১৪ এবং
দোলনীয় যে বক্ষ ও উত্তোলনীয় যে স্কন্ধ,
তাহা তুমি ও তোমার পুত্র কন্যাগণ শুচি স্থানে
ভোজন করিবা, কেননা ইস্রায়েল্ বংশের
মঙ্গলার্থক বলির মধ্যে তাহা তোমার ও তো-
মার সন্তানগণের প্রাপ্তব্য অংশ। ১৫ তাহারা
হবনীয় মেদের সহিত যে উত্তোলনীয় স্কন্ধ ও
আন্দোলনীয় বক্ষ আন্দোলনার্থে পরমেশ্বরের
সম্মুখে আনিবে, তাহা পরমেশ্বরের আজ্ঞানু-
সারে নিত্য বিধিমতে তোমার ও তোমার সন্তান-
গণের হইবে।
১৬ অপর মূসা প্রায়শ্চিত্তার্থক ছাগের অন্বে-
ষণ করিল, কিন্তু তাহা দগ্ধ হইয়াছিল; অত-
এব মূসা হারোণের অবশিষ্ট দুই পুত্র ইলি-
য়াসরের ও ঈথামরের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল,
১৭ সেই প্রায়শ্চিত্ত বলি তোমরা কেন পবিত্র স্থানে
ভোজন করিলা না? তাহা অতি পবিত্র, এবং
মণ্ডলীর অপরাধ দূর করণার্থে পরমেশ্বরের
সম্মুখে প্রায়শ্চিত্ত করিতে তাহা তোমাদিগকে
দত্ত হইয়াছে। ১৮ দেখ, পবিত্র স্থানের মধ্যে
তাহার রক্ত আনীত হয় নাই, অতএব আমার
আজ্ঞানুসারে পবিত্র স্থানে তাহা ভোজন করা
তোমাদের কর্ত্তব্য ছিল। ১৯ তখন হারোণ
মূসাকে কহিল, দেখ, উহারা অদ্য পরমেশ্-
বরের উদ্দেশে আপন২ প্রায়শ্চিত্ত বলি ও হোম-
বলি উৎসর্গ করিল, তথাপি আমার প্রতি এমত
ঘটিল; যদ্যপি আমি অদ্য প্রায়শ্চিত্ত বলি
ভোজন করিতাম, তবে তাহা কি পরমেশ্বরের
দৃষ্টিতে গ্রাহ্য হইত? ২০ তখন মূসা তাহা
শুনিয়া ক্ষান্ত হইল।

১১ অধ্যায়।

১ খাদ্যাখাদ্য পশু বিষয়ক বিধি, ৯ ও খাদ্যাখাদ্য
জলজন্তু বিষয়ক বিধি, ১৩ ও খাদ্যাখাদ্য পক্ষি
বিষয়ক বিধি, ২৯ ও খাদ্যাখাদ্য উরোগামি
বিষয়ক বিধি।

১ অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে ও হারোণকে কহি-
লেন, ২ তোমরা ইস্রায়েল্ বংশকে কহ, তো-
মরা ভূচর পশুগণের মধ্যে এই সকল পশু
ভোজন করিবা। ৩ পশুগণের মধ্যে যাহারা দ্বি-
খণ্ড খুরবিশিষ্ট ও জাওর কাটে, তাহাদিগকেই
ভোজন করিবা। ৪ যাহারা জাওর কাটে, কিম্বা
দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট হয়, তাহাদের মধ্যে কেবল
এই ২ পশু তোমরা ভোজন করিবা না; ফলতঃ
উষ্ট্র তোমাদের পক্ষে অশুচি, কেননা সে জা-
ওর কাটে বটে, কিন্তু দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট নয়।
৫ এবং শাফন্ পশু তোমাদের পক্ষে অশুচি,
কেননা সে জাওর কাটে, কিন্তু দ্বিখণ্ড খুর-
বিশিষ্ট নয়। ৬ এবং শশক তোমাদের পক্ষে
অশুচি, কেননা সে জাওর কাটে, কিন্তু দ্বিখণ্ড
খুরবিশিষ্ট নয়। ৭ এবং শূকর তোমাদের
পক্ষে অশুচি, কেননা সে দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট
বটে, কিন্তু জাওর কাটে না। ৮ তোমরা তাহা-
দের মাংস ভোজন করিও না, এবং তাহা-
দের শবও স্পর্শ করিও না; তাহারা তোমা-
দের পক্ষে অশুচি।
৯ আর জলজন্তুর মধ্যে এই সকল ভোজন
করিবা, সমুদ্রস্থিত কিম্বা নদীস্থিত কিম্বা অন্য
জলস্থিত জন্তুর মধ্যে ডেনা ও আঁইস বিশিষ্ট
জন্তু তোমাদের খাদ্য হয়। ১০ কিন্তু নদীস্থিত
কিম্বা অন্য জলস্থিত জলচর প্রাণির মধ্যে যা-
হারা ডেনা ও আঁইস বিশিষ্ট নয়, তাহারা
তোমাদের ঘৃণার্হ হইবে। ১১ তাহারা তোমা-
দের ঘৃণার্হ হইবে, তোমরা তাহাদের মাংস
ভোজন করিবা না, এবং তাহাদের শবকেও
ঘৃণা করিবা। ১২ জলজন্তুর মধ্যে যাহাদের ডে-
না ও আঁইস নাই, সে সকলি তোমাদের
ঘৃণার্হ হইবে।
১৩ আর পক্ষিগণের মধ্যে এই সকল তো-
মাদের ঘৃণার্হ হইবে; তোমাদের খাদ্য নয়,
ঘৃণাস্পদ হইবে। উৎক্রোশ ও হাড়্গিলা ও
কুরল ১৪ ও গৃধ্র ও আপন২ জাতি অনুসারে
চিল, ১৫ এবং আপন২ জাতি অনুসারে সকল

কাক, ১৬ ও আপন ২ জাতি অনুসারে উষ্ট্রপক্ষী
ও রাত্রিশ্যেন ও গাংচিল, ও আপন ২ জাতি
অনুসারে শ্যেন, ১৭ ও পেঁচক ও মাছরাঙ্গা ও
মহাপেচক, ১৮ ও দীর্ঘগল হংস ও পানিভেলা ও
শকুনী, ১৯ ও সারস এবং আপন ২ জাতি অনু-
সারে বক ও টিট্টিভ ও চামচিকা। ২০ এবং
চারি চরণে গমনশীল পক্ষবান্ জন্তু সকল তো-
মাদের ঘৃণার্হ হইবে। ২১ তথাপি চারি চরণে
গমনশীল পক্ষবিশিষ্ট জন্তুর মধ্যে যাহাদের
পৃথিবীতে উল্লম্ফনের নিমিত্তে পদের নলী
দীর্ঘ হয়, তাহারা তোমাদের খাদ্য হইবে।
২২ ফলতঃ আপন ২ জাতি অনুসারে ফড়িঙ্গ,
ও আপন ২ জাতি অনুসারে বাঘাফড়িঙ্গ, ও
আপন ২ জাতি অনুসারে ঝিঁঝি, এবং আ-
পন ২ জাতি অনুসারে অন্য ফড়িঙ্গ, এই সকল
তোমাদের খাদ্য হইবে। ২৩ কিন্তু এতদ্ভিন্ন চতু-
ষ্পদ উড্ডীয়মান পতঙ্গ তোমাদের ঘৃণার্হ হইবে।
২৪ আর তাহাদের দ্বারা তোমরা অশুচি হই-
বা; যে কেহ তাহাদের শব স্পর্শ করিবে,
সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। ২৫ এবং যে
কেহ তাহাদের শবের কোন অংশ বহন করি-
বে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে; তথাপি
সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। ২৬ আর যে
সকল জন্তু সম্পূর্ণরূপে দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট না
হইয়া কেবল অন্তর ২ খুরবিশিষ্ট হয়, এবং
যে ২ জন্তু জাওর কাটে না, তাহারা তোমাদের
নিকটে অশুচি; তাহাদিগকে স্পর্শ করিলে লোক
অশুচি হইবে। ২৭ এবং চতুষ্পদ বনজন্তুদের
মধ্যে হস্ততলে গমনকারি জন্তু তোমাদের পক্ষে
অশুচি; যে কেহ তাহাদের শব স্পর্শ করিবে,
সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। ২৮ এবং যে
কেহ তাহাদের শব বহন করিবে, সে আপন
বস্ত্র ধৌত করিবে; তথাপি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি
থাকিবে, কেননা তাহারা তোমাদের নিকটে
অশুচি।

২৯ আর পৃথিবীর উরোগামিদের মধ্যে এই
সকল তোমাদের পক্ষে অশুচি হইবে; আপন ২
জাতি অনুসারে বেজি ও ক্ষেত্রের উন্দুর ও টিক-
টিকী, ৩০ ও গোসর্প ও নীল টিকটিকী ও মেটে
গিড়গিড়ী ও হরিৎ টিকটিকী ও কাঁকলাশ।
৩১ উরোগামিদের মধ্যে এই সকল তোমাদের
পক্ষে অশুচি হইবে; এই সকল মরিলে যে
কেহ তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে, সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত
অশুচি থাকিবে; ৩২ এবং যে দ্রব্যের উপরে
তাহাদের শব পড়িবে, তাহাও অশুচি হইবে;
কাষ্ঠের পাত্র কিম্বা বস্ত্র কিম্বা চর্ম্ম কিম্বা
ছালা, যে কোন কর্ম্মযোগ্য পাত্র হউক, তাহা
জলে ডুবান যাইবে, তথাপি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি
থাকিবে; পরে শুচি হইবে। ৩৩ এবং কোন
মৃৎপাত্রের মধ্যে তাঁহাদের শব পড়িলে তাহার
মধ্যস্থিত সকল বস্তু অশুচি হইবে, ও তোমরা
তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবা। ৩৪ এবং কোন খাদ্য
সামগ্রীর উপরে যদি তাহার ধৌত জল পড়ে,
তবে তাহা অশুচি হইবে; এবং সর্ব্ব প্রকার
পাত্রেতে সর্ব্ব প্রকার পানীয় দ্রব্য অশুচি হইবে।
৩৫ যে কোন দ্রব্যের উপরে তাহাদের শবের
কিঞ্চিৎ পড়ে, তাহা অশুচি হইবে; এবং যদি
তুন্দুরে কিম্বা চুলার মধ্যে পড়ে, তবে তাহা
ভাঙ্গা যাইবে; কেননা তাহা অশুচি, তোমাদের
পক্ষে অশুচি থাকিবে। ৩৬ কেবল উনুই কিম্বা
যে পুষ্করিণীতে অনেক জল থাকে, তাহা শুচি
হইবে; কিন্তু যাহাতে তাহাদের শবের স্পর্শ
হইবে, তাহাই অশুচি হইবে। ৩৭ এবং তাহা-
দের শবের কিঞ্চিৎ যদি কোন বপনীয় বীজেতে
পড়ে, তবে তাহা শুচি থাকিবে। ৩৮ কিন্তু বী-
জের উপরে জল থাকিলে যদি তাহাদের শবের
কিঞ্চিৎ তাহার উপরে পড়ে, তবে তাহা তো-
মাদের নিকটে অশুচি হইবে। ৩৯ ও তোমা-
দের ভক্ষণীয় কোন পশু মরিলে, যে কেহ
তাহার শব স্পর্শ করিবে, সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত
অশুচি হইবে। ৪০ এবং যে কেহ তাহার শব
ভক্ষণ করিবে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে,
তথাপি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে; আর
যে কেহ সেই শব বহন করিবে, সেও আপন
বস্ত্র ধৌত করিবে, তথাপি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি
থাকিবে। ৪১ আর পৃথিবীতে গমনকারি সকল
কীট তোমাদের ঘৃণার্হ ও অখাদ্য হইবে।
৪২ উরোগামী হউক কিম্বা চারি পদে কিম্বা
ততোধিক পদে গমনকারী হউক, যে কোন
ভূচর কীট হউক, তোমরা তাহা ভোজন করিবা
না, তাহা তোমাদের ঘৃণার্হ। ৪৩ এই সকল
কীটাদি জন্তুদ্বারা তোমরা আপনাদিগকে ঘৃণার্হ
করিও না, ও তাহাদ্বারা আপনাদিগকে অশুচি
করিও না, পাছে তদ্দ্বারা অপবিত্র হও। ৪৪ আমি
তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর, অতএব তোমরা
আপনাদিগকে পবিত্র করিয়া পবিত্র হও, কেননা
আমি পবিত্র; তোমরা ভূমির উপরে গমন-
কারি কীটাদি কোন জন্তুদ্বারা আপনাদিগকে
অপবিত্র করিও না। ৪৫ কেননা আমি পর-
মেশ্বর তোমাদের প্রভু হইবার জন্যে মিসর্-
দেশহইতে তোমাদিগকে আনিয়াছি, অতএব
তোমরা পবিত্র হও, কেননা আমি পবিত্র।
৪৬ শুচ্যশুচি দ্রব্যের এবং খাদ্যাখাদ্য প্রাণির
প্রভেদ জানাইবার জন্যে ৪৭ পশু ও পক্ষি
ও জলচর ও উরোগামি ভূচর প্রাণি সকলের
বিষয়ে এই বিধি।

১২ অধ্যায়।

প্রসবের পর শুচি হওন ও উৎসর্গ করণের বিধি।

১ অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২ তুমি
ইস্রায়েল্ বংশকে কহ, যে স্ত্রী গর্ব্ভধারণ করি-
য়া পুত্র প্রসব করে, সে যেমন রজস্বলার
অশৌচ প্রযুক্ত, তেমনি সাত দিন অশুচি থা-
কিবে। ৩ পরে অষ্টম দিনে বালকের পুরুষা-
ঙ্গের ত্বকছেদ হইবে। ৪ এবং সে স্ত্রী তেত্রিশ
দিন পর্য্যন্ত আপনার শৌচার্থ রক্তস্রাবাবস্থাতে
থাকিবে; এবং যাবৎ শৌচার্থ দিবস পূর্ণ না
হয়, তাবৎ সে কোন পবিত্র বস্তু স্পর্শ করিবে
না, এবং পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিবে না।
৫ কিন্তু যদি কন্যা প্রসব করে, তবে সে
যেমন অশৌচ প্রযুক্ত, তেমনি দুই সপ্তাহ
অশুচি থাকিবে; পরে সে ছেষট্টি দিবস
আপনার শৌচার্থ রক্তস্রাবাবস্থাতে থাকিবে।
৬ অনন্তর পুত্র কিম্বা কন্যা প্রসবের শৌচার্থ
দিন সম্পূর্ণ হইলে সে হোমবলির কারণ এক-
বর্ষীয় এক মেষবৎস, এবং প্রায়শ্চিত্ত বলির
কারণ কপোতের কিম্বা ঘুঘুর এক বৎস মণ্ডলীর
আবাসের দ্বারে যাজকের নিকটে আনিবে।
৭ এবং সে পরমেশ্বরের সম্মুখে তাহা উৎসর্গ
করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে; তাহাতে সে আপন
রক্তস্রাবহইতে শুচি হইবে; পুত্র কিম্বা কন্যা
প্রসবের এই ব্যবস্থা। ৮ যদ্যপি কেহ মেষবৎস
আনিতে অক্ষম হয়, তবে সে দুই ঘুঘু কিম্বা
দুই কপোতের বৎস, তাহার একেক হোমার্থে,
ও অন্যকে প্রায়শ্চিত্তার্থে আনিবে, এবং যাজক
তাহার নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিবে; তাহাতে সে
শুচি হইবে।

১৩ অধ্যায়।

কুষ্ঠরোগ নির্ণয়ার্থে নানা পরীক্ষা ও লক্ষণ ও বিধি।

১ অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে ও হারোণকে কহি-
লেন, ২ যদি কোন মনুষ্যের শরীরের চর্ম্মে শোথ
কিম্বা পামা কিম্বা চিক্কণ চিহ্ন হয়, এবং তাহা
শরীরের চর্ম্মেতে কুষ্ঠরোগের ন্যায় হয়, তবে
সে হারোণ যাজকের নিকটে কিম্বা তাহার পুত্র
যাজকগণের কাহারো নিকটে আনীত হইবে।
৩ পরে যাজক তাহার শরীরের চর্ম্মস্থিত ব্যাধি
দেখিবে; তাহাতে যদি ব্যাধিস্থানের লোম
শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে, এবং ব্যাধি যদি দৃষ্টিতে
শরীরের চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন বোধ হয়, তবে তা-
হার কুষ্ঠরোগ বটে, তাহা দেখিয়া যাজক তা-
হাকে অশুচি কহিবে। ৪ আর চিক্কণ চিহ্ন যদি
তাহার শরীরের চর্ম্মে শুক্লবর্ণ হয়, কিন্তু দৃষ্টিতে
চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন না হয়, এবং তাহার লোম
শুক্লবর্ণ হয় নাই, তবে যাজক সে রোগিকে
সাত দিবস রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। ৫ পরে সপ্তম
দিবসে যাজক তাহাকে দেখিলে যদি তাহার
দৃষ্টিতে সেই ব্যাধি সেই রূপ থাকে, চর্ম্মেতে
না ব্যাপিয়া থাকে, তবে যাজক তাহাকে আরো
সাত দিন রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। ৬ এবং সপ্তম
দিবসে তাহাকে পুনর্ব্বার দেখিবে; তাহাতে
যদি সে ব্যাধি মলিন হইয়া থাকে, ও চর্ম্মে
না ব্যাপিয়া থাকে, তবে যাজক তাহাকে শুচি
কহিবে; সে পামা; পরে সে আপন বস্ত্র ধৌত
করিয়া শুচি হইবে। ৭ কিন্তু তাহার শৌচার্থে
যাজক কর্তৃক দৃষ্ট হইলে যদি তাহার পামা
চর্ম্মেতে ব্যাপিয়া থাকে, তবে সে যাজক কর্তৃক
পুনর্ব্বার দৃষ্ট হইবে। ৮ তাহাতে তাহার পামা
চর্ম্মেতে ব্যাপিল, এমত যদি যাজক দেখে, তবে
সে তাহাকে অশুচি কহিবে, সে কুষ্ঠরোগ।
৯ আর মনুষ্যের কুষ্ঠ ব্যাধি থাকিলে সে
যাজকের নিকটে আনীত হইবে। ১০ পরে যা-
জক তাহাকে দেখিবে; তাহাতে যদি তাহার
চর্ম্মে শুক্লবর্ণ শোথ হয়, ও তাহার লোম শুক্লবর্ণ
হয়, ও শোথে কাঁচা মাংস হয়, ১১ তবে তা-
হার শরীরের চর্ম্মে পুরাতন কুষ্ঠ জানিয়া যাজক
তাহাকে রুদ্ধ করিবে না, কিন্তু অশুচি কহিবে;
কেননা সে অশুচি। ১২ আর চর্ম্মের সর্ব্বত্র কুষ্ঠ-
রোগ ব্যাপিলে তাহার মস্তকাবধি পাদ পর্য্যন্ত
কুষ্ঠ ব্যাপিল, এমত যদি যাজক দেখে, ১৩ তবে
সে বিবেচনা করিবে; যদি সর্ব্বাঙ্গে কুষ্ঠ ব্যা-
পিয়া থাকে, তবে তাহাকে শুচি কহিবে; কে-
ননা যাহার সর্ব্বাঙ্গ শুক্ল হইল, সেই শুচি।
১৪ কিন্তু যখন তাহার শরীরে কাঁচা মাংস
প্রকাশ পায়, তখন সে অশুচি হইবে। ১৫ যা-
জক তাহার কাঁচা মাংস দেখিয়া তাহাকে
অশুচি কহিবে, কেননা সে কাঁচা মাংস অশুচি,
সেই কুষ্ঠ। ১৬ আর সে কাঁচা মাংস যদি পুন-
র্ব্বার শ্বেতবর্ণ হয়, তবে সে যাজকের কাছে
যাইবে। ১৭ তাহাতে যাজক তাহাকে দেখিলে
যদি তাহার সর্ব্বাঙ্গে ব্যাধি শ্বেতবর্ণ হয়, তবে
সে ঐ রোগিকে শুচি কহিবে; তাহাতে সে
শুচি হইবে।

১৮ আর শরীরের চর্ম্মে স্ফোটক হইয়া ভাল
হইলে পর ১৯ সেই স্ফোটকের স্থানে যদি শ্বেত-
বর্ণ শোথ কিম্বা শ্বেত ও কিঞ্চিৎ রক্তবর্ণ চিক্ক-
ণতা বিশিষ্ট চিহ্ন হয়, তবে সে তাহা যাজককে
দেখাইবে। ২০ তাহাতে যাজক তাহা দেখিলে
যদি সে তাহার দৃষ্টিতে চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন বোধ
হয়, ও তাহার লোম শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে,
তবে যাজক তাহাকে অশুচি কহিবে; সে স্ফো-
টকহইতে উৎপন্ন কুষ্ঠব্যাধি। ২১ কিন্তু যদি যা-

জক তাহাতে শ্বেতবর্ণ লোম না দেখে, ও তাহা
চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন বোধ না হয়, ও ঈষৎ মলিন
হয়, তবে যাজক তাহাকে সাত দিন রুদ্ধ করিয়া
রাখিবে। ২২ পরে তাহা যদি চর্ম্মে ব্যাপে,
তবে যাজক তাহাকে অশুচি কহিবে, সেই কুষ্ঠ-
রোগ। ২৩ কিন্তু যদি চিক্কণ চিহ্ন স্বস্থানে থাকে,
ও না বাড়ে, তবে সে ব্রণের দাগ; যাজক তা-
হাকে শুচি কহিবে।

২৪ আর যদি মাংসে কিম্বা তদুপরিস্থ চর্ম্মে
অগ্নিদাহ হয়, ও সেই দাহের স্থানে ঈষৎ রক্ত
মিশ্রিত শ্বেতবর্ণ কিম্বা কেবল শ্বেতবর্ণ চিক্কণ
চিহ্ন হয়, ২৫ এবং যাজক তাহা দেখিলে যদি চি-
ক্কণ চিহ্নে স্থিত লোম শ্বেতবর্ণ হয়, ও দৃষ্টিতে
চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন বোধ হয়, তবে সে অগ্নিদাহ-
হইতে উৎপন্ন কুষ্ঠ; অতএব যাজক তাহাকে
অশুচি কহিবে, সেই কুষ্ঠরোগ। ২৬ কিন্তু চিক্কণ
চিহ্নে স্থিত লোম শ্বেতবর্ণ নয়, ও চিহ্ন চর্ম্মা-
পেক্ষা নিম্ন নয়, কিন্তু মলিন, ইহা দেখিলে
যাজক তাহাকে সাত দিন রুদ্ধ করিয়া রাখিবে।
২৭ পরে সপ্তম দিনে যাজক তাহাকে দেখিবে;
তাহাতে যদি চর্ম্মেতে ঐ রোগ ব্যাপিয়া থাকে,
তবে যাজক তাহাকে অশুচি কহিবে; সে কুষ্ঠ-
রোগ। ২৮ আর যদি চিক্কণ চিহ্ন স্বস্থানে থাকে,
ও চর্ম্মে বৃদ্ধি না পায়, কিন্তু ঈষৎ মলিন হয়,
তবে সে দগ্ধ স্থানের শোথ; যাজক তাহাকে শুচি
কহিবে, কেননা সে অগ্নিকৃত ক্ষতের চিহ্ন।

২৯ আর পুরুষের কিম্বা স্ত্রীলোকের মস্তকে
কিম্বা দাড়িতে ব্যাধি হইলে ৩০ যাজক তাহা
দেখিবে; তাহাতে যদি দৃষ্টিতে চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন
বোধ হয়, ও হরিদ্রাবর্ণ সূক্ষ্ম লোম থাকে, তবে
যাজক তাহাকে অশুচি কহিবে; তাহা ছলি,
অর্থাৎ মস্তকস্থিত কিম্বা দাড়িস্থিত কুষ্ঠ। ৩১ আর
যাজক ছলি ব্যাধি দেখিলে যদি তাহার দৃষ্টিতে
সেই রোগ চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন না হয়, ও তাহাতে
কৃষ্ণবর্ণ লোম না থাকে, তবে যাজক সেই ছলি
রোগগ্রস্তকে সাত দিন রুদ্ধ করিয়া রাখিবে।
৩২ পরে সপ্তম দিবসে যাজক তাহা দেখিলে
তাহার দৃষ্টিতে যদি সেই ব্যাধি না বাড়িয়া
থাকে, ও তাহাতে হরিদ্রাবর্ণ লোম না হইয়া
থাকে, ও দৃষ্টিতে চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন বোধ না
হয়, ৩৩ তবে সে মুণ্ডিত হইবে, কিন্তু রোগের
স্থান মুণ্ডন করিবে না; পরে যাজক ঐ রোগিকে
আর সাত দিন রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। ৩৪ এবং
সপ্তম দিবসে যাজক সেই রোগ দেখিবে; তা-
হাতে যদি সেই রোগ চর্ম্মেতে না বাড়িয়া
থাকে, ও দৃষ্টিতে চর্ম্মাপেক্ষা নিম্ন না হইয়া
থাকে, তবে যাজক তাহাকে শুচি কহিবে; পরে
সে আপন বস্ত্র ধৌত করিয়া শুচি হইবে।

৩৫ আর তাহার শুচি হওনের পর যদি
চর্ম্মেতে সে রোগ অতিশয় রূপে বাড়ে, ৩৬ তবে
যাজক তাহাকে পুনর্ব্বার দেখিবে; যদি তাহার
চর্ম্মেতে ছলির বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তবে হরি-
দ্রাবর্ণ লোমের অন্বেষণ করিবে না; সে অশুচি।
৩৭ কিন্তু তাহার দৃষ্টিতে যদি সে রোগ না বা-
ড়িয়া থাকে, ও কৃষ্ণবর্ণ লোম উঠিয়া থাকে,
তবে সে রোগের উপশম হইয়াছে, ও সে শুচি
হইয়াছে; যাজক তাহাকে শুচি কহিবে।

৩৮ আর যদি কোন পুরুষের কিম্বা স্ত্রীর
শরীরের চর্ম্মে নানা চিক্কণ চিহ্ন অর্থাৎ শ্বেত-
বর্ণ চিক্কণ চিহ্ন হয়, ৩৯ তবে যাজক তাহা
দেখিবে; যদি তাহার চর্ম্মনির্গত চিক্কণ চিহ্ন
ঈষৎ মলিন শ্বেতবর্ণ হয়, তবে সে চর্ম্মেতে উৎ-
পন্ন নির্দ্দোষ স্ফোটক; তাহাতে সে ব্যক্তি শুচি
থাকিবে। ৪০ আর যে মনুষ্যের কেশ মস্তক-
হইতে খসিয়া পড়ে, সে নেড়া, সুতরাং শুচি।
৪১ আর যাহার কেশ মস্তকের পার্শ্বহইতে
খসিয়া পড়ে, সে কপালে নেড়া, সেও শুচি।
৪২ কিন্তু যদি নেড়া মস্তকে ও নেড়া কপালে ঈষদ্
রক্ত মিশ্রিত শ্বেতবর্ণ ক্ষত হয়, তবে তাহা তাহার
নেড়া মস্তকে কিম্বা নেড়া কপালে উৎপন্ন কুষ্ঠ
ব্যাধি। ৪৩ যাজক তাহা দেখিলে যদি শরীরের
চর্ম্মস্থিত কুষ্ঠের ন্যায় নেড়া মস্তকে কিম্বা নেড়া
কপালে ঈষদ্ রক্ত মিশ্রিত শ্বেতবর্ণ ক্ষতযুক্ত
শোথ হয়, ৪৪ তবে সে কুষ্ঠী, সুতরাং অশুচি,
যাজক তাহাকে অবশ্য অশুচি কহিবে; তাহার
মস্তকেই কুষ্ঠরোগ আছে। ৪৫ আর যাহার কুষ্ঠ-
রোগ হয়, তাহার বস্ত্র চেরা যাইবে, ও তাহার
মস্তক অনাচ্ছাদিত থাকিবে, ও সে আপনার
চিবুক বস্ত্রদ্বারা ঢাকিয়া 'অশুচি২' এই শব্দ
করিবে। ৪৬ যত দিন তাহার কুষ্ঠ ব্যাধি থা-
কিবে, তত দিন সে অশুচি থাকিবে, এবং
অশুচি থাকাতে একাকী বাস করিবে, ও শিবি-
রের বাহিরে তাহার বাসস্থান হইবে।

৪৭ আর লোমের কিম্বা মসিনার বস্ত্রে যদি
কুষ্ঠরোগ হয়, ৪৮ অর্থাৎ লোমের কিম্বা মসিনার
তানাতে বা পড়িয়ানেতে যদি হয়, কিম্বা চর্ম্মে
বা চর্ম্মনির্ম্মিত কোন দ্রব্যেতে যদি হয়; ৪৯ এবং
বস্ত্রে কিম্বা চর্ম্মে কিম্বা তানাতে বা পড়িয়ানেতে
কিম্বা চর্ম্মনির্ম্মিত কোন দ্রব্যে যদি অল্প শ্যাম-
বর্ণ কিম্বা অল্প লোহিতবর্ণ দাগ হয়, তবে সে
কুষ্ঠরোগের দাগ; ৫০ তাহা যাজকের নিকটে
দেখান যাইবে; পরে যাজক ঐ রোগ দেখি-
য়া রোগযুক্ত বস্তু সাত দিন রুদ্ধ করিয়া রাখি-
বে। ৫১ পরে সপ্তম দিবসে ঐ রোগের স্থান
দেখিবে; যদি বস্ত্রে কিম্বা তানাতে কিম্বা পড়ি-
য়ানেতে কিম্বা চর্ম্মেতে কিম্বা চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্যে

সে ব্যাধি বাড়িয়া থাকে, তবে সে সংহারক
কুষ্ঠ; তাহা অশুচি। ৫২ অতএব বস্ত্রে কিম্বা
লোমকৃত কিম্বা মসিনাকৃত তানাতে বা পড়িয়া-
নেতে কিম্বা চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্যে, যে কিছুতে সে
ব্যাধি হয়, তাহা দগ্ধ হইবে; তাহাই সং-
হারক কুষ্ঠ, তাহা অগ্নিতে দগ্ধ হইবে। ৫৩ এবং
যাজক দেখিলে সে ব্যাধি যদি বস্ত্রেতে কিম্বা
তানাতে বা পড়িয়ানেতে কিম্বা চর্ম্মের কোন
দ্রব্যে বর্দ্ধমান না হয়, ৫৪ তবে যাজক সেই
ব্যাধিবিশিষ্ট দ্রব্য ধৌত করিতে আজ্ঞা দিবে,
এবং আর সাত দিবস তাহা রুদ্ধ করিয়া রা-
খিবে। ৫৫ ধৌত হইলে পর যাজক তাহা
দেখিবে; তাহাতে সে ব্যাধি যদি অন্যবর্ণ
না হইয়া থাকে ও না বাড়িয়া থাকে, তবে
তাহা অশুচি, তুমি তাহা অগ্নিতে দগ্ধ করিবা;
তাহা ভিতরে কিম্বা বাহিরে উৎপন্ন কুষ্ঠরোগ।
৫৬ কিন্তু ধৌত করণের পরে যাজকের দৃষ্টিতে
যদি তাহা মলিন হয়, তবে সে ঐ বস্ত্রহইতে
কিম্বা চর্ম্মহইতে কিম্বা তানা বা পড়িয়ানহইতে
তাহা চিরিয়া ফেলিবে। ৫৭ তথাপি যদি তাহা
সেই বস্ত্রে কিম্বা তানাতে বা পড়িয়ানেতে কিম্বা
চর্ম্মনির্ম্মিত কোন দ্রব্যে পুনরায় দৃষ্ট হয়, তবে
তাহাই বর্দ্ধিষ্ণু কুষ্ঠ; যাহাতে সে ব্যাধি থাকে,
তাহা তুমি অগ্নিতে দগ্ধ করিবা। ৫৮ এবং যে
বস্ত্র কিম্বা বস্ত্রের তানা বা পড়িয়ান কিম্বা
চর্ম্মের যে কোন দ্রব্য ধৌত করিবা, তাহাহইতে
যদি সে ব্যাধির উপশম দেখ, তবে দ্বিতীয়
বার তাহা ধৌত করিবা; তাহাতে তাহা শুচি
হইবে। ৫৯ লোম কিম্বা মসিনাকৃত বস্ত্রের কিম্বা
তানার বা পড়িয়ানের কিম্বা চর্ম্মের কোন
পাত্রের শৌচাশৌচ কথন বিষয়ে কুষ্ঠ ব্যাধির
এই ব্যবস্থা।

১৪ অধ্যায়।

১ কুষ্ঠিকে শুচি করণের বিধি ও প্রায়শ্চিত্ত, ৩৩ ও
গৃহের কুষ্ঠরোগের চিহ্নের নির্ণয়, ৪৮ ও গৃহ-
কুষ্ঠের শুচি করণের বিধি ও প্রায়শ্চিত্ত।

১ অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২ কুষ্ঠ-
রোগির শুচি হওন দিবসে তাহার এই ব্যবস্থা,
সে যাজকের নিকটে আনীত হইবে। ৩ যা-
জক শিবিরের বাহিরে যাইয়া তাহাকে দেখি-
বে; যদি কুষ্ঠির কুষ্ঠরোগের উপশম হইয়া
থাকে, ৪ তবে যাজক সেই শোধ্যমান লোকের
নিমিত্তে দুই জীবৎ শুচি পক্ষী ও এরস্ কাষ্ঠ ও
রক্তবর্ণ লোম ও এসোব্, এই সকল লইতে
আজ্ঞা করিবে। ৫ এবং মৃৎপাত্রস্থিত উনুইর
জলের উপরে এক পক্ষিকে বলিদান করিতে
আজ্ঞা করিবে। ৬ পরে সে ঐ জীবৎ পক্ষী ও
এরস্ কাষ্ঠ ও রক্তবর্ণ লোম ও এসোব্ লইয়া,
ঐ উনুইর জলের উপরে হত পক্ষির রক্তে
জীবৎ পক্ষির সহিত সে সকল ডুবাইয়া
৭ কুষ্ঠহইতে শোধনীয় ব্যক্তির উপরে সাত
বার প্রোক্ষণ করিয়া তাহাকে শুচি করিয়া ঐ
জীবৎ পক্ষিকে প্রান্তরে ছাড়িয়া দিবে। ৮ তখন
সেই শোধ্যমান ব্যক্তি আপন বস্ত্র ধৌত
করিয়া ও কেশ মুণ্ডন করিয়া জলেতে স্নান
করিবে, তাহাতে সে শুচি হইবে; পরে সে
শিবিরে প্রবেশ করিতে পারিবে বটে, কিন্তু
সাত দিবস আপন তাম্বুর বাহিরে থাকিবে।
৯ পরে সপ্তম দিবসে সে আপন মস্তকের কেশ
ও শ্মশ্রু ও ভ্রূ ও সর্ব্বাঙ্গের লোম মুণ্ডন করিবে,
এবং আপন বস্ত্র ধৌত করিয়া আপনি জলে
স্নান করিয়া শুচি হইবে। ১০ অপর অষ্টম
দিবসে সে নির্দ্দোষ দুই মেষশাবক ও এক-
বর্ষীয়া নির্দ্দোষ এক মেষবৎসা ও ভক্ষ্য নৈবে-
দ্যার্থে তৈলমিশ্রিত সূজির দশাংশের তিন
অংশ ও এক লোগ্ তৈল লইবে। ১১ পরে
শুচিকারি যাজক ঐ শোধ্যমান মনুষ্যকে ও ঐ
সকল বস্তু লইয়া মণ্ডলীর আবাসের দ্বার নি-
কটে পরমেশ্বরের সম্মুখে স্থাপন করিবে।
১২ পরে যাজক এক মেষশাবক ও এক লোগ্
তৈল লইয়া দোষবলিরূপে উৎসর্গ করিবে,
এবং আন্দোলনীয় নৈবেদ্যার্থে পরমেশ্বরের
সম্মুখে দোলাইবে। ১৩ এবং যে স্থানে প্রায়-
শ্চিত্ত ও হোমবলি বধ করা যায়, সেই
পবিত্র স্থানে ঐ মেষশাবককে বধ করিবে,
কেননা প্রায়শ্চিত্ত বলির ন্যায় দোষবলিও
যাজকের অংশ; তাহা অতি পবিত্র। ১৪ পরে
যাজক ঐ দোষবলির কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া ঐ
শোধ্যমান ব্যক্তির দক্ষিণ কর্ণের প্রান্তে ও
দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠে ও দক্ষিণ পাদাঙ্গুষ্ঠে
দিবে। ১৫ এবং যাজক সেই এক লোগ্
তৈলহইতে কিঞ্চিৎ তৈল লইয়া আপন বাম
হস্তের তালুতে ঢালিবে। ১৬ পরে যাজক সেই
বাম হস্তের তালুস্থিত তৈলে আপন দক্ষিণ
হস্তাঙ্গুলি ডুবাইয়া অঙ্গুলিদ্বারা সেই তৈলহইতে
কিঞ্চিৎ২ সাত বার পরমেশ্বরের সম্মুখে প্রক্ষেপ
করিবে। ১৭ এবং আপন হস্তের তালুস্থিত
অবশিষ্ট তৈল লইয়া যাজক ঐ শোধ্যমান ব্য-
ক্তির দক্ষিণ কর্ণের প্রান্তে ও তাহার দক্ষিণ
হস্তাঙ্গুষ্ঠে ও দক্ষিণ পাদাঙ্গুষ্ঠে ঐ দোষবলির
রক্তের উপরে দিবে। ১৮ পরে যাজক আপন
হস্তের তালুস্থিত তৈল লইয়া ঐ শোধ্যমান
ব্যক্তির মস্তকোপরি ঢালিবে, এবং যাজক পর-
মেশ্বরের সম্মুখে তাহার নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত
করিবে। ১৯ ও যাজক প্রায়শ্চিত্তের বলিদান

করিবে, এবং সেই ব্যক্তির অশৌচহইতে শুচি
হওনের প্রায়শ্চিত্ত করিবে, পরে হোমবলি বধ
করিবে। ২০ এবং যাজক হোমবলি ও ভক্ষ্য
নৈবেদ্য বেদিতে আনিয়া উৎসর্গ করিবে, ও তা-
হার কারণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহাতে সে শুচি
হইবে। ২১ আর সে কুষ্ঠী যদি দরিদ্র হয়,
এত আনিতে তাহার সঙ্গতি না থাকে, তবে
সে প্রায়শ্চিত্ত করিতে আন্দোলনার্থ দোষবলির
নিমিত্তে এক মেষবৎস ও ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে
তৈলমিশ্রিত সূজির দশাংশের একাংশ ও এক
লোগ্ তৈল; ২২ এবং আপন প্রাপ্ত্যনুসারে
দুই ঘুঘু কিম্বা দুই কপোতের বৎস আনিবে;
তাহার একটা প্রায়শ্চিত্তবলি, দ্বিতীয় হোমবলি
হইবে। ২৩ অপর অষ্টম দিনে সে আপনার
শৌচার্থে মণ্ডলীর আবাসের দ্বার নিকটে পর-
মেশ্বরের সম্মুখে যাজকের কাছে তাহাদিগকে
আনিবে। ২৪ পরে যাজক দোষবলির মেষশা-
বক ও এক লোগ্ তৈল লইয়া পরমেশ্বরের
সম্মুখে আন্দোলনার্থে তাহা দোলাইবে। ২৫ পরে
সে ঐ দোষার্থক বলির মেষশাবককে বধ করি-
বে, এবং যাজক ঐ দোষার্থ বলিহইতে কিঞ্চিৎ
রক্ত লইয়া শোধ্যমান ব্যক্তির দক্ষিণ কর্ণের
প্রান্তে ও তাহার দক্ষিণ হস্তাঙ্গুষ্ঠে ও দক্ষিণ পাদা-
ঙ্গুষ্ঠে দিবে। ২৬ পরে যাজক সেই তৈলহইতে
কিঞ্চিৎ লইয়া আপন বাম হস্তের তালুতে ঢা-
লিবে। ২৭ এবং যাজক দক্ষিণ হস্তাঙ্গুলি দিয়া
ঐ বাম হস্তের তালুস্থিত তৈলহইতে কিঞ্চিৎ২
সাত বার পরমেশ্বরের সম্মুখে প্রক্ষেপ করিবে।
২৮ এবং যাজক আপন হস্তস্থিত তৈলহইতে কি-
ঞ্চিৎ লইয়া শোধ্যমান ব্যক্তির দক্ষিণ কর্ণের
প্রান্তে ও তাহার দক্ষিণ হস্তাঙ্গুষ্ঠে ও দক্ষিণ পা-
দাঙ্গুষ্ঠে ঐ দোষবলির রক্তের স্থানোপরি দিবে।
২৯ এবং যাজক শোধ্যমান ব্যক্তির নিমিত্তে পর-
মেশ্বরের সম্মুখে প্রায়শ্চিত্ত করিতে আপন হস্তস্থিত
অবশিষ্ট তৈল তাহার মস্তকে দিবে। ৩০ পরে সে
প্রাপ্ত্যনুসারে দুই ঘুঘুর কিম্বা দুই যুব কপো-
তের মধ্যে একেক উৎসর্গ করিবে। ৩১ অর্থাৎ
তাহার প্রাপ্ত্যনুসারে ভক্ষ্য নৈবেদ্যের সহিত
একটা প্রায়শ্চিত্ত বলি, দ্বিতীয় হোমবলিরূপে
উৎসর্গ করিবে, এবং যাজক শোধ্যমান ব্যক্তির
নিমিত্তে পরমেশ্বরের সম্মুখে প্রায়শ্চিত্ত করিবে।
৩২ যে কুষ্ঠরোগির আপন শুদ্ধির দ্রব্য পাওয়া
সাধ্য নাই, তাহার এই ব্যবস্থা।

৩৩ অপর পরমেশ্বর মূসাকে ও হারোণকে
কহিলেন, ৩৪ আমি যে দেশ অধিকার করিতে
তোমাদিগকে দিব, সেই কিনান্দেশে তোমাদের
প্রবেশ করণানন্তর যদি আমি তোমাদের অধি-
কৃত দেশের কোন গৃহে কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন করি,
৩৫ তবে সে গৃহের স্বামী আসিয়া, আমার দৃষ্টি-
তে গৃহে ব্যাধি প্রকাশ পাইতেছে, এ কথা
যাজককে জানাইবে। ৩৬ পরে গৃহের সকল বস্তু
যেন অশুচি না হয়, এই নিমিত্তে ব্যাধি দেখি-
তে যাজকের প্রবেশের পূর্ব্বে গৃহ শূন্য করিতে
যাজক আজ্ঞা করিবে; পরে যাজক গৃহ দেখি-
তে প্রবেশ করিবে। ৩৭ অনন্তর যাজক ব্যাধি
দেখিবে; যদি গৃহের ভিত্তিতে ব্যাধির স্থান
নিম্ন ও ঈষৎ হরিদ্বর্ণ কিম্বা রক্তবর্ণ হয়, এবং
তাহার দৃষ্টিতে ভিত্তি অপেক্ষা নিম্ন বোধ হয়,
৩৮ তবে যাজক গৃহহইতে বাহির হইয়া গৃহদ্বারে
(গিয়া) সাত দিন ঐ গৃহকে রুদ্ধ করিয়া রাখিবে।
৩৯ সপ্তম দিনে যাজক পুনর্ব্বার আসিয়া অব-
লোকন করিয়া দেখিবে; যদি গৃহের ভিত্তিতে
সে ব্যাধি বাড়িয়া থাকে, ৪০ তবে যাজকের আ-
জ্ঞাতে লোকদিগকে ব্যাধি বিশিষ্ট প্রস্তর উৎ-
পাটন করিয়া নগরের বাহিরে অশুচি স্থানে
নিক্ষেপ করিতে হইবে। ৪১ পরে ঐ গৃহের
ভিতরের চারি দিগ ঘর্ষণ করিবে, ও সেই ঘর্ষণের
ধূলা নগরের বাহিরে অশুচি স্থানে ফেলিয়া
দিবে। ৪২ এবং তাহারা অন্য প্রস্তর লইয়া
সেই প্রস্তর স্থানে বসাইবে, ও অন্য লেপ লই-
য়া গৃহ লেপন করিবে। ৪৩ এই রূপে প্রস্তর
উৎপাটন ও গৃহ ঘর্ষণ ও লেপন করিলে পরে
যদি ব্যাধি পুনর্ব্বার জন্মিয়া গৃহে বিস্তৃত হয়,
৪৪ তবে যাজক আসিয়া দেখিবে; যদি ঐ গৃহে
ব্যাধি বাড়িয়া থাকে, তবে সেই গৃহে সংহারক
কুষ্ঠ আছে, সেই গৃহ অশুচি। ৪৫ তাহাতে
লোকেরা ঐ গৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, এবং তা-
হার প্রস্তর ও কাষ্ঠ ও ধূলি সকল নগরের বাহিরে
অশুচি স্থানে লইয়া যাইবে। ৪৬ আর ঐ গৃহ
যাবৎ রুদ্ধ থাকে, তাবৎ যে কেহ তাহার ভি-
তরে যায়, সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে।
৪৭ ও যে কেহ সেই গৃহে শয়ন করে, সে আ-
পন বস্ত্র ধৌত করিবে; এবং যে কেহ সেই
গৃহে আহার করে, সেও আপন বস্ত্র ধৌত
করিবে।

৪৮ আর সেই গৃহলেপনের পর আর ব্যাধি
বাড়ে নাই, ইহা যদি যাজক প্রবেশ করিয়া
দেখে, তবে যাজক সে গৃহকে শুচি কহিবে;
কেননা ব্যাধির উপশম হইল। ৪৯ পরে সে
ঐ গৃহ শুচি করণার্থে দুই পক্ষী ও এরস্কাষ্ঠ
ও রক্তবর্ণ লোম ও এসোব্ লইয়া ৫০ মৃৎ-
পাত্রস্থিত উনুইর জলের উপরে এক পক্ষিকে
বলিদান করিবে। ৫১ পরে সে ঐ এরস্কাষ্ঠ
ও এসোব্ ও রক্তবর্ণ লোম ও জীবৎ পক্ষী,
এই সকল লইয়া ঐ হত পক্ষির রক্তে এবং ঐ
উনুইর জলে ডুবাইয়া সাত বার গৃহ প্রোক্ষণ

করিবে। ৫২ এই রূপে পক্ষির রক্ত ও উনুইর
জল ও জীবৎ পক্ষী ও এরস্‌কাষ্ঠ ও এসোব্‌ ও
রক্তবর্ণ লোম, এই সকলের দ্বারা সে গৃহ শুদ্ধ
করিবে। ৫৩ পরে নগরের বাহিরে প্রান্তরে ঐ
জীবৎ পক্ষিকে ছাড়িয়া দিবে, ও গৃহের কারণ
প্রায়শ্চিত্ত করিবে; তাহাতে তাহা শুচি হইবে।
৫৪ কুষ্ঠরোগের এই ব্যবস্থা, অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার
কুষ্ঠব্যাধি ও শ্বিত্ররোগ, ৫৫ ও বস্ত্রস্থিত ও গৃহস্থিত
কুষ্ঠ ৫৬ ও শোথ ও পামা ও চিক্কণ চিহ্ন, ৫৭ এই
সকল কোন্‌ দিনে শুচি ও কোন্‌ দিনে অশুচি,
তাহা জানাইতে এই ব্যবস্থা।

১৫ অধ্যায়।

১ প্রমেহিকে শুচি করণের বিধি, ১৯ ও রজস্বলাকে শুচি করণের বিধি।

১ অপর পরমেশ্বর মুসাকে ও হারোণকে কহি-
লেন, ২ তোমরা ইস্রায়েল্‌ বংশকে কহ ও তা-
হাদিগকে এই কথা বল, পুরুষের শরীরে প্র-
মেহরোগ হইলে তাহার নিমিত্তে সে অশুচি
হইবে। ৩ তাহার প্রমেহজন্য অশৌচের বিধি
এই; যদি তাহার শরীরহইতে প্রমেহ ক্ষরে,
কিম্বা শরীরে বদ্ধ হয়, এ উভয়েতেই তাহার
অশৌচ হইবে। ৪ এবং প্রমেহি লোক যে
শয্যাতে শয়ন করে, সে প্রত্যেক শয্যা
অশুচি; ও যাহার উপরে বৈসে, সে প্রত্যেক
আসন অশুচি হইবে। ৫ এবং যে কেহ তা-
হার শয্যা স্পর্শ করে, সে আপন বস্ত্র ধৌত
করিবে, ও জলেতে স্নান করিবে; তথাপি সন্ধ্যা
পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। ৬ এবং যে কোন বস্তুর
উপরে প্রমেহী বৈসে, তাহার উপরে যদি কেহ
বৈসে, তবে সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, ও
জলেতে স্নান করিবে; তথাপি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত
অশুচি থাকিবে। ৭ এবং যে কেহ প্রমেহির
গাত্র স্পর্শ করে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে,
ও জলেতে স্নান করিবে; তথাপি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত
অশুচি থাকিবে। ৮ আর প্রমেহী যদি শুচি
ব্যক্তির গাত্রে থুথু ফেলে, তবে সে আপন
বস্ত্র ধৌত করিবে ও জলে স্নান করিবে; তথা-
পি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। ৯ এবং
প্রমেহী যে কোন যানের উপরে আরোহণ
করে, তাহা অশুচি হইবে। ১০ এবং তাহার
নীচস্থ কোন বস্তুকে যদি কেহ স্পর্শ করে,
তবে সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে; এবং
যদি তাহা বহন করে, তবে সে জলে বস্ত্র ধৌত
করিবে, ও জলে স্নান করিবে; তথাপি সন্ধ্যা
পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। ১১ এবং প্রমেহী আ-
পন হস্ত জলে ধৌত না করিয়া যাহাকে স্পর্শ
করে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, ও জলে
স্নান করিবে; তথাপি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি
থাকিবে। ১২ এবং প্রমেহী যে কোন মৃৎপাত্র
স্পর্শ করে, তাহা ভাঙ্গা যাইবে, ও সকল কাষ্ঠ-
পাত্র জলে ধৌত হইবে। ১৩ অনন্তর প্রমেহী
যখন আপন প্রমেহহইতে শুচি হয়, তৎকালে
সে আপনার শুচি হওনের পরে আর সাত
দিন গণনা করিবে, এবং আপন বস্ত্র ধৌত
করিবে ও উনুইর জলে স্নান করিবে; পরে
শুচি হইবে। ১৪ অনন্তর অষ্টম দিবসে সে আ-
পনার নিমিত্তে দুই ঘুঘু কিম্বা দুই কপোতের
বৎস লইয়া পরমেশ্বরের সম্মুখে মণ্ডলীর আ-
বাসের দ্বার নিকটে আসিয়া যাজকের হস্তে
তাহাদিগকে সমর্পণ করিবে। ১৫ তাহাতে যাজক
তাহার একটা প্রায়শ্চিত্তবলি, দ্বিতীয় হোমবলি-
রূপে উৎসর্গ করিবে, এবং যাজক তাহার প্র-
মেহ প্রযুক্ত পরমেশ্বরের সম্মুখে প্রায়শ্চিত্ত করি-
বে। ১৬ অপর যদি কোন মনুষ্যের রেতঃপাত
হয়, তবে সে আপন সকল শরীর জলে ধৌত
করিবে; তথাপি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে।
১৭ এবং যে প্রত্যেক বস্ত্রে কি চর্ম্মে রেতঃপাত
হয়, সে সকলি জলে ধৌত করিবে; তথাপি
সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। ১৮ এবং স্ত্রীর
সহিত পুরুষের রেতঃশুদ্ধ শয়ন হইলে তাহারা
জলে স্নান করিবে, তথাপি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অ-
শুচি থাকিবে।

১৯ আর যে স্ত্রী রজস্বলা হয়, তাহার শরীরস্থ
রক্ত ক্ষরিলে সাত দিবস তাহার অশৌচ হইবে,
এবং যে কেহ তাহাকে স্পর্শ করে, সে সন্ধ্যা
পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। ২০ সে অশৌচ-
কালে যে প্রত্যেক শয্যাতে শয়ন করিবে, তাহা
অশুচি হইবে; ও সে যাহার উপরে বসিবে,
তাহা অশুচি হইবে। ২১ এবং যে কেহ তাহার
শয্যা স্পর্শ করিবে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করি-
বে, ও জলেতে স্নান করিবে; তথাপি সন্ধ্যা
পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। ২২ এবং যে কেহ তা-
হার বসিবার কোন আসন স্পর্শ করে, সেও
আপন বস্ত্র ধৌত করিবে, ও জলেতে স্নান
করিবে; তথাপি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে।
২৩ এবং যে কেহ তাহার শয্যার কিম্বা আসনের
উপরিস্থিত বস্তু স্পর্শ করে, সেও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত
অশুচি থাকিবে। ২৪ আর যে পুরুষ ঋতুমতীর
সহিত সংসর্গ করে ও তাহার রজস্‌ তাহার
গাত্রে লাগে, সে সাত দিবস অশুচি থাকিবে;
এবং যে২ শয্যাতে শয়ন করিবে, তাহাও
অশুচি হইবে। ২৫ এবং অশৌচকাল ব্যতিরেকে
যদি কোন স্ত্রীলোকের বহুদিন পর্য্যন্ত রক্ত-
স্রাব হয়, কিম্বা অশৌচকালের পর যদি অনেক
দিন রক্ত ক্ষরে, তবে সে অশৌচ দিনের ন্যায়

সেই অশুচি রক্তস্রাবের সমস্ত দিন অশুচি থা-
কিবে। ২৬ সেই রক্তস্রাবের সমস্ত দিবস যে
কোন শয্যাতে সে শয়ন করিবে, তাহা অশৌ-
চকালের ন্যায় অশুচি হইবে; এবং যে কোন
আসনের উপরে বসিবে, তাহা অশৌচকালের
মত অশুচি হইবে। ২৭ এবং যে কেহ সেই
সকল স্পর্শ করিবে, সে অশুচি হইবে, এবং
বস্ত্র ধৌত করিয়া জলেতে স্নান করিবে; তথাপি
সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। ২৮ কিন্তু যদি
সে স্ত্রীর রক্তস্রাব রহিত হইয়া থাকে, তবে সে
আপনার নিমিত্তে সাত দিন গণনা করিয়া সেই
গণিত সাত দিনের পর শুচি হইবে। ২৯ পরে
অষ্টম দিবসে সে আপনার জন্যে দুই ঘুঘু
কিম্বা দুই কপোতের বৎস লইয়া মণ্ডলীর আ-
বাসদ্বারে যাজকের নিকটে আনিবে। ৩০ তাহা-
তে যাজক তাহার এককে প্রায়শ্চিত্তবলি ও
অন্যকে হোমবলিরূপে উৎসর্গ করিবে, এবং
তাহার রক্তস্রাবের অশৌচ প্রযুক্ত পরমেশ্বরের
সম্মুখে তাহার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ৩১ লো-
কেরা আপনাদের মধ্যবর্ত্তি আমার আবাস
অশুচি করিয়া পাছে আপন২ অশৌচ প্রযুক্ত
মরে, এই জন্যে তোমরা ইস্রায়েল্ বংশকে
অশৌচহইতে এই রূপে পৃথক্ করিবা। ৩২ প্রমেহ-
রোগী ও শুক্রক্ষরণে অশুচি ব্যক্তি, ৩৩ এবং
রজস্বলা স্ত্রী ও প্রমেহবিশিষ্ট পুরুষ ও স্ত্রী এবং
অশুচি স্ত্রীর সহিত সংসর্গকারি পুরুষ, এই সক-
লের এই ব্যবস্থা।

১৬ অধ্যায়।

১ যাজকের অতি পবিত্র স্থানে প্রবেশ করণের বিধি, ১১ ও যাজকের প্রায়শ্চিত্ত বলিদান, ১৫ ও লোকদের প্রায়শ্চিত্ত বলিদান, ২০ ও ত্যাজ্য ছাগলের বিধি, ২৯ ও প্রায়শ্চিত্তার্থ বার্ষিক বলিদানের বিধি।

১ অপর হারোণের দুই পুত্র পরমেশ্বরের নি-
কটবর্ত্তী হওন সময়ে প্রাণত্যাগ করিলে পর,
পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন। ২ পরমেশ্বর মূ-
সাকে এই কথা কহিলেন, তুমি আপন ভ্রাতা
হারোণকে কহ, তিরস্করিণীর অভ্যন্তরে সিন্দুকের
উপরিস্থিত পাপাচ্ছাদনের সম্মুখে অতি পবিত্র
স্থানে তুমি সর্ব্ব সময়ে প্রবেশ করিও না, পাছে
তোমার মৃত্যু হয়, কেননা আমি পাপাচ্ছাদনের
উপরে মেঘে দর্শন দিব। ৩ হারোণ প্রায়শ্চি-
ত্তার্থে এক গোবৎস ও হোমার্থে এক মেষ সঙ্গে
লইয়া, এই রূপে অতি পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিবে।
৪ সে মসিনার পবিত্র উড়নী পরিধান করিবে,
ও মসিনার কটিবস্ত্র পরিধান করিবে, ও মসিনার
কটিবন্ধন পরিবে, ও মসিনার উষ্ণীষেতে বিভূ-
ষিত হইবে; এ সকল পবিত্র বস্ত্র, অতএব সে
জলেতে আপন শরীর ধৌত করিয়া এই সকল
পরিধান করিবে। ৫ পরে সে ইস্রায়েল্ বংশের
মণ্ডলীর নিকটে প্রায়শ্চিত্তার্থে দুই ছাগ ও হোমার্থে
এক মেষ লইবে। ৬ এবং হারোণ আপনার
নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত বলি যে গোবৎস, তাহাকে
আনয়ন করিয়া আপনার ও পরিবারের নিমি-
ত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ৭ পরে সেই দুই ছাগ
লইয়া মণ্ডলীর আবাসদ্বারের নিকটে পরমে-
শ্বরের সম্মুখে আনিবে। ৮ পরে হারোণ দুই
ছাগের বিষয়ে গুলিবাঁট করিবে; তাহাতে এক
পরমেশ্বরের নিমিত্তে, ও অন্য ত্যাগের নিমিত্তে
হইবে। ৯ পরে যে ছাগ গুলিবাঁটের দ্বারা পর-
মেশ্বরের নিমিত্তে হইবে, হারোণ তাহাকে লই-
য়া প্রায়শ্চিত্তার্থে বলিদান করিবে। ১০ কিন্তু যে
ছাগ গুলিবাঁটের দ্বারা ত্যাগের নিমিত্তে হইবে,
সে যেন ত্যাগের নিমিত্তে প্রান্তরে প্রেরণার্থে
গ্রাহ্য হয়, তন্নিমিত্তে তাহাকে পরমেশ্বরের
সম্মুখে জীবৎ উপস্থিত করিবে।

১১ পরে হারোণ আপনার প্রায়শ্চিত্তবলি যে
গোবৎস, তাহাকে আনিয়া আপনার ও পরি-
বারের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিবে, ও আপনার
প্রায়শ্চিত্তবলি সেই গোবৎসকে বধ করিবে।
১২ এবং পরমেশ্বরের সম্মুখস্থ বেদিহইতে প্রজ্ব-
লিত অঙ্গারেতে পূর্ণ ধূনাচি ও এক মুষ্টি চূর্ণী-
কৃত সুগন্ধি ধূনা লইয়া তিরস্করিণীর অভ্যন্তরে
যাইবে। ১৩ এবং পরমেশ্বরের সম্মুখে অগ্নিতে
ঐ সুগন্ধি ধূনা দিবে; তাহাতে সাক্ষ্যসিন্দুকের
উপরিস্থিত পাপাচ্ছাদন ধূনার ধূমেতে আবৃত
হইলে সে মরিবে না। ১৪ পরে সে ঐ গোবৎ-
সের কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া পাপাচ্ছাদনের পূর্ব্ব-
পার্শ্বে অঙ্গুলিদ্বারা প্রক্ষেপ করিবে, এবং অঙ্গু-
লিদ্বারা পাপাচ্ছাদনের সম্মুখে ঐ রক্ত সাত
বার প্রক্ষেপ করিবে।

১৫ পরে সে লোকদের প্রায়শ্চিত্তবলি ছাগকে
বধ করিয়া তাহার রক্ত তিরস্করিণীর অভ্যন্তরে
আনিয়া যেমন গোবৎসের রক্ত প্রক্ষেপ করি-
য়াছিল, সেই রূপ তাহারও রক্ত লইয়া করিবে,
অর্থাৎ পাপাচ্ছাদনের সম্মুখে ও পাপাচ্ছাদনের
উপরে তাহা প্রক্ষেপ করিবে। ১৬ এবং ইস্রায়েল্
বংশের অশুচিতা ও সকল প্রকার পাপজন্য
অপরাধ প্রযুক্ত সে পবিত্র স্থানের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত
করিবে, এবং যে মণ্ডলীর আবাস অশুচিতাবিশিষ্ট
তাহাদের মধ্যবর্ত্তী, তাহার নিমিত্তে সে তদ্রূপ
করিবে। ১৭ এবং প্রায়শ্চিত্ত করিতে অতি পবিত্র
স্থানে প্রবেশ করণ অবধি যে পর্য্যন্ত সে বাহির
না হয়, সেই পর্য্যন্ত মণ্ডলীর আবাসে কোন
মনুষ্য থাকিবে না। পরে আপনার ও পরি-
বারের ও ইস্রায়েল্ বংশের তাবৎ মণ্ডলীর

নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত সমাপ্ত হইলে ১৮ সে নির্গত
হইয়া পরমেশ্বরের সম্মুখবর্ত্তি বেদির নিকটে
যাইয়া তাহার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিবে, এবং
সেই গোবৎসের কিঞ্চিৎ রক্ত ও ছাগের কিঞ্চিৎ
রক্ত লইয়া বেদির চূড়ার উপরে চারি দিগে
দিবে। ১৯ এবং সে রক্তের কিঞ্চিৎ লইয়া আ-
পন অঙ্গুলিদ্বারা তাহার উপরে সাত বার প্র-
ক্ষেপ করিয়া তাহা শুচি করিবে, ও ইস্রায়েল্
বংশের অশৌচহইতে তাহা পবিত্র করিবে।

২০ এই রূপে হারোণ পবিত্র স্থানের ও মণ্ড-
লীর আবাসের ও বেদির প্রায়শ্চিত্ত করণ সমাপ্তি
করিলে পর সেই জীবৎ ছাগকে আনিয়া ২১ সেই
জীবৎ ছাগের মস্তকে আপন হস্তদ্বয় সমর্পণ
করিবে, এবং ইস্রায়েল্ বংশের সকল প্রকার
পাপজন্য দোষ ও অপরাধ তাহার উপরে
স্বীকার করিয়া সে সমস্ত ঐ ছাগের মস্তকে
অর্পণ করিবে; পরে উপযুক্ত মনুষ্যের হস্তদ্বারা
তাহাকে প্রান্তরে পাঠাইয়া দিবে। ২২ তাহাতে
ঐ ছাগ নিজ মস্তকে তাহাদের সমস্ত অপরাধ
মরু ভূমিতে বহিবে; পরে সে সেই ছাগকে
প্রান্তরে ছাড়িয়া দিবে। ২৩ অপর হারোণ
মণ্ডলীর আবাসের মধ্যে যাইবে, এবং অতি
পবিত্র স্থানে প্রবেশ করণ সময়ে যে মসিনার
বস্ত্র পরিধান করিয়াছিল, তাহা ত্যাগ করিয়া
সেই স্থানে রাখিবে। ২৪ পরে সে পবিত্র স্থানে
আপন শরীর জলে ধৌত করিয়া নিজ বস্ত্র
পরিধান করিয়া নির্গত হইবে, এবং আপনার
হোমবলি ও লোকদের হোমবলি উৎসর্গ করিয়া
আপনার ও লোকদের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করি-
বে। ২৫ এবং ঐ প্রায়শ্চিত্ত বলির মেদ বেদিতে
দগ্ধ করিবে। ২৬ এবং যে জন ত্যজ্য ছাগ ছা-
ড়িয়া দিয়াছিল, সে আপন বস্ত্র ও শরীর জলে
ধৌত করিয়া শিবিরে আসিবে। ২৭ এবং প্রা-
য়শ্চিত্তবলি যে গোবৎস, ও প্রায়শ্চিত্তবলি যে
ছাগ, যাহাদের রক্ত প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে পবিত্র
স্থানে আনীত হইয়াছিল, লোকেরা তাহাদিগকে
শিবিরের বাহিরে লইয়া গিয়া তাহাদের চর্ম্ম ও
মাংস ও বিষ্ঠা অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। ২৮ এবং
যে জন তাহা দগ্ধ করিবে, সে আপন বস্ত্র ধৌত
করিবে ও আপন গাত্র জলেতে ধৌত করিবে;
পরে শিবিরের মধ্যে আসিবে।

২৯ তোমাদের নিমিত্তে ইহা নিত্য বিধি হই-
বে; সপ্তম মাসের দশম দিবসে স্বদেশীয় কিম্বা
তোমাদের মধ্যনিবাসি বিদেশীয় লোক তোমরা
আপন ২ প্রাণকে দুঃখ দিবা ও কোন ব্যবসায় কর্ম্ম
করিবা না। ৩০ কেননা সে দিবসে যাজক তোমা-
দিগকে শুচি করণার্থে তোমাদের জন্যে প্রায়-
শ্চিত্ত করিবে; তাহাতে তোমরা পরমেশ্বরের
সম্মুখে আপনাদের সকল পাপহইতে পরিষ্কৃত
হইবা। ৩১ তাহা তোমাদের বিশ্রামার্থক বিশ্রাম-
দিন; তাহাতে তোমরা নিত্য বিধিমতে আপন ২
প্রাণকে দুঃখ দিবা। ৩২ এবং পিতার স্থানে
যাগ করিতে যাহাকে অভিষেক করিয়া যাজ-
কত্বপদে নিযুক্ত করা যাইবে, সেই যাজক
প্রায়শ্চিত্ত করিবে, এবং মসিনার বস্ত্র অর্থাৎ
পবিত্র বস্ত্র পরিধান করিবে। ৩৩ এবং সে অতি
পবিত্র স্থানের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিবে, এবং
মণ্ডলীর আবাসের ও বেদির কারণ প্রায়শ্চিত্ত
করিবে, এবং যাজকগণের ও মণ্ডলীস্থ সকল
লোকের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ৩৪ ইস্রা-
য়েল্ বংশের নিমিত্তে তাহাদের সমস্ত পাপ
প্রযুক্ত বৎসরের মধ্যে এক বার প্রায়শ্চিত্ত
করণার্থে তোমাদের জন্যে ইহা নিত্য বিধি
হইবে। তখন যাজক মূসার প্রতি পরমেশ্বরের
আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিল।

১৭ অধ্যায়।

**১ আবাসের দ্বারে পরমেশ্বরের উদ্দেশে তাবৎ বলি
উৎসর্গ করিতে আজ্ঞা ও দেবগণের উদ্দেশে উৎ-
সর্গ করিতে নিষেধ, ৮ ও তাহা করণের প্রতিফল,
১০ ও রক্ত ভোজনে নিষেধ, ১৫ ও স্বয়ংমৃত
কিম্বা বিদীর্ণ পশু ভক্ষণে নিষেধ।**

১ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২ তুমি
হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে ও ইস্রায়েলের
সমস্ত বংশকে কহ, ও তাহাদিগকে এই কথা
বল, পরমেশ্বর এই আজ্ঞা করেন। ৩ ইস্রায়েল
বংশজাত যে কেহ গোরু কিম্বা মেষ কিম্বা ছা-
গলকে শিবিরের মধ্যে কিম্বা শিবিরের বাহিরে
ছেদন করে, ৪ কিন্তু পরমেশ্বরের আবাসের
সম্মুখে পরমেশ্বরের উদ্দেশে উপহার উৎসর্গ
করিতে মণ্ডলীর আবাসের দ্বারনিকটে না আনে,
তাহার প্রতি রক্তপাতের পাপ বর্ত্তিবে; সে
রক্তপাত করাতে আপন লোকদের মধ্যহইতে
উচ্ছিন্ন হইবে। ৫ কেননা ইস্রায়েল্ বংশ আপ-
নাদের যে২ বলি প্রান্তরে লইয়া যায়, অদ্যা-
বধি সে সমস্ত মণ্ডলীর আবাসের দ্বারে পর-
মেশ্বরের উদ্দেশে যাজকের নিকটে আনিয়া মঙ্গ-
লার্থে পরমেশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করিবে।
৬ এবং যাজক মণ্ডলীর আবাসের দ্বার নিকটে
পরমেশ্বরের বেদির উপরে তাহাদের রক্ত প্র-
ক্ষেপ করিবে, এবং পরমেশ্বরের উদ্দেশে সুগন্ধি
উপহাররূপে মেদ দগ্ধ করিবে। ৭ তাহাতে
তাহারা যে দেবগণের সহিত ব্যভিচার করিয়া
আসিতেছে, তাহাদের উদ্দেশে আর বলিদান
করিবে না; তাহাদের পুরুষানুক্রমে এই এক
নিত্য বিধি হইবে।

৮ আর তুমি তাহাদিগকে কহ, ইস্রায়েল্ বংশের কোন ব্যক্তি কিম্বা তোমাদের মধ্যে প্রবাসকারি কোন বিদেশি লোক যদি হোম কিম্বা বলিদান করে, ৯ কিন্তু পরমেশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করিতে তাহা মণ্ডলীর আবাসের নিকটে না আনে, তবে সে আপন লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে।

১০ আর ইস্রায়েল্ বংশের কোন ব্যক্তি, কিম্বা তোমাদের মধ্যে প্রবাসকারি কোন বিদেশি লোক যদি কোন প্রকার রক্ত ভোজন করে, তবে আমি সেই রক্তভোক্তার প্রতি বিমুখ হইব, ও লোকদের মধ্যহইতে তাহাকে উচ্ছিন্ন করিব। ১১ কেননা রক্তের মধ্যে প্রাণির জীবন থাকে, এবং তোমাদের প্রাণের কারণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে আমি তাহা বেদির উপরে তোমাদিগকে দিলাম; প্রাণের কারণ রক্তই প্রায়শ্চিত্ত হয়। ১২ অতএব আমি ইস্রায়েল্ বংশকে কহিলাম, তোমাদের মধ্যে কেহ রক্ত ভোজন করিবে না, ও তোমাদের মধ্যে প্রবাসি কোন বিদেশীও রক্ত ভোজন করিবে না। ১৩ অপর ইস্রায়েল্ বংশের কোন ব্যক্তি কিম্বা তোমাদের মধ্যে প্রবাসকারি কোন বিদেশি লোক যদি মৃগয়াতে কোন খাদ্য পশুকে কিম্বা পক্ষিকে বধ করে, তবে সে তাহার রক্ত ঢালিয়া ধূলাতে আচ্ছাদন করিবে। ১৪ কেননা রক্তই সর্ব্ব প্রাণির জীবন, অর্থাৎ জীবনোপায়; অতএব আমি ইস্রায়েল্ বংশকে কহিলাম, তোমরা কোন প্রাণির রক্ত ভোজন করিবা না, কেননা রক্তই সকল প্রাণির জীবন; যে কেহ তাহা ভোজন করিবে, সে উচ্ছিন্ন হইবে।

১৫ আর স্বদেশি কি বিদেশির মধ্যে যে কেহ স্বয়ংমৃত কিম্বা পশুদ্বারা হত পশু ভোজন করে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে ও জলে স্নান করিবে, তথাপি সন্ধ্যাপর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে; পরে শুচি হইবে। ১৬ কিন্তু যদি ধৌত না করে ও স্নান না করে, তবে সে আপন পাপ আপনি ভোগ করিবে।

১৮ অধ্যায়।

১ ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতে বিনয়, ৬ ও অবিহিত বিবাহের কথা, ১৮ ও অবিহিত নানা কর্ম্মের কথা।

১ অপর পরমেশ্বর মুসাকে কহিলেন, ২ তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে কহ, ও তাহাদিগকে এই কথা বল, আমি তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর। ৩ তোমরা যে মিসর্দেশে বাস করিয়াছ, তাহার মতানুসারে আচরণ করিও না; এবং আমি যে কিনান্দেশে তোমাদিগকে লইয়া যাইতেছি, তাহারও মতানুসারে আচরণ করিও না, ও তাহাদের ব্যবস্থানুসারে চলিও না। ৪ কিন্তু আমার রাজনীতি মান্য কর, ও আমার বিধি পালন কর, ও তদনুসারে আচরণ কর; কেননা আমিই তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর। ৫ তোমরা আমার বিধি ও রাজনীতি পালন করিও; তাহা পালন করিলে মনুষ্য তদ্দ্বারা বাঁচে। আমিই পরমেশ্বর।

৬ আর তোমরা কেহ আপন গোত্রের মধ্যে নিষিদ্ধ স্ত্রীর আবরণীয় অনাবৃত করিতে তাহার নিকটে যাইও না; কেননা আমিই পরমেশ্বর। ৭ তুমি আপন পিতার কিম্বা মাতার আবরণীয় অনাবৃত করিও না; কেননা সে তোমার মাতা; তাহার আবরণীয় অনাবৃত করিও না। ৮ এবং তোমার পিতৃভার্য্যার আবরণীয় অনাবৃত করিও না, কেননা সে তোমার পিতার আবরণীয়। ৯ এবং তোমার ভগিনী অর্থাৎ তোমার পিতৃকন্যা কিম্বা মাতৃকন্যা, সে গৃহজাত হউক কিম্বা অন্যত্র জাত হউক, তাহার আবরণীয় অনাবৃত করিও না। ১০ এবং পৌত্রীর কিম্বা দৌহিত্রীর আবরণীয় অনাবৃত করিও না; কেননা সে তোমার আবরণীয়। ১১ এবং তোমার বিমাতৃকন্যার আবরণীয় অনাবৃত করিও না, কেননা সে তোমার পিতাহইতে জন্মিয়াছে, সুতরাং তোমার ভগিনী; তাহার আবরণীয় অনাবৃত করা তোমার অকর্ত্তব্য। ১২ এবং তোমার পিতৃভগিনীর আবরণীয় অনাবৃত করিও না, সে তোমার পিতৃগোত্রজা। ১৩ এবং তোমার মাতৃভগিনীর আবরণীয় অনাবৃত করিও না, সে তোমার মাতৃগোত্রজা। ১৪ এবং তোমার পিতৃব্যের আবরণীয় অনাবৃত করিও না, ও তাহার পত্নীতে উপগত হইও না, কেননা সে তোমার জেঠাই হয়। ১৫ এবং তোমার পুত্রবধূর আবরণীয় অনাবৃত করিও না, কেননা সে তোমার পুত্রবধূ, তাহার আবরণীয় অনাবৃত করা তোমার অকর্ত্তব্য। ১৬ এবং তোমার ভ্রাতৃপত্নীর আবরণীয় অনাবৃত করিও না; কেননা সে তোমার ভ্রাতার আবরণীয়। ১৭ এবং কোন স্ত্রীর ও তাহার কন্যার আবরণীয় অনাবৃত করিও না, এবং আবরণীয় অনাবৃত করিতে তাহার পৌত্রীকে কিম্বা দৌহিত্রীকে লইও না; কেননা সে তাহার গোত্রজা; এ কর্ম্ম বড় পাপ।

১৮ আর আপন স্ত্রীকে দুঃখ দিতে তাহার জীবৎকালে আবরণীয় অনাবৃত করণার্থে তাহার ভগিনীকে বিবাহ করিও না। ১৯ এবং ঋতুমতী স্ত্রীর অশৌচ সময়ে তাহার আবরণীয় অনাবৃত করিতে তাহার নিকটে যাইও না। ২০ এবং তুমি আপনাকে অশুচি করিতে আপন প্রতি-

রাসির স্ত্রীতে গমন করিও না। ২১ এবং তো-
মার বংশজাত কাহাকেও মোলক্ দেবের উদ্দে-
শে অগ্নির মধ্য দিয়া গমন করাইও না, এবং
তোমার ঈশ্বরের নাম অপবিত্র করিও না;
আমিই পরমেশ্বর। ২২ এবং স্ত্রীর ন্যায় পুরু-
ষের সহিত সংসর্গ করিও না, তাহা ঘৃণার্হ
কর্ম্ম। ২৩ এবং তুমি আপনাকে অশুচি করিতে
কোন পশুতে উপগত হইও না; এবং কোন
স্ত্রী কোন পশুর সহিত শৃঙ্গার করাইতে তাহার
সম্মুখে দাঁড়াইবে না, কেননা সে বিপরীত কর্ম্ম।
২৪ তোমরা এই সকল ক্রিয়ার মধ্যে কোন
ক্রিয়াদ্বারা আপনাদিগকে অশুচি করিও না;
কেননা যে২ জাতিকে আমি তোমাদের সম্মুখ-
হইতে দূর করিব, তাহারা এই সকল ক্রিয়াদ্বারা
অশুচি হইয়াছে; ২৫ এবং দেশও অশুচি হই-
য়াছে, অতএব আমি তাহার দোষ তাহাকে
ভোগ করাইব, এবং সেই দেশ আপন নিবা-
সিদিগকে উদ্গীরণ করিবে। ২৬ অতএব স্বদে-
শীয় কিম্বা তোমাদের মধ্যে প্রবাসকারি বিদে-
শীয় হউক, তোমরা সকলে এরূপ ঘৃণার্হ ক্রিয়া
না করিয়া আমার বিধি ও ব্যবস্থা পালন কর।
২৭ তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তি দেশনিবাসিরা এরূপ
ঘৃণার্হ ক্রিয়া করাতে দেশ অশুচি হইয়াছে।
২৮ অতএব সাবধান হও, সেই দেশ যেমন তো-
মাদের পূর্ব্ববর্ত্তি জাতিকে উদ্গীরণ করে, তদ্রূপ
যেন তোমাদের কর্ত্তৃক অশুচি হইয়া তোমাদি-
গকেও উদ্গীরণ না করে। ২৯ কেননা যে কেহ
এই সকলের মধ্যে কোন ঘৃণার্হ ক্রিয়া করে,
সে আপন লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে।
৩০ অতএব তোমাদের পূর্ব্বে যে সকল ঘৃণার্হ
ক্রিয়া চলিত ছিল, তোমরা তাহা করিও না,
এবং তাহাদ্বারা আপনাদিগকে অশুচি না করি-
য়া আমার আজ্ঞা পালন কর; আমিই তো-
মাদের প্রভু পরমেশ্বর।

১৯ অধ্যায়।

নানা প্রকার বিধি ও ব্যবস্থার বর্ণনা।

১ অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২ তুমি
ইস্রায়েল্ বংশের সমস্ত মণ্ডলীকে কহ, ও তা-
হাদিগকে এই কথা বল, তোমরা পবিত্র হও,
কেননা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর যে আমি,
আমিই পবিত্র।

৩ তোমরা আপন২ মাতা ও পিতাকে ভয়
কর, এবং আমার বিশ্রামদিন পালন কর;
আমি তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর। ৪ এবং তো-
মরা প্রতিমাগণের পশ্চাদ্গামী হইও না, ও আ-
পনাদের নিমিত্তে ছাঁচে ঢালা দেবতা নির্ম্মাণ
করিও না; আমি তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর।

৫ আর যদি তোমরা পরমেশ্বরের উদ্দেশে
মঙ্গলার্থে বলিদান কর, তবে গ্রাহ্য হইবার
নিমিত্তে তাহা দান করিবা। ৬ বলিদানের দি-
বসে ও তাহার পরদিবসে তাহা ভোজন করিতে
হইবে; তৃতীয় দিন পর্য্যন্ত যাহা অবশিষ্ট
থাকে, তাহা অগ্নিতে দগ্ধ হইবে। ৭ তৃতীয়
দিবসে যদি কেহ তাহার কিঞ্চিৎ ভোজন করে,
তবে তাহা ঘৃণার্হ ও অগ্রাহ্য হইবে। ৮ এবং
ভোক্তাকে নিজ পাপ ভোগ করিতে হইবে;
কেননা সে পরমেশ্বরের পবিত্র বস্তু সাধারণ
করিল, অতএব সে আপন লোকদের মধ্যহইতে
উচ্ছিন্ন হইবে।

৯ আর তোমরা আপন২ ক্ষেত্রের শস্য কা-
টন সময়ে ক্ষেত্রের কোণে নিঃশেষ রূপে কাটিও
না, এবং তোমার ক্ষেত্রে পতিত শস্য কুড়াইও
না। ১০ এবং আপন২ দ্রাক্ষাক্ষেত্রের সমস্ত
দ্রাক্ষাফলই সংগ্রহ করিও না, এবং দ্রাক্ষা-
ক্ষেত্রের পতিত দ্রাক্ষাফল কুড়াইও না; তোমরা
দরিদ্র ও বিদেশিদের জন্যে তাহা ত্যাগ কর;
আমি তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর।

১১ আর তোমরা চুরি করিও না, ও প্রবঞ্চনা
করিও না, এবং পরস্পর মিথ্যা কথা কহিও না।

১২ আমার নাম লইয়া মিথ্যা দিব্য করিও
না, ও তোমার ঈশ্বরের নাম সাধারণ করিও
না; কেননা আমি পরমেশ্বর।

১৩ আর তুমি আপন প্রতিবাসির প্রতি অন্যায়
করিও না ও অপহরণ করিও না, এবং বেতন-
গ্রাহির বেতন রাত্রি অবধি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত
রাখিও না।

১৪ তুমি বধিরকে শাপ দিও না, ও অন্ধের
সম্মুখে বাধক সামগ্রী রাখিও না, কিন্তু তোমার
ঈশ্বরকে ভয় কর; আমিই পরমেশ্বর।

১৫ তুমি বিচারে অন্যায় করিও না, ও দরি-
দ্রের মুখাপেক্ষা করিও না, ও ধনবানের সম্ভ্রম
করিও না; তুমি ন্যায়েতে আপন প্রতিবাসির
বিচার নিষ্পন্ন কর।

১৬ তুমি কর্ণেজপ হইয়া আপন লোকদের
মধ্যে ইতস্ততো ভ্রমণ করিও না, এবং তোমার
প্রতিবাসির বধ হইলে তাহাতে অমনোযোগী
হইও না; আমিই পরমেশ্বর।

১৭ তুমি মনে২ আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করিও
না, কিন্তু আপন প্রতিবাসিকে স্পষ্টরূপে অনু-
যোগ করিবা, তাহাতে তুমি তাহার নিমিত্তে
পাপ ভোগ করিবা না।

১৮ আর তুমি প্রতিহিংসা করিও না, ও আ-
পন লোকদের বংশকে দ্বেষ করিও না, বরং
প্রতিবাসিকে আত্মতুল্য প্রেম করিবা; আমিই
পরমেশ্বর।

১৯ তুমি আমার বিধি পালন কর: এবং
অন্যজাতীয় পশুর সহিত আপন পশুদিগকে
শৃঙ্গার করিতে দিবা না, ও তোমার এক ক্ষেত্রে
নানা প্রকার বীজ বুনিবা না; এবং মসিনা ও
লোমমিশ্রিত বস্ত্র গাত্রে দিবা না।
২০ আর মুল্যদ্বারা কিম্বা অন্য রূপে মুক্তা
নহে, এমত যে বাগ্দত্তা দাসী, তাহার সহিত
যদি কেহ সংসর্গ করে, তবে তাহারা দণ্ড্য
হইবে; তাহাদের বধ হইবে না, কেননা সে
মুক্তা নহে। ২১ এবং সে পুরুষ মণ্ডলীর আ-
বাসের দ্বারনিকটে পরমেশ্বরের উদ্দেশে দো-
ষার্থক বলি অর্থাৎ দোষার্থক মেষ আনিবে।
২২ এবং যাজক পরমেশ্বরের উদ্দেশে সেই দো-
ষার্থক মেষদ্বারা তাহার কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত
করিবে; তাহাতে তাহার পাপ ক্ষমা হইবে।
২৩ আর তোমরা দেশে প্রবেশ করিলে ভক্ষ-
ণার্থে যে ২ প্রকার বৃক্ষ রোপণ করিবা, তাহার
ফল অচ্ছিন্নত্বক্‌রূপে গণিবা; তিন বৎসর পর্য্যন্ত
তাহা তোমাদের পক্ষে অচ্ছিন্নত্বক্‌রূপে থাকিবে,
তাহা ভোজন করিবা না। ২৪ অপর চতুর্থ
বৎসরে তাহার সমস্ত ফল পরমেশ্বরের প্রশং-
সার্থক উপহাররূপে পবিত্র হইবে। ২৫ এবং
পঞ্চম বৎসরে তাহার ফল ভোজন করিবা;
ইহাতে তোমাদের নিমিত্তে প্রচুর ফল উৎপন্ন
হইবে; আমিই তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর।
২৬ আর তোমরা রক্তের সহিত কোন বস্তু
ভোজন করিও না; ও মোহকের কিম্বা গণ-
কের বিদ্যা ব্যবহার করিও না।
২৭ আর তোমরা আপন ২ মস্তকের কেশ
মণ্ডলাকার করিও না, ও আপন ২ দাড়ির কোণ
মুণ্ডন করিও না। ২৮ এবং মৃত লোকের জন্যে
আপন ২ অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিও না, ও শরীরে
গোদানী দিও না; আমি পরমেশ্বর।
২৯ আর তোমরা আপন ২ কন্যাকে বেশ্যা
হইতে প্রবৃত্তি দিও না; দিলে দেশকে ব্যভি-
চারী করিবা, ও দেশ দুষ্কর্ম্মে পরিপূর্ণ হইবে।
৩০ তোমরা আমার বিশ্রামদিন পালন কর,
ও আমার পবিত্র স্থানকে সমাদর কর; আমিই
পরমেশ্বর।
৩১ আর তোমরা আপনাদিগকে অশুচি করি-
তে ভূতড়িয়াদিগকে মানিও না, ও গুণিদের
কাছে কিছু অন্বেষণ করিও না; আমিই তোমাদের
প্রভু পরমেশ্বর।
৩২ তোমরা পক্বকেশ প্রাচীনের সম্মুখে উঠি-
য়া দাঁড়াইবা, ও বৃদ্ধ লোককে সমাদর করিবা,
ও আপন ঈশ্বরের প্রতি ভয় রাখিবা; আমিই
পরমেশ্বর।
৩৩ আর কোন বিদেশি লোক যদি তোমা-
দের দেশে তোমাদের সহিত বাস করে, তবে
তোমরা তাহার প্রতি উপদ্রব করিবা না।
৩৪ যেমন তোমাদের স্বদেশীয় লোক, তেমনি
তোমাদের সহবাসকারি বিদেশি লোক তোমা-
দের নিকটে মান্য হইবে; তোমরা তাহাকে
আত্মতুল্য প্রেম করিবা, কেননা মিসর্‌দেশে
তোমরাও বিদেশী ছিলা; আমিই তোমাদের
প্রভু পরমেশ্বর।
৩৫ আর তোমরা বিচার কিম্বা পরিমাণ কিম্বা
তৌল কিম্বা কাঠা বিষয়ে অন্যায় করিও না।
৩৬ প্রকৃত দাঁড়ি ও প্রকৃত বাটখারা ও প্রকৃত ঐফা
ও প্রকৃত হিন্ তোমাদের হইবে; যিনি মিসর্-
দেশহইতে তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনি-
লেন, তোমাদের সেই প্রভু পরমেশ্বর আমি।
৩৭ অতএব তোমরা আমার সকল বিধি ও ব্যবস্থা
মান্য করিয়া পালন কর; আমিই পরমেশ্বর।

২০ অধ্যায়।

১ মোলক্‌ দেবের উদ্দেশে পুত্রকে উৎসর্গ করণে দণ্ড,
৬ ও ভূতড়িয়ার সঙ্গে পরামর্শ করণে দণ্ড, ৭ ও
পবিত্র হওনের কথা, ৯ ও পিতামাতাকে শাপ
দেওনে দণ্ড, ১০ ও অশুচি কর্ম্মের দণ্ড, ২২ ও
আজ্ঞা পালন করণের কথা, ২৭ ও ভূতড়িয়ার দণ্ড।

১ অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২ তুমি
ইস্রায়েল্‌ বংশকে আরও কহ, ইস্রায়েল্‌ বং-
শের কোন ব্যক্তি কিম্বা তাহাদের মধ্যে প্রবাস-
কারি কোন বিদেশি লোক যদি আপন বংশের
কাহাকেও মোলক্‌ দেবের উদ্দেশে প্রদান করে,
তবে সে নিতান্ত হত হইবে, ও দেশীয় লোক
তাহাকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে। ৩ এবং আমিও
সেই মনুষ্যের প্রতি বিমুখ হইয়া তাহার লো-
কদের মধ্যহইতে তাহাকে উচ্ছিন্ন করিব; কে-
ননা মোলক্‌ দেবের উদ্দেশে আপন বংশজ-
কে দেওয়াতে সে আমার পবিত্র স্থান অপ-
বিত্র করে, ও আমার পবিত্র নাম সাধারণ
করে। ৪ আর যে সময়ে সেই মনুষ্য আপন
সন্তানকে মোলক্‌ দেবের উদ্দেশে উৎসর্গ করে,
তৎকালে যদি দেশীয় লোকেরা তাহাকে দেখি-
য়াও না দেখে ও তাহাকে বধ না করে,
৫ তবে আমি সেই ব্যক্তির প্রতি ও তাহার
বংশের প্রতি বিমুখ হইয়া তাহাকে ও মোলক্‌
দেবের সহিত ব্যভিচার করণার্থে তাহার পশ্চা-
দ্গামি সকলকে তাহাদের লোকদের মধ্যহইতে
উচ্ছিন্ন করিব।
৬ আর যে কেহ ভূতড়িয়া কিম্বা গুণি লোকের
সহিত ব্যভিচার করিতে তাহাদের পশ্চাদ্গামী
হয়, আমি তাহার প্রতি বিমুখ হইয়া তাহার
লোকদের মধ্যহইতে তাহাকে উচ্ছিন্ন করিব।

৭ তোমরা আপনাদিগকে পবিত্র করিয়া পবিত্র
হও; কেননা আমি তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর।
৮ এবং তোমরা আমার বিধি মান্য করিয়া পালন
কর; আমি তোমাদের পবিত্রকারী পরমেশ্বর।
৯ যে কেহ আপন পিতাকে কিম্বা মাতাকে
শাপ দেয়, সে নিতান্ত হত হইবে, পিতামাতা-
কে শাপ দেওয়াতে সেই বধাপরাধ তাহার
উপরে বর্ত্তিবে।
১০ আর যদি কেহ পরের ভার্য্যাতে ব্যভি-
চার করে, তবে যে জন প্রতিবাসির যে ভার্য্যা-
তে ব্যভিচার করে, সেই ব্যভিচারী ও ব্যভি-
চারিণী উভয়ে নিতান্ত হত হইবে। ১১ এবং যদি কেহ
আপন পিতৃভার্য্যার আবরণীয় অনাবৃত করিয়া
তাহাতে উপগত হয়, তবে তাহারা দুই জনই নি-
তান্ত হত হইবে, সেই বধাপরাধ তাহাদের
উপরে বর্ত্তিবে। ১২ এবং যদি কেহ পুত্রবধূতে
গমন করে, তবে তাহারাও দুই জন নিতান্ত
হত হইবে; অতি মন্দ কর্ম্ম করাতে সেই বধা-
পরাধ তাহাদের প্রতি বর্ত্তিবে। ১৩ এবং পুরুষ
যদি স্ত্রীর ন্যায় পুরুষে উপগত হয়, তবে তা-
হারা ঘৃণার্হ ক্রিয়া করাতে দুই জনই নিতান্ত
হত হইবে; সেই বধাপরাধ তাহাদের উপরে
বর্ত্তিবে। ১৪ আর কেহ যদি কোন কন্যাতে
ও তাহার মাতাতে উপগত হয়, তবে তাহারা
দুষ্কর্ম্ম করে; তোমাদের মধ্যে যেন এমত
দুষ্টতা না হয়, এই জন্যে তাহারা তিন জনই
অগ্নিতে দগ্ধ হইবে। ১৫ এবং যে কেহ কোন
পশুতে উপগত হয়, সে নিতান্ত হত হইবে;
এবং তোমরা সে পশুকেও বধ করিবা। ১৬ এবং
কোন স্ত্রী যদি পশুর সহিত সংসর্গ করিতে
নিকটে গিয়া তাহার সম্মুখে শয়ন করে, তবে
তুমি সেই স্ত্রীকে ও পশুকে বধ করিবা;
তাহারা নিতান্ত হত হইবে, সেই বধাপরাধ
তাহাদের প্রতি বর্ত্তিবে। ১৭ আর যদি কেহ
আপন ভগিনীকে অর্থাৎ পিতৃকন্যাকে কিম্বা
মাতৃকন্যাকে গ্রহণ করে, ও উভয়ে উভয়ের আ-
বরণীয় দেখে, তবে সে বড় পাপ; তাহারা
আপন লোকদের দৃষ্টিতে উচ্ছিন্ন হইবে, কে-
ননা সে আপন ভগিনীর আবরণীয় অনাবৃত
করাতে আপনার পাপের ফল আপনি ভোগ
করিবে। ১৮ এবং কেহ যদি রজস্বলা স্ত্রীতে গমন
করে ও তাহার আবরণীয় অনাবৃত করে, তবে
সে পুরুষ স্ত্রীর রক্তাকর প্রকাশ করাতে, ও
স্ত্রী আপন রক্তাকর অনাবৃত করাতে তাহারা
উভয়ে আপন লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন
হইবে। ১৯ এবং তুমি আপন মাসীর কিম্বা
পিসীর আবরণীয় অনাবৃত করিও না; যে কেহ
আপনার এমত নিকটবর্ত্তি কুটুম্বের আবরণীয়
অনাবৃত করে, তাহারা উভয়েই আপন ২ পাপ
ভোগ করিবে। ২০ আর যদি কেহ আপন খুড়ীতে
গমন করে, তবে আপন পিতৃব্যের আবরণীয়
অনাবৃত করাতে তাহারা আপন ২ পাপের ফল
ভোগ করিবে, ও নিঃসন্তান হইয়া মরিবে। ২১ এবং
যদি কেহ আপন ভ্রাতৃপত্নীতে উপগত হয়,
তবে সে অশুচি কর্ম্ম; আপন ভ্রাতৃপত্নীর
আবরণীয় অনাবৃত করাতে তাহারা নিঃসন্তান
হইবে।
২২ তোমরা আমার সকল বিধি ও ব্যবস্থা
মান্য করিয়া পালন কর; নতুবা আমি বাসার্থে
তোমাদিগকে যে দেশে লইয়া যাইতেছি, সেই
দেশ তোমাদিগকে উদ্গীরণ করিবে। ২৩ এবং
আমি তোমাদের সম্মুখহইতে যে জাতিগণকে দূর
করিব, তাহাদের আচারানুসারে আচার করিও
না; কেননা তাহারা ঐ সকল দুষ্ক্রিয়া করি-
য়াছে, এই কারণ আমি তাহাদিগকে ঘৃণা করি-
লাম। ২৪ কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিয়াছি,
তোমরা তাহাদের দেশ অধিকার করিবা, আমি
তোমাদিগকে সেই দুগ্ধমধুপ্রবাহি দেশ অধিকার
করিতে দিব; অন্য লোকহইতে তোমাদিগকে
বিভিন্নকারী তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর আমি।
২৫ অতএব তোমরা শুচ্যশুচি পশুর ও শুচ্য-
শুচি পক্ষির ভেদ করিবা; আমি যে২ পশু
ও পক্ষি ও কীটাদি জন্তুকে অশুচি কহিয়া তো-
মাদিগহইতে পৃথক্ করিলাম, তাহাদ্বারা তো-
মরা আপন২ প্রাণকে ঘৃণার্হ করিও না। ২৬ এবং
তোমরা আমার উদ্দেশে পবিত্র হও, কেননা
আমি পরমেশ্বর পবিত্র; এবং আমি আপন
লোক করণার্থে অন্য লোকদের হইতে তোমা-
দিগকে পৃথক্ করিয়াছি।
২৭ আর পুরুষ কিম্বা স্ত্রী যে কেহ ভূতড়িয়া
কিম্বা গুণী হয়, সে নিতান্ত হত হইবে, ও লোকেরা
তাহাকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে, ও সেই বধা-
পরাধ তাহার প্রতি বর্ত্তিবে।

২১ অধ্যায়।

১ যাজকদের শোক ও বিবাহাদির বিধি, ১৬ ও শরীরে
দোষবিশিষ্টদের যাজনক্রিয়া করণে নিষেধ।

১ অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি হা-
রোণের পুত্র যাজকগণকে কহ ও তাহাদিগকে
এই কথা বল, স্বজাতীয়দের মধ্যে কেহ মরিলে
যাজক অশুচি হইবে না। ২ কেবল আপন
গোত্র অর্থাৎ আপন মাতা ও পিতা ও পুত্র ও
কন্যা ও ভ্রাতা মরিলে অশুচি হইবে। ৩ এবং
যে নিকটস্থ ভগিনীর স্বামী হয় নাই, এমন অবিবা-
হিতা ভগিনী মরিলে অশুচি হইবে। ৪ তাহারা আ-
পন লোকদের মধ্যে প্রধান, অতএব সাধারণ

হইতে আপনাদিগকে অশুচি করিবে না। ৫ তা-
হারা আপন২ মস্তক মুণ্ডন করিবে না, ও আ-
পন২ দাড়ির কোণও মুণ্ডন করিবে না, ও
আপন২ শরীরে অস্ত্রাঘাত করিবে না। ৬ তা-
হারা আপন ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র হইবে,
ও আপন ঈশ্বরের নাম সাধারণ করিবে না;
কেননা তাহারা আপন ঈশ্বরের ভক্ষ্য অর্থাৎ
পরমেশ্বরের অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ করে,
অতএব তাহারা পবিত্র হইবে। ৭ এবং তাহারা
বেশ্যাকে কিম্বা কলঙ্কিনীকে বিবাহ করিবে না,
এবং স্বামির ত্যক্তা স্ত্রীকেও বিবাহ করিবে না,
কেননা তাহারা আপন ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র।
৮ অতএব তুমি যাজককে পবিত্র করিবা; সে
তোমার ঈশ্বরের ভক্ষ্য উৎসর্গ করে, এই জন্যে
তোমার নিকটে পবিত্র হইবে; কেননা তোমাদের
পবিত্রকারি পরমেশ্বর যে আমি, আমি পবিত্র।
৯ আর কোন যাজকের কন্যা যদি ব্যভিচার
ক্রিয়াদ্বারা আপনাকে অশুচি করে, তবে সে
আপন পিতাকে অশুচি করে; সে অগ্নিতে
দগ্ধা হইবে। ১০ এবং আপন ভ্রাতাদের মধ্যে
প্রধান যে যাজকের মস্তকে অভিষেকার্থে তৈল
ঢালা গিয়াছে, অর্থাৎ যে জন পদনিয়োগদ্বারা
পবিত্র বস্ত্র পরিধান করণের অধিকারী হই-
য়াছে, সে আপন মস্তক অনাবৃত করিবে না ও
আপন বস্ত্র চিরিবে না। ১১ ও সে কোন শ-
বের নিকটে গৃহমধ্যে যাইবে না, এবং আপন
মাতাপিতার মরণে অশুচি হইবে না, ১২ এবং
পবিত্র স্থানহইতে নির্গত হইবে না, এবং আ-
পন ঈশ্বরের পবিত্র স্থান সাধারণ করিবে না,
কেননা তাহার ঈশ্বরের অভিষেকার্থক তৈলযুক্ত
মুকুট তাহার উপরে আছে; আমিই পরমেশ্বর।
১৩ এবং সে কেবল অনূঢ়াকে বিবাহ করিবে।
১৪ কিন্তু বিধবা কি ত্যক্তা কি কলঙ্কিনী কি
বেশ্যাকে বিবাহ করিবে না; সে আপন লোক-
দের মধ্যে কোন কন্যাকে বিবাহ করিবে। ১৫ সে
আপন লোকদের মধ্যে আপন বংশ অপবিত্র
করিবে না, কেননা আমিই তাহার পবিত্রকারী
পরমেশ্বর।

১৬ অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ১৭ তুমি
হারোণকে কহ, পুরুষানুক্রমে তোমার বংশের
মধ্যে যাহার গাত্রে দোষ থাকে, সে আপন
ঈশ্বরের উদ্দেশে ভক্ষ্য উৎসর্গ করিতে নিকটে
যাইবে না। ১৮ যে কোন লোকের দোষ আছে,
সে নিকটবর্ত্তী হইবে না; বিশেষতঃ হারোণ
যাজকের বংশের মধ্যে অন্ধ ও খঞ্জ ও খাঁদা ও
অধিকাঙ্গ ১৯ ও ভগ্নপদ ও ভগ্নহস্ত, ২০ ও কুব্জ
ও বামন ও ছানিপড়া ও শ্বিত্ররোগী ও চুলকণা-
বিশিষ্ট ও ভগ্নমুষ্ক প্রভৃতি ২১ যত দোষবিশিষ্ট
পুরুষ, তাহাদের মধ্যে কেহই পরমেশ্বরের উ-
দ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ করিতে নিকটে
যাইবে না; তাহার দোষ আছে, এই জন্যে
সে আপন ঈশ্বরের উদ্দেশে ভক্ষ্য উৎসর্গ করি-
তে নিকটবর্ত্তী হইবে না। ২২ সে ঈশ্বরীয় ভক্ষ্য
অর্থাৎ অতি পবিত্র ও পবিত্র বস্তু ভোজন
করিতে পারিবে। ২৩ কিন্তু তিরস্করিণীর নি-
কটে প্রবেশ করিবে না, ও বেদির নিকটবর্ত্তী
হইবে না; কেননা তাহার দোষ আছে, সে
আমার পবিত্র স্থান অপবিত্র করিবে না, আ-
মিই তাহার পবিত্রকারী পরমেশ্বর। ২৪ এই
রূপে মূসা হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে ও
তাবৎ ইস্রায়েল্ বংশকে এই কথা কহিল।

২২ অধ্যায়।

১ অপবিত্র হইয়া পবিত্র বস্তুহইতে যাজকের পৃথক্ হওনের বিধি, ১০ ও যাজকের গৃহবাসিদের মধ্যে পবিত্র বস্তু খাওনের বিধি ও নিষেধ, ১৪ ও অজ্ঞাতসারে পবিত্র বস্তু খাওন প্রযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত, ১৭ ও নির্দ্দোষ বলির আবশ্যকতা, ২৬ ও বলির বয়স নিরূপণ, ২৯ ও প্রশংসার্থ বলির কথা।

১ অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২ তুমি
হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে কহ, তোমরা
ইস্রায়েল্ লোকদের পবিত্রীকৃত দ্রব্য বিষয়ে
সাবধান হও, তাহা যাহার উদ্দেশে পবিত্রী-
কৃত হয়, আমার সেই পবিত্র নামকে অপবিত্র
করিও না, আমিই পরমেশ্বর। ৩ এবং তাহাদিগ-
কে এই নিত্য বিধি জানাও, তোমাদের বংশের
মধ্যে যে কেহ অশুচি হইয়া পবিত্র বস্তুর নিকটে
অর্থাৎ ইস্রায়েল্ বংশকর্তৃক পরমেশ্বরের উদ্দে-
শে পবিত্রীকৃত বস্তুর নিকটে যাইবে, সে আ-
মার সম্মুখহইতে উচ্ছিন্ন হইবে; আমিই পর-
মেশ্বর। ৪ এবং হারোণ বংশের যে কেহ কুষ্ঠী
কিম্বা প্রমেহী হয়, সে শুচি না হওন পর্য্যন্ত
পবিত্র বস্তু ভোজন করিবে না। যে কেহ মৃত
দেহ প্রভৃতি অশুচি বস্তু স্পর্শ করে, কিম্বা যা-
হার রেতঃপাত হয়, ৫ কিম্বা যে ব্যক্তি অশৌচ-
জনক কীটাদি জন্তুকে কিম্বা কোন প্রকার অ-
শৌচবিশিষ্ট মনুষ্যকে স্পর্শ করে, ৬ সেই স্পর্শ-
কারী সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে, এবং জলে-
তে আপন গাত্র ধৌত না করিলে পবিত্র বস্তু
ভোজন করিবে না। ৭ পরে সূর্য্য অস্তগত হইলে
সে পবিত্র হইয়া পবিত্র বস্তু ভোজন করিবে,
কেননা তাহা তাহারই খাদ্য। ৮ আপনাকে
অপবিত্র করণার্থে স্বয়ংমৃত কিম্বা বিদীর্ণ পশুর
মাংস ভোজন করিবে না, আমিই পরমেশ্বর।
৯ এবং তাহারা আমার বিধান পালন করুক,
নতুবা তাহা সামান্য জ্ঞান করিলে তাহারা আ-

পন পাপ ভোগ করিবে ও মরিবে; আমিই তা-
হাদের পবিত্রকারী পরমেশ্বর।
১০ আর কোন অন্যজাতীয় লোক পবিত্র বস্তু
ভোজন করিবে না, ফলতঃ যাজকের গৃহপ্রবাসী
কিম্বা বেতনজীবী পবিত্র বস্তু ভোজন করিবে
না। ১১ কিন্তু যাজক রূপা দিয়া যে কোন ব্য-
ক্তিকে ক্রয় করিয়া থাকে, সে ভোজন করিবে;
এবং তাহার গৃহজাত লোকেরা তাহার অন্ন
ভোজন করিবে। ১২ আর যাজকের কন্যা যদি
অন্যজাতীয় লোকের সহিত বিবাহিতা হয়, তবে
সে পবিত্র দ্রব্যাদিরূপ উপহার ভোজন করিবে;
না। ১৩ আর যাজকের যে কন্যা বিধবা কিম্বা
ত্যক্তা হয়, সে যদি নিরপত্যা হইয়া থাকে, তবে
পুনর্ব্বার আসিয়া বাল্যাবস্থার ন্যায় পিতৃগৃহে বাস
করিয়া পিতার অন্ন ভোজন করিতে পারে, কিন্তু
অন্যজাতীয় লোক তাহা ভোজন করিবে না।
১৪ আর কেহ যদি অজ্ঞাতসারে পবিত্র বস্তু
ভোজন করে, তবে সে সেই রূপ পবিত্র বস্তু ও
তাহার পঞ্চমাংশ অধিক করিয়া যাজককে দিবে।
১৫ এই রূপে ইস্রায়েল্ বংশ যে২ পবিত্র বস্তু
পরমেশ্বরের উদ্দেশে নিবেদন করে, যাজকেরা
তাহা সাধারণ করিবে না; ১৬ এবং পবিত্র
বস্তু ভক্ষণকালে আপনাদিগকে দোষের দণ্ড
ভোগ করাইবে না; কেননা আমিই তাহাদের
পবিত্রকারী পরমেশ্বর।
১৭ অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ১৮ তুমি
হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে ও ইস্রায়ে-
লের তাবৎ বংশকে কহ, ও তাহাদিগকে এই
কথা বল, ইস্রায়েল্ বংশের কোন ব্যক্তি কিম্বা
তাহাদের মধ্যে প্রবাসকারি কোন লোক যখন
পরমেশ্বরের উদ্দেশে মানতপূর্ব্বক কিম্বা স্বেচ্ছা-
পূর্ব্বক কোন উপহার আনে, তখন যদি পর-
মশ্বরের উদ্দেশে হোমবলি উৎসর্গ করে, ১৯ তবে
সে গ্রাহ্য হওনের নিমিত্তে গোরুর কিম্বা মেষের
কিম্বা ছাগের মধ্যহইতে নির্দ্দোষ পুংপশু উৎ-
সর্গ করিবে। ২০ তোমরা সদোষ কিছু নিবেদন
করিও না, কেননা তাহা তোমাদের জন্যে গ্রাহ্য
হইবে না। ২১ এবং কোন লোক যদি মানত-
সিদ্ধ্যর্থে কিম্বা স্বেচ্ছাদত্ত উপহারার্থে গোরু কিম্বা
মেষাদি পালহইতে মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করে,
তবে তাহা গ্রাহ্য হওনের জন্যে নির্দ্দোষ হইবে;
তাহাতে কোন দোষ থাকিবে না। ২২ আর অন্ধ
কি ভগ্ন কি ছিন্ন কি আবযুক্ত কি শ্বিত্রযুক্ত কি
পামাযুক্ত হইলে তোমরা পরমেশ্বরের উদ্দেশে
তাহা নিবেদন করিও না, এবং তাহার কিছুই
পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহাররূপে
বেদিতে স্থাপন করিও না। ২৩ এবং অধিকাঙ্গ
ও হীনাঙ্গ বৃষ কিম্বা মেষের বৎস স্বেচ্ছাতে
উৎসর্গ করিতে পার, কিন্তু মানতের কারণ তাহা
গ্রাহ্য হইবে না। ২৪ আর মর্দ্দিত কিম্বা পিষিত
কিম্বা ভগ্ন কিম্বা ছিন্নমুষ্ক কিছুই পরমেশ্বরের
উদ্দেশে নিবেদন করিবা না; এবং তোমাদের
দেশে এ প্রকার হইবে না। ২৫ আর বিদেশির
হস্তহইতেও এ সকলের মধ্যে কিছু লইয়া ঈশ্-
রের উদ্দেশে ভক্ষ্যরূপে নিবেদন করিবা না, কে-
ননা তাহার অঙ্গের নাশ আছে, সুতরাং তাহার
মধ্যে দোষ আছে; তাহা তোমাদের জন্যে
গ্রাহ্য হইবে না।
২৬ অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২৭ গোরু
ও মেষ ও ছাগল জন্মিলে পর সাত দিন
পর্য্যন্ত মাতার সহিত থাকিবে, পরে অষ্টম দি-
বসাবধি তাহা পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত
উপহারের নিমিত্তে গ্রাহ্য হইবে। ২৮ গোরু
কিম্বা মেষ হউক, তাহাকে ও তাহার বৎসকে
এক দিনে বধ করিবা না।
২৯ তোমরা যে সময়ে পরমেশ্বরের উদ্দেশে
প্রশংসার্থক বলি উৎসর্গ করিবা, তৎকালে গ্রাহ্য
হওনের জন্যে তাহা উৎসর্গ করিবা। ৩০ সেই
দিনে তাহা ভোজন করিতে হইবে; তোমরা
প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাহার কিছু অবশিষ্ট রাখিবা
না; আমিই পরমেশ্বর। ৩১ তোমরা আমার
আজ্ঞা মান্য করিয়া পালন করিবা; আমিই
পরমেশ্বর। ৩২ এবং তোমরা আমার পবিত্র
নাম অপবিত্র করিবা না, কিন্তু আমি ইস্রায়েল্
বংশের মধ্যে পবিত্ররূপে মান্য হইব; আমিই
তোমাদের পবিত্রকারী পরমেশ্বর। ৩৩ তো-
মাদের ঈশ্বর হইবার জন্যে মিসর্দেশহইতে তো-
মাদিগকে বাহির করিলাম; আমিই পরমেশ্বর।

২৩ অধ্যায়।

১ পরমেশ্বরের পর্ব্ব, ৩ অর্থাৎ বিশ্রামবার, ৪ ও নি-
স্তারপর্ব্ব, ৯ ও প্রথম শস্যের আটি উৎসর্গ, ১৫
ও পঞ্চাশত্তমীর উৎসব, ২২ ও পতিত শস্য
কুড়াওনে নিষেধ, ২৩ ও তূরীবাদ্যের উৎসব,
২৬ ও প্রায়শ্চিত্তাদির দিন নিরূপণ, ৩৩ ও কুটীরে
বাস করণের উৎসব।

১ অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২ তুমি
ইস্রায়েল্ বংশকে কহ ও তাহাদিগকে এই কথা
বল, তোমরা পবিত্র সভা ঘোষণা করিয়া পর-
মেশ্বরের যে সকল পর্ব্ব করিবা, আমার সেই
সকল পর্ব্ব এই।
৩ তোমরা ছয় দিন আপন২ কর্ম্ম করিবা,
কিন্তু সপ্তম দিবস পবিত্র সভার বিশ্রামদিন
হইবে, সেই দিনে কোন কর্ম্ম করিবা না; সে
তোমাদের সকল নিবাসে পরমেশ্বরের উদ্দেশে
বিশ্রামদিন হইবে।

৪ আর তোমরা আপন২ নিরূপিত কালে
পরমেশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র সভা প্রচার করিয়া
এই সকল পর্ব্ব করিবা। ৫ প্রথম মাসের চতুর্দ্দশ
দিনের সন্ধ্যাসময়ে পরমেশ্বরের উদ্দেশে নিস্তার-
পর্ব্ব হইবে। ৬ এবং সেই মাসের পঞ্চদশ দিবসে
পরমেশ্বরের উদ্দেশে তাড়ীশূন্য রুটীর উৎসব
করিয়া সাত দিবস তাড়ীশূন্য রুটী ভোজন করি-
বা। ৭ প্রথম দিবসে তোমাদের পবিত্র সভা
হইবে; তাহাতে তোমরা কোন ব্যবসায়কর্ম্ম
করিবা না। ৮ কিন্তু সপ্তাহ পরমেশ্বরের উদ্দেশে
অগ্নিকৃত উপহার নিবেদন করিবা; সপ্তম দিবসে
পবিত্র সভা হইবে, তাহাতে তোমরা কোন ব্যব-
সায়কর্ম্ম করিবা না।

৯ অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ১০ তুমি
ইস্রায়েল্ বংশকে কহ ও তাহাদিগকে এই কথা
বল, আমি তোমাদিগকে যে দেশ দিব, সে
দেশে প্রবিষ্ট হইয়া তোমরা যখন শস্য ছেদন
করিবা, তৎকালে তোমাদের প্রথম কাটা শস্যের
এক আটি যাজকের নিকটে আনিবা। ১১ তো-
মাদের গ্রাহ্য হওনের জন্যে সে পরমেশ্বরের
সম্মুখে ঐ আটি দোলাইবে, অর্থাৎ বিশ্রামবা-
রের পরদিবসে যাজক তাহা দোলাইবে। ১২ কিন্তু
যে দিবসে তোমরা ঐ আটি দোলাইবা, সে
দিনে পরমেশ্বরের উদ্দেশে হোমার্থে প্রথমবর্ষীয়
নির্দ্দোষ এক মেষশাবক উৎসর্গ করিবা। ১৩ তা-
হার ভক্ষ্য নৈবেদ্য দুই দশমাংশ তৈলমিশ্রিত
সূক্ষ্ম সূজি; তাহা পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নি-
কৃত সুগন্ধি উপহার হইবে; ও তাহার পেয়
নৈবেদ্য এক হিন্ দ্রাক্ষারসের চতুর্থাংশ হইবে।
১৪ এবং তোমরা যাবৎ ঈশ্বরের উদ্দেশে এই
উপহার না আন, সেই দিন পর্য্যন্ত রুটী ও
ভাজা শস্য ও ছিন্ন শীষ ভোজন করিবা না;
তোমাদের পুরুষানুক্রমে সকল নিবাসে ইহা নিত্য
বিধি হইবে।

১৫ অনন্তর বিশ্রামবারের পরদিবসাবধি অর্থাৎ
আন্দোলনীয় আটি আনয়ন দিবসাবধি তোমরা
পূর্ণ সাত সপ্তাহ গণনা করিবা। ১৬ এই রূপে
সপ্তম বিশ্রামবারের পরদিবস পর্য্যন্ত তোমরা
পঞ্চাশ দিবস গণনা করিয়া পরমেশ্বরের উদ্দেশে
নূতন ভক্ষ্যের নৈবেদ্য নিবেদন করিবা। ১৭ ফলতঃ
তোমরা আপন২ নিবাসহইতে দুই দশমাংশের
দুই আন্দোলনীয় রুটী আনিবা; সূক্ষ্ম সূজিদ্বারা
তাহা প্রস্তুত করিবা, ও তাড়ীতে পাক করিবা;
তাহা পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রথম ফল হইবে।
১৮ এবং তোমরা সেই দুই রুটীর সহিত প্রথম-
বর্ষীয় নির্দ্দোষ সাত মেষশাবক ও এক যুব বৃষ
ও দুই মেষ বলিদান করিবা, ও তাহা ঈশ্বরের
উদ্দেশে হোমবলি হইবে, এবং ভক্ষ্য নৈবেদ্যের
ও পেয় নৈবেদ্যের সহিত পরমেশ্বরের উদ্দেশে
অগ্নিকৃত সুগন্ধি হোমবলি হইবে। ১৯ পরে তো-
মরা প্রায়শ্চিত্তবলির জন্যে এক ছাগবৎস, ও
মঙ্গলার্থক বলির জন্যে একবর্ষীয় দুই মেষ-
শাবক বলিদান করিবা। ২০ এবং যাজক প্রথম
ফলের রুটী ও দুই মেষশাবকের সহিত তাহা-
দিগকে পরমেশ্বরের উদ্দেশে দোলাইবে; তা-
হাতে সে সকল যাজকের জন্যে পরমেশ্বরের
উদ্দেশে পবিত্র হইবে। ২১ এবং তোমরা সেই
দিনে পবিত্র সভা প্রচার করিবা, তাহাতে তো-
মরা কোন ব্যবসায়কর্ম্ম করিবা না; তোমাদের
পুরুষানুক্রমে সকল নিবাসে ইহা নিত্য বিধি
হইবে।

২২ আর তোমাদের ভূমির শস্য ছেদন কালে
তোমরা আপন২ ক্ষেত্রের কোণ নিঃশেষরূপে
ছেদন করিবা না, ও আপন ক্ষেত্রের পতিত
শস্য সংগ্রহ করিবা না; তাহা দীনহীন ও বি-
দেশিদের জন্যে ত্যাগ করিবা; আমি তোমাদের
প্রভু পরমেশ্বর।

২৩ অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২৪ তুমি
ইস্রায়েল্ বংশকে কহ, সপ্তম মাসের প্রথম
দিনে তোমাদের বিশ্রামদিন এবং তূরীবাদ্যদ্বারা
স্মরণার্থক পবিত্র সভা হইবে। ২৫ তাহাতে তো-
মরা কোন ব্যবসায়কর্ম্ম করিবা না, কিন্তু পর-
মেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ
করিবা।

২৬ অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২৭ ঐ
সপ্তম মাসের দশম দিন প্রায়শ্চিত্তদিন হইবে;
তাহাতে তোমাদের পবিত্র সভা হইবে, এবং
সেই দিনে তোমরা আপন২ প্রাণকে দুঃখ
দিবা, এবং পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপ-
হার উৎসর্গ করিবা। ২৮ ও সে দিবসে তোমরা
কোন কর্ম্ম করিবা না; কেননা তোমাদের প্রভু
পরমেশ্বরের সম্মুখে তোমাদের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত
করিতে সেই প্রায়শ্চিত্তদিন হইবে। ২৯ সে দি-
বসে যে কেহ আপন প্রাণকে দুঃখ না দেয়,
সে আপন লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে।
৩০ এবং সে দিবসে যে কেহ কোন কর্ম্ম করে,
তাহাকে আমি আপন লোকদের মধ্যহইতে
উচ্ছিন্ন করিব। ৩১ তোমরা কোন কর্ম্ম করিবা
না; তোমাদের সকল নিবাসে পুরুষানুক্রমে
এই নিত্য বিধি হইবে। ৩২ সে তোমাদের নি-
তান্ত বিশ্রামদিন হইবে; সে দিনে তোমরা আ-
পন২ প্রাণকে দুঃখ দিবা, ও মাসের নবম দিনে
সন্ধ্যাকালে এক সন্ধ্যা অবধি অন্য সন্ধ্যা পর্য্যন্ত
তোমরা বিশ্রামদিন পালন করিবা।

৩৩ অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ৩৪ তুমি
ইস্রায়েল্ বংশকে কহ, সপ্তম মাসের ঐ পঞ্চ-

দশ দিবসাবধি সাত দিবস পর্য্যন্ত পরমেশ্-
রের উদ্দেশে কুটীরের উৎসব হইবে। ৩৫ প্রথম
দিবসে পবিত্র সভা হইবে; তাহাতে তোমরা
কোন ব্যবসায়কর্ম্ম করিবা না। ৩৬ সাত দিন
পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার
উৎসর্গ করিবা; পরে অষ্টম দিনে তোমাদের
পবিত্র সভা হইবে; তাহাতে তোমরা পরমে-
শ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার উৎসর্গ করিবা;
তাহা কর্ম্মত্যাগের দিন হইবে, তাহাতে তো-
মরা কোন ব্যবসায়কর্ম্ম করিবা না। ৩৭ এই
সকল পরমেশ্বরের উৎসব; পরমেশ্বরের বি-
শ্রামদিন বিনা ও পরমেশ্বরের উদ্দেশে তোমা-
দের দাতব্য দান বিনা ও তোমাদের সকল
মানত বিনা ও তোমাদের স্বেচ্ছাদত্ত নৈবেদ্য বিনা
৩৮ তোমরা পবিত্র সভা ঘোষণা করিয়া এই সকল
উৎসব করিবা, এবং প্রতিদিন যেমন কর্ত্তব্য,
তদনুসারে পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপ-
হার ও হোমবলি ও ভক্ষ্য নৈবেদ্য ও বলি ও
পেয় নৈবেদ্য উৎসর্গ করিবা। ৩৯ আর সপ্তম
মাসের পঞ্চদশ দিবসে ভূমির উৎপন্ন ফল সং-
গ্রহ করণ সময়ে তোমরা পরমেশ্বরের উদ্দেশে
সাত দিবস উৎসব পালন করিবা; তাহার মধ্যে
প্রথম দিবস বিশ্রামদিন ও অষ্টম দিবস বিশ্রা-
মদিন হইবে। ৪০ এবং প্রথম দিবসে তোমরা
সুন্দর বৃক্ষের ফল এবং খর্জ্জুরপত্র ও ঘন বৃক্ষের
শাখা ও নদীতীরস্থ বাইসী বৃক্ষ লইয়া তোমা-
দের প্রভু পরমেশ্বরের সম্মুখে সাত দিন আনন্দ
করিবা। ৪১ এবং তোমরা বৎসরের মধ্যে সাত
দিবস পরমেশ্বরের উদ্দেশে সেই উৎসব পালন
করিবা; তাহা তোমাদের পুরুষানুক্রমে নিত্য
বিধি হইবে; সপ্তম মাসে তোমরা সেই উৎসব
পালন করিবা। ৪২ তোমরা সাত দিবস কুটীরে
বাস করিবা; ইস্রায়েল্ বংশজাত সকলে কুটীরে
বাস করিবে। ৪৩ তাহাতে আমি ইস্রায়েল্ বং-
শকে মিসরদেশহইতে বাহির করণ সময়ে কু-
টীরে বাস করাইয়াছিলাম, ইহা তোমাদের
ভাবিপুরুষেরা জ্ঞাত হইবে; আমিই তোমাদের
প্রভু পরমেশ্বর। ৪৪ তখন মূসা ইস্রায়েল্ বংশের
কাছে পরমেশ্বরের তাবৎ পর্ব্বের কথা কহিল।

২৪ অধ্যায়।

১ প্রদীপের তৈলের কথা, ৫ ও দর্শনীয় রুটীর কথা,
১০ ও শিলোমীতের পুত্রের নিন্দার কথা, ১৭ ও
নরহত্যার কথা, ১৮ ও পরিশোধের কথা, ২৩
ও নিন্দকের দণ্ড।

১ অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২ তুমি
ইস্রায়েল্ বংশকে এই আজ্ঞা কর। তাহারা
নিত্য২ দীপ জ্বালিবার জন্যে তোমার নিকটে
মর্দ্দিত নির্ম্মল জিত তৈল আনিবে। ৩ এবং
হারোণ মণ্ডলীর আবাসের মধ্যে সাক্ষ্যসিন্দু-
কের তিরস্করিণীর বাহিরে সন্ধ্যাবধি প্রভাত
পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের সম্মুখে নিত্য২ তাহা
জ্বালিবে; ইহা তোমাদের পুরুষানুক্রমে নিত্য
বিধি হইবে। ৪ সে নির্ম্মল দীপবৃক্ষের উপরে
পরমেশ্বরের সম্মুখে নিত্য২ ঐ দীপ সকল
স্থাপন করিবে।

৫ পরে তুমি সূক্ষ্ম সূজি লইয়া দ্বাদশ পিষ্টক
ভাজিবা; তাহার প্রত্যেক পিষ্টক ঐফার দুই
দশমাংশ হইবে। ৬ পরে তুমি এক২ পঙ্ক্তিতে
ছয়২, এমত দুই পঙ্ক্তি করিয়া পরমেশ্বরের সম্মু-
খে নির্ম্মল মেজের উপরে তাহা রাখিবা। ৭ ও
প্রত্যেক পঙ্ক্তিতে সূক্ষ্ম কুন্দুরু দিবা; তাহা রু-
টীর স্মরণার্থক চিহ্ন অর্থাৎ পরমেশ্বরের উদ্দে-
শে অগ্নিকৃত উপহারস্বরূপ হইবে। ৮ এবং
যাজক প্রতি বিশ্রামবারে পরমেশ্বরের সম্মুখে
তাহা নিত্য স্থাপন করিবে, তাহা নিত্য নিয়মে
ইস্রায়েল্ বংশের দেয় হইবে। ৯ এবং তাহা
হারোণের ও তাহার পুত্রগণের হইবে; তা-
হারা পবিত্র স্থানে তাহা ভোজন করিবে, কেন-
না নিত্য বিধিতে পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নি-
কৃত উপহারের মধ্যে তাহা তাহার নিকটে অতি
পবিত্র হইবে।

১০ অপর মিস্রীয় পুরুষের ঔরসজাত ইস্রা-
য়েলীয় স্ত্রীর এক পুত্র ইস্রায়েল্ বংশের সহিত
নির্গত হইয়াছিল, সেই ইস্রায়েলীয়া স্ত্রীর পুত্র
শিবিরেতে ইস্রায়েলের এক পুরুষের সহিত বি-
রোধ করিল। ১১ তাহাতে সেই ইস্রায়েলীয়া
স্ত্রীর পুত্র পরমেশ্বরের নামের নিন্দা করিয়া শাপ
দিলে লোকেরা তাহাকে মূসার নিকটে লই-
য়া গেল; তাহার মাতা দান্ বংশজাতা শি-
লোমীৎ নামে দিব্রির কন্যা। ১২ অপর লো-
কেরা পরমেশ্বরের স্পষ্ট আদেশ পাইবার অপে-
ক্ষাতে তাহাকে কারাগারে বদ্ধ করিল। ১৩ তা-
হাতে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ১৪ তুমি
ঐ শাপদায়িকে শিবিরের বাহিরে লইয়া যাও;
পরে শ্রোতা সকল তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করুক,
এবং সমস্ত মণ্ডলী প্রস্তরাঘাতে তাহাকে বধ
করুক। ১৫ এবং তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে কহ,
যে কেহ আপন ঈশ্বরকে শাপ দিবে, সে
আপন পাপ ভোগ করিবে। ১৬ ও পরমেশ্-
বরের নামের নিন্দাকারী অবশ্য হত হইবে;
সমস্ত মণ্ডলী তাহাকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে;
বিদেশী হউক বা স্বদেশীয় হউক, পরমেশ্বরের
নামের নিন্দাকারি লোকের প্রাণদণ্ড হইবে।
১৭ আর যে কেহ কোন মনুষ্যকে বধ করে,
তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে।

১৮ আর যে কেহ পশু বধ করে, সে পশুর
পরিবর্ত্তে পশু দিবে। ১৯ এবং যে কেহ আ-
পন প্রতিবাসির গাত্রে ক্ষত করে, তাহার কৃত
কর্ম্মের ন্যায় তাহার প্রতি করা যাইবে। ২০ অঙ্গ-
ভঙ্গের পরিশোধে অঙ্গভঙ্গ, ও চক্ষুর পরিশোধে
চক্ষু, ও দন্তের পরিশোধে দন্ত হইবে; মনু-
ষ্যের যে যেমন ক্ষত করে, তাহার প্রতি
তেমনি করা যাইবে। ২১ যে জন পশু বধ
করে, সে তাহার পরিবর্ত্তে অন্য পশু দিবে;
কিন্তু যে জন মানুষকে বধ করে, তাহার প্রাণদণ্ড
হইবে। ২২ তোমাদের স্বদেশীয় ও বিদেশীয়
উভয়েরই এক ব্যবস্থা হইবে; কেননা আমিই
তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর।
২৩ পরে মুসা ইস্রায়েল্ লোকদের প্রতি এই
আজ্ঞা প্রকাশ করিলে তাহারা সেই শাপদায়ি
লোককে শিবিরের বাহিরে লইয়া গিয়া প্রস্তরা-
ঘাতে বধ করিল; মুসার প্রতি পরমেশ্বরের আ-
জ্ঞানুসারে ইস্রায়েলের সন্তানেরা কর্ম্ম করিল।

২৫ অধ্যায়।

১ সপ্তম বৎসরকে বিশ্রামবৎসররূপে নিরূপণ, ৮ ও পঞ্চাশত্তম বৎসরকে মহোৎসব বৎসররূপে নিরূপণ, ১৪ ও উপদ্রবের নিষেধ, ১৮ ও আজ্ঞাবহনের ফল, ২৩ ও ভূমির নিত্য বিক্রয় হওনে নিষেধ, ২৯ ও গৃহমোচনের কথা, ৩৫ ও ভ্রাতার প্রতি দয়ার কথা, ৩৯ ও দাসদের প্রতি ব্যবহার, ৪৭ ও দাসদের মুক্তি।

১ অপর পরমেশ্বর সীনয় পর্ব্বতে মুসাকে কহি-
লেন, ২ তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে কহ ও তাহা-
দিগকে এই কথা বল, আমি তোমাদিগকে যে
দেশ দিব, তোমরা সেই দেশে প্রবেশ করি-
লে পরমেশ্বরের উদ্দেশে ভূমির বিশ্রাম হইবে;
৩ ফলতঃ ছয় বৎসর পর্য্যন্ত আপন২ ক্ষেত্রে
বীজ বপন করিবা, ও ছয় বৎসর পর্য্যন্ত দ্রা-
ক্ষালতা ঝুড়িবা, ও তাহার ফল সংগ্রহ করিবা।
৪ কিন্তু সপ্তম বৎসর ভূমির বিশ্রামকাল হইবে,
সে পরমেশ্বরের উদ্দেশে বিশ্রাম করিবে; তা-
হাতে তুমি আপন ক্ষেত্রে বপন করিবা না,
ও দ্রাক্ষালতা ঝুড়িবা না; ৫ এবং স্বয়ং বর্দ্ধ-
মান ক্ষেত্রের শস্য কাটিবা না, ও অপরিষ্কৃত
দ্রাক্ষালতার ফল সংগ্রহ করিবা না; সে ভূমির
বিশ্রামবৎসর হইবে। ৬ তাহাতে ভূমির বিশ্রাম
তোমাদের ভক্ষ্যস্বরূপ হইবে, ফলতঃ তোমা-
দের ক্ষেত্রোৎপন্ন তাবৎ দ্রব্য তোমাদের ও
তোমাদের দাসের ও দাসীর ও বেতনজীবি
ভৃত্যের ও তোমাদের সহবাসি বিদেশির ৭ এবং
তোমাদের পশুর ও দেশীয় বনপশুর খাদ্যের
জন্যে হইবে।

৮ অপর তুমি সাত বিশ্রামবৎসর, অর্থাৎ সাত
গুণ সাত বৎসর গণনা করিবা; তাহাতে তো-
মার গণিত সেই সাত গুণ সাত বিশ্রামবৎসরে
ঊনপঞ্চাশ বৎসর হইবে। ৯ তখন সপ্তম মা-
সের দশম দিনে তোমরা মহাশব্দকারি তূরী
বাজাইবা, অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তদিবসে তোমাদের
সমস্ত দেশে তূরী বাজাইবা। ১০ এবং তো-
মরা পঞ্চাশত্তম বৎসরকে পবিত্র করিবা, এবং
তাবৎ দেশে তাহার সমস্ত নিবাসিদের প্রতি
মুক্তি ঘোষণা করিবা; তাহা তোমাদের জন্যে
যোবেল্ নামক মহোৎসব হইবে; এবং তো-
মরা প্রতি জন আপন২ অধিকারে ফিরিয়া
যাইবা, ও প্রতি জন আপন২ গোষ্ঠীর নিকটে
ফিরিয়া যাইবা। ১১ তোমাদের নিমিত্তে পঞ্চা-
শত্তম বৎসর ব্যাপিয়া মহোৎসব হইবে; তা-
হাতে তোমরা বীজ বুনিবা না, ও স্বয়ং বর্দ্ধমান
শস্য ছেদন করিবা না, ও অপরিষ্কৃত দ্রাক্ষা-
লতার ফল সংগ্রহ করিবা না। ১২ কেননা
তাহাই মহোৎসব ও তোমাদের প্রতি পবিত্র
হইবে; তথাপি তোমরা ক্ষেত্রে গিয়া শস্যাদি
ভক্ষণ করিতে পারিবা। ১৩ এবং ঐ মহোৎ-
সববৎসরে তোমরা প্রতি জন আপন২ অধি-
কারে ফিরিয়া যাইবা।
১৪ যদি তোমরা আপন প্রতিবাসির নিকটে
কোন ভূম্যাদি বিক্রয় কর, কিম্বা আপন প্রতি-
বাসির হস্তহইতে ক্রয় কর, তবে তোমরা পর-
স্পর অন্যায় করিবা না। ১৫ কিন্তু মহোৎসবের
পরবৎসরের সংখ্যানুসারে আপন প্রতিবাসি-
হইতে ক্রয় করিবা, এবং ফলোৎপত্তির বৎ-
সরের সংখ্যানুসারে তোমার স্থানে সে বিক্রয়
করিবে। ১৬ তুমি বৎসরের বাহুল্যানুসারে তা-
হার মুল্য বৃদ্ধি করিবা, ও বৎসরের ন্যূনতা-
নুসারে মূল্য ন্যূন করিবা; কেননা সে তোমার
স্থানে বৎসরের সংখ্যানুসারে ভূমির উৎপন্ন
দ্রব্য বিক্রয় করে। ১৭ অতএব তোমরা পরস্পর
অন্যায় করিবা না, কিন্তু আপন ঈশ্বরকে ভয়
করিবা, কেননা আমি তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর।
১৮ আর তোমরা আমার বিধ্যনুসারে আ-
চরণ করিবা, ও আমার রাজনীতি মানিবা, ও
তাহা পালন করিবা; তাহাতে দেশে নিষ্ক-
ণ্টকে বাস করিবা। ১৯ এবং ভূমি নিজ ফল
উৎপন্ন করিবে, তাহাতে তোমরা তৃপ্ত হওন
পর্য্যন্ত ভোজন করিবা, ও দেশে নিষ্কণ্টকে
বাস করিবা। ২০ আর দেখ, ক্ষেত্রে বপন
না করিলে ও তাহার উৎপন্ন ফল সংগ্রহ
না করিলে আমরা সপ্তম বৎসরে কি খাইব?
এমত কথা যদি বল, ২১ তবে আমি ষষ্ঠ বৎ-
সরে তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিব; তাহাতে

তিন বৎসরের উপযুক্ত শস্য উৎপন্ন হইবে।
২২ এবং তোমরা অষ্টম বৎসরে বপন করিবা, ও
নবম বৎসর পর্য্যন্ত পুরাতন শস্য ভোজন করিবা;
যাবৎ তাহার ফল না হয়, তাবৎ পুরাতন শস্য
ভোজন করিবা।
২৩ আর দেশের ভূমি সদাকালের নিমিত্তে
বিক্রীত হইবে না, কেননা সে আমারই ভূমি;
তোমরা আমার সহিত অতিথি ও প্রবাসী
আছ। ২৪ তোমরা আপনাদের অধিকৃত দেশের
সর্ব্বত্র ভূমি মুক্ত করিতে দিবা। ২৫ তাহাতে
তোমার ভ্রাতা যদি দরিদ্র হইয়া আপন অধি-
কারের কিঞ্চিৎ বিক্রয় করে, তবে তাহার নি-
কটস্থ জ্ঞাতি আসিয়া আপন ভ্রাতার বিক্রীত
ভূমি মুক্ত করিয়া লইবে। ২৬ এবং যদি তাহা
মুক্ত করিতে তাহার কেহ না থাকে, কিন্তু
আপনি মুক্ত করিতে পারে, ২৭ তবে সে তাহার
বিক্রয়ের বৎসর গণনা করিয়া তদনুসারে ক্রে-
তাকে অবশিষ্ট মুল্য দিবে; তাহাতে তাহা
পুনর্ব্বার তাহার অধিকৃত হইবে। ২৮ কিন্তু
যদি সে তাহাকে ফিরিয়া দিতে না পারে,
তবে সেই বিক্রীত অধিকার মহোৎসবের বৎসর
পর্য্যন্ত ক্রেতার হস্তে থাকিবে; মহোৎসববৎ-
সরে তাহা মুক্ত হইবে, এবং পুনর্ব্বার তাহার
অধিকৃত হইবে।
২৯ আর যদি কেহ প্রাচীরবেষ্টিত নগরের
মধ্যস্থিত বাসগৃহ বিক্রয় করে, তবে সে বিক্রয়-
বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত তাহা মুক্ত করণের
অধিকারী থাকে, অর্থাৎ এক বৎসরের মধ্যে
তাহা মুক্ত করিতে পারে। ৩০ কিন্তু যদি সম্পূর্ণ
এক বৎসরের মধ্যে তাহা মুক্ত না হয়, তবে
প্রাচীরবেষ্টিত নগরে স্থিত সেই গৃহ পুরুষ-
পরম্পরাতে ক্রয়কর্ত্তার নিত্য অধিকার হইবে;
তাহা মহোৎবের বৎসরে মুক্ত হইবে না।
৩১ কিন্তু প্রাচীরহীন গ্রামে স্থিত যে গৃহ, তাহা
ভূমির মধ্যে গণ্য হইবে; তাহা মুক্ত হইতে
পারে, এবং মহোৎসবে তাহা মুক্ত হইবে।
৩২ কিন্তু লেবিদের যে২ নগর ও তাহাদের অধি-
কৃত নগরের যে২ গৃহ, তাহা মুক্ত করণের
অধিকার লেবিদের পক্ষে নিত্যস্থায়ী হইবে।
৩৩ যদি কেহ লেবিদের হইতে ক্রয় করে,
তবে সেই বিক্রীত গৃহ ও তাহার অধিকারস্থ
নগর মহোৎসবে মুক্ত হইবে; কেননা ইস্রায়েল্
বংশের মধ্যে লেবিদের নগরস্থ গৃহ সকল তা-
হাদের অধিকার। ৩৪ আর তাহাদের নগরের
প্রান্তরভূমি বিক্রীত হইবে না; কেননা তাহাই
তাহাদের নিত্য অধিকার।
৩৫ আর তোমার ভ্রাতা যদি দরিদ্র হয়,
কিম্বা তোমার নিকটে ক্ষীণধন হয়, তবে সে
বিদেশী কিম্বা প্রবাসী হইলেও তুমি তাহার
উপকার করিবা; তাহাতে সে তোমার সহিত
জীবন ধারণ করিবে। ৩৬ এবং তুমি তাহাহইতে
সুদ কিম্বা বৃদ্ধি লইবা না, কিন্তু আপন ঈশ্বরকে
ভয় করিয়া তোমার ভ্রাতাকে তোমার সহিত
জীবন ধারণ করিতে দিবা। ৩৭ তুমি সুদ বিনা
আপন টাকা তাহাকে দিবা, ও বৃদ্ধি বিনা আ-
পন অন্ন তাহাকে ধার দিবা। ৩৮ যিনি তোমা-
দিগকে কিনান্দেশ দেওনার্থে ও তোমাদের
ঈশ্বর হওনার্থে তোমাদিগকে মিসর্দেশহইতে
বাহির করিয়া আনিলেন, তোমাদের সেই প্রভু
পরমেশ্বর আমি।
৩৯ আর তোমার ভ্রাতা যদি দরিদ্র হইয়া
তোমার নিকটে বিক্রীত হয়, তবে তুমি তাহাকে
দাসের ন্যায় শ্রম করাইও না। ৪০ সে বেতন-
জীবি ভৃত্যের ন্যায় কিম্বা প্রবাসির ন্যায় তো-
মার সঙ্গে বাস করিয়া মহোৎসব বৎসর পর্য্যন্ত
তোমার সেবা করিবে। ৪১ পরে সে আপন
বালকগণের সহিত তোমার নিকটহইতে মুক্ত
হইয়া আপন গোষ্ঠীর কাছে ফিরিয়া যাইবে,
ও আপন পৈতৃকাধিকারে ফিরিয়া যাইবে।
৪২ কেননা তাহারা মিসর্দেশহইতে আমাকর্তৃক
উদ্ধৃত আমার দাস; অতএব তাহারা দাসের
ন্যায় বিক্রীত হইবে না। ৪৩ ও তুমি তাহার
উপরে কঠিন শাসন করিবা না, কিন্তু আপন
ঈশ্বরকে ভয় করিবা। ৪৪ চতুর্দ্দিক্স্থিত ভিন্ন
জাতিদিগের মধ্যহইতে তোমাদের দাস ও দাসী
হইবে, তাহাদেরই হইতে দাস ও দাসী ক্রয়
করিবা। ৪৫ এবং তোমাদের মধ্যে প্রবাসি
বিদেশীয় বংশদের হইতে, এবং তোমাদের
দেশে তাহাদের হইতে উৎপন্ন তোমাদের সহ-
বর্ত্তি লোকদের পরিজনহইতেও ক্রয় করিবা,
এবং তাহারা তোমাদের অধিকার হইবে।
৪৬ তোমরা আপন ২ সন্তানদের অধিকারের নি-
মিত্তে তাহাদিগকে দিতে পার, এবং নিত্য
আপনাদের দাসত্বকর্ম্ম তাহাদিগকে করাইতে
পার; কিন্তু আপন ভ্রাতা ইস্রায়েল্ বংশীয়দের
উপরে কঠিন শাসন করিবা না।
৪৭ আর যদি তোমাদের মধ্যে কোন প্রবাসি
কিম্বা বিদেশি লোক ধনবান হয়, এবং নিকট-
বর্ত্তি তোমার ভ্রাতা দরিদ্র হইয়া সেই প্রবাসি
কিম্বা বিদেশির কিম্বা বিদেশিসন্তানদের কাছে
বিক্রীত হয়; ৪৮ তবে সেই বিক্রয়ের পরে তা-
হার মোচন হইতে পারিবে; তাহার জ্ঞাতির
মধ্যে কেহ তাহাকে মুক্ত করিতে পারিবে।
৪৯ অর্থাৎ তাহার পিতৃব্য কিম্বা পিতৃব্যের পুত্র
তাহাকে মুক্ত করিবে, কিম্বা তাহার বংশজ
পরিবারের কেহ তাহাকে মুক্ত করিবে; আর

যদ্যপি সে আপনি সমর্থ হয়, তবে আপনা-
কে মুক্ত করিবে। ৫০ তাহাতে তাহার বিক্রয়-
বৎসরাবধি মহোৎসববৎসর পর্য্যন্ত ক্রেতার
সহিত গণনা হইলে বৎসরের সংখ্যানুসারে
তাহার মূল্য হইবে; বেতনজীবির দিনের ন্যায়
তাহার দাসত্বকাল হইবে। ৫১ যদি অনেক বৎ-
সর অবশিষ্ট থাকে, তবে তদনুসারে সে ক্রয়-
মুল্যহইতে আপনার উদ্ধারের মুল্য ফিরাইয়া
দিবে। ৫২ আর যদি মহোৎসব বৎসর পর্য্যন্ত
অল্প বৎসর অবশিষ্ট থাকে, তবে সে তাহার
সহিত গণনা করিয়া সেই২ বৎসরানুসারে আ-
পনার উদ্ধারের মুল্য ফিরাইয়া দিবে। ৫৩ বৎ-
সরবৈতনিক ভৃত্যের ন্যায় সে তাহার সহিত থা-
কিবে; তোমাদের সাক্ষাতে তাহার উপরে কেহ
কঠিন শাসন করিবে না। ৫৪ আর যদি সে ঐ
সকল বৎসরে মুক্ত না হয়, তবে মহোৎসব-
বৎসরে আপন সন্তানগণের সহিত মুক্ত হইয়া
যাইবে। ৫৫ কেননা ইস্রায়েল্ বংশ আমারই
দাস; তাহারা আমাকর্তৃক মিসর্হইতে উদ্ধৃত
আমারই দাস; আমি তাহাদের প্রভু পরমেশ্বর।

২৬ অধ্যায়।

১ প্রতিমাপূজার নিষেধ, ৩ ও আজ্ঞাপালনে আশী-
র্ব্বাদের বিবরণ, ১৪ ও আজ্ঞালঙ্ঘনে অভিশাপের
বিবরণ, ৪০ ও পাপ প্রযুক্ত খেদান্বিত লোকদের
মঙ্গলের প্রতিজ্ঞা।

১ তোমরা আপনাদের জন্যে দেবতা কল্পনা
করিও না, এবং খোদিত প্রতিমা কিম্বা দণ্ডায়মান
বিগ্রহ স্থাপন করিও না, ও তাহার সম্মুখে
দণ্ডবৎ হইবার নিমিত্তে তোমাদের দেশে কোন
খোদিত প্রস্তর রাখিও না; কেননা আমিই
তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর। ২ তোমরা আমার
বিশ্রামবার পালন কর, ও আমার পবিত্র স্থা-
নের সম্ভ্রম কর, আমিই পরমেশ্বর।

৩ যদি তোমরা আমার বিধ্যনুসারে চল, ও
আমার আজ্ঞা মান ও তাহা পালন কর, ৪ তবে
আমি উপযুক্ত কালে তোমাদিগকে বৃষ্টি দান
করিব; তাহাতে ভূমি নানা শস্য উৎপন্ন করি-
বে, ও ক্ষেত্রের বৃক্ষগণ আপন২ ফলেতে ফল-
বান হইবে। ৫ এবং তোমাদের শস্যমর্দ্দনকাল
দ্রাক্ষাচয়নকাল পর্য্যন্ত থাকিবে, ও দ্রাক্ষাচয়ন-
কাল বীজবপনকাল পর্য্যন্ত থাকিবে; এবং
তোমরা তৃপ্ত হওন পর্য্যন্ত অন্ন ভোজন করিবা ও
নিষ্কণ্টকে নিজ দেশে বাস করিবা। ৬ এবং আমি
দেশে শান্তি প্রদান করিব; তোমরা শয়ন করিলে
কেহ তোমাদিগকে ভয় দেখাইবে না; এবং
তোমাদের দেশহইতে হিংস্র জন্তুদিগকে দূর
করিব; ও তোমাদের দেশে খড়্গ ভ্রমণ করি-
বে না। ৭ এবং তোমরা আপনাদের শত্রু-
গণকে তাড়না করিয়া দূর করিবা, ও তাহারা
তোমাদের সম্মুখে খড়্গে পতিত হইবে। ৮ ও
তোমাদের পাঁচ জন অন্য এক শত জনকে
তাড়াইয়া দিবে, ও তোমাদের এক শত জন
অন্য দশ সহস্র লোককে তাড়াইয়া দিবে, এবং
তোমাদের শত্রুগণ তোমাদের সম্মুখে খড়্গে
পতিত হইবে। ৯ এবং আমি তোমাদিগকে অনু-
গ্রহ করিব, ও বৃদ্ধি করিয়া তোমাদিগকে বহু-
গোষ্ঠী করিব, ও তোমাদের সহিত আপন
নিয়ম স্থির করিব। ১০ এবং তোমরা সঞ্চিত
পুরাতন শস্য ভোজন করিবা, ও নূতন স্থাপ-
নার্থে পুরাতন শস্য বাহির করিয়া আনিবা।
১১ এবং আমি তোমাদিগকে ঘৃণা না করিয়া
তোমাদের মধ্যে আপন আবাস রাখিব।
১২ এবং তোমাদের মধ্যে গমনাগমন করিয়া
তোমাদের ঈশ্বর হইব, ও তোমরা আমার
প্রজা হইবা। ১৩ আমিই তোমাদের প্রভু পর-
মেশ্বর; আমি মিসর্দেশহইতে তোমাদিগকে
বাহির করিয়া আনিলাম, তোমাদিগকে আর
তাহাদের দাস হইতে দিব না; আমি তোমাদের
যোঁয়ালিবন্ধন ভাঙ্গিয়া ঊর্দ্ধমস্তকে তোমাদিগকে
গমন করাইলাম।

১৪ কিন্তু যদি তোমরা আমার কথাতে মনোযোগ
না করিয়া আমার এই সকল আজ্ঞা পালন না
কর, ১৫ ও আমার বিধি অবজ্ঞা কর, ও আমার
রাজনীতি তুচ্ছ করিয়া আমার আজ্ঞা পালন
না করিয়া আমার নিয়ম লঙ্ঘন কর, ১৬ তবে
আমি তোমাদের প্রতি এই রূপ ব্যবহার
করিব; আমি তোমাদের প্রতি নেত্রক্ষীণতাজনক
ও হৃৎপীড়াদায়ক আশঙ্কা ও যক্ষ্মা ও কম্প-
জ্বর নিরূপণ করিব; এবং তোমাদের বীজ
বপন বৃথা হইবে, কেননা তোমাদের শত্রু-
গণ তাহা ভক্ষণ করিবে। ১৭ এবং আমি
তোমাদের প্রতি বিমুখ হইব; তাহাতে তোমরা
শত্রুগণের অগ্রে আহত হইবা, ও তোমাদের
বৈরিগণ তোমাদের উপরে কর্তৃত্ব করিবে, এবং
কেহ তোমাদিগকে না তাড়াইলেও তোমরা পলা-
য়ন করিবা। ১৮ এই রূপ ঘটিলেও যদি তোমরা
আমার কথাতে মনোযোগ না কর, তবে আমি
তোমাদের পাপ প্রযুক্ত তোমাদের প্রতি ইহার
সাত গুণ অধিক দণ্ড দিব। ১৯ এবং তোমাদের
পরাক্রমের গর্ব্ব খর্ব্ব করিব, ও তোমাদের আ-
কাশ লৌহের মত ও ভূমি পিত্তলের মত করিব।
২০ এবং তোমাদের পরিশ্রম নিষ্ফল হইবে,
কেননা তোমাদের ভূমি শস্য উৎপন্ন করিবে
না, ও ক্ষেত্রের বৃক্ষ ফলবান হইবে না। ২১ তথা-
পি তোমরা যদি আমার বিপরীত আচরণ কর,

ও আমার কথা শুনিতে অসম্মত হও, তবে
আমি তোমাদের পাপানুসারে তোমাদের প্রতি
আরো সাত গুণ ক্লেশ দিব। ২২ এবং তোমা-
দের প্রতিকূলে বনপশুগণকে প্রেরণ করিব; তা-
হাতে তাহারা তোমাদের পশু বিনাশ করিবে, ও
তোমাদিগকে সন্তানহীন করিয়া অল্পসংখ্যক
করিবে, ও তোমাদের রাজপথ অরণ্য করিবে।
২৩ ইহাতেও যদি আমার দ্বারা শাসিত না হও,
কিন্তু আমার বিপরীত আচরণ কর, ২৪ তবে
আমিও তোমাদের প্রতি বিপরীত আচরণ করিব,
ও তোমাদের পাপ প্রযুক্ত তোমাদিগকে আরো
সাত গুণ দণ্ড দিব। ২৫ এবং আমার নিয়ম
লঙ্ঘনের প্রতিফল দিতে তোমাদের প্রতি খড়্গ
আনিব, এবং তোমরা নগরমধ্যে একত্র হইলে
তোমাদের মধ্যে মহামারী পাঠাইব, এবং
তোমাদিগকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিব। ২৬ এবং
তোমাদের অন্নরূপ যষ্টি ভাঙ্গিলে দশ স্ত্রী এক
চুলাতে তোমাদের রুটী পাক করিবে, ও তৌল
করিয়া তোমাদিগকে দিবে, কিন্তু তোমরা তাহা
খাইয়া তৃপ্ত হইবা না। ২৭ আর ইহাতেও যদি
তোমরা আমার কথা না শুনিয়া আমার বিপ-
রীত আচরণ কর, ২৮ তবে আমি ক্রোধ করি-
য়া তোযাদের প্রতি বিপরীত আচরণ করিব,
ও আমিই তোমাদের পাপ প্রযুক্ত তোমাদিগকে
সাত গুণ শাস্তি দিব; ২৯ এবং তোমরা
আপন ২ পুত্র ও কন্যাগণের মাংস ভোজন
করিবা; ৩০ এবং আমি তোমাদের দেবতার
টিকরস্থান ভগ্ন করিব, ও তোমাদের সূর্য্যপ্রতিমা
নষ্ট করিব, ও তোমাদের প্রতিমার দেহের উপরে
তোমাদের মৃত দেহ ফেলিব, ও তোমাদিগকে
ঘৃণা করিব; ৩১ এবং তোমাদের নগর সকল
শূন্য করিব, ও তোমাদের পবিত্র স্থান সকল
অরণ্য করিব, ও তোমাদের সৌগন্ধির গন্ধ ঘ্রাণ
করিব না; ৩২ এবং তোমাদের দেশ মরুভূমি
করিব, ও তদ্দেশবাসি তোমাদের শত্রুগণ তদ্বিষয়ে
আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবে; ৩৩ এবং আমি অন্য-
জাতীয়দের মধ্যে তোমাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিব,
ও তোমাদের পশ্চাতে খড়্গ বাহির করাইব,
এবং তোমাদের দেশ মরুভূমি ও নগর সকল
শূন্য করিব। ৩৪ তাহাতে যে পর্য্যন্ত দেশ
মরুভূমি হইয়া থাকিবে ও তোমরা শত্রুগণের
মধ্যে বাস করিবা, তাবৎ দেশ আপন বিশ্রাম
ভোগ করিবে, অর্থাৎ তৎকালে সে দেশ বিশ্রাম
পাইয়া আপন বিশ্রাম ভোগ করিবে। ৩৫ এবং
যত কাল দেশ মরুভূমি হইয়া থাকিবে, তাবৎ
কাল বিশ্রাম করিবে; কেননা তন্মধ্যে তোমাদের
বসতিকালে সে তোমাদের বিশ্রামবারে বিশ্রাম
ভোগ করিত না। ৩৬ এবং আমি শত্রুদেশের
মধ্যে তোমাদের অবশিষ্ট লোকদের অন্তঃকরণে
বিষণ্ণতা প্রেরণ করিব, এবং পত্রপতনের শব্দ
তাহাদিগকে কম্পিত করিয়া তাড়াইয়া লইয়া
যাইবে; যেমন খড়্গের মুখহইতে পলায়, তদ্রূপ
তাহারা পলাইবে, এবং কেহ তাহাদিগকে না
তাড়াইলেও তাহারা পতিত হইবে। ৩৭ কেহ
তাহাদিগকে না তাড়াইলেও তাহারা যেমন
খড়্গের সম্মুখে, তেমনই এক জন অন্যের
উপরে পতিত হইবে; এবং শত্রুদের সম্মুখে
দাঁড়াইতে তোমাদের ক্ষমতা হইবে না। ৩৮ এবং
তোমরা অন্যজাতীয়দের মধ্যে বিনষ্ট হইবা,
ও তোমাদের শত্রুদের দেশ তোমাদিগকে গ্রাস
করিবে। ৩৯ এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা
অবশিষ্ট থাকিবে, তাহারা আপন ২ অপরাধ
প্রযুক্ত শত্রুদেশে ক্ষয় পাইবে, এবং তদ্ব্যতিরেকে
পূর্ব্বপুরুষদেরও অপরাধ প্রযুক্ত ক্ষয় পাইবে।
৪০ তাহারা আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া
আমার বিরুদ্ধে অপরাধ করিয়াছে, ও আমার
বিপরীত আচরণ করিয়াছে, ৪১ তন্নিমিত্তে আমিও
তাহাদের প্রতিকূল আচরণ করিয়াছি, ও তাহা-
দিগকে শত্রুদেশে আনিয়াছি, ইহা মনে করিয়া
যদি তাহারা আপনাদের অপরাধ ও আপন
পূর্ব্বপুরুষদের অপরাধ স্বীকার করে, ও তা-
হাদের অচ্ছিন্নত্বক্ অন্তঃকরণ যদি নম্র হয়, ও
তাহারা আপন অপরাধের দণ্ড স্বীকার করে;
৪২ তবে যাকূবের সহিত আমার যে নিয়ম,
তাহা আমি মনে করিব, এবং ইস্হাকের ও
ইব্রাহীমের সহিত আমার যে নিয়ম, তাহা মনে
করিব, এবং দেশকেও মনে করিব। ৪৩ যদ্যপি
দেশ তাহাদের কর্তৃক ত্যক্ত হইয়াছে, ও মরুভূমি
হইয়া আপন বিশ্রাম ভোগ করিয়াছে, এবং
তাহারা আমার বিচার তুচ্ছ করাতে ও আমার
বিধি ঘৃণা করাতে আপন অপরাধের দণ্ড
ভোগ করিয়াছে, ৪৪ তথাপি তাহারা শত্রুদের
দেশে থাকিলে আমি নিঃশেষ রূপে নাশার্থে ও
তাহাদের সহিত আমার নিয়ম ভঞ্জনার্থে তাহা-
দিগকে অবজ্ঞা করিয়া ত্যাগ করিব না; কেননা
আমিই তাহাদের প্রভু পরমেশ্বর। ৪৫ আমি
তাহাদের ঈশ্বর হওনার্থে যাহাদিগকে অন্য-
জাতীয়দের সাক্ষাতে মিসরদেশহইতে বাহির
করিয়া আনিয়াছি, তাহাদের সেই পূর্ব্বপুরুষদের
সহিত কৃত আমার নিয়ম তাহাদের মঙ্গলার্থে
মনে করিব; আমিই পরমেশ্বর।
৪৬ সীনয় পর্ব্বতে পরমেশ্বর মূসাদ্বারা আ-
পনার ও ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে এই বিধি ও
রাজনীতি ও ব্যবস্থা স্থির করিলেন।

২৭ অধ্যায়।

১ প্রাণিমানতের জন্যে, ১৪ ও স্থাবর মানতের জন্যে

মূল্য নিরূপণ, ২৬ ও প্রথমজাত পশুতে পরমেশ্ব-
রের অধিকার, ২৮ ও নিবেদিত পশুর মুক্তি
নিষেধ, ৩০ ও দশমাৎশ বিষয়ক বিধি।

১ অপর পরমেশ্বর মুসাকে কহিলেন, ২ তুমি
ইস্রায়েল্ বৎশকে কহ ও তাহাদিগকে এই
কথা বল, মনুষ্য যদি পরমেশ্বরের উদ্দেশে
বিশেষ মানত করে, তবে প্রাণির মুল্য তো-
মার দ্বারা নিরূপিত হইবে। ৩ ফলতঃ বিৎ-
শতি বৎসর বয়স অবধি ষষ্টি বৎসর বয়স
পর্য্যন্ত পুরুষের মুল্য নিরূপণ করিলে তুমি
পবিত্র শেকলনুসারে পঞ্চাশ শেকল্ রূপা মুল্য
নিরূপণ করিবা। ৪ কিন্তু যদি স্ত্রী লোক হয়,
তবে ত্রিশ শেকল্ রূপা মুল্য নিরূপণ করিবা।
৫ এবৎ যদি পাঁচ বৎসর বয়স অবধি বিৎশতি
বৎসর বয়স পর্য্যন্ত হয়, তবে পুরুষের জন্যে
বিৎশতি শেকল্ ও স্ত্রীর জন্যে দশ শেকল্
রূপা মুল্য নিরূপণ করিবা। ৬ এবৎ যদি এক
মাস বয়স অবধি পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত হয়,
তবে পুরুষের জন্যে পাঁচ শেকল্ ও স্ত্রীর জন্যে
তিন শেকল্ রূপা মুল্য নিরূপণ করিবা। ৭ এবৎ
যদি ষষ্টি বৎসর কিম্বা তাহার অধিক বয়স
হয়, তবে পুরুষের জন্যে পোনের শেকল্ ও
স্ত্রীর জন্যে দশ শেকল্ রূপা মুল্য নিরূপণ
করিবা। ৮ কিন্তু যদি দরিদ্রতা প্রযুক্ত সে তো-
মার নিরূপিত মুল্য দিতে অক্ষম হয়, তবে
সে যাজকের নিকটে আনীত হইবে, তাহাতে
যাজক তাহার মুল্য নিরূপণ করিবে; মানত-
কারি ব্যক্তির সৎস্থানানুসারে যাজক তাহার
মূল্য নিরূপণ করিবে। ৯ আর যদি পরমেশ্ব-
রের কাছে লোকদের উৎসর্জ্জনীয় পশু দত্ত
হয়, তবে পরমেশ্বরের উদ্দেশে দত্ত এমত পশু
সকল পবিত্র হইবে। ১০ সে তাহার অন্যথা ও
পরিবর্ত্তন করিবে না, অর্থাৎ মন্দের পরিবর্ত্তে
ভাল, কিম্বা ভালোর পরিবর্ত্তে মন্দ দিবে না;
যদিও সে কোন প্রকারে পশুর পরিবর্ত্ত করে,
তবে তাহা এবৎ তাহার বিনিময় উভয়ই পবিত্র
হইবে। ১১ আর যাহার দ্বারা পরমেশ্বরের
উদ্দেশে উপহার উৎসর্গ না হয়, এমন কোন
অশুচি পশু যদি দত্ত হয়, তবে সে ঐ পশুকে
যাজকের সম্মুখে উপস্থিত করিবে। ১২ ঐ পশু
ভাল কিম্বা মন্দ হউক, যাজক তাহার মূল্য নি-
রূপণ করিবে; যাজকের মুল্যনিরূপণানুসারে
তাহা হইবে। ১৩ কিন্তু যদি সে কোন প্রকারে
মুক্ত করিতে চাহে, তবে সে নিরূপিত মূল্যের
পঞ্চমাৎশ অধিক দিবে।

১৪ আর যদি কোন মনুষ্য পরমেশ্বরের উ-
দ্দেশে আপন গৃহ পবিত্র করে, তবে তাহা
ভাল কিম্বা মন্দ হউক, যাজক তাহার মুল্য নি-
রূপণ করিবে; যাজক যে রূপ মুল্য নিরূপণ
করিবে, তাহাই স্থির হইবে। ১৫ আর গৃহ-
পবিত্রকারি লোক যদি আপন গৃহ মুক্ত করিতে
চাহে, তবে সে তোমার নিরূপিত মূল্যের পঞ্চ-
মাৎশ অধিক দিবে; তাহাতে তাহা তাহার
হইবে। ১৬ আর যদি কেহ আপনার অধি-
কৃত ভূমির কোন অৎশ পরমেশ্বরের উদ্দেশে
পবিত্র করে, তবে তাহার বপনীয় বীজানুসারে
মুল্য নিরূপিত হইবে; অর্থাৎ যে ভূমিতে এক
হোমর পরিমিত যবের বীজ বপন করা যায়, তা-
হার মুল্য পঞ্চাশ শেকল্ রূপা হইবে। ১৭ যদি সে
মহোৎসব বৎসরাবধি আপন ভূমি পবিত্র করে,
তবে তোমার নিরূপিত সেই মূল্যানুসারে তাহা
স্থির হইবে। ১৮ কিন্তু সে যদি মহোৎসবের
পরে আপন ভূমি পবিত্র করে, তবে যাজক
আগামি মহোৎসব পর্য্যন্ত অবশিষ্ট বৎসরের
সৎখ্যানুসারে তাহার দেয় রূপ্য গণনা করিলে
তোমার নিরূপিত মূল্য তদনুসারে ন্যূন করা
যাইবে। ১৯ আর সেই ভূমি পবিত্রকারি লোক
যদি কোন প্রকারে তাহা মুক্ত করিতে চাহে,
তবে সে তোমার নিরূপিত রূপার পঞ্চমাৎশ
অধিক দিলে তাহা তাহার হইবে। ২০ যদি সে
আপন ভূমি মুক্ত না করে, কিম্বা যদি অন্য
কাহারো কাছে তাহা বিক্রীত হয়, তবে তাহা
আর কখনো মুক্ত হইবে না। ২১ কিন্তু সে
ভূমি মহোৎসব বৎসরে ক্রেতার হস্তহইতে
গেলে বর্জ্জিত ভূমির ন্যায় পরমেশ্বরের উদ্দেশে
পবিত্র হইবে, এবৎ তাহাতে যাজকের অধি-
কার হইবে। ২২ আর যদি কেহ আপন পৈ-
তৃক ভূমি ব্যতিরেকে ক্রীত ভূমি পরমেশ্বরের
উদ্দেশে পবিত্র করে, ২৩ তবে যাজক তোমার
নিরূপিত মূল্যানুসারে মহোৎসব বৎসর পর্য্যন্ত
তাহার দেয় রূপা গণনা করিলে সে তদ্দিবসে
তোমার নিরূপিত মুল্য পরমেশ্বরের উদ্দেশে
পবিত্র করিয়া নিবেদন করিবে। ২৪ মহোৎসব
বৎসরে সেই ভূমি বিক্রেতার হস্তে অর্থাৎ ভূ-
ম্যধিকারির হস্তে পুনর্দ্দত্ত হইবে। ২৫ এবৎ তো-
মার নিরূপিত সমস্ত মূল্য পবিত্র শেকলনুসারে
হইবে; বিৎশতি গেরাতে এক শেকল্ হয়।

২৬ আর পরমেশ্বরকে দাতব্য যে প্রথমজাত
পশুবৎস, তাহাকে কেহই পবিত্র করিতে পা-
রিবে না; গোরু কিম্বা মেষ হউক, তাহা পরমে-
শ্বরের। ২৭ যদি তাহা অশুচি পশুর মধ্যে
হয়; তবে সে তোমার নিরূপিত মূল্যের পঞ্চ-
মাৎশ অধিক দিয়া তাহাকে মুক্ত করিতে পারে,
মুক্ত না হইলে তাহা তোমার নিরূপিত মুল্যেতে
বিক্রীত হইতে পারে।

২৮ আর মনুষ্য আপন সর্ব্বস্বহইতে, অর্থাৎ

মনুষ্য কি পশু কি অধিকৃত ভূমিহইতে যে কিছু
পরমেশ্বরের উদ্দেশে বর্জন করে, তাহা বিক্রীত
কিম্বা মুক্ত হইবে না; কেননা প্রত্যেক বর্জিত বস্তু
পরমেশ্বরের উদ্দেশে অতি পবিত্র। ২৯ মনুষ্যদের
মধ্যে যে কেহ বর্জিত হয়, তাহাকে মুক্ত করা
যাইবে না; সে নিতান্ত হত হইবে।
৩০ এবং ভূমির শস্য কিম্বা বৃক্ষের ফল
হউক, ভূমির উৎপন্ন সমস্ত দ্রব্যের দশমাংশ
পরমেশ্বরের হইবে; তাহাই পরমেশ্বরের উ-
দ্দেশে পবিত্র। ৩১ এবং যদি কেহ আপন দশ-
মাংশহইতে কিঞ্চিৎ মুক্ত করিতে চাহে, তবে
সে তাহার মুল্যের পঞ্চমাংশ অধিক দিবে।
৩২ আর গোরু কিম্বা পশুপালের দশমাংশ,
অর্থাৎ পাঁচনির নীচে দিয়া যাহা যায়, তাহার
মধ্যে প্রত্যেক দশম পশু পরমেশ্বরের উদ্দেশে
পবিত্র হইবে। ৩৩ তাহা ভাল কি মন্দ, ইহার
অনুসন্ধান করিবে না, ও তাহার পরিবর্ত্ত করিবে
না; কিন্তু সে যদি কোন প্রকারে তাহার পরিবর্ত্ত
করে, তবে তাহা ও তাহার বিনিময় উভয়
পবিত্র হইবে, তাহা মুক্ত করা যাইবে না।
৩৪ পরমেশ্বর সীনয় পর্ব্বতে ইস্রায়েল্ বংশের
জন্যে মুসাকে এই সকল আজ্ঞা দিলেন।

গণনাপুস্তক

অর্থাৎ

মূসালিখিত চতুর্থ পুস্তক।

---

১ অধ্যায়।

১ লোককে গণনা করিতে মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞা, ৫ ও প্রত্যেক বংশের প্রধান পুরুষের নাম, ১৭ ও লোকদের গণনা করণ, ২০ ও প্রত্যেক বংশের সংখ্যা, ৪৭ ও লেবীয় বংশের গণিত না হওন।

১ অপর মিসরদেশহইতে ইস্রায়েলবংশের বহি-
রাগমনের দ্বিতীয় বৎসরের দ্বিতীয় মাসের প্রথম
দিনে পরমেশ্বর সীনয় প্রান্তরে মণ্ডলীর আ-
বাসে মুসাকে কহিলেন, ২ তোমরা লোকদের
কুলানুসারে ও পিতৃবংশানুসারে ও নামসং-
খ্যানুসারে ইস্রায়েলের সমস্ত মণ্ডলীর অর্থাৎ
প্রত্যেক পুরুষের মস্তকের সংখ্যা কর। ৩ বিং-
শতি বর্ষ বয়স্ক ও ততোধিক বর্ষ বয়স্ক যত পুরুষ
ইস্রায়েল বংশের মধ্যে যুদ্ধে গমনযোগ্য হয়,
তাহাদের সৈন্যানুসারে তুমি ও হারোণ তাহা-
দের সংখ্যা কর। ৪ এবং প্রত্যেক বংশহইতে
এক২ জন অর্থাৎ আপন২ পিতৃ বংশের প্র-
ধান লোক তোমাদের সহকারী হইবে।
৫ আর যাহারা তোমাদের সহকারী হইবে,
তাহাদের এই২ নাম। রুবেন বংশের মধ্যে
শিদেয়ূরের পুত্র ইলীষূর। ৬ ও শিমিয়োন বং-
শের মধ্যে সূরীশদ্দয়ের পুত্র শিলুমীয়েল্। ৭ ও
যিহূদা বংশের মধ্যে অম্মীনাদবের পুত্র নহ-
শোন্। ৮ ও ইষাখর্ বংশের মধ্যে সূয়ারের
পুত্র নিথনেল্। ৯ ও সিবূলূন বংশের মধ্যে
হেলোনের পুত্র ইলীয়াব্। ১০ ও যূষফের সন্তান-
দের মধ্যে ইফ্রয়িম বংশীয় অম্মীহূদের পুত্র
ইলীশামা, ও মিনশি বংশীয় পিদাহসূরের পুত্র
গমিলীয়েল্। ১১ ও বিন্যামীন বংশের মধ্যে
গিদিয়োনির পুত্র অবীদান্। ১২ ও দান বংশের
মধ্যে অম্মীশদ্দয়ের পুত্র অহীয়েষর্। ১৩ ও
আশের বংশের মধ্যে অক্রণের পুত্র পগী-
য়েল্। ১৪ ও গাদ বংশের মধ্যে দূয়েলের পুত্র
ইলীয়াসফ্। ১৫ ও নপ্তালি বংশের মধ্যে ঐননের
পুত্র অহীর্। ১৬ ইহারা আপন২ পিতৃবংশের
মধ্যে প্রধান এবং ইস্রায়েল্ বংশের সহস্রপতি
ও মণ্ডলীতে মনোনীত লোক ছিল।
১৭ তখন মূসা ও হারোণ পূর্ব্বোক্ত নামবি-
শিষ্ট লোকদিগকে সঙ্গে লইল। ১৮ এবং দ্বি-
তীয় মাসের প্রথমে সমস্ত মণ্ডলীকে একত্র করিয়া
মস্তকগণনাতে বিংশতি বৎসর বয়স্ক ও ততো-
ধিক বর্ষ বয়স্ক লোকদের নামসংখ্যানুসারে
সকলের কুল ও পিতৃবংশ বিশেষ করিয়া লি-
খিল। ১৯ এই রূপে মূসা পরমেশ্বরের আজ্ঞা-
নুসারে সীনয় প্রান্তরে তাহাদিগকে গণনা করিল।
২০ ইস্রায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র যে রুবেন্, তাহার
বংশের পিতৃবংশানুসারে ও কুলানুসারে এই
সংখ্যানির্ণয়। ২১ বিংশতি বৎসর বয়স্ক অবধি
যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের মস্তক ও নাম
গণনাতে রুবেন্ বংশের গণিত লোকেরা ছেচ-
ল্লিশ সহস্র পাঁচ শত জন হইল।
২২ আর শিমিয়োন বংশের পিতৃবংশানু-
সারে ও কুলানুসারে এই সংখ্যানির্ণয়। ২৩ বিং-

শতি বৎসর বয়স্ক অবধি যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত
পুরুষের মস্তক ও নাম গণনাতে শিমিয়োন
বংশের গণিত লোকেরা ঊনষষ্টি সহস্র তিন শত
জন হইল।
২৪ আর গাদ বংশের পিতৃবংশানুসারে ও
কুলানুসারে এই সংখ্যানির্ণয়। ২৫ বিংশতি বৎসর
বয়স্ক অবধি যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের
নাম গণনাতে গাদ্ বংশের গণিত লোকেরা
পঁয়তাল্লিশ সহস্র ছয় শত পঞ্চাশ জন হইল।
২৬ আর যিহূদা বংশের পিতৃবংশানুসারে ও
কুলানুসারে এই সংখ্যানির্ণয়। ২৭ বিংশতি বৎ-
সর বয়স্ক অবধি যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরু-
ষের নাম গণনাতে যিহূদা বংশের গণিত লো-
কেরা চোয়াত্তর সহস্র ছয় শত জন হইল।
২৮ আর ইষাখর্ বংশের পিতৃবংশানুসারে
ও কুলানুসারে এই সংখ্যানির্ণয়। ২৯ বিংশতি
বৎসর বয়স্ক অবধি যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত
পুরুষের নাম গণনাতে ইষাখর বংশের গণিত
লোকেরা চোয়ান্ন সহস্র চারি শত জন হইল।
৩০ আর সিবূলূন্ বংশের পিতৃবংশানুসারে
ও কুলানুসারে এই সংখ্যানির্ণয়। ৩১ বিংশতি
বৎসর বয়স্ক অবধি যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত
পুরুষের নাম গণনাতে সিবূলূন্ বংশের গণিত
লোকেরা সাতান্ন সহস্র চারি শত জন হইল।
৩২ আর যূষফের সন্তানদের মধ্যে ইফ্রয়িম
বংশের পিতৃবংশানুসারে ও কুলানুসারে এই
সংখ্যানির্ণয়। ৩৩ বিংশতি বৎসর বয়স্ক অবধি
যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরুষের নাম গণনাতে
ইফ্রয়িম বংশের গণিত লোকেরা চল্লিশ সহস্র
পাঁচ শত জন হইল।
৩৪ আর মিনশি বংশের পিতৃবংশানুসারে
ও কুলানুসারে এই সংখ্যানির্ণয়। ৩৫ বিংশতি
বৎসর বয়স্ক অবধি যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরু-
ষের নাম গণনাতে মিনশি বংশের গণিত লো-
কেরা বত্রিশ সহস্র দুই শত জন হইল।
৩৬ আর বিন্যামীন্ বংশের পিতৃবংশানুসারে
ও কুলানুসারে এই সংখ্যানির্ণয়। ৩৭ বিংশতি
বৎসর বয়স্ক অবধি যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরু-
ষের নাম গণনাতে বিন্যামীন্ বংশের গণিত
লোকেরা পঁয়ত্রিশ সহস্র চারি শত জন হইল।
৩৮ আর দান্ বংশের পিতৃবংশানুসারে ও
কুলানুসারে এই সংখ্যানির্ণয়। ৩৯ বিংশতি বৎ-
সর বয়স্ক অবধি যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরু-
ষের নাম গণনাতে দান্ বংশের গণিত লোকেরা
বাষট্টি সহস্র সাত শত জন হইল।
৪০ আর আশের বংশের পিতৃবংশানুসারে
ও কুলানুসারে এই সংখ্যানির্ণয়। ৪১ বিংশতি
বৎসর বয়স্ক অবধি যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরু-
ষের নাম গণনাতে আশের বংশের গণিত লো-
কেরা একচল্লিশ সহস্র পাঁচ শত জন হইল।
৪২ আর নপ্তালি বংশের পিতৃবংশানুসারে
ও কুলানুসারে এই সংখ্যানির্ণয়। ৪৩ বিংশতি
বৎসর বয়স্ক অবধি যুদ্ধে গমনযোগ্য সমস্ত পুরু-
ষের নাম গণনাতে নপ্তালি বংশের গণিত লো-
কেরা তিপ্পান্ন সহস্র চারি শত জন হইল।
৪৪ এই সকল লোকেরা মূসা ও হারোণকর্তৃক,
এবং এক২ পিতৃবংশের এক২ জন, ইস্রায়েল
বংশের এমত বারো জন অধ্যক্ষ কর্তৃক গণিত
হইল। ৪৫ ইস্রায়েলবংশীয় তাবৎ পিতৃবংশের
মধ্যে বিংশতি বৎসর বয়স্ক অবধি যুদ্ধে গমন-
যোগ্য সমস্ত পুরুষ গণিত হইলে ৪৬ গণিত
লোকদের সংখ্যা ছয় লক্ষ তিন সহস্র পাঁচ শত
পঞ্চাশ ছিল।
৪৭ লেবীয়েরা আপন২ পিতৃবংশানুসারে
তাহাদিগের মধ্যে গণিত হইল না। ৪৮ কেননা
পরমেশ্বর মূসাকে কহিয়াছিলেন, ৪৯ তুমি কেবল
লেবি বংশের গণনা করিও না, এবং ইস্রা-
য়েল বংশের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা লইও না।
৫০ কিন্তু সাক্ষ্যের আবাস ও তাহার সকল পাত্র
ও তাহার সমস্ত দ্রব্য বিষয়ে লেবীয়দিগকে নি-
যুক্ত করিও; তাহারা আবাস ও তাহার সমস্ত
পাত্র বহিবে ও তাহার সেবা করিবে, ও আ-
বাসের চারি দিগে আপন শিবির স্থাপন করিবে।
৫১ এবং আবাস লইয়া যাওন সময়ে লেবীয়েরা
তাহা নামাইবে; ও আবাস স্থাপনের সময়ে
লেবীয়েরা তাহা উঠাইবে, এবং অন্যবংশীয়েরা
তাহার নিকটে গেলে হত হইবে। ৫২ ইস্রায়েল
বংশ আপন২ সৈন্যানুসারে শিবির করিয়া
আপন২ ধ্বজার সমীপে বাস করিবে। ৫৩ কিন্তু
ইস্রায়েল বংশের মণ্ডলীর প্রতি যেন ক্রোধ না
ঘটে, এই নিমিত্তে লেবীয়েরা সাক্ষ্যের আবা-
সের চতুর্দ্দিগে আপন শিবির স্থাপন করিবে,
এবং লেবীয় লোকেরা সাক্ষ্যের আবাস রক্ষা
করিবে। ৫৪ পরে ইস্রায়েল বংশ মূসার প্রতি
পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে সমস্ত কর্ম্ম করিল;
সকলি সেই রূপ করিল।

২ অধ্যায়।

ইস্রায়েল বংশের শিবির স্থাপনের নিয়ম।

১ অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে ও হারোণকে কহি-
লেন, ২ ইস্রায়েল বংশের প্রত্যেক জন আ-
পন২ পিতৃবংশের চিহ্নস্বরূপ ধ্বজার নিকটে
শিবির স্থাপন করিবে; তাহারা মণ্ডলীর আবা-
সের সমীপে চতুর্দ্দিগে শিবির স্থাপন করিবে।
৩ পূর্ব্বদিগে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়দিগে যিহূদার
শিবিরস্থ ধ্বজার অনুগামি লোকেরা আপন২

সৈন্যানুসারে শিবির স্থাপন করিবে; এবং অম্মী-
নাদবের পুত্র নহশোন্ যিহূদা বংশীয়দের সে-
নাপতি হইবে। ৪ তাহাদের সৈন্য, অর্থাৎ যাহারা
গণিত হইল, সেই সকলে চোয়াত্তর সহস্র ছয়
শত লোক। ৫ তাহাদের পার্শ্বে ইষাখর বংশ
শিবির স্থাপন করিবে, এবং সূয়ারের পুত্র নিথ-
নেল্ ইষাখর বংশীয়দের সেনাপতি হইবে।
৬ তাহাদের সৈন্য, অর্থাৎ যাহারা গণিত হইল,
সেই সকলে চোয়ান্ন সহস্র চারি শত লোক।
৭ তাহাদের পার্শ্বে সিবূলূনের বংশ থাকিবে;
হেলোনের পুত্র ইলীয়াব্ সিবূলূনবংশীয়দের
সেনাপতি হইবে। ৮ তাহাদের সৈন্য, অর্থাৎ
যাহারা গণিত হইল, সেই সকলে সাতান্ন সহস্র
চারি শত লোক। ৯ অতএব যিহূদার তাবৎ
শিবিরে যাহারা গণিত হইল, তাহারা আপন ২
সৈন্যানুসারে এক লক্ষ ছেয়াশী সহস্র চারি
শত লোক; তাহারা প্রথমে অগ্রসর হইবে।

১০ আর দক্ষিণদিগে রূবেণের শিবিরস্থ ধ্বজার
অনুগামি লোকেরা আপন ২ সৈন্যানুসারে শি-
বির স্থাপন করিবে, এবং শিদেয়ূরের পুত্র ইলী-
ষূর রূবেনবংশীয়দের সেনাপতি হইবে। ১১ তা-
হাদের সৈন্য, অর্থাৎ যাহারা গণিত হইল,
সেই সকলে ছেচল্লিশ সহস্র পাঁচ শত লোক।
১২ তাহাদের পার্শ্বে শিমিয়োন বংশ শিবির স্থা-
পন করিবে, এবং সূরীশদ্দয়ের পুত্র শিলুমীয়েল
শিমিয়োনবংশীয়দের সেনাপতি হইবে। ১৩ তা-
হাদের সৈন্য, অর্থাৎ যাহারা গণিত হইল,
সেই সকলে উনষষ্টি সহস্র তিন শত লোক।
১৪ তাহাদের পার্শ্বে গাদ বংশ থাকিবে, এবং
দূয়েলের পুত্র ইলীয়াসফ্ গাদ্ বংশীয়দের সে-
নাপতি হইবে। ১৫ তাহাদের সৈন্য, অর্থাৎ যা-
হারা গণিত হইল, সেই সকলে সংখ্যাতে পঁয়-
তাল্লিশ সহস্র ছয় শত পঞ্চাশ লোক। ১৬ অতএব
রূবেণের তাবৎ শিবিরে যাহারা গণিত হইল,
তাহারা আপন২ সৈন্যানুসারে এক লক্ষ একান্ন
সহস্র চারি শত পঞ্চাশ লোক; তাহারা দ্বিতীয়
পংক্তিতে অগ্রসর হইবে।

১৭ পরে মণ্ডলীর আবাস প্রভৃতি লেবীয়দের
শিবির সমস্ত শিবিরের মধ্যবর্ত্তী হইয়া অগ্রসর
হইবে, প্রত্যেক জন যেমন আপন ২ ধ্বজার নিক-
টে শিবির স্থাপন করে, সেই রূপে গমন করিবে।

১৮ আর পশ্চিমদিগে ইফ্রয়িমের শিবিরস্থ ধ্ব-
জার অনুগামি লোকেরা আপন ২ সৈন্যানুসারে
শিবির স্থাপন করিবে, এবং অম্মীহূদের পুত্র
ইলীশামা ইফ্রয়িমবংশীয়দের সেনাপতি হইবে।
১৯ তাহাদের সৈন্য, অর্থাৎ যাহারা গণিত হইল,
সেই সকলে সংখ্যাতে চল্লিশ সহস্র পাঁচ শত
লোক। ২০ তাহাদের পার্শ্বে মিনশি বংশ থা-
কিবে, এবং পিদাহসূরের পুত্র গমিলীয়েল্
মিনশিবংশীয়দের সেনাপতি হইবে। ২১ তাহা-
দের সৈন্য, অর্থাৎ যাহারা গণিত হইল, সেই
সকলে সংখ্যাতে বত্রিশ সহস্র দুই শত লোক।
২২ তাহাদের পার্শ্বে বিন্যামীন বংশ থাকিবে,
এবং গিদিয়োনির পুত্র অবীদান বিন্যামীনবং-
শীয়দের সেনাপতি হইবে। ২৩ তাহাদের সৈন্য,
অর্থাৎ যাহারা গণিত হইল, সেই সকলে সংখ্যা-
তে পঁয়ত্রিশ সহস্র চারি শত লোক। ২৪ অতএব
ইফ্রয়িমের তাবৎ শিবিরের গণিত লোক আপন ২
সৈন্যানুসারে এক লক্ষ আট সহস্র এক শত
জন; তাহারা তৃতীয় পংক্তিতে অগ্রসর হইবে।

২৫ আর উত্তরদিগে দানের শিবিরস্থ ধ্বজার
অনুগামি লোকেরা আপন ২ সৈন্যানুসারে শি-
বির স্থাপন করিবে, এবং অম্মীশদ্দয়ের পুত্র
অহীয়েষর দানবংশীয়দের সেনাপতি হইবে।
২৬ তাহাদের সৈন্য, অর্থাৎ যাহারা গণিত হইল,
সেই সকলে সংখ্যাতে বাষট্টি সহস্র সাত শত
লোক। ২৭ তাহাদের পার্শ্বে আশের বংশ
শিবির স্থাপন করিবে, এবং অক্রণের পুত্র
পগীয়েল্ আশেরবংশীয়দের সেনাপতি হইবে।
২৮ তাহাদের সৈন্য, অর্থাৎ যাহারা গণিত হইল,
সেই সকলে সংখ্যাতে এক চল্লিশ সহস্র পাঁচ
শত লোক। ২৯ তাহাদের পার্শ্বে নপ্তালি বংশ
থাকিবে, এবং ঐননের পুত্র অহীর নপ্তালি
বংশীয়দের সেনাপতি হইবে। ৩০ তাহাদের
সৈন্য, অর্থাৎ যাহারা গণিত হইল, সেই সকলে
সংখ্যাতে তিপ্পান্ন সহস্র চারি শত লোক।
৩১ অতএব দানের তাবৎ শিবিরের গণিত লোক
এক লক্ষ সাতান্ন সহস্র ছয় শত জন; তাহারা
আপন ২ ধ্বজা লইয়া পশ্চাদ্গামী হইবে।

৩২ ইস্রায়েল বংশের পিতৃবংশানুসারে গণিত
লোক, অর্থাৎ সৈন্যানুসারে তাবৎ শিবিরস্থ লোক
ছয় লক্ষ তিন সহস্র সাড়ে পাঁচ শত। ৩৩ কিন্তু
মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে লেবী-
য়েরা ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে গণিত হইল না।
৩৪ এবং ইস্রায়েল্ বংশীয় লোকেরা মূসার প্রতি
পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে সমস্ত কর্ম্ম করিত,
বিশেষতঃ আপন ২ কুলানুসারে ও পিতৃবংশা-
নুসারে আপন ২ ধ্বজার নিকটে শিবির স্থাপন
করিত ও যাত্রা করিত।

৩ অধ্যায়।

১ হারোণের পুত্রদের কথা, ৫ ও লেবীয় লোকদের কথা, ২১ অর্থাৎ গের্শোনীয় লোকদের, ২৭ ও কিহা-তীয় লোকদের, ৩৩ ও মিরারীয় লোকদের কথা, ৩৯ এবং লেবীয়দের ও প্রথমজাত লোকদের গণনা।

১ সীনয় পর্ব্বতে যে দিবসে পরমেশ্বর মূসার সঙ্গে

কথা কহিলেন, সেই দিবসে হারোণের ও মূসার
এই বংশাবলি। [২] হারোণের পুত্রগণের এই নাম;
প্রথমজাত নাদব, পরে অবীহূ ও ইলিয়াসর ও
ঈথামর্। [৩] এই সকল হারোণ বংশীয় অভিষিক্ত
এবং যাজকত্বপদে নিযুক্ত যাজকদের নাম; [৪] কিন্তু
নাদব্ ও অবীহূ সীনয়্ প্রান্তরে পরমেশ্বরের
উদ্দেশে সাধারণ অগ্নি নিবেদন করিলে পরমে-
শ্বরের সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিল; তাহাদের সন্তান
ছিল না; তাহাতে কেবল ইলিয়াসর্ ও ঈথা-
মর্ আপন পিতা হারোণের সাক্ষাতে যাজন
ক্রিয়া করিল।

[৫] অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [৬] তুমি
লেবিবংশকে আনিয়া হারোণ যাজকের সম্মুখে
উপস্থিত কর; তাহারা তাহার পরিচর্য্যা করিবে।
[৭] এবং আবাসের সেবার্থে মণ্ডলীর আবাসের
সম্মুখে তাহার ও সমস্ত মণ্ডলীর পালনীয় পা-
লন করিবে। [৮] এবং আবাসের সেবার্থে মণ্ডলীর
আবাসের সমস্ত পাত্র ও ইস্রায়েল্ বংশের
রক্ষণীয় রক্ষা করিবে। [৯] এবং তুমি লেবিদিগকে
হারোণের ও তাহার পুত্রগণের হস্তে প্রদান
করিবা; কেননা তাহারা দত্ত লোক, অর্থাৎ ইস্রা-
য়েল্ বংশের মধ্যহইতে তাহার প্রতি দত্ত
লোক। [১০] এবং তুমি হারোণকে ও তাহার
পুত্রগণকে আদেশ করিবা, ও তাহারা আপনা-
দের যাজকত্বপদ রক্ষা করিবে; অন্যজাতীয় যে
কেহ নিকটবর্ত্তী হইবে, সে হত হইবে।

[১১] অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [১২] দেখ,
আমি ইস্রায়েল্ বংশের সমস্ত প্রথমজাত গর্ভ-
ফলের পরিবর্ত্তে তাহাদের মধ্যহইতে লেবিদিগকে
গ্রহণ করিলাম; অতএব লেবিরাই আমার হইল।
[১৩] কেননা প্রথমজাত সকল আমার হইয়াছে;
যে দিনে আমি মিসর্দেশে সমস্ত প্রথমজাতকে
প্রহার করিলাম, সেই দিনে মনুষ্যাবধি পশু
পর্য্যন্ত ইস্রায়েল্ বংশের সমস্ত প্রথমজাতকে আ-
মার উদ্দেশে পবিত্র করিয়াছিলাম; অতএব তাহা
আমারই হইল; আমিই পরমেশ্বর।

[১৪] পরে সীনয় প্রান্তরে পরমেশ্বর মূসাকে
কহিলেন, [১৫] তুমি আপন ২ পিতৃবংশানুসারে
ও কুলানুসারে লেবি বংশকে গণনা কর; এক
মাসের অধিক বয়স্ক সমস্ত পুরুষকেই গণনা
কর। [১৬] তাহাতে মূসা পরমেশ্বরের উক্ত আ-
জ্ঞানুসারে তাহাদিগকে গণনা করিল। [১৭] লেবির
পুত্রদের নাম গের্শোন্ ও কিহাৎ ও মিরারি।
[১৮] এবং আপন ২ কুলানুসারে গের্শোনের সন্তা-
নদের নাম লিব্নি ও শিমিয়ি। [১৯] এবং আ-
পন ২ কুলানুসারে কিহাতের সন্তানদের নাম
অম্রাম্ ও যিষ্হর ও হিব্রোণ্ ও উষীয়েল। [২০] এবং
আপন ২ কুলানুসারে মিরারির সন্তানদের নাম
মহলি ও মূশি; এই সকল পিতৃবংশানুসারে
লেবিদের কুল।

[২১] ঐ গের্শোন্হইতে লিব্নি বংশ ও শিমিয়ি
বংশ উৎপন্ন হইল; ইহারা গের্শোনীয় বংশ।
[২২] তখন এক মাসের অধিক বয়স্ক সমস্ত পুরু-
ষকে গণনা করিলে তাহারা সংখ্যাতে সাত
সহস্র পাঁচ শত জন হইল। [২৩] এবং গের্শোনীয়
বংশ পশ্চিমদিগে আবাসের পশ্চাদ্ভাগে শি-
বির স্থাপন করিত। [২৪] এবং লায়েলের পুত্র
ইলীয়াসফ্ গের্শোনীয়দের পিতৃবংশের প্রধান
লোক ছিল। [২৫] এবং আবাস ও তাম্বু ও তাহার
আচ্ছাদন ও মণ্ডলীর আবাসদ্বারের আচ্ছাদন-
বস্ত্র, [২৬] ও প্রাঙ্গণের যবনিকা সকল, এবং আ-
বাসের ও বেদির চতুর্দ্দিক্স্থিত প্রাঙ্গণের দ্বা-
রের আচ্ছাদনবস্ত্র ও তাবৎ সেবার্থক রজ্জু,
মণ্ডলীর আবাস সম্বন্ধীয় এই সকল বস্ত্র গে-
র্শোনীয় বংশের হস্তগত হইল।

[২৭] আর কিহাৎহইতে অম্রামীয় বংশ ও যিষ্-
হরীয় বংশ ও হিব্রোণীয় বংশ ও উষীয়েলীয়
বংশ উৎপন্ন হইল; এ সকলেই কিহাতীয়
বংশ। [২৮] ইহাদের মধ্যে এক মাসের অধিক
বয়স্ক আট সহস্র ছয় শত পুরুষ পবিত্র স্থা-
নের রক্ষক হইল। [২৯] এই কিহাতীয় বংশ
দক্ষিণ দিগে আবাসের পার্শ্বে শিবির স্থা-
পন করিত। [৩০] এবং উষীয়েলের পুত্র ই-
লীষাফন্ কিহাতীয়দের পিতৃবংশের প্রধান
লোক ছিল। [৩১] এবং সিন্দুক ও মেজ ও দীপবৃক্ষ
ও দুই বেদি ও পবিত্র স্থানের সেবার্থক পাত্র
ও বিচ্ছেদবস্ত্র ও তৎসম্বন্ধীয় সকল দ্রব্য, এই
সকল তাহাদের হস্তগত হইল। [৩২] এবং হা-
রোণ যাজকের পুত্র ইলিয়াসর্ লেবি বংশের
প্রধান হইয়া পবিত্র স্থানের রক্ষকদের উপরে
কর্তৃত্ব করিল।

[৩৩] আর মিরারিহইতে মহলীয় ও মূশীয়
বংশ উৎপন্ন হইল; তাহারা মিরারীয় বংশ।
[৩৪] ঐ বংশের এক মাসের অধিক বয়স্ক পুরুষ
গণিত হইলে সংখ্যাতে ছয় সহস্র দুই শত লোক
হইল। [৩৫] এবং অবীহয়িলের পুত্র সূরীয়েল্
মিরারি বংশের পিতৃগৃহের প্রধান হইল, ও
তাহারা আবাসের উত্তরপার্শ্বে শিবির স্থাপন
করিত। [৩৬] এবং আবাসের তক্তা ও অর্গল
ও স্তম্ভ ও চুঙ্গি ও তাহার সমস্ত পাত্র ও সেবা-
র্থক সমস্ত দ্রব্য; [৩৭] ও প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিক্স্থিত
স্তম্ভ ও তাহার চুঙ্গি ও গোঁজ ও রজ্জু, এই
সকল রক্ষার্থে মিরারি সন্তানদের হস্তগত হইল।
[৩৮] মূসা ও হারোণ ও তাহার পুত্রগণ মণ্ডলীর
আবাসের সম্মুখে পূর্ব্বপার্শ্বে থাকিয়া ইস্রায়েল্
বংশের পবিত্র স্থানের রক্ষণীয় রক্ষা করিত,

কিন্তু অন্যবংশীয় যে কোন লোক তাহার নিকট-
বর্ত্তী হইত, সে হত হইত।
৩৯ মূসা ও হারোণ পরমেশ্বরের আজ্ঞানু-
সারে লেবি বংশের এক মাসের অধিক বয়স্ক
পুরুষ সকলকে গণনা করিলে সংখ্যাতে বা-
ইশ সহস্র লোক হইল। ৪০ অপর পরমেশ্বর
মূসাকে কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল্ বংশের এক
মাসের অধিক বয়স্ক প্রথমজাত সমস্ত পুরুষকে
গণনা কর, ও তাহাদের নামসংখ্যা কর।
৪১ এবং পরমেশ্বর যে আমি, আমারই অধি-
কারার্থে ইস্রায়েল্ বংশের সমস্ত প্রথমজাত
লোকের পরিবর্ত্তে লেবিদিগকে, এবং ইস্রা-
য়েল্ বংশের সমস্ত প্রথমজাত পশুর পরিবর্ত্তে
লেবিদের পশুগণকে গ্রহণ কর। ৪২ তাহাতে
মূসা পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে ইস্রায়েল্ বং-
শের সমস্ত প্রথমজাত লোককে গণনা করিলে
৪৩ তাহাদের এক মাসের অধিক বয়স্ক সমস্ত
প্রথমজাত পুরুষ নামসংখ্যাতে বাইশ সহস্র দুই
শত তেয়াত্তর জন গণিত হইল। ৪৪ অপর
পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ৪৫ তুমি ইস্রায়েল্
বংশের সমস্ত প্রথমজাত লোকের পরিবর্ত্তে
লেবিদিগকে, ও তাহাদের পশুর পরিবর্ত্তে লেবি-
দের পশুগণকে গ্রহণ কর; লেবি বংশ আমারই
লোক হইবে; আমিই পরমেশ্বর। ৪৬ এবং
ইস্রায়েল্ বংশের প্রথমজাতদের মধ্যে লেবীয়-
দের সংখ্যাতিরিক্ত যে দুই শত তেয়াত্তর মো-
ক্তব্য লোক, ৪৭ তাহাদের এক২ জনের পরিবর্ত্তে
পবিত্র শেকলনুসারে পাঁচ২ শেকল্ লইবা;
বিংশতি গেরাতে এক শেকল্ হয়। ৪৮ এবং
তুমি সেই সংখ্যাতিরিক্ত মোক্তব্য লোকদের
রৌপ্য মূল্য হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে
দিবা। ৪৯ তাহাতে লেবিদের দ্বারা মুক্ত লোক
ব্যতিরেকে যাহারা অবশিষ্ট থাকিল, তাহাদের
মুক্তির মূল্য রূপা মূসা লইল। ৫০ অর্থাৎ ইস্রা-
য়েল্ বংশের প্রথমজাত লোকহইতে পবিত্র শে-
কলের পরিমাণে এক সহস্র তিন শত পঁয়ষট্টি
শেকল্ রূপা লইল। ৫১ এবং মূসা পরমেশ্ব-
রের আজ্ঞানুসারে মুক্ত লোকদের রূপা লইয়া
হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে দিল।

৪ অধ্যায়।

১ কিহাতীয় লোকদের সেবার্থে বয়সের নির্ণয়, ৪ ও তাহাদের আবাসাদি বহন কর্ম্মের নির্ণয়, ১৬ ও যাজকদের কর্ম্মের নির্ণয়, ১৭ ও পবিত্র বস্তু অনাচ্ছাদিত হইলে আবাসে যাইতে কিহাতীয় লোকদের প্রতি নিষেধ, ২১ ও গের্শোনীয় লোকদের বয়স ও সেবার নির্ণয়, ২৯ ও মিরারীয় লোকদের বিষয়ে কথা, ৩৪ ও কিহাতীয় লোকদের সংখ্যা, ৩৮ ও গের্শোনীয় লোকদের সংখ্যা, ৪২ ও মিরারীয় লোকদের সংখ্যা।

১ অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে ও হারোণকে কহি-
লেন, ২ তুমি লেবি বংশের মধ্যে আপন২ কুল
ও পিতৃবংশানুসারে কিহাৎবংশীয় লোকদিগকে
৩ অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অবধি পঞ্চাশ
বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত যত লোক মণ্ডলীর আ-
বাসে কর্ম্মকারিদের শ্রেণীভুক্ত হয়, তাহাদিগকে
গণনা কর।
৪ মণ্ডলীর আবাসের অতি পবিত্র স্থানের বি-
ষয়ে কিহাৎ বংশের এই২ কর্ম্ম। ৫ যখন তাবৎ
শিবির অগ্রসর হইবে, তৎকালে হারোণ ও
তাহার পুত্রগণ ভিতরে যাইয়া তিরস্করিণীরূপ
আবরণ নামাইয়া তাহাদ্বারা সাক্ষ্যসিন্দুক ঢা-
কিবে, ৬ ও তাহার উপরে তহশচর্ম্মের আ-
চ্ছাদন দিবে, ও তাহার উপরে এক সম্পূর্ণ
নীলবর্ণের বস্ত্র দিবে, ও তাহার মধ্যে সাইঙ্গ
পরাইবে। ৭ পরে দর্শনীয় রুটীর মেজের উপরে
এক নীলবর্ণ বস্ত্র পাতিবে, ও তাহার উপরে
থাল ও চমস ও বাটি ও ঢালিবার পাত্র রাখি-
বে, এবং নিত্য রুটী তাহার উপরে থাকিবে।
৮ সেই সকলের উপরে তাহারা এক রক্তবর্ণ
বস্ত্র বিস্তার করিবে, এবং তহশচর্ম্মের আ-
চ্ছাদন দিয়া তাহা ঢাকিবে, ও মেজে সাইঙ্গ
পরাইবে। ৯ পরে এক নীলবর্ণ বস্ত্র লইয়া
দীপবৃক্ষ ও তাহার দীপ ও গুলদান ও গুল-
ত্রাস ও তাহার সেবার্থক সমস্ত তৈলপাত্র
আচ্ছাদন করিবে। ১০ এবং তাহা ও তাহার
সমস্ত পাত্র তহশ চর্ম্মের এক আচ্ছাদনেতে
রাখিয়া সাইঙ্গের উপরে রাখিবে। ১১ পরে
তাহারা স্বর্ণময় বেদির উপরে নীলবর্ণ বস্ত্র
পাতিয়া তাহার উপরে তহশচর্ম্মের আচ্ছাদন
দিবে, এবং তাহাতে সাইঙ্গ পরাইবে। ১২ পরে
তাহারা পবিত্র স্থানের সেবার্থক তাবৎ পাত্র
লইয়া নীলবর্ণ বস্ত্রের মধ্যে রাখিবে, এবং
তহশচর্ম্ম দিয়া তাহা ঢাকিয়া সাইঙ্গের উপরে
রাখিবে। ১৩ এবং বেদিহইতে ভস্ম ফেলিয়া
তাহার উপরে বাগুণীয় রঙ্গের বস্ত্র পাতিবে।
১৪ তাহার উপরে তাহার সেবার্থক সমস্ত পাত্র,
অর্থাৎ অগ্নিপাত্র ও ত্রিশূল ও হাতা ও বাটি
প্রভৃতি বেদির সমস্ত পাত্র রাখিবে; পরে
তাহারা তাহার উপরে তহশচর্ম্মের আচ্ছাদন
দিয়া তাহাতে সাইঙ্গ পরাইবে। ১৫ এই রূপে
শিবিরের অগ্রসরণ সময়ে হারোণ ও তাহার পুত্র-
গণ পবিত্র স্থান ও পবিত্র স্থানের সমস্ত পাত্রের
আচ্ছাদন সাঙ্গ করিলে পরে কিহাতের বংশ
তাহা বহন করিতে ভিতরে আসিবে; কিন্তু
তাহাদের মৃত্যু যেন না হয়, এই জন্যে তা-
হারা পবিত্র বস্তু স্পর্শ করিবে না। মণ্ডলীর
আবাসে কিহাতের বংশের এই ভার হইবে।

[১৬] আর পবিত্র স্থান ও তাহার পাত্রের মধ্যে
দীপার্থক তৈল ও সুগন্ধি দ্রব্য ও দিবসিক নৈ-
বেদ্য ও অভিষেকার্থ তৈল এবং আবাস ও
তাহার সকল দ্রব্য, এই সকল হারোণ যাজকের
পুত্র ইলিয়াসর্ যাজকের হস্তগত থাকিবে।
[১৭] পরে পরমেশ্বর মূসাকে ও হারোণকে
কহিলেন, [১৮] তোমরা লেবিদের মধ্যহইতে কি-
হাতীয় বংশকে উচ্ছিন্ন করাইও না। [১৯] কিন্তু
তাহাদের মৃত্যু যেন না হয়, বাঁচিয়া থাকে,
এই নিমিত্তে তাহারা যখন অতি পবিত্র স্থানের
নিকটবর্ত্তী হয়, তখন তাহাদের প্রতি এমত
কর, হারোণ ও তাহার পুত্রগণ ভিতরে যাইয়া
তাহাদের প্রত্যেক জনকে আপন ২ সেবাতে ও
কার্য্যেতে নিযুক্ত করিবে। [২০] কিন্তু তাহাদের
মৃত্যু যেন না হয়, এই জন্যে তাহারা এক
নিমিষও পবিত্র বস্তু দেখিতে ভিতরে যাইবে না।
[২১] পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [২২] তুমি
আপন ২ পিতৃবংশানুসারে ও কুলানুসারে
গের্শোনীয়দের সংখ্যা গ্রহণ কর। [২৩] ফলতঃ
ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অবধি পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক
পর্য্যন্ত যাহারা মণ্ডলীর আবাসে কর্ম্মকারিদের
শ্রেণীভুক্ত হয়, তাহাদিগকে গণনা কর। [২৪] কে-
ননা সেবা ও ভার বহন কর্ম্মে গের্শোনীয়
বংশদের কার্য্য এই। [২৫] তাহারা আবাসের
যবনিকা সকল ও তাহার আচ্ছাদন অর্থাৎ
মণ্ডলীর তাম্বু ও তাহার উপরিস্থ তহশচর্ম্মের
আচ্ছাদন ও মণ্ডলীর আবাসদ্বারের আচ্ছাদন-
বস্ত্র; [২৬] ও প্রাঙ্গণের যবনিকা, এবং আ-
বাসের ও বেদির চতুর্দ্দিক্স্থিত প্রাঙ্গণের দ্বারের
আচ্ছাদনবস্ত্র, ও তাহার রজ্জু ও তাহার সেবা-
র্থক সমস্ত পাত্র বহিবে; এবং এই সকলেতে
যে ২ কর্ম্ম করিতে হয়, তাহাও করিবে। [২৭] এবং
গের্শোনীয় বংশ আপন ২ ভারানুসারে ও সে-
বানুসারে যে কোন কর্ম্ম করে, তাহা হারোণ ও
তাহার পুত্রগণের আজ্ঞানুসারে করিবে; তোমরা
সেই সমস্ত ভারে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিবা।
[২৮] মণ্ডলীর আবাসে গের্শোনীয় বংশের এই
সেবা, এবং তাহাদের কর্ম্ম হারোণ যাজকের
পুত্র ঈথামরের হস্তগত হইবে।
[২৯] পরে তুমি আপন ২ কুলানুসারে ও পি-
তৃবংশানুসারে মিরারীয় বংশের লোকদিগকে
গণনা কর। [৩০] ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অবধি পঞ্চাশ
বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত যাহারা মণ্ডলীর আবাসে
কর্ম্মকারিদের শ্রেণীভুক্ত হয়, তাহাদিগকে গণনা
কর। [৩১] এবং মণ্ডলীর আবাসে তাহাদের
সেবানুসারে এই সকল ভার তাহাদের রক্ষণীয়
হইবে; আবাসের তক্তা ও তাহার অর্গল ও
স্তম্ভ ও চুঙ্গি, [৩২] ও প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিক্স্থিত স্তম্ভ
ও তাহার চুঙ্গি ও গোঁজ ও রজ্জু ও তৎসম্বন্ধীয়
সমস্ত পাত্র ও কার্য্য। তাহাদের রক্ষণীয় ভা-
রের এই সকল দ্রব্য তোমরা নামদ্বারা গণনা
করিবা। [৩৩] মণ্ডলীর আবাসে মিরারীয় বংশের
কর্ত্তব্য এই যে সেবা, ইহা হারোণ যাজকের
পুত্র ঈথামরের হস্তগত হইবে।
[৩৪] পরে মূসা ও হারোণ ও মণ্ডলীর অধ্যক্ষ-
গণ আপন ২ কুলানুসারে ও পিতৃবংশানুসারে
কিহাতীয় বংশের [৩৫] ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অবধি
পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত যাহারা মণ্ডলীর
আবাসে কর্ম্মকারিদের শ্রেণীভুক্ত হইল, তাহা-
দিগকে গণনা করিল। [৩৬] তাহাতে তাহাদের
কুলানুসারে গণিত দুই সহস্র সাত শত পঞ্চাশ
জন হইল। [৩৭] মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আ-
জ্ঞানুসারে মূসা ও হারোণ কিহাতীয় বংশের
মধ্যে মণ্ডলীর আবাসে সেবাকারি এই সকল
লোককে গণনা করিল।
[৩৮] গের্শোনীয় বংশের মধ্যে ত্রিশ বৎসর
বয়স্ক অবধি পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত [৩৯] যা-
হারা মণ্ডলীর আবাসে কর্ম্মকারিদের শ্রেণী-
ভুক্ত হইল, তাহারা আপন ২ কুলানুসারে ও
পিতৃবংশানুসারে গণিত হইল। [৪০] এবং আ-
পন ২ কুলানুসারে ও পিতৃবংশানুসারে গণিত
হইলে দুই সহস্র ছয় শত ত্রিশ জন হইল।
[৪১] মূসা ও হারোণ পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে
গের্শোনীয় বংশের মধ্যে মণ্ডলীর আবাসে
সেবাকারি এই সকল লোককে গণনা করিল।
[৪২] মিরারীয় বংশের মধ্যে ত্রিশ বৎসর বয়স্ক
অবধি পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত [৪৩] যাহারা
মণ্ডলীর আবাসে কর্ম্মকারিদের শ্রেণীভুক্ত হইল,
তাহারা আপন ২ কুলানুসারে ও পিতৃবংশা-
নুসারে গণিত হইল। [৪৪] এবং আপন ২
কুলানুসারে ও পিতৃবংশানুসারে গণিত হইলে
সংখ্যাতে তিন সহস্র দুই শত লোক ছিল।
[৪৫] মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে মূসা
ও হারোণ মিরারীয় বংশের এই সকলকে গণনা
করিল। [৪৬] এই রূপে মূসা ও হারোণ ও ইস্রা-
য়েল্ বংশের অধ্যক্ষগণকর্ত্তৃক লেবীয় বংশের
মধ্যে ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অবধি পঞ্চাশ বৎসর
বয়স্ক পর্য্যন্ত [৪৭] যাহারা মণ্ডলীর আবাসের সেবা
কর্ম্ম ও ভার বহন কর্ম্ম করণের যোগ্য ছিল,
তাহারা আপন ২ কুলানুসারে ও পিতৃবংশানু-
সারে গণিত হইল। [৪৮] গণিত হইলে তাহারা
আট সহস্র পাঁচ শত আশী জন ছিল। [৪৯] পর-
মেশ্বরের আজ্ঞানুসারেই তাহারা প্রত্যেক জন
মূসাকর্ত্তৃক আপন ২ সেবাতে ও ভারেতে নিযুক্ত
হইল। এই রূপে মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আ-
জ্ঞানুসারে তাহারা গণিত হইল।

৫ অধ্যায়।

১ শিবিরহইতে অশুচি লোকদিগকে দূর করণ, ৫ ও ক্ষতি প্রযুক্ত পরিশোধ করণের বিধি, ১১ ও স্ত্রীর প্রতি স্বামির ক্রোধ হইলে স্ত্রীর পরীক্ষার ব্যবস্থা।

১ অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২ তুমি
প্রত্যেক কুষ্ঠিকে ও প্রত্যেক প্রমেহিকে ও
শবস্পর্শে অশুচি সমস্ত প্রাণিকে শিবিরহইতে
বাহির করিতে ইস্রায়েল্ বংশকে এই আজ্ঞা
কর। ৩ তোমরা পুরুষ ও স্ত্রীকে বাহির কর;
তাহাদিগকে শিবিরহইতে বাহির কর। যে শিবি-
রের মধ্যে আমি বাস করি, তাহারা তাহা অশু-
চি না করুক। ৪ তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশ সেই
রূপে তাহাদিগকে শিবিরের বাহির করিয়া দিল;
মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে ইস্রায়ে-
লের সন্তানেরা এই কর্ম্ম করিল।

৫ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ৬ তুমি
ইস্রায়েল্ বংশকে কহ, পুরুষ কিম্বা স্ত্রী হউক,
যে কেহ মনুষ্যদের মধ্যে চলিত কোন পাপ
করিয়া পরমেশ্বরের সাক্ষাতে অপরাধী হয়,
সেই ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইবে। ৭ তাহাতে সে
আত্মকৃত পাপ স্বীকার করিবে, ও আপন দোষ
প্রযুক্ত তাহার মূলদ্রব্য ও তাহার পঞ্চাংশের
এক অংশ অধিক দিয়া যাহার প্রতিকূলে দোষ
করিয়াছে, তাহাকে দিবে। ৮ কিন্তু যাহাকে
দোষের পরিশোধ দিতে পারে, তাহার এমত
জ্ঞাতি যদি না থাকে, তবে সেই দোষের পরি-
শোধ পরমেশ্বরের উদ্দেশে যাজককে দিতে
হইবে। তদ্ভিন্ন যাহাদ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয়,
সেই দোষার্থক মেষবলিও দিতে হইবে। ৯ এবং
ইস্রায়েল্ বংশেরা যত পবিত্র বস্তু যাজকের
কাছে আনে, সেই সকলের উত্তোলনীয় উপ-
হার তাহার হইবে। ১০ অর্থাৎ পবিত্র বস্তু
যাহাকর্ত্তৃক নিবেদিত হয়, তাহারই হইবে;
এবং মনুষ্য যে কোন বস্তু যাজককে দেয়, তাহা
তাহার হইবে।

১১ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ১২ তুমি
ইস্রায়েল্ বংশকে কহ ও তাহাদিগকে এই কথা
বল, কোন লোকের স্ত্রী যদি অত্যাচার করিয়া
তাহার প্রতিকূলে অপরাধিনী হয়, ১৩ অর্থাৎ
সে যদি স্বামির দৃষ্টির অগোচরে গুপ্তভাবে
পুরুষের সহিত সংসর্গ করিয়া অশুচি হয়, ও
তাহার বিপক্ষে কোন সাক্ষী না থাকে, ও সে
ধরা না পড়ে; ১৪ এবং ভার্য্যা অশুচি হইলে
স্বামী যদি অন্তর্জ্বালা বশতঃ তাহার প্রতি জ্বলে;
কিম্বা ভার্য্যা অশুচি না হইলে যদি অন্তর্জ্বালা
বশতঃ তাহার প্রতি জ্বলে; ১৫ তবে সে স্বামী
আপন ভার্য্যাকে যাজকের নিকটে আনিবে;
এবং তাহার নিমিত্তে ভক্ষ্য নৈবেদ্য অর্থাৎ
ঐফার দশমাংশ যবের সুজি আনিবে, কিন্তু
তাহার উপরে তৈল ঢালিবে না ও কুন্দুরু দিবে
না, কেননা তাহা অন্তর্জ্বালার নৈবেদ্য, অর্থাৎ
অপরাধস্মারক স্মরণার্থক নৈবেদ্য। ১৬ পরে
যাজক সেই স্ত্রীকে লইয়া পরমেশ্বরের সম্মুখে
উপস্থিত করিবে। ১৭ এবং যাজক মৃৎপাত্রে পবিত্র
জল রাখিয়া আবাসের মাঝিয়ার কিঞ্চিৎ ধূলি
লইয়া সেই জলে দিবে। ১৮ পরে যাজক ঐ
স্ত্রীকে পরমেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া তা-
হার মস্তক অনাবৃত করিয়া ঐ স্মরণার্থক নৈবেদ্য
অর্থাৎ অন্তর্জ্বালার নৈবেদ্য তাহার হস্তে দিবে,
এবং যাজকের হস্তে শাপদায়ক তিক্ত জল থা-
কিবে। ১৯ এবং যাজক দিব্য করাইয়া ঐ স্ত্রীকে
কহিবে, কোন পুরুষ যদি তোমাতে উপগত না
হইয়া থাকে, এবং তুমি আপন স্বামির বিরুদ্ধে
অত্যাচার করিয়া অশুচি ক্রিয়া না করিয়া থাক,
তবে এই শাপদায়ক তিক্ত জল তোমাতে নি-
ষ্ফল হউক। ২০ কিন্তু যদি তুমি আপন স্বামির
বিরুদ্ধে অত্যাচার ও অশুচি ক্রিয়া করিয়া থাক,
ও তোমার স্বামি বিনা অন্য কোন পুরুষ যদি
তোমাতে উপগত হইয়া থাকে, ২১ তবে পর-
মেশ্বর তোমার ঊরু পচাইয়া তোমার উদর
স্ফীত করিয়া তোমার লোকদের মধ্যে তোমা-
কে শাপের ও দিব্যের ফল ভোগ করাউন;
২২ তাহাতে এই শাপদায়ক জল তোমার উদর
স্ফীত করিতে ও ঊরু পচাইতে তোমার উদরে
প্রবেশ করুক; এই সকল কথা কহিয়া যাজক
শাপদায়ক দিব্যেতে সেই স্ত্রীকে দিব্য করা-
ইবে; তাহাতে সে স্ত্রী 'এমন হউক, এমন
হউক' কহিবে। ২৩ এবং যাজক সেই শাপের
কথা পুস্তকে লিখিয়া ঐ তিক্ত জলে মুছিয়া
ফেলিবে। ২৪ পরে সেই শাপদায়ক তিক্ত জল
ঐ স্ত্রীকে পান করাইবে; তাহাতে সেই জল
তিক্তরূপে তাহার উদরে প্রবিষ্ট হইবে। ২৫ ফলতঃ
যাজক ঐ স্ত্রীর হস্তহইতে অন্তর্জ্বালার নৈবেদ্য
লইয়া পরমেশ্বরের সম্মুখে আন্দোলন করিয়া
বেদির উপরে নিবেদন করিবে। ২৬ পরে যা-
জক সেই নৈবেদ্যের এক মুষ্টি অর্থাৎ তৎস্মর-
ণার্থক অংশ গ্রহণ করিয়া বেদির উপরে দগ্ধ
করিয়া ঐ স্ত্রীকে সেই জল পান করাইবে।
২৭ অপর স্ত্রীকে জল পান করাইলে সে যদি
আপন স্বামির প্রতিকূলে কুকর্ম্ম করিয়া অশুচি
হইয়া থাকে, তবে সেই শাপদায়ক জল তাহার
মধ্যে তিক্তরূপে প্রবিষ্ট হইবে, ও তাহার উদর
স্ফীত হইবে, ও ঊরুদেশ পচিয়া যাইবে; এই
রূপে সে স্ত্রী আপন লোকদের মধ্যে শাপের
ফল ভোগ করিবে। ২৮ আর যদি সে স্ত্রী অশুচি

না হইয়া শুচি হইয়া থাকে, তবে সে মুক্তা
হইবে, ও গর্ব্ভধারণ করিবে। ২৯ অন্তর্জ্বালা বি-
ষয়ক এই ব্যবস্থা। স্ত্রীলোক স্বামির বিরুদ্ধে
অত্যাচার করিয়া অশুচি হইলে, ৩০ কিম্বা স্বামী
অন্তর্জ্বালা বশতঃ আপন ভার্য্যার প্রতি জ্বলি-
লে যদি সেই স্ত্রীকে পরমেশ্বরের সম্মুখে উপ-
স্থিত করে, তবে যাজক তদ্বিষয়ে এই ব্যবস্থা
পালন করিবে; ৩১ তাহাতে স্বামী অপরাধ-
হইতে মুক্ত হইবে, কিন্তু সে স্ত্রী আপন অপরাধ
ভোগ করিবে।

৬ অধ্যায়।

১ নাসরীয় ব্রত পালন করণের ব্যবস্থা, ১৩ ও না-
সরীয় ব্রত সমাপ্ত করণের ব্যবস্থা, ২২ ও লোক-
দের প্রতি আশীর্ব্বাদ করণের কথা।

১ অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২ তুমি
ইস্রায়েল্ বংশকে কহ ও তাহাদিগকে এই কথা
বল, কোন পুরুষ কিম্বা স্ত্রী পরমেশ্বরের উদ্দে-
শে পৃথক্কৃত হইবার জন্যে যদি নাসরীয়
ব্রত করিতে মনস্থ করে, ৩ তবে সে দ্রাক্ষারস ও
সুরাহইতে পৃথক্ থাকিবে, অর্থাৎ দ্রাক্ষারস ও
সুরা প্রভৃতি কোন মাতারস পান করিবে না,
এবং দ্রাক্ষাফলোৎপন্ন কোন পেয় পান করিবে
না, এবং কাঁচা কি শুষ্ক দ্রাক্ষাফল খাইবে না।
৪ পৃথক্স্থিতির তাবৎ সময়ে সে দ্রাক্ষাফলদ্বারা
প্রস্তুত কোন দ্রব্য ভোগ করিবে না, তাহার
বীজাবধি ত্বক্ পর্য্যন্ত কিছুই খাইবে না। ৫ এবং
ব্রতানুযায়ি পৃথক্স্থিতির তাবৎ সময়ে তাহার
মস্তকে ক্ষুরস্পর্শ হইবে না; পরমেশ্বরের
উদ্দেশে পৃথক্স্থিতির দিনসংখ্যা যাবৎ সম্পূর্ণ
না হয়, তাবৎ সে পবিত্র থাকিবে ও আপন
কেশগুচ্ছ বৃদ্ধি পাইতে দিবে। ৬ এবং যাবৎ
পরমেশ্বরের উদ্দেশে পৃথক্ থাকে, তাবৎ কোন
শবের নিকটে যাইবে না। ৭ তাহার পিতা
কিম্বা মাতা কিম্বা ভ্রাতা কিম্বা ভগিনী যদি মরে,
তথাপি সে আপনাকে অশুচি করিবে না;
কেননা তাহার মস্তকেতে তাহার ঈশ্বরের
উদ্দেশে পৃথক্স্থিতির চিহ্ন আছে। ৮ পৃথক্-
স্থিতির সমস্ত দিন সে পরমেশ্বরের উদ্দেশে
পবিত্র লোক। ৯ আর যদ্যপি কোন মনুষ্য হঠাৎ
তাহার নিকটে মরাতে সে পৃথক্স্থিতির চিহ্ন-
বিশিষ্ট আপনার মস্তক অশুচি করে, তবে সে
শুচি হওন দিবসে আপন মস্তক মুণ্ডন করিবে,
অর্থাৎ সপ্তম দিবসে তাহা মুণ্ডন করিবে। ১০ এবং
অষ্টম দিবসে দুই ঘুঘু কিম্বা দুই কপোত-
বৎস মণ্ডলীর আবাসদ্বারের নিকটে যাজকের
কাছে আনিবে। ১১ এবং যাজক তাহাদের এক-
কে প্রায়শ্চিত্তার্থে ও অন্যকে হোমার্থে নিবেদন
করিয়া শবজন্য তাহার পাপ প্রযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত
করিবে; এবং সেই দিনে সে আপন মস্তক
পবিত্র করিয়া ১২ তদবধি পরমেশ্বরের উদ্দেশে
আপন পৃথক্স্থিতির সমস্ত দিবস পূর্ণ করিবে,
এবং দোষার্থে একবর্ষীয় এক মেষবৎস বলি
আনিবে, কিন্তু পৃথক্স্থিতির অশৌচ প্রযুক্ত তা-
হার পূর্ব্বগত সকল দিন বৃথা হইবে।
১৩ অপর পৃথক্স্থিতির দিবস সম্পূর্ণ হইলে
পর নাসরীয় ব্রতের এই রূপ ব্যবস্থা; প্রথমে
ব্রতকারী মণ্ডলীর আবাসদ্বারের নিকটে আনীত
হইবে। ১৪ পরে সে হোমার্থে একবর্ষীয় নি-
র্দ্দোষ এক মেষবৎস ও প্রায়শ্চিত্তার্থে একবর্ষীয়
নির্দ্দোষ এক মেষবৎসা ও মঙ্গলার্থে এক নি-
র্দ্দোষ মেষ; ১৫ ও তাড়ীশূন্য রুটীতে পূর্ণ
এক চুপড়ি ও তৈলপক্ব সূক্ষ্ম সুজির পিষ্টক
ও তাড়ীশূন্য তৈলাক্ত সূক্ষ্ম পিষ্টক ও তাহার
উপযুক্ত ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য, এই সকল
পরমেশ্বরের উদ্দেশে নিবেদন করিবে। ১৬ এবং
যাজক পরমেশ্বরের সম্মুখে এই সকল আনিয়া
প্রায়শ্চিত্তবলি ও হোমবলি উৎসর্গ করিবে।
১৭ পরে তাড়ীশূন্য রুটীর চুপড়ির সহিত মঙ্গ-
লার্থক মেষবলি পরমেশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ
করিবে; পরে তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য
নিবেদন করিবে। ১৮ এবং নাসরীয় লোক মণ্ড-
লীর আবাসদ্বারের নিকটে আপন পৃথক্স্থি-
তির চিহ্নস্বরূপ মস্তক মুণ্ডন করিয়া পৃথক্স্থিতির
চিহ্ন যে মস্তকের কেশ, তাহা লইয়া মঙ্গলা-
র্থক বলির অধঃস্থিত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে।
১৯ এবং নাসরীয় লোকের পৃথক্স্থিতির মস্তক
মুণ্ডনের পরে যাজক জলে সিদ্ধ মেষের স্কন্ধ ও
চুপড়িহইতে একটা তাড়ীশূন্য রুটী ও একটা তা-
ড়ীশূন্য সূক্ষ্ম পিষ্টক লইয়া তাহার হস্তে দিবে।
২০ এবং যাজক সে সকল আন্দোলনীয় নৈ-
বেদ্যার্থে পরমেশ্বরের উদ্দেশে দোলাইবে; তা-
হাতে আন্দোলনীয় বক্ষ ও উত্তোলনীয় স্কন্ধের
সহিত তাহা যাজকের উদ্দেশে পবিত্র হইবে;
পরে নাসরীয় লোক দ্রাক্ষারস পান করিতে
পারিবে। ২১ নাসরীয় ব্রতকারি মনুষ্যের এবং
পৃথক্স্থিতি জন্য পরমেশ্বরকে দাতব্য তাহার
নৈবেদ্যের এই ব্যবস্থা; এতদ্ব্যতিরেকে সে আ-
পন সংস্থানানুসারে যে কিছু দিতে মানত
করিয়াছে তাহাও দিবে, এবং পৃথক্স্থিতির এই
ব্যবস্থাও মানিবে।
২২ অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২৩ তুমি
হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে কহ; তো-
মরা ইস্রায়েল্ বংশকে আশীর্ব্বাদ করণ সময়ে
এই রূপ কহিবা, ২৪ পরমেশ্বর তোমাকে আ-
শীর্ব্বাদ করিয়া রক্ষা করুন। ২৫ পরমেশ্বর তো-

মার প্রতি আপন মুখ প্রসন্ন করুন, ও তোমাকে
অনুগ্রহ করুন। ২৬ পরমেশ্বর তোমার প্রতি
কৃপাদৃষ্টি করিয়া তোমাকে শান্তি দিউন। ২৭ এই
রূপে তাহারা ইস্রায়েল্ বংশের উপরে আমার
নামের অবস্থিতি করাইবে, তাহাতে আমি তাহা-
দিগকে আশীর্ব্বাদ করিব।

৭ অধ্যায়।

১ আবাস ও বেদির নিমিত্তে তাবৎ অধ্যক্ষদের নৈবেদ্য, ৮৯ ও সাক্ষ্যসিন্দুকহইতে মূসার সহিত পরমেশ্বরের কথা।

১ পরে যে দিবসে মূসা আবাস স্থাপন করিয়া
তাহা ও তাহার সকল পাত্র এবং বেদি ও তা-
হার সকল পাত্র অভিষেক করিয়া পবিত্র করিল,
সেই দিবসে তাহার অভিষেকের ও পবিত্রী-
কৃত হওনের পরে ২ ইস্রায়েলের প্রধান পিতৃ-
বংশাধ্যক্ষগণ, অর্থাৎ গণিতদের উপরে নিযুক্ত
বংশাধ্যক্ষগণ নৈবেদ্য আনিল। ৩ ফলতঃ তা-
হারা পরমেশ্বরের উদ্দেশে নৈবেদ্যার্থে ছয়
শকট ও দ্বাদশ বলদ, অর্থাৎ দুই২ অধ্যক্ষ
এক২ শকট ও এক২ জন এক২ বলদ আনিয়া
আবাসের সম্মুখে উপস্থিত করিল।
৪ তখন পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ৫ তুমি
তাহাদের হইতে তাহা লইবা, এবং সে সকল
মণ্ডলীর আবাসের কর্ম্মের নিমিত্তে হইবে, ও
তুমি সে সকল লেবিদিগকে দিবা; অর্থাৎ এক২
বংশকে আপন২ সেবানুসারে দিবা। ৬ পরে
মূসা সেই শকট ও বলদ লইয়া লেবিদিগকে
দিল। ৭ ফলতঃ গের্শোনীয় বংশকে তাহাদের
সেবানুসারে দুই শকট ও চারি বলদ, ৮ এবং
মিরারীয় বংশকে তাহাদের সেবানুসারে অব-
শিষ্ট চারি শকট ও আট বলদ দিয়া হারোণ
যাজকের পুত্র ঈথামরের হস্তে সমর্পণ করিল।
৯ কিন্তু কিহাতীয় বংশকে কিছুই দিল না,
কেননা পবিত্র স্থানের সকল সামগ্রী স্কন্ধে করি-
য়া বহন করা তাহাদের সেবা ছিল।
১০ অপর বেদির অভিষেকদিবসে অধ্যক্ষগণ
তাহা পবিত্র করণার্থে বেদির সম্মুখে নৈবেদ্য
আনিল। ১১ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন,
এক২ অধ্যক্ষ এক২ দিবসে বেদি পবিত্র করণা-
র্থক আপন২ নৈবেদ্য নিবেদন করুক।
১২ তাহাতে প্রথম দিবসে যিহূদা বংশজাত
অম্মীনাদবের পুত্র নহশোন্ আপন নৈবেদ্য
নিবেদন করিল। ১৩ পবিত্র স্থানের শেকলনু-
সারে এক শত ত্রিশ শেকল্ পরিমাণে রূপার
এক থাল, ও সত্তরি শেকল্ পরিমাণে রূপার
এক বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে
তৈলপক্ক সূক্ষ্ম সূজিতে পূর্ণ; ১৪ এবং ধূপে
পরিপূর্ণ দশ শেকল্ পরিমাণে স্বর্ণের এক
ধূনাচি; ১৫ ও হোমের কারণ এক গোবৎস ও
এক মেষ ও একবর্ষীয় এক মেষবৎস; ১৬ ও
পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তে এক ছাগ; ১৭ ও
মঙ্গলার্থক বলির কারণ দুই গোরু ও পাঁচ মেষ
ও পাঁচ ছাগ ও একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; এই
সকল অম্মীনাদবের পুত্র নহশোন্ নিবেদন
করিল।
১৮ দ্বিতীয় দিবসে ইষাখর বংশের অধ্যক্ষ
সূয়ারের পুত্র নিথনেল্ এই সকল নিবেদন
করিল। ১৯ পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে এক
শত ত্রিশ শেকল্ পরিমাণে রূপার এক থাল,
ও সত্তরি শেকল্ পরিমাণে রূপার এক বাটি, এই
দুই পাত্র ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলপক্ক সূক্ষ্ম
সূজিতে পূর্ণ; ২০ এবং ধূপে পরিপূর্ণ দশ শে-
কল্ পরিমাণে স্বর্ণের এক ধূনাচি; ২১ ও হো-
মের কারণ এক গোবৎস ও এক মেষ ও
একবর্ষীয় এক মেষবৎস; ২২ ও পাপের প্রায়-
শ্চিত্তের নিমিত্তে এক ছাগ; ২৩ ও মঙ্গলার্থক
বলির কারণ দুই গোরু ও পাঁচ মেষ ও পাঁচ
ছাগ ও একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; এই সকল
সূয়ারের পুত্র নিথনেল্ নিবেদন করিল।
২৪ তৃতীয় দিবসে সিবূলূন বংশের অধ্যক্ষ
হেলোনের পুত্র ইলীয়াব্ এই সকল নিবেদন
করিল। ২৫ পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে এক
শত ত্রিশ শেকল্ পরিমাণে রূপার এক থাল,
ও সত্তরি শেকল্ পরিমাণে রূপার এক বাটি,
এই দুই পাত্র ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলপক্ক সূক্ষ্ম
সূজিতে পূর্ণ; ২৬ এবং ধূপে পরিপূর্ণ দশ
শেকল্ পরিমাণে স্বর্ণের এক ধূনাচি; ২৭ ও
হোমের কারণ এক গোবৎস ও এক মেষ ও
একবর্ষীয় এক মেষবৎস; ২৮ ও পাপের প্রা-
য়শ্চিত্তের নিমিত্তে এক ছাগ; ২৯ ও মঙ্গলার্থক
বলির কারণ দুই গোরু ও পাঁচ মেষ ও পাঁচ
ছাগ ও একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; এই সকল
হেলোনের পুত্র ইলীয়াব্ নিবেদন করিল।
৩০ চতুর্থ দিবসে রূবেন্ বংশের অধ্যক্ষ শি-
দেয়ূরের পুত্র ইলীষূর এই সকল নিবেদন
করিল। ৩১ পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে এক
শত ত্রিশ শেকল্ পরিমাণে রূপার এক থাল,
ও সত্তরি শেকল্ পরিমাণে রূপার এক বাটি,
দুই পাত্র ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলপক্ক সূক্ষ্ম
সূজিতে পূর্ণ; ৩২ এবং ধূপে পরিপূর্ণ দশ শে-
কল্ পরিমাণে স্বর্ণের এক ধূনাচি; ৩৩ ও হো-
মের কারণ এক গোবৎস ও এক মেষ ও এক-
বর্ষীয় এক মেষবৎস; ৩৪ ও পাপের প্রায়শ্চিত্তের
নিমিত্তে এক ছাগ; ৩৫ ও মঙ্গলার্থক বলির
কারণ দুই গোরু ও পাঁচ মেষ ও পাঁচ ছাগ ও

একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; এই সকল শিদেয়ুরের
পুত্র ইলীষূর নিবেদন করিল।
৩৬ পঞ্চম দিবসে শিমিয়োন্ বংশের অধ্যক্ষ
সূরীশদ্দয়ের পুত্র শিলুমীয়েল্ এই সকল নি-
বেদন করিল। ৩৭ পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে
এক শত ত্রিশ শেকল্ পরিমাণে রূপার এক
থাল, ও সত্তরি শেকল্ পরিমাণে রূপার এক
বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈল-
পক্ব সূক্ষ্ম সূজিতে পূর্ণ; ৩৮ এবং ধূপে পরিপূর্ণ
দশ শেকল্ পরিমাণে স্বর্ণের এক ধূনাচি; ৩৯ ও
হোমের কারণ এক গোবৎস ও এক মেষ ও
একবর্ষীয় এক মেষবৎস; ৪০ ও পাপের প্রা-
য়শ্চিত্তের নিমিত্তে এক ছাগ; ৪১ ও মঙ্গলার্থক
বলির কারণ দুই গোরু ও পাঁচ মেষ ও পাঁচ
ছাগ ও একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; এই সকল
সূরীশদ্দয়ের পুত্র শিলুমীয়েল্ নিবেদন করিল।
৪২ ষষ্ঠ দিবসে গাদ্ বংশের অধ্যক্ষ দূ-
য়েলের পুত্র ইলীয়াসফ এই সকল নিবেদন
করিল। ৪৩ পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে এক
শত ত্রিশ শেকল্ পরিমাণে রূপার এক থাল,
ও সত্তরি শেকল্ পরিমাণে রূপার এক বাটি,
এই দুই পাত্র ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলপক্ব সূক্ষ্ম
সূজিতে পূর্ণ; ৪৪ এবং ধূপে পরিপূর্ণ দশ
শেকল্ পরিমাণে স্বর্ণের এক ধূনাচি; ৪৫ ও
হোমের কারণ এক গোবৎস ও এক মেষ ও
একবর্ষীয় এক মেষবৎস; ৪৬ ও পাপের প্রা-
য়শ্চিত্তের নিমিত্তে এক ছাগ; ৪৭ ও মঙ্গলার্থক
বলির কারণ দুই গোরু ও পাঁচ মেষ ও পাঁচ
ছাগ ও একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; এই সকল
দূয়েলের পুত্র ইলীয়াসফ্ নিবেদন করিল।
৪৮ সপ্তম দিবসে ইফ্রয়িম্ বংশের অধ্যক্ষ
অম্মীহূদের পুত্র ইলীশামা এই সকল নিবেদন
করিল। ৪৯ পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে এক
শত ত্রিশ শেকল্ পরিমাণে রূপার এক থাল,
ও সত্তরি শেকল্ পরিমাণে রূপার এক বাটি,
এই দুই পাত্র ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলপক্ব সূক্ষ্ম
সূজিতে পূর্ণ; ৫০ ও ধূপে পরিপূর্ণ দশ শেকল্
পরিমাণে স্বর্ণের এক ধূনাচি; ৫১ ও হোমের
কারণ এক গোবৎস ও এক মেষ ও একবর্ষীয়
এক মেষবৎস; ৫২ ও পাপের প্রায়শ্চিত্তের
নিমিত্তে এক ছাগ; ৫৩ ও মঙ্গলার্থক বলির কারণ
দুই গোরু ও পাঁচ মেষ ও পাঁচ ছাগ ও এক-
বর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; এই সকল অম্মীহূদের
পুত্র ইলীশামা নিবেদন করিল।
৫৪ অষ্টম দিবসে মিনশি বংশের অধ্যক্ষ
পিদাহসূরের পুত্র গমিলীয়েল্ এই সকল নি-
বেদন করিল। ৫৫ পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে
এক শত ত্রিশ শেকল্ পরিমাণে রূপার এক
থাল, ও সত্তরি শেকল্ পরিমাণে রূপার এক
বাটি, এই দুই পাত্র ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলপক্ব
সূক্ষ্ম সূজিতে পূর্ণ; ৫৬ ও ধূপে পরিপূর্ণ দশ
শেকল্ পরিমাণে স্বর্ণের এক ধূনাচি; ৫৭ এবং
হোমের কারণ এক গোবৎস ও এক মেষ ও
একবর্ষীয় এক মেষবৎস; ৫৮ ও পাপের প্রায়-
শ্চিত্তের নিমিত্তে এক ছাগ; ৫৯ ও মঙ্গলার্থক
বলির কারণ দুই গোরু ও পাঁচ মেষ ও পাঁচ
ছাগ ও একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; এই সকল
পিদাহসূরের পুত্র গমিলীয়েল্ নিবেদন করিল।
৬০ নবম দিবসে বিন্যামীন্ বংশের অধ্যক্ষ
গিদিয়োনির পুত্র অবীদান্ এই সকল নিবেদন
করিল। ৬১ পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে এক
শত ত্রিশ শেকল্ পরিমাণে রূপার এক থাল,
ও সত্তরি শেকল্ পরিমাণে রূপার এক বাটি,
এই দুই পাত্র ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলপক্ব সূক্ষ্ম
সূজিতে পূর্ণ; ৬২ ও ধূপে পরিপূর্ণ দশ শে-
কল্ পরিমাণে স্বর্ণের এক ধূনাচি; ৬৩ ও
হোমের কারণ এক গোবৎস ও এক মেষ ও
একবর্ষীয় এক মেষবৎস; ৬৪ ও পাপের প্রায়-
শ্চিত্তের নিমিত্তে এক ছাগ; ৬৫ ও মঙ্গলার্থক
বলির কারণ দুই গোরু ও পাঁচ মেষ ও পাঁচ ছাগ
ও একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; এই সকল গি-
দিয়োনির পুত্র অবীদান নিবেদন করিল।
৬৬ দশম দিবসে দান্ বংশের অধ্যক্ষ অম্মী-
শদ্দয়ের পুত্র অহীয়েষর এই সকল নিবেদন
করিল। ৬৭ পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে এক
শত ত্রিশ শেকল্ পরিমাণে রূপার এক থাল,
ও সত্তরি শেকল্ পরিমাণে রূপার এক বাটি,
এই দুই পাত্র ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলপক্ব
সূক্ষ্ম সূজিতে পূর্ণ; ৬৮ এবং ধূপে পরিপূর্ণ
দশ শেকল্ পরিমাণে স্বর্ণের এক ধূনাচি;
৬৯ ও হোমের কারণ এক গোবৎস ও এক
মেষ ও একবর্ষীয় এক মেষবৎস; ৭০ ও পা-
পের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তে এক ছাগ; ৭১ ও
মঙ্গলার্থক বলির কারণ দুই গোরু ও পাঁচ
মেষ ও পাঁচ ছাগ ও একবর্ষীয় পাঁচ মেষ-
বৎস; এই সকল অম্মীশদ্দয়ের পুত্র অহীয়ে-
ষর্ নিবেদন করিল।
৭২ একাদশ দিবসে আশের বংশের অধ্যক্ষ
অক্রণের পুত্র পগীয়েল্ এই সকল নিবেদন
করিল। ৭৩ পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে এক
শত ত্রিশ শেকল্ পরিমাণে রূপার এক থাল,
ও সত্তরি শেকল্ পরিমাণে রূপার এক বাটি,
এই দুই পাত্র ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলপক্ব সূক্ষ্ম
সূজিতে পূর্ণ; ৭৪ এবং ধূপে পরিপূর্ণ দশ
শেকল্ পরিমাণে স্বর্ণের এক ধূনাচি; ৭৫ ও
হোমের কারণ এক গোবৎস ও এক মেষ ও

একবর্ষীয় এক মেষবৎস; ৭৬ ও পাপের প্রা-
য়শ্চিত্তের নিমিত্তে এক ছাগ; ৭৭ ও মঙ্গলার্থক
বলির কারণ দুই গোরু ও পাঁচ মেষ ও পাঁচ
ছাগ ও একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; এই সকল
অক্রণের পুত্র পগীয়েল্ নিবেদন করিল।
৭৮ দ্বাদশ দিবসে নপ্তালি বংশের অধ্যক্ষ
ঐননের পুত্র অহীর এই সকল নিবেদন করিল।
৭৯ পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে এক শত ত্রিশ
শেকল্ পরিমাণে রূপার এক থাল, ও সত্তরি
শেকল্ পরিমাণে রূপার এক বাটি, এই দুই
পাত্র ভক্ষ্য নৈবেদ্যার্থে তৈলপক্ক সূক্ষ্ম সুজিতে
পূর্ণ; ৮০ এবং ধূপে পরিপূর্ণ দশ শেকল্
পরিমাণে স্বর্ণের এক ধূনাচি; ৮১ ও হোমের
কারণ এক গোবৎস ও এক মেষ ও একবর্ষীয়
এক মেষবৎস; ৮২ ও পাপের প্রায়শ্চিত্তের
নিমিত্তে এক ছাগ; ৮৩ এবং মঙ্গলার্থক বলির
কারণ দুই গোরু ও পাঁচ মেষ ও পাঁচ ছাগ
ও একবর্ষীয় পাঁচ মেষবৎস; এই সকল ঐন-
নের পুত্র অহীর নিবেদন করিল।
৮৪ বেদির অভিষেকদিবসে তাহা পবিত্র কর-
ণার্থে ইস্রায়েল্ বংশের অধ্যক্ষগণকর্তৃক এই
সকল দ্রব্য দত্ত হইল, রূপার দ্বাদশ থাল,
ও রূপার দ্বাদশ বাটি, ও স্বর্ণের দ্বাদশ ধূ-
নাচি। ৮৫ তাহার প্রত্যেক থাল এক শত ত্রিশ
শেকল্ পরিমাণে ছিল; এবং প্রত্যেক বাটি
সত্তরি শেকল্ পরিমাণে ছিল; সর্ব্বশুদ্ধ এই সমস্ত
পাত্রের রূপ্য পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে দুই
সহস্র চারি শত শেকল্ পরিমাণে ছিল। ৮৬ ও
ধূপে পরিপূর্ণ স্বর্ণের দ্বাদশ ধূনাচি, প্রত্যেক
ধূনাচি পবিত্র স্থানের শেকলনুসারে দশ শেকল্
পরিমাণে ছিল, সর্ব্বশুদ্ধ এই সমস্ত ধূনাচির স্বর্ণ
এক শত বিংশতি শেকল্ পরিমাণে ছিল।
৮৭ এবং হোমার্থে সাকল্যে দ্বাদশ গোরু ও
দ্বাদশ মেষ ও একবর্ষীয় দ্বাদশ মেষবৎস, ও
পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থে দ্বাদশ ছাগ। ৮৮ এবং
মঙ্গলার্থক বলির নিমিত্তে সাকল্যে চব্বিশ গোরু
ও ষাইট মেষ ও ষাইট ছাগ এবং একবর্ষীয়
ষাইট মেষবৎস; এই সকল বেদির অভিষে-
কের পর তাহা পবিত্র করণার্থে দত্ত হইল।
৮৯ পরে মুসা যখন ঈশ্বরের সহিত কথা কহি-
তে মণ্ডলীর আবাসে প্রবেশ করিল, তখন
সাক্ষ্যসিন্দুকের উপরিস্থিত পাপাচ্ছাদনহইতে
অর্থাৎ দুই কিরূবের মধ্যহইতে আপনার সহিত
বাক্যবাদি (ঈশ্বরের) রব শুনিল; এই রূপে
তিনি তাহার সহিত কথা কহিলেন।

৮ অধ্যায়।

১ প্রদীপ জ্বালন, ৫ ও লেবীয়দিগকে পবিত্র করণ,
২৩ ও তাহাদের সেবাযোগ্য বয়সের নির্ণয়।

১ অনন্তর পরমেশ্বর মুসাকে কহিলেন, ২ তুমি
হারোণকে কহ ও তাহাকে এই কথা বল;
তুমি প্রদীপ জ্বালিবার সময়ে দীপবৃক্ষের
সম্মুখে সাত প্রদীপ জ্বালিবা। ৩ তাহাতে হা-
রোণ সেই রূপ করিল, অর্থাৎ মুসার প্রতি
পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে দীপবৃক্ষের সম্মুখে
সাত প্রদীপ জ্বালিল। ৪ ঐ দীপবৃক্ষ পিটান
স্বর্ণে নির্ম্মিত ছিল; পরমেশ্বর মুসাকে যেমন
আকার দেখাইয়াছিলেন, তদনুসারে কাণ্ড
অবধি পুষ্প পর্য্যন্ত দীপবৃক্ষ পিটান স্বর্ণেতে
নির্ম্মিত ছিল।
৫ পরে পরমেশ্বর মুসাকে কহিলেন, ৬ তুমি
ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যহইতে লেবিদিগকে
লইয়া এই রূপে শুচি কর। ৭ তাহাদিগকে
শুচি করণার্থে তাহাদের উপরে শুচিকারি জল
প্রক্ষেপ কর, ও তাহারা আপন২ তাবৎ গাত্র
ক্ষৌর করিয়া বস্ত্র ধৌত করিয়া আপনাদিগকে
শুচি করুক। ৮ পরে তাহারা এক গোবৎস ও
তৈলপক্ক সূক্ষ্ম সুজির ভক্ষ্য নৈবেদ্য আনিলে
তুমি পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থ আর এক গোবৎস
গ্রহণ কর। ৯ এবং লেবীয়দিগকে মণ্ডলীর আ-
বাসের সম্মুখে আন, ও ইস্রায়েল্ বংশের
তাবৎ মণ্ডলীকে একত্র কর। ১০ এবং লেবীয়-
দিগকে পরমেশ্বরের সম্মুখে আনিলে ইস্রায়েল্
বংশ তাহাদের গাত্রে হস্তার্পণ করুক। ১১ পরে
লেবীয় লোকেরা যেন পরমেশ্বরের সেবাকর্ম্ম
করে, এই জন্যে হারোণ পরমেশ্বরের সম্মুখে
ইস্রায়েল্ বংশের উত্তোলনীয় উপহাররূপে
লেবিদিগকে উৎসর্গ করিবে। ১২ পরে লেবী-
য়েরা ঐ দুই গোবৎসের মস্তকোপরি হস্তার্পণ
করিলে তুমি লেবীয়দের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত
করণার্থে পরমেশ্বরের উদ্দেশে এক গোবৎসকে
প্রায়শ্চিত্তবলিরূপে, এবং অন্যকে হোমার্থক
বলিরূপে উৎসর্গ করিবা। ১৩ এবং হারোণের
ও তাহার পুত্রগণের সম্মুখে লেবিদিগকে উপ-
স্থিত করিয়া পরমেশ্বরের উদ্দেশে তাহাদিগকে
উত্তোলন করিবা। ১৪ এই রূপে তুমি ইস্রায়েল্
বংশহইতে লেবিদিগকে পৃথক্ করিবা; তাহাতে
লেবীয়েরা আমার হইবে। ১৫ তাহার পরে
লেবীয়েরা সেবা করিতে মণ্ডলীর আবাসে
প্রবেশ করিবে; তুমি তাহাদিগকে শুচি করি-
য়া উত্তোলনীয় উপহাররূপে উৎসর্গ করিবা।
১৬ কেননা তাহারা ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যহই-
তে সর্ব্বতোভাবে আমার উদ্দেশে দত্ত; আমি
ইস্রায়েল্ বংশের তাবৎ প্রথমজাতের পরিবর্ত্তে
তাহাদিগকে গ্রহণ করিলাম। ১৭ কেননা মনুষ্য
হউক কিম্বা পশু হউক, ইস্রায়েল্ বংশের
তাবৎ প্রথমজাত আমার; যে দিবসে আমি

মিসরদেশের সমস্ত প্রথমজাতকে বিনষ্ট করি-
য়াছিলাম, সেই দিবসে আপনার নিমিত্তে
তাহাদিগকে পবিত্র করিয়াছিলাম। ১৮ অতএব
ইস্রায়েল্ বংশের সমস্ত প্রথমজাতেরই পরি-
বর্ত্তে লেবিদিগকে গ্রহণ করিলাম। ১৯ এবং
ইস্রায়েল্ বংশের পরিবর্ত্তে মণ্ডলীর আবাসে
সেবা করিতে ও ইস্রায়েল্ বংশের নিমিত্তে
প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যহইতে
লেবিদিগকে হারোণ ও তাহার পুত্রগণের প্রতি
দানরূপে দিলাম; তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশের
মধ্যে পবিত্র স্থানের নিকটবর্ত্তী হওন জন্য
মড়ক হইবে না। ২০ পরে মূসা ও হারোণ ও
ইস্রায়েল্ বংশের তাবৎ মণ্ডলী লেবিদের প্রতি
তদনুসারে করিল; পরমেশ্বর লেবিদের বিষয়ে
মূসাকে যে২ আদেশ করিয়াছিলেন, তদনু-
সারে ইস্রায়েল্ বংশেরা তাহাদের প্রতি করিল।
২১ ফলতঃ লেবীয় লোকেরা আপনাদিগকে পবিত্র
করিল, ও আপন২ বস্ত্র ধৌত করিল, এবং
হারোণ তাহাদিগকে পরমেশ্বরের উদ্দেশে উ-
ত্তোলনীয় উপহাররূপে উৎসর্গ করিল, ও তাহা-
দের শুচি করণার্থে প্রায়শ্চিত্ত করিল। ২২ তা-
হার পর লেবীয়েরা হারোণের ও তাহার
পুত্রগণের সম্মুখে আপন২ সেবাকার্য্যার্থে আ-
বাসে প্রবেশ করিতে লাগিল; লেবিদের বিষয়ে
পরমেশ্বর মূসাকে যে২ আজ্ঞা দিয়াছিলেন,
তদনুসারে তাহাদের প্রতি করা গেল।
২৩ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২৪ লে-
বিদের বিষয়ে এই ব্যবস্থা। পঁচিশ বৎসর বয়স্ক
অবধি লেবীয়েরা মণ্ডলীর তাম্বুতে কার্য্যকারি
লোকদের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইবে। ২৫ এবং
পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক হইলে পর কর্ম্মকারিদের
শ্রেণীহইতে বহির্গত হইবে, আর সেবা করিবে
না। ২৬ রক্ষণীয় রক্ষা করণে তাহারা মণ্ডলীর
তাম্বুতে আপন২ ভ্রাতাদের উপকার করিবে,
তদ্ভিন্ন আর কোন সেবা করিবে না; লেবি-
দের রক্ষণীয় বিষয়ে তাহাদের প্রতি তুমি এই
রূপ করিবা।

৯ অধ্যায়।

১ নিস্তারপর্ব্ব পালনের আজ্ঞা, ৬ ও কতক অশুচি লোকদের কথা, ৯ ও ঐ অশুচিদের নিস্তার-পর্ব্ব করণের আজ্ঞা, ১৫ ও আবাসের উপরিস্থ মেঘের স্থিতি ও যাত্রানুসারে লোকদের স্থিতি ও যাত্রা।

১ ইস্রায়েল্ বংশ মিসরদেশহইতে বহির্গমন করি-
লে পর দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম মাসে সীনয়্
প্রান্তরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২ ইস্রা-
য়েল্ বংশ নিরূপিত কালে নিস্তারপর্ব্ব পালন
করুক। ৩ তোমরা নিরূপিত সময়ে অর্থাৎ এই
মাসের চতুর্দ্দশ দিবসের সন্ধ্যাকালে তাহা পা-
লন করিবা, ও সমস্ত বিধি ও ব্যবস্থানুসারে
তাহা পালন করিবা। ৪ তখন মূসা নিস্তারপর্ব্ব
পালন করিতে ইস্রায়েল্ বংশকে আজ্ঞা করিল।
৫ তাহাতে তাহারা প্রথম মাসে চতুর্দ্দশ দি-
বসের সন্ধ্যাসময়ে সীনয়্ প্রান্তরে নিস্তারপর্ব্ব
পালন করিল; ইস্রায়েল্ বংশ মূসার প্রতি
পরমেশ্বরের সমস্ত আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিল।
৬ কিন্তু কতক লোক মনুষ্যের শবস্পর্শে অশুচি
প্রযুক্ত সেই দিবসে নিস্তারপর্ব্ব পালন করিতে
না পারাতে সেই দিনে মূসা ও হারোণের নি-
কটে গেল। ৭ তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আ-
মরা মনুষ্যশব স্পর্শ করিয়া অশুচি হইলাম,
ইহাতে ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে নিরূপিত কালে
পরমেশ্বরের উদ্দেশে উপহার নিবেদন করিতে
কি নিবারিত হইব? ৮ তাহাতে মূসা তাহাদিগ-
কে কহিল, তোমরা দাঁড়াও, তোমাদের বিষয়ে
পরমেশ্বর কি আজ্ঞা করেন, তাহা শুনি।
৯ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ১০ তুমি
ইস্রায়েল্ বংশকে কহ, তোমাদের মধ্যে কিম্বা
তোমাদের ভাবিসন্তানদের মধ্যে যদ্যপি কেহ
শব স্পর্শ করিয়া অশুচি হয়, কিম্বা দূরদেশীয়
পথিক হয়, তথাপি সে পরমেশ্বরের নিস্তার-
পর্ব্ব পালন করিবে। ১১ ফলতঃ দ্বিতীয় মাসে
চতুর্দ্দশ দিবসের সন্ধ্যাকালে তাহারা তাহা পা-
লন করিবে; এবং তাড়ীশূন্য রুটী ও তিক্ত
শাকের সহিত মেষশাবককে ভক্ষণ করিবে।
১২ কিন্তু প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাহার কিছুই অব-
শিষ্ট রাখিবে না, ও তাহার কোন অস্থি
ভাঙ্গিবে না; তাহারা নিস্তারপর্ব্বের সমস্ত বিধ্য-
নুসারে তাহা পালন করিবে। ১৩ কিন্তু যে কেহ
শুচি থাকে ও পথিক নয়, সে যদি নিস্তারপর্ব্ব
পালন করিতে ত্রুটি করে, তবে সে প্রাণী
আপন লোকদের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে; সে
নিরূপিত কালে পরমেশ্বরের উদ্দেশে উপহার
না আনাতে আপনার পাপ আপনি ভোগ
করিবে। ১৪ আর যদি তোমাদের মধ্যে প্রবাস-
কারি কোন বিদেশীয় লোক নিস্তারপর্ব্বের বি-
ধিমতে ও রীত্যনুসারে পরমেশ্বরের উদ্দেশে
নিস্তারপর্ব্ব পালন করিতে চাহে, তবে সেও
তাহা পালন করিবে; স্বদেশজাত কি বিদেশজাত
উভয়েরই জন্যে এক বিধি হইবে।
১৫ অপর যে দিবসে আবাস স্থাপিত হইল,
সেই দিবসে মেঘ ঐ আবাসকে অর্থাৎ সাক্ষ্য-
রূপ তাম্বুকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল; এবং
সন্ধ্যাকাল অবধি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ঐ আবা-
সের উপরে অগ্নিবৎ আকার প্রকাশ পাইল।

১৬ এই রূপ নিত্য২ হওয়াতে দিবসে মেঘ ও
রাত্রিতে অগ্নিবৎ আকার আবাসকে আচ্ছন্ন
করিত। ১৭ পরে আবাসের উপরহইতে ঐ মেঘ
উর্দ্ধে নীত হইলে ইস্রায়েল্ বংশ যাত্রা করিত,
এবং ঐ মেঘ যে স্থানে অবস্থিতি করিত, ইস্রায়েল্
বংশ সেই স্থানে শিবির স্থাপন করিত। ১৮ পর-
মেশ্বরের আজ্ঞানুসারেই ইস্রায়েল্ বংশ যাত্রা
করিত, ও পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারেই শিবির
স্থাপন করিত; এবং ঐ মেঘ যাবৎ আবা-
সের উপরে অবস্থিতি করিত, তাবৎ তাহারা
শিবিরে বাস করিত। ১৯ এবং ঐ মেঘ যখন
আবাসের উপরে বহুদিন বিলম্ব করিত, তখন
তাহারা যাত্রা না করিয়া পরমেশ্বরের রক্ষণীয়
রক্ষা করিত। ২০ এবং ঐ মেঘ যখন আবা-
সের উপরে অল্প দিবস থাকিত, তখনও তদ্রূপ
করিত; পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারেই তাহারা
শিবিরে বাস করিত, ও পরমেশ্বরের আজ্ঞা-
নুসারেই যাত্রা করিত। ২১ এবং মেঘ সন্ধ্যা-
কাল অবধি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত থাকিয়া প্রাতঃ-
কালে উর্দ্ধে নীত হইলে তাহারা যাত্রা করিত;
দিবসে কিম্বা রাত্রিতে হউক, মেঘ উত্থাপিত
হইলেই তাহারা যাত্রা করিত। ২২ দুই দিবস
কিম্বা এক মাস কিম্বা সম্বৎসর হউক, আ-
বাসের উপর মেঘ যত দিন অবস্থিতি করিত,
ইস্রায়েল্ বংশও তত দিন যাত্রা না করিয়া
শিবিরে বাস করিত, কিন্তু তাহা উত্থাপিত হইলেই
তাহারা প্রস্থান করিত। ২৩ পরমেশ্বরের আ-
জ্ঞানুসারেই তাহারা শিবিরে বাস করিত, ও
পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারেই যাত্রা করিত। এই
রূপে তাহারা মুসার দ্বারা পরমেশ্বরের আজ্ঞা-
নুসারে পরমেশ্বরের রক্ষণীয় রক্ষা করিত।

১০ অধ্যায়।

১ রৌপ্যময় তূরীর কথা, ১১ ও সীনয় প্রান্তর অবধি পারণ প্রান্তর পর্য্যন্ত যাত্রা, ১৪ ও যাত্রার অনুক্রম, ২৯ ও হোববের প্রতি মুসার নিবেদন, ৩৩ ও সাক্ষ্যসিন্দুক লইয়া যাওন ও স্থাপন সময়ে মুসার আশীর্ব্বাদকথা।

১ পরে পরমেশ্বর মুসাকে কহিলেন, ২ তুমি দুই
রৌপ্যময় তূরী নির্ম্মাণ কর, পিটান রূপাতে
তাহা নির্ম্মাণ কর; তদ্দ্বারা মণ্ডলীর সমাগম ও
শিবিরস্থ সকলের প্রস্থানার্থ আজ্ঞা প্রচার করা-
ইবা। ৩ সেই দুই তূরী বাজিলে সমস্ত মণ্ডলী
মণ্ডলীর আবাসদ্বার সমীপে তোমার নিকটে
উপস্থিত হইবে। ৪ কিন্তু একটা তূরী বাজিলে,
অধ্যক্ষগণ অর্থাৎ ইস্রায়েল্ বংশের সহস্রাধি-
পতি লোকেরা তোমার নিকটে উপস্থিত হইবে।
৫ এবং রণবাদ্য বাজিলে পূর্ব্বদিক্স্থিত শিবি-
রের লোকেরা প্রস্থান করিবে। ৬ ও দ্বিতীয়
বার রণবাদ্য বাজিলে দক্ষিণ দিক্স্থিত শিবি-
রের লোকেরা যাত্রা করিবে; এই ক্রমে তাহাদের
প্রস্থানার্থে রণবাদ্য বাজাইতে হইবে। ৭ কিন্তু
মণ্ডলীর সমাগমার্থে যখন তূরীধ্বনি করিবা,
তখন রণবাদ্য করিবা না। ৮ হারোণ যাজকের
পুত্রগণ এই দুই তূরী বাজাইবে, এবং এই
বিধি তোমাদের পুরুষানুক্রমে নিত্য থাকিবে।
৯ আর যে সময়ে তোমরা আপন দেশে ক্লেশ-
দায়ি শত্রুগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাইবা,
তৎকালে এই তূরীতে রণবাদ্য বাজাইবা; তা-
হাতে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে
স্মরণ করিবেন, এবং তোমরা শত্রুগণহইতে রক্ষা
পাইবা। ১০ এবং আনন্দদিনে ও পর্ব্বদিনে ও
মাসারম্ভে তোমাদের হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি
দান করণ সময়ে তোমরা এই তূরী বাজাইবা,
তাহাতে তোমাদের ঈশ্বর তোমাদিগকে স্মরণ
করিবেন; আমিই তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর।
১১ অপর দ্বিতীয় বৎসরের দ্বিতীয় মাসের
বিংশতি দিবসে সেই মেঘ সাক্ষ্যের আবাসের
উপরহইতে নীত হইলে, ১২ ইস্রায়েল্ বংশ
প্রস্থানের নিয়মানুসারে সীনয় প্রান্তরহইতে
প্রস্থান করিল, পরে সেই মেঘ পারণ প্রান্তরে
অবস্থিতি করিল। ১৩ মুসাদ্বারা পরমেশ্বরের
আজ্ঞানুসারে তাহাদের এই প্রথম যাত্রা।
১৪ প্রথমে আপন২ সৈন্যগণের সহিত যি-
হূদা বংশের শিবিরের ধ্বজা চলিল; এবং
অম্মীনাদবের পুত্র নহশোন্ তাহাদের সেনাপতি
ছিল। ১৫ এবং সূয়ারের পুত্র নিথনেল্ ইষা-
খর বংশের সেনাপতি ছিল। ১৬ এবং হে-
লোনের পুত্র ইলীয়াব্ সিবূলূন্ বংশের সে-
নাপতি ছিল। ১৭ পরে আবাস নামাইলে
গের্শোন্ বংশ ও মিরারি বংশ ঐ আবাস
বহন করিয়া অগ্রসর হইল।
১৮ তাহার পশ্চাতে আপন২ সৈন্যগণের
সহিত রূবেন্ বংশের শিবিরের ধ্বজা চলিল;
এবং শিদেয়ূরের পুত্র ইলীষূর তাহাদের সে-
নাপতি ছিল। ১৯ এবং সূরীশদ্দয়ের পুত্র শি-
লুমীয়েল্ শিমিয়োন বংশের সেনাপতি ছিল।
২০ এবং দূয়েলের পুত্র ইলীয়াসফ্ গাদ
বংশের সেনাপতি ছিল। ২১ পরে কিহাতীয় বংশ
পবিত্র তাম্বু বহন করিয়া অগ্রসর হইল, ও তা-
হাদের গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হওনের পূর্ব্বে
আবাস স্থাপিত হইল।
২২ পরে আপন২ সৈন্যের সহিত ইফ্রয়িম্
বংশের শিবিরের ধ্বজা চলিল; এবং অম্মী-
হূদের পুত্র ইলীশামা তাহাদের সেনাপতি ছিল।
২৩ এবং পিদাহসূরের পুত্র গমিলীয়েল্ মিনশি

বংশের সেনাপতি ছিল। ২৪ এবং গিদিয়ো-
নির পুত্র অবীদান্ বিন্যামীন্ বংশের সেনা-
পতি ছিল।
২৫ পরে সকল শিবিরস্থ লোকের পশ্চাতে
আপন২ সৈন্যের সহিত দান্ বংশের শিবি-
রের ধ্বজা চলিল; এবং অম্মীশদ্দয়ের পুত্র
অহীয়েষর তাহাদের সেনাপতি ছিল। ২৬ এবং
অক্রণের পুত্র পগীয়েল্ আশের বংশের সে-
নাপতি ছিল। ২৭ এবং ঐননের পুত্র অহীর
নপ্তালি বংশের সেনাপতি ছিল। ২৮ অগ্রসরণ
সময়ে ইস্রায়েল্ বংশীয় সৈন্যগণের এই যে
নিয়ম ছিল, তদনুসারে তাহারা প্রস্থান করিত।
২৯ পরে মূসা আপন শ্বশুর রূয়েলের পুত্র
মিদিয়ন্ দেশীয় হোববকে কহিল, পরমেশ্বর
আমাদিগকে যে স্থান দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,
আমরা সেই স্থানে যাত্রা করিতেছি; তুমিও
আমাদের সহিত আইস, তাহাতে আমরা তো-
মার মঙ্গল করিব, কেননা পরমেশ্বর ইস্রায়েল্
বংশের প্রতি মঙ্গল প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ৩০ তা-
হাতে সে উত্তর করিল, যাইব না, আমি আপন
দেশে ও আপন জ্ঞাতিদের নিকটে যাইব। ৩১ মূসা
কহিল, বিনয় করি, তুমি আমাদিগকে ত্যাগ
করিও না, কেননা প্রান্তরের মধ্যে কি প্রকা-
রে আমাদের শিবির স্থাপন করিতে হইবে,
তাহা তুমি জান; তাহাতে তুমি আমাদের চক্ষুঃ-
স্বরূপ হইতে পারিবা। ৩২ তুমি যদি আমাদের
সঙ্গে যাও, তবে পরমেশ্বর আমাদিগকে যে
মঙ্গল ভোগ করাইবেন, আমরা তোমাকেও সেই
মঙ্গল ভোগ করাইব।
৩৩ পরে তাহারা পরমেশ্বরের পর্ব্বতহইতে
তিন দিনের পথ গমন করিল, এবং পরমে-
শ্বরের সাক্ষ্যসিন্দুক তাহাদের বিশ্রামস্থান
অন্বেষণ করিতে২ তিন দিনের পথ তাহাদের
অগ্রগামী হইল। ৩৪ এবং শিবিরহইতে স্থানা-
ন্তরে গমন সময়ে পরমেশ্বরের মেঘ দিবসে
তাহাদের উপরে থাকিত। ৩৫ এবং সিন্দুকের
অগ্রসর হওন সময়ে মূসা কহিত, হে পরমে-
শ্বর, উঠ, তোমার শত্রুগণ ছিন্নভিন্ন হউক, ও
তোমার ঘৃণাকারিগণ তোমার সম্মুখহইতে পলা-
য়ন করুক। ৩৬ এবং বিশ্রামকালে সে কহিত,
হে পরমেশ্বর, তুমি ইস্রায়েল্ বংশের সহস্র
সহস্রের প্রতি ফিরিয়া আইস।

১১ অধ্যায়।

১ তবিয়েরা স্থানে মূসার প্রার্থনাদ্বারা অগ্নি নির্ব্বাণ
হওন, ৪ ও মান্না ঘৃণাকারি লোকদের মাংস প্রা-
র্থনা, ১০ ও মূসার আপন পদের ভার অসহ্য
হওন, ১৬ ও সত্তরি প্রাচীন লোককে ভারের
অংশ দিতে আজ্ঞা, ২১ ও মূসার প্রত্যয়ের পরীক্ষা,
২৪ ও সত্তরি প্রাচীন লোককে মূসার আত্মার
অংশ দেওন, ৩১ ও লোকদিগকে ভাটুই পক্ষী
দেওন ও ঈশ্বরের ক্রোধ প্রকাশিত হওন।

১ পরে লোকেরা পরমেশ্বরের কর্ণগোচরে মন্দ
বচসা করিলে পরমেশ্বর তাহা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হই-
লেন, তাহাতে তাহাদের মধ্যে পরমেশ্বরের
অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া শিবিরের প্রান্তভাগ দগ্ধ
করিতে লাগিল। ২ অতএব লোকেরা মূসার নি-
কটে কাকুতি করিল; তাহাতে মূসা পরমেশ্ব-
রের নিকটে প্রার্থনা করিলে সেই অগ্নি নির্ব্বাণ
হইল। ৩ তখন মূসা সেই স্থানের নাম তবি-
য়েরা (দাহ) রাখিল, কেননা পরমেশ্বরের অগ্নি
তাহাদের মধ্যে দাহ করিয়াছিল।
৪ অনন্তর তাহাদের মধ্যবর্ত্তি অপর লো-
কেরা লোভাক্রান্ত হইতে লাগিল, এবং ইস্রা-
য়েল্ বংশও পুনর্ব্বার ক্রন্দন করিয়া কহিল,
আমাদিগকে মাংস ভক্ষণ করিতে কে দিবে?
৫ আমরা মিসর্দেশে বিনামূল্যে প্রাপ্য যে২
মৎস্য ও শসা ও খরবুজ ও পরু ও পলাণ্ডু
ও লশুন ভোজন করিতাম, তাহা মনে পড়ে।
৬ এখন আমাদের প্রাণ শুষ্ক হইল; আমা-
দের সম্মুখে এই মান্না ব্যতিরেকে আর কিছুই
নাই। ৭ ঐ মান্নার ধন্যার ন্যায় আকৃতি ও
গুগ্গুলুর ন্যায় বর্ণ ছিল। ৮ লোকেরা ভ্রমণ
করিয়া তাহা কুড়াইত, এবং যাঁতাতে পেষণ
কিম্বা গড়েতে চূর্ণ করণ পূর্ব্বক বস্তুগুণাতে সিদ্ধ
করিয়া তদ্দ্বারা পিষ্টক প্রস্তুত করিত; তৈলপক্ব
পিষ্টকের ন্যায় তাহার আস্বাদ ছিল। ৯ রা-
ত্রিতে শিবিরের উপরে শিশির পড়িলে ঐ
মান্না তাহার উপরে পড়িয়া থাকিত।
১০ পরে মূসা লোকদের রোদন অর্থাৎ বং-
শানুসারে আপন২ তাম্বুদ্বারের নিকটে প্রত্যে-
কের রোদন শুনিলে পরমেশ্বরের ক্রোধ অতিশয়
প্রজ্বলিত হইল; মূসাও অসন্তুষ্ট হইল। ১১ তা-
হাতে মূসা পরমেশ্বরকে কহিল, তুমি কি নিমিত্তে
আপন দাসকে এত ক্লেশ দিতেছ? ও কি নি-
মিত্তে আমি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাই
নাই, যে তুমি এই সকল লোকের ভার আমার
উপরে দিতেছ? ১২ আমি কি ইহাদিগকে গর্ব্ভে
ধারণ করিয়াছি? বা আমি কি ইহাদের জন্ম
দিয়াছি? তন্নিমিত্তে যে দেশের বিষয়ে তুমি
ইহাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছিলা,
সেই দেশ পর্য্যন্ত আমাকে কি দুগ্ধপোষ্য শিশু
বহনকারি পালকের ন্যায় ইহাদিগকে বক্ষঃস্থলে
বহন করিতে আজ্ঞা দিতেছ? ১৩ এই সমস্ত লো-
ককে দিবার জন্যে আমি কোথায় মাংস পা-
ইব? কেননা ইহারা সকলে আমার কাছে
রোদন করিয়া এই কথা কহে, আমাদিগকে মাংস

দেও, আমরা মাংস খাইব। ১৪ এতো লো-
কের ভার সহ্য করা একা আমার অসাধ্য;
তাহা আমার শক্তির অতিরিক্ত। ১৫ তুমি যদি
আমার প্রতি এমত ব্যবহার করিতে চাহ, তবে
বরং অনুগ্রহ করিয়া একেবারে আমাকে বধ
কর; তাহা করিলে আপন দুর্গতি দেখিব না।
১৬ তখন পরমেশ্বর মুসাকে কহিলেন, তুমি
যাহাদিগকে লোকদের প্রাচীন ও অধ্যক্ষরূপে
জান, ইস্রায়েল্ বংশের এমত সত্তরি জন প্রা-
চীন লোককে সংগ্রহ করিয়া মণ্ডলীর আবাস-
দ্বারের নিকটে আন; তাহারা তোমার সহিত
সেই স্থানে দাঁড়াইবে। ১৭ তাহাতে আমি সেই
স্থানে উত্তীর্ণ হইয়া তোমার সহিত কথা কহিব,
এবং তোমাতে যে আত্মা অবস্থিতি করেন, তাঁ-
হার কিছু লইয়া তাহাদিগেতে অবস্থিতি করা-
ইব; তাহাতে তুমি যেন একাকী লোকদের
ভার বহন না কর, এই জন্যে তাহারা তোমার
সহিত লোকদের ভার বহিবে। ১৮ এবং তুমি
লোকদিগকে কহ, তোমরা পরদিনের জন্যে
আপনাদিগকে পবিত্র কর, তাহাতে মাংস
ভক্ষণ করিতে পাইবা; কেননা 'আমাদিগকে
মাংস ভক্ষণ করিতে কে দিবে? মিসর্দেশে
আমাদের মঙ্গল ছিল,' ইহা বলিয়া তোমরা
যে রোদন করিয়াছ, তাহা পরমেশ্বরের কর্ণ-
গোচর হইল; অতএব পরমেশ্বর তোমাদিগকে
মাংস দিবেন, তোমরা তাহা খাইবা। ১৯ কেবল
এক দিন কি দুই দিন কি পাঁচ দিন কি দশ
দিন কি বিংশতি দিন তাহা খাইবা, এমত
নয়; ২০ কিন্তু সম্পূর্ণ এক মাস পর্য্যন্ত, বরং
যাবৎ তাহা তোমাদের মুখহইতে নির্গত না হয়
ও তোমাদের ঘৃণিত না হয়, তাবৎ তাহা খা-
ইবা; কেননা তোমরা আপনাদের মধ্যবর্ত্তি
পরমেশ্বরকে তুচ্ছ করিয়া তাঁহার সম্মুখে রোদন
করিয়া এই কথা কহিলা, আমরা কেন মিসর্-
দেশহইতে বাহির হইয়া আইলাম?
২১ তখন মুসা কহিল, আমি যে লোকদের
মধ্যে আছি, তাহারা ছয় লক্ষ পদাতিক; তথাপি
তুমি কহিতেছ, আমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণ এক
মাস খাইবার মাংস দিব। ২২ তাহাদের জন্যে
কত মেষ ও গোরু বধ করিলে তাহাদের কুলা-
ইতে পারে? কিম্বা সমুদ্রের তাবৎ মৎস্য সং-
গ্রহ করিলে কি তাহাদের কুলাইবে? ২৩ তা-
হাতে পরমেশ্বর মুসাকে কহিলেন, পরমেশ্বরের
হস্ত কি সঙ্কুচিত হইয়াছে? তোমার কাছে আ-
মার কথা ফলে কি না, তাহা এখন দেখিবা।
২৪ তখন মুসা বাহিরে যাইয়া পরমেশ্বরের
কথা লোকদিগকে কহিল; এবং লোকদের
ঐ সত্তরি প্রাচীন জনকে একত্র করিয়া আবা-
সের চতুঃপার্শ্বে উপস্থিত করিল। ২৫ তাহাতে
পরমেশ্বর মেঘরথে নামিয়া তাহার সহিত কথা
কহিলেন, এবং যে আত্মা মুসাতে অবস্থিতি
করিতেন, তাঁহার কিঞ্চিৎ লইয়া সেই সত্তরি
প্রাচীন লোকদিগেতে অবস্থিতি করাইলেন;
তাহাতে আত্মা তাহাদিগেতে অবস্থিতি করিলে
তাহারা ঈশ্বরাদিষ্ট বাক্য কহিতে লাগিল, নিবৃত্ত
হইল না। ২৬ অধিকন্তু শিবিরমধ্যে অবশিষ্ট
ইল্দদ্ ও মেদদ্ নামক দুই জনেতেও আত্মার
অবস্থিতি হইল; তাহারা লিখিত লোকদের
মধ্যে গণিত ছিল বটে, কিন্তু বাহিরে আবাসের
নিকটে যায় নাই; তাহারা শিবিরমধ্যে ঈশ্বরা-
দিষ্ট বাক্য কহিতে লাগিল। ২৭ তাহাতে এক
যুবা দৌড়িয়া মুসাকে কহিল, ইল্দদ্ ও মেদদ্
শিবিরে ঈশ্বরাদিষ্ট বাক্য কহিতেছে। ২৮ তখন
নূনের পুত্র যিহোশূয় নামে যুবকালাবধি মুসার
এক সেবক মুসাকে কহিল, হে আমার প্রভো
মুসা, তাহাদিগকে নিষেধ করুন। ২৯ মুসা কহিল,
তুমি কি আমার অনুরোধে ঈর্ষ্যা করিতেছ?
পরমেশ্বরের তাবৎ লোক ঈশ্বরীয় বাক্যবাদী
হউক, ও পরমেশ্বর তাহাদিগেতে আপন আত্মা
অবস্থিতি করাউন। ৩০ পরে মুসা ও ইস্রায়েলের
প্রাচীনগণ শিবিরে প্রবেশ করিল।
৩১ অপর পরমেশ্বরের নিকটহইতে বায়ু নির্গত
হইয়া সমুদ্রহইতে এতো ভাঁটুই পক্ষী আনিয়া
শিবিরের নিকটে ফেলিল, যে শিবিরের চতুর্দ্দিগে
এ পার্শ্বে ও পার্শ্বে এক দিবসের পথ পর্য্যন্ত
তাহা ভূমির উপরে দুই হস্ত ঊর্দ্ধ হইয়া থা-
কিল। ৩২ তাহাতে লোকেরা সেই সমস্ত দিবা-
রাত্রি ও পরদিন সমস্ত দিবস দাঁড়াইয়া ঐ
পক্ষিগণকে সংগ্রহ করিল; তাহাদের মধ্যে কেহ
দশ হোমরের ন্যূন সংগ্রহ করিল না; পরে
আপনাদের নিমিত্তে শিবিরের চারি দিগে ছড়া-
ইয়া রাখিল। ৩৩ কিন্তু মাংস তাহাদের দন্তের
মধ্যে থাকিলে কাটিবার পূর্ব্বেই লোকদের প্রতি
পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল; তাহাতে
পরমেশ্বর লোকদিগকে অত্যন্ত মহামারীর দ্বারা
বধ করিলেন। ৩৪ এবং মুসা সেই স্থানের নাম
কিব্রোৎ-হত্তাবা (লোভিদের কবর) রাখিল,
কেননা সেই স্থানে তাহারা লোভিদিগকে কবর
দিল। ৩৫ পরে লোকেরা কিব্রোৎ-হত্তাবাহইতে
হৎসেরোতে যাত্রা করিয়া সেই স্থানে অবস্থিতি
করিল।

১২ অধ্যায়।

১ মুসার বিরুদ্ধে হারোণ ও মরিয়মের বিপরীত কথা,
১০ ও মরিয়মের কুষ্ঠ হওন ও তাহার জন্যে মুসার
প্রার্থনা, ১৪ ও মরিয়মকে শিবিরহইতে বাহির
করণ ও সাত দিনের পরে পুনর্ব্বার গ্রহণ করণ।

১ মূসা যে স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিল, সে কূশ্-
দেশীয়া ছিল, অতএব তাহার সেই কূশীয়া স্ত্রীর
নিমিত্তে মরিয়ম্ ও হারোণ মূসার বিপরীতে কথা
কহিতে লাগিল। ২ তাহারা কহিল, পরমেশ্বর
কি কেবল মূসাদ্বারা কথা কহেন? আমাদের
দ্বারাও কি কহেন না? কিন্তু এ কথা পরমেশ্বর
শুনিলেন। ৩ ভূমণ্ডলস্থ মনুষ্যদের মধ্যে মূসা
সর্ব্বাপেক্ষা নম্র ছিল।
৪ পরে পরমেশ্বর অকস্মাৎ মূসাকে ও হারো-
ণকে ও মরিয়মকে কহিলেন, তোমরা তিন জন
বাহির হইয়া মণ্ডলীর আবাসদ্বারের নিকটে আ-
ইস; তাহাতে তাহারা তিন জন বাহির হইল।
৫ তখন পরমেশ্বর মেঘস্তম্ভে নামিয়া আবাস-
দ্বারে দাঁড়াইয়া হারোণকে ও মরিয়মকে ডা-
কিলেন; তাহাতে তাহারা উভয়ে বাহির হইলে
৬ তিনি কহিলেন, তোমরা আমার কথা শুন;
তোমাদের মধ্যে যদি কেহ ভবিষ্যদ্বক্তা হয়,
তবে আমিই পরমেশ্বর তাহার নিকটে কোন
দর্শনদ্বারা আপনাকে প্রকাশ করি, কিম্বা স্বপ্নেতে
তাহার সহিত কথা কহি। ৭ আমার সেবক মূসা
সে রূপ নয়, সে আমার সমস্ত বাটীর মধ্যে
বিশ্বাসের পাত্র। ৮ তাহার সহিত আমি গুপ্ত
রূপে নয়, কিন্তু মুখামুখি হইয়া ব্যক্তরূপে কথা
কহি, ও সে পরমেশ্বরের মূর্ত্তি দর্শন করে; অত-
এব আমার দাস মূসার প্রতিকূলে কথা কহিতে
তোমরা কেন ভীত হইলা না? ৯ এই রূপে
তাহাদের প্রতি পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত
হইল; পরে তিনি প্রস্থান করিলেন।
১০ পরে আবাসের উপরহইতে মেঘ প্রস্থান
করিলে মরিয়মের বরফের ন্যায় কুষ্ঠ হইল;
তাহাতে হারোণ মরিয়মের প্রতি অবলোকন
করিয়া তাহাকে কুষ্ঠগ্রস্তা দেখিল। ১১ এবং হা-
রোণ মূসাকে কহিল, হায় ২, হে আমার প্রভো,
এ বিষয়ে আমরা উন্মত্তের কর্ম্ম করিয়া যে
পাপ করিলাম, বিনয় করি, সেই পাপের ফল
আমাদিগকে দিও না। ১২ মাতৃগর্ব্ভহইতে নিঃ-
সরণ কালে যাহার মাংস অর্দ্ধনষ্ট, এমত শবের
ন্যায় ইহাকে করিও না। ১৩ তাহাতে মূসা পর-
মেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিয়া কহিল, হে ঈশ্বর,
বিনয় করি, ইহাকে সুস্থা কর।
১৪ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, যদি
ইহার পিতা ইহার মুখে থুথু দিত, তবে এ কি
সাত দিবস লজ্জা পাইত না? সেই রূপে সাত
দিবস পর্য্যন্ত এ শিবিরের বাহিরে রুদ্ধা হউক;
পরে পুনর্ব্বার গ্রাহ্যা হইবে। ১৫ তাহাতে মরি-
য়ম সাত দিবস শিবিরের বাহিরে রুদ্ধা হইল,
এবং যাবৎ মরিয়ম্ ভিতরে আনীত না হইল,
তাবৎ লোকেরা যাত্রা করিল না। ১৬ পরে লো-
কেরা হৎসেরোৎহইতে প্রস্থান করিয়া পারণ
প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিল।

১৩ অধ্যায়।

১ দেশ অনুসন্ধান করিতে প্রেরিত লোকদের নাম, ১৭
ও তাহাদের প্রতি মূসার আজ্ঞা, ২১ ও তাহাদের
যাত্রার বিবরণ, ২৬ ও তাহাদের পুনর্ব্বার আগমন
ও সংবাদ দেওন।

১ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২ আমি
ইস্রায়েল্ বংশকে যে কিনান্দেশ দিব, তুমি
গোপনে তাহা দেখিতে লোকদিগকে প্রেরণ
কর, ফলতঃ তাহাদের প্রত্যেক পিতৃবংশের
মধ্যে যে২ লোক প্রধান, তাহাদিগকে প্রেরণ
কর। ৩ তাহাতে যে২ লোক ইস্রায়েল্ বংশের
অধ্যক্ষ ছিল, তাহাদিগকে মূসা পরমেশ্বরের আ-
জ্ঞানুসারে পারণ প্রান্তরহইতে প্রেরণ করিল।
৪ তাহাদের প্রত্যেকের নাম; রূবেণ বংশজাত
সক্কূরের পুত্র শম্মূয়, ৫ ও শিমিয়োন্ বংশ-
জাত হোরির পুত্র শাফট্, ৬ ও যিহূদা বং-
শজাত যিফুন্নির পুত্র কালেব্, ৭ ও ইষাখর্
বংশজাত যূষফের পুত্র যিগাল্, ৮ ও ইফ্রয়িম্
বংশজাত নূনের পুত্র হোশেয়, ৯ ও বিন্যামীন্
বংশজাত রাফূর পুত্র পল্‌টি। ১০ এবং সিবূ-
লূন্ বংশজাত সোদির পুত্র গদ্দীয়েল্, ১১ ও
যূষফ্ বংশজাত অর্থাৎ মিনশি বংশজাত সূষির
পুত্র গদ্দি, ১২ ও দান্ বংশজাত গিমল্লির পুত্র
অম্মীয়েল্, ১৩ ও আশের্ বংশজাত মীখায়ে-
লের পুত্র সিথুর, ১৪ ও নপ্তালি বংশজাত
বপ্সির পুত্র নহবি, ১৫ ও গাদ্ বংশজাত মা-
খির পুত্র গূয়েল্। ১৬ এই সকল নামবিশিষ্ট
লোকদিগকে মূসা গোপনে দেশ দেখিতে প্রে-
রণ করিল; এবং নূনের পুত্র হোশেয়ের নাম
যিহোশূয় রাখিল।
১৭ পরে মূসা কিনান্দেশ নিরীক্ষণ করিতে
প্রেরণ সময়ে তাহাদিগকে কহিল, তোমরা এই
দক্ষিণ প্রদেশে গিয়া পর্ব্বত আরোহণ কর।
১৮ এবং সে দেশ কেমন, ও তাহাতে বাসকারি
লোকেরা বলবান কি দুর্ব্বল, ও অল্প কি অনেক;
১৯ এবং তাহারা যে দেশে বাস করে তাহা
কেমন, ভাল কি মন্দ; ও যে২ নগরে বাস
করে, তাহা কি প্রকার; তাহারা তাম্বুতে কি গড়েতে
কিসে বাস করে; ২০ ও তাহাদের ভূমি কি
প্রকার, উর্ব্বরা কি মরু; তাহার মধ্যে বৃক্ষ
আছে কি না, তাহা দেখ; এবং তোমরা সা-
হসী হইয়া সেই দেশের কোন২ ফল সঙ্গে করিয়া
আন। তখন প্রথম দ্রাক্ষাফলের সময় ছিল।
২১ তাহাতে তাহারা যাত্রা করিয়া সীন্ প্রান্ত-
রাবধি হমাতে প্রবেশস্থানস্থিত রিহোব্ পর্য্যন্ত

সমস্ত দেশ গোপনে দেখিল। ২২ বিশেষতঃ
দক্ষিণ প্রদেশে যাইয়া হিব্রোণে উপস্থিত হইল;
সেই স্থানে অহীমান্ ও শেশয় ও তল্ময়, অনা-
কের এই তিন সন্তান ছিল; মিসরস্থ সোয়নের
পত্তনের সাত বৎসর পূর্ব্বে হিব্রোণের পত্তন
হইয়াছিল। ২৩ এবং ইষ্কোল্ উপত্যকাতে
উপস্থিত হইয়া সে স্থানে এক থলুয়া ফলযুক্ত দ্রা-
ক্ষালতার এক শাখা কাটিয়া তাহা সাইঙ্গদ্বারা দুই
জন বহিল, এবং তাহারা কতক দাড়িম ও ডুম্বুর-
ফলও সঙ্গে লইল। ২৪ ইস্রায়েল্ বংশীয় লো-
কেরা ঐ স্থানে সেই দ্রাক্ষার থলুয়া কাটিয়াছিল,
এই জন্যে সেই উপত্যকা ইষ্কোল্ (থলুয়া)
নামে প্রসিদ্ধ হইল। ২৫ চল্লিশ দিবসানন্তর তা-
হারা দেশ নিরীক্ষণহইতে ফিরিয়া আইল।

২৬ পরে তাহারা আসিয়া পারণ্ প্রান্তরস্থ
কাদেশ্ নামক স্থানে মুসার ও হারোণের ও
ইস্রায়েলের সমস্ত মণ্ডলীর নিকটে উপস্থিত হইয়া
তাহাদিগকে ও সমস্ত মণ্ডলীকে সংবাদ দিল,
এবং সেই দেশের ফল তাহাদিগকে দেখাইল।
২৭ এবং সেই দেশের বর্ণনা করিয়া কহিল,
তুমি আমাদিগকে যে দেশে প্রেরণ করিয়াছিলা,
আমরা তথায় গিয়াছিলাম; সে দেশ দুগ্ধমধু-
প্রবাহী বটে; এই দেখ তাহার ফল। ২৮ কিন্তু
সে দেশনিবাসি লোকেরা বলবান্, ও তথাকার
নগর প্রাচীরবেষ্টিত ও অতিবৃহৎ; এবং সে স্থানে
আমরা অনাকের সন্তানগণকেও দেখিয়াছি।
২৯ দক্ষিণদেশে অমালেকীয় লোকেরা বাস করে;
এবং পর্ব্বতে হিত্তীয় ও যিবূষীয় ও ইমোরীয়
লোকেরা বাস করে; এবং সমুদ্রের নিকটে ও
যর্দ্দন্ নদীর তীরে কিনানীয় লোকেরা বাস
করে। ৩০ পরে কালেব্ মুসার পক্ষে লোক-
দিগকে ক্ষান্ত করণার্থে কহিল, আইস আ-
মরা একেবারে উঠিয়া তাহা অধিকার করি;
তাহা পরাস্ত করিতে আমাদের যথেষ্ট শক্তি
আছে। ৩১ কিন্তু যে২ লোকেরা তাহার সহিত
গিয়াছিল, তাহারা কহিল, আমরা সেই লোক-
দের বিরুদ্ধে যাইতে পারি না, কেননা আমাদের
অপেক্ষা তাহারা বলবান্। ৩২ এই রূপে তাহা-
রা যে দেশ দেখিতে গিয়াছিল, ইস্রায়েল্
বংশের সাক্ষাতে সেই দেশের অখ্যাতি
করিয়া কহিল, আমরা যে দেশ দেখিতে গি-
য়াছিলাম, সে দেশ আপন নিবাসিদিগকে গ্রাস
করে; এবং তাহার মধ্যে আমরা যত লোককে
দেখিয়াছি, তাহারা সকলে অতি বৃহৎকায়।
৩৩ বিশেষতঃ তথাকার বীরজাত অনাকের সন্তান
বীরদিগকে দেখিয়া আমরা আপনাদের দৃষ্টি-
তে ফড়িঙ্গের ন্যায় হইলাম, এবং তাহাদের
দৃষ্টিতেও তদ্রূপ ছিলাম।

১৪ অধ্যায়।

১ লোকদের বচসা, ৬ ও তাহাদিগকে শান্ত করিতে যি-
হোশূয়ের ও কালেবের যত্ন করণ, ১১ ও ঈশ্বরের
অসন্তোষ, ১৩ ও ক্ষমার জন্যে ঈশ্বরের প্রতি
মুসার নিবেদন, ২৬ ও বচসাকারিদের অনধি-
কার হওন, ৩৬ ও কুসংবাদ আনয়নকারিদিগকে
মহামারীতে মারণ, ৪০ ও ইস্রায়েল্ লোকদের
শত্রুগণের দ্বারা হত হওন।

১ পরে সমস্ত মণ্ডলী উচ্চৈঃস্বর করিয়া কলরব
করিল, ও লোকেরা সেই রাত্রিতে রোদন করিল।
২ এবং ইস্রায়েলের সকল বংশ মুসার ও হা-
রোণের বিপরীতে বচসা করিল, ও সমস্ত মণ্ডলী
তাহাদের সাক্ষাতে কহিল, হায়২, আমরা কেন
মিসরদেশে মরি নাই? কিম্বা এই প্রান্তরে কেন
আমাদের মৃত্যু হইল না? ৩ পরমেশ্বর আমাদিগকে
খড়্গের ধারে নিপাত করাইতে, ও আমাদের
স্ত্রী ও সন্তানগণকে লুট করাইতে এ দেশের
নিকটে আমাদিগকে কেন আনিলেন? মিসর্-
দেশে ফিরিয়া যাওয়া কি আমাদের মঙ্গল নয়?
৪ পরে তাহারা পরস্পর পরামর্শ করিল, আইস,
আমরা এক জনকে সেনাপতি করিয়া মিসর্-
দেশে ফিরিয়া যাই। ৫ তাহাতে মুসা ও হা-
রোণ ইস্রায়েল্ বংশের সমস্ত মণ্ডলীর সম্মুখে
উবুড় হইয়া পড়িল।

৬ আর দেশভ্রমণকারিদের মধ্যে নূনের পুত্র
যিহোশূয় ও যিফুন্নির পুত্র কালেব্ আপন২
বস্ত্র চিরিল, ৭ এবং ইস্রায়েল্ বংশের সমস্ত
মণ্ডলীকে কহিল, আমরা যে দেশ দেখিতে গি-
য়াছিলাম, সে অতি উত্তম দেশ। ৮ পরমেশ্বর
যদি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তবে তিনি
আমাদিগকে সেই দেশে লইয়া যাইবেন, ও সেই
দুগ্ধমধুপ্রবাহি দেশ আমাদিগকে দিবেন। ৯ তো-
মরা কোন মতে পরমেশ্বরের বিরুদ্ধাচারী হইও
না, ও সে দেশের লোকদিগকে ভয় করিও না;
কেননা তাহারা আমাদের ভক্ষ্যস্বরূপ; তাহা-
দের আশ্রয় গেল, এবং পরমেশ্বর আমাদের
সহায় আছেন; অতএব তাহাদিগকে ভয় করিও
না। ১০ এই কথাতে সমস্ত মণ্ডলী সেই দুই জনকে
প্রস্তরাঘাতে বধ করিতে কহিল; কিন্তু মণ্ডলীর
আবাসে পরমেশ্বরের তেজ ইস্রায়েল্ বংশের
নিকটে প্রকাশ পাইল।

১১ পরে পরমেশ্বর মুসাকে কহিলেন, এই
লোকেরা কত কাল আমাকে অবজ্ঞা করিবে?
এবং তাহাদের মধ্যে এই সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়া
দেখাইলেও তাহারা আমাতে বিশ্বাস করিতে কত
কাল অস্বীকার করিবে? ১২ আমি মহামারী-
দ্বারা তাহাদিগকে বধ করিয়া উৎপাটন করিব,

এবং তাহাদের অপেক্ষা তোমাকেই বৃহৎ ও বলবান জাতি করিব।

[13] তাহাতে মূসা পরমেশ্বরকে কহিল, তাহা করিলে তুমি আপন শক্তি প্রকাশ করিয়া যে মিস্রীয় লোকদের মধ্যহইতে এই লোকদিগকে আনিয়াছ, তাহারাও এ কথা শুনিবে। [14] এবং এই দেশনিবাসি লোকদিগকেও তাহার সংবাদ দিবে, যেহেতুক পরমেশ্বর যে তুমি, তুমি এই লোকদের মধ্যবর্ত্তী আছ, ও ইহাদিগকে প্রত্যক্ষ রূপে দর্শন দিতেছ, এবং তোমার মেঘ ইহাদের উপরে স্থিতি করিতেছে, ও তুমি দিবসে মেঘস্তম্ভে ও রাত্রিতে অগ্নিস্তম্ভে থাকিয়া ইহাদের অগ্রে২ গমন করিতেছ, ইহা তাহারাও শুনিয়া আসিতেছে। [15] এখন যদি তুমি এক ব্যক্তির ন্যায় এই লোকদিগকে বিনষ্ট কর, তবে ঐ যে অন্যজাতীয়েরা তোমার কীর্ত্তির কথা শুনিয়াছে, তাহারা কহিবে, [16] পরমেশ্বর এই লোকদিগকে যে দেশ দিতে শপথ করিয়াছিলেন, সেই দেশে তাহাদিগকে লইয়া যাইতে অপারক হইলেন; এই জন্যে প্রান্তরে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিলেন। [17] এখন আমি এই নিবেদন করি, পরমেশ্বর চিরসহিষ্ণু ও দয়াতে পরিপূর্ণ, এবং অপরাধের ও আজ্ঞালংঘনের ক্ষমাকারী, তথাপি তাহার দণ্ডদাতা, এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত সন্তানদের প্রতি পিতৃপুরুষের পাপের ফলদাতা; [18] এই যে কথা তুমি কহিয়াছ, তদনুসারে প্রভুর গুণ প্রবল হউক। [19] তুমি মিসর্দেশাবধি এ পর্য্যন্ত এই লোকদের প্রতি যেমন ক্ষমা করিয়াছ, তেমনি আপনার প্রচুর দয়ানুসারে ইহাদের এই পাপ ক্ষমা কর; আমি এই বিনয় করি। [20] তাহাতে পরমেশ্বর কহিলেন, তোমার বাক্যানুসারে আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিলাম। [21] কিন্তু আমি যদি অমর হই, তবে তাবৎ পৃথিবী পরমেশ্বরের মহিমাতে পরিপূর্ণ হইবে। [22] আর এই লোকেরা আমার মহিমা এবং মিসরে ও প্রান্তরে কৃত আমার আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখিয়াও দশ বার আমার পরীক্ষা করিয়াছে ও আমার কথা অমান্য করিয়াছে। [23] অতএব ইহাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি আমি যে দেশের বিষয়ে দিব্য করিয়াছি, ইহারা সে দেশ দেখিতে পাইবে না; আমার অবজ্ঞাকারিদিগের মধ্যে কেহ তাহা দেখিবে না। [24] কিন্তু আমার দাস কালেবের অন্যরূপ আত্মা আছে, এবং সে সম্পূর্ণ রূপে আমার অনুগত, এই নিমিত্তে সে যে দেশে গিয়াছিল, সে দেশে আমি তাহাকে প্রবেশ করাইব, ও তাহার বংশ তাহা অধিকার করিবে। [25] অমালেকীয় ও কিনানীয় লোকেরা উপত্যকাতে বাস করিতেছে, অতএব যাহা দিয়া সুফার্ণবে যাওয়া যায়, কল্য তোমরা ফিরিয়া সেই প্রান্তরে গমন কর।

[26] পরে পরমেশ্বর মূসাকে ও হারোণকে কহিলেন, [27] আমি আপন প্রতিকূলে বচসাকারি এই দুষ্ট মণ্ডলীর ভার কত কাল সহ্য করিব? ইস্রায়েল্ বংশ আমার প্রতিকূলে যে২ বচসা করিল, তাহা আমি শুনিলাম। [28] তুমি তাহাদিগকে কহ, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি যদি অমর হই, তবে আমার কর্ণগোচরে তোমরা যাহা কহিয়াছ, তাহাই আমি তোমাদের প্রতি করিব। [29] হে আমার বিপরীতে বচসাকারিগণ, তোমাদের গণিত লোকদের সম্পূর্ণ সংখ্যানুসারে বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বৎসর বয়স্ক তোমাদের সকলের শব এই প্রান্তরে পতিত হইবে। [30] আমি তোমাদিগকে যে দেশে বাস করাইতে শপথ করিয়াছি, সেই দেশে যিফুন্নির পুত্র কালেব্ ও নূনের পুত্র যিহোশূয় ব্যতিরেকে তোমাদের মধ্যে আর কেহ প্রবেশ করিবে না। [31] কিন্তু তোমরা আপনাদের যে বালকদের বিষয়ে কহিয়াছিলা, ইহারা লুটিত হইবে, তাহাদিগকে আমি তথায় প্রবেশ করাইব; ও তোমরা যে দেশ তুচ্ছ করিয়াছ, তাহারা তাহার পরিচয় পাইবে। [32] কিন্তু তোমাদেরই শব এই প্রান্তরে পতিত হইবে। [33] এবং তোমাদের বংশ চল্লিশ বৎসর এই প্রান্তরে ভ্রমণ করিবে, এবং এই প্রান্তরে তোমাদের শবের সংখ্যা সম্পূর্ণ না হওন পর্য্যন্ত তোমাদের ব্যভিচারের ফল ভোগ করিবে। [34] তোমরা যে চল্লিশ দিন দেশ ভ্রমণ করিয়াছ, সেই দিনের সংখ্যানুসারে চল্লিশ বৎসর, অর্থাৎ এক২ দিনের জন্যে এক২ বৎসর আপনাদের অপরাধ ভোগ করিবা, ও আমার বিপক্ষতা কেমন, তাহা জ্ঞাত হইবা। [35] আমি পরমেশ্বর কহিতেছি, আমার বিপরীতে সম্মিলিত এই সমস্ত দুষ্ট মণ্ডলীর প্রতি আমি তাহা অবশ্য করিব; এই প্রান্তরে তাহারা বিনষ্ট হইবে, ও এই স্থানে তাহারা মরিবে।

[36] পরে দেশনিরীক্ষণার্থে মূসার প্রেরিত যে লোকেরা ফিরিয়া আসিয়া ঐ দেশের অখ্যাতি উৎপন্ন করিয়া তাহার প্রতিকূলে সমস্ত মণ্ডলীকে বচসা করাইয়াছিল, [37] দেশের অখ্যাতিকারি সেই লোকেরা পরমেশ্বরের সম্মুখে মহামারীতে মরিল। [38] তাহাতে যে মানুষেরা দেশ নিরীক্ষণ করিতে গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেবল নূনের পুত্র যিহোশূয় ও যিফুন্নির পুত্র কালেব্ জীবৎ থাকিল। [39] তখন মূসা ইস্রায়েল্ বংশকে এই সকল কথা কহিলে লোকেরা অতিশয় বিলাপ করিল।

৪০ পরে তাহারা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া পর্ব্বতের শৃঙ্গে উঠিয়া কহিল, দেখ, পরমেশ্বর যে স্থানের বিষয়ে আজ্ঞা করিয়াছেন, আমরা সেই স্থানে যাই; আমরা পাপ করিলাম। ৪১ তাহাতে মূসা কহিল, এই ক্ষণে তোমরা কেন পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছ? ইহাতে তোমাদের মঙ্গল হইবে না। ৪২ এখন পরমেশ্বর তোমাদের মধ্যে নাই, অতএব তোমরা উঠিয়া যাইও না; গেলে শত্রুসম্মুখে পরাস্ত হইবা। ৪৩ কেননা অমালেকীয় ও কিনানীয় লোকেরা সে স্থানে তোমাদের সম্মুখে আছে; তোমরা খড়্গে পতিত হইবা, এবং পরমেশ্বরহইতে পরাবৃত্ত হওয়াতে পরমেশ্বর তোমাদের সহবর্ত্তী হইবেন না। ৪৪ তথাপি তাহারা দুঃসাহস পূর্ব্বক পর্ব্বতশৃঙ্গে উঠিয়া গেল; কিন্তু পরমেশ্বরের সাক্ষ্যসিন্দুক ও মূসা শিবিরহইতে নির্গত হইল না। ৪৫ তখন ঐ পর্ব্বতবাসি অমালেকীয় ও কিনানীয় লোকেরা নামিয়া আসিয়া তাহাদিগকে আঘাত করিল, ও হর্মা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে প্রহার করিল।

১৫ অধ্যায়।

১ ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য উৎসর্গের ব্যবস্থা, ১৪ ও বিদেশির বিষয়ে কথা, ১৭ ও উত্তোলনীয় প্রথমজাত শস্যের শক্তুর ব্যবস্থা, ২২ ও অজ্ঞাতসার পাপের কথা, ৩০ ও অবজ্ঞাকারির দণ্ড, ৩২ ও বিশ্রামবার লঙ্ঘনকারির প্রস্তরাঘাত দণ্ড, ৩৭ ও বস্ত্রের থোপের কথা।

১ অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২ তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে কহ ও তাহাদিগকে এই কথা বল, আমার দেয় নিবাসদেশে প্রবেশ করিলে পরে ৩ যখন তোমরা মানত পূর্ণ করণার্থে কিম্বা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নৈবেদ্যার্থে কিম্বা তোমাদের উৎসবেতে গোমেষাদিপালহইতে পরমেশ্বরের উদ্দেশে সুগন্ধি করণার্থে পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহাররূপে হোম কিম্বা বলি উৎসর্গ করিবা; ৪ তখন উপহার উৎসর্গকারি ব্যক্তি পরমেশ্বরের উদ্দেশে হোমাদিবলিদানার্থক এক মেষশাবকের সহিত এক হিনের চতুর্থাংশ তৈলে পক্ব এক দশমাংশ সূজির নৈবেদ্য আনিবে, ৫ এবং এক হিনের চতুর্থাংশ দ্রাক্ষারসের পেয় নৈবেদ্য প্রস্তুত করিবে। ৬ এবং এক মেষের সহিত পরমেশ্বরের উদ্দেশে সুগন্ধি উপহারার্থে এক হিনের তৃতীয়াংশ তৈলে পক্ব সূজির দুই দশমাংশ নৈবেদ্য প্রস্তুত করিবে, ৭ এবং পেয় নৈবেদ্যের জন্যে এক হিনের তৃতীয়াংশ দ্রাক্ষারস উৎসর্গ করিবে। ৮ পরমেশ্বরের উদ্দেশে মানত পূর্ণ করণার্থে কিম্বা মঙ্গলার্থক বলিদানার্থে যখন কেহ হোমাদিবলিরূপে গোবৎস উৎসর্গ করিবে, ৯ তৎকালে এক গোবৎসের সহিত পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত সুগন্ধি উপহারের জন্যে অর্দ্ধহিন তৈলে পক্ব তিন দশমাংশ সূজির নৈবেদ্য আনিবে; ১০ এবং পেয় নৈবেদ্যার্থে অর্দ্ধহিন দ্রাক্ষারস আনিবে। ১১ তোমরা এক২ গোবৎস ও মেষ ও মেষবৎস ও ছাগবৎসের জন্যে এই রূপ করিবা। ১২ তোমরা যত পশু উৎসর্গ করিবা, তাহাদের সংখ্যানুসারে প্রত্যেকের প্রতি এই রূপ ব্যবহার করিবা। ১৩ দেশীয় লোক সকল পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত সুগন্ধি উপহার নিবেদনার্থে এই ব্যবস্থানুসারে এই সকল প্রস্তুত করিবে।

১৪ আর তোমাদের মধ্যে প্রবাসকারি কোন বিদেশি লোক কিম্বা তোমাদের মধ্যে পুরুষানুক্রমে বাসকারি কোন ব্যক্তি যদি পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত সুগন্ধি উপহার নিবেদন করিতে চাহে, তবে তোমরা যেরূপ, সেও তদ্রূপ করিবে। ১৫ মণ্ডলীস্থ তোমাদের এবং তোমাদের মধ্যে প্রবাসকারির একই ব্যবস্থা হইবে; তোমাদের পুরুষানুক্রমে এই নিত্য বিধি হইবে; পরমেশ্বরের সম্মুখে যেমন তোমরা, প্রবাসিগণও তদ্রূপ হইবে। ১৬ এবং তোমাদের ও তোমাদের মধ্যে প্রবাসকারি বিদেশীয়দের একই বিধি ও একই ব্যবস্থা হইবে।

১৭ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ১৮ তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে কহ ও তাহাদিগকে এই কথা বল, আমি তোমাদিগকে যে দেশে লইয়া যাইতেছি, সে দেশে উপস্থিত হইলে তোমরা এই রূপ করিবা। ১৯ তোমরা সেই দেশের অন্ন ভক্ষণ কালে পরমেশ্বরের উদ্দেশে উত্তোলনীয় উপহার নিবেদন করিবা। ২০ এবং উত্তোলনীয় নৈবেদ্যের জন্যে প্রথম শক্তুর এক পিষ্টক নিবেদন করিবা; যেমন শস্যমর্দ্দনস্থানের উত্তোলনীয় নৈবেদ্য, তাহাও সেই রূপ করিবা। ২১ তোমরা পুরুষানুক্রমে আপনাদের প্রথম শক্তুহইতে পরমেশ্বরের উদ্দেশে এক উত্তোলনীয় উপহার নিবেদন করিবা।

২২ আর যদি তোমরা ভ্রান্ত হইয়া মূসার নিকটে পরমেশ্বরের প্রকাশিত এই সকল বিধি লংঘন কর, ২৩ অর্থাৎ অদ্য প্রকাশিত কিম্বা ইহার পরে তোমাদের পুরুষ পরম্পরার প্রতি প্রকাশনীয় যে সকল বিধি পরমেশ্বর মূসাদ্বারা তোমাদিগকে জ্ঞাত করেন, সেই সকল বিধির মধ্যে কোন বিধি যদি তোমরা লংঘন কর; ২৪ এবং তাহা যদি মণ্ডলীর অগোচরে অজ্ঞানতঃ হইয়া থাকে, তবে তাবৎ মণ্ডলী পরমেশ্বরের উদ্দেশে সুগন্ধি উপহারের কারণ হোমার্থে এক গোবৎস ও বিধিমতে তাহার সহিত

ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য এবং পাপের প্রা-
য়শ্চিত্তার্থে এক ছাগল নিবেদন করিবে। ২৫ এবং
যাজক ইস্রায়েল্ বংশের সমস্ত মণ্ডলীর কারণ
প্রায়শ্চিত্ত করিবে; তাহাতে তাহাদের প্রতি ক্ষমা
হইবে, কেননা তাহা অজ্ঞানকৃত পাপ, এবং
তাহারা সেই অজ্ঞানকৃত পাপ প্রযুক্ত পরমে-
শ্বরের উদ্দেশে আপনাদের উপহার অর্থাৎ
অগ্নিকৃত উপহার ও প্রায়শ্চিত্তবলি পরমেশ্বরের
সম্মুখে আনিল। ২৬ তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশের
সমস্ত মণ্ডলীর প্রতি ও তোমাদের মধ্যে প্রবা-
সকারি বিদেশীয়দের প্রতি তাহার ক্ষমা হইবে;
কেননা সকল লোক অজ্ঞাতসারে পাপ করিল।
২৭ আর যদি কোন এক জন অজ্ঞাতসারে
পাপ করে, তবে সে প্রায়শ্চিত্তার্থে একবর্ষীয়
এক ছাগবৎস আনিবে। ২৮ এবং যাজক পর-
মেশ্বরের সাক্ষাতে ঐ অজ্ঞাতসার পাপকারি
লোকের জন্যে তাহার অজ্ঞানকৃত পাপ প্রযুক্ত
প্রায়শ্চিত্ত করিবে; তাহাতে তাহার প্রায়শ্চিত্ত
হইলে তাহার পাপ ক্ষমা হইবে। ২৯ ইস্রা-
য়েল্ বংশজাত লোকদের ও তাহাদের মধ্যে
প্রবাসকারিদের অজ্ঞাতসার পাপকারির একই
ব্যবস্থা হইবে।
৩০ আর স্বদেশীয় কি বিদেশীয় যে কেহ
দুঃসাহসী হইয়া পাপ করে, সে পরমেশ্বরের
নিন্দা করে, সে আপন লোকদের মধ্যহইতে
উচ্ছিন্ন হইবে। ৩১ কেননা সে পরমেশ্বরের বাক্য
অবজ্ঞা করিল ও তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল;
অতএব সে নিতান্ত উচ্ছিন্ন হইবে, ও তাহার
দোষ তাহারি উপরে বর্ত্তিবে।
৩২ অপর ইস্রায়েল্ বংশ যখন প্রান্তরে ছিল,
তখন বিশ্রামদিনে এক জনকে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে
দেখিল। ৩৩ এবং যাহারা সেই কাষ্ঠসংগ্রহ-
কারিকে দেখিয়াছিল, তাহারা মূসা ও হারোণ
ও সমস্ত মণ্ডলীর সাক্ষাতে তাহাকে আনিল।
৩৪ এবং তাহার প্রতি কি কর্ত্তব্য, তাহা প্রকাশ
না হওয়াতে তাহারা তাহাকে বদ্ধ রাখিল।
৩৫ অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, সে অবশ্য
হত হইবে; সমস্ত মণ্ডলী তাহাকে শিবিরের বা-
হিরে প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে। ৩৬ অপর মূসার
প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে মণ্ডলীর লো-
কেরা তাহাকে শিবিরের বাহিরে আনিয়া প্রস্ত-
রাঘাত করিল; তাহাতে সে প্রাণত্যাগ করিল।
৩৭ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ৩৮ তুমি
ইস্রায়েল্ বংশকে কহ ও তাহাদিগকে এই কথা
বল, তাহারা পুরুষানুক্রমে আপন ২ বস্ত্রের
কোণে থোপ দিউক, ও কোণস্থ থোপেতে নীল-
সূত্র বদ্ধ করুক। ৩৯ তোমরা যেন সেই থোপ
দেখিয়া পরমেশ্বরের আজ্ঞা সকল স্মরণ করিয়া
পালন কর, এবং আপনাদের যে মন ও
চক্ষুর অনুগমনদ্বারা তোমরা বিপথগামী হইয়া
থাক, তাহাদের অনুগমনে যেন ভ্রমণ না কর,
৪০ বরং আমার সমস্ত আজ্ঞা স্মরণ পূর্ব্বক পালন
করিয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে যেন পবিত্র হও, এই
জন্যে সেই থোপ হইবে। ৪১ তোমাদের প্রভু
পরমেশ্বর আমিই তোমাদের ঈশ্বর হইবার জন্যে
মিসরদেশহইতে তোমাদিগকে বাহির করিয়া
আনিয়াছি; আমিই তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর।

১৬ অধ্যায়।

১ মূসার প্রতি কোরহ ও দাথন্ ও অবীরাম প্রভৃ-
তির বিপক্ষতা, ৪ ও তাহাদের প্রতি মূসার কথা,
১২ ও তাহাদের প্রত্যুত্তর, ১৬ ও তাহাদের প্রতি
মূসার আর এক কথা, ২০ এবং মূসা ও হা-
রোণের প্রতি পরমেশ্বরের কথা, ২৩ ও বিপক্ষ-
দের তাম্বুহইতে দূরে যাইতে লোকদিগকে আজ্ঞা
দেওন, ৩১ ও বিপক্ষদিগকে পৃথিবীর গ্রাস করণ,
৩৬ ও ধূনাচিদ্বারা বেদি আচ্ছাদন করিতে নিযুক্ত
হওন, ৪১ ও লোকদের কলহ, ৪৪ ও মূসার প্রতি
পরমেশ্বরের কথা, ৪৬ ও তাহাদের দণ্ড ও মূসা
ও হারোণের দ্বারা দণ্ডের নিবারণ।

১ পরে লেবির প্রপৌত্র কিহাতের পৌত্র যিষ্-
হরের পুত্র কোরহ, এবং রূবেন্ বংশীয়
ইলীয়াবের পুত্র দাথন্ ও অবীরাম্, ও পেল-
তের পুত্র ওন্, ২ এবং ইস্রায়েল্ বংশের সভার
অধ্যক্ষ ও মণ্ডলীতে বিখ্যাত ও নামলব্ধ দুই
শত পঞ্চাশ লোক মূসার বিরুদ্ধে উঠিল। ৩ এবং
মূসা ও হারোণের বিরুদ্ধে একত্র হইয়া তাহা-
দিগকে কহিল, তোমরা আত্মাভিমানী; সমস্ত
মণ্ডলীর প্রত্যেক জনই পবিত্র, এবং পরমেশ্বর
তাহার মধ্যবর্ত্তী; তোমরা কেন পরমেশ্বরের
মণ্ডলীর উপরে আপনাদিগকে উন্নত করিতেছ?
৪ তখন মূসা তাহা শুনিয়া উবুড় হইয়া পড়িল।
৫ এবং সে কোরহকে ও তাহার সকল দলকে
কহিল, কে তাঁহার লোক, ও কে এমত পবিত্র,
যে তাহাকে আপনার নিকটবর্ত্তী করেন, তাহা
পরমেশ্বর কল্য জানাইবেন; তিনি যাহাকে মনো-
নীত করেন, তাহাকেই আপনার নিকটবর্ত্তী
করিবেন। ৬ হে কোরহ ও তাহার দল সকল, এক
কর্ম্ম কর, তোমরা ধূনাচি লইয়া ৭ তাহাতে অগ্নি
দিয়া কল্য পরমেশ্বরের সম্মুখে তাহার উপরে
ধূনা দেও; তাহাতে পরমেশ্বর যাহাকে মনো-
নীত করিবেন, সেই পবিত্র হইবে; হে লেবির
সন্তানগণ, তোমরা আত্মাভিমানী। ৮ পরে মূসা
কোরহকে কহিল, হে লেবির সন্তান, বিনয়
করি, আমার কথা শুন। ৯ ইস্রায়েলের ঈশ্বর
তোমাদিগকে ইস্রায়েল্ মণ্ডলীহইতে ভিন্ন করিয়া
পরমেশ্বরের আবাসের সেবা করণার্থে ও মণ্ডলীর

সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার সেবা করণার্থে আ-
পনার নিকটবর্ত্তী করিয়াছেন, ইহা কি তোমা-
দের বোধে ক্ষুদ্র বিষয়? ১০ তিনি তোমাকে ও
তোমার সহিত তোমার ভ্রাতা লেবির সকল সন্তা-
নকে আপনার নিকটবর্ত্তী করিয়াছেন; তথা-
পি তোমরা কি যাজকত্বেরও চেষ্টা করিতেছ?
১১ দেখ, তুমি ও তোমার সহায়গণ পরমেশ্ব-
রেরই প্রতিকূলে একত্র হইলা; যেহেতুক হা-
রোণ কে,যে তোমরা তাহার প্রতিকূলে বচসা কর?
১২ পরে মূসা ইলীয়াবের পুত্র দাথন্‌কে ও
অবীরামকে ডাকিতে লোক পাঠাইলে তাহারা
কহিল, আমরা যাইব না। ১৩ তুমি আমাদি-
গকে প্রান্তরে মারিতে দুগ্ধমধুপ্রবাহি দেশহইতে
আনিয়াছ, ইহা কি ক্ষুদ্র বিষয়? তুমি কি আ-
মাদের উপরে সর্ব্বতোভাবে কর্তৃত্ব করিবা?
১৪ তুমি না সুন্দররূপে আমাদিগকে দুগ্ধমধুপ্রবাহি
দেশে আনিয়াছ, ও শস্যক্ষেত্রের ও দ্রাক্ষাক্ষে-
ত্রের অধিকার দিয়াছ! তুমি কি এই লোক-
দের চক্ষু উৎপাটন করিবা? আমরা যাইব না।
১৫ তাহাতে মূসা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পরমে-
শ্বরকে কহিল, তুমি তাহাদের নৈবেদ্য গ্রাহ্য
করিও না; আমি তাহাদের হইতে এক গর্দ্দভও
লই নাই, ও তাহাদের এক জনেরও হিংসা
করি নাই।
১৬ পরে মূসা কোরহকে কহিল, তুমি ও
তোমার দল সকল, তোমরা সকলে কল্য হা-
রোণের সহিত পরমেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হই-
য়া ১৭ প্রত্যেক জন ধূনাচি লইয়া তাহার উপরে
ধূনা দিয়া পরমেশ্বরের সম্মুখে আপন২ ধূনা-
চি উপস্থিত করিও; দুই শত পঞ্চাশ ধূনাচি উপ-
স্থিত করিও, এবং তুমি ও হারোণ আপন২
ধূনাচি লইও। ১৮ পরে তাহারা প্রত্যেকে ধূনাচি
লইয়া তাহার মধ্যে অগ্নি রাখিয়া ধূনা দিয়া
মূসার ও হারোণের সহিত মণ্ডলীর আবাসদ্বারে
দাঁড়াইল। ১৯ এবং কোরহ মণ্ডলীর আবাস-
দ্বার নিকটে তাহাদের প্রতিকূলে সমস্ত মণ্ডলীকে
একত্র করিল; তখন সমস্ত মণ্ডলীর সাক্ষাতে
পরমেশ্বরের তেজ প্রকাশ পাইল।
২০ পরে পরমেশ্বর মূসাকে ও হারোণকে
কহিলেন, ২১ তোমরা এই মণ্ডলীর মধ্যহইতে
পৃথক্‌ হও; আমি ইহাদিগকে এক নিমিষে বি-
নষ্ট করি। ২২ তাহাতে তাহারা উবুড় হইয়া
পড়িয়া কহিল, হে ঈশ্বর, হে তাবৎ শরীরস্থ
আত্মার ঈশ্বর, এক জন পাপ করিলে কি তো-
মার ক্রোধ সমস্ত মণ্ডলীর উপরে প্রজ্বলিত
হইবে?
২৩ তখন পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি
মণ্ডলীকে কহ, ২৪ তোমরা কোরহের ও দাথ-
নের ও অবীরামের তাম্বুর চতুর্দ্দিগ্‌হইতে উঠিয়া
যাও। ২৫ তাহাতে মূসা উঠিয়া দাথনের ও অবী-
রামের নিকটে গেল, এবং ইস্রায়েল্‌ বংশের
প্রাচীনগণ তাহার পশ্চাৎ গেল। ২৬ পরে সে
মণ্ডলীকে কহিল, আমি বিনয় করি, তোমরা
এই দুষ্ট লোকদের সমূহপাপেতে যেন বিনষ্ট
না হও, এই জন্যে ইহাদের তাম্বুর নিকটহইতে
উঠিয়া যাও ও ইহাদের কিছুই স্পর্শ করিও না।
২৭ তাহাতে তাহারা কোরহের ও দাথনের ও
অবীরামের তাম্বুর চতুর্দ্দিগহইতে উঠিয়া গেল,
কিন্তু দাথন্‌ ও অবীরাম্‌ বাহির হইয়া আপন২
স্ত্রী ও পুত্রগণ ও শিশুগণের সহিত আপন২
তাম্বুদ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল।
২৮ পরে মূসা কহিল, এই সমস্ত কার্য্য করি-
তে আমি পরমেশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছি,
আপন ইচ্ছাতে তাহা করি না, তাহা ইহা-
তেই জানিতে পারিবা। ২৯ এই মনুষ্যেরা যদি
সাধারণ লোকদের ন্যায় মরে, কিম্বা সাধারণ
লোকদের ঘটনানুসারে ইহাদের প্রতি ঘটে,
তবে আমি পরমেশ্বর কর্তৃক প্রেরিত নহি।
৩০ কিন্তু পরমেশ্বর যদি অপূর্ব্ব কর্ম্ম করেন,
এবং পৃথিবী আপন মুখ বিস্তার করিয়া ইহা-
দিগকে ও ইহাদের সর্ব্বস্বকে গ্রাস করে, ও
ইহারা জীবৎ থাকিতে পরলোকে গমন করে,
তবে ইহারা যে পরমেশ্বরকে অবজ্ঞা করিয়াছে,
তাহা তোমরা জানিতে পারিবা।
৩১ পরে মূসার এই সমস্ত কথা সমাপ্ত হই-
বামাত্র তাহাদের অধঃস্থিত ভূমি বিদীর্ণ হইল,
৩২ এবং পৃথিবী আপন মুখ বিস্তার করিয়া
তাহাদিগকে ও তাহাদের পরিজনগণকে ও কোর-
হের সপক্ষ সমস্ত লোককে ও তাহাদের সকল
সম্পত্তি গ্রাস করিল। ৩৩ তাহাতে তাহারা
ও তাহাদের তাবৎ পরিজন জীবৎ থাকি-
তে পরলোকে গমন করিল, ও পৃথিবী তা-
হাদের উপরে চাপিয়া পড়িল; তাহাতে তা-
হারা মণ্ডলীর মধ্যহইতে লুপ্ত হইল। ৩৪ এবং
তাহাদের রবেতে চতুর্দ্দিক্‌স্থিত সমস্ত ইস্রায়েল্‌
বংশ পলায়ন করিল, কেননা কহিল, পাছে
পৃথিবী আমাদিগকেও গ্রাস করে। ৩৫ পরে
পরমেশ্বরহইতে অগ্নি নির্গত হইয়া ধূপনিবেদন-
কারি ঐ দুই শত পঞ্চাশ লোককে গ্রাস করিল।
৩৬ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ৩৭ তুমি
হারোণের পুত্র ইলীয়াসর্‌ যাজককে কহ, সে
দাহস্থানহইতে ঐ সকল ধূনাচি গ্রহণ করুক, এবং
তাহার অগ্নি সেই স্থানে ছড়াউক, কেননা সেই
সকল ধূনাচি পবিত্র। ৩৮ এবং ঐ যে পাপি
লোকেরা আপন২ প্রাণের প্রতিকূলে পাপ
করিল, তাহাদের ধূনাচি সকল পিটাইয়া লোকেরা

বেদি আচ্ছাদনার্থে পাত করুক, কেননা তাহারা
পরমেশ্বরের উদ্দেশে সে সকল নিবেদন করি-
য়াছিল; অতএব সে সকল পবিত্র, এবং ইস্রা-
য়েল্ বংশের চিহ্নস্বরূপ হইবে। ৩৯ তাহাতে
ঐ দগ্ধ লোকেরা যে২ পিত্তলের ধূনাচি নিবে-
দন করিয়াছিল, ইলীয়াসর্ যাজক সেই সকল
লইয়া ৪০ মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে
ইস্রায়েল্ বংশের স্মরণার্থে, অর্থাৎ হারোণ বংশ
ভিন্ন অন্য বংশীয় কোন মনুষ্য যেন পর-
মেশ্বরের সম্মুখে ধূপ উৎসর্গ করিতে নিকটে না
যায়, এবং কোরহের ও তাহার দলের মত
না হয়, এই নিমিত্তে তাহা পিটাইয়া বেদির
আচ্ছাদনার্থে পাত করিল।
৪১ তথাপি পরদিনে ইস্রায়েল্ বংশের সমস্ত
মণ্ডলী মূসার ও হারোণের প্রতিকূলে বচসা
করিয়া কহিল, তোমরাই পরমেশ্বরের প্রজাদি-
গকে বিনষ্ট করিলা। ৪২ পরে মণ্ডলী মূসার ও
হারোণের প্রতিকূলে একত্র হইয়া মণ্ডলীর আ-
বাসের প্রতি দৃষ্টি করিলে মেঘ তাহা আচ্ছা-
দন করিল, এবং পরমেশ্বরের তেজ প্রকাশ
পাইল। ৪৩ তখন মূসা ও হারোণ মণ্ডলীর আ-
বাসদ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইল।
৪৪ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ৪৫ তো-
মরা এই মণ্ডলীর মধ্যহইতে উঠিয়া যাও, আমি
এক নিমিষে ইহাদিগকে বিনষ্ট করিব; তখন
তাহারা উবুড় হইয়া পড়িল।
৪৬ অপর মূসা হারোণকে কহিল, তুমি ধূনাচি
লও, এবং বেদির উপরহইতে অগ্নি লইয়া
তাহার মধ্যে দেও, এবং তাহাতে ধূনা দিয়া
শীঘ্র মণ্ডলীর নিকটে যাইয়া তাহাদের নিমিত্তে
প্রায়শ্চিত্ত কর; কেননা পরমেশ্বরের সম্মুখহইতে
ক্রোধ নির্গত হওয়াতে মহামারীর উপক্রম হইল।
৪৭ তাহাতে হারোণ মূসার আজ্ঞানুসারে ধূনাচি
লইয়া মণ্ডলীর মধ্যে দৌড়িয়া গেল; তখন
লোকদের মধ্যে মহামারীর উপক্রম হইয়া-
ছিল, কিন্তু সে ধূনা দিয়া লোকদের নিমিত্তে
প্রায়শ্চিত্ত করিল। ৪৮ এবং মৃত ও জীবিত
লোকদের মধ্যে দাঁড়াইল; তাহাতে মহামারী
নিবৃত্ত হইল। ৪৯ যাহারা কোরহের সহিত মরি-
য়াছিল, তদ্ভিন্ন চৌদ্দ সহস্র সাত শত লোক
ঐ মহামারীতে মরিল। ৫০ পরে মহামারী নিবৃত্ত
হইলে হারোণ মণ্ডলীর আবাসদ্বারে মূসার নি-
কটে ফিরিয়া আইল।

১৭ অধ্যায়।

১ অধ্যক্ষদিগের যষ্টির কথা, ৬ ও হারোণের যষ্টির পুষ্পিত হওন, ১০ ও পাপিদের বিরুদ্ধে চিহ্ন হওনার্থে সে যষ্টির রক্ষা করণ।

১ অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২ তুমি
ইস্রায়েল্ বংশকে কহিয়া, তাহাদের সমস্ত পিতৃ-
বংশাধ্যক্ষহইতে এক২ পিতৃবংশের জন্যে এক২
যষ্টি, এই রূপে বারো যষ্টি গ্রহণ কর; এবং
প্রত্যেকের যষ্টিতে তাহার নাম লেখ। ৩ এবং
লেবির যষ্টিতে হারোণের নাম লেখ; তাহা-
দের এক২ পিতৃবংশাধ্যক্ষের নিমিত্তে এক২
যষ্টি হইবে। ৪ এবং আমি যে স্থানে তোমা-
দের সহিত সাক্ষাৎ করি, সেই মণ্ডলীর আবা-
সে স্থিত সাক্ষ্যসিন্দুকের সম্মুখে সে সকল রা-
খিবা। ৫ পরে যে লোক আমার মনোনীত,
তাহার যষ্টি পুষ্পিত হইবে, তাহাতে ইস্রা-
য়েল্ বংশ তোমাদের প্রতিকূলে যে২ বচসা
করে, তাহা আমি আপন নিকটহইতে নিবৃত্ত
করিব।
৬ পরে মূসা ইস্রায়েল্ বংশকে এই সকল
কহিলে তাহাদের পিতৃবংশাধ্যক্ষগণ প্রত্যেকে
এক২ যষ্টি, এই রূপ বারো যষ্টি তাহাকে দিল;
এবং হারোণের যষ্টি তাহাদের যষ্টি সকলের
মধ্যস্থানে ছিল। ৭ তাহাতে মূসা ঐ সকল যষ্টি
লইয়া সাক্ষ্যের আবাসে পরমেশ্বরের সম্মুখে রা-
খিল। ৮ অপর পরদিবসে মূসা সাক্ষ্যের আবাসে
গিয়া দেখিল, লেবি বংশ সম্বন্ধীয় হারোণের যষ্টি
অঙ্কুরিত হইয়া মুকুলিত ও পুষ্পিত হইয়া বাদাম
ফল ধরিয়াছে। ৯ তখন মূসা পরমেশ্বরের সম্মুখ-
হইতে ঐ সকল যষ্টি বাহির করিয়া ইস্রায়েলের
সমস্ত বংশের সাক্ষাতে আনিল; তাহাতে তাহা
দেখিয়া প্রত্যেকে আপন২ যষ্টি গ্রহণ করিল।
১০ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, এই
আজ্ঞালঙ্ঘনকারি লোকদের বচসা যেন আমা-
হইতে নিবৃত্ত হয়, ও তাহাদের মৃত্যু না হয়,
এই নিমিত্তে তাহাদের প্রতিকূলে চিহ্ন থাকি-
বার জন্যে তুমি সাক্ষ্যসিন্দুকের সম্মুখে পুনর্ব্বার
হারোণের যষ্টি আন। ১১ তাহাতে মূসা তাহা
করিল; সে পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারেই করিল।
১২ পরে ইস্রায়েল্ বংশ মূসাকে কহিল, দেখ,
আমরা মরি ও বিনষ্ট হই, সকলেই বিনষ্ট
হই। ১৩ কেননা যে কেহ পরমেশ্বরের আ-
বাসের নিকটে এক বার যায়, সে মরে; তবে
আমরা কি সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হইব?

১৮ অধ্যায়।

১ যাজকদের ও লেবীয়দের কর্ম্ম, ৮ ও যাজকদের অংশের কথা, ২০ ও লেবীয়দের অংশের কথা, ২৫ ও লেবীয়দের উত্তোলনীয় নৈবেদ্য ও যাজকদের অংশের কথা।

১ পরে পরমেশ্বর হারোণকে কহিলেন, তুমি
ও তোমার সহিত তোমার পুত্রগণ ও তোমার

পিতৃবংশ, তোমরা পবিত্র স্থানের অপরাধ
ভোগ করিবা, এবং তুমি ও তোমার সহিত
তোমার পুত্রগণ যাজকত্বপদের অপরাধ ভোগ
করিবা। ২ তুমি লেবি বংশীয় তোমার ভ্রাতৃ-
গণকে অর্থাৎ তোমার পিতৃবংশীয়দিগকে সঙ্গে
আনিবা, তাহারা তোমার সহিত যুক্ত হইয়া
তোমার সেবা করিবে; কিন্তু তুমি ও তোমার
সহিত তোমার পুত্রগণ, তোমরা সাক্ষ্যের আ-
বাসের সম্মুখে সেবা করিবা। ৩ এবং তাহারা
তোমার রক্ষণীয় ও আবাসের সমস্ত রক্ষণীয়
বস্তু রক্ষা করিবে; কিন্তু তাহাদের ও তোমাদের
যেন মৃত্যু না হয়, এই জন্যে তাহারা পবিত্র
স্থানের পাত্রের ও বেদির নিকটে যাইবে না।
৪ তাহারা তোমার সহিত যুক্ত হইয়া আবা-
সের সমস্ত সেবানুসারে মণ্ডলীর আবাসের
রক্ষণীয় রক্ষা করিবে, এবং অন্যবংশীয় কেহ
তোমাদের নিকটে যাইবে না। ৫ এবং ইস্রা-
য়েল্ বংশের প্রতি যেন আর ক্রোধ উপস্থিত
না হয়, এই জন্যে তোমরা পবিত্র স্থানের
রক্ষণীয় ও বেদির রক্ষণীয় বস্তু রক্ষা করিবা।
৬ দেখ, মণ্ডলীর আবাসের সেবার্থে তোমাদি-
গকে দিতে আমি পরমেশ্বরকে দত্ত তোমাদের
ভ্রাতৃগণ লেবীয়দিগকে ইস্রায়েল্ বংশহইতে গ্রহণ
করিলাম। ৭ অতএব তুমি ও তোমার সহিত
তোমার পুত্রগণ তোমরা বেদির নিকটে ও তি-
রস্করিণীর ভিতরে যাজকত্ব পালন করিবা ও
সেবা করিবা; আমি দানরূপে যাজকত্ব সেবা-
পদ তোমাদিগকে দিলাম, কিন্তু যে অন্যবংশীয়
লোক নিকটবর্ত্তী হইবে, সে হত হইবে।
৮ অপর পরমেশ্বর হারোণকে কহিলেন, দেখ,
ইস্রায়েল বংশের সমস্ত পবিত্রীকৃত দ্রব্যহইতে
নীত আমার উত্তোলনীয় নৈবেদ্যের ভার
আমি তোমাকে দিলাম; এবং তোমার অভি-
ষেক প্রযুক্ত তোমাকে ও তোমার সন্তানগণকে
নিত্য বিধিতে সে সকল দিলাম। ৯ এবং অগ্নি-
কৃত অতি পবিত্র উপহারের মধ্যে আমার
উদ্দেশে তাহাদের নিবেদিত প্রত্যেক নৈবেদ্য
ও প্রত্যেক প্রায়শ্চিত্তবলি ও দোষাথক বলিরূপ
উপহার সকল তোমার ও তোমার পুত্রগণের
প্রতি অতি পবিত্র হইবে। ১০ তুমি তাহা অতি
পবিত্র স্থানে ভক্ষণ করিবা, ও প্রত্যেক পুরুষ
তাহা ভক্ষণ করিবে, ও তাহা তোমার প্রতি
পবিত্র হইবে। ১১ এবং আমি ইস্রায়েল্ বং-
শের সমস্ত আন্দোলনীয় নৈবেদ্যরূপ দানের
উত্তোলনীয় নৈবেদ্য তোমাকে ও তোমার সহিত
তোমার পুত্রগণকে ও তোমার কন্যাগণকে নিত্য
বিধিমতে দিলাম; সে সকল তোমার হইবে,
এবং তোমার গৃহের প্রত্যেক শুচি লোক তাহা
ভক্ষণ করিবে। ১২ তাহারা পরমেশ্বরের উদ্দেশে
যে সকল উত্তম তৈল ও উত্তম দ্রাক্ষারস ও
গোম ও প্রথমজাত ফল উৎসর্গ করে, তাহা
আমি তোমাকে দিলাম। ১৩ এবং দেশেতে যে
প্রথমপক্ব ফল তাহাদের দ্বারা পরমেশ্বরের
উদ্দেশে নিবেদিত হয়, সেই সকল তোমার
হইবে, ও তোমার গৃহের সকল শুচি লোক
তাহা ভক্ষণ করিবে। ১৪ এবং ইস্রায়েল্ বংশের
সমস্ত বর্জ্জিত বস্তু তোমার হইবে। ১৫ আর
মনুষ্য কিম্বা পশুদের মধ্যহইতে পরমেশ্বরের
উদ্দেশে তাহাদের কর্তৃক আনীত প্রথমজাত
সমস্ত প্রাণী তোমার হইবে; কিন্তু মনুষ্যের
প্রথমজাতকে তুমি অবশ্য মুক্ত করিবা, এবং অশুচি
পশুর প্রথমজাতকেও মুক্ত করিবা। ১৬ এবং এক
মাস বয়স্ক অবধি মোচনীয় সকলকে তোমার
নিরূপিত মূল্যেতে বিংশতি গেরা পরিমিত পবিত্র
স্থানের শেকলনুসারে পাঁচ শেকল্ রূপাতে মুক্ত
করিবা। ১৭ কিন্তু গোরুর প্রথমজাতকে কিম্বা মে-
ষের প্রথমজাতকে কিম্বা ছাগলের প্রথমজাতকে
তুমি মুক্ত করিবা না, তাহারাই পবিত্র; তুমি বে-
দির উপরে তাহাদের রক্ত প্রোক্ষণ করিবা, এবং
পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত সুগন্ধি উপহারের
নিমিত্তে তাহাদের মেদ দগ্ধ করিবা। ১৮ এবং
আন্দোলনীয় বক্ষ ও দক্ষিণ স্কন্ধ যেমন তোমার,
তেমনি তাহাদের মাংস তোমারি হইবে। ১৯ এবং
ইস্রায়েল্ বংশ যে সমস্ত বস্তু পবিত্র করিয়া উত্তো-
লনীয় নৈবেদ্যরূপে পরমেশ্বরের উদ্দেশে নিবেদন
করে, সে সকল আমি তোমাকে ও তোমার
সহিত তোমার পুত্রগণকে ও তোমার কন্যাগণকে
নিত্য বিধিমতে দিলাম; পরমেশ্বরের সাক্ষাতে
তোমার ও তোমার বংশের সহিত স্থাপিত এই
নিয়ম নিত্যস্থায়ী হইবে।
২০ পরে পরমেশ্বর হারোণকে কহিলেন, তা-
হাদের ভূমিতে তোমার কোন অধিকার থা-
কিবে না, ও তাহাদের মধ্যে তোমার কোন
অংশ থাকিবে না; ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে
আমিই তোমার অংশ ও অধিকার। ২১ এবং
দেখ, লেবীয়েরা যে সেবা করিতেছে, মণ্ডলীর
আবাসসম্বন্ধীয় তাহাদের সেই সেবার বেতন-
রূপে আমি তাহাদের অধিকারার্থে ইস্রায়েল
বংশের তাবৎ দশমাংশ দিলাম। ২২ আর
ইস্রায়েল্ বংশ যেন পাপ ভোগ করিয়া না
মরে, এই জন্যে এই অবধি তাহারা মণ্ডলীর
আবাসের নিকটবর্ত্তী না হউক। ২৩ কিন্তু লে-
বীয় লোকেরা মণ্ডলীর আবাসের সেবা করিবে,
এবং তাহারা আপনাদের অপরাধ ভোগ করিবে,
ইহা তোমাদের পুরুষানুক্রমে নিত্য বিধি হইবে।
আর তাহারা ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে কোন

অধিকার পাইবে না; ২৪ কিন্তু ইস্রায়েল্ বংশ
পরমেশ্বরের উদ্দেশে উত্তোলনীয় নৈবেদ্যরূপে
যে দশমাংশ উৎসর্গ করিবে, তাহা আমি লে-
বীয়দিগকে অধিকারার্থে দিলাম; অতএব আমি
তাহাদিগকে কহিলাম, ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে
তাহারা কোন অধিকার পাইবে না।
২৫ অপর পরমেশ্বর মুসাকে কহিলেন, ২৬ তুমি
লেবীয়দিগকে কহিবা, ও তাহাদিগকে এই কথা
বলিবা, আমি তোমাদের অধিকারার্থে ইস্রা-
য়েল্ বংশহইতে যে দশমাংশ তোমাদিগকে
দিলাম, তাহা যখন তোমরা তাহাদের হইতে
গ্রহণ করিবা, তৎকালে তোমরা পরমেশ্বরের উদ্দে-
শে উত্তোলনীয় নৈবেদ্যরূপে সেই দশমাংশের
দশমাংশ নিবেদন করিবা। ২৭ তোমাদের দাতব্য
এই উত্তোলনীয় নৈবেদ্য মর্দ্দনস্থানের শস্যের
ন্যায় ও দ্রাক্ষাযন্ত্রের সম্পত্তির ন্যায় গণ্য হইবে।
২৮ এই রূপ তোমরা ইস্রায়েল্ বংশহইতে যে
দশমাংশ গ্রহণ করিবা, তাহাহইতে তোমরাও
পরমেশ্বরের উদ্দেশে উত্তোলনীয় নৈবেদ্য নি-
বেদন করিবা, এবং তাহাহইতে পরমেশ্বরের
লভ্য সেই উত্তোলনীয় নৈবেদ্য হারোণ যা-
জককে দিবা। ২৯ তোমাদের প্রাপ্ত সমস্ত দান-
হইতে তোমরা পরমেশ্বরের লভ্য উত্তোলনীয়
নৈবেদ্য অর্থাৎ সমস্ত উত্তম বস্তুহইতে তাহার
পবিত্র অংশ নিবেদন করিবা। ৩০ অতএব তুমি
তাহাদিগকে কহিবা, তোমরা যখন উত্তম
বস্তুহইতে উত্তোলনীয় নৈবেদ্য নিবেদন কর,
তৎকালে তাহা লেবীয়দের পক্ষে মর্দ্দনস্থানের
সম্পত্তিরূপে ও দ্রাক্ষাযন্ত্রের সম্পত্তিরূপে গণিত
হইবে। ৩১ এবং তোমরা ও তোমাদের পরিজন-
গণ তাহা সর্ব্বত্র ভক্ষণ করিবা; কেননা তাহা
মণ্ডলীর আবাসে সেবানিমিত্তক তোমাদের বে-
তনস্বরূপ। ৩২ এবং সেই উত্তম বস্তুহইতে
নৈবেদ্য উৎসর্গ করিলে তোমরা তৎপ্রযুক্ত কোন
পাপের ফল ভোগ করিবা না; এবং ইস্রা-
য়েল্ বংশের পবিত্র বস্তু অপবিত্র না করাতে
মরিবা না।

১৯ অধ্যায়।

১ রক্তবর্ণ গাভীর ভস্মদ্বারা পবিত্র জল প্রস্তুত করণ,
১১ ও তাহা ব্যবহার করণের ব্যবস্থা।

১ পরে পরমেশ্বর মূসাকে ও হারোণকে কহি-
লেন, ২ পরমেশ্বর এই ব্যবস্থার বিধি আজ্ঞা
করিলেন, ইস্রায়েল্ বংশকে কহ, নির্দ্দোষা ও
নিষ্কলঙ্কা ও যোঁয়ালি বহন করে নাই, এমত
এক রক্তবর্ণা গাভী তাহারা তোমার নিকটে আ-
নুক। ৩ তোমরা সেই গাভী ইলিয়াসর্ যাজককে
দিবা, এবং সে তাহাকে শিবিরের বাহিরে আ-
নিবে, এবং আপনার সম্মুখে বলিদান করা-
ইবে। ৪ পরে ইলিয়াসর যাজক আপন অঙ্গু-
লিদ্বারা তাহার কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া মণ্ডলীর
আবাসের সম্মুখে সাত বার প্রক্ষেপ করিবে।
৫ এবং তাহার দৃষ্টিতে সেই গাভী দগ্ধ হইবে,
অর্থাৎ তাহার গোময়ের সহিত চর্ম্ম ও মাংস
ও রক্ত দগ্ধ হইবে। ৬ পরে যাজক এরস্কাষ্ঠ
ও এসোব্ তৃণ ও সিন্দূরবর্ণ লোম লইয়া ঐ
গোদাহের অগ্নিমধ্যে ফেলিয়া দিবে। ৭ পরে
যাজক আপন বস্ত্র ধৌত করিবে ও শরীরকে
জলেতে স্নান করাইবে; পরে শিবিরে প্রবেশ
করিবে; তথাপি যাজক সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত অশুচি
থাকিবে। ৮ এবং যে জন সেই গাভীকে দগ্ধ
করিবে, সেও আপন বস্ত্র জলে ধৌত করিবে,
ও শরীরকে জলে স্নান করাইবে; তথাপি
সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। ৯ পরে কোন
শুচি লোক ঐ গোভস্ম সংগ্রহ করিয়া শিবি-
রের বাহিরে শুচি স্থানে রাখিবে; তাহা
ইস্রায়েল্ বংশের মণ্ডলীর কারণ রাখা যাই-
বে; তাহা পাপ পরিষ্কারক অশৌচঘ্ন জলের
নিমিত্তে হইবে। ১০ এবং যে ব্যক্তি ঐ গো-
ভস্ম সংগ্রহ করিবে, সেও আপন বস্ত্র ধৌত
করিবে, তথাপি সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত অশুচি থা-
কিবে; ইস্রায়েল্ বংশের প্রতি ও তাহাদের
মধ্যে প্রবাসকারি বিদেশির প্রতি এই নিত্য
বিধি হইবে।
১১ আর যে কেহ কোন মনুষ্যের শব স্পর্শ
করে, সে সাত দিবস অশুচি হইবে। ১২ সে
তৃতীয় দিনে তাহাদ্বারা আপনাকে পরিষ্কার
করিবে, এবং সপ্তম দিনে সে শুচি হইবে;
কিন্তু যদি তৃতীয় দিনে আপনাকে পরিষ্কার
না করে, তবে সপ্তম দিনে শুচি হইবে না।
১৩ আর যে কেহ কোন মৃত মনুষ্যের শব
স্পর্শ করিয়া আপনাকে পরিষ্কার না করে,
সে পরমেশ্বরের আবাস অশুচি করে, সে ইস্রা-
য়েল্ বংশের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে; কেন-
না তাহার উপরে অশৌচঘ্ন জল প্রক্ষিপ্ত হয়
নাই, এই নিমিত্তে সে অশুচি হইবে; তাহার
অশুচিতা তাহাতে থাকিবে। ১৪ কোন মনুষ্য
যদি তাম্বুর মধ্যে মরে, তবে তাহার বিষয়ক
ব্যবস্থা এই; সেই তাম্বুতে প্রবেশকারি সকল
লোক এবং সেই তাম্বুর মধ্যস্থিত তাবৎ লোক
সাত দিবস অশুচি হইবে। ১৫ এবং অবদ্ধ
অর্থাৎ ঢাকনীরহিত বা বন্ধনরহিত সমস্ত সা-
মগ্রী অশুচি হইবে। ১৬ এবং যে কেহ ক্ষেত্রে
খড়্গহত কিম্বা মৃত লোকের শব কিম্বা মনু-
ষ্যের অস্থি কিম্বা কবর স্পর্শ করে, সে সাত
দিবস অশুচি হইবে। ১৭ এবং পাপ পরি-

ষ্কার করণার্থে লোকেরা প্রায়শ্চিত্তবলিরূপে
দগ্ধ গাভীর কিঞ্চিৎ ভস্ম লইয়া পাত্রে করিয়া
তাহার উপরে উনুইর জল দিবে। ১৮ পরে
কোন শুচি মনুষ্য এসোব্ তৃণ লইয়া সেই জলে
মগ্ন করিয়া ঐ তাম্বুর উপরে, ও সেই স্থানের
সমস্ত সামগ্রীর ও সমস্ত লোকের উপরে, এবং
অস্থি কিম্বা হত কিম্বা মৃত লোকের শব কিম্বা
কবর স্পর্শকারি ব্যক্তির উপরে জল প্রক্ষেপ
করিবে। ১৯ এবং ঐ শুচি লোক তৃতীয় দিবসে
ও সপ্তম দিবসে অশুচির উপরে জল প্রক্ষেপ
করিবে; পরে সপ্তম দিবসে সে আপনাকে
পরিষ্কার করিবে, এবং আপন বস্ত্র ধৌত
করিবে ও জলেতে স্নান করিবে; পরে সন্ধ্যা-
কালে শুচি হইবে। ২০ কিন্তু যে মনুষ্য অশুচি
হইয়া আপনাকে পরিষ্কার না করে, সে
মণ্ডলীর মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন হইবে, কেননা
সে পরমেশ্বরের পবিত্র স্থান অশুচি করিল;
তাহার উপরে অশৌচঘ্ন জল প্রক্ষিপ্ত হয় নাই,
অতএব সে অশুচি। ২১ তাহাদের প্রতি ইহা
নিত্য বিধি হইবে; এবং যে কেহ অশৌচঘ্ন
জল প্রক্ষেপ করে, সে আপন বস্ত্র ধৌত করিবে;
ও যে জন অশৌচঘ্ন জল স্পর্শ করে, সেও
সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। ২২ এবং অশুচি
লোক যাহা স্পর্শ করে, তাহা অশুচি হইবে;
এবং যে প্রাণী তাহা স্পর্শ করে, সেও সন্ধ্যা
পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে।

২০ অধ্যায়।

১ মরিয়মের মৃত্যু, ২ ও ইস্রায়েল্ বংশের বচসা,
৭ ও মূসার দণ্ডদ্বারা পর্ব্বতকে আঘাত করণে জল
নির্গত হওন ও মূসার ও হারোণের প্রতি পরমে-
শ্বরের অসন্তোষ, ১৪ ও ইদোম দেশ দিয়া যা-
ইতে মূসার প্রার্থনা, ২২ ও হোর্ পর্ব্বতে হা-
রোণের আপন পদ পুত্রকে দেওন ও মৃত্যু।

১ অপর ইস্রায়েল্ বংশীয় সমস্ত মণ্ডলী প্রথম
মাসে সীন্ প্রান্তরে উপস্থিত হইল, ও লো-
কেরা কাদেশে বাস করিল, এবং সেই স্থানে
মরিয়ম্ মরিলে তাহার কবর দেওয়া গেল।
২ সেই স্থানে মণ্ডলীর কারণ জল ছিল না;
তাহাতে লোকেরা মূসার ও হারোণের প্রতি-
কূলে একত্র হইল। ৩ এবং মূসার সহিত বচসা
করিয়া কহিল, হায়, আমাদের ভ্রাতৃগণ যখন
পরমেশ্বরের সম্মুখে মরিল, তখন কেন আমা-
দের মৃত্যু হইল না? ৪ তোমরা আমাদের ও
আমাদের পশুদের মৃত্যুর জন্যে পরমেশ্বরের
মণ্ডলীকে কেন এই প্রান্তরে আনিলা? ৫ এই কুৎ-
সিত স্থানে আনিবার জন্যে আমাদিগকে মিসর্-
হইতে কেন বাহির করিয়া আনিলা? এই স্থানে
চাস কি ডুম্বুর কি দ্রাক্ষা কি দাড়িম্ব হয় না,
এবং পান করিবার জলও নাই। ৬ পরে মূসা
ও হারোণ মণ্ডলীর সাক্ষাৎহইতে মণ্ডলীর আ-
বাসদ্বারে যাইয়া উবুড় হইয়া পড়িল; তাহাতে
তাহাদের নিকটে পরমেশ্বরের তেজ প্রকাশ
পাইল।
৭ অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ৮ তুমি
যষ্টি গ্রহণ কর, এবং তুমি ও তোমার ভ্রাতা
হারোণ মণ্ডলীর সকল লোককে একত্র
করিয়া তাহাদের সাক্ষাতে এই শৈলকে আজ্ঞা
কর, তাহাতে সে আপনার মধ্যহইতে জল
নিঃসারণ করিবে; এই রূপে তুমি তাহাদের
নিমিত্তে শৈলহইতে জল বাহির করিয়া মণ্ড-
লীকে ও তাহাদের পশুগণকে পান করাইবা।
৯ তখন মূসা তাঁহার আজ্ঞানুসারে পরমেশ্বরের
সম্মুখহইতে যষ্টি গ্রহণ করিল। ১০ এবং মূসা
ও হারোণ শৈল সম্মুখে সকল মণ্ডলীকে একত্র
করিয়া তাহাদিগকে কহিল, হে বিরোধিগণ,
মনোযোগ কর; আমরা তোমাদের নিমিত্তে কি
এই শৈলহইতে জল বাহির করিব? ১১ পরে
মূসা আপনার হস্ত তুলিয়া ঐ যষ্টিদ্বারা শৈলে
দুই বার আঘাত করিলে প্রচুর জল নির্গত
হইল; তাহাতে মণ্ডলী ও তাহাদের পশুগণ
পান করিল।
১২ অপর পরমেশ্বর মূসাকে ও হারোণকে
কহিলেন, তোমরা ইস্রায়েল্ বংশের সম্মুখে
আমার সম্মান করিতে আমার কথাতে প্রত্যয়
করিলা না; অতএব আমি এই মণ্ডলীকে যে
দেশ দিব, সেই দেশে তোমরা তাহাদিগকে
প্রবেশ করাইবা না। ১৩ সেই জলস্থানের নাম
মিরীবা (বিবাদ), যেহেতুক ইস্রায়েল্ বংশ
পরমেশ্বরের সহিত বিবাদ করিল, ও তিনি
তাহাদের মধ্যে সম্মান পাইলেন।
১৪ পরে মূসা কাদেশহইতে ইদোমীয় রা-
জার নিকটে লোকদ্বারা এই কথা প্রেরণ করিল,
তোমার ভ্রাতৃগণ ইস্রায়েল্ বংশ এই কথা
কহে, আমাদের প্রতি যে সমস্ত ক্লেশ ঘটি-
য়াছে, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ। ১৫ আমাদের
পিতৃগণ মিসর্দেশে গিয়াছিল, এবং আমরাও
অনেক দিন মিসর্দেশে বাস করিয়াছি; কিন্তু
মিস্রীয় লোকেরা আমাদের প্রতি ও আমা-
দের পিতৃগণের প্রতি কুব্যবহার করিলে ১৬ আ-
মরা পরমেশ্বরের উদ্দেশে ক্রন্দন করিলাম, তা-
হাতে তিনি আমাদের রব শুনিলেন, এবং
দূত প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে মিসর্হইতে
বাহির করিয়া আনিলেন; এখন দেখ, আমরা
তোমার দেশের সীমাস্থিত কাদেশ নগরে আছি।
১৭ বিনয় করি; তুমি আপনার দেশের মধ্য

দিয়া আমাদিগকে যাইতে দেও, আমরা শস্য-
ক্ষেত্র কি দ্রাক্ষাক্ষেত্র দিয়া যাইব না, এবং
কূপের জলও পান করিব না; কেবল রাজপথ
দিয়া যাইব; যে পর্য্যন্ত তোমার সীমা উত্তীর্ণ
না হই, তাবৎ দক্ষিণে কি বামে ফিরিব না।
১৮ তাহাতে ইদোমীয় রাজা তাহাদিগকে কহিল,
তোমরা আমার দেশের মধ্য দিয়া যাইতে পা-
রিবা না, গেলে আমি খড়্গ লইয়া তোমাদের
বিরুদ্ধে বাহির হইব। ১৯ তখন ইস্রায়েল্ বংশ
উত্তর করিল, আমরা কেবল রাজপথ দিয়া যা-
ইব; যদি আমরা কিম্বা আমাদের পশুগণ কেহ
তোমাদের জল পান করি, তবে তাহার মূল্য দিব;
আমরা পথিকেরই ন্যায় যাত্রা করিব, আর
কিছুই করিব না। ২০ তাহাতে সে উত্তর করিল,
তোমরা আমার দেশের মধ্য দিয়া যাইতে পা-
রিবা না; পরে ইদোমের রাজা অনেক লোককে
সঙ্গে লইয়া মহাবলেতে তাহাদের প্রতিকূলে বা-
হির হইল। ২১ এবং ইস্রায়েল্ বংশকে আপন
সীমা দিয়া যাইতে দিল না; তাহাতে ইস্রায়েল্
বংশ তাহার নিকটহইতে পথান্তরে গমন করিল।
২২ অনন্তর ইস্রায়েল্ বংশীয় তাবৎ মণ্ডলী
কাদেশ্হইতে প্রস্থান করিয়া হোর্ পর্ব্বতে উপ-
স্থিত হইল। ২৩ তখন ইদোম্ দেশের সীমার
নিকটস্থিত হোর্ পর্ব্বতে পরমেশ্বর মূসাকে ও
হারোণকে কহিলেন, ২৪ হারোণ আপন পিতৃ-
লোকদের নিকটে সংগৃহীত হইবে; আমি
ইস্রায়েল্ বংশকে যে দেশ দিব, সে দেশে
সে প্রবেশ করিবে না; কেননা মিরীবা জলের
নিকটে তোমরা আমার আজ্ঞার বিরুদ্ধাচারী
হইয়াছিলা। ২৫ তুমি হারোণকে ও তাহার পুত্র
ইলিয়াসরকে হোর্ পর্ব্বতের উপরে লইয়া যাও।
২৬ এবং হারোণকে স্বীয় বস্ত্র ত্যাগ করাইয়া
তাহার পুত্র ইলিয়াসরকে তাহা পরিধান করাও;
হারোণ সে স্থানে মরিয়া পিতৃলোকদের সহিত
সংগৃহীত হইবে। ২৭ তখন মূসা পরমেশ্বরের
আজ্ঞানুসারে সমস্ত কর্ম্ম করিল, ফলতঃ তাহারা
সমস্ত মণ্ডলীর সাক্ষাতে হোর্ পর্ব্বতে উঠিয়া
গেল। ২৮ পরে মূসা হারোণকে স্বীয় বস্ত্র ত্যাগ
করাইয়া তাহার পুত্র ইলিয়াসরকে তাহা পরি-
ধান করাইল, এবং হারোণ সে স্থানে পর্ব্বত-
শৃঙ্গে মরিল; পরে মূসা ও ইলিয়াসর্ পর্ব্বত-
হইতে নামিয়া আইল। ২৯ অনন্তর হারোণ
মরিয়াছে, ইহা দেখিয়া সমস্ত মণ্ডলী অর্থাৎ
ইস্রায়েল্ বংশ সকল হারোণের জন্যে ত্রিশ দিন
পর্য্যন্ত শোক করিল।

২১ অধ্যায়।

১ হর্মা স্থানে কিনানীয় লোকদের বিনাশ করণ, ৪ ও
লোকদের বচসা প্রযুক্ত জ্বালাদায়ি সর্প প্রেরণ,
৭ ও পিত্তলময় সর্পের প্রতি দৃষ্টি করণে তাহাদের
সুস্থতা, ১০ ও ইস্রায়েল্ লোকদের যাত্রা, ২১ ও
সীহোন্ রাজাকে পরাজয় করণ, ৩৩ ও ওগ্ রা-
জাকে পরাজয় করণ।

১ অপর ইস্রায়েল্ বংশ অথারীম্ পথ দিয়া
আসিতেছে, এই কথা শুনিয়া দক্ষিণ প্রদেশ-
বাসি কিনান্বংশীয় অরাদ্ নগরের রাজা তা-
হাদের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিল ও তাহাদের কতক
লোককে ধরিয়া বন্দী করিল। ২ তাহাতে ইস্রা-
য়েল্ বংশ পরমেশ্বরের উদ্দেশে মানত করিয়া
কহিল, যদি তুমি ইহাদিগকে আমাদের হস্তে
সমর্পণ কর, তবে আমরা তাহাদের নগর সকল
বর্জ্জিত স্থান করিব। ৩ তখন পরমেশ্বর
ইস্রায়েল্ বংশের প্রার্থনাতে কর্ণপাত করিয়া
সেই কিনানীয়দিগকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ
করিলেন; তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশ তাহাদিগকে
ও তাহাদের তাবৎ নগরকে বর্জ্জন করিল, এবং
সেই স্থানের নাম হর্মা (বর্জ্জিত) রাখিল।
৪ পরে তাহারা হোর্ পর্ব্বতহইতে প্রস্থান
করিয়া ইদোম্ দেশ প্রদক্ষিণার্থে সুফার্ণবের
দিগে যাত্রা করিলে পথশ্রান্তিতে লোকদের প্রাণ
বিরক্ত হইল। ৫ তাহাতে লোকেরা ঈশ্বরের ও
মূসার প্রতিকূলে কহিতে লাগিল, তোমরা আ-
মাদিগকে প্রান্তরে বিনষ্ট করিতে মিসর্হইতে
কেন বাহির করিয়া আনিলা? দেখ, এই স্থানে
রুটী নাই ও জল নাই; এবং আমাদের প্রাণ
এই লঘু অন্নকে ঘৃণা করে। ৬ তখন পরমেশ্বর
লোকদের মধ্যে জ্বালাদায়ি সর্প প্রেরণ করি-
লেন; তাহারা লোকদিগকে দংশন করাতে
ইস্রায়েল্ বংশের অনেক লোক মরিল।
৭ অতএব লোকেরা মূসার নিকটে আসিয়া
কহিল, আমরা পরমেশ্বরের ও তোমার প্রতি-
কূলে কথা কহিয়া পাপ করিলাম; পরমেশ্বর
আমাদের নিকটহইতে এই সর্পদিগকে দূর করুন,
তাঁহার কাছে তুমি এই প্রার্থনা কর; তাহাতে
মূসা লোকদের জন্যে প্রার্থনা করিল। ৮ তখন
পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি এক জ্বালা-
দায়ি সর্প নির্ম্মাণ করিয়া এক দণ্ডাগ্রে রাখ;
তাহাতে সর্পদষ্ট যে কোন জন তাহার প্রতি
দৃষ্টি করিবে সে বাঁচিবে। ৯ তখন মূসা পিত্ত-
লের এক সর্প নির্ম্মাণ করিয়া দণ্ডাগ্রে রাখিল;
তাহাতে সর্পদষ্ট যে কোন মনুষ্য ঐ পিত্তল-
ময় সর্পের প্রতি দৃষ্টি করিল, সে বাঁচিল।
১০ পরে ইস্রায়েল্ বংশ যাত্রা করিয়া ওবোতে
শিবির স্থাপন করিল। ১১ পরে ওবোৎহইতে
যাত্রা করিয়া সূর্য্যোদয় দিগে মোয়াবের সম্মুখ-
স্থিত প্রান্তরে ইয়ী-অবারীমে শিবির স্থাপন
করিল। ১২ পরে তথাহইতে যাত্রা করিয়া সে-

রদ্ উপত্যকাতে শিবির স্থাপন করিল। ১৩ তা-
হার পর তথাহইতে যাত্রা করিয়া ইমোরীয়দের
সীমাহইতে নির্গত অর্ণোনের অন্য পারে প্রান্তরে
শিবির স্থাপন করিল; কেননা মোয়াবের ও
ইমোরীয়দের মধ্যবর্ত্তি অর্ণোন্ মোয়াবের সীমা
ছিল। ১৪ তাহাতে পরমেশ্বরের যুদ্ধপুস্তকে লি-
খিত আছে, যথা, 'তিনি ঘূর্ণবায়ুতে বাহেবকে
ও অর্ণোন্ স্রোতস্বতীকে ১৫ এবং আর্ নামক
লোকালয়গামি ও মোয়াবের সীমার পার্শ্ব-
স্থিত জলস্রোতের নিম্নভূমিকে (জয় করিলেন)।'
১৬ তথাহইতে তাহারা বের্ (কূপ) নামক স্থানে
আইল। যে স্থানে পরমেশ্বর মূসাকে কহি-
লেন, 'তুমি লোকদিগকে একত্র কর, আমি তা-
হাদিগকে জল দিব,' এ সেই বের্। ১৭ তখন
ইস্রায়েল্ বংশ এই কথা গান করিল, 'হে
কূপ, উত্থিত হও, তোমরা তাহার বিষয়ে গান
কর; ১৮ অধ্যক্ষগণ সেই কূপ খুদিয়াছে, ও
কুলীনেরা আপন২ যষ্টি লইয়া ব্যবস্থাপকের
আজ্ঞানুসারে তাহা খনন করিয়াছে।' ১৯ পরে
তাহারা প্রান্তরহইতে মত্তানায়, ও মত্তানাহইতে
নহলীয়েলে, ও নহলীয়েলহইতে বামোতে;
২০ ও বামোৎহইতে মোয়াব্ দেশান্তঃপাতি তল-
ভূমি দিয়া যিশীমোন্ অভিমুখ পিস্গা পর্ব্বতের
শৃঙ্গে গমন করিল।
২১ পরে ইস্রায়েল্ বংশ ইমোরীয়দের রাজা
সীহোনের নিকটে ইহা কহিয়া দূত প্রেরণ
করিল; ২২ তুমি আপন দেশের মধ্য দিয়া
আমাদিগকে যাইতে দেও; আমরা শস্যক্ষেত্রে
কি দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করিব না, ও কূপের
জল পান করিব না; যাবৎ তোমার সীমা
উত্তীর্ণ না হই, তাবৎ রাজপথ দিয়া যাইব।
২৩ তথাপি সীহোন্ আপন সীমা দিয়া ইস্রা-
য়েল্ বংশকে যাইতে দিল না, কিন্তু আপন
সৈন্যসামন্ত লইয়া ইস্রায়েল্ বংশের সহিত যুদ্ধ
করিতে প্রান্তরে বাহির হইল, পরে যহসে
উপস্থিত হইয়া ইস্রায়েল্ বংশের সহিত যুদ্ধ
করিল। ২৪ তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশ খড়্গের
ধারে তাহাদিগকে আঘাত করিয়া অর্ণোন্ অবধি
যব্বোক্ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ অম্মোন বংশীয়দের
সীমা পর্য্যন্ত তাহার দেশ অধিকার করিল;
কারণ অম্মোন্ বংশীয়দের সীমা দৃঢ় ছিল।
২৫ এই রূপে ইস্রায়েল্ বংশ ঐ সমস্ত নগর
হস্তগত করিয়া ইমোরীয়দের সমস্ত নগরে ও
হিষ্বোনে ও তাহার সমস্ত নগরে বাস করিতে
লাগিল। ২৬ ঐ হিষ্বোন্ ইমোরীয়দের রাজা
সীহোনের নগর ছিল; ঐ সীহোন্ মোয়া-
বের পূর্ব্ব রাজার প্রতিকূলে যুদ্ধ করিয়া তাহার
হস্তহইতে অর্ণোন্ পর্য্যন্ত তাহার সমস্ত দেশ
লইয়াছিল। ২৭ এই জন্যে কবিগণ কহে, 'হিষ্-
বোনে আইস, সীহোনের নগর পুনর্ব্বার নি-
র্ম্মিত ও দৃঢ়ীকৃত হউক। ২৮ কেননা হিষ্বোন্-
হইতে অগ্নি ও সীহোনের নগরহইতে বহ্নিশিখা
নির্গত হইয়া মোয়াবের আর নগর ও অর্ণোনস্থ
টিকরস্থানের দেবগণকে দগ্ধ করিল। ২৯ হে
মোয়াব্, তোমার সন্তাপ হইল; ও হে কি-
মোশ্ দেবের লোক, তোমরা বিনষ্ট হইলা;
সে আপন পুত্রগণকে পলাতকরূপে ও আপন
কন্যাগণকে বন্দিনীরূপে ইমোরীয় রাজা সী-
হোনের হস্তে সমর্পণ করিল; ৩০ এবং আ-
মরা বাণদ্বারা তাহাদিগকে মারিলে হিষ্-
বোন্ দীবোন্ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইল, ও আমরা
মেদিবাস্থিত নোফহ পর্য্যন্ত সকলকে উচ্ছিন্ন
করিলাম।'
৩১ এই রূপে ইস্রায়েল্ বংশ ইমোরীয় দেশে
বাস করিতে লাগিল। ৩২ পরে মূসা যাসের
নগর অনুসন্ধান করিতে লোক প্রেরণ করিলে
তাহারা তাহার নগর সকল হস্তগত করিয়া
সেই স্থানস্থিত ইমোরীয়দিগকে দূর করিল।
৩৩ পরে তাহারা ফিরিয়া বাশনের পথ
দিয়া গমন করিল; তাহাতে বাশনের রাজা
ওগ্ ও তাহার সমস্ত লোক বাহির হইয়া তা-
হাদের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিতে ইদ্রিয়ীতে গমন
করিল। ৩৪ তখন পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন,
তুমি ইহাহইতে ভীত হইও না, কেননা আমি
ইহাকে ও ইহার সকল লোককে ও ইহার
দেশকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম; তুমি
হিষ্বোন্বাসি ইমোরীয় রাজা সীহোনের প্রতি
যেমন করিলা, ইহার প্রতিও তদ্রূপ করিবা।
৩৫ পরে যে পর্য্যন্ত তাহার কেহ অবশিষ্ট না
থাকিল, তাবৎ তাহারা তাহাকে ও তাহার পুত্র-
গণকে ও তাহার লোকদিগকে আঘাত করিয়া
তাহার দেশ অধিকার করিয়া লইল।

২২ অধ্যায়।

১ মোয়াবের নিকটে ইস্রায়েল্ বংশের যাত্রা করণ, ২ ও বিলিয়মের নিকটে বালাকের দূত প্রেরণ, ১৫ ও দ্বিতীয় বার দূত প্রেরণ ও বিলিয়মের যাত্রা, ২২ ও তাহার বিঘ্ন করণার্থে পরমেশ্বরের দূতের আগমন, ৩৬ ও বিলিয়মকে বালাকের অতিথি করণ।

১ পরে ইস্রায়েল্ বংশ যাত্রা করিয়া যিরীহোর
নিকটস্থিত যর্দনের ওপারে মোয়াবের প্রান্তরে
শিবির স্থাপন করিল।
২ ইস্রায়েল্ বংশ ইমোরীয়দের প্রতি যে২
ব্যবহার করিল, তাহা সিপ্পোরের পুত্র বা-
লাক্ দেখিয়াছিল। ৩ এবং তাহাদের লোকের

বহুত্ব প্রযুক্ত মোয়াবের রাজা অতিশয় ভীত
ও ইস্রায়েল্ বংশহইতে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া-
ছিল। ৪ পরে মোয়াবের রাজা মিদিয়নের
প্রাচীনগণকে কহিল, গোরু যেমন ক্ষেত্রের তৃণ
গ্রাস করে, তেমনি এই লোকসমূহ আমাদের
চতুর্দ্দিক্স্থ সকলকে গ্রাস করিবে; তৎকালে
সিপ্পোরের পুত্র বালাক্ মোয়াবীয়দের রাজা
ছিল। ৫ অতএব সে বিয়োরের পুত্র বিলিয়ম-
কে আহ্বান করিতে তাহার স্বজাতীয়দের জন্ম-
ভূমিতে অর্থাৎ ফরাৎ নদীর তীরস্থ পিথোর
নগরে দূত পাঠাইয়া তাহাকে কহিল, দেখ,
মিসর্হইতে এক জাতি বাহির হইয়া আসি-
য়াছে, তাহারা ভূতল আচ্ছন্ন করিয়া আমার
সম্মুখে আছে। ৬ আমি নিবেদন করি, তাহারা
আমাহইতে বলবান; অতএব তুমি আসিয়া আ-
মার নিমিত্তে সেই লোকদিগকে শাপ দেও;
কি জানি তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া দেশহইতে
দূর করা আমার সাধ্য হইবে; কেননা তুমি
যাহাকে আশীর্ব্বাদ কর, সে আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
হয়, ও যাহাকে শাপ দেও, সে শাপগ্রস্ত হয়,
ইহা আমি জানি। ৭ পরে মোয়াবের ও মিদি-
য়নের প্রাচীন লোকেরা মন্ত্রের পুরস্কার হস্তে
লইয়া প্রস্থান করিল, এবং বিলিয়মের নিকটে
উপস্থিত হইয়া বালাকের কথা তাহাকে কহিল।
৮ তাহাতে সে তাহাদিগকে উত্তর করিল, তো-
মরা এই স্থানে রাত্রি যাপন কর; পরে
পরমেশ্বর যাহা কহিবেন, তাহা আমি তোমা-
দিগকে কহিব; তাহাতে মোয়াবের অধ্যক্ষগণ
বিলিয়মের সহিত প্রবাস করিল। ৯ অপর ঈশ্বর
বিলিয়মের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে
কহিলেন, তোমার সঙ্গে এই লোকেরা কে?
১০ তাহাতে বিলিয়ম্ ঈশ্বরকে কহিল, মোয়া-
বের রাজা সিপ্পোরের পুত্র বালাক্ ইহা কহিয়া
আমার নিকটে লোক পাঠাইয়াছে; ১১ দেখ, মি-
সর্দেশহইতে বহির্গত অমুক জাতি ভূতল আ-
চ্ছন্ন করিয়াছে; অতএব এখন তুমি আসিয়া
আমার নিমিত্তে তাহাদিগকে শাপ দেও, কি
জানি আমি তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া দূর
করিতে পারিব। ১২ তাহাতে ঈশ্বর বিলিয়ম্কে
কহিলেন, তুমি তাহাদের সঙ্গে যাইও না, ও
সেই লোকদিগকে শাপ দিও না, কেননা তাহারা
আশীর্ব্বাদের পাত্র। ১৩ পরে বিলিয়ম্ প্রাতঃ-
কালে উঠিয়া বালাকের অধ্যক্ষগণকে কহিল,
তোমরা আপন দেশে যাও, কেননা তোমাদের
সহিত আমার গমনেতে পরমেশ্বর অসম্মত আ-
ছেন। ১৪ তাহাতে মোয়াবের অধ্যক্ষগণ উঠিয়া
বালাকের নিকটে যাইয়া কহিল, আমাদের
সহিত আসিতে বিলিয়ম্ অসম্মত হইল।

১৫ পরে বালাক্ পূর্ব্বাপেক্ষা বহুসংখ্যক ও
সম্ভ্রান্ত অন্য অধ্যক্ষগণকে প্রেরণ করিল। ১৬ তা-
হাতে তাহারা বিলিয়মের নিকটে আসিয়া তা-
হাকে কহিল, সিপ্পোরের পুত্র বালাক্ এই
কথা কহে, আমি নিবেদন করি, আমার নি-
কটে আসিতে তুমি নিবারিত হইও না। ১৭ আমি
তোমাকে অতিশয় সম্মানবিশিষ্ট করিব; এবং
যাহা আজ্ঞা করিবা, তাহাই করিব; অতএব
বিনয় করি, তুমি আসিয়া আমার নিমিত্তে এই
লোকদিগকে শাপ দেও। ১৮ তাহাতে বিলিয়ম্
বালাকের দাসদিগকে উত্তর করিল, যদ্যপি বা-
লাক্ রূপা ও স্বর্ণেতে পরিপূর্ণ আপন গৃহ
আমাকে দেয়, তথাপি আমি ক্ষুদ্র কি মহৎ
কর্ম্মদ্বারা আপন প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন
করিতে পারিব না। ১৯ এই ক্ষণে নিবেদন করি,
তোমরাও এই স্থানে রাত্রি যাপন কর, পরমে-
শ্বর আমাকে আর যাহা কহিবেন, তাহা আমি
জানিব। ২০ পরে ঈশ্বর রাত্রিতে বিলিয়মের
নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে কহিলেন, ঐ
লোকেরা যদি তোমাকে ডাকিতে আসিয়া থাকে,
তবে তুমি উঠিয়া তাহাদের সহিত যাইতে পার;
কিন্তু আমি তোমাকে যাহা কহিব, তুমি তাহাই-
মাত্র করিবা। ২১ তাহাতে বিলিয়ম্ প্রাতঃকা-
লে উঠিয়া আপন গর্দ্দভী সাজাইয়া মোয়াবের
অধ্যক্ষদের সহিত গমন করিল।

২২ অপর তাহার গমন করাতে ঈশ্বরের
ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, এবং পরমেশ্বরের দূত
তাহার প্রতিকূল হইয়া শত্রুরূপে তাহার পথে
দাঁড়াইলেন; তখন সে আপন গর্দ্দভীতে চড়ি-
য়া দুই দাসের সহিত যাইতেছিল। ২৩ অপর
সেই গর্দ্দভী নিষ্কোষ খড়্গধারি পরমেশ্বরের
দূতকে পথিমধ্যে দণ্ডায়মান দেখিল; অতএব
গর্দ্দভী পথ ছাড়িয়া ক্ষেত্রে গমন করিল; তাহাতে
বিলিয়ম্ তাহাকে পথে আনিবার জন্যে প্রহার
করিল। ২৪ পরে পরমেশ্বরের দূত উভয় দিগে
প্রাচীরবিশিষ্ট দ্রাক্ষাক্ষেত্রের গলিপথে দাঁড়াই-
লেন। ২৫ তখন গর্দ্দভী পরমেশ্বরের দূতকে
দেখিয়া প্রাচীরে গাত্র ঘেঁসিয়া যাওয়াতে প্রাচী-
রেতে বিলিয়মের পদঘর্ষণ হইল; তাহাতে সে
আর বার তাহাকে প্রহার করিল। ২৬ পরে
পরমেশ্বরের দূত আরো কিছু অগ্রসর হইয়া
দক্ষিণে কিম্বা বামে ফিরিবার স্থান নাই, এমত
এক সঙ্কুচিত পথে দাঁড়াইলেন। ২৭ তখন গর্দ্দভী
পরমেশ্বরের দূতকে দেখিয়া বিলিয়মের নীচে
ভূমিতে পড়িল; তাহাতে বিলিয়মের ক্রোধ
প্রজ্বলিত হইলে সে গর্দ্দভীকে যষ্টির আঘাত
করিতে লাগিল। ২৮ তাহাতে পরমেশ্বর গর্দ্দভীকে
বাক্শক্তি দিলে গর্দ্দভী বিলিয়ম্কে কহিল; আমি

তোমার কি করিলাম যে তুমি তিন বার আমাকে প্রহার কর? ২৯ বিলিয়ম্ গর্দ্দভীকে কহিল, তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিতেছ; আমার হস্তে যদি খড়্গ থাকিত, তবে আমি এই ক্ষণে তোমাকে বধ করিতাম। ৩০ পরে গর্দ্দভী বিলিয়মকে কহিল, তুমি জন্মাবধি অদ্য পর্য্যন্ত যাহার উপরে আরোহণ করিয়া থাক, আমি কি তোমার সেই গর্দ্দভী নহি? আমি কি তোমার প্রতি এমত কুব্যবহার করিয়া থাকি? তাহাতে সে কহিল, না। ৩১ তখন পরমেশ্বর বিলিয়মের চক্ষু প্রসন্ন করিলে সে নিষ্কোষ খড়্গধারি পরমেশ্বরের দূতকে পথের মধ্যে দণ্ডায়মান দেখিল, তাহাতে সে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উবুড় হইয়া পড়িল। ৩২ তখন পরমেশ্বরের দূত তাহাকে কহিলেন, তুমি আপন গর্দ্দভীকে কেন তিন বার প্রহার করিলা? দেখ, আমি তোমার শত্রুরূপে বাহির হইয়াছি, কেননা আমার সাক্ষাতে তোমার বিপথে যাত্রা হইতেছে। ৩৩ এবং গর্দ্দভী আমাকে দেখিয়া এই তিন বার আমার সম্মুখহইতে ফিরিল; সে যদি আমার সম্মুখহইতে না ফিরিত, তবে আমি অবশ্য তোমাকে বধ করিতাম, কিন্তু তাহাকে রক্ষা করিতাম। ৩৪ তাহাতে বিলিয়ম্ পরমেশ্বরের দূতকে কহিল, আমি অপরাধ করিলাম, তুমি আমার বিপরীতে পথে দাঁড়াইয়া আছ, তাহা আমি জানি নাই; কিন্তু এই ক্ষণে যদি ইহাতে তোমার অসন্তোষ হয়, তবে আমি ফিরিয়া যাই। ৩৫ তাহাতে পরমেশ্বরের দূত বিলিয়মকে কহিলেন, তুমি ইহাদের সহিত যাইতে পার, কিন্তু আমি যে কথা তোমাকে কহিব, তুমি কেবল তাহাই কহিবা; তাহাতে বিলিয়ম্ বালাকের অধ্যক্ষদের সহিত গমন করিল।

৩৬ পরে বিলিয়মের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া বালাক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে দেশসীমার প্রান্তস্থিত অর্ণোনের সীমাস্থ মোয়াবের নগরে গমন করিল। ৩৭ পরে বালাক্ বিলিয়মকে কহিল, আমি তোমাকে ডাকিতে কি অতি যত্ন পূর্ব্বক লোক পাঠাই নাই? তুমি আমার নিকটে কেন আইস নাই? তোমাকে সম্মানিত করিতে আমি কি নিতান্ত অপারক? ৩৮ তাহাতে বিলিয়ম্ বালাককে কহিল, দেখ, এ বার আমি তোমার নিকটে আইলাম, কিন্তু এখনো কোন কথা কহিতে কি আমার ক্ষমতা আছে? ঈশ্বর আমার মুখে যে বাক্য দেন, তাহাই কহিব। ৩৯ পরে বিলিয়ম্ বালাকের সহিত গমন করিয়া কিরিয়োৎ-হুষোতে উপস্থিত হইল। ৪০ এবং বালাক্ গোরু ও মেষ বলিদান করিয়া বিলিয়মের ও তাহার সঙ্গি অধ্যক্ষদের নিকটে পাঠাইল।

২৩ অধ্যায়।

১ বালাকের বলিদান করণ ও বিলিয়মের প্রথম কথা, ১৪ ও অন্য স্থানে বলিদান করণ ও বিলিয়মের দ্বিতীয় কথা, ২৫ ও বালাকের অসন্তুষ্টি, ২৭ ও অন্য স্থানে যাইয়া তাহার বলিদান করণ।

১ অপর প্রত্যূষে বালাক্ বিলিয়মকে সঙ্গে লইয়া লোকদের পরিসীমা দেখাইতে তাহাকে বালের টিকরস্থানে আরোহণ করাইল; তাহাতে বিলিয়ম্ বালাককে কহিল, তুমি এই স্থানে আমার নিমিত্তে সাত বেদি নির্ম্মাণ কর, এবং সাত গোবৎস ও সাত মেষ আয়োজন কর। ২ তাহাতে বালাক্ বিলিয়মের বাক্যানুসারে সেই রূপ করিল; তখন বালাক্ ও বিলিয়ম্ এক২ বেদিতে এক২ গোবৎস ও এক২ মেষ উৎসর্গ করিল। ৩ পরে বিলিয়ম্ বালাককে কহিল, তুমি আপন হোমবলির নিকটে দাঁড়াও; আমি যাই, হয় তো পরমেশ্বর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন; তিনি আমাকে যাহা জ্ঞাত করেন, তাহা আমি তোমাকে কহিব; পরে সে উচ্চ স্থানে গমন করিল। ৪ তখন ঈশ্বর বিলিয়মের সহিত সাক্ষাৎ করিলে সে তাঁহাকে কহিল, আমি সাত বেদি প্রস্তুত করিলাম, এবং এক২ বেদিতে এক২ গোবৎস ও এক২ মেষ উৎসর্গ করিলাম। ৫ তখন পরমেশ্বর বিলিয়মের মুখে এক বাক্য দিয়া তাহাকে কহিলেন, তুমি বালাকের নিকটে ফিরিয়া গিয়া তাহাকে এই কথা কহ। ৬ তাহাতে সে তাহার নিকটে ফিরিয়া গেল; তখন বালাক্ ও মোয়াবের অধ্যক্ষ সকল হোমের নিকটে দণ্ডায়মান ছিল। ৭ পরে বিলিয়ম্ কথা গ্রহণ করিয়া কহিল, মোয়াবের বালাক্ রাজা এই কথা কহিয়া পূর্ব্বদিক্‌স্থিত পর্ব্বতময় অরাম্‌হইতে আমাকে আনিল; আইস, আমার নিমিত্তে যাকুবকে শাপ দেও; ও আইস, ইস্রায়েল্ বংশের প্রতি অভিশাপ দেও। ৮ কিন্তু ঈশ্বর যাহাকে শাপ দেন নাই, আমি তাহাকে কি রূপে শাপ দিব? ও পরমেশ্বর যাহাকে অভিশাপ দেন নাই, আমি তাহাকে কি প্রকারে অভিশাপ দিব? ৯ আমি পর্ব্বতের শৃঙ্গহইতে তাহাকে দেখিতে পাই, ও গিরিহইতে তাহার দর্শন পাই; দেখ, ঐ লোকসমূহ স্বতন্ত্র বাস করিবে, অন্য জাতিদের মধ্যে গণিত হইবে না। ১০ যাকুবের ধূলি ও ইস্রায়েলের চতুর্থাংশের সংখ্যা কে গণনা করিতে পারে? ধার্ম্মিকের মৃত্যুর ন্যায় আমার মৃত্যু হউক, ও তাহার শেষাবস্থার তুল্য আমার শেষাবস্থা হউক। ১১ পরে বালাক্ বিলিয়মকে কহিল, তুমি আমার প্রতি এই কি করিলা? আমার শত্রুগণকে শাপ দিতে তোমাকে আনিলাম, কিন্তু দেখ, তুমি তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে

আশীর্ব্বাদ করিলা। ১২ তাহাতে সে উত্তর করিল,
পরমেশ্বর আমার মুখে যে কথা দেন, সাবধান
হইয়া তাহাই কহা কি আমার উচিত নহে?
১৩ বালাক্ কহিল, আমি নিবেদন করি, তুমি
যে স্থানহইতে তাহাদিগকে দেখিতে পাইবা,
কিন্তু তাহাদের সকল দেখিতে না পাইয়া প্রান্ত-
ভাগমাত্র দেখিতে পাইবা, এমত অন্য স্থানে
আমার সহিত আসিয়া সেখানে থাকিয়া আ-
মার নিমিত্তে তাহাদিগকে শাপ দেও।
১৪ তাহাতে বালাক্ তাহাকে পিস্গার পৃষ্ঠ-
স্থিত প্রহরিক্ষেত্রে লইয়া গিয়া সেই স্থানে সাত
বেদি নির্ম্মাণ করিল, এবং প্রত্যেক বেদিতে
এক২ গোবৎস ও এক২ মেষ উৎসর্গ করিল।
১৫ পরে সে বালাক্কে কহিল, আমি যাবৎ ঐ
স্থানে ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করি, তাবৎ তুমি
এই স্থানে আপন হোমবলির নিকটে দাঁড়াও।
১৬ পরে পরমেশ্বর বিলিয়মের সহিত সাক্ষাৎ
করিয়া তাহার মুখে এক বাক্য দিয়া তাহাকে
কহিলেন, তুমি বালাকের নিকটে ফিরিয়া গিয়া
এই কথা কহ। ১৭ তাহাতে সে তাহার নিকটে
উপস্থিত হইল, তৎকালে বালাক্ ও মোয়াবের
অধ্যক্ষগণ হোমবলির নিকটে দণ্ডায়মান ছিল;
তখন বালাক্ তাহাকে জিজ্ঞাসিল, পরমেশ্বর কি
কহিলেন? ১৮ তাহাতে বিলিয়ম্ কথা গ্রহণ
করিয়া কহিল, হে বালাক, উঠিয়া শুন, ও হে
সিপ্পোরের পুত্র, আমার কথায় মনোযোগ
কর। ১৯ ঈশ্বর মিথ্যাবাদি মনুষ্য নহেন, ও
অনুতাপকারি মনুষ্যের সন্তান নহেন; তিনি
কহিয়া কি সফল করিবেন না? ও বলিয়া কি
সিদ্ধ করিবেন না? ২০ দেখ, আমি আশীর্ব্বাদ
করণের আজ্ঞা পাইলাম; তিনি যে আশীর্ব্বাদ
করিলেন, তাহার অন্যথা আমি করিতে পারি
না। ২১ তিনি যাকুব্ বংশে পাপ দেখেন না,
ও ইস্রায়েল্ বংশে দণ্ডনীয়ত্ব দেখেন না;
তাহাদের প্রভু পরমেশ্বর তাহাদের সহকারী আ-
ছেন, ও রাজার রাজজয়ধ্বনি তাহাদের মধ্যবর্ত্তী।
২২ ঈশ্বর মিসর্দেশহইতে তাহাদের আনয়ন-
কারী; তাহারা গণ্ডারের ন্যায় বলবান। ২৩ যা-
কুব্ বংশের মায়াশক্তি নাই, এবং ইস্রায়েল্
বংশের মন্ত্র নাই; কিন্তু 'ঈশ্বর কেমন কর্ম্ম
করিয়াছেন!' এই কথা যাকুবের ও ইস্রায়েল্
বংশের বিষয়ে একেবারে কহিতে হয়। ২৪ দেখ,
ঐ লোকসমূহ সিংহীর ন্যায় উঠিবে, ও মৃগ-
রাজের ন্যায় গাত্রোত্থান করিবে, এবং যে পর্য্যন্ত
শিকার ভোজন না করে, ও হত লোকদের
রক্ত পান না করে, তাবৎ শয়ন করিবে না।
২৫ পরে বালাক্ বিলিয়ম্কে কহিল, তুমি তা-
হাদিগকে শাপ দিও না, এবং আশীর্ব্বাদও
করিও না। ২৬ তাহাতে বিলিয়ম্ উত্তর করিল,
পরমেশ্বর আমাকে যে কিছু কহিবেন, তাহাই
আমি করিব, এ কথা কি আমি তোমাকে
কহি নাই?
২৭ তথাপি বালাক্ বিলিয়ম্কে কহিল, বিনয়
করিয়া কহি, আইস, আমি তোমাকে অন্য
স্থানে লইয়া যাই; তাহাতে সে স্থানে হয় তো
আমার নিমিত্তে তাহাদিগকে শাপ দিতে ঈশ্ব-
রের সন্তোষ হইতে পারে। ২৮ পরে বালাক্
যিশীমোন্ অভিমুখ পিয়োরের শৃঙ্গে বিলিয়ম্-
কে লইয়া গেল। ২৯ তাহাতে বিলিয়ম্ বালাক্কে
কহিল, এই স্থানে আমার নিমিত্তে সাত বেদি
নির্ম্মাণ কর, ও সাত গোবৎস ও সাত মেষ
আয়োজন কর। ৩০ তখন বালাক্ বিলিয়মের বা-
ক্যানুরূপ করিয়া প্রত্যেক বেদিতে এক২ গো-
বৎস ও এক২ মেষ উৎসর্গ করিল।

২৪ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েল্ বংশের বিষয়ে বিলিয়মের ভবিষ্যদ্বাক্য,
১০ ও তৎপ্রযুক্ত তাহার প্রতি বালাকের ক্রোধ,
১৫ ও যাকুবের তারাদির বিষয়ে বিলিয়মের ভবি-
ষ্যদ্বাক্য।

১ পরে ইস্রায়েল্ বংশের প্রতি আশীর্ব্বাদ করি-
তে পরমেশ্বরের তুষ্টি আছে, ইহা দেখিয়া
বিলিয়ম্ পূর্ব্বের ন্যায় মন্ত্র শিখিতে প্রবৃত্ত না
হইয়া প্রান্তরের দিগে মুখ করিল। ২ তাহাতে
বিলিয়ম্ আপন চক্ষু তুলিয়া বংশানুক্রমে বাস-
কারি ইস্রায়েল্ বংশকে দেখিল; এবং ঈশ্ব-
রের আত্মা তাহাতে আবির্ভূত হইলেন। ৩ তখন
সে কথা গ্রহণ করিয়া কহিল, বিয়োরের পুত্র
বিলিয়ম্ কহিতেছে, ও যাহার উন্মীলিত চক্ষু,
সে মনুষ্য কহিতেছে; ৪ এবং যে ঈশ্বরের বাক্য
শুনে ও সর্ব্বশক্তিমানহইতে দর্শন পায়, সে
অভিভূত ও উন্মীলিতচক্ষু হইয়া কহিতেছে। ৫ হে
যাকুব্ বংশ, তোমার শিবির, ও হে ইস্রায়েল
বংশ, তোমার আবাস কেমন সুন্দর! ৬ তাহা
উপত্যকার ন্যায় বিস্তারিত, ও নদীতীরস্থ উদ্যা-
নের তুল্য, ও পরমেশ্বরের রোপিত অগুরু বৃ-
ক্ষের সদৃশ, ও জলনিকটস্থ এরস্বৃক্ষের ন্যায়।
৭ তাহার কলসহইতে জল উথলিবে, এবং তা-
হার বীজ অনেক জলে সিক্ত হইবে, ও তাহার
রাজা অগাগ্ অপেক্ষাও উন্নত হইবেন, ও তাহার
রাজ্য বর্দ্ধমান হইবে। ৮ ঈশ্বর তাহাকে মিসর্-
দেশহইতে বাহির করিয়া আনিয়াছেন; সে
গণ্ডারের ন্যায় বলবান, সে অন্যজাতীয় শত্রুগণকে
গ্রাস করিবে, ও তাহাদের অস্থি চূর্ণ করিবে,
ও আপন বাণদ্বারা তাহাদিগকে ভেদ করিবে।
৯ সে মৃগরাজের কিম্বা সিংহীর ন্যায় নত হই-

য়া শয়ন করিবে, তাহাতে তাহাকে কে উঠা-
ইবে? যে কেহ তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিবে,
সে আশীর্ব্বাদ পাইবে; ও যে কেহ তাহাকে
শাপ দিবে, সে শাপগ্রস্ত হইবে।
১০ তখন বিলিয়মের প্রতি বালাকের ক্রোধ
প্রজ্বলিত হইলে সে আপন হস্তে হস্তের আঘাত
করিল, এবং বালাক্ বিলিয়মকে কহিল, শত্রু-
গণকে শাপ দিতে আমি তোমাকে আনিলাম,
কিন্তু তুমি তিন বার সর্ব্বতোভাবে তাহাদিগকে
আশীর্ব্বাদ করিলা। ১১ এখন তুমি স্বস্থানে
পলায়ন কর; আমি তোমাকে অতিশয় গৌর-
বান্বিত করিব, ইহা ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু দেখ,
পরমেশ্বর তোমার গৌরবে বাধা দিলেন।
১২ তাহাতে বিলিয়ম্ বালাক্কে উত্তর করিল,
বালাক্ স্বর্ণ ও রূপাতে পরিপূর্ণ আপন ভাণ্ডার
আমাকে দিলেও আমি আপন ইচ্ছাতে ভাল
কি মন্দ করিতে পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন
করিতে পারি না; ১৩ পরমেশ্বর যাহা কহি-
বেন, আমি তাহাই কহিব; এ কথা আমি কি
তোমার প্রেরিত দূতগণের সাক্ষাতেও কহি
নাই? ১৪ এখন দেখ, আমি স্বজাতীয়দের নিক-
টে যাই; আইস, এই লোকেরা শেষযুগে তো-
মার লোকদের প্রতি কি করিবে, তাহা তো-
মাকে জ্ঞাত করি।
১৫ পরে সে কথা গ্রহণ করিয়া কহিল, বি-
য়োরের পুত্র বিলিয়ম্ কহিতেছে, ও যাহার
উন্মীলিত চক্ষু, সে মনুষ্য কহিতেছে; ১৬ এবং
যে ঈশ্বরের বাক্য শুনে, ও সর্ব্বশক্তিমানহইতে
দর্শন পায়, সে অভিভূত ও উন্মীলিতচক্ষু হইয়া
কহিতেছে। ১৭ আমি তাঁহাকে দেখিতেছি, কিন্তু
এই ক্ষণে নয়; ও তাঁহার দর্শন পাইতেছি, কিন্তু
নিকটে নয়; যাকুব্হইতে এক তারা উদিত হই-
বে, ও ইস্রায়েল্ বংশহইতে এক রাজদণ্ড উত্থিত
হইবে; তাহা মোয়াবের পার্শ্ব ভগ্ন করিবে,
ও কলহকারি লোকদের বংশকে সংহার
করিবে। ১৮ এবং ইদোম্ তাহার অধিকার
হইবে, ও তাহার শত্রু সেয়ীর্ তাহার অধিকার
হইবে, এবং ইস্রায়েল্ বংশ অতি বীরের ন্যায়
আচরণ করিবে। ১৯ ও যাকুব্হইতে উৎপন্ন
এক জন কর্ত্তৃত্ব করিবেন, ও নগরের অবশিষ্ট
লোকদিগকে বিনষ্ট করিবেন। ২০ পরে সে
অমালেকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কথা গ্রহণ করি-
য়া কহিল, এই অমালেক্ অন্য জাতীয়দের
অগ্রগণ্য বটে, কিন্তু সর্ব্বনাশ ইহার শেষদশা
হইবে। ২১ পরে সে কেনীয়দের প্রতি দৃষ্টি
করিয়া কথা গ্রহণ করিয়া কহিল, তোমার নি-
বাস অতি দৃঢ়, এবং তোমার বাসা শৈলে
স্থাপিত। ২২ তথাপি কেনীয় বংশ বিনষ্ট
হইবে, ও অশূর্ কত দূরে তোমাদিগকে বন্দী
করিয়া লইয়া যাইবে। ২৩ পরে সে আপন
কথা গ্রহণ করিয়া কহিল, হায় ২! যখন পরমে-
শ্বর ইহা করিবেন, তখন কে বাঁচিবে? ২৪ ও
কিত্তীমের তীরহইতে জাহাজ আসিয়া অশূর্কে
ক্লেশ দিবে ও এবর্কে দুঃখ দিবে, কিন্তু তাহা-
রাও বিনষ্ট হইবে। ২৫ পরে বিলিয়ম্ উঠিয়া
স্বস্থানে প্রস্থান করিল, এবং বালাক্ও আপন
পথে চলিয়া গেল।

২৫ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েল্ লোকের বাল্পিয়োর্ দেবের পূজা করণ,
৬ ও সিম্রির ও কস্বীর বধ, ১০ ও তাহাদের বধ
করণ প্রযুক্ত পীনিহসের পুরস্কার, ১৬ ও মিদিয়ন্
লোককে দুঃখ দিতে ঈশ্বরের আজ্ঞা।

১ পরে ইস্রায়েল্ বংশ শিটীমে বাস করিলে
লোকেরা মোয়াবের কন্যাদের সহিত ব্যভিচার
কর্ম্ম করিতে লাগিল। ২ এবং সেই কন্যারা
তাহাদিগকে আপনাদের দেবপ্রসাদ ভোজনের
নিমন্ত্রণ করিলে লোকেরা ভোজন করিয়া তা-
হাদের দেবগণকে প্রণাম করিল। ৩ বিশে-
ষতঃ বাল্পিয়োর্ দেবের প্রতি ইস্রায়েল বংশ
আসক্ত হইতে লাগিল; অতএব ইস্রায়েল্ বং-
শের প্রতি পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল।
৪ এবং পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি লো-
কদের অধ্যক্ষগণকে লইয়া পরমেশ্বরের উদ্দে-
শে সূর্য্যের সম্মুখে তাহাদিগকে টাঙ্গাইয়া দেও;
তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশহইতে পরমেশ্বরের প্র-
চণ্ড ক্রোধ নিবৃত্ত হইবে। ৫ তখন মূসা ইস্রা-
য়েল্ বংশের বিচারকর্ত্তৃগণকে কহিল, তোমরা
প্রত্যেকে বাল্পিয়োরের প্রতি আসক্ত আপন ২
লোকদিগকে বধ কর।
৬ পরে মণ্ডলীর আবাসের নিকটে রোদন-
কারি ইস্রায়েল্ বংশের তাবৎ মণ্ডলীর ও মূসার
সাক্ষাতে ইস্রায়েল্ বংশের এক জন আপন
জ্ঞাতিগণের নিকটে এক মিদিয়নীয় স্ত্রীকে আ-
নিল। ৭ তাহা দেখিয়া হারোণ যাজকের পৌত্র
ইলিয়াসরের পুত্র পীনিহস্ মণ্ডলীর মধ্যহইতে
উঠিয়া হস্তে বড়শা লইয়া ৮ ইস্রায়েল বংশীয়
ঐ লোকের পশ্চাৎ ২ কুঠরীতে প্রবেশ করিয়া
ঐ দুই জনের অর্থাৎ ইস্রায়েল্ বংশীয় পুরু-
ষের ও সেই স্ত্রীর গুহ্য স্থান বিন্ধিয়া বধ
করিল; তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশহইতে ঐ মারী
নিবৃত্ত হইল। ৯ কিন্তু যাহারা ঐ মারীতে মরিয়া-
ছিল, তাহারা চব্বিশ সহস্র লোক ছিল।
১০ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, লোক-
দের মধ্যে আমার নিমিত্তে অন্তর্জ্বালা প্রকাশ
করাতে হারোণ যাজকের পৌত্র ইলিয়াসরের

পুত্র পীনিহস্ ইস্রায়েল্ বংশহইতে আমার
অন্তর্জ্বালা নিবারণ করিল; তাহাতে আমি অন্ত-
র্জ্বালা প্রযুক্ত ইস্রায়েল্ বংশের লোকদিগকে
বিনষ্ট করিলাম না। ১২ অতএব তুমি এই কথা
কহ, দেখ, আমি তাহাকে আপন শান্তিকর
নিয়ম দিলাম। ১৩ তাহাতে তাহার পক্ষে ও
পুরুষানুক্রমে তাহার বংশের পক্ষে নিত্য যা-
জকতার নিয়ম স্থির হইবে; কেননা সে আ-
পন ঈশ্বরের নিমিত্তে অন্তর্জ্বালা প্রকাশ করিল,
ও ইস্রায়েল্ বংশের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত করিল।
১৪ ইস্রায়েল্ বংশের যে পুরুষ ঐ মিদিয়নীয়া
স্ত্রীর সহিত হত হইয়াছিল, সে শিমিয়োনীয়দের
পিতৃবংশের অধ্যক্ষ সালূর পুত্র; তাহার নাম
সিম্রি ছিল। ১৫ এবং ঐ হত মিদিয়নীয়া স্ত্রীর
নাম কস্‌বী; সে সূরের কন্যা, এবং ঐ সূর
মিদিয়নীয় প্রধান বংশের অধ্যক্ষ ছিল।
১৬ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ১৭ তুমি
মিদিয়নীয় লোকদিগকে ক্লেশ দেও ও পরাজয়
কর। ১৮ কেননা পিয়োর্ দেবতাবিষয়ক ছলে-
তে এবং সেই পিয়োরজন্য মারীর দিবসে হতা
তাহাদের আত্মীয়া কস্‌বী নাম্নী মিদিয়নীয়
রাজকুমারী বিষয়ক ছলেতে তাহারা তোমাদি-
গকে ছল করিয়া ক্লেশ দিল।

২৬ অধ্যায়।

১ তাবৎ লোকের সংখ্যা করিতে ঈশ্বরের আজ্ঞা,
৫ ও ইস্রায়েলের তাবৎ বংশের সংখ্যা, ৫২ ও
ভূমির বিভাগ কথা, ৫৭ ও লেবীয়দের বংশ ও
সংখ্যা, ৬৩ ও মিসর্‌হইতে নির্গত লোকদের মধ্যে
কেবল কালেব্ ও যিহোশূয় বিনা আর কোন
পুরুষের গণিত না হওন।

১ ঐ মারীর পরে পরমেশ্বর মূসাকে ও হারো-
ণের পুত্র ইলিয়াসর্ যাজককে কহিলেন, ২ তো-
মরা ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে আপন২ পিতৃ-
বংশানুসারে বিংশতি বৎসর বয়স্ক ও ততোধিক
বয়স্ক লোকদের অর্থাৎ ইস্রায়েল্ বংশীয় সৈন্য-
শ্রেণীভুক্ত তাবৎ লোকদের সংখ্যা কর। ৩ তা-
হাতে মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে
মূসা ও ইলিয়াসর যাজক যিরীহোর নিকটস্থিত
যর্দ্দন্ সমীপে মোয়াবের প্রান্তরে তাহাদিগকে
কহিল, ৪ বিংশতি বৎসর বয়স্ক অবধি তাবৎ
লোকের সংখ্যা করা কর্ত্তব্য। মিসর্‌দেশহইতে
নির্গত ইস্রায়েল বংশ এই২।
৫ ইস্রায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্র যে রুবেন, তাহার
সন্তান; হনোকহইতে হনোকীয় বংশ, ও পল্লূ-
হইতে পল্লূয়ীয় বংশ হয়; ৬ এবং হিষ্রোণ্-
হইতে হিষ্রোণীয় বংশ, ও কর্ম্মিহইতে কর্ম্মীয়
বংশ হয়। ৭ ইহারা সকলেই রুবেণের বংশ;
তাহাদের মধ্যে গণিত লোক তেতাল্লিশ সহস্র
সাত শত ত্রিশ জন। ৮ এবং পল্লূর পুত্র ইলী-
য়াব্। ৯ ঐ ইলীয়াবের সন্তান নিমুয়েল্ ও দা-
থন্ ও অবীরাম্; কোরহের মণ্ডলী যখন
পরমেশ্বরের প্রতিকূলে বিবাদ করিল, তৎকালে
তাহার মধ্যে মণ্ডলীতে বিখ্যাত যে দাথন্ ও
অবীরাম্ মূসা ও হারোণের সহিত বিবাদ করি-
য়াছিল, তাহারা এই দুই জন। ১০ সেই সময়ে
পৃথিবী মুখ ব্যাদান করিয়া তাহাদিগকে ও
কোরহকে গ্রাস করিল, তাহাতে সে দল নষ্ট
হইল, এবং অগ্নি দুই শত পঞ্চাশ জনকে দগ্ধ
করিল, তাহারা দৃষ্টান্তস্বরূপ হইল। ১১ কিন্তু
কোরহের সন্তানেরা মরিল না।
১২ আর আপন২ বংশানুসারে শিমিয়ো-
নের সন্তান; নিমূয়েল্‌হইতে নিমুয়েলীয় বংশ,
ও যামীন্‌হইতে যামীনীয় বংশ, ও যাখীন্‌হইতে
যাখীনীয় বংশ হয়; ১৩ এবং সেরহহইতে সের-
হীয় বংশ, ও শৌল্‌হইতে শৌলীয় বংশ হয়।
১৪ এই শিমিয়োনীয় বংশে বাইশ সহস্র দুই
শত লোক ছিল।
১৫ আর আপন২ বংশানুসারে গাদের
সন্তান; সিফোন্‌হইতে সিফোনীয় বংশ, ও হগি-
হইতে হগীয় বংশ, ও শূনিহইতে শূনীয় বংশ;
১৬ ও ওষ্ণিহইতে ওষ্ণীয় বংশ, ও এরিহইতে
এরীয় বংশ; ১৭ ও অরোদিহইতে অরোদীয়
বংশ, ও অরেলিহইতে অরেলীয় বংশ হয়।
১৮ এই গাদের বংশ গণিত হইলে চল্লিশ সহস্র
পাঁচ শত লোক হইল।
১৯ যিহূদার পুত্র এর্ ও ওনন্; ঐ এর্ ও ওনন্
কিনান্‌দেশে মরিয়াছিল। ২০ আপন২ বংশানু-
সারে যিহূদার এই সকল সন্তান; শেলাহইতে
শেলায়ীয় বংশ, ও পেরস্‌হইতে পেরসীয় বংশ,
ও সেরহহইতে সেরহীয় বংশ। ২১ পেরসের
এই সকল বংশ, হিষ্রোণহইতে হিষ্রোণীয় বংশ,
ও হামূল্‌হইতে হামূলীয় বংশ হয়। ২২ এই
যিহূদা বংশ গণিত হইলে ছেয়াত্তর সহস্র পাঁচ
শত লোক হইল।
২৩ আর আপন২ বংশানুসারে ইষাখরের
সন্তান; তোলয়হইতে তোলয়ীয় বংশ, ও পূয়-
হইতে পূয়ীয় বংশ; ২৪ ও যাশূব্‌হইতে যাশূ-
বীয় বংশ, ও শিম্রোণ্‌হইতে শিম্রোণীয় বংশ
হয়। ২৫ এই ইষাখরের বংশ গণিত হইলে
চৌষট্টি সহস্র তিন শত লোক হইল।
২৬ আর আপন২ বংশানুসারে সিবূলূনের
সন্তান; সেরদ্‌হইতে সেরদীয় বংশ, ও এলোন্-
হইতে এলোনীয় বংশ, ও যহলেল্‌হইতে যহ-
লেলীয় বংশ হয়। ২৭ এই সিবূলূন বংশ গণিত
হইলে ষষ্টি সহস্র পাঁচ শত লোক হইল।

[২৮] আপন ২ বংশানুসারে যুষফের সন্তান মিনশি ও ইফ্রয়িম্। [২৯] ঐ মিনশির সন্তান; মাখীর্হইতে মাখীরীয় বংশ; ঐ মাখীরের পুত্র গিলিয়দ্; ঐ গিলিয়দ্হইতে গিলিয়দীয় বংশ। [৩০] ঐ গিলিয়দের এই সকল সন্তান; ঈয়েষর্হইতে ঈয়েষ্রীয় বংশ, ও হেলক্হইতে হেলকীয় বংশ; [৩১] ও অস্রীয়েল্হইতে অস্রীয়েলীয় বংশ; ও শেখম্হইতে শেখমীয় বংশ; [৩২] ও শিমীদাহইতে শিমীদায়ীয় বংশ, ও হেফর্হইতে হেফরীয় বংশ হয়। [৩৩] ঐ হেফরের পুত্র সিলফদের পুত্র ছিল না, কেবল কন্যা ছিল; সেই সিলফদের কন্যাদের নাম মহলা ও নোয়া ও হগ্লা ও মিল্কা ও তির্সা। [৩৪] এই মিনশি বংশের মধ্যে গণিত লোক বাওয়ান্ন সহস্র সাত শত জন।

[৩৫] এবং আপন ২ বংশানুসারে এই সকল ইফ্রয়িমের সন্তান। [৩৬] শূথলহহইতে শূথলহীয় বংশ, ও বেখর্হইতে বেখ্রীয় বংশ, ও তহন্হইতে তহনীয় বংশ। [৩৭] শূথলহের বংশ এরণ্হইতে এরণীয় বংশ। এই ইফ্রয়িমের বংশ গণিত হইলে বত্রিশ সহস্র পাঁচ শত লোক হইল; বংশানুসারে ইহারা যুষফের সন্তান।

[৩৮] আপন ২ বংশানুসারে বিন্যামীনের সন্তান; বেলাহইতে বেলায়ীয় বংশ, ও অস্বেল্হইতে অস্বেলীয় বংশ, ও অহীরাম্হইতে অহীরামীয় বংশ; [৩৯] ও শূফম্হইতে শূফমীয় বংশ, ও হূফমহইতে হূফমীয় বংশ। [৪০] এবং বেলার সন্তান অর্দ ও নামান; অর্দহইতে অর্দীয় বংশ, ও নামান্হইতে নামানীয় বংশ; আপন ২ বংশানুসারে ইহারা বিন্যামীনের সন্তান। [৪১] ইহাদের মধ্যে গণিত লোক পঁয়তাল্লিশ সহস্র ছয় শত জন।

[৪২] আপন ২ বংশানুসারে এই সকল দানের সন্তান। শূহম্হইতে শূহমীয় বংশ; ইহারা আপন ২ বংশানুসারে দানের বংশ। [৪৩] শূহমীয় সমস্ত বংশ গণিত হইলে চৌষট্টি সহস্র চারি শত লোক হইল।

[৪৪] আপন ২ বংশানুসারে আশেরের সন্তান; যিম্নহইতে যিম্নীয় বংশ, ও যিস্বিহইতে যিস্বীয় বংশ, ও বিরিয়হইতে বিরিয়ীয় বংশ। [৪৫] এবং বিরিয়ের সন্তান হেবর্হইতে হেবরীয় বংশ, ও মল্কীয়েল্হইতে মল্কীয়েলীয় বংশ। [৪৬] ঐ আশেরের কন্যার নাম সারহ। [৪৭] এই আশেরের বংশ গণিত হইলে তিপ্পান্ন সহস্র চারি শত লোক হইল।

[৪৮] আর আপন ২ বংশানুসারে নপ্তালির সন্তান; যহসীয়েল্হইতে যহসীয়েলীয় বংশ, ও গূনিহইতে গূনীয় বংশ; [৪৯] ও যেৎসর্হইতে যেৎসরীয় বংশ, ও শিল্লেম্হইতে শিল্লেমীয় বংশ হয়। [৫০] আপন ২ বংশানুসারে এই সকল নপ্তালির বংশ। ইহাদের মধ্যে গণিত লোক পঁয়তাল্লিশ সহস্র চারি শত জন।

[৫১] ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে গণিত লোকদের সংখ্যা ছয় লক্ষ এক সহস্র সাত শত ত্রিশ ছিল।

[৫২] অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, [৫৩] নামসংখ্যানুসারে অধিকারার্থে ইহাদের মধ্যে দেশ বিভক্ত হইবে। [৫৪] ফলতঃ যে বংশে অধিক লোক, তাহাদিগকে অধিক অধিকার দিবা; ও যে বংশে অল্প লোক, তাহাদিগকে অল্প অধিকার দিবা; যে বংশের যত গণিত লোক, তাহাকে তত অধিকার দিবা। [৫৫] কিন্তু গুলিবাঁটদ্বারা দেশ বিভক্ত হইবে; তাহারা আপন ২ পিতৃবংশের নামানুসারে অধিকার পাইবে। [৫৬] অধিক কিম্বা অল্প অধিকার হউক, গুলিবাঁটদ্বারাতেই অধিকার বিভক্ত হইবে।

[৫৭] আপন ২ বংশানুসারে লেবীয় বংশের মধ্যে ইহারা গণিত হইল; গের্শোনহইতে গের্শোনীয় বংশ, ও কিহাৎহইতে কিহাতীয় বংশ, ও মিরারিহইতে মিরারীয় বংশ; [৫৮] এবং লিব্নীয় বংশ, ও হিব্রোণীয় বংশ, ও মহলীয় বংশ, ও মূশীয় বংশ, ও কোরহীয় বংশ, এই সকল লেবীয় বংশ। [৫৯] ঐ কিহাতের পুত্র অম্রাম্; সেই অম্রামের যোখেবদ্ নাম্নী ভার্য্যা মিসর্দেশে জাতা লেবির ঔরসকন্যা ছিল। তাহার গর্ব্বে হারোণ ও মূসা ও তাহাদের ভগিনী মরিয়ম নামে অম্রামের সন্তান জন্মিল। [৬০] হারোণের ঔরসে নাদব্ ও অবীহূ ও ইলিয়াসর্ ও ঈথামর্ জন্মিল। [৬১] কিন্তু নাদব্ ও অবীহূ পরমেশ্বরের সম্মুখে সাধারণ অগ্নি নিবেদন করিলে তাহাদের মৃত্যু ঘটিল। [৬২] এই সকলের মধ্যে এক মাস বয়স্ক ও ততোধিক বয়স্ক পুরুষ গণিত হইলে তেইশ সহস্র জন হইল; কেননা ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে তাহাদিগকে কোন অধিকার দত্ত না হওয়াতে তাহারা ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে গণিত হইল না।

[৬৩] যিরীহোর নিকটস্থ যর্দ্দন সমীপে মোয়াবের প্রান্তরে ইস্রায়েল্ বংশের গণনাকারি মূসা ও ইলিয়াসর্ যাজক কর্তৃক এই সকল লোক গণিত হইল। [৬৪] কিন্তু সীনয়্ প্রান্তরে ইস্রায়েল্ বংশের গণনাকারি মূসা ও হারোণ যাজক কর্তৃক যাহারা গণিত হইয়াছিল, তাহাদের এক জনও ইহাদের মধ্যে ছিল না। [৬৫] কারণ পরমেশ্বর তাহাদের বিষয়ে কহিয়াছিলেন, তাহারা অবশ্য এই প্রান্তরে মরিবে; তাহাদের মধ্যে যিফুন্নির পুত্র কালেব্ ও নূনের পুত্র যিহোশূয় ব্যতিরেকে এক জনও অবশিষ্ট থাকিবে না।

২৭ অধ্যায়।

১ সিলফদের কন্যাগণের কথা, ৬ ও ভূমি অধিকারের ব্যবস্থা, ১২ ও মূসার প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞা, ১৫ ও ঈশ্বরের প্রতি মূসার নিবেদন, ১৮ ও মূসার মরণের পরে তাহার কর্ম্ম করিতে যিহোশূয়কে নিরূপণ।

১ পরে যূষফের পুত্র মিনশির বংশের মধ্যে মিন-
শির বৃদ্ধপ্রপৌত্র মাখীরের প্রপৌত্র গিলিয়দের
পৌত্র হেফরের পুত্র যে সিলফদ্ তাহার কন্যা-
গণ, অর্থাৎ মহলা ও নোয়া ও হগ্‌লা ও মিল্কা ও
তির্সা নামে কন্যাগণ ২ মূসার ও ইলিয়াসর্ যাজ-
কের ও অধ্যক্ষগণের ও সমস্ত মণ্ডলীর সম্মুখে আ-
সিয়া মণ্ডলীর আবাসদ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া এই
কথা কহিল; ৩ আমাদের পিতা প্রান্তরে মরিয়া-
ছে; সে কোরহের দলের অর্থাৎ পরমেশ্বরের
প্রতিকূলে বিরোধকারিদের দলের মধ্যে ছিল না;
তথাপি আপন পাপেতে মরিয়াছে, তাহার পুত্র
হয় নাই। ৪ কিন্তু আমাদের পিতার পুত্র নাই,
এই জন্যে তাহার বংশহইতে তাহার নাম কেন
লোপ পাইবে? আমাদের পিতৃবংশীয় ভ্রাতা-
দের মধ্যে আমাদিগকে অধিকার দেও। ৫ তখন
মূসা পরমেশ্বরের সম্মুখে তাহাদের কথা উপ-
স্থিত করিল।
৬ তাহাতে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ৭ সিল-
ফদের কন্যাগণ যথার্থ কহিতেছে; তুমি তাহা-
দের পিতৃবংশীয়দের মধ্যে অবশ্য তাহাদিগকে
ভূমি অধিকার দিবা, ও তাহাদের পিতার অধি-
কার তাহাদিগকে সমর্পণ করিবা। ৮ এবং ইস্রায়েল্
বংশকে কহ, কেহ যদি অপুত্রক হইয়া মরে, তবে
তোমরা তাহার অধিকার তাহার কন্যাকে সমর্পণ
করিবা। ৯ যদি তাহার কন্যা না থাকে, তবে তা-
হার ভ্রাতৃগণকে তাহার অধিকার দিবা। ১০ যদি
তাহার ভ্রাতৃগণ না থাকে, তবে তাহার পিতৃব্যদি-
গকে তাহার অধিকার দিবা। ১১ যদি তাহার পি-
তৃব্যগণ না থাকে, তবে তাহার বংশীয় নিকটস্থ
জ্ঞাতিকে তাহার অধিকার দিবা, সে তাহা অধি-
কার করিবে; মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞা-
নুসারে ইস্রায়েল্ বংশের এই রূপ রাজনীতির
বিধি হইবে।
১২ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, তুমি এই
অবারীম্ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া যে দেশ আমি
ইস্রায়েল্ বংশকে দিলাম তাহা নিরীক্ষণ কর।
১৩ তাহা নিরীক্ষণ করিলে পর তোমার ভ্রাতা
হারোণের ন্যায় তুমিও আপন পিতৃলোকদের
নিকটে সংগৃহীত হইবা। ১৪ কেননা সীন্ প্রা-
ন্তরে মণ্ডলীর বিবাদে তোমরা বিরুদ্ধাচারী হইয়া
জলের বিষয়ে লোকদের সাক্ষাতে পবিত্ররূপে
আমার সম্মান কর নাই। সেই জল সীন প্রান্ত-
রের কাদেশস্থ মিরীবার জল ছিল।

১৫ তাহাতে মূসা পরমেশ্বরকে কহিল, ১৬ হে
সর্ব্বশরীরস্থ আত্মাগণের প্রভু পরমেশ্বর, মণ্ড-
লীর উপরে এমত এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করুন,
১৭ যে বহির্গমন ও অভ্যন্তরাগমন সময়ে তাহার
অগ্রগামী হইয়া তাহাদিগকে বহির্গমন ও অভ্য-
ন্তরাগমন করায়; তাহা করিলে পরমেশ্বরের
মণ্ডলী রক্ষকহীন মেষপালের ন্যায় হইবে না।
১৮ অপর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, নূনের
পুত্র যিহোশূয়ের অন্তরে আত্মা অধিষ্ঠিত আ-
ছেন; তুমি তাহাকে লইয়া তাহার মস্তকে হস্তা-
র্পণ কর, ১৯ এবং ইলিয়াসর্ যাজকের ও সমস্ত
মণ্ডলীর সম্মুখে তাহাকে উপস্থিত করিয়া তাহা-
দের সাক্ষাতে উপদেশ দেও। ২০ এবং তা-
হাকে আপন প্রতাপের ভাগী কর; তাহাতে
ইস্রায়েল বংশের সমস্ত মণ্ডলী তাহার আজ্ঞা-
বহ হইবে। ২১ এবং সে ইলিয়াসর্ যাজকের
সম্মুখে দাঁড়াইবে, এবং ইলিয়াসর্ তাহার জন্যে
ঊরীমের দ্বারা পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিবে,
এবং সে ও তাহার সহিত ইস্রায়েল্ বংশ ও সমস্ত
মণ্ডলী তাহার আজ্ঞাতে বাহিরে যাইবে, ও তা-
হার আজ্ঞাতে ভিতরে আসিবে। ২২ পরে মূসা
পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে সকল কর্ম্ম করিল,
ফলতঃ সে যিহোশূয়কে লইয়া ইলিয়াসর্ যা-
জকের সম্মুখে ও সমস্ত মণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত
করিল, ২৩ এবং তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া
মূসার দ্বারা পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে তাহাকে
উপদেশ দিল।

২৮ অধ্যায়।

১ হোমের বিষয়ে পরমেশ্বরের আজ্ঞা, ৩ ও প্রাতঃকালের ও সন্ধ্যাকালের হোমের কথা, ৯ ও বিশ্রামবারের হোমের কথা, ১১ ও প্রতিপদের হোমের কথা, ১৬ ও নিস্তারপর্ব্বের হোমের কথা, ২৬ ও প্রথম ফলের দিনে কর্ত্তব্য হোমের কথা।

১ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২ তুমি ইস্রা-
য়েল্ বংশকে আজ্ঞা কর, ও তাহাদিগকে এই
কথা কহ, আমার অগ্নিকৃত সুগন্ধি উপহারা-
র্থক যে ভক্ষ্যরূপ নৈবেদ্য, তাহা তোমরা আ-
মার উদ্দেশে নিরূপিত সময়ে নিবেদন করিতে
মনোযোগ করিবা।
৩ তুমি তাহাদিগকে এই কথা কহ, তোমরা
পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহাররূপে এই
সকল নিবেদন করিবা। প্রতি দিবস নিত্য হো-
মার্থে একবর্ষীয় নির্দ্দোষ দুই মেষবৎস; ৪ তা-
হার এক মেষবৎস প্রাতঃকালে উৎসর্গ করিবা,
ও দ্বিতীয় মেষবৎস সন্ধ্যাকালে উৎসর্গ করিবা।
৫ এবং ভক্ষ্য নৈবেদ্যের জন্যে হিনের চতুর্থাংশ
আলোড়িত তৈলে মিশ্রিত ঐফার দশমাংশ সুজি

দিবা। ৬ পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত সুগন্ধি
উপহাররূপে এই নিত্য হোমবলি সীনয় পর্ব্বতে
নিরূপিত হইয়াছিল। ৭ এবং তাহার এক২ মে-
ষবৎসের জন্যে হিনের চতুর্থাংশ পেয় নৈবেদ্য
হইবে, এবং পবিত্র স্থানে পরমেশ্বরের উদ্দেশে
পেয় নৈবেদ্যরূপে সেই মদিরা ঢালা যাইবে।
৮ এবং তুমি দ্বিতীয় মেষবৎসকে সন্ধ্যাকালে
উৎসর্গ করিবা, প্রাতঃকালের মতানুসারে ভক্ষ্য
ও পেয় নৈবেদ্যের সহিত তাহাও পরমেশ্বরের
উদ্দেশে অগ্নিকৃত সুগন্ধি উপহারার্থে উৎসর্গ
করিবা।

৯ আর বিশ্রামদিনে একবর্ষীয় নির্দ্দোষ দুই
মেষবৎস ও তৈলপক্ক দুই দশমাংশ সুজির
ভক্ষ্য নৈবেদ্য ও পেয় নৈবেদ্য নিবেদন করিবা।
১০ নিত্য হোম ও পেয় নৈবেদ্য ব্যতিরেকে
প্রতি বিশ্রামবারে এই হোম হইবে।

১১ প্রতি মাসের আরম্ভে তোমরা পরমেশ্ব-
রের উদ্দেশে হোমের জন্যে দুই পুংগোবৎস
ও এক মেষ এবং একবর্ষীয় নির্দ্দোষ সাত মেষ-
বৎস উৎসর্গ করিবা। ১২ এবং এক গোবৎসের
জন্যে তিন দশমাংশ, এবং এক মেষের
জন্যে দুই দশমাংশ, ১৩ এবং এক২ মেষ-
বৎসের জন্যে এক২ দশমাংশ তৈলপক্ক সুজির
ভক্ষ্য নৈবেদ্য হইবে; তাহাতে সেই হোম-
বলি পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিকৃত সুগন্ধি উপ-
হার হইবে। ১৪ এবং এক গোবৎসের জন্যে
হিনের অর্দ্ধেক, ও এক মেষের জন্যে হিনের
তৃতীয়াংশ, ও এক মেষবৎসের জন্যে হিনের
চতুর্থাংশ দ্রাক্ষারস পেয় নৈবেদ্য হইবে; সম্বৎ-
সরের প্রতিমাসে কর্ত্তব্য মাসিক হোম এই জা-
নিবা। ১৫ এবং প্রায়শ্চিত্তরূপে পরমেশ্বরের
উদ্দেশে এক ছাগল উৎসর্গ করিবা। নিত্য হোম
ও তাহার পেয় নৈবেদ্য ব্যতিরেকে এই সকল
হইবে।

১৬ অপর প্রথম মাসের চতুর্দ্দশ দিনে পর-
মেশ্বরের নিস্তারপর্ব্ব হইবে। ১৭ এবং মাসের
পঞ্চদশ দিনে সাত দিবস তাড়ীশূন্য রুটী ভো-
জনের উৎসব হইবে। ১৮ এবং প্রথম দিবসে
পবিত্র সভা হইবে; সে দিনে তোমরা কোন
ব্যবসায়কর্ম্ম করিবা না। ১৯ কিন্তু পরমেশ্বরের
উদ্দেশে অগ্নিকৃত সুগন্ধি হোমার্থে দুই পুংগো-
বৎস ও এক মেষ ও একবর্ষীয় নির্দ্দোষ সাত
মেষবৎস; ২০ এবং এক গোবৎসের জন্যে তিন
দশমাংশ, ও এক মেষের জন্যে দুই দশমাংশ,
২১ এবং সাত মেষবৎসের এক২ বৎসের জন্যে
এক২ দশমাংশ তৈলপক্ক সুজির ভক্ষ্য নৈবেদ্য,
২২ এবং আপনাদের প্রায়শ্চিত্তের জন্যে প্রা-
য়শ্চিত্তবলিরূপে এক ছাগল, ২৩ এই সকল তো-
মরা নিত্য হোমের প্রাতঃকালীয় হোম ব্য-
তিরেকে উৎসগ করিবা। ২৪ এই বিধি অনু-
সারে তোমরা সাত দিবস ব্যাপিয়া প্রতিদিন
পরমেশ্বরের উদ্দেশে ভক্ষ্যরূপে অগ্নিকৃত সুগন্ধি
উপহার নিবেদন করিবা; নিত্য হোম ও তাহার
পেয় নৈবেদ্য ব্যতিরেকে ইহা নিবেদিত হইবে।
২৫ এবং সপ্তম দিবসে তোমাদের পবিত্র সভা
হইবে; সে দিনে তোমরা কোন ব্যবসায়কর্ম্ম
করিবা না।

২৬ আর প্রথম ফলের দিবসে, অর্থাৎ (সপ্ত)
সপ্তাহের পরে যে সময়ে তোমরা পরমেশ্বরের
উদ্দেশে নূতন ভক্ষ্য নৈবেদ্য আনিবা, তৎকালে
তোমাদের এক পবিত্র সভা হইবে; সে দিনে
কোন ব্যবসায়কর্ম্ম করিবা না। ২৭ কিন্তু পরমে-
শ্বরের উদ্দেশে সুগন্ধি হোমার্থে দুই পুংগো-
বৎস ও এক মেষ ও একবর্ষীয় সাত মেষ-
বৎস; ২৮ এবং এক গোবৎসের জন্যে তিন
দশমাংশ, ও এক মেষের জন্যে দুই দশমাংশ,
২৯ এবং সাত মেষবৎসের এক২ বৎসের জন্যে
এক২ দশমাংশ তৈলপক্ক সুজির ভক্ষ্য নৈ-
বেদ্য; ৩০ এবং তোমাদের প্রায়শ্চিত্তার্থে এক
ছাগল, ৩১ এই সকল তোমরা নিত্য হোম ও
তাহার উপযুক্ত নৈবেদ্য ব্যতিরেকে নিবেদন
করিবা; এই সকল নির্দ্দোষ ও পেয় নৈবেদ্য-
যুক্ত হইবে।

২৯ অধ্যায়।

১ তুরী বাজন সময়ের হোমের কথা, ৭ ও বার্ষিক
প্রায়শ্চিত্তদিনের হোম বলিদানাদি, ১২ ও কুটীরের
উৎসব সময়ের হোম বলিদানাদি।

১ আর সপ্তম মাসের প্রথম দিবসে তোমাদের
পবিত্র সভা হইবে; সে দিনে তোমরা কোন ব্য-
বসায়কর্ম্ম করিবা না; সেই দিন তোমাদের তূরী
বাজাইবার দিন হইবে। ২ এবং সেই দিনে তো-
মরা পরমেশ্বরের উদ্দেশে সুগন্ধি হোমবলিরূপে
এক পুংগোবৎস ও এক মেষ ও একবর্ষীয় নি-
র্দ্দোষ সাত মেষবৎস; ৩ এবং এক গোবৎসের
কারণ তিন দশমাংশ, ও এক মেষের কারণ
দুই দশমাংশ, ৪ ও সাত মেষবৎসের এক২
বৎসের কারণ এক২ দশমাংশ তৈলপক্ক সুজির
নৈবেদ্য; ৫ এবং আপনাদের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত
করণের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্তবলিরূপে এক ছাগল,
এই সকল উৎসর্গ করিবা। ৬ মাসিক হোম ও
তাহার ভক্ষ্য নৈবেদ্য এবং দিবসিক হোম ও
তাহার ভক্ষ্য নৈবেদ্য ও বিধিমতে উভয়ের পেয়
নৈবেদ্য ব্যতিরেকে তোমরা পরমেশ্বরের উদ্দেশে
অগ্নিকৃত সুগন্ধি উপহারার্থ এই সকল করিবা।
৭ আর সেই সপ্তম মাসের দশম দিবসে তো-

মাদের পবিত্র সভা হইবে; সে দিনে তোমরা
আপন ২ প্রাণকে ক্লেশ দিবা, ও কোন ব্যবসায়-
কর্ম্ম করিবা না। ৮ কিন্তু পরমেশ্বরের উদ্দেশে
সুগন্ধি হোমবলিরূপে এক পুংগোবৎস ও এক
মেষ ও একবর্ষীয় নির্দ্দোষ সাত মেষবৎস; ৯ এবং
এক গোবৎসের কারণ তিন দশমাংশ, ও এক
মেষের কারণ দুই দশমাংশ, ১০ ও সাত মেষ-
বৎসের এক ২ বৎসের কারণ এক ২ দশমাংশ
তৈলপক্ব সুজির নৈবেদ্য; ১১ এবং প্রায়শ্চিত্ত
বলিরূপে এক ছাগল, এই সকল তোমরা প্রা-
য়শ্চিত্তদিনের প্রায়শ্চিত্ত বলি এবং নিত্য হোম
ও তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য ব্যতিরেকে
উৎসর্গ করিবা।

১২ আর সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিবসে তো-
মাদের পবিত্র সভা হইবে; সে দিনে তোমরা
কোন ব্যবসায়কর্ম্ম করিবা না; এবং তদবধি
সাত দিবস পরমেশ্বরের উদ্দেশে উৎসব পালন
করিবা। ১৩ এবং পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নি-
কৃত সুগন্ধি হোমবলিরূপে তেরো পুংগোবৎস
ও দুই মেষ ও একবর্ষীয় নির্দ্দোষ চৌদ্দ মেষ-
বৎস; ১৪ এবং তেরো পুংগোবৎসের প্রত্যেক
বৎসের কারণ তিন দশমাংশ, এবং দুই মে-
ষের এক ২ মেষের কারণ দুই দশমাংশ, ১৫ এবং
চৌদ্দ মেষবৎসের এক ২ বৎসের কারণ এক ২
দশমাংশ তৈলপক্ব সুজির নৈবেদ্য; ১৬ এবং
প্রায়শ্চিত্তবলিরূপে এক ছাগল, এই সকল তো-
মরা নিত্য হোম ও তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈ-
বেদ্য ব্যতিরেকে উৎসর্গ করিবা।

১৭ আর দ্বিতীয় দিবসে বারো পুংগোবৎস
ও দুই মেষ ও একবর্ষীয় নির্দ্দোষ চৌদ্দ মেষ-
বৎস, ১৮ এবং গোবৎসের ও মেষের ও মেষ-
বৎসের সংখ্যানুসারে বিধিমতে তাহার ভক্ষ্য
ও পেয় নৈবেদ্য, ১৯ এবং প্রায়শ্চিত্তবলিরূপে
এক ছাগল, এই সকল তোমরা নিত্য হোম ও
তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য ব্যতিরেকে উৎ-
সর্গ করিবা।

২০ আর তৃতীয় দিবসে এগার গোবৎস ও
দুই মেষ ও একবর্ষীয় নির্দ্দোষ চৌদ্দ মেষবৎস,
২১ এবং গোবৎসের ও মেষের ও মেষবৎসের
সংখ্যানুসারে বিধিমতে তাহার ভক্ষ্য ও পেয়
নৈবেদ্য, ২২ এবং প্রায়শ্চিত্তবলিরূপে এক ছা-
গল, এই সকল তোমরা নিত্য হোম ও তাহার
ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য ব্যতিরেকে উৎসর্গ করিবা।

২৩ আর চতুর্থ দিবসে দশ গোবৎস ও দুই
মেষ ও একবর্ষীয় নির্দ্দোষ চৌদ্দ মেষবৎস,
২৪ এবং গোবৎসের ও মেষের ও মেষবৎসের
সংখ্যানুসারে বিধিমতে তাহার ভক্ষ্য ও পেয়
নৈবেদ্য, ২৫ এবং প্রায়শ্চিত্তবলিরূপে এক ছা-
গল, এই সকল তোমরা নিত্য হোম ও তাহার
ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য ব্যতিরেকে উৎসর্গ করিবা।

২৬ আর পঞ্চম দিবসে নয় গোবৎস ও দুই
মেষ ও একবর্ষীয় নির্দ্দোষ চৌদ্দ মেষবৎস,
২৭ এবং গোবৎসের ও মেষের ও মেষবৎসের
সংখ্যানুসারে বিধিমতে তাহার ভক্ষ্য ও পেয়
নৈবেদ্য, ২৮ এবং প্রায়শ্চিত্তবলিরূপে এক ছা-
গল, এই সকল তোমরা নিত্য হোম ও তাহার
ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য ব্যতিরেকে উৎসর্গ করিবা।

২৯ আর ষষ্ঠ দিবসে অষ্ট গোবৎস ও দুই
মেষ ও একবর্ষীয় নির্দ্দোষ চৌদ্দ মেষবৎস,
৩০ এবং গোবৎসের ও মেষের ও মেষবৎসের
সংখ্যানুসারে বিধিমতে তাহার ভক্ষ্য ও পেয়
নৈবেদ্য, ৩১ এবং প্রায়শ্চিত্তবলিরূপে এক ছা-
গল, এই সকল তোমরা নিত্য হোম ও তাহার
ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য ব্যতিরেকে উৎসর্গ করিবা।

৩২ আর সপ্তম দিবসে সাত গোবৎস ও দুই
মেষ ও একবর্ষীয় নির্দ্দোষ চৌদ্দ মেষবৎস,
৩৩ এবং গোবৎসের ও মেষের ও মেষবৎসের
সংখ্যানুসারে বিধিমতে তাহার ভক্ষ্য ও পেয়
নৈবেদ্য, ৩৪ এবং প্রায়শ্চিত্তবলিরূপে এক ছা-
গল, এই সকল তোমরা নিত্য হোম ও তাহার
ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য ব্যতিরেকে উৎসর্গ করিবা।

৩৫ আর অষ্টম দিবসে তোমাদের কার্য্যত্যাগের
দিন হইবে; সে দিনে তোমরা কোন ব্যবসায়
কর্ম্ম করিবা না। ৩৬ কিন্তু পরমেশ্বরের উদ্দেশে
অগ্নিকৃত সুগন্ধি হোমবলিরূপে এক গোবৎস ও
এক মেষ ও একবর্ষীয় নির্দ্দোষ সাত মেষবৎস,
৩৭ এবং গোবৎসের ও মেষের ও মেষবৎসের
সংখ্যানুসারে বিধিমতে তাহার ভক্ষ্য ও পেয়
নৈবেদ্য, ৩৮ এবং প্রায়শ্চিত্তবলিরূপে এক ছা-
গল, এই সকল তোমরা নিত্য হোম ও তাহার
ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য ব্যতিরেকে উৎসর্গ করি-
বা। ৩৯ হোম এবং ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য ও
মঙ্গলার্থক বলিদানযুক্ত তোমাদের যে মানত
ও স্বেচ্ছাদত্ত উপহার, তদ্ব্যতিরেকে এই সকল
তোমরা আপনাদের সকল পর্ব্বে পরমেশ্বরের
উদ্দেশে উৎসর্গ করিবা। ৪০ পরে মুসা পর-
মেশ্বরের আজ্ঞানুসারে ইস্রায়েল বংশকে এই
সকল কথা কহিল।

৩০ অধ্যায়।

১ মানত ও ব্রত সফল করণের আবশ্যকতা, ৩ ও পি-
তাদ্বারা কন্যার মানত সফল ও বিফল হওনের কথা,
৬ ও স্বামিদ্বারা স্ত্রীর মানত সফল ও বিফল হওনের
কথা, ৯ ও বিধবার মানত সফল ও বিফল হও-
নের কথা।

১ পরে মুসা ইস্রায়েল লোকদের বংশাধ্যক্ষ-

গণকে কহিল, পরমেশ্বর এই সকল আজ্ঞা করি-
লেন। ২ যদি কোন পুরুষ পরমেশ্বরের উদ্দেশে
মানত করে, কিম্বা ব্রতদ্বারা আপনাকে বদ্ধ করি-
তে দিব্য করে, তবে সে আপন বাক্য ব্যর্থ না
করিয়া মুখহইতে নির্গত বাক্য সফল করিবে।
৩ যদি কোন স্ত্রী কুমারী অবস্থাতে আপন
পিতৃগৃহে বাস করণ সময়ে পরমেশ্বরের উদ্দেশে
মানত করে ও ব্রতদ্বারা আপনাকে বদ্ধা করে,
৪ এবং তাহার পিতা যদি তাহার মানত, ও
যাহাদ্বারা আপনাকে বদ্ধা করিয়াছে, সেই ব্র-
তের বাক্য শুনিয়া তাহাকে কিছু না কহে, তবে
তাহার সকল মানত স্থির হইবে, এবং যাহা-
দ্বারা সে আপন প্রাণকে বদ্ধা করে, সেই ব্রতের
বাক্য স্থির হইবে। ৫ কিন্তু শ্রবণদিনে যদি তা-
হার পিতা তাহাকে নিষেধ করে, তবে তাহার
মানত ও যাহাদ্বারা আপনাকে বদ্ধা করিয়াছে,
সেই ব্রতের বাক্য স্থির হইবে না; এবং পর-
মেশ্বর তাহার পিতার নিষেধ প্রযুক্ত তাহাকে
ক্ষমা করিবেন।
৬ আর তাহার মানত করণ সময়ে কিম্বা যা-
হাদ্বারা আপনাকে বদ্ধা করে, সেই ব্রতের
বাক্য আপন মুখে প্রকাশ করণ সময়ে যদি
তাহার স্বামী থাকে, ৭ এবং তাহার স্বামী
তাহার শ্রবণদিনে যদি কিছু না কহে, তবে তা-
হার মানত এবং যাহাদ্বারা আপনাকে বদ্ধা
করিয়াছে, সেই ব্রতের বাক্য স্থির হইবে। ৮ কিন্তু
শ্রবণ দিবসে যদি তাহার স্বামী তাহাকে নি-
ষেধ করে, তবে সে যে মানত করিয়াছে, ও
আপন মুখহইতে নির্গত যে বাক্যদ্বারা আপ-
নাকে বদ্ধা করিয়াছে, তাহা ব্যর্থ হইবে; তাহা-
তে পরমেশ্বর তাহাকে ক্ষমা করিবেন।
৯ বিধবা কিম্বা স্বামিত্যক্তা স্ত্রী যাহাদ্বারা আ-
পনাকে বদ্ধা করিয়াছে, সেই ব্রতের বাক্য স্থির
হইবে। ১০ আর সে যদি স্বামির গৃহে থাকি-
বার সময়ে মানত করিয়া থাকে, কিম্বা ব্রত
বিষয়ে শপথদ্বারা আপনাকে বদ্ধা করিয়া থাকে,
১১ এবং তাহার স্বামী তাহা শুনিয়া তাহাকে
নিষেধ না করিয়া নীরব হইয়া থাকে, তবে
তাহার সমস্ত মানত স্থির হইবে; এবং যা-
হাদ্বারা আপনাকে বদ্ধা করিয়াছে, সেই ব্রতের
বাক্য স্থির হইবে। ১২ কিন্তু শ্রবণদিবসে তা-
হার স্বামী যদি সে সকল ব্যর্থ করিয়া থাকে,
তবে তাহার মানত বিষয়ে ও তাহার বন্ধন বি-
ষয়ে তাহার মুখহইতে যে বাক্য নির্গত হই-
য়াছিল, তাহা স্থির হইবে না; এবং তাহার
স্বামির ব্যর্থ করণ প্রযুক্ত পরমেশ্বর তাহাকে
ক্ষমা করিবেন।
১৩ স্বামী স্ত্রীর প্রত্যেক মানত ও ক্লেশদায়ক
দিব্য স্থির করিতে পারে ও ব্যর্থ করিতে পারে।
১৪ স্বামী যদি অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহার প্রতি
সর্ব্বতোভাবে নীরব থাকে, তবে তাহার সমস্ত
মানত কিম্বা সমস্ত ব্রত স্থির করে। শ্রবণদিবসে
নীরব থাকাতে সে তাহা স্থির করে। ১৫ কিন্তু
তাহা শুনিলে পর যদি কোন প্রকারে সে তাহা
ব্যর্থ করে, তবে স্ত্রীর দোষ স্বামির মস্তকে
বর্ত্তিবে। ১৬ পুরুষ ও পত্নীর বিষয়ে এবং
পিতা ও কুমারী অবস্থাতে পিতৃগৃহস্থিত কন্যার
বিষয়ে পরমেশ্বর মূসাকে এই সকল আজ্ঞা
করিলেন।

৩১ অধ্যায়।

১ মিদিয়নীয়দিগকে দণ্ড দেওন, ও বিলিয়মের বধ,
১৩ ও স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষা করণ প্রযুক্ত যোদ্ধাদি-
গের প্রতি মূসার ক্রোধ, ২১ ও তাহাদের শুচি হওন,
২৫ ও লুটিত দ্রব্যের বিভাগ, ৪৮ ও পরমেশ্বরের
উদ্দেশে সেনাপতিদের দান।

১ অনন্তর পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২ তুমি
ইস্রায়েল্ বংশের জন্যে মিদিয়নীয়দিগকে প্রতি-
ফল দেও; পরে তুমি পিতৃলোকদের নিকটে
সংগৃহীত হইবা। ৩ তাহাতে মূসা লোকদিগকে
কহিল, তোমাদের কতক লোক যুদ্ধার্থে সসজ্জ
হইয়া পরমেশ্বরের জন্যে মিদিয়নীয় লোকদি-
গকে প্রতিফল দিতে তাহাদিগকে আক্রমণ করুক।
৪ তোমরা ইস্রায়েল্ বংশের প্রত্যেক বংশ-
হইতে এক২ সহস্র লোককে যুদ্ধে প্রেরণ করি-
বা। ৫ তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশের এক২ বং-
শের মধ্যহইতে সহস্র২ জন মনোনীত হইলে
যুদ্ধার্থে বারো সহস্র লোক সজ্জিত হইল। ৬ এই
রূপে মূসা এক২ বংশের এক২ সহস্র লোক-
কে এবং ইলিয়াসর্ যাজকের পুত্র পীনিহস-
কে যুদ্ধেতে প্রেরণ করিল; এবং পবিত্র পাত্র
ও সিংহনাদার্থক তূরী ঐ পীনিহসের হস্তগত
ছিল। ৭ তাহাতে তাহারা মূসার প্রতি পর-
মেশ্বরের আজ্ঞানুসারে মিদিয়নীয়দের প্রতি-
কূলে যুদ্ধযাত্রা করিয়া সমস্ত পুরুষদিগকে বধ
করিল। ৮ বিশেষতঃ অন্যান্য হত লোক ব্যতি-
রেকে ইবি ও রেকম্ ও সূর ও হূর্ ও রেবা,
এই২ নামবিশিষ্ট মিদিয়নের পাঁচ রাজাকে বধ
করিল; এবং বিয়োরের পুত্র বিলিয়ম্কেও খড়্-
গদ্বারা বিনষ্ট করিল। ৯ এবং ইস্রায়েল্বংশ
মিদিয়নের সকল স্ত্রীলোককে ও বালকদিগকে
বন্দী করিল, এবং তাহাদের পশু ও মেষপাল
ও সম্পত্তি সকল লুটিয়া লইল। ১০ এবং তা-
হাদের নিবাস নগর ও সুনির্ম্মিত গড় অগ্নিতে
দগ্ধ করিল। ১১ এই রূপে তাহারা মনুষ্য ও
পশু প্রভৃতি লটিত ও অপহৃত দ্রব্য লইয়া গেল।

১২ ফলতঃ যিরীহোর নিকটবর্ত্তি যর্দ্দন্ নদীতীরস্থ
মোয়াবের প্রান্তরে মূসার ও ইলিয়াসর্ যাজ-
কের ও ইস্রায়েল্ বংশের সমস্ত মণ্ডলীর নিকটে
ঐ বন্দিগণকে এবং অপহৃত ও লুটিত দ্রব্য সকল
শিবিরে লইয়া গেল।

১৩ তাহাতে মূসা ও ইলিয়াসর্ যাজক ও মণ্ড-
লীর তাবৎ অধ্যক্ষগণ তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ
করিতে শিবিরের বাহিরে গেল। ১৪ তখন যুদ্ধ-
হইতে আগত সেনাপতিদের অর্থাৎ সহস্রপতি-
দের ও শতপতিদের প্রতি মূসা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহা-
দিগকে কহিল, ১৫ তোমরা কি সমস্ত স্ত্রীলোক-
কে বাঁচাইয়া রাখিয়াছ? ১৬ দেখ, বিলিয়মের
পরামর্শে তাহারাই পিয়োর্ দেবের বিষয়ে
পরমেশ্বরের প্রতিকূলে ইস্রায়েল্ বংশকে পাপ
করাইয়াছিল, তন্নিমিত্তেই পরমেশ্বরের মণ্ডলীতে
মহামারী হইয়াছিল। ১৭ অতএব তোমরা বাল-
কগণের মধ্যে সমস্ত পুংবালককে বধ কর, এবং
পুরুষোপভুক্ত স্ত্রীগণকেও বধ কর; ১৮ কিন্তু যে
বালিকারা পুরুষেতে উপভুক্তা হয় নাই, তাহা-
দিগকে বাঁচাইয়া রাখ; ১৯ এবং তোমরা সাত
দিবস শিবিরের বাহিরে বাস কর; তোমরা মনুষ্য
হত্যা করিয়াছ ও হত লোককে স্পর্শ করিয়াছ,
তন্নিমিত্তে তৃতীয় দিবসে ও সপ্তম দিবসে আ-
পনাদিগকে ও বন্দিগণকে শুচি কর। ২০ এবং
সর্ব্বপ্রকার বস্ত্র ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মনির্ম্মিত বস্তু
ও ছাগলোমনির্ম্মিত বস্তু ও কাষ্ঠনির্ম্মিত বস্তু
শুচি কর।

২১ পরে ইলিয়াসর্ যাজক যুদ্ধে গমনকারি
যোদ্ধাদিগকে কহিল, পরমেশ্বরকর্তৃক মূসাকে
দত্ত ব্যবস্থার এই এক বিধি। ২২ স্বর্ণ ও রূপ্য
ও পিত্তল ও লৌহ ও রাঙ্গ ও সীসা ইত্যাদি
২৩ যে সকল দ্রব্য অগ্নিতে নষ্ট হয় না, সে
সকল অগ্নির মধ্য দিয়া চালাইলে শুচি হইবে,
তথাপি তাহা অশৌচঘ্ন জলেতে ধৌত করিবা;
এবং যে২ দ্রব্য অগ্নিতে নষ্ট হয়, তাহা তো-
মরা জলের মধ্যদিয়া চালাইবা। ২৪ এবং সপ্তম
দিবসে তোমরা আপন২ বস্ত্র ধৌত করিবা; পরে
শুচি হইয়া শিবিরে প্রবেশ করিবা।

২৫ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২৬ তুমি
ও ইলিয়াসর্ যাজক ও মণ্ডলীর পিতৃবংশের
অধ্যক্ষগণ মনুষ্য ও পশু প্রভৃতি লুটিত দ্রব্যের
সংখ্যা কর। ২৭ এবং লুটিত দ্রব্য দুই অংশ
করিয়া যুদ্ধে গমনকারি যোদ্ধাদিগের ও সমস্ত
মণ্ডলীর মধ্যে বিভাগ কর। ২৮ এবং যুদ্ধে
গমনকারি যোদ্ধাদের হইতে পরমেশ্বরের নিমি-
ত্তে কর গ্রহণ কর, অর্থাৎ তাহাদের অর্দ্ধাংশ-
হইতে মনুষ্য ও গোরু ও গর্দ্দভ ও মেষ, ২৯ এই
সকলের মধ্যে পাঁচ শত প্রাণির এক প্রাণী লইয়া
পরমেশ্বরের উদ্দেশে উত্তোলনীয় নৈবেদ্যার্থে
ইলিয়াসর্ যাজককে দেও। ৩০ এবং ইস্রায়েল্
বংশের অর্দ্ধাংশহইতে, অর্থাৎ মনুষ্য এবং
গোরু ও গর্দ্দভ ও মেষাদি পশুর মধ্যহইতে
পঞ্চাশ প্রাণির এক প্রাণী লইয়া পরমেশ্বরের
আবাসের রক্ষণীয় রক্ষাকারি লেবীয়দিগকে
দেও। ৩১ তাহাতে মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আ-
জ্ঞানুসারে মূসা ও ইলিয়াসর্ যাজক সমস্ত কর্ম্ম
করিল। ৩২ যোদ্ধৃগণ কর্তৃক লুটিত যে সম্পত্তি,
সে ছয় লক্ষ পঁচাত্তর সহস্র মেষ; ৩৩ ও বাহা-
ত্তর সহস্র গোরু; ৩৪ ও একষট্টি সহস্র গর্দ্দভ;
৩৫ এবং পুরুষে অনুপভুক্ত বত্রিশ সহস্র স্ত্রী-
লোক ছিল। ৩৬ তাহাতে যুদ্ধে গমনকারিদের
অর্দ্ধাংশের সংখ্যা তিন লক্ষ সাঁইত্রিশ সহস্র
পাঁচ শত মেষ, ৩৭ সেই মেষহইতে পরমেশ্ব-
রের লভ্য কর ছয় শত পঁচাত্তর মেষ ছিল।
৩৮ এবং গোরু ছত্রিশ সহস্র, তাহাদের মধ্যে
বাহাত্তর পরমেশ্বরের করস্বরূপ ছিল। ৩৯ এবং
গর্দ্দভ ত্রিশ সহস্র পাঁচ শত, তাহাদের মধ্যে
একষট্টি পরমেশ্বরের করস্বরূপ ছিল। ৪০ এবং
মনুষ্য ষোল সহস্র, তাহাদের মধ্যে বত্রিশ মনু-
ষ্য পরমেশ্বরের করস্বরূপ ছিল। ৪১ তাহাতে
মূসা পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে পরমেশ্বরের কর
অর্থাৎ উত্তোলনীয় নৈবেদ্য ইলিয়াসর্ যাজককে
দিল। ৪২ এবং মূসা যোদ্ধৃগণের অংশ ভিন্ন
যে অর্দ্ধাংশ ইস্রায়েল্ বংশকে দিয়াছিল,
৪৩ মণ্ডলীর সেই অর্দ্ধাংশ সংখ্যাতে তিন লক্ষ
সাঁইত্রিশ সহস্র পাঁচ শত মেষ; ৪৪ এবং ছত্রিশ
সহস্র গোরু; ৪৫ ও ত্রিশ সহস্র পাঁচ শত গর্দ্দভ;
৪৬ ও ষোল সহস্র মনুষ্য ছিল। ৪৭ পরে
মূসা ইস্রায়েল্ বংশের সেই অর্দ্ধাংশহইতে
লভ্য অংশ অর্থাৎ মনুষ্যের ও পশুর মধ্যে
পঞ্চাশ প্রাণির এক প্রাণী লইয়া পরমেশ্বরের
আজ্ঞানুসারে পরমেশ্বরের আবাসে রক্ষণীয়
রক্ষাকারি লেবীয়দিগকে দিল।

৪৮ পরে সহস্র সৈন্যের উপরে কর্তৃত্বকারি
সহস্রপতিরা ও শতপতিরা মূসার নিকটে আ-
সিয়া তাহাকে কহিল, ৪৯ তোমার দাসগণ আ-
পনাদের হস্তগত যোদ্ধাদের সংখ্যা লইয়াছে,
তাহাদের মধ্যে এক জনও ন্যূন হয় নাই।
৫০ অতএব আমরা প্রতিজন স্বর্ণপাত্র ও নূপুর
ও বলয় ও অঙ্গুরীয়ক ও কুণ্ডল ও হার, এই যে
সকল পাইয়াছি, তাহাহইতে পরমেশ্বরের সম্মু-
খে আপনাদের প্রাণের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত
করিতে পরমেশ্বরের উদ্দেশে নৈবেদ্য আনিলাম।
৫১ এবং মূসা ও ইলিয়াসর্ যাজক তাহাদের
হইতে সেই স্বর্ণ অর্থাৎ শিল্পকৃত অভরণ লইল।
৫২ আর পরমেশ্বরের উদ্দেশে সহস্রপতিদের ও

শতপতিদের উপহারের নিবেদিত সমস্ত স্বর্ণ
ষোল সহস্র সাত শত পঞ্চাশ শেকল্ পরিমিত
ছিল। ৫৩ কেননা যোদ্ধারা প্রত্যেকে আপনা-
দের নিমিত্তে লুটিত দ্রব্য লইয়াছিল। ৫৪ পরে
মূসা ও ইলিয়াসর্ যাজক সহস্রপতিদের ও শত-
পতিদের হইতে সেই স্বর্ণ লইয়া পরমেশ্বরের
সম্মুখে ইস্রায়েল্ বংশের স্মরণার্থক চিহ্নরূপে
মণ্ডলীর আবাসে আনিল।

৩২ অধ্যায়।

১ যর্দ্দনের পূর্ব্বদিগে গাদবংশের ও রূবেনবংশের অধিকার প্রার্থনা করণ, ৬ ও তাহাদের প্রতি মূসার অনুযোগ, ১৬ ও তাহাদের উত্তর, ২০ ও তাহাদের কথাতে মূসার স্বীকার করণ, ৩৪ ও কোন নগরের পত্তন ও কোন নগর জয় করণ।

১ রূবেন্ বংশের ও গাদ্ বংশের অনেক২ পশু-
পাল ছিল; অতএব যাসের্ দেশকে ও গিলি-
য়দ্ দেশকে পশুচরণের উপযুক্ত স্থান দেখিয়া,
২ গাদ্ বংশ ও রূবেন্ বংশ আসিয়া মূসাকে
ও ইলিয়াসর্ যাজককে ও মণ্ডলীর অধ্যক্ষগ-
ণকে কহিল; ৩ অটারোৎ ও দীবোন্ ও যা-
সের্ ও নিম্রা ও হিষ্বোন্ ও ইলিয়ালী ও
সিব্মা ও নিবো ও বিয়োন্; ৪ এই যে সকল
দেশের প্রতি পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ মণ্ডলীর সম্মুখে
আঘাত করিয়াছেন, তাহাই পশুচরণের উপ-
যুক্ত দেশ, এবং তোমার এই দাসগণের পশু
আছে। ৫ তাহারা আরও কহিল, আমরা যদি
তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া থাকি, তবে
তোমার দাসদিগকে অধিকারার্থে এই দেশ
দিতে আজ্ঞা হউক, আমাদিগকে যর্দ্দনের ওপারে
লইয়া যাইও না।
৬ তাহাতে মূসা গাদ্ বংশকে ও রূবেন্ বং-
শকে কহিল, তোমাদের ভ্রাতৃগণ কি যুদ্ধ করিতে
যাইবে, ও তোমরা কি এই স্থানে বসিয়া থা-
কিবা? ৭ পরমেশ্বরের দত্ত দেশে পার হইয়া
যাইতে তোমরা কেন ইস্রায়েল্ বংশের মনকে
নিরাশ করিতেছ? ৮ তোমাদের পিতৃগণ তা-
হাই করিয়াছিল; ফলতঃ যখন আমি দে-
শানুসন্ধান করিতে কাদেশ্-বর্ণেয়হইতে তাহা-
দিগকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, ৯ তখন তাহারাও
ইষ্কোলের উপত্যকা পর্য্যন্ত গমন করিয়া দেশ
দেখিয়া পরমেশ্বরের দত্ত দেশে যাইতে ইস্রা-
য়েল্ বংশের মন নিরাশ করিল। ১০ এই জন্যে
সেই দিনে পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হই-
লে তিনি শপথ করিয়া এই কথা কহিয়াছি-
লেন, ১১ আমি ইব্রাহীম্কে ও ইস্হাক্কে ও
যাকুব্কে যে দেশ দিতে দিব্য করিয়াছি, সেই
দেশকে মিসর্হইতে আগত লোকদের মধ্যে বিং-
শতি বৎসর বয়স্ক ও ততোধিক বয়স্ক কেহ দেখিতে
পাইবে না; কেননা তাহারা আমার সম্পূর্ণ
অনুগত হয় নাই। ১২ কেবল কিনসীয় যিফুন্নির
পুত্র কালেব ও নূনের পুত্র যিহোশূয় তাহা
দেখিবে, কারণ তাহারাই পরমেশ্বরের সম্পূর্ণ
অনুগত হইয়াছে। ১৩ এই রূপে ইস্রায়েল্
বংশের প্রতি পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত
হওয়াতে তিনি চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ
পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে কুকর্ম্মকারি সমস্ত বংশের
বিনাশ না হওন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে প্রান্তরে
ভ্রমণ করাইলেন। ১৪ এখন দেখ, পিতৃলোক-
দের পদে তোমরা উঠিয়া পাপিষ্ঠ বংশের
রক্ষক হইয়া ইস্রায়েলের প্রতিকূলে পরমেশ্ব-
রের ক্রোধ আরও বাড়াইতে চাহ। ১৫ কেননা
যদি তোমরা এই রূপে পরমেশ্বরের পশ্চাদ্-
গমনহইতে পরাবৃত্ত হও, তবে তিনি পুনর্ব্বার
ইস্রায়েল্ লোকদিগকে প্রান্তরে পরিত্যাগ করি-
বেন, তাহাতে তোমরা এই সকল লোককে বি-
নষ্ট করাইবা।
১৬ অপর তাহারা নিকটে আসিয়া কহিল,
আমরা এই স্থানে আপন পশুগণের জন্যে
মেষবাথান ও আপন২ বালকদের জন্যে নগর
নির্ম্মাণ করিব। ১৭ আর আমরা যাবৎ ইস্রায়েল্
বংশকে স্বস্থান প্রাপ্ত না করি, তাবৎ সসজ্জ
হইয়া তাহাদের অগ্রে২ গমন করিব, কেবল
আমাদের বালকেরা দেশ নিবাসিদের ভয়ে প্রা-
চীরবেষ্টিত নগরে বাস করিবে। ১৮ ইস্রায়েল্
বংশ প্রত্যেকে যাবৎ আপন২ অধিকার না
পায়, তাবৎ আমরা আপন২ পরিবারের নি-
কটে ফিরিয়া আসিব না। ১৯ কেননা আমরা
যর্দ্দনের ওপারে তাহাদের সহিত অধিকার গ্রহণ
করিব না, কিন্তু যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে আমাদের
অধিকার হইবে।
২০ পরে মূসা তাহাদিগকে কহিল, তোমরা
যদি এই কর্ম্ম কর, অর্থাৎ সসজ্জ হইয়া যদি
পরমেশ্বরের সম্মুখে যুদ্ধার্থে গমন কর; ২১ এবং
তিনি যাবৎ আপন শত্রুগণকে আপন সম্মুখ-
হইতে বাহির না করেন, তাবৎ যদি তোমরা প্র-
ত্যেকে সসজ্জ হইয়া পরমেশ্বরের সম্মুখে যর্দ্দন
নদী পার হও; ২২ পরে দেশ পরমেশ্বরের
বশীভূত হইলে যদি ফিরিয়া আইস, তবে পর-
মেশ্বরের ও ইস্রায়েল্ বংশের নিকটে নির্দ্দোষ
হইবা, এবং পরমেশ্বরের সম্মুখে এই দেশে
তোমাদের অধিকার হইবে। ২৩ কিন্তু যদি তদ্রূপ
না কর, তবে দেখ, তোমরা পরমেশ্বরের কাছে
পাপী হইবা, এবং তোমাদের পাপ তোমা-
দের লাগাইল পাইবে, ইহা নিশ্চয় জান। ২৪ তো-
মরা আপন২ বালকদের জন্যে নগর, ও পশু-

দের জন্যে বাথান নির্ম্মাণ কর, এবং আপ-
নাদের মুখহইতে নির্গত বাক্যানুসারে কর।
২৫ পরে গাদ্ বংশ ও রূবেন্ বংশ মুসাকে
কহিল, আমাদের প্রভু যেমন আজ্ঞা করিলেন,
আপনকার দাস আমরা তাহাই করিব। ২৬ আ-
মাদের বালক ও ভার্য্যা ও পাল ও পশু সকল
এই স্থানে গিলিয়দের সকল নগরে থাকিবে।
২৭ আমাদের প্রভুর আজ্ঞানুসারে তোমার দা-
সেরা প্রত্যেক জন সসজ্জ হইয়া যুদ্ধ করিতে
পরমেশ্বরের সম্মুখে পার হইয়া যাইবে। ২৮ তা-
হাতে মুসা তাহাদের বিষয়ে ইলিয়াসর্ যাজ-
ককে ও নূনের পুত্র যিহোশূয়কে ও ইস্রায়েল্
বংশের প্রধান অধ্যক্ষগণকে আজ্ঞা করিল।
২৯ মুসা তাহাদিগকে কহিল, গাদ বংশীয় ও
রূবেন্ বংশীয় সকলে যদি যুদ্ধের নিমিত্তে সসজ্জ
হইয়া তোমাদের সহিত পরমেশ্বরের সম্মুখে যর্দ্দন্
নদী পার হয়, তবে তোমাদের সম্মুখে দেশ
বশীভূত হইলে তোমরা অধিকারার্থে তাহা-
দিগকে গিলিয়দ্ দেশ দিবা। ৩০ কিন্তু যদি তা-
হারা সসজ্জ হইয়া তোমাদের সহিত পার না
হয়, তবে তাহারা তোমাদের মধ্যে কিনান্-
দেশে অধিকার পাইবে। ৩১ পরে গাদ্ বংশ
ও রূবেন্ বংশ উত্তর করিল, পরমেশ্বর আ-
পনকার এই দাসদিগকে যাহা আজ্ঞা করিলেন,
তাহাই আমরা করিব। ৩২ আমরা পরমেশ্ব-
রের সম্মুখে সসজ্জ হইয়া পার হইয়া কিনান্-
দেশে যাইব; তাহাতে যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে আ-
মাদের অধিকার হইবে। ৩৩ পরে মুসা তা-
হাদিগকে, অর্থাৎ গাদ্ বংশকে ও রূবেন্ বং-
শকে ও যূষফের পুত্র মিনশি বংশের অর্দ্ধেক-
কে ইমোরীয়দের রাজা সীহোনের রাজ্য ও
বাশনের রাজা ওগের রাজ্য, অর্থাৎ নানা প্র-
দেশে নানা নগরবিশিষ্ট দেশ, এই রূপে চতু-
র্দ্দিক্স্থ দেশের সমস্ত নগর দিল।
৩৪ তাহাতে গাদ্ বংশ দীবোন্ ও অটারোৎ
ও অরোয়েরু; ৩৫ ও অট্রোৎ ও শোফন্ ও
যাসের্ ও যগ্‌বিহ; ৩৬ এবং বৈৎনিম্রা ও বৈ-
থারণ্ নামে প্রাচীরবেষ্টিত নগর ও মেষবা-
থান নির্ম্মাণ করিল। ৩৭ এবং রূবেন্ বংশ হিষ্-
বোন্ ও ইলিয়ালী ও কিরিয়াথয়িম্; ৩৮ এবং
নাম পরিবর্ত্ত নিবো ও বাল্‌মিয়োন্ ও শিব্-
মা, এই সকল নগর নির্ম্মাণ করিয়া আ-
পন নির্ম্মিত নগরের নাম রাখিল। ৩৯ এবং
মিনশির পুত্র মাখীরের বংশ গিলিয়দে যা-
ইয়া তাহা আক্রমণ করিল, এবং সেই স্থান
নিবাসি ইমোরীয়দিগকে অধিকারচ্যুত করিল।
৪০ এবং মুসা মিনশির পুত্র মাখীরকে গিলি-
য়দ্ দিলে সে তাহার মধ্যে বাস করিল। ৪১ এবং
মিনশির পুত্র যায়ীর্ যাইয়া তাহার গ্রাম হস্ত-
গত করিয়া তাহাদের নাম হবোৎ যাইর্ (যা-
য়ীরের গ্রাম) রাখিল। ৪২ এবং নোবহ যা-
ইয়া কিনাৎ ও তাহার নগর হস্তগত করিয়া আপন
নামানুসারে তাহার নাম নোবহ রাখিল।

৩৩ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েল্ বংশের বেয়াল্লিশ অবস্থানের বিবরণ
৫০ ও কিনানীয় লোককে নষ্ট করিতে আজ্ঞা দেওন।

১ যে ইস্রায়েল্ বংশ মুসার ও হারোণের
অধীন হইয়া সৈন্যশ্রেণীক্রমে মিসর্দেশহইতে
বাহির হইয়া আইল, তাহাদের অবস্থানের
বিবরণ। ২ মুসা পরমেশ্বরের আজ্ঞাতে তাহা-
দের যাত্রানুসারে সেই অবস্থানের বিবরণ
লিখিল। তাহাদের যাত্রানুসারে অবস্থানের
এই বিবরণ। ৩ প্রথম মাসের পঞ্চদশ দিবসে
অর্থাৎ নিস্তারপর্ব্বদিনের প্রাতঃকালে ইস্রায়েল্
বংশ মহাবলেতে মিস্রীয়দের সাক্ষাতে বাহির
হইয়া রামিষেষ্হইতে প্রস্থান করিল। ৪ সেই
দিবসে মিস্রীয়েরা মৃতদের কবর দিতেছিল, যে-
হেতুক পরমেশ্বর তাহাদের মধ্যে প্রথমজাত
সকলকে হত করিয়াছিলেন, এবং পরমেশ্বর
তাহাদের দেবগণকেও দণ্ড দিয়াছিলেন। ৫ রা-
মিষেষ্হইতে প্রস্থান করিয়া ইস্রায়েল বংশ সু-
ক্কোতে শিবির স্থাপন করিল। ৬ এবং সুক্কোৎ-
হইতে যাত্রা করিয়া প্রান্তরের সীমাতে স্থিত
এথমে শিবির স্থাপন করিল। ৭ এবং এথম্-
হইতে যাত্রা করিয়া বাল্‌সিফোন্ সম্মুখস্থিত পী-
হহীরোতে ফিরিয়া আসিয়া মিগ্‌দোলের পূর্ব্ব-
দিগে শিবির স্থাপন করিল। ৮ পরে পীহহী-
রোতের সম্মুখহইতে যাত্রা করিয়া সমুদ্রমধ্য দিয়া
প্রান্তরে প্রবেশ করিল, এবং এথম্ প্রান্তরে
তিন দিবসের পথ যাইয়া মারাতে শিবির স্থা-
পন করিল। ৯ এবং মারাহইতে যাত্রা করিয়া
এলীমে উপস্থিত হইয়া সে স্থানে শিবির স্থা-
পন করিল; ঐ এলীমে বারো জলের উনুই ও
সত্তরি খর্জ্জূর বৃক্ষ ছিল। ১০ পরে তাহারা
এলীম্হইতে প্রস্থান করিয়া সুফার্ণবের সমীপে
শিবির স্থাপন করিল। ১১ এবং সুফার্ণব-
হইতে যাত্রা করিয়া সীন্ প্রান্তরে শিবির স্থাপন
করিল। ১২ পরে সীন্ প্রান্তরহইতে যাত্রা করিয়া
দপ্‌কাতে শিবির স্থাপন করিল। ১৩ ও দপ্-
কাহইতে যাত্রা করিয়া আলূশে শিবির স্থাপন
করিল। ১৪ এবং আলূশ্হইতে যাত্রা করিয়া
রিফীদীমে শিবির স্থাপন করিল; সে স্থানে
লোকদের পানার্থে জল ছিল না। ১৫ পরে
তাহারা রিফীদীম্হইতে যাত্রা করিয়া সীনয়্
প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিল। ১৬ ও সীনয়্

প্রান্তরহইতে যাত্রা করিয়া কিব্রোৎ-হত্তাবাতে শি-
বির স্থাপন করিল। ১৭ এবং কিব্রোৎ-হত্তাবা-
হইতে যাত্রা করিয়া হৎসেরোতে শিবির স্থাপন
করিল। ১৮ ও হৎসেরোৎহইতে যাত্রা করিয়া
রিৎমাতে শিবির স্থাপন করিল। ১৯ এবং রিৎ-
মাহইতে যাত্রা করিয়া রিম্মোন্-পেরসে শিবির
স্থাপন করিল। ২০ ও রিম্মোন্-পেরস্হইতে
যাত্রা করিয়া লিব্নাতে শিবির স্থাপন করিল।
২১ এবং লিব্নাহইতে যাত্রা করিয়া রিস্সাতে
শিবির স্থাপন করিল। ২২ এবং রিস্সাহইতে
যাত্রা করিয়া কিহেলাতে শিবির স্থাপন করিল।
২৩ ও কিহেলাহইতে যাত্রা করিয়া শেফর পর্ব্ব-
তে শিবির স্থাপন করিল। ২৪ পরে তাহারা
শেফর্ পর্ব্বতহইতে যাত্রা করিয়া হরাদাতে শি-
বির স্থাপন করিল। ২৫ ও হরাদাহইতে যাত্রা
করিয়া মখেলোতে শিবির স্থাপন করিল। ২৬ ও
মখেলোৎহইতে যাত্রা করিয়া তহতে শিবির স্থা-
পন করিল। ২৭ ও তহৎহইতে যাত্রা করিয়া
তেরহে শিবির স্থাপন করিল। ২৮ ও তেরহ-
হইতে যাত্রা করিয়া মিৎকাতে শিবির স্থাপন
করিল। ২৯ ও মিৎকাহইতে যাত্রা করিয়া হশ্-
মোনাতে শিবির স্থাপন করিল। ৩০ ও হশ-
মোনাহইতে যাত্রা করিয়া মোষেরোতে শিবির
স্থাপন করিল। ৩১ ও মোষেরোৎহইতে যাত্রা
করিয়া বিনেয়াকনে শিবির স্থাপন করিল। ৩২ ও
বিনেয়াকন্হইতে যাত্রা করিয়া হোর্হগিদ্গদে শি-
বির স্থাপন করিল। ৩৩ ও হোর্হগিদ্গদ্হইতে
যাত্রা করিয়া যট্বাথাতে শিবির স্থাপন করিল।
৩৪ ও যট্বাথাহইতে যাত্রা করিয়া অব্রোণাতে
শিবির স্থাপন করিল। ৩৫ এবং অব্রোণাহইতে
যাত্রা করিয়া ইৎসিয়োন্-গেবরে শিবির স্থাপন
করিল। ৩৬ এবং ইৎসিয়োন্-গেবর্হইতে যাত্রা
করিয়া সীন্ প্রান্তরস্থ কাদেশে শিবির স্থাপন
করিল। ৩৭ ও কাদেশ্হইতে যাত্রা করিয়া ইদোম্
দেশের প্রান্তস্থিত হোর্ পর্ব্বতে শিবির স্থাপন
করিল। ৩৮ ঐ সময়ে হারোণ যাজক পরমে-
শ্বরের আজ্ঞানুসারে হোর্ পর্ব্বতে আরোহণ
করিয়া ইস্রায়েল্ বংশের মিসরহইতে বহিরা-
গমনের চল্লিশ বৎসরের পঞ্চম মাসের প্রথম
দিনে সে স্থানে মরিল। ৩৯ হোর্ পর্ব্বতে হা-
রোণের মৃত্যুকালে তাহার এক শত তেইশ বৎ-
সর বয়স্ ছিল। ৪০ অপর কিনানের দক্ষিণ
প্রদেশ নিবাসি কিনানীয় অরাদ্ দেশের রাজা
ইস্রায়েল্ বংশের আগমন সম্বাদ শুনিল। ৪১ তা-
হাতে তাহারা হোর্ পর্ব্বতহইতে যাত্রা করিয়া
সল্মোনাতে শিবির স্থাপন করিল। ৪২ ও সল্-
মোনাহইতে যাত্রা করিয়া পূনোনে শিবির স্থা-
পন করিল। ৪৩ ও পূনোন্হইতে যাত্রা করিয়া
ওবোতে শিবির স্থাপন করিল। ৪৪ ও ওবোৎ-
হইতে যাত্রা করিয়া মোয়াব্ প্রান্তস্থিত ইয়ী-
অবারীমে শিবির স্থাপন করিল। ৪৫ ও ইয়ী-
অবারীম্হইতে যাত্রা করিয়া দিবোন-গাদে শিবির
স্থাপন করিল। ৪৬ ও দীবোন্-গাদ্হইতে যাত্রা
করিয়া অল্মোন্-দিব্লাথয়িমে শিবির স্থাপন ক-
রিল। ৪৭ ও অল্মোন্-দিব্লাথয়িম্হইতে যাত্রা
করিয়া নিবোর সম্মুখস্থিত অবারীম্ পর্ব্বতে শি-
বির স্থাপন করিল। ৪৮ ও অবারীম্ পর্ব্বত-
হইতে যাত্রা করিয়া যিরীহোর সম্মুখস্থিত যর্দ্দন্
সমীপস্থ মোয়াবের প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিল।
৪৯ এবং তাহারা যর্দ্দনের নিকটে বৈৎযিশী-
মোৎ অবধি আবেল্-শিটীম্ পর্য্যন্ত মোয়াবের
প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিয়া রহিল।

৫০ তখন পরমেশ্বর যিরীহোর নিকটস্থ যর্দ্দন্
সমীপে মোয়াবের প্রান্তরে মূসাকে কহিলেন,
৫১ তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে কহ, ও তাহাদিগকে
এই কথা বল, তোমরা যখন যর্দ্দন্ নদী পার
হইয়া কিনান্ দেশে উপস্থিত হইবা; ৫২ তখন
আপনাদের সম্মুখহইতে সেই দেশ নিবাসি সক-
লকে বাহির করিয়া দিবা, এবং তাহাদের সমস্ত
প্রতিমা ভগ্ন করিবা, ও সমস্ত ছাঁচে ঢালা বিগ্রহ
বিনষ্ট করিবা, ও তাহাদের সকল টিকরস্থান
উচ্ছিন্ন করিবা। ৫৩ এবং সেই দেশের লোক-
দিগকে অধিকারচ্যুত করিয়া দেশের মধ্যে তো-
মরা বাস করিবা; কেননা আমি অধিকার করি-
তে সেই দেশ তোমাদিগকে দিলাম। ৫৪ এবং
তোমরা গুলিবাঁটদ্বারা আপন২ বংশানুসারে
দেশাধিকার বিভাগ করিয়া লইবা; তাহাতে
অধিক লোককে অধিক অংশ, ও অল্প লো-
ককে অল্প অংশ দিবা; এবং যাহার অংশ
যে স্থানে পড়ে, তাহার অংশ সেই স্থানে হই-
বে; এই রূপে তোমরা আপন২ পিতৃবংশা-
নুসারে অংশ করিবা। ৫৫ কিন্তু যদি তোমরা
আপন২ সম্মুখহইতে সেই দেশনিবাসিদিগকে
বাহির না কর, তবে তোমরা যাহাদিগকে অব-
শিষ্ট রাখিবা, তাহারা তোমাদের চক্ষুতে কণ্টক
ও তোমাদের কোঁকেতে অঙ্কুশস্বরূপ হইবে, এবং
তোমাদের সেই নিবাসের দেশে তোমাদিগকে
ক্লেশ দিবে। ৫৬ এবং আমি তাহাদের প্রতি
যাহা করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম, তাহা তো-
মাদের প্রতি করিব।

৩৪ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েল্ লোকদের প্রতি প্রতিজ্ঞাত দেশের সীমা-
নির্ণয়, ১৬ ও দেশ বিভাগ করণার্থে নিরূপিত
অধ্যক্ষলোকদের নাম।

১ পরে পরমেশ্বর মূসাকে কহিলেন, ২ তুমি ইস্রা-
য়েল বংশকে এই আজ্ঞা কর ও তাহাদিগকে এই

কথা কহ, তোমরা কিনান্ দেশে প্রবেশ করিতে
উদ্যত আছ; অতএব তোমরা অধিকারার্থে যে
দেশ পাইবা তাহার, অর্থাৎ চতুঃসীমানুসারে
কিনান দেশের নির্ণয় এই। ৩ ইদোমের নিকট-
স্থিত সীন্ প্রান্তর অবধি তোমাদের দক্ষিণ
কোণ হইবে, ও পূর্ব্বদিগে লবণ সমুদ্রের কোণ
তোমাদের দক্ষিণ সীমা হইবে। ৪ এবং তো-
মাদের সীমা দক্ষিণদিগহইতে ফিরিয়া অক্রব্বী-
মের আরোহণের পথ দিয়া সীন্ পর্য্যন্ত যা-
ইবে, ও তথাহইতে কাদেশ্-বর্ণেয়ের দক্ষিণে হৎ-
সর্-অদ্দরে আসিয়া অস্মোন্ পর্য্যন্ত যাইবে।
৫ ঐ সীমা অস্মোন্হইতে মিসর্ নদী পর্য্যন্ত
বেড়িয়া আসিবে, এবং মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত এই
দক্ষিণ সীমার শেষ হইবে। ৬ আর মহাসমুদ্র
তোমাদের পশ্চিম সীমা হইবে, ইহাই তোমা-
দের পশ্চিম সীমা হইবে। ৭ এবং তোমাদের
উত্তর সীমা এই; তোমরা মহাসমুদ্রহইতে হোর্
পর্ব্বত লক্ষ্য করিবা। ৮ পরে হোর্ পর্ব্বত-
হইতে হমাতের প্রবেশস্থান লক্ষ্য করিবা, পরে
তথাহইতে সেই সীমা সিদাদ্ পর্য্যন্ত যাইবে।
৯ এবং সে সীমা সিফ্রোণ্ পর্য্যন্ত যাইবে, ও
হৎসর্-ঐননে তাহার শেষ হইবে; এই তো-
মাদের উত্তর সীমা হইবে। ১০ এবং পূর্ব্ব সী-
মার নিমিত্তে তোমরা হৎসর্-ঐনন্হইতে শিফাম্
লক্ষ্য করিবা। ১১ পরে সে সীমা ঐনের পূর্ব্ব-
দিক্ হইয়া শিফাম্হইতে রিব্লা পর্য্যন্ত যাইবে,
পরে সে সীমা কিন্নেরৎ হ্রদের পূর্ব্বধার দিয়া
যাইবে। ১২ পরে সে সীমা যর্দ্দন্ দিয়া যাই-
বে, এবং লবণসমুদ্র তাহার শেষ হইবে; এই
চতুঃসীমানুসারে তোমাদের দেশ হইবে। ১৩ তা-
হাতে মুসা ইস্রায়েল্ বংশকে এই আজ্ঞা করিল,
পরমেশ্বর সাড়ে নয় বংশকে যে দেশ দিতে
আজ্ঞা করিয়াছেন, অর্থাৎ যে দেশ তোমরা গুলি-
বাঁট করিয়া অধিকার করিবা, সে এই দেশ।
১৪ কেননা রুবেণের বংশ ও গাদের বংশ ও
মিনশির অর্দ্ধবংশ আপন২ পিতৃবংশানুসারে
আপন২ অধিকার পাইয়াছে। ১৫ যিরীহোর
নিকটস্থ যর্দ্দনের পূর্ব্ব পারে সূর্য্যোদয় দিগে
সেই আড়াই বংশ অধিকার পাইয়াছে।

১৬ পরে পরমেশ্বর মুসাকে কহিলেন, যা-
হারা দেশ বিভাগ করিয়া তোমাদিগকে দিবে,
১৭ তাহাদের এই২ নাম, ইলিয়াসর্ যাজক ও
নূনের পুত্র যিহোশূয়, ১৮ এবং প্রত্যেক বংশ-
হইতে এক২ অধ্যক্ষ, ইহাদিগকে তোমরা দেশ
বিভাগ করণার্থে গ্রহণ করিবা। ১৯ সেই অধ্য-
ক্ষগণের নাম; যিহূদা বংশের যিফুন্নির পুত্র
কালেব। ২০ ও শিমিয়োন্ বংশের অম্মীহূদের
পুত্র শিমুয়েল্। ২১ ও বিন্যামীন বংশের কিশ্-
লোনের পুত্র ইলীদদ্। ২২ ও দান্ বংশের
অধ্যক্ষ যগ্লির পুত্র বুক্কি। ২৩ এবং যূষফ্
বংশের মধ্যে মিনশি বংশের অধ্যক্ষ এফো-
দের পুত্র হন্নীয়েল্। ২৪ ও ইফ্রয়িম্ বংশের
অধ্যক্ষ শিপ্তনের পুত্র কিমুয়েল্। ২৫ এবং সি-
বূলূন্ বংশের অধ্যক্ষ পর্ণকের পুত্র ইলীষা-
ফন্। ২৬ এবং ইষাখর্ বংশের অধ্যক্ষ অস্-
সনের পুত্র পল্টিয়েল্। ২৭ ও আশের্ বং-
শের অধ্যক্ষ শিলোমির পুত্র অহীহূদ্। ২৮ এবং
নপ্তালি বংশের অধ্যক্ষ অম্মীহূদের পুত্র পি-
দহেল্; ২৯ কিনান্ দেশে ইস্রায়েল্ বংশের
নিমিত্তে অধিকার বিভাগ করিয়া দিতে পরমে-
শ্বর এই সকল লোককে আজ্ঞা করিলেন।

৩৫ অধ্যায়।

১ লেবীয়দের নগর ও চরাণি ও আশ্রয়নগরের নিরূ-
পণ, ৯ ও বধকারি ও প্রতিহন্তার বিষয়ে বিধি,
৩০ ও বধকারিদের উৎকোচ গ্রহণ না করণের কথা।

১ পরে পরমেশ্বর মোয়াবের প্রান্তরে যিরীহোর
নিকটস্থ যর্দ্দন নদীর সমীপে মূসাকে কহিলেন,
২ তুমি ইস্রায়েল্ বংশদিগকে এই আজ্ঞা দেও;
তাহারা আপন২ অধিকৃত অংশহইতে কতক-
গুলি বসতিনগর, এবং সেই নগরের সহিত
চতুর্দ্দিক্স্থ প্রান্তর লেবীয়দিগকে দিউক। ৩ তা-
হাতে সে সকল নগর তাহাদের নিবাসের
জন্যে হইবে, ও সেই প্রান্তর তাহাদের পশু-
গণ ও সম্পত্তি ও সকল জন্তুদের নিমিত্তে
হইবে। ৪ আর তোমরা যে২ নগর লেবীয়-
দিগকে দিবা, তাহার প্রান্তর নগরপ্রাচীরের
বাহিরে চতুর্দ্দিগে সহস্র হস্ত পর্য্যন্ত হইবে।
৫ এবং তোমরা নগরের বাহিরে তাহার পূর্ব্ব-
সীমা দুই সহস্র হস্ত ও দক্ষিণসীমা দুই সহস্র
হস্ত ও পশ্চিমসীমা দুই সহস্র হস্ত ও উত্তরসীমা
দুই সহস্র হস্ত পরিমিত করিবা; তাহার মধ্য-
স্থলে নগর হইবে, ও তাহা তাহাদের নগরের
প্রান্তর হইবে। ৬ বধকারিদের পলায়নার্থে যে
ছয় আশ্রয়নগর তোমরা দিবা, সেই সকল এবং
তদ্ব্যতিরেকে আরো বেয়াল্লিশ নগর লেবী-
য়দিগকে দিবা। ৭ সর্ব্বশুদ্ধ আটচল্লিশ নগর,
ও তাহাদের প্রান্তর লেবীয়দিগকে দিবা। ৮ এবং
তোমরা ইস্রায়েল্ বংশের অধিকারহইতে প্র-
ত্যেকের অধিকারানুসারে অর্থাৎ অধিকহইতে
অধিক ও অল্পহইতে অল্প, এই রূপে প্রত্যে-
কের প্রাপ্ত অধিকারানুসারে লেবীয়দিগকে ঐ
সকল নগর দিবা।

৯ পরে পরমেশ্বর মুসাকে কহিলেন, ১০ তুমি
ইস্রায়েল্ বংশকে কহ ও তাহাদিগকে এই কথা
বল, যে সময়ে তোমরা যর্দ্দন্ পার হইয়া কি-

নান্ দেশে উপস্থিত হইবা, ১১ তৎকালে অজ্ঞাতে বধকারী যে স্থানে পলাইয়া রক্ষা পাইতে পারে, এমত কতকগুলিন আশ্রয়নগর নিরূপণ করিবা। ১২ তাহাতে বধকারী বিচারার্থে মণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত হওনের পূর্ব্বে যেন না মরে, এই জন্যে সেই নগর প্রতিহন্তার হস্তহইতে তোমাদের রক্ষাস্থান হইবে। ১৩ এবং তোমরা এমত যে২ নগর দিবা, সেই আশ্রয়নগর সংখ্যাতে ছয় হইবে। ১৪ তাহার মধ্যে তোমরা যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে তিন নগর, ও কিনান্ দেশে তিন নগর দিবা, তাহা তোমাদের আশ্রয়নগর হইবে। ১৫ ইস্রায়েল্‌বংশীয় কিম্বা তাহাদের মধ্যে প্রবাসকারী ও বিদেশী কেহ যদি অজ্ঞাতসারে মনুষ্যকে বধ করে, তবে সে যেন সেই স্থানে পলাইতে পারে, এই জন্যে এই ছয় নগর আশ্রয়স্বরূপ হইবে। ১৬ কিন্তু কেহ যদি লৌহাস্ত্রদ্বারা কাহাকে এমত আঘাত করে, যে তাহাতে সে মরে, তবে সেই ব্যক্তি বধকারী; এমত বধকারী অবশ্য হত হইবে। ১৭ কিম্বা যাহাদ্বারা মরিতে পারে, এমত প্রস্তর হস্তে লইয়া যদি কাহাকে আঘাত করে ও তাহাতে সে মরে, তবে সে বধকারী; এমত বধকারী অবশ্য হত হইবে। ১৮ কিম্বা যাহাদ্বারা মরিতে পারে, এমত কোন কাষ্ঠময় বস্তু হস্তে লইয়া যদি কাহাকে আঘাত করে ও তাহাতে সে মরে, তবে সে বধকারী; এমত বধকারী অবশ্য হত হইবে। ১৯ প্রতিহন্তা ঐ বধকারিকে বধ করিবে; তাহার দেখা পাইলেই তাহাকে বধ করিবে। ২০ আর যদি দ্বেষ করিয়া কেহ কাহাকে আঘাত করে, কিম্বা লক্ষ্য করিয়া তাহার উপরে অস্ত্র নিক্ষেপ করে ও তাহাতে সে মরে; ২১ কিম্বা শত্রুতা করিয়া যদি কেহ কাহাকে আপন হস্তে আঘাত করে ও তাহাতে সে মরে; তবে যে তাহাকে প্রহার করিল, তাহাকে অবশ্য বধ করা যাইবে, কেননা সে বধকারী; প্রতিহন্তা তাহার দেখা পাইলেই সেই বধকারিকে বধ করিবে। ২২ আর যদি শত্রুতা ব্যতিরেকে হঠাৎ কেহ কাহাকে আঘাত করে, কিম্বা অনুসন্ধান ব্যতিরেকে অস্ত্র নিক্ষেপ করে; ২৩ কিম্বা যাহাদ্বারা মরিতে পারে, এমত প্রস্তর তাহাকে না দেখিয়া কাহারো উপরে ফেলে ও তাহাতে সে মরে, কিন্তু সে তাহার শত্রু ও অনিষ্ট চেষ্টাকারী না হয়, ২৪ তবে মণ্ডলী ঐ বধকারির ও ঐ প্রতিহন্তার বিষয়ে এই বিধি অনুসারে বিচার করিবে। ২৫ এবং মণ্ডলী প্রতিহন্তার হস্তহইতে সেই বধকারিকে উদ্ধার করিবে; এবং সে যে স্থানে পলাইয়াছিল, সেই আশ্রয়নগরে পুনর্ব্বার তাহাকে পাঠাইবে; এবং যে পর্য্যন্ত পবিত্র তৈলেতে অভিষিক্ত মহাযাজকের মৃত্যু না হয়, তাবৎ সে সেই নগরে থাকিবে। ২৬ কিন্তু ঐ বধকারী যে আশ্রয়নগরে পলাইয়াছে, কোন কালে যদি তাহার সীমার বহির্ভূত হয়, ২৭ তবে প্রতিহন্তা আশ্রয়নগরের সীমার বাহিরে তাহাকে পাইয়া বধ করিলেও রক্তপাতের অপরাধী হইবে না। ২৮ কেননা মহাযাজকের মৃত্যু পর্য্যন্ত আশ্রয়নগরে থাকা তাহার উচিত ছিল; কিন্তু মহাযাজকের মৃত্যু হইলে পর সে বধকারী আপন অধিকার ভূমিতে ফিরিয়া যাইবে। ২৯ ইহা তোমাদের পুরুষানুক্রমে সকল নিবাসে তোমাদের বিচারের ব্যবস্থা হইবে।

৩০ আর যে ব্যক্তি কোন লোককে বধ করে, সেই বধকারী সাক্ষিদের বাক্যদ্বারা হত হইবে; কিন্তু কোন লোকের প্রতিকূলে এক সাক্ষির সাক্ষ্য প্রাণদণ্ডার্থে গ্রাহ্য হইবে না। ৩১ আর প্রাণদণ্ডার্হ বধকারির প্রাণের পরিবর্ত্তে তোমরা কোন পরিশোধ গ্রহণ করিবা না; সে অবশ্য হত হইবে। ৩২ এবং আশ্রয়নগরে পলায়িত লোকেরা যেন যাজকের মৃত্যুর পূর্ব্বে দেশে আসিয়া পুনর্ব্বার বাস করে, এই জন্যে তাহাদের হইতে কোন পরিশোধ লইবা না। ৩৩ এই রূপে তোমরা আপনাদের নিবাসের দেশ অপবিত্র করিবা না, কেননা রক্ত দেশকে অপবিত্র করে, এবং রক্তপাতির রক্তপাত ব্যতিরেকে দেশের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে না। ৩৪ অতএব তোমরা যে দেশ অধিকার করিবা, তাহাতে আমি বাস করি, তাহা অশুচি করিও না; কেননা আমি ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে বাসকারী পরমেশ্বর।

৩৬ অধ্যায়।

১ সিলফদের কন্যাগণের অধিকার বিষয়ক কথা, ৫ ও বংশে অধিকার রাখিবার জন্যে বংশের মধ্যে বিবাহ করণের নিরূপণ, ১০ ও নিরূপণানুসারে তাহাদের কর্ম্ম করণ।

১ পরে যূষফ্ বংশীয় মিনশির পৌত্র মাখীরের পুত্র গিলিয়দ্ বংশের পৈতৃক অধ্যক্ষগণ মূসার ও ইস্রায়েল্ বংশের পৈতৃক অধ্যক্ষগণের সম্মুখে আসিয়া এক নিবেদন করিল। ২ তাহারা এই কথা কহিল, পরমেশ্বর গুলিবাঁটের দ্বারা অধিকারার্থে ইস্রায়েল্ বংশকে দেশ দিতে আমার প্রভুকে আজ্ঞা করিলেন, ও আমাদের ভ্রাতা সিলফদের অধিকার তাহার কন্যাদিগকে দিতে আমার প্রভুকে আজ্ঞা করিলেন। ৩ কিন্তু ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে অন্য কোন বংশের সহিত যদি তাহাদের বিবাহ হয়, তবে আমাদের পৈতৃক অধিকারহইতে তাহাদের অধিকার হরণ

করা যাইবে; ও তাহারা যে বংশে গৃহীতা
হইবে, সেই বংশের অধিকারে তাহা যুক্ত হই-
বে; এই রূপে তাহা আমাদের অধিকারের
অংশহইতে হৃত হইবে। [৪] আর যখন ইস্রা-
য়েল্ বংশের মহোৎসব উপস্থিত হইবে, তৎ-
কালে তাহারা যাহাদের মধ্যে গৃহীতা, সেই
বংশের অধিকারেতে তাহাদের অধিকার যুক্ত
হইবে; এই রূপে আমাদের পিতৃবংশহইতে
তাহাদের অধিকার হৃত হইবে।
[৫] তাহাতে মুসা পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে
ইস্রায়েল্ বংশকে এই আজ্ঞা করিল, যূষফ্ বং-
শের সন্তানেরা যথার্থ কহিতেছে। [৬] পরমেশ্বর
সিলফদের কন্যাগণের বিষয়ে এই আজ্ঞা করি-
তেছেন, তাহারা যাহাকে মনোনীত করিবে, তা-
হার ভার্য্যা হইতে পারিবে: কিন্তু কেবল আ-
পন পিতৃবংশের মধ্যে আপন কুলস্থদিগকে
বিবাহ করিবে। [৭] ইস্রায়েল্ বংশের অধিকার
এক বংশহইতে অন্য বংশে যাইবে না; ইস্রা-
য়েল্ বংশ প্রত্যেকে আপন২ পিতৃবংশের
অধিকারভুক্ত থাকিবে। [৮] এবং ইস্রায়েল্ বংশ
প্রত্যেকে যেন আপন পৈতৃক অধিকার ভোগ
করে, এই জন্যে ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে অধি-
কারিণী প্রত্যেক কন্যা আপন পিতৃবংশের কোন
এক পুরুষের ভার্য্যা হইবে। [৯] তাহাতে এক
বংশহইতে অন্য বংশে অধিকার যাইবে না,
কিন্তু ইস্রায়েল্ বংশেরা প্রত্যেকে আপন২ পৈ-
তৃক অধিকার ভুক্ত থাকিবে।
[১০] পরে সিলফদের কন্যাগণ মুসার প্রতি
পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে সকল করিল। [১১] ফলতঃ
মহলা ও তির্সা ও হগ্লা ও মিল্কা ও নোয়া,
সিলফদের এই কন্যাগণ আপন২ পিতৃব্যপুত্র-
দের সহিত বিবাহিতা হইল। [১২] অর্থাৎ যূষ-
ফের পুত্র মিনশি বংশের সন্তানদের সহিত
তাহাদের বিবাহ হইল; তাহাতে তাহাদের অধি-
কার তাহাদের পিতৃবংশেই রহিল। [১৩] পর-
মেশ্বর যিরীহোর নিকটস্থ যর্দ্দন্ সমীপে মো-
য়াবের প্রান্তরে মুসাদ্বারা ইস্রায়েল্ বংশের প্রতি
এই আজ্ঞা ও ব্যবস্থা দিলেন।

দ্বিতীয় বিবরণ

অর্থাৎ

মূসালিখিত পঞ্চম পুস্তক।

---

১ অধ্যায়।

১ যাত্রার চল্লিশ বৎসরে ইস্রায়েল্ বংশের প্রতি মুসার কথা, ৬ ও পরমেশ্বরের প্রতিজ্ঞা, ৯ ও অধ্যক্ষগণের নিরূপণ, ১৯ ও ইমোরীয় লোকদের পর্ব্বতের নিকটে যাত্রা করণ, ২২ ও চরগণকে অগ্রে প্রেরণ ও চরের কথাদ্বারা লোকদের কলহ, ৩৪ ও তাহাদের প্রতি পরমেশ্বরের ক্রোধ ও প্রতিজ্ঞাদি।

[১] পরে পারণ্ ও তোফল্ ও লাবন্ ও হৎসে-
রোৎ ও দীষাহবের মধ্যস্থানে সূফের সম্মুখ-
স্থিত প্রান্তরে, অর্থাৎ যর্দ্দন্ নদীর পূর্ব্বপার-
স্থিত প্রান্তরে মুসা তাবৎ ইস্রায়েল্ বংশের প্রতি
এই সকল কথা কহিল। [২] সেয়ীর্ পর্ব্বত দিয়া
হোরেব্ অবধি কাদেশ্-বর্ণেয় পর্য্যন্ত এগার
দিবসের পথ ছিল। [৩] পরে পরমেশ্বর যে২
কথা ইস্রায়েল্ বংশকে কহিতে মুসাকে আজ্ঞা
দিয়াছিলেন, তদনুসারে মুসা চল্লিশ বৎসরের
একাদশ মাসের প্রথম দিনে তাহাদিগকে কহি-
তে লাগিল। [৪] অর্থাৎ হিষ্বোন্ নিবাসি ইমো-
রীয়দের রাজা সীহোনকে এবং অস্তারোৎ
নিবাসি বাশনের রাজা ওগকে ইদ্রিয়ীতে বধ
করিলে পরে, [৫] যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে মোয়াব্
দেশে মুসা এই ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করিতে লাগিল।
[৬] আমাদের প্রভু পরমেশ্বর হোরেবে আ-
মাদিগকে কহিয়াছিলেন, তোমরা এই পর্ব্বতে
অনেক দিন বাস করিলা; [৭] এখন ফিরিয়া ইমো-
রীয়দের পর্ব্বতময় দেশ এবং তন্নিকটবর্ত্তি প্রা-
ন্তর ও পর্ব্বত ও তলভূমি ও দক্ষিণ প্রদেশ ও
সমুদ্রতীর ইত্যাদি কিনানীয়দের তাবৎ দেশে
ও লিবানোন্ পর্ব্বতে প্রবেশ করিয়া মহানদী
অর্থাৎ ফরাৎ নদী পর্য্যন্ত যাত্রা কর। [৮] দেখ,
আমি তোমাদের সম্মুখে সেই দেশ সমর্পণ করি-
লাম, অতএব পরমেশ্বর তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ
ইব্রাহীমকে ও ইসহাককে ও যাকুবকে ও তা-
হাদের পরে তাহাদের বংশকে যে দেশ দিতে
দিব্য করিয়াছিলেন, সেই দেশে তোমরা যাইয়া
অধিকার কর।
[৯] তৎকালে আমি তোমাদিগকে এই কথা কহি-
য়াছিলাম, তোমাদের ভার বহন করা একা আ-

মার অসাধ্য, ১০ কেননা দেখ, তোমাদের প্রভু
পরমেশ্বর তোমাদের বৃদ্ধি করাতে তোমরা
সম্প্রতি আকাশের তারাগণের ন্যায় বহুসংখ্যক
হইয়াছ; ১১ আর তোমাদের পৈতৃক প্রভু পর-
মেশ্বর তোমাদের আরো সহস্র গুণ বৃদ্ধি করুন,
ও তিনি তোমাদিগকে যেরূপ কহিয়াছেন, তদ্রূপ
আশীর্ব্বাদ করুন; ১২ আমি একা তোমাদের
এতো বোঝা ও ভার ও বিবাদ কি প্রকারে সহ্য
করিতে পারি? ১৩ তোমরা আপন২ বংশের
মধ্যে বুদ্ধিমান ও জ্ঞানি ও বিখ্যাত লোক-
দিগকে মনোনীত কর, আমি তাহাদিগকে তো-
মাদের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করিব। ১৪ আমার
এই কথাতে তোমরা উত্তর করিলা, তুমি যাহা
করিতে বলিতেছ, তাহা উত্তম। ১৫ পরে আমি
তোমাদের বংশের প্রধান ও জ্ঞানি ও বিখ্যাত
লোকদিগকে গ্রহণ করিয়া সহস্রপতি ও শত-
পতি ও পঞ্চাশৎপতি ও দশপতি করিয়া তো-
মাদের অধ্যক্ষরূপে ও বংশদের শাসনকর্ত্তৃরূপে
নিযুক্ত করিলাম। ১৬ এবং তৎকালে তোমাদের
সেই বিচারকর্ত্তাদিগকে এই আজ্ঞা করিলাম, তো-
মরা আপন২ ভ্রাতাদের কথা শুনিয়া উভয়
পক্ষের প্রতি, অর্থাৎ ভ্রাতৃগণ কিম্বা সহবাসি
বিদেশীয়দের প্রতি যথার্থ বিচার করিবা। ১৭ তো-
মরা বিচারে কাহারো মুখাপেক্ষা করিবা না,
ক্ষুদ্রের কথা যেমন, মহতের কথাও তেমনি শুনি-
বা; ও মনুষ্যের মুখ দেখিয়া ভয় করিবা না,
কেননা বিচার ঈশ্বরের অধিকার; এবং যে
কথা বিচার করিতে তোমাদের দুষ্কর হয়, তাহা
আমার কাছে আনিবা, আমি তাহা শুনিব।
১৮ এই রূপে সেই সময়ে তোমাদের সমস্ত
কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিষয়ে আমি আজ্ঞা করিয়াছিলাম।

১৯ পরে আমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের
আজ্ঞানুসারে হোরেব্‌হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক ইমো-
রীয়দের পর্ব্বতে যাইবার পথে তোমরা যে
বৃহৎ ও ভয়ঙ্কর প্রান্তর দেখিয়াছ, তাহার মধ্য
দিয়া যাত্রা করিয়া কাদেশ্‌-বর্ণেয়ে পঁহুছিলাম।
২০ পরে আমি তোমাদিগকে কহিলাম, প্রভু
পরমেশ্বর আমাদিগকে যাহাদের দেশ দিবেন,
সেই ইমোরীয়দের পর্ব্বতে তোমরা উপস্থিত
হইলা। ২১ দেখ, তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর
তোমাদের হস্তে দেশ সমর্পণ করিলেন; অত-
এব তোমরা আপনাদের পৈতৃক প্রভু পরমে-
শ্বরের আজ্ঞানুসারে যাইয়া তাহা অধিকার
কর; তাহাতে ভীত ও নিরাশ হইও না।

২২ তখন তোমরা সকলে আমার নিকটে
আসিয়া কহিলা, অগ্রে আমরা সে স্থানে লোক
পাঠাই; তাহারা আমাদের জন্যে দেশ অনু-
সন্ধান করিয়া আমাদিগকে কোন্ পথ দিয়াযা-
ইতে হইবে, ও কোন্ নগরে উপস্থিত হইতে
হইবে, তাহার সংবাদ লইয়া আইসুক। ২৩ তখন
আমি এই কথাতে সন্তুষ্ট হইয়া তোমাদের প্র-
ত্যেক বংশহইতে এক২ জন লইয়া বারো জন
গ্রহণ করিলাম। ২৪ পরে তাহারা প্রস্থান পূর্ব্বক
পর্ব্বতারোহণ করিয়া ইষ্কোল্ উপত্যকাতে উপ-
স্থিত হইয়া দেশের অনুসন্ধান করিল। ২৫ এবং
হস্তে সেই দেশের কিছু২ ফল লইয়া আমা-
দের নিকটে আনিয়া এই সংবাদ দিয়া কহিল,
আমাদের প্রভু পরমেশ্বর আমাদিগকে যে দেশ
দিবেন, সে উত্তম দেশ। ২৬ তথাপি তোমরা
সেই স্থানে যাইতে অসম্মত হইয়া আপনাদের
প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধাচারী হইলা।
২৭ এবং আপন২ তাম্বুতে বচসা করিয়া কহি-
লা, পরমেশ্বর দ্বেষ প্রযুক্ত আমাদিগকে মিসর্-
দেশহইতে বাহির করিয়া বিনাশার্থে ইমোরীয়-
দের হস্তে সমর্পণ করিতে চাহেন। ২৮ আমরা
কোথায় যাইতেছি? আমাদের অপেক্ষা সেই
দেশীয় লোকেরা পরাক্রমী ও দীর্ঘকায়, ও
তাহাদের নগর সকল অতি বৃহৎ এবং গগণ-
স্পর্শি প্রাচীরে বেষ্টিত আছে; এবং সে স্থানে
আমরা অনাকীয় বংশকেও দেখিলাম; এই
কথাতে আমাদের ভ্রাতৃগণ আমাদের মনোভঙ্গ
করিল। ২৯ তখন আমি তোমাদিগকে কহিলাম,
উদ্বিগ্ন হইও না, ও তাহাদের হইতে ভীত
হইও না। ৩০ তোমাদের যে প্রভু পরমেশ্বর
তোমাদের অগ্রগামী হন, তিনি মিসর্‌দেশে
তোমাদের চক্ষুগোচরে তোমাদের সহিত যে
ব্যবহার করিয়াছিলেন, ৩১ এবং এই প্রান্তরেও
তোমরা যাহা দেখিয়াছ, তদনুসারে তোমাদের
পক্ষে যুদ্ধ করিবেন। যেহেতুক পিতা যেমন
আপন পুত্রকে বহন করে, তদ্রূপ তোমরা
যে পথে যাত্রা করিয়া এই স্থানে উপস্থিত
হইলা, সেই সমস্ত পথে তোমাদের প্রভু পর-
মেশ্বর তোমাদিগকে বহন করিয়া আসিতেছেন।
৩২ তথাপি তোমাদের শিবির রাখিবার স্থান
অনুসন্ধান করণার্থে যিনি যাত্রাকালে তোমাদের
অগ্রগামী হইয়া রাত্রিতে অগ্নিদ্বারা ও দিবসে
মেঘদ্বারা তোমাদের গন্তব্য পথ দর্শন করাই-
তেন, ৩৩ তোমাদের সেই প্রভু পরমেশ্বরেতে
তোমরা বিশ্বাস করিলা না।

৩৪ পরে পরমেশ্বর তোমাদের বাক্য শুনিয়া
ক্রুদ্ধ হইয়া এই দিব্য করিলেন, ৩৫ আমি তো-
মাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে যে দেশ দিতে শপথ
করিয়াছি, সেই উত্তম দেশ এই দুষ্ট বংশীয়
মনুষ্যদের মধ্যে অন্য কেহ দেখিতে পাইবে
না, ৩৬ কেবল যিফুন্নির পুত্র কালেব্ তাহা দে-
খিবে, এবং সে যে দেশে পদার্পণ করিয়া গমন

করিয়াছে, সেই দেশ আমি তাহাকে ও তাহার
বংশকে দিব; কেননা সে পরমেশ্বরের সম্পূর্ণ
অনুগত লোক। ৩৭ (এবং পরমেশ্বর তোমাদের
নিমিত্তে আমার প্রতিও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন,
তুমিও সে স্থানে প্রবেশ করিবা না। ৩৮ তোমার
পরিচারক নূনের পুত্র যিহোশূয় সেই স্থানে
প্রবেশ করিবে; তুমি তাহাকেই সাহস দেও,
কেননা সে ইস্রায়েল্ বংশকে তাহা অধিকার
করাইবে।) ৩৯ এবং তোমরা আপনাদের যে
বালকগণের বিষয়ে কহিলা, ইহারা লুটিত হই-
বে, এবং তোমাদের যে সন্তানগণের ভাল মন্দ
জ্ঞান অদ্যাপি হয় নাই, তাহারা সেই স্থানে
প্রবেশ করিবে; তাহাদিগকে আমি সেই দেশ
দিব, ও তাহারাই তাহা অধিকার করিবে।
৪০ এখন তোমরা ফিরিয়া সূফার্ণবগামি প্রান্তরে
গমন কর। ৪১ তাহাতে তোমরা আমাকে উত্তর
করিলা, আমরা পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করি-
লাম; আমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের সমস্ত
আজ্ঞানুসারে উঠিয়া যাইয়া যুদ্ধ করিব; পরে
তোমরা প্রত্যেক জন যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া
পর্ব্বতারোহণ করিতে দুঃসাহস করিলা। ৪২ তখন
পরমেশ্বর আমাকে কহিলেন, তুমি তাহাদিগকে
কহ, আমি তোমাদের মধ্যবর্ত্তী নহি, অতএব
তোমরা আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিও না, পাছে
শত্রুদের সম্মুখে হত হও। ৪৩ তাহাতে আমি
তোমাদিগকে সেই কথা কহিলাম, কিন্তু তো-
মরা তাহা না শুনিয়া পরমেশ্বরের আজ্ঞার বিরু-
দ্ধাচারী ও দুঃসাহসী হইয়া পর্ব্বতারোহণ করিলা।
৪৪ এই জন্যে সেই পর্ব্বতবাসি ইমোরীয় লো-
কেরা মধুমক্ষিকার ন্যায় তোমাদের বিরুদ্ধে বা-
হির হইয়া তোমাদিগকে তাড়না করিয়া সেয়ীরে
হর্ম্মা পর্য্যন্ত ছিন্নভিন্ন করিল। ৪৫ তখন তো-
মরা পরাবৃত্ত হইয়া পরমেশ্বরের কাছে রো-
দন করিলা; কিন্তু পরমেশ্বর তোমাদের রবে
মনোযোগ করিলেন না, ও তোমাদের কথায়
কর্ণপাত করিলেন না। ৪৬ তাহাতে তোমরা
কাদেশে বাস করিয়া সে স্থানে বহুকাল অব-
স্থিতি করিলা।

২ অধ্যায়।

১ ইদোমীয় লোকদের সহিত যুদ্ধ করণে নিষেধ, ৯ ও মোয়াবীয় লোকদের সহিত যুদ্ধ করণে নিষেধ, ১৭ ও অম্মোনীয় লোকদের সহিত যুদ্ধ করণে নিষেধ, ২৪ ও ইমোরীয় সীহোন রাজকে যুদ্ধে দমন করিতে আজ্ঞা।

১ পরে আমরা পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে
সূফার্ণবগামি প্রান্তর দিয়া যাত্রা করিয়া সেয়ীর্
পর্ব্বত বেষ্টন করিতে বহু দিবস যাপন করি-
লাম। ২ পরে পরমেশ্বর আমাকে কহিলেন,
৩ তোমরা অনেক দিন অবধি এই পর্ব্বত প্রদ-
ক্ষিণ করিতেছ, এখন উত্তরদিগে ফির। ৪ তুমি
লোকসমূহকে এই আজ্ঞা কর, সেয়ীর্ নিবাসি
তোমাদের ভ্রাতা এষৌর বংশের সীমা দিয়া
তোমাদিগকে যাইতে হইবে, তাহাতে তাহারা
তোমাদের হইতে ভীত হইবে; অতএব তোমরা
অতি সাবধান হইবা। ৫ তাহাদের সহিত বি-
রোধ করিও না, কেননা আমি তোমাদিগকে
তাহাদের দেশের কিছু দিব না, এক পাদ পরি-
মিত ভূমিও দিব না; এই সেয়ীর্ পর্ব্বত অধি-
কারার্থে আমি এষৌকে দিয়াছি। ৬ অতএব
তোমরা তাহাদের নিকটে রূপা দিয়া অন্ন ক্রয়
করিয়া ভোজন করিবা; ও রূপা দিয়া জল ক্রয়
করিয়া পান করিবা। ৭ কেননা তোমাদের প্রভু
পরমেশ্বর তোমাদের হস্তের সমস্ত কর্ম্মেতে
তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন, এবং এই মহা-
প্রান্তরে তোমাদের গতি জানেন। এই চল্লিশ
বৎসরাবধি তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমা-
দের সহবর্ত্তী আছেন, এই জন্যে তোমাদের
কিছুরই অভাব হয় নাই। ৮ পরে আমরা প্রা-
ন্তরের পথ ও এলৎ ও ইৎসিয়োন-গেবর দিয়া
সেয়ীর্ নিবাসি আপন ভ্রাতা এষৌর বংশের
সম্মুখ দিয়া গমন করিয়া মোয়াবের প্রান্তরের
পথে ফিরিয়া যাত্রা করিলাম। ৯ তাহাতে পর-
মেশ্বর আমাকে কহিলেন, তোমরা মোয়াবীয়-
দিগকে কোন ক্লেশ দিও না, এবং যুদ্ধদ্বারা তা-
হাদের সহিত বিরোধ করিও না; আমি অধি-
কারার্থে তাহাদের দেশের কোন অংশ তো-
মাদিগকে দিব না, কেননা আমি লোটের বংশকে
আর্ নগর অধিকার করিতে দিয়াছি। ১০ পূর্ব্বে
ঐ স্থানে এমীয় লোকেরা বাস করিত, তাহারা
মহান ও পরাক্রমী এবং অনাকীয় লোকদের
ন্যায় দীর্ঘকায় জাতি ছিল। ১১ অনাকীয়দের
ন্যায় তাহারাও রিফায়ীয়দের মধ্যে গণিত ছিল,
কিন্তু মোয়াবীয় লোকেরা তাহাদিগকে এমীয়
কহিত। ১২ এবং পূর্ব্বে হোরীয় লোকেরা সেয়ীরে
বাস করিয়াছিল, কিন্তু এষৌর বংশ আপনাদের
সম্মুখহইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া তাহাদের
স্থান অধিকার করিয়া বাস করিল। ফলতঃ
ইস্রায়েল্ বংশ পরমেশ্বরের দত্ত আপন অধি-
কারভূমিতে যেরূপ করিল, তদ্রূপ। ১৩ এই ক্ষণে
তোমরা উঠ ও সেরদ্ নদী পার হও; তাঁহার
এই কথাতে আমরা সেরদ্ নদী পার হইয়া
গমন করিলাম। ১৪ কাদেশ্-বর্ণেয় অবধি সে-
রদ্ নদী পার হওন পর্য্যন্ত আমাদের যাত্রার
আটত্রিশ বৎসর হইল; সেই সময়ের মধ্যে
পরমেশ্বরের শপথানুসারে শিবিরের মধ্যহই-

তে তৎকালীয় সমস্ত যোদ্ধাগণ উচ্ছিন্ন হইল।
১৫ কেননা শিবিরের মধ্যহইতে তাহাদিগকে নিঃ-
শেষ রূপে লোপ করণার্থে তাহাদের প্রতিকূলে
পরমেশ্বরের হস্ত বিস্তারিত ছিল। ১৬ পরে
সেই সমস্ত যোদ্ধা মরিয়া লোকদের মধ্যহইতে
উচ্ছিন্ন হইলে ১৭ পরমেশ্বর আমাকে কহি-
লেন, ১৮ অদ্য তোমরা মোয়াবের সীমা আর্
নগর পার হইতেছ। ১৯ অতএব অম্মোনীয়
বংশের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে
ক্লেশ দিও না ও তাহাদের সহিত বিরোধ করিও
না; আমি তোমাদিগকে অধিকারার্থে অম্মো-
নীয় বংশের কিছুই দেশ দিব না, কেননা
আমি লোটের বংশকে তাহা অধিকার করিতে
দিয়াছি। ২০ সেই দেশও রিফায়ীয়দের দেশ-
রূপে গণিত ছিল, কেননা অম্মোনীয় লোকেরা
যাহাদিগকে সম্সুম্মীয় কহিত, সেই রিফায়ীয়
লোক পূর্ব্বকালে সে স্থানে বাস করিয়াছিল।
২১ তাহারা মহান্ ও পরাক্রমী ও অনাকীয়
লোকদের ন্যায় দীর্ঘকায় এক জাতি ছিল, কিন্তু
পরমেশ্বর যাহাদের সম্মুখহইতে তাহাদিগকে
বিনষ্ট করিলেন, সেই (অম্মোনীয়) লোকেরা
তাহাদিগকে দেশচ্যুত করিয়া তাহাদের পরিবর্ত্তে
তথায় বসতি করিল। ২২ তিনি সেয়ীর্ নিবাসি
এষৌর বংশের নিমিত্তে তদ্রূপ কর্ম্ম করিয়া
তাহাদের সম্মুখহইতে হোরীয়দিগকে বিনষ্ট করি-
য়াছিলেন, তাহাতে তাহারা তাহাদিগকে দেশ-
চ্যুত করিয়া অদ্যাপি তাহাদের পরিবর্ত্তে তথায়
বাস করিয়া আসিতেছে। ২৩ এবং অসা পর্য্যন্ত
হৎসেরীমে বাসকারি অব্বীয়দের প্রতিও তাহাই
ঘটিয়াছিল, ফলতঃ কপ্তোর্হইতে আগত কপ্তো-
রীয় লোকেরা তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া তা-
হাদের পরিবর্ত্তে তথায় বাস করিল।
২৪ পরমেশ্বর কহিলেন, তোমরা উঠ, ও যাত্রা
করিয়া অর্ণোন্ নদী পার হও; দেখ, আমি
হিষ্বোন্ নিবাসি ইমোরীয়দের রাজা সীহোন-
কে ও তাহার দেশকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ
করিলাম; তাহাদের সহিত যুদ্ধদ্বারা বিরোধ
করিয়া তোমাদের অধিকার লইতে আরম্ভ কর;
২৫ অদ্যাবধি আমি আকাশের অধঃস্থিত সমস্ত
জাতির মনেতে তোমাদের বিষয়ক ভয় ও আ-
শঙ্কা জন্মাইতে আরম্ভ করিব, তোমাদের সং-
বাদ শুনিবামাত্র তাহারা তোমাদের সাক্ষাতে
কম্পবান ও ব্যথিত হইবে। ২৬ পরে আমি
কিদেমোৎ প্রান্তরহইতে হিষ্বোন্ নিবাসি সী-
হোনের নিকটে দূতদ্বারা এই প্রণয়বাক্য কহিয়া
পাঠাইলাম, ২৭ তুমি আপন দেশের মধ্য দিয়া
আমাকে যাইতে দেও, আমি দক্ষিণে কিম্বা বামে
না ফিরিয়া কেবল রাজপথ দিয়া যাইব; ২৮ এবং
আমাদের প্রভু পরমেশ্বর আমাদিগকে যে দেশ
দিতেছেন, আমরা যর্দ্দন নদী পার হইয়া যাবৎ
সেই দেশে উপস্থিত না হই, তাবৎ সেয়ীর্ নি-
বাসি এষৌর বংশ ও আর্ নিবাসি মোয়াবীয়
বংশ আমার প্রতি যেমন করিল, ২৯ তদ্রূপ
তুমিও রূপা লইয়া আমাকে ভোজনের অন্ন
দিবা, ও রূপা লইয়া পানার্থক জল দিবা; আমি
কেবল আপন পদ দিয়া পার হইয়া যাইব।
৩০ কিন্তু হিষ্বোনের রাজা সীহোন্ আপন
দেশের মধ্য দিয়া আমাদিগকে যাইতে দিল না,
কেননা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের
হস্তে অদ্যকার ন্যায় তাহাকে সমর্পণ করিতে
তাহার মন কঠিন করিলেন ও তাহার অন্তঃকরণ
শক্ত করিলেন। ৩১ এবং পরমেশ্বর আমাকে
কহিলেন, দেখ, আমি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া সী-
হোন্কে ও তাহার দেশকে তোমার হস্তে সমর্পণ
করিব; তুমিও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার দেশ
অধিকারার্থে হস্তগত কর। ৩২ তখন সীহোন্
ও তাহার সমস্ত লোক আমাদের প্রতিকূলে
বাহির হইয়া যহসে যুদ্ধ করিতে আইলে ৩৩ আ-
মাদের প্রভু পরমেশ্বর আমাদের হস্তে তা-
হাকে সমর্পণ করিলে আমরা তাহাকে ও তাহার
পুত্রগণকে ও সকল লোককে বধ করিলাম।
৩৪ সেই সময়ে আমরা তাহার সমস্ত নগর
হস্তগত করিয়া প্রতিনগরস্থ পুরুষ ও স্ত্রী ও
বালকদিগকে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিলাম; তা-
হাদের কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিলাম না।
৩৫ কিন্তু পশুগণকে ও যে২ নগর হস্তগত করি-
য়াছিলাম, তাহার লুটিত বস্তু সকল আমরা
আপনাদের জন্যে গ্রহণ করিলাম। ৩৬ অর্ণোন্
নদীতীরস্থিত অরোয়ের্ অবধি ও নদীর মধ্য-
স্থিত নগর অবধি গিলিয়দ্ পর্য্যন্ত এক নগরও
আমাদের অজেয় হইল না; আমাদের প্রভু
পরমেশ্বর সে সমস্ত আমাদের হস্তে সমর্পণ
করিলেন। ৩৭ কেবল অম্মোন্ বংশের দেশ,
অর্থাৎ যব্বোক্ নদীর পার্শ্বস্থ প্রদেশ ও পর্ব্ব-
তস্থ তাবৎ নগর প্রভৃতি যে দেশের বিষয়ে আ-
মাদের প্রভু পরমেশ্বর নিষেধ করিয়াছিলেন,
তাহার নিকটে তোমরা উপস্থিত হইলা না।

৩ অধ্যায়।

১ বাশনের রাজা ওগ্কে জয় করণ, ১২ ও রূবেন ও
গাদ বংশকে পরান্ত ভূমি দিতে আজ্ঞা করণ, ২১
ও যিহোশূয়ের প্রতি মূসার উপদেশ কথা, ২৩ ও
দেশে প্রবেশ করিতে মূসার প্রার্থনা।

১ পরে আমরা উঠিয়া বাশনের পথ দিয়া গমন
করিলাম; তাহাতে বাশনের রাজা ওগ্ এবং
তাহার সমস্ত লোক আমাদের প্রতিকূলে যুদ্ধ

করণার্থে বাহির হইয়া ইদ্রিয়ীতে আইল। ২ তখন
পরমেশ্বর আমাকে কহিলেন, তুমি উহাকে ভয়
করিও না, কেননা আমি উহাকে ও উহার সমস্ত
লোককে ও উহার দেশকে তোমার হস্তে সম-
র্পণ করিব; যেমন হিষ্‌বোন্ নিবাসি ইমোরী-
য়দের রাজা সীহোনের প্রতি করিয়াছ, সেই
রূপ উহার প্রতিও করিবা। ৩ এই রূপে আ-
মাদের প্রভু পরমেশ্বর বাশনের রাজা ওগ্‌কে
ও তাহার সমস্ত লোককে আমাদের হস্তে সম-
র্পণ করিলেন; তাহাতে আমরা তাহাকে এমত
পরাজয় করিলাম, যে তাহার কেহ অবশিষ্ট
থাকিল না। ৪ সেই সময়ে আমরা তাহার
সমস্ত নগর হস্তগত করিলাম; যাহা আমাদের
হস্তগত হইল না, তাহার এমত এক নগরও থা-
কিল না; ফলতঃ অর্গোবের সমস্ত অঞ্চলে অর্থাৎ
বাশনস্থ ওগের রাজ্যে যে ষাইট্ নগর ৫ উচ্চ
প্রাচীরেতে ও দ্বারেতে ও অর্গলেতে সুরক্ষিত
ছিল, সেই সমস্ত নগর ও তদ্ব্যতিরেকে প্রাচীর-
হীন অনেক নগর হস্তগত করিলাম। ৬ আ-
মরা হিষ্‌বোনের রাজা সীহোনের প্রতি যেমন
করিয়াছিলাম, সেই রূপ তাহাদিগকে বর্জ্জিত-
রূপে বিনষ্ট করিলাম, পুরুষ ও স্ত্রী ও বালক
শুদ্ধ তাহাদের তাবৎ নগর বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট
করিলাম। ৭ কিন্তু তাহাদের সমস্ত পশু ও নগ-
রের দ্রব্যাদি লুট করিয়া আপনাদের নিমিত্তে
গ্রহণ করিলাম। ৮ সেই সময়ে আমরা যর্দ-
নের পূর্ব্বপারস্থ ইমোরীয়দের দুই রাজার হস্ত-
হইতে অর্ণোন্ নদী অবধি হর্মোণ পর্ব্বত পর্য্যন্ত
সমস্ত দেশকে হস্তগত করিলাম। ৯ সীদোনীয়ে-
রা ঐ হর্মোণকে শিরিয়োন্ কহে, এবং ইমো-
রীয়েরা তাহাকে সিনীর্ কহে। ১০ আমরা
অধিত্যকাস্থিত সমস্ত নগর এবং সল্‌খা ও ইদ্রিয়ী
পর্য্যন্ত তাবৎ গিলিয়দ্ ও বাশন্ অর্থাৎ বাশন্-
স্থিত ওগ্ রাজ্যের সমস্ত নগর হস্তগত করি-
লাম। ১১ কেননা অবশিষ্ট রিফায়ীয়দের মধ্যে
বাশনের রাজা ওগ্‌মাত্র অবশিষ্ট থাকিল; দেখ,
তাহার খট্টা লৌহময়, তাহা কি অম্মোনীয় বং-
শের রব্বাতে নাই? মনুষ্যের হস্তের পরিমাণা-
নুসারে তাহা দীর্ঘে নয় হস্ত ও প্রস্থে চারি হস্ত।
১২ ঐ সময়ে আমরা সেই সকল ভূমি অধি-
কার করিলাম; তাহাতে আমি অর্ণোন্‌নদীস্থিত
অরোয়ের্ অবধি গিলিয়দ্ পর্ব্বতের অর্দ্ধেক
ও তত্রত্য নগর সকল রূবেন্ বংশকে ও গাদ
বংশকে দিলাম। ১৩ এবং গিলিয়দের অব-
শিষ্ট অংশ ও সমস্ত বাশন্ অর্থাৎ ওগের রাজ্য,
বিশেষতঃ তাবৎ বাশনের সহিত অর্গোবের তা-
বৎ অঞ্চল আমি মিনশির অর্দ্ধবংশকে দিলাম।
পূর্ব্বে তাহা রিফায়ীয় দেশ রূপে বিখ্যাত ছিল।
১৪ মিনশির পুত্র যায়ীর গিশূরীয় ও মাখা-
থীয় সীমা পর্য্যন্ত অর্গোবের তাবৎ অঞ্চল পা-
ইয়া আপন নামানুসারে অদ্য পর্য্যন্ত বাশন
দেশের সেই সকল নগরের নাম হবোৎ-যায়ীর্
রাখিল। ১৫ আমি মাখীরকে গিলিয়দ্ দিলাম।
১৬ ও গিলিয়দ্‌হইতে অর্ণোন্ নদী ও তাহার
তলভূমি ও সীমা পর্য্যন্ত, এবং তদবধি অম্মোন্
বংশের সীমা যব্বোক নদী পর্য্যন্ত; ১৭ এবং
কিন্নেরৎ অবধি প্রান্তরস্থ সমুদ্র অর্থাৎ অস্‌দোৎ-
পিস্‌গার অধঃস্থিত লবণসমুদ্র পর্য্যন্ত, পূর্ব্ব-
দিক্‌স্থিত প্রান্তর এবং যর্দন্ ও তাহার সীমা
রূবেন্ বংশকে ও গাদ্ বংশকে দিলাম। ১৮ সেই
সময়ে আমি তোমাদিগকে এই আজ্ঞা করিলাম,
তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর অধিকারার্থে এই দেশ
তোমাদিগকে দিলেন, কিন্তু তোমাদের তাবৎ
যোদ্ধা সসজ্জ হইয়া তোমাদের ভ্রাতা ইস্রায়েল্
বংশের সম্মুখে পার হইয়া যাইবে। ১৯ আমি
তোমাদিগকে যে২ নগর দিলাম, সেই সকল
নগরে কেবল তোমাদের স্ত্রী ও বালকগণ ও পশু-
গণ বাস করিবে, কেননা তোমাদের অনেক পশু
আছে, তাহা আমি জানি; ২০ পরে পরমে-
শ্বর তোমাদের ভ্রাতৃগণকে তোমাদের ন্যায় বি-
শ্রাম দিলে, অর্থাৎ যর্দনের ওপারে প্রভু পর-
মেশ্বর তাহাদিগকে যে দেশ দিবেন, তাহারা
সেই দেশ অধিকার করিলে, তোমরা প্রত্যেকে
আমার দত্ত আপন২ অধিকারে ফিরিয়া
আসিবা।
২১ সেই সময়ে আমি যিহোশূয়কে আজ্ঞা করি-
লাম, তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর এই দুই রা-
জার প্রতি যাহা করিয়াছেন, তাহা তুমি স্বচক্ষে
দেখিয়াছ; তুমি পার হইয়া যে২ রাজ্যের বি-
রুদ্ধে যাইবা, সে সমস্ত রাজ্যের প্রতি পরমে-
শ্বর তদ্রূপ করিবেন। ২২ তোমরা তাহাদিগকে
ভয় করিও না; কেননা তোমাদের প্রভু পর-
মেশ্বর আপনি তোমাদের নিমিত্তে যুদ্ধ করিবেন।
২৩ সেই সময়ে আমি পরমেশ্বরের কাছে
বিনতি করিলাম, ২৪ হে প্রভো পরমেশ্বর, তুমি
আপন দাসের কাছে আপন মহিমা ও বলবান
হস্ত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলা; তোমার
ক্রিয়ার ন্যায় ও তোমার বিক্রমের ন্যায় করিতে
পারে, স্বর্গে কি মর্ত্ত্যে এমত ঈশ্বর আর কে
আছে? ২৫ বিনয় করি, যর্দনের ওপারে স্থিত সেই
উত্তম দেশ ও সেই রমণীয় লিবানোন্ পর্ব্বত
দেখিতে আমাকে পারে যাইতে দিউন। ২৬ কিন্তু
পরমেশ্বর তোমাদের জন্যে আমার প্রতিকূলে
ক্রুদ্ধ হওয়াতে আমার কথা না শুনিয়া আমাকে
কহিলেন, তোমার পক্ষে এই যথেষ্ট, ইহার
বিষয়ে আমাকে আর কহিও না। ২৭ পিস্‌গার

শৃঙ্গে উঠিয়া যাও, এবং পশ্চিম দিগে ও উত্তর
দিগে ও দক্ষিণ দিগে ও পূর্ব্ব দিগে দৃষ্টিপাত
কর; আপন চক্ষে তাহা দেখ, কেননা তুমি এই
যর্দ্দন পার হইতে পাইবা না। ২৮ তুমি যিহো-
শূয়কে আজ্ঞা কর, ও তাহার সাহস জন্মাও,
ও তাহাকে বলবান কর, কেননা সে এই লো-
কদের অগ্রগামী হইয়া পার হইয়া যাইবে;
যে দেশ তুমি দেখিবা, তাহা সে তাহাদি-
গকে অধিকার করাইবে। ২৯ এই রূপে আ-
মরা বৈৎপিয়োরের সম্মুখস্থিত উপত্যকাতে
বাস করিলাম।

৪ অধ্যায়।

১ আজ্ঞা পালন করিতে মূসার বিনয়, ৪১ ও যর্দ্দনের পূর্ব্বদিগে তিন আশ্রয়নগরের নিরূপণ।

১ এখন হে ইস্রায়েল্ বংশ, আমি যে বিধি ও
ব্যবস্থা পালন করিতে তোমাদিগকে শিক্ষা দি,
তাহাতে মনোযোগ কর; তাহাতে তোমরা বাঁ-
চিবা, এবং তোমাদের পৈতৃক প্রভু পরমেশ্বর
তোমাদিগকে যে দেশ দিবেন, তাহার মধ্যে
প্রবেশ করিয়া তাহা অধিকার করিবা। ২ এবং
আমি তোমাদিগকে যাহা আজ্ঞা করি, তাহাতে
আর কিছু যোগ করিও না, এবং তাহার কিছু
হ্রাস করিও না; আমি তোমাদিগকে যাহা২
জানাইতেছি, তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের সেই
সকল আজ্ঞা পালন করিও। ৩ বাল্পিয়ো-
রের বিষয়ে পরমেশ্বর যাহা করিয়াছেন, তাহা
তোমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছ; ফলতঃ তোমাদের
প্রভু পরমেশ্বর বাল্পিয়োরের পশ্চাদ্গামি প্র-
ত্যেক লোককে তোমাদের মধ্যহইতে বিনষ্ট
করিয়াছেন। ৪ কিন্তু তোমরা যত লোক আ-
পন প্রভু পরমেশ্বরেতে আসক্ত ছিলা, সক-
লেই অদ্যাবধি জীবৎ আছ। ৫ দেখ, আমার
প্রভু পরমেশ্বর আমাকে যেরূপ আজ্ঞা করি-
লেন, আমি তোমাদিগকে সেই রূপ বিধি ও
ব্যবস্থা শিক্ষা দিতেছি; অতএব তোমরা যে দেশ
অধিকার করিতে যাইতেছ, সেই দেশে তদনু-
সারে ব্যবহার করিবা। ৬ তোমরা মনোযোগ
পূর্ব্বক তাহা পালন করিবা; কেননা অন্যজা-
তীয়দের কাছে তাহাই তোমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি
স্বরূপ হইবে; এই সকল বিধি শুনিয়া তাহারা
কহিবে, এই মহাজাতি জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান
লোক বটে। ৭ আর তাঁহার উদ্দেশে আমা-
দের তাবৎ প্রার্থনা কালে আমাদের প্রভু পর-
মেশ্বর যেমত আমাদের নিকটবর্ত্তী হন, কোন্
বড় জাতির এমত নিকটবর্ত্তী ঈশ্বর আছে?
৮ এবং আমি অদ্য তোমাদের সাক্ষাতে যে
রূপ ব্যবস্থা দিতেছি, এমত যথার্থ বিধি ও ব্য-
বস্থা কোন্ বড় জাতির আছে? ৯ কিন্তু সাব-
ধান, তোমাদের প্রাণেরই বিষয়ে অতি সাবধান
হও; তোমরা যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছ, কোন ক্রমে
তাহা বিস্মৃত হইও না, জীবন থাকিতে তোমা-
দের হৃদয়হইতে তাহা লুপ্ত না হউক; তোমরা
আপন২ পুত্র পৌত্রদিগকে তাহা শিক্ষা করাও।
১০ বিশেষতঃ তোমরা যে দিনে হোরেবে পর-
মেশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলা, সেই দিন মনে
কর; তৎকালে পরমেশ্বর আমাকে কহিলেন,
তুমি আমার নিকটে লোকদিগকে একত্র কর,
আমি আপন কথা তাহাদিগকে শুনাইব; ভূতলে
তাহাদের অবস্থিতির সমস্ত দিন পর্য্যন্ত যেন
তাহারা আমাকে ভয় করে, এই নিমিত্তে তা-
হারা সেই কথা শিখিবে এবং আপন পুত্র-
গণকেও শিখাইবে। ১১ তাহাতে তোমরা নিকট-
বর্ত্তী হইয়া পর্ব্বতের নীচে দাঁড়াইয়াছিলা;
এবং সেই পর্ব্বত গগণের অভ্যন্তরস্পর্শি অগ্নি-
তে প্রজ্বলিত এবং অন্ধকারে ও মেঘে ও ঘোর
তিমিরে ব্যাপ্ত ছিল। ১২ তখন অগ্নির মধ্যহইতে
পরমেশ্বর তোমাদের প্রতি কথা কহিলেন;
তোমরা তাঁহার বাক্যের ধ্বনি শুনিলা, কিন্তু কোন
মূর্ত্তি দেখিতে পাইলা না, কেবল ধ্বনি হইল।
১৩ এবং তিনি আপনার যে নিয়ম পালন করি-
তে তোমাদিগকে আদেশ করিলেন, সেই নিয়-
মের দশ আজ্ঞা তোমাদিগকে জানাইয়া দুই
প্রস্তরেতে লিখিলেন।

১৪ তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে পার
হইয়া যাইতেছ, সেই দেশে তোমাদের পাল-
নীয় বিধি ও ব্যবস্থা তোমাদিগকে শিক্ষা করা-
ইতে পরমেশ্বর সেই সময়ে আমাকে আজ্ঞা
করিলেন। ১৫ যে দিবসে পরমেশ্বর হোরেবে
অগ্নির মধ্যহইতে তোমাদের সহিত কথা কহি-
য়াছিলেন, সে দিবসে তোমরা কোন মূর্ত্তি দেখ
নাই। অতএব আপন২ প্রাণের বিষয়ে অতি-
শয় সাবধান হও, ১৬ পাছে তোমরা ভ্রষ্ট হইয়া
আপনাদের জন্যে কোন প্রকার মূর্ত্তির প্র-
তিমা নির্ম্মাণ কর; অর্থাৎ পুরুষের কিম্বা স্ত্রীর
প্রতিমা, ১৭ কিম্বা পৃথিবীস্থ কোন পশু কিম্বা
আকাশে উড্ডীয়মান কোন পক্ষী; ১৮ কিম্বা
ভূচর কোন জন্তু, কিম্বা ভূমির নীচস্থ জলচর
কোন জন্তু, ইহাদের প্রতিমূর্ত্তি কর; ১৯ কিম্বা
ভ্রান্ত হইয়া আকাশের প্রতি ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া
সূর্য্য ও চন্দ্র ও তারা প্রভৃতি আকাশের সমস্ত
বাহিনী দেখিয়া, তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর যা-
হাদিগকে আকাশের অধঃস্থিত সমস্ত জাতিদের
জন্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, পাছে তাহাদিগকে
প্রণাম ও সেবা কর। ২০ কেননা তোমরা যেন
অদ্যকার মত পরমেশ্বরের অধিকৃত প্রজাবর্গ

হও, এই জন্যে পরমেশ্বর লৌহকুণ্ডহইতে অর্থাৎ
মিসর্দেশহইতে তোমাদিগকে বাহির করিয়া আ-
নিয়াছেন। [21] এবং তোমাদের জন্যে পরমে-
শ্বর আমার প্রতিও ক্রুদ্ধ হইয়া এই দিব্য করি-
য়াছেন, তুমি যর্দ্দন্ নদী পার হইতে পাইবা
না; অতএব তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমা-
দিগকে যে দেশ অধিকার করিতে দিবেন, সেই
উত্তম দেশে আমি প্রবেশ করিতে পারিব না।
[22] আমাকে এই দেশে মরিতে হইবে; আমি
যর্দ্দন্ নদী পার হইব না; কিন্তু তোমরা পার
হইয়া সেই উত্তম দেশ অধিকার করিবা। [23] সা-
বধান হও, তোমাদের সহিত স্থিরীকৃত আপন
প্রভু পরমেশ্বরের নিয়ম বিস্মৃত হইও না, ও
তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের নিষিদ্ধ কোন মূর্ত্তির
প্রতিমা নির্ম্মাণ করিও না। [24] কেননা তোমাদের
প্রভু পরমেশ্বর সংহারক অগ্নিস্বরূপ; তিনি
স্বগৌরবরক্ষক ঈশ্বর।

[25] সেই দেশে পুত্র পৌত্রগণের জন্ম দিয়া
বহুকাল বাস করিলে পর যদি তোমরা ভ্রষ্ট
হইয়া কোন মূর্ত্তির প্রতিমা নির্ম্মাণ কর, এবং
তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের সাক্ষাতে তাঁ-
হার ক্রোধজনক দুষ্ক্রিয়া কর; [26] তবে আমি
অদ্য তোমাদের প্রতিকূলে স্বর্গ মর্ত্ত্যকে সাক্ষী
করিয়া কহিতেছি, তোমরা যে দেশ অধিকার
করিতে যর্দ্দন্ নদী পার হইয়া যাইতেছ, সেই
দেশহইতে শীঘ্র নিঃশেষ রূপে বিনষ্ট হইবা,
তাহার মধ্যে বহুকাল অবস্থিতি করিবা না,
কিন্তু নির্ম্মূলে উচ্ছিন্ন হইবা। [27] এবং পর-
মেশ্বর অন্যজাতীয়দের মধ্যে তোমাদিগকে ছিন্ন-
ভিন্ন করিবেন; যে স্থানে পরমেশ্বর তোমা-
দিগকে লইয়া যাইবেন, সেই অন্যজাতীয় লো-
কদের মধ্যে তোমরা অল্পসংখ্যক অবশিষ্ট
থাকিবা। [28] এবং সেই স্থানে মনুষ্যের হস্ত-
কৃত দেবগণের, অর্থাৎ দর্শনে ও শ্রবণে ও ভো-
জনে ও আঘ্রাণে অসমর্থ কাষ্ঠ ও প্রস্তরখণ্ডের
সেবা করিবা। [29] কিন্তু সে স্থানে থাকিয়া তোমরা
আপন প্রভু পরমেশ্বরের অন্বেষণ করিয়া তাঁ-
হার উদ্দেশ পাইবা; কেননা তোমরা তাবৎ
অন্তঃকরণের সহিত ও সমস্ত প্রাণের সহিত তাঁ-
হার অন্বেষণ করিবা। [30] যখন তোমাদের দুঃখ
উপস্থিত হইবে, ও এই সমস্ত তোমাদের প্রতি
ঘটিবে, তখন সেই ভবিষ্যৎকালে তোমরা আ-
পন প্রভু পরমেশ্বরের প্রতি ফিরিবা ও তাঁহার
বাক্য শুনিবা। [31] যেহেতুক তোমাদের প্রভু
পরমেশ্বর দয়ালু ঈশ্বর; তিনি তোমাদিগকে ত্যাগ
করিবেন না, ও তোমাদের বিনাশ করিবেন না,
এবং দিব্যদ্বারা তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে
যে নিয়ম করিয়াছেন, তাহা বিস্মৃত হইবেন না।
[32] দেখ, তোমাদের অগ্রবর্ত্তি কালাবধি অর্থাৎ
পৃথিবীতে পরমেশ্বরকর্ত্তৃক মনুষ্যের সৃষ্টিদিনা-
বধি এবং আকাশের এক দিগহইতে অন্য দিক্
পর্য্যন্ত সমস্ত লোককে ইহা জিজ্ঞাসা কর, এই
মহাকার্য্যের তুল্য কার্য্য কি আর কখনো হই-
য়াছে? কিম্বা এমত কি শুনা গিয়াছে? [33] আর
কোন জাতি কি তোমাদের ন্যায় অগ্নির মধ্যে
বাক্যবাদি ঈশ্বরের রব শুনিয়া বাঁচিয়াছে? [34] কি-
ম্বা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর মিসর্দেশে তো-
মাদের সাক্ষাতে যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন,
তদনুসারে কি কোন দেবতা আসিয়া পরীক্ষা
ও চিহ্ন ও লক্ষণ ও যুদ্ধ ও পরাক্রান্ত হস্ত
ও বিস্তীর্ণ বাহু ও ভয়ঙ্কর মহাকর্ম্মদ্বারা অন্য
জাতির মধ্যহইতে আপনার জন্যে এক জাতি
গ্রহণ করিতে উপক্রম করিয়াছে? [35] আর পর-
মেশ্বরই ঈশ্বর, তদ্ব্যতিরেক আর কেহ নাই,
ইহা যেন জ্ঞাত হও, তন্নিমিত্তে ঐ সকল তো-
মাদের নিকটে প্রকাশিত হইল। [36] তিনি উপ-
দেশ দেওনার্থে স্বর্গহইতে তোমাদিগকে আপন
রব শুনাইলেন, ও পৃথিবীতে আপন মহাবহ্নি
দেখাইলেন, এবং তোমরা অগ্নির মধ্যহইতে
তাঁহার বাক্য শুনিলা। [37] তিনি তোমাদের পূর্ব্ব-
পুরুষদিগকে স্নেহ করিতেন, এবং তাহাদের
পরে তাহাদের বংশকেও মনোনীত করিলেন।
তিনি আপন শ্রীমুখ ও মহাপরাক্রমদ্বারা তোমা-
দিগকে মিসর্দেশহইতে বাহির করিয়া আনি-
লেন। [38] কেননা তোমাদের অপেক্ষা বলবান
ও বহুসংখ্যক অন্যজাতিদিগকে তোমাদের অগ্র-
হইতে দূর করণপূর্ব্বক তাহাদের দেশে তোমা-
দিগকে প্রবেশ করাইয়া অদ্যকার মত অধি-
কারার্থে তোমাদিগকে তাহা দিতে তাঁহার মনস্থ
ছিল। [39] অতএব ঊর্দ্ধস্থ স্বর্গে ও অধঃস্থ পৃ-
থিবীতে পরমেশ্বরই ঈশ্বর, অন্য কেহ নাই,
ইহা তোমরা অদ্য জ্ঞাত হও, ও আপন ২ অন্তঃ-
করণে বিবেচনা কর। [40] এবং তোমাদের ও
তোমাদের ভাবিবংশের যেন মঙ্গল হয়, এবং
তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে যে
ভূমি সর্ব্বকালের জন্যে দেন, তাহার উপরে
যেন তোমাদের দীর্ঘ পরমায়ু হয়, এই জন্যে
আমি তাঁহার যে২ বিধি ও ব্যবস্থা অদ্য তোমা-
দিগকে আজ্ঞা করিলাম, তাহা পালন কর।

[41] তৎকালে মূসা যর্দ্দনের সূর্য্যোদয়দিকস্থ
পারে বধকারির আশ্রয়ার্থে তিন নগর নিশ্চয়
করিল। [42] ফলতঃ যদি কেহ আপন প্রতিবা-
সিকে পূর্ব্বে দ্বেষ না করিয়া অজ্ঞাতে বধ করে,
তবে সে তাহার মধ্যে এক নগরে পলাইয়া
বাঁচিতে পারে। [43] তাহা এই২, রূবেণীয়-
দের সমভূমিস্থ অরণ্যস্থিত বেৎসর, এবং গাদী-

য়দের গিলিয়দ্স্থিত রামোৎ, এবং মিনশীয়দের
বাশনস্থ গোলন্।
৪৪ পরে মূসা ইস্রায়েল্ বংশের সম্মুখে এই
ব্যবস্থা স্থাপন করিল; ৪৫ অর্থাৎ মিসর-
হইতে বাহির হইয়া আগমনের সময়ে মূসা যর্দ্দ-
নের পূর্ব্বপারে বৈৎপিয়োরের সম্মুখস্থ তল-
ভূমিতে হিষ্বোন নিবাসি ইমোরীয় সীহোন
রাজের দেশে ইস্রায়েল বংশদিগকে এই সকল
প্রমাণবাক্য ও বিধি ও ব্যবস্থা দিল। ৪৬ কেননা
মিসরহইতে বাহির হইয়া আগমনের সময়ে
মূসা ও ইস্রায়েল বংশ সেই রাজাকে বধ করিয়া
৪৭ তাহার এবং বাশনের রাজা ওগের, যর্দ্দ-
নের পূর্ব্বদিক্স্থ ইমোরীয়দের এই দুই রাজার
দেশ, ৪৮ অর্থাৎ অর্ণোন নদীতীরস্থ অরোয়ের্
অবধি সিয়োন কিম্বা হর্ম্মোণ পর্ব্বত পর্য্যন্ত
সমস্ত দেশ, ৪৯ এবং অস্দোদ-পিস্গার অধঃ-
স্থিত প্রান্তরস্থ সমুদ্র পর্য্যন্ত যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে
স্থিত সমস্ত প্রান্তর অধিকার করিয়াছিল।

৫ অধ্যায়।

১ হোরেবে নিয়মের নিরূপণ, ৬ ও দশ আজ্ঞার
কথা, ২২ ও লোকদের নিবেদনানুসারে মূসার দশ
আজ্ঞা ঈশ্বরহইতে গ্রহণ করণ।

১ পরে মূসা তাবৎ ইস্রায়েল্ বংশকে ডাকিয়া
কহিল, হে ইস্রায়েল্ বংশ, আমি শিক্ষার্থে ও
রক্ষণার্থে ও পালনার্থে তোমাদের কর্ণগোচরে
যে সকল বিধি ও ব্যবস্থা কহি, তাহাতে মনো-
যোগ কর। ২ আমাদের প্রভু পরমেশ্বর হো-
রেবে আমাদের সহিত এক নিয়ম করিলেন।
৩ পরমেশ্বর আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের সহিত
সেই নিয়ম করেন নাই, কিন্তু অদ্য এই স্থানে
জীবিত আছি যে আমরা, আমাদের সহিত
তাহা করিলেন। ৪ পরমেশ্বর পর্ব্বতে অগ্নির
মধ্যহইতে তোমাদের সহিত মুখামুখি হইয়া
কথা কহিলেন। ৫ সেই সময়ে আমি তোমা-
দিগকে পরমেশ্বরের বাক্য জ্ঞাত করিতে সেই
স্থানে পরমেশ্বরের ও তোমাদের মধ্যে দাঁড়াই-
য়াছিলাম; কেননা তোমরা অগ্নি প্রযুক্ত ভীত
হইয়া পর্ব্বতে আরোহণ করিলা না। তাঁহার
বাক্য এই২।
৬ আমি তোমার প্রভু পরমেশ্বর, যিনি দাস্য-
গৃহস্বরূপ মিসরদেশহইতে তোমাকে বাহির
করিয়া আনিয়াছেন। ৭ আমার সাক্ষাতে তো-
মার আর কোন দেবতা না থাকুক। ৮ উপ-
রিস্থ স্বর্গে ও নীচস্থ পৃথিবীতে ও পৃথিবীর
নীচস্থ জলেতে যাহা২ আছে, তুমি আপনার
নিমিত্তে খোদিত প্রতিমা প্রভৃতি তাহাদের কোন
মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিও না। ৯ এবং তাহাদিগকে
প্রণাম করিও না, ও তাহাদের সেবা করিও
না; কেননা তোমার প্রভু পরমেশ্বর আমি
স্বগৌরবরক্ষক ঈশ্বর; যাহারা আমাকে ঘৃণা
করে, আমি তাহাদের তৃতীয় চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত
সন্তানদের উপরে পৈতৃক অপরাধের প্রতিফল-
দাতা; ১০ কিন্তু যাহারা আমাকে প্রেম করে
ও আমার আজ্ঞা পালন করে, তাহাদের সহস্র
পুরুষ পর্য্যন্ত দয়াকারী। ১১ তুমি আপন প্রভু
পরমেশ্বরের নাম নিরর্থক লইও না, কেননা
যে কেহ তাঁহার নাম নিরর্থক লয়, পরমেশ্বর
তাহাকে নির্দ্দোষ করিবেন না। ১২ তুমি আপন
প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে বিশ্রামদিনকে
পালন করিয়া পবিত্র কর। ১৩ ছয় দিন শ্রম
করিয়া আপন ব্যবসায়াদি সমস্ত কর্ম্ম কর;
১৪ কিন্তু সপ্তম দিন তোমার প্রভু পরমেশ্বরের
বিশ্রামদিন; সেই দিনে তুমি কি তোমার পুত্র
কি কন্যা কি দাস কি দাসী কি গোরু কি গর্দ্দভ
কি অন্য কোন পশু কি দ্বারান্তর্ব্বাসি বিদেশী
কেহ কোন কার্য্য করিও না; তাহাতে তোমার
দাস ও দাসী তোমার ন্যায় বিশ্রাম করিবে।
১৫ স্মরণ কর, মিসর্দেশে তুমি দাস ছিলা,
কিন্তু তোমার প্রভু পরমেশ্বর পরাক্রান্ত হস্ত ও
বিস্তীর্ণ বাহুদ্বারা তথাহইতে তোমাকে বাহির
করিয়া আনিলেন; এই নিমিত্তে তোমার প্রভু
পরমেশ্বর বিশ্রামদিন পালন করিতে তোমাকে
আজ্ঞা করিলেন। ১৬ তুমি আপন প্রভু পর-
মেশ্বরের আজ্ঞানুসারে আপন পিতামাতাকে
সম্ভ্রম কর; তাহাতে তোমার প্রভু পরমেশ্বর
তোমাকে যে দেশ দেন, সেই দেশে তোমার
দীর্ঘ পরমায়ু ও কল্যাণ হইবে। ১৭ নরহত্যা
করিও না। ১৮ ও পরদার করিও না। ১৯ ও চুরি
করিও না। ২০ ও আপন প্রতিবাসির বিরুদ্ধে
মিথ্যাসাক্ষ্য দিও না। ২১ ও আপন প্রতিবাসির
ভার্য্যাতে লোভ করিও না; প্রতিবাসির গৃহে
কি ক্ষেত্রে, কি দাসে কি দাসীতে, কি গো-
রুতে কি গর্দ্দভেতে, প্রতিবাসির কোন বস্তুতেই
লোভ করিও না।
২২ পরমেশ্বর পর্ব্বতে মেঘের ও ঘোর অন্ধ-
কারের ও অগ্নির মধ্যহইতে সমস্ত মণ্ডলীর
প্রতি এই সমস্ত বাক্য উচ্চৈঃস্বরে কহিয়াছিলেন,
আর কিছুই কহেন নাই। পরে তিনি এই সমস্ত
কথা প্রস্তরের উপরে লিখিয়া আমাকে সমর্পণ
করিলেন। ২৩ কিন্তু অগ্নিদ্বারা পর্ব্বত প্রজ্বলিত
হইলে এবং অন্ধকারের মধ্যহইতে সেই রব তো-
মাদের কর্ণগোচর হইলে তোমরা কহিলা, অর্থাৎ
তোমাদের বংশাধ্যক্ষগণ ও প্রাচীনগণ আমার
নিকটে আসিয়া কহিল, ২৪ দেখ, আমাদের
প্রভু পরমেশ্বর আমাদের কাছে আপন তেজ

ও মহিমা প্রকাশ করিলেন, এবং আমরা অগ্নির
মধ্যহইতে তাঁহার রব শুনিলাম ; তাহাতে মনু-
ষ্যের সহিত ঈশ্বর কথা কহিলেও সে বাঁচিতে
পারে, ইহা আমরা অদ্য দেখিলাম। ২৫ কিন্তু
আমরা এখন কেন মরিব? ঐ প্রজ্বলিত অগ্নি
আমাদিগকে দগ্ধ করিবে; আমরা যদি আপন
প্রভু পরমেশ্বরের রব আর বার শুনি, তবেই
মরিব। ২৬ কেননা আমাদের মত অগ্নির মধ্য-
হইতে বাক্যবাদি অমর ঈশ্বরের রব শুনিয়া
বাঁচিয়াছে, প্রাণিদের মধ্যে এমত কে আছে?
২৭ অতএব আমাদের প্রভু পরমেশ্বর যে সমস্ত
কথা কহেন, তাহা তুমি নিকটে গিয়া শুন; আমা-
দের প্রভু পরমেশ্বর তোমাকে যাহা কহি-
বেন, সেই সমস্ত কথা তুমি আমাদিগকে কহিও;
আমরা তাহা শুনিয়া পালন করিব। ২৮ তো-
মরা যখন আমাকে এই কথা কহিলা, তখন
পরমেশ্বর সেই কথার রব শুনিয়া আমাকে
কহিলেন, এই লোকেরা তোমার প্রতি যে কথা
কহিল, তাহার রব আমি শুনিলাম; তাহারা
উচিত কথা কহিল। ২৯ হায়২, সর্ব্বদা আ-
মাকে ভয় করিতে ও আমার আজ্ঞা সকল পা-
লন করিতে যদি তাহাদের এই রূপ মতি থাকে,
তবে তাহাদের ও তাহাদের বংশের চিরকাল
মঙ্গল হয়। ৩০ তুমি যাইয়া তাহাদিগকে আ-
পন২ তাম্বুতে ফিরিয়া যাইতে বল। ৩১ কিন্তু
তুমি আমার নিকটে এই স্থানে দাঁড়াও; তুমি
তাহাদিগকে যাহা২ শিখাইয়া দিবা, আমি তো-
মাকে সেই সকল আজ্ঞা ও বিধি ও ব্যবস্থা
কহি; পরে আমি যে দেশ অধিকারার্থে তাহা-
দিগকে দিব, সেই দেশে তাহারা তাহা পালন
করিবে। ৩২ অতএব তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর
তোমাদিগকে যে২ আজ্ঞা করিলেন, তাহার
দক্ষিণে কি বামে না ফিরিয়া তাহা পালন কর।
৩৩ ও তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর যে২ পথে
চলিতে আজ্ঞা দিলেন, সেই সমস্ত পথে চল;
তাহাতে তোমরা বাঁচিবা ও তোমাদের মঙ্গল
হইবে, এবং তোমাদের অধিকৃত দেশে তোমরা
দীর্ঘায়ু হইবা।

৬ অধ্যায়।

১ ব্যবস্থার অভিপ্রায়, ৩ ও তাহা পালন করিতে বি-
নয় বাক্য।

১ পরমেশ্বর তোমাদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্তে
আমাকে এই২ আজ্ঞা ও বিধি ও ব্যবস্থা জানা-
ইলেন; তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে
ওপারে যাইতেছ, সেই দেশে তাহা পালন
করিতে হইবে। ২ তোমরা যদি আপন প্রভু
পরমেশ্বরকে ভয় করিয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে যাব-
জ্জীবন আমার উক্ত আজ্ঞা ও বিধি সকল
পালন কর, তবে তোমাদের দীর্ঘ পরমায়ু হইবে।
৩ অতএব হে ইস্রায়েল্ বংশ, মনোযোগ
পূর্ব্বক তাহা পালন করিতে যত্ন কর, তাহাতে
তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রভু পরমেশ্বর তোমা-
দিগকে যে রূপ কহিয়াছেন, তদনুসারেই দুগ্ধ
মধু প্রবাহি দেশে তোমাদের মঙ্গল হইবে ও
তোমরা অতিশয় বর্দ্ধিষ্ণু হইবা। ৪ হে ইস্রা-
য়েল্ বংশ, শুন, আমাদের প্রভু পরমেশ্বর
একই পরমেশ্বর। ৫ তোমরা আপন সমস্ত
অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত শক্তিদ্বারা
আপন প্রভু পরমেশ্বরকে প্রেম কর। ৬ এই
যে সকল কথা আমি অদ্য তোমাদিগকে আজ্ঞা
করি, তাহা তোমাদের মনে থাকুক। ৭ তো-
মরা আপন২ সন্তানগণকে যত্নপূর্ব্বক তাহা
শিক্ষা দেও, এবং গৃহে বসিয়া থাকন কিম্বা
পথে গমন কালে এবং শয়ন কিম্বা গাত্রোত্থান
কালে ঐ সমস্তের কথোপকথন কর। ৮ এবং
তাহা আপন হস্তে চিহ্নস্বরূপ বন্ধ কর, ও
তাহা তোমাদের চক্ষুদ্বয়ের মধ্যে ভূষণস্বরূপ
হউক। ৯ এবং তোমাদের গৃহদ্বারের কপালে
ও বহির্দ্বারেতে তাহা লিখিয়া রাখ। ১০ তোমা-
দের পূর্ব্বপুরুষ ইব্রাহীম্ ও ইস্হাক্ ও যাকু-
বের কাছে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমা-
দিগকে যে দেশ দিতে শপথ করিয়াছেন, সেই
দেশে পরমেশ্বরকর্ত্তৃক আনীত হইয়া, তোমরা
যাহা গাঁথ নাই, এমত বৃহৎ ও সুন্দর নগর,
১১ এবং যাহাতে কিছুই সঞ্চয় কর নাই, এমত
সকল উত্তম দ্রব্যে পরিপূর্ণ গৃহ, ও যাহা খুদ
নাই, এমত খনিত কূপ, এবং যাহা রোপণ
কর নাই, এমত দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও জিতক্ষেত্র পা-
ইয়া যখন তোমরা ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইবা,
১২ তৎকালে সাবধান, যিনি দাস্যগৃহস্বরূপ মি-
সর্দেশহইতে তোমাদিগকে বাহির করিয়া আ-
নিয়াছেন, সেই পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হইও না।
১৩ তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরকে ভয় কর,
এবং তাঁহার সেবা কর, ও তাঁহার নাম লইয়া
দিব্য কর। ১৪ তোমরা ইতর দেবগণের, অর্থাৎ
চতুর্দ্দিক্স্থিত লোকদের দেবতাদের পশ্চাদ্গামী
হইও না; ১৫ কেননা তোমাদের মধ্যবর্ত্তী
প্রভু পরমেশ্বর স্বগৌরবরক্ষক ঈশ্বর। তোমাদের
সেই প্রভু পরমেশ্বরের ক্রোধ তোমাদের প্রতি-
কূলে প্রজ্বলিত হইলে তিনি দেশহইতে তোমা-
দিগকে বিনষ্ট করিবেন।

১৬ তোমরা মসাস্থানে যেমন আপন প্রভু
পরমেশ্বরের পরীক্ষা লইয়াছিলা, সেই রূপ
তাঁহার পরীক্ষা লইও না। ১৭ তোমরা আ-
পন প্রভু পরমেশ্বরের আদিষ্ট সকল আজ্ঞা

ও প্রমাণবাক্য ও বিধি যত্নপূর্ব্বক পালন
কর। ১৮ এবং পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে ন্যায় ও
সৎ আচরণ কর, তাহাতে তোমাদের মঙ্গল
হইবে; এবং পরমেশ্বর যে দেশ বিষয়ে তো-
মাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছেন,
তোমরা সেই উত্তম দেশে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা
অধিকার করিলে ১৯ পরমেশ্বরের বাক্যানু-
সারে তোমাদের সম্মুখহইতে সকল শত্রু দূরী-
কৃত হইবে।

২০ আর আমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমা-
দিগকে যে সকল প্রমাণবাক্য ও বিধি ও ব্যবস্থা
দিয়াছেন, তাহা কি? এই কথা ভাবিকালে তো-
মাদের সন্তান জিজ্ঞাসিলে ২১ তোমরা আ-
পন২ সন্তানকে কহিবা, আমরা মিসর্‌দেশে
ফিরৌন্‌ রাজার দাস ছিলাম, তাহাতে পর-
মেশ্বর পরাক্রান্ত হস্তদ্বারা মিসরহইতে আমা-
দিগকে বাহির করিলেন; ২২ এবং আমাদের
সাক্ষাতে মিসরের প্রতি ও ফিরৌণের প্রতি ও
তাহার পরিজনগণের প্রতি মহৎ ও ক্লেশদা-
য়ক আশ্চর্য্য কর্ম্ম ও চিহ্ন দেখাইলেন। ২৩ কিন্তু
আমাদিগকে তথাহইতে উদ্ধার করিলেন, এবং
যে দেশ আমাদিগকে দিতে আমাদের পূর্ব্ব-
পুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছিলেন, সেই
দেশে আনিলেন; ২৪ এবং অদ্যকার মত আ-
মাদের নিত্য মঙ্গলার্থে ও প্রাণরক্ষা করণার্থে
আমরা যেন আপন প্রভু পরমেশ্বরকে ভয়
করি, এই জন্যে সেই পরমেশ্বর এই সকল বিধি
পালন করিতে আমাদিগকে আজ্ঞা করিলেন।
২৫ এখন আমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের
আজ্ঞানুসারে তাঁহার সম্মুখে এই সমস্ত বিধি
পালন করিলে আমাদের পুণ্য হইবে।

৭ অধ্যায়।

১ দেবপূজকদের সহিত ব্যবহার করণে নিষেধ, ১২ ও
এই আজ্ঞা পালনের ফল ও আশীর্ব্বাদের কথা, ২৫
ও বিগ্রহ বিনাশ করিতে আজ্ঞা।

১ তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ,
সেই দেশে যখন তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর
তোমাদিগকে প্রবেশ করাইবেন, ও তোমাদের
সাক্ষাৎহইতে নানা বৃহৎ জাতিকে, অর্থাৎ হিত্তীয়
ও গির্গাশীয় ও ইমোরীয় ও কিনানীয় ও পিরি-
ষীয় ও হিব্বীয় ও যিবূষীয়, তোমাদের অপেক্ষা
বৃহৎ ও বলবান এই সাত জাতিকে দূর করিবেন;
২ এবং তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের
হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিলে যখন তোমরা
তাহাদিগকে পরাজয় করিবা, তখন তাহাদিগকে
বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিবা; তাহাদের সহিত
কোন নিয়ম করিবা না, ও তাহাদের প্রতি দয়া
করিবা না। ৩ এবং তাহাদের সহিত বিবাহ-
সম্বন্ধ করিবা না, ও তাহাদের পুত্রকে আপ-
নাদের কন্যা দিবা না, ও আপনাদের পুত্রের
জন্যে তাহাদের কন্যা গ্রহণ করিবা না। ৪ কেননা
তাহারা তোমাদের পুত্রকে আমার পশ্চাদ্‌-
হইতে ফিরাইয়া ইতর দেবের সেবা করাইবে;
তাহা হইলে তোমাদের প্রতি পরমেশ্বরের ক্রোধ
প্রজ্বলিত হইয়া তোমাদিগকে শীঘ্র বিনষ্ট করি-
বে। ৫ অতএব তোমরা তাহাদের প্রতি এই
রূপ ব্যবহার কর, তাহাদের বেদি উৎপাটন
কর, ও প্রতিমা ভগ্ন কর, ও চৈত্যবৃক্ষ ছেদন
কর, ও তাহাদের খোদিত প্রতিমা অগ্নিতে দগ্ধ
কর। ৬ কেননা তোমরা আপনাদের প্রভু পর-
মেশ্বরের পবিত্র প্রজা আছ; তোমাদের প্রভু
পরমেশ্বর পৃথিবীস্থ তাবৎ জাতির মধ্যহইতে
তোমাদিগকে মনোনীত করিয়া আপনার বিশেষ
প্রজা করিয়াছেন। ৭ তোমরা অন্য সকল জাতি
অপেক্ষা সংখ্যাতে অধিক, এ কারণ পর-
মেশ্বর তোমাদিগকে স্নেহ ও মনোনীত করি-
য়াছেন তাহা নয়; কেননা তোমরা সমস্ত জাতির
মধ্যে অল্পসংখ্যক। ৮ কিন্তু পরমেশ্বর তো-
মাদিগকে প্রেম করেন, এবং তোমাদের পূর্ব্ব-
পুরুষদের কাছে যে দিব্য করিয়াছেন, তাহা
প্রতিপালন করেন, তন্নিমিত্তে পরমেশ্বর পরা-
ক্রান্ত হস্তদ্বারা তোমাদিগকে দাস্যগৃহহইতে ও
মিস্রীয় ফিরৌন্‌রাজের হস্তহইতে বাহির করিয়া
মুক্ত করিয়াছেন। ৯ তাহাতে যিনি তোমাদের
প্রভু পরমেশ্বর তিনিই ঈশ্বর; তিনি বিশ্বসনীয়
ঈশ্বর, আপন প্রেমকারি ও আজ্ঞাপালনকারি-
দের পক্ষে সহস্র পুরুষ পর্য্যন্ত দয়া ও নিয়ম
রক্ষা করেন। ১০ কিন্তু আপন ঘৃণাকারিগণকে
সংহার করিতে প্রকাশ রূপে প্রতিফল দেন,
ফলতঃ বিলম্ব না করিয়া ঘৃণাকারিদিগকে প্র-
কাশ রূপে প্রতিফল দেন, ইহা তোমরা জ্ঞাত
হইলা। ১১ অতএব আমি অদ্য তোমাদিগকে
যে২ আজ্ঞা ও বিধি ও ব্যবস্থা কহি, তাহা
পালন করিতে যত্ন কর।

১২ তোমরা যদি এই ব্যবস্থাতে মনোযোগ
করিয়া যত্নপূর্ব্বক তাহা পালন কর, তবে তো-
মাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ-
দের কাছে যে নিয়ম ও দয়ার বিষয়ে দিব্য
করিয়াছেন, সে সকল তোমাদের পক্ষে সফল
করিবেন। ১৩ এবং তোমাদিগকে প্রেম ও আ-
শীর্ব্বাদ করিয়া বর্দ্ধিষ্ণু করিবেন; এবং যে
দেশ দিতে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে দিব্য
করিয়াছেন, সেই দেশে তোমাদের গর্ভফল ও
ভূমির ফল ও শস্য ও দ্রাক্ষারস ও তৈল ও
গোসমূহ ও মেষপাল, এই সকলেতে আশী-

র্ব্বাদ করিবেন। ১৪ তাহাতে সকল জাতি অপেক্ষা
তোমরা আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত হইবা, এবং তোমা-
দের পশুগণের মধ্যে কিম্বা তোমাদের মধ্যে
কোন পুরুষ কিম্বা কোন স্ত্রী নিঃসন্তান হইবে না।
১৫ এবং পরমেশ্বর তোমাদের হইতে সমস্ত
পীড়া দূর করিবেন, এবং মিসরদেশীয় যে
সকল মহাব্যাধি তোমরা দেখিয়াছ, তাহা তো-
মাদিগকে দিবেন না, কিন্তু তোমাদের ঘৃণা-
কারিগণকে দিবেন। ১৬ অতএব তোমাদের প্রভু
পরমেশ্বর তোমাদের হস্তে যে জাতীয়দিগকে
সমর্পণ করেন, তোমরা তাহাদিগকে গ্রাস কর;
তাহাদের প্রতি চক্ষুর্লজ্জা করিও না, ও তাহা-
দের দেবগণের সেবা করিও না, কেননা তাহা
তোমাদের ফাঁদস্বরূপ। ১৭ আর এই ভিন্নজা-
তীয়েরা আমাদের হইতেও পরাক্রমী, আমরা
ইহাদিগকে কি প্রকারে অধিকারচ্যুত করিব?
এমত মনে২ ভাবিয়া ১৮ তাহাদের হইতে ভীত
হইও না। তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর ফিরৌন্-
রাজের ও তাবৎ মিসরদেশের প্রতি যে২ কর্ম্ম
করিয়াছেন; ১৯ এবং যে২ অদ্ভুত কর্ম্ম তো-
মরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছ, ও যে২ চিহ্ন ও আশ্চর্য্য
ক্রিয়া ও পরাক্রান্ত হস্ত ও বিস্তারিত বাহুদ্বারা
তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে বাহির
করিয়া আনিয়াছেন, সেই সকল স্মরণ কর।
তোমরা যাহাদিগকে ভয় করিতেছ, সেই তাবৎ
জাতির প্রতি তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তদ্রূপ
করিবেন। ২০ তদ্ভিন্ন যাহারা অবশিষ্ট হইয়া
তোমাদের হইতে আপনাদিগকে গোপন করি-
বে, তাহাদের বিনাশ যাবৎ না হয়, তাবৎ
তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তাহাদের মধ্যে ভিম-
রুল প্রেরণ করিবেন। ২১ তোমরা তাহাদের
হইতে ত্রাসযুক্ত হইও না, কেননা তোমাদের
যে প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের মধ্যবর্ত্তী আ-
ছেন, তিনি মহান ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর। ২২ তো-
মাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের সম্মুখহইতে
ঐ ভিন্নজাতীয়দিগকে ক্রমে২ দূর করিবেন,
কেননা তোমাদের প্রতিকূলে যেন বনপশুগণ
বর্দ্ধিত না হয়, এই জন্যে তোমরা একেবারে
তাহাদিগকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিতে পারিবা
না। ২৩ কিন্তু তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তো-
মাদের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিবেন;
এবং যে পর্য্যন্ত তাহারা সমূলে বিনষ্ট না হয়,
তাবৎ মহাসংহারে তাহাদিগকে সংহার করি-
বেন। ২৪ ও তাহাদের রাজগণকে তোমাদের
হস্তগত করিবেন, তাহাতে তোমরা আকাশের
অধোহইতে তাহাদের নাম লোপ করিবা; ও
যে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে বিনষ্ট না করিবা, তাবৎ
তোমাদের সম্মুখে কেহ দাঁড়াইতে পারিবে না।
২৫ তোমরা তাহাদের খোদিত দেব প্রতি-
মাগণকে অগ্নিতে দগ্ধ করিবা; এবং তোমরা
যেন ফাঁদগ্রস্ত না হও, এই জন্যে তাহাদের
গাত্রীয় রৌপ্য কি স্বর্ণের প্রতি লোভ করিবা
না, ও আপনাদের জন্যে তাহা গ্রহণ করিবা
না, কেননা তাহা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের
ঘৃণিত বস্তু। ২৬ আর তোমরা সেই ঘৃণিত বস্তু
আপন২ গৃহে আনিবা না, পাছে তাহার মত
বর্জ্জিত হও; কিন্তু তাহা অতিশয় ঘৃণা করিবা, ও
অতিশয় তুচ্ছ করিবা, যেহেতুক তাহা বর্জ্জিত।

৮ অধ্যায়।

ইস্রায়েল লোকদের প্রতি পরমেশ্বরের দয়া ও অনু-
গ্রহ প্রযুক্ত তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে মূসার
বিনয়বাক্য।

১ অদ্য আমি তোমাদিগকে যে সকল আজ্ঞা
দি, তোমরা যত্নপূর্ব্বক তাহা পালন কর, তা-
হাতে বাঁচিবা ও বর্দ্ধিষ্ণু হইবা; এবং পর-
মেশ্বর যে দেশের বিষয়ে তোমাদের পূর্ব্ব-
পুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছেন, সেই দেশে
তোমরা প্রবেশ করিয়া তাহা অধিকার করিবা।
২ এবং তোমাদের পরীক্ষা লইবার নিমিত্তে,
অর্থাৎ তোমরা তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবা
কি না, এই বিষয়ে তোমাদের মনোরথ জানি-
বার নিমিত্তে তোমাদিগকে নম্র করিতে তোমা-
দের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে এই চল্লিশ
বৎসর প্রান্তরের মধ্যে যে সমস্ত যাত্রা করা-
ইয়াছেন, তাহা স্মরণ কর। ৩ মনুষ্য যে কেবল
রুটীতে বাঁচে না, কিন্তু পরমেশ্বরের মুখহইতে
নির্গত যে২ বাক্য, তাহাদ্বারাই বাঁচে; ইহা
তোমাদিগকে জ্ঞাত করিতে তিনি তোমাদিগকে
নত ও ক্ষুধিত করিয়া তোমাদের ও তোমাদের
পূর্ব্বপুরুষদের অজ্ঞাত যে মান্না, তাহা দিয়া
প্রতিপালন করিয়াছেন। ৪ এই চল্লিশ বৎসরে
তোমাদের গাত্রীয় বস্ত্র জীর্ণ হয় নাই, ও তোমা-
দের পা ফুলে নাই। ৫ এবং মনুষ্য যেমন
আপন পুত্রকে শাসন করে, তোমাদের প্রভু
পরমেশ্বর তোমাদের প্রতিও তদ্রূপ শাসন করেন,
ইহা তোমরা মনে বিবেচনা কর। ৬ তোমরা
আপন প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন করিয়া
তাঁহার পথে গমন কর ও তাঁহাকে ভয় কর।
৭ কেননা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমা-
দিগকে এক উত্তম দেশে লইয়া যাইতেছেন;
সেই দেশে তলভূমিহইতে ও পর্ব্বতহইতে নির্গত
জলস্রোত ও উনুই ও জলাশয় আছে; ৮ এবং
সেই দেশে গোধূম ও যব ও দ্রাক্ষা ও ডুম্বুর
ও দাড়িম্ব ও জিততৈল ও মধু উৎপন্ন হয়;
৯ এবং সেই দেশে তোমরা ভক্ষ্য খাইতে

পাইবা, তাহার অকুলান হইবে না, ও তোমা-
দের কোন বস্তুর অভাব থাকিবে না; এবং সেই
দেশের প্রস্তর লৌহ, ও তাহার পর্ব্বতহইতে
তোমরা পিত্তল খুদিবা। ১০ সেই স্থানে তোমরা
ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইলে তোমাদের প্রভু
পরমেশ্বরের দত্ত দেশের উত্তমতা প্রযুক্ত তাঁহার
ধন্যবাদ করিবা। ১১ কিন্তু সাবধান, তোমাদের
প্রভু পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হইও না; আমি অদ্য
তাঁহার যে আজ্ঞা ও বিধি ও ব্যবস্থা তোমা-
দিগকে দি, তাহা পালন করিতে ত্রুটি করিও না।
১২ তোমরা ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইলে, ও উত্তম
গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিলে, ১৩ এবং
তোমাদের গোমেষাদির পাল বৃদ্ধি পাইলে,
ও তোমাদের স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রচুর হইলে, ও
তোমাদের সকল সম্পত্তি বৃদ্ধি পাইলে ১৪ তো-
মরা অহঙ্কারী হইও না; এবং যিনি মিসর্-
দেশরূপ দাসত্বাগারহইতে তোমাদিগকে বাহির
করিয়া আনিলেন, ১৫ এবং তোমাদের নম্রতা
ও পরীক্ষা ও ভাবিমঙ্গলার্থে এই ভয়ানক মহা-
প্রান্তর দিয়া, অর্থাৎ জ্বালাদায়ি বিষধর ও বৃশ্চি-
কেতে পরিপূর্ণ নির্জ্জল মরুভূমি দিয়া তোমাদিগকে
গমন করাইলেন, এবং অগ্নিপ্রস্তরময় পর্ব্বত-
হইতে জল নির্গত করিলেন; ১৬ এবং তোমা-
দের পূর্ব্বপুরুষদের অজ্ঞাত যে মান্না, তাহাদ্বারা
তোমাদিগকে প্রান্তরে প্রতিপালন করিলেন, এমত
যে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর, তাঁহাকে বিস্মৃত
হইও না। ১৭ এবং আমরা আপন পরাক্রম
ও বাহুবলেতে এই সকল ঐশ্বর্য্য পাইলাম,
এমত কথা মনে২ কহিও না। ১৮ কিন্তু আপন
প্রভু পরমেশ্বরকে স্মরণ করিও, কেননা তিনি
তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে আপনার যে
নিয়ম বিষয়ে দিব্য করিয়াছেন, তাহা অদ্য-
কার মত স্থির করণার্থে তোমাদিগকে ঐশ্বর্য্য
পাইবার সামর্থ্য দিলেন। ১৯ কিন্তু যদি তোমরা
কোন প্রকারে আপন প্রভু পরমেশ্বরকে বিস্মৃত
হইয়া ইতর দেবগণের পশ্চাদ্গামী হইয়া তাহা-
দের সেবা ও ভজনা কর, তবে আমি তোমা-
দের বিরুদ্ধে অদ্য এই সাক্ষ্য দিতেছি, তোমরা
নিতান্ত বিনষ্ট হইবা; ২০ তোমাদের সম্মুখে
পরমেশ্বর যে অন্যজাতীয়দিগকে বিনষ্ট করিতে-
ছেন, তাহাদের ন্যায় বিনষ্ট হইবা; আপন
প্রভু পরমেশ্বরের বাক্য না মানিলে তোমরা এই
ফল পাইবা।

৯ অধ্যায়।

১ আপন২ ধর্ম্মের উপরে নির্ভর না দিতে মুসার নি-
বেদন, ৭ ও আজ্ঞা লঙ্ঘনের বর্ণনা।

১ হে ইস্রায়েল্ বংশ, মনোযোগ কর; যে২
ভিন্নজাতীয় লোকদিগকে অধিকারচ্যুত করণার্থে
তোমরা অদ্য যর্দ্দন নদী পার হইতে যাইতেছ,
তাহারা তোমাদের অপেক্ষা বৃহৎ ও বলবান,
এবং তাহাদের নগর সকল বৃহৎ ও গগণস্পর্শি
প্রাচীরেতে বেষ্টিত; ২ সেই লোকেরা বৃহৎ
ও দীর্ঘকায়, এবং তোমাদের জ্ঞাত অনাকীয়
বংশ; যেহেতুক অনাকবংশীয়দের সম্মুখে
কে দাঁড়াইতে পারে? এমত কথা তোমরা শুনি-
য়াছ। ৩ কিন্তু অদ্য তোমরা ইহা জ্ঞাত হও;
তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর আপনি দাহকাগ্নি-
স্বরূপ হইয়া তোমাদের অগ্রগামী হইবেন, তিনি
তাহাদিগকে সংহার করিবেন, ও তোমাদের
সম্মুখে নত করিবেন, তাহাতে তোমরা পরমে-
শ্বরের বাক্যানুসারে ত্বরায় তাহাদিগকে অধি-
কারচ্যুত ও বিনষ্ট করিবা। ৪ কিন্তু তোমাদের
প্রভু পরমেশ্বর যখন তোমাদের সম্মুখহইতে
তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবেন, তখন আমাদের
পুণ্য প্রযুক্ত পরমেশ্বর আমাদিগকে এই দেশ
অধিকার করাইতে আনিয়াছেন, মনে২ এমত
ভাবিও না; বাস্তবিক এই জাতিদের দুষ্টতা
প্রযুক্ত পরমেশ্বর ইহাদিগকে তোমাদের সম্মুখে
অধিকারচ্যুত করিবেন। ৫ তোমাদের পুণ্য
কিম্বা অন্তঃকরণের সারল্য প্রযুক্ত তোমরা
তাহাদের দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ,
তাহা নয়; কিন্তু এই জাতিদের দুষ্টতা প্রযুক্ত
এবং তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ ইব্রাহীম্ ও ইসহাক
ও যাকুবের কাছে দিব্যদ্বারা প্রতিশ্রুত আপনার
বাক্য সফল করণের ইচ্ছা প্রযুক্ত তোমাদের প্রভু
পরমেশ্বর তোমাদের সম্মুখে ইহাদিগকে অধি-
কারচ্যুত করিবেন। ৬ অতএব তোমাদের প্রভু
পরমেশ্বর অধিকারার্থে তোমাদিগকে এই উত্তম
দেশ দিবেন, তাহা তোমাদের কোন পুণ্যের
ফল নহে, ইহা জ্ঞাত হও, কেননা তোমরা
অবাধ্য লোক।

৭ আর তোমরা প্রান্তরের মধ্যে আপন প্রভু
পরমেশ্বরকে যেরূপ ক্রুদ্ধ করিয়াছিলা, তাহা
স্মরণ কর, বিস্মৃত হইও না; মিসর্দেশহইতে
যাত্রা করণ অবধি এই স্থানে আগমন পর্য্যন্ত
তোমরা পরমেশ্বরের বিরুদ্ধাচারী হইয়া আসি-
তেছ। ৮ এবং হোরেবেও পরমেশ্বরকে ক্রুদ্ধ
করিয়াছিলা; তাহাতে পরমেশ্বর কোপ করিয়া
তোমাদিগকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি-
লেন। ৯ তৎকালে আমি প্রস্তরদ্বয় অর্থাৎ তো-
মাদের সহিত পরমেশ্বরের কৃত নিয়মের দুই
প্রস্তর গ্রহণার্থে পর্ব্বতে উঠিয়া চল্লিশ দিবারাত্রি
অন্নভক্ষণ ও জলপান বিনা পর্ব্বতে অবস্থিতি
করিলে ১০ পরমেশ্বর আমাকে ঈশ্বরীয় অঙ্গু-
লিদ্বারা লিখিত দুই প্রস্তর দিলেন; পর্ব্বতে

সমাগমদিবসে অগ্নির মধ্যহইতে পরমেশ্বর তো-
মাদিগকে যাহা২ কহিয়াছিলেন, সেই সমস্ত বাক্য
ঐ দুই প্রস্তরে লিখিত ছিল। ১১ সেই চল্লিশ
দিবারাত্রির শেষে পরমেশ্বর ঐ দুই প্রস্তরময় পত্র
অর্থাৎ নিয়মের প্রস্তর আমাকে দিয়া ১২ কহি-
লেন, উঠ, এ স্থানহইতে শীঘ্র নামিয়া যাও;
কেননা তুমি মিসর্দেশহইতে যে লোকদিগকে
বাহির করিয়া আনিলা, তাহারা আপনাদিগ-
কে ভ্রষ্ট করিয়া আমার আজ্ঞাপিত পথহইতে
শীঘ্র বহির্ভূত হইয়া আপনাদের জন্যে ছাঁচে
ঢালা প্রতিমা নির্ম্মাণ করিল। ১৩ পরমেশ্বর
আমাকে আরো কহিলেন, আমি এই লোক-
দের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, ইহারা
অবাধ্য জাতি। ১৪ অতএব তুমি আমাহইতে
সর, আমি ইহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া আকা-
শের অধোহইতে ইহাদের নাম লোপ করি,
কিন্তু তোমাকে ইহাদের অপেক্ষা বলবান ও
বৃহৎ জাতি করিব। ১৫ তাহাতে আমি ফিরিয়া দুই
হস্তে নিয়মের দুই প্রস্তর লইয়া অগ্নিতে প্রজ্বলিত
পর্ব্বতহইতে নামিয়া ১৬ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দে-
খিলাম, তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের
বিরুদ্ধে পাপ করিয়া আপনাদের জন্যে ছাঁচে
ঢালা গোবৎস নির্ম্মাণ করাতে পরমেশ্বরের
আজ্ঞাপিত পথহইতে শীঘ্র বহির্ভূত হইয়াছ।
১৭ তাহাতে আমি সেই দুই প্রস্তর ধরিয়া
আপন হস্তহইতে ফেলিয়া তোমাদের সাক্ষাতে
ভাঙ্গিলাম। ১৮ এবং তোমরা পরমেশ্বরকে ক্রুদ্ধ
করণার্থে তাঁহার দৃষ্টিতে কুকর্ম্ম করিয়া যে পাপ
করিয়াছিলা, তোমাদের সেই সমস্ত পাপের
জন্যে আমি পূর্ব্বকার ন্যায় চল্লিশ দিবারাত্রি
অন্নভক্ষণ ও জলপান বিনা পরমেশ্বরের সম্মু-
খে উবুড় হইয়া রহিলাম। ১৯ কেননা পর-
মেশ্বর তোমাদিগকে বিনষ্ট করিতে ক্রোধে ও
অতিশয় তাপে প্রজ্বলিত হওয়াতে আমি ত্রাস-
যুক্ত ছিলাম; কিন্তু তৎকালেও পরমেশ্বর আমার
নিবেদন শুনিলেন। ২০ এবং পরমেশ্বর হারো-
ণকে বিনষ্ট করণার্থে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলে আমি
সেই সময়ে হারোণের জন্যেও প্রার্থনা করিলাম।
২১ এবং তোমাদের পাপ, অর্থাৎ তোমরা যে
গোবৎস নির্ম্মাণ করিয়াছিলা, তাহা লইয়া
অগ্নিতে দগ্ধ করিলাম, ও যে পর্য্যন্ত তাহা
ধূলীবৎ সূক্ষ্ম না হইল, তাবৎ পিষিয়া উত্তম-
রূপে চূর্ণ করিলাম; পরে পর্ব্বতহইতে নির্গত
নদীতে তাহার ধূলী নিক্ষেপ করিলাম। ২২ পরে
তোমরা তবিয়েরাতে ও মসাতে ও কিব্রোৎ-হত্তা-
বাতে পরমেশ্বরকে ক্রুদ্ধ করিলা। ২৩ তাহার
পর পরমেশ্বর যে সময়ে কাদেশ্-বর্ণেয়হইতে
তোমাদিগকে প্রেরণ করিয়া কহিলেন, তোমরা
উঠিয়া যাও, আমি তোমাদিগকে যে দেশ দি,
তাহা অধিকার কর; তৎকালেও তোমরা আপন
প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধাচারী হইয়া
তাঁহাকে প্রত্যয় করিলা না, ও তাঁহার কথায়
মনোযোগ করিলা না। ২৪ তোমাদের সহিত
আমার পরিচয়দিনাবধি তোমরা পরমেশ্ব-
রের বিরুদ্ধাচারী হইয়া আসিতেছ। ২৫ অত-
এব আমি পূর্ব্বকার ন্যায় তৎকালেও চল্লিশ
দিবারাত্রি পরমেশ্বরের সম্মুখে উবুড় হইয়া
রহিলাম; কেননা পরমেশ্বর তোমাদিগকে বিনষ্ট
করিবার কথা কহিয়াছিলেন। ২৬ এবং আমি
পরমেশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করিলাম, হে
প্রভো পরমেশ্বর, তুমি আপনার অধিকারস্বরূপ
যে প্রজাদিগকে আপন মহিমাতে মুক্ত করিলা, ও
পরাক্রান্ত হস্তদ্বারা মিসরহইতে বাহির করিয়া আ-
নিলা, তাহাদিগকে বিনষ্ট করিও না। ২৭ তোমার
দাস যে ইব্রাহীম্ ও ইস্হাক্ ও যাকুব্, তাহা-
দিগকে স্মরণ কর; এই লোকদের অবাধ্যতার ও
দুষ্টতার ও পাপের প্রতি দৃষ্টি করিও না। ২৮ কি
জানি, তুমি আমাদিগকে যে দেশহইতে বাহির
করিয়া আনিলা, সেই দেশীয় লোকেরা এমত কথা
কহিবে, পরমেশ্বর উহাদিগকে যে দেশ দিতে
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সে দেশে লইয়া যাইতে
অপারক, এই জন্যে তিনি উহাদিগকে ঘৃণা করি-
য়া প্রান্তরে বধ করিবার নিমিত্তে বাহির করি-
লেন। ২৯ তুমি আপন মহাপরাক্রম ও বিস্তীর্ণ
বাহুদ্বারা যাহাদিগকে বাহির করিয়া আনিলা,
ইহারাই তোমার সেই প্রজা ও অধিকার।

১০ অধ্যায়।

১ দ্বিতীয় বার দশ আজ্ঞা দেওন, ৬ ও হারোণের
মরণের পর তাহার পুত্ত্রের যাজকত্বপদে নিযুক্ত
হওন, ৮ ও লেবীয়দিগকে পৃথক্ করণ, ১০ ও
ঈশ্বরের আজ্ঞা, ১২ ও ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন
করিতে মূসার বিনয়।

১ সেই সময়ে পরমেশ্বর আমাকে কহিলেন,
তুমি পূর্ব্বকার দুই প্রস্তরের ন্যায় দুই প্রস্তর
খুদিয়া আমার নিকটে পর্ব্বতে আরোহণ কর,
এবং কাষ্ঠের এক সিন্দুক নির্ম্মাণ কর। ২ তো-
মাকর্তৃক ভগ্ন প্রথম প্রস্তরেতে যে২ বাক্য ছিল,
তাহা আমি ঐ প্রস্তরে লিখিব, পরে তুমি তাহা
ঐ সিন্দুকে রাখিবা। ৩ তাহাতে আমি শিটীম
কাষ্ঠের এক সিন্দুক নির্ম্মাণ করিলাম, এবং
প্রথমের ন্যায় দুই প্রস্তর খুদিয়া ঐ দুই প্রস্তর
হস্তে লইয়া পর্ব্বতারোহণ করিলাম। ৪ অপর
পরমেশ্বর সমাগমদিবসে পর্ব্বতে অগ্নিমধ্যহইতে
যে দশ আজ্ঞা তোমাদিগকে কহিয়াছিলেন, তাহা
প্রথম লিখনানুসারে ঐ প্রস্তরের উপরে লি-

খিয়া আমাকে দিলেন। ৫ পরে আমি মুখ
ফিরাইয়া পর্ব্বতহইতে নামিয়া আমার প্রতি
পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে সেই দুই প্রস্তর আ-
পন নির্ম্মিত সিন্দুকে রাখিলাম, তদবধি সেই
প্রস্তর সেই স্থানে আছে।
৬ পরে ইস্রায়েল্ বংশ বেরোৎ-বিনেয়াকন্-
হইতে মোষেরোতে যাত্রা করিলে সে স্থানে
হারোণ মরিল, এবং সেই স্থানে তাহার কবর
হইল; তাহাতে তাহার পুত্র ইলিয়াসর্ তাহার
পদ প্রাপ্ত হইয়া যাজনকর্ম্ম করিল। ৭ পরে
তাহারা সে স্থানহইতে গুদ্গোদাতে যাত্রা করিল,
এবং গুদ্গোদাহইতে সজল স্রোতোবিশিষ্ট যট্-
বাথা দেশে প্রস্থান করিল।
৮ সেই সময়ে অদ্যকার মত পরমেশ্বরের
নিয়মের সিন্দুক বহিতে ও পরমেশ্বরের পরিচর্য্যা
করিবার জন্যে তাঁহার সাক্ষাতে দাঁড়াইতে ও
তাঁহার নামে আশীর্ব্বাদ করিতে পরমেশ্বর লে-
বীয় বংশকে পৃথক্ করিলেন। ৯ এই জন্যে
আপন ভ্রাতৃগণের মধ্যে লেবীয়দের কোন অংশ
কিম্বা অধিকার নাই; তোমাদের প্রভু পর-
মেশ্বরের বাক্যানুসারে পরমেশ্বরই তাহাদের
অধিকার।
১০ অপর সেই সময়েও আমি পূর্ব্বকার ন্যায়
চল্লিশ দিবারাত্রি পর্ব্বতে থাকিলাম; তাহাতে
পরমেশ্বর তৎকালেও আমার নিবেদন শুনিয়া
তোমাদিগকে বিনষ্ট না করিতে সম্মত হই-
লেন। ১১ অনন্তর পরমেশ্বর আমাকে কহিলেন,
উঠ, তুমি যাত্রার নিমিত্তে লোকদের অগ্রগামী
হও, আমি তাহাদিগকে যে দেশ দিতে তাহা-
দের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছি, তা-
হারা সেই দেশে প্রবেশ করিয়া তাহা অধি-
কার করুক।
১২ হে ইস্রায়েল বংশ, এখন তোমাদের প্রভু
পরমেশ্বরকে ভয় করণ, ও তাঁহার সকল পথে
গমন ও তাঁহাকে প্রেম করণ, এবং সমস্ত
অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণের সহিত তোমাদের
প্রভু পরমেশ্বরের সেবা করণ; ১৩ এবং অদ্য
আমি তোমাদের হিতার্থে পরমেশ্বরের যে২
আজ্ঞা ও বিধি তোমাদিগকে দিতেছি, সেই
সকল পালন করণ, ইহা ব্যতিরেকে তোমা-
দের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের কাছে আর
কি চাহেন? ১৪ দেখ, আকাশমণ্ডল ও উপ-
রিস্থ স্বর্গ এবং পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ তাবৎ বস্তু তো-
মাদের প্রভু পরমেশ্বরের। ১৫ পরমেশ্বর তো-
মাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি স্নেহ করিতে তুষ্ট
ছিলেন, কেবল এই জন্যে তাহাদের পরে তা-
হাদের বংশকে অর্থাৎ অদ্যকার মত তোমা-
দিগকে সর্ব্বজাতির মধ্যে মনোনীত করিলেন।
১৬ অতএব তোমরা আপন২ অন্তঃকরণের
অক্ছেদন কর, আর অবাধ্য হইও না। ১৭ কেন-
না যিনি তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর, তিনি
ঈশ্বরদের ঈশ্বর ও প্রভুদের প্রভু, এবং মহান্
ও সর্ব্বশক্তিমান ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর; তিনি কা-
হারো মুখাপেক্ষা করেন না, ও উৎকোচ গ্রহণ
করেন না। ১৮ তিনি পিতৃহীনদের ও বিধবা-
দের বিচার নিষ্পন্ন করেন, এবং বিদেশি-
কে প্রেম করিয়া অন্ন বস্ত্র দেন। ১৯ অতএব
তোমরা বিদেশিকে প্রেম কর, কেননা মিসর্-
দেশে তোমরাও বিদেশী ছিলা। ২০ তোমরা
আপন প্রভু পরমেশ্বরকে ভয় কর, ও তাঁহার
সেবা কর, ও তাঁহাতে আসক্ত হও, ও তাঁহার
নামে দিব্য কর। ২১ তিনি তোমাদের শোভা
ও তোমাদের ঈশ্বর, এবং তোমরা স্বচক্ষুতে
যাহা২ দেখিয়াছ, সেই সকল ভয়ঙ্কর মহা-
কর্ম্ম তিনি তোমাদের জন্যে করিয়াছেন। ২২ তো-
মাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কেবল সত্তরি জন মিসরে
গিয়াছিল, কিন্তু এখন তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর
তোমাদিগকে আকাশের তারার ন্যায় বহুসং-
খ্যক করিলেন।

১১ অধ্যায়।

১ ঈশ্বরের মহাকর্ম্ম প্রযুক্ত তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে বিনয়, ১০ ও দেশের বর্ণনা, ১৩ ও আজ্ঞা পালনের ফল নির্ণয়, ১৮ ও সন্তানগণকে উপদেশ দিতে আজ্ঞা, ২২ ও আজ্ঞা পালনের ফল, ২৬ ও শাপ ও আশীর্ব্বাদের কথা।

১ তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরকে প্রেম
করিয়া তাঁহার রক্ষণীয় ও বিধি ও ব্যবস্থা ও
আজ্ঞা সর্ব্বদা পালন কর। ২ এবং অদ্যাবধি
জ্ঞানবান হও, যেহেতুক আমার কথা তোমা-
দের বালকগণের প্রতি নহে; তাহারা তোমাদের
প্রভু পরমেশ্বরের কৃত শাসন জানে নাই ও
দেখে নাই; কিন্তু তাঁহার মহিমা ও পরাক্রান্ত
হস্ত ও বিস্তীর্ণ বাহু, ৩ ও আশ্চর্য্য লক্ষণ এবং মি-
সর্দেশের মধ্যে মিসর্দেশীয় ফিরৌন্ রাজের
প্রতি ও তাহার সমস্ত দেশের প্রতি কৃত তাঁহার
কার্য্য; ৪ এবং মিস্রীয় সৈন্যের ও অশ্বের ও
রথের প্রতি কৃত তাঁহার কার্য্য, অর্থাৎ তোমা-
দের পশ্চাৎ তাহাদের তাড়না করণ সময়ে
তিনি যে রূপে সুফার্ণবের জল তাহাদের উপ-
রে বহাইলেন, এবং পরমেশ্বর তাহাদিগকে
অদ্য পর্য্যন্ত নষ্ট করিলেন; ৫ এবং এ স্থানে
তোমাদের আগমন পর্য্যন্ত তোমাদের জন্যে
প্রান্তরে যাহা২ করিয়াছেন; ৬ এবং রুবেণের
পুত্র ইলীয়াবের সন্তান দাথন্ ও অবীরামের
প্রতি যাহা২ করিয়াছেন, ফলতঃ পৃথিবী যে

রূপে আপন মুখ বিস্তার করিয়া তাবৎ ইস্রা-
য়েল্ বংশের মধ্যে তাহাদিগকে ও তাহাদের
পরিজনগণকে ও তাহাদের তাম্বু ও তাহাদের
অধিকৃত সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করিল, ৭ পর-
মেশ্বরের কৃত এই যে সকল মহাকর্ম্ম, তাহা
তোমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছ। ৮ অতএব অদ্য
আমি তোমাদিগকে যে সকল আজ্ঞা করি, তো-
মরা তাহা পালন কর, তাহাতে তোমরা যে
দেশ অধিকার করিতে পারে যাইতেছ, বল-
বান হইয়া সেই দেশে প্রবেশ করিয়া অধিকার
করিবা; ৯ এবং পরমেশ্বর তোমাদের পূর্ব্ব-
পুরুষদিগকে ও তাহাদের বংশকে যে দেশ
দিতে দিব্য করিয়াছিলেন, সেই দুগ্ধ মধু প্রবাহি
দেশে তোমাদের দীর্ঘকাল অবস্থিতি হইবে।
১০ তোমরা যে মিসরদেশহইতে বাহির হইয়া
আইলা, সেই দেশে বীজ বুনিয়া শাকের উদ্যা-
নের ন্যায় পদদ্বারা জল সেচন করিতা; কিন্তু
তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ,
সে তদ্রূপ নয়। ১১ তোমরা যে দেশ অধিকার
করিতে পারে যাইতেছ, সেই দেশ পর্ব্বতময়
ও তলভূমিময়, এবং আকাশের বৃষ্টির জল
পান করে। ১২ সেই দেশের প্রতি তোমাদের
প্রভু পরমেশ্বরের মনোযোগ আছে, এবং তাহার
প্রতি বৎসরের প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত নিরন্তর
তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের দৃষ্টি থাকে।
১৩ আর আমি অদ্য তোমাদিগকে যে সকল
আজ্ঞা দিতেছি, তোমরা যদি মনোযোগ পূর্ব্বক
তাহা পালন করিয়া আপন সমস্ত অন্তঃকরণ ও
সমস্ত প্রাণের সহিত আপন প্রভু পরমেশ্বরকে
প্রেম ও সেবা কর, ১৪ তবে আমি উপযুক্ত
সময়ে, অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষাতে তোমা-
দের দেশে বৃষ্টি দান করিব, তাহাতে তোমরা
আপন২ শস্য ও দ্রাক্ষারস ও তৈল সংগ্রহ
করিতে পারিবা; ১৫ এবং তোমাদের পশুগণের
জন্যে ক্ষেত্রে তৃণ দিব; তাহাতে তোমরা ভক্ষণ
করিয়া তৃপ্ত হইবা। ১৬ সাবধান, তোমাদের মন
ভ্রান্ত না হউক, তোমরা পথ ছাড়িয়া ইতর দেব-
গণের সেবা করিয়া তাহাদিগকে প্রণাম করিও
না; ১৭ করিলে তোমাদের প্রতি পরমেশ্বর ক্রোধে
প্রজ্বলিত হইয়া আকাশ রোধ করিবেন, তা-
হাতে বৃষ্টি হইবে না, ও ভূমি নিজ ফল প্র-
দান করিবে না, এবং তোমরা পরমেশ্বরদত্ত সেই
উত্তম দেশহইতে ত্বরায় উচ্ছিন্ন হইবা।
১৮ তোমরা আমার এই বাক্য আপন২ অন্তঃ-
করণে ও মনে রাখ, ও চিহ্নরূপে আপন২ হস্তে
বন্ধ কর, এবং সে সকল ভূষণরূপে তোমা-
দের চক্ষুদ্বয়ের মধ্যে থাকুক। ১৯ আর তোমরা
গৃহে উপবেশন ও পথে গমন ও শয়ন ও গাত্রো-
ত্থান সময়ে ঐ সকল কথা ব্যাখ্যা করিয়া আ-
পন২ বালকদিগকে শিক্ষা দেও। ২০ এবং
আপন২ গৃহদ্বারের পার্শ্বস্থ কাষ্ঠে ও আপন২
নগরদ্বারে তাহা লিখিয়া রাখ। ২১ তাহাতে
পরমেশ্বর তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে যে ভূমি
দিতে দিব্য করিয়াছেন, সেই ভূমিতে তোমাদের
ও তোমাদের বংশের অবস্থিতি পৃথিবীর ঊর্দ্ধে
আকাশের অবস্থিতির ন্যায় দীর্ঘকাল হইবে।
২২ আর এই যে সমস্ত আজ্ঞা আমি তোমা-
দিগকে দিতেছি, তোমরা যদি যত্নপূর্ব্বক তাহা
পালন করিয়া আপন প্রভু পরমেশ্বরকে প্রেম
কর, ও তাঁহার সমস্ত পথে চল, ও দৃঢ়রূপে
তাঁহাতে আসক্ত হও; ২৩ তবে পরমেশ্বর তোমা-
দের সম্মুখহইতে এই সকল ভিন্নজাতীয় লোক-
দিগকে অধিকারচ্যুত করিবেন; এবং তোমরা
আপনাদের হইতে বৃহৎ ও বলবান্ জাতিদের
দেশ অধিকার করিবা। ২৪ তোমাদের চরণ
যে২ স্থানে পড়িবে, সেই২ স্থান তোমাদের
হইবে; প্রান্তর ও লিবানোন্ এবং নদী অর্থাৎ
ফরাৎ নদী অবধি পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত তোমা-
দের সীমা হইবে। ২৫ তোমাদের সম্মুখে কেহই
দাঁড়াইতে সমর্থ হইবে না, তোমরা যে দেশে
পাদবিক্ষেপ করিবা, সেই দেশের সর্ব্বত্র তো-
মাদের প্রভু পরমেশ্বর আপন বাক্যানুসারে
তোমাদের হইতে লোকদের ভয় ও আশঙ্কা
জন্মাইবেন।
২৬ দেখ, অদ্য আমি তোমাদের সম্মুখে আ-
শীর্ব্বাদ ও অভিশাপ রাখিলাম। ২৭ অদ্য আমি
তোমাদিগকে যে সকল আজ্ঞা জানাইলাম, তো-
মাদের প্রভু পরমেশ্বরের সেই আজ্ঞা যদি
পালন কর, তবে তোমরা আশীর্ব্বাদ পাইবা।
২৮ আর যদি আপন প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞা
পালন না কর, ও আমি অদ্য তোমাদিগকে
যে পথ বিষয়ে আজ্ঞা করিলাম, যদি সেই পথ
ছাড়িয়া অজ্ঞাত ইতর দেবগণের পশ্চাৎ গমন
কর, তবে অভিশাপ পাইবা। ২৯ আর তো-
মরা যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ,
সেই দেশে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর যখন
তোমাদিগকে প্রবেশ করাইবেন, তখন তো-
মরা গিরিষীম্ পর্ব্বতে ঐ আশীর্ব্বাদ, ও এবল্
পর্ব্বতে ঐ অভিশাপ স্থাপন করিবা। ৩০ সেই
দুই পর্ব্বত যর্দ্দনের ওপারে সূর্য্যাস্তপথের
প্রান্তে গিল্গলের সম্মুখস্থ সমভূমি নিবাসি
কিনানীয়দের দেশে মোরি উদ্যানের নিকটে
কি নয়? ৩১ কেননা তোমাদের প্রভু পরমে-
শ্বরের দাতব্য দেশ অধিকার করণার্থে তো-
মরা তাহাতে প্রবেশ করিতে যর্দ্দন নদী পার
হইয়া যাইবা, ও তাহা অধিকার করিবা, ও তা-

হাতে বাস করিবা। ৩২ অতএব আমি অদ্য তো-
মাদের সম্মুখে যে২ বিধি ও ব্যবস্থা রাখিলাম,
সে সকল পালন করিতে মনোযোগ করিও।

১২ অধ্যায়।

১ প্রতিমা প্রভৃতি বিনাশ করিতে আজ্ঞা, ৪ ও পর-
মেশ্বরের সেবার্থে তাঁহার মনোনীত স্থানে যাইতে
আজ্ঞা, ১৭ ও বিশেষ আজ্ঞা, ২০ ও পবিত্র স্থানে
পবিত্র বস্তু খাইতে আজ্ঞা, ২৯ ও দেবপূজকের
ন্যায় কর্ম্ম করিতে নিষেধ।

১ তোমাদের পৈতৃক প্রভু পরমেশ্বর তোমাদি-
গকে যে দেশ অধিকারার্থে দেন, সেই দেশে
যে সকল বিধি ও ব্যবস্থা ভূতলে তোমা-
দের অবস্থিতি কাল পর্য্যন্ত মনোযোগ পূর্ব্বক
পালন করিতে হইবে তাহা এই২। ২ তোমরা
যে২ ভিন্ন জাতীয় লোকদিগকে বহিষ্কৃত করিবা,
তাহারা উচ্চ পর্ব্বতোপরি ও টিকরোপরি ও
প্রত্যেক তেজস্বি বৃক্ষের তলে যে২ স্থানে আ-
পনাদের দেবতার সেবা করিয়াছে, সেই সকল
স্থান তোমরা সমূলে বিনষ্ট করিবা। ৩ তোমরা
তাহাদের বেদি উৎপাটন করিবা, ও স্তম্ভ ভগ্ন
করিবা, ও চৈত্যবৃক্ষ অগ্নিতে দগ্ধ করিবা, ও
খোদিত দেবপ্রতিমা সকলকে ছেদন করিবা, ও
সেই স্থানহইতে তাহাদের নাম লোপ করিবা।
৪ আর তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের
প্রতি তদ্রূপ করিবা না। ৫ কিন্তু তোমাদের প্রভু
পরমেশ্বর আপন নাম রাখিবার জন্যে তোমা-
দের তাবৎ বংশের মধ্যে যে স্থান মনোনীত
করিবেন, তাঁহার সেই নিবাসস্থান তোমরা অন্বে-
ষণ করিবা; ৬ এবং সে স্থানে গিয়া আপন২
বলি ও হোমবলি ও দশমাংশ ও হস্তের উত্তো-
লনীয় ও মানত দ্রব্য ও স্বেচ্ছাদত্ত উপহার ও
গোমেষাদি পালের প্রথমজাতদিগকে আনয়ন
করিবা; ৭ ও সেই স্থানে তোমাদের প্রভু পর-
মেশ্বরের সম্মুখে ভোজন করিবা; এবং তো-
মাদের প্রভু পরমেশ্বরহইতে প্রাপ্ত আশীর্ব্বা-
দানুসারে যে কিছুতে হস্তার্পণ করিবা, তাহা-
তেই সপরিবারে আনন্দ করিবা। ৮ এই স্থানে
আমরা এখন প্রত্যেকে আপন২ দৃষ্টির অভি-
লাষানুসারে যেমন করিতেছি, তোমরা তদ্রূপ
করিবা না। ৯ কেননা তোমাদের প্রভু পরমে-
শ্বর তোমাদিগকে যে বিশ্রামস্থান ও অধিকার
দিবেন, তাহাতে তোমরা এখনো উপস্থিত
হও নাই। ১০ কিন্তু যখন তোমরা যর্দ্দন্ নদী
পার হইয়া আপন প্রভু পরমেশ্বরের দত্ত
অধিকার দেশে বাস করিবা, এবং চতুর্দ্দিগের
সমস্ত শত্রুহইতে তিনি বিশ্রাম দিলে যখন তো-
মরা নির্ব্বিঘ্নে বাস করিবা; ১১ তৎকালে তো-
মাদের প্রভু পরমেশ্বর আপন নামের বাসার্থে
যে স্থান মনোনীত করিবেন, সেই স্থানে তো-
মরা আমার আদিষ্ট সমস্ত দ্রব্য, অর্থাৎ আ-
পন২ বলি ও হোমবলি ও দশমাংশ ও হস্তের
উত্তোলনীয় ও পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রতিশ্রুত
মানত দ্রব্য সকল আনিবা। ১২ এবং তোমরা ও
তোমাদের পুত্রগণ ও কন্যাগণ ও দাসগণ ও
দাসীগণ, এবং তোমাদের মধ্যে যাহাদের অংশ
ও অধিকার নাই, এমত তোমাদের নগরদ্বার-
বর্ত্তি লেবীয়েরা, তোমরা সকলে আপন প্রভু
পরমেশ্বরের সম্মুখে আনন্দ করিবা। ১৩ সাব-
ধান, আপনাদের দৃষ্ট সমস্ত স্থানে আপন২
হোমবলি দান করিও না। ১৪ কিন্তু তোমাদের
কোন এক গোষ্ঠীর মধ্যে পরমেশ্বর যে স্থান
মনোনীত করিবেন, সেই স্থানে আপন২ হোম-
বলিদান প্রভৃতি আমার আদিষ্ট সকল কর্ম্ম
করিবা। ১৫ তথাপি তোমাদের প্রভু পরমে-
শ্বরহইতে প্রাপ্ত আশীর্ব্বাদানুসারে তোমরা আ-
পনাদের সমস্ত নগরদ্বারের ভিতরে পশু বধ
করিয়া মনোবাঞ্ছানুসারে মাংস ভোজন করিতে
পারিবা; যেমন কৃষ্ণসারের ও হরিণের মাংস,
সেই রূপ শুচি কি অশুচি লোক সকলেই তাহা
ভোজন করিতে পারিবা। ১৬ কিন্তু কোন ক্রমে
রক্ত ভোজন করিবা না, তাহা জলের ন্যায়
ভূমিতে ঢালিয়া ফেলিবা।
১৭ আর আপন২ শস্যের ও দ্রাক্ষারসের
ও তৈলের দশমাংশ, ও গোমেষাদির প্রথম-
জাত, এবং যাহা মানত করিবা সেই মানত দ্রব্য
ও স্বেচ্ছাদত্ত উপহার, ও আপন২ হস্তের উত্তো-
লনীয় উপহার, এই সকল তোমরা আপন২
নগরদ্বারমধ্যে খাইতে পারিবা না। ১৮ কিন্তু
তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর যে স্থান মনোনীত
করিবেন, সেই স্থানে তোমাদের প্রভু পরমে-
শ্বরের সম্মুখে তোমরা ও তোমাদের পুত্রগণ ও
কন্যাগণ ও দাসগণ ও দাসীগণ ও নগরদ্বার-
বর্ত্তি লেবীয় লোক, তোমরা সকলে তাহা ভো-
জন করিবা, এবং তোমরা যে কিছুতে হস্তার্পণ
করিবা, তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের সম্মুখে
তাহাতেই আনন্দ করিবা। ১৯ সাবধান, দেশে
তোমাদের যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত লেবীয়দিগকে
ত্যাগ করিবা না।
২০ আর তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর আপন
অঙ্গীকারানুসারে তোমাদের সীমা বিস্তার করি-
লে পর মাংস ভক্ষণে তোমাদের বাঞ্ছা হইলে
যখন কহিবা, মাংস ভক্ষণ করিব, তৎকালে
তোমরা মনোবাঞ্ছানুসারে মাংস ভক্ষণ করিবা।
২১ আর তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর আপন নাম
রক্ষার্থে যে স্থান মনোনীত করিবেন, তাহা

যদি তোমাদের হইতে বহু দূর হয়, তবে তো-
মরা পরমেশ্বরের দত্ত গোমেষাদিপালহইতে
পশু লইয়া আমার আজ্ঞানুসারে বধ করিয়া
আপন ২ মনোবাঞ্ছানুসারে নগরদ্বারের ভিতরে
ভোজন করিতে পারিবা। ২২ কিন্তু যেমন কৃষ্ণ-
সার ও হরিণ ভক্ষণ করা যায়, সেই রূপ তাহা
ভক্ষণ করিবা; শুচি কি অশুচি লোক, সকলেই
তাহা ভক্ষণ করিবে। ২৩ কেবল রক্তভোজন-
হইতে অতি সাবধান হও, কেননা রক্তই জীবন,
অতএব মাংসের সহিত জীবন ভোজন করিবা
না। ২৪ তোমরা তাহা ভোজন না করিয়া জলের
ন্যায় ভূমিতে ঢালিবা। ২৫ তোমরা তাহা ভোজন
করিও না; তাহাতে পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রাহ্য
কর্ম্ম করিলে তোমাদের ও তোমাদের ভাবি-
বংশের কল্যাণ হইবে। ২৬ কিন্তু তোমাদের
যত পবিত্র বস্তু ও মানত বস্তু, তোমরা কোন
ক্রমে সে সকল লইয়া পরমেশ্বরের মনোনীত
স্থানে যাইবা। ২৭ এবং তোমাদের প্রভু পর-
মেশ্বরের বেদির উপরে আপন ২ হোমবলি অর্থাৎ
মাংস ও রক্ত উৎসর্গ করিবা, এবং প্রভু পরমে-
শ্বরের বেদির উপরে বলির রক্ত ঢালিয়া তা-
হার মাংস ভক্ষণ করিবা। ২৮ তোমরা মনো-
যোগ পূর্ব্বক আমার আদিষ্ট এই সমস্ত বাক্য
পালন কর, তাহাতে প্রভু পরমেশ্বরের গো-
চরে উত্তম ও গ্রাহ্য কর্ম্ম করিলে তোমাদের
ও তোমাদের ভাবিবংশের সর্ব্বদা মঙ্গল হইবে।
২৯ তোমরা যে ভিন্ন জাতীয় লোকদের দেশ
অধিকার করিতে যাইতেছ, তাহাদিগকে যখন
তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের সম্মুখ-
হইতে উচ্ছিন্ন করিবেন, ও তোমরা তাহাদিগকে
অধিকারচ্যুত করিয়া তাহাদের দেশে বাস করি-
বা; ৩০ তৎকালে সাবধান হইও, পাছে তাহা-
দের বিনাশের পরে তোমরা তাহাদের পশ্চাদ্-
গামী হইয়া ফাঁদে পড়; এবং এই জাতিরা
আপন ২ দেবগণের সেবা কিরূপে করিত?
আমরাও সেই রূপে সেবা করিব, ইহা কহিয়া
পাছে তাহাদের দেবগণের অন্বেষণ কর। ৩১ তো-
মরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের প্রতি তদ্রূপ
করিবা না, কেননা তাহারা আপনাদের দেব-
গণের উদ্দেশে পরমেশ্বরের ঘৃণিত সর্ব্ব প্রকার
ক্রিয়া করে, বিশেষতঃ সেই দেবগণের উদ্দেশে
আপন ২ পুত্র কন্যাগণকেও অগ্নিতে হোম
করে। ৩২ আমি যে ২ বিষয়ে তোমাদিগকে
আজ্ঞা করি, তাহাই পালন করিতে যত্ন করিবা;
তাহাতে আর কিছু যোগ করিও না, এবং
তাহাহইতে কিছু হ্রাস করিও না।

১৩ অধ্যায়।

১ দেবপূজা করিতে প্রবৃত্তকারি লোকদিগকে বধ করণ, ৬ ও দেবপূজা করিতে প্রবৃত্তকারি জ্ঞাতি কুটুম্বদিগকে বধ করণ, ১২ ও দেবপূজাকারিদের নগরের বিনাশ করিতে আজ্ঞা।

১ যদি তোমাদের মধ্যে কোন ভবিষ্যদ্বক্তা কিম্বা
স্বপ্নার্থকারী জন্মিয়া তোমাদিগকে চিহ্ন কিম্বা
অদ্ভুত ক্রিয়া দেখায়; ২ এবং তোমরা যে ২
ইতর দেবগণকে জান না, আইস আমরা তা-
হাদের অনুগামী হইয়া তাহাদের সেবা করি,
ইহা যদি কহে, তবে তাহার উক্ত চিহ্ন ও অদ্ভুত
ক্রিয়া সফল হইলেও ৩ তোমরা সেই ভবিষ্য-
দ্বক্তার কিম্বা স্বপ্নার্থকারির বাক্যে মনোযোগ
করিবা না; কেননা তোমরা আপন ২ সমস্ত
অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণের সহিত প্রভু পরমে-
শ্বরকে প্রেম কর কি না, তাহা জানিতে তো-
মাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের পরীক্ষা
লইবেন। ৪ তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের
অনুগামী হও, ও তাঁহাকে ভয় কর, ও তাঁহার
আজ্ঞা পালন কর, ও তাঁহার কথা শুন, ও
তাঁহার সেবা কর, ও তাঁহাতে আসক্ত হও।
৫ সেই ভবিষ্যদ্বক্তা কিম্বা স্বপ্নার্থকারী হত হই-
বে; কেননা মিসরদেশহইতে তোমাদের উদ্ধার-
কর্ত্তা ও দাসত্বাগারহইতে তোমাদের মুক্তি-
দাতা যে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর, তাঁ-
হার অধীনতাত্যাগের কথা সে কহে; এবং
তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর যে পথে গমন করিতে
তোমাদিগকে আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাহইতে তো-
মাদিগকে ভ্রষ্ট করা তাহার অভিপ্রায়; অত-
এব তোমরা আপনাদের মধ্যহইতে সেই পা-
পিষ্ঠ লোককে দূর করিয়া দিবা।
৬ আর তোমাদের ও তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ-
দের অজ্ঞাত কোন দেবতা, অর্থাৎ তোমাদের
চতুর্দ্দিক্‌স্থিত নিকটবর্ত্তি কিম্বা তোমাদের হইতে
দূরবর্ত্তি, পৃথিবীর আদ্যন্তের মধ্যে যে কোন
জাতির যে কোন দেবতা হউক, ৭ তাহার বিষয়ে
তোমাকে ভুলাইয়া যদি তোমার মাতৃপুত্র অর্থাৎ
সহোদর কিম্বা পুত্র কিম্বা কন্যা কিম্বা বক্ষঃস্থা-
য়িনী ভার্য্যা কিম্বা প্রাণতুল্য মিত্র গোপনে কহে,
আইস, আমরা যাইয়া ইতর দেবতার সেবা
করি, ৮ তবে তুমি সেই ব্যক্তির কথাতে সম্মত
হইবা না, ও তাহার বাক্যে মনোযোগ করিবা
না, ও তাহার প্রতি চক্ষুর্লজ্জা করিবা না, ও
তাহাকে কৃপা করিবা না ও ক্ষমা করিবা না।
৯ কিন্তু অবশ্য তাহাকে বধ করিবা; তাহাকে
বধ করিতে তুমি প্রথমে তাহার উপরে হস্তা-
র্পণ করিবা, পরে সকল লোক হস্তার্পণ করিবে।
১০ তাহার প্রাণবিয়োগ পর্য্যন্ত তাহাকে প্রস্ত-
রাঘাত করিবা, কেননা মিসরদেশরূপ দাসত্বা-
গারহইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়া আনি-

লেন যে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর, তাঁহার
অনুগমনহইতে তোমাদিগকে ভ্রষ্ট করিতে সে
চেষ্টা করিল। ১১ তাহাতে তাবৎ ইস্রায়েল্ বংশ
তাহা শুনিয়া ভয় করিবে, এবং তোমাদের মধ্যে
এমত দুষ্কর্ম্ম আর কেহ করিবে না।
১২ আর তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমা-
দিগকে নিবাসার্থে যে২ নগর দিবেন, তাহার
কোন নগরে ১৩ তোমাদের মধ্যহইতে উৎপন্ন
দুষ্ট লোকেরা তোমাদের অজ্ঞাত কোন দেব-
তার নাম উল্লেখ করিয়া, আইস, আমরা যা-
ইয়া ইতর দেবতার সেবা করি, এই কথা বলিয়া
আপন নগরনিবাসিদিগকে ভ্রষ্ট করিয়াছে, এমন
সংবাদ যদি শুন, ১৪ তবে জিজ্ঞাসা কর, ও
অনুসন্ধান কর, ও যত্নপূর্ব্বক প্রশ্ন কর; তা-
হাতে তোমাদের মধ্যে এমত ঘৃণার্হ কুকর্ম্ম হই-
য়াছে, ইহা যদি সত্য ও নিশ্চিত হয়; ১৫ তবে
তোমরা খড়্গের ধারেতে সেই নগরের নিবা-
সিদিগকে আঘাত কর, এবং তাহা ও তাহার
মধ্যস্থিত পশু আদি সকলকে বর্জিতরূপে খড়্গ-
দ্বারা বিনষ্ট কর; ১৬ এবং তাহার লুটিত দ্রব্য
চকের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া সেই নগর ও সেই
সকল দ্রব্য পরমেশ্বরের উদ্দেশে অগ্নিতে দগ্ধ
কর; ও সে নিত্য ঢিবিস্বরূপ হইয়া থাকুক, ও
সে নগর পুনর্নির্ম্মিত না হউক; ১৭ এবং ঐ
বর্জিত দ্রব্যের কিছুই তোমাদের হস্তে না থা-
কুক। তাহাতে পরমেশ্বর আপন ক্রোধহইতে
ফিরিয়া তোমাদিগকে কৃপা করিবেন; এবং আমি
অদ্য তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের যে২ আজ্ঞা
তোমাদিগকে কহিতেছি, ১৮ তোমরা যদি তাঁহার
বাক্যে মনোযোগ করিয়া সেই সকল আজ্ঞা
পালন কর, ও তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের
দৃষ্টিতে যথার্থ আচরণ কর, তবে তিনি তো-
মাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে দত্ত প্রতিজ্ঞানুসারে
তোমাদের প্রতি কৃপা করিয়া তোমাদের বৃদ্ধি
করিবেন।

১৪ অধ্যায়।

১ মৃতদের জন্যে শরীর ছেদনে নিষেধ, ৩ ও শুচি অশুচি পশুর নির্ণয়, ৯ ও শুচি অশুচি জলচর জন্তুদের নির্ণয়, ১১ ও শুচি অশুচি পক্ষির নির্ণয়, ২২ ও দশমাংশাদির কথা।

১ তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের সন্তান,
অতএব আপন২ শরীরের ছেদন করিবা না,
এবং মৃতদের জন্যে আপন২ ভ্রূমধ্যস্থল
ক্ষৌর করিবা না। ২ কেননা তোমরা আপন
প্রভু পরমেশ্বরের পবিত্র প্রজা; পৃথিবীস্থ তা-
বৎ জাতির মধ্যহইতে পরমেশ্বর আপনার বি-
শেষ প্রজা করণার্থে তোমাদিগকে মনোনীত
করিয়াছেন।
৩ তোমরা কোন ঘৃণার্হ দ্রব্য ভোজন করিবা
না। ৪ এই সকল পশু ভোজন করিবা, গোরু
ও মেষ ও ছাগল ৫ ও হরিণ ও কৃষ্ণসার ও বন-
গোরু ও বনছাগল ও গবয় ও পৃষত ও বাতপ্রমী
প্রভৃতি ৬ পশুগণের মধ্যে যত পশু দ্বিখণ্ড
খুরবিশিষ্ট ও জাওর কাটে, সেই সকলকে
তোমরা ভোজন করিবা। ৭ কিন্তু যাহারা জাওর
কাটে, কিম্বা দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট হয়, তাহা-
দের মধ্যে ইহাদিগকে কোন মতে ভোজন করিবা
না, উষ্ট্র ও শশক ও শাফন্; কেননা তাহারা
জাওর কাটে বটে, কিন্তু দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট নয়,
এই জন্যে তোমাদের পক্ষে অশুচি; ৮ এবং
শূকর দ্বিখণ্ডখুরবিশিষ্ট বটে, কিন্তু জাওর কাটে
না, এই জন্যে সে তোমাদের পক্ষে অশুচি;
তোমরা তাহাদের মাংস ভোজন করিবা না, ও
তাহাদের শব স্পর্শ করিবা না।
৯ আর জলচর সকলের মধ্যে যাহাদের ডেনা
ও আঁইস আছে, তাহাদিগকে ভোজন করিবা।
১০ কিন্তু যাহাদের ডেনা ও আঁইস নাই, তাহা-
দিগকে ভোজন করিবা না, তাহারা তোমাদের
পক্ষে অশুচি।
১১ আর তোমরা সকল প্রকার শুচি পক্ষিকে
ভোজন করিতে পারিবা। ১২ কিন্তু এই২ ভো-
জন করিবা না; উৎক্রোশ ও হাড়গিলা ও কু-
রল, ১৩ ও আপন২ জাত্যনুসারে গৃধ্র ও চিল
ও শঙ্করচিল, ১৪ ও আপন২ জাত্যনুসারে সকল
প্রকার কাক, ১৫ ও উষ্ট্রপক্ষী ও রাত্রিশ্যেন
ও গাংচিল ও আপন২ জাত্যনুসারে শ্যেন,
১৬ ও পেচক ও মহাপেচক ও দীর্ঘগলহংস;
১৭ ও পানিভেলা ও শকুনী ও মাছরাঙ্গা ও
সারস, ১৮ ও আপন২ জাত্যনুসারে বক ও
টিট্টিভ ও চাম্‌চিকা, ১৯ ও পক্ষবিশিষ্ট তাবৎ
পোকা; এই সকল তোমাদের পক্ষে অশুচি; তো-
মরা তাহাদিগকে ভোজন করিবা না। ২০ তদ্ভিন্ন
সমস্ত শুচি পক্ষিকে ভোজন করিতে পারিবা।
২১ আর তোমরা স্বয়ংমৃত কোন প্রাণির
মাংস ভোজন করিবা না, তোমাদের নগরদ্বার-
বর্ত্তি কোন বিদেশিকে ভোজনার্থে তাহা দিতে
পার, কিম্বা কোন বিদেশির কাছে বিক্রয় করিতে
পার; কেননা তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্-
শ্বরের পবিত্র লোক। আর তোমরা ছাগবৎ-
সের মাংস তাহার মাতৃদুগ্ধেতে পাক করিবা না।
২২ আর তোমরা বৎসর২ ক্ষেত্রেতে বীজোৎ-
পন্ন তাবৎ শস্যের দশমাংস পৃথক্ করিবা।
২৩ এবং তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর আপন না-
মের বাসার্থে যে স্থান মনোনীত করিবেন, সে
স্থানে তোমরা আপন২ শস্যের ও দ্রাক্ষা-
রসের ও তৈলের দশমাংশ ও গোমেষাদিপালের

প্রথমজাতদিগকে তাঁহার সম্মুখে ভোজন করিবা, এই রূপে আপন প্রভু পরমেশ্বরকে সর্ব্বদা ভয় করিতে শিক্ষা করিবা। [২৪] সেই যাত্রা যদি তোমাদের দুষ্কর হয়, অর্থাৎ তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর আপন নামের বাসার্থে যে স্থান মনোনীত করিবেন, সেই স্থানের দূরত্ব প্রযুক্ত যদি তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে প্রাপ্ত দ্রব্য তথায় লইয়া যাইতে না পার, [২৫] তবে তোমরা সেই দ্রব্যেতে টাকা করিয়া সেই টাকা বাঁধিয়া হস্তে লইয়া তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের মনোনীত স্থানে যাইবা। [২৬] পরে সেই টাকা দিয়া তোমাদের প্রাণের অভিলষিত গোরু কিম্বা মেষাদি কিম্বা দ্রাক্ষারস কিম্বা মদ্য, যে কোন দ্রব্যেতে তোমাদের মনের বাঞ্ছা হয়, তাহা ক্রয় করিয়া সেই স্থানে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের সম্মুখে ভোজন করিয়া সপরিবারে আনন্দ করিবা। [২৭] আর তোমাদের নগরদ্বারবর্ত্তি অন্তরস্থ লেবীয়দিগকে ত্যাগ করিবা না, কেননা তোমাদের সহিত তাহাদের কোন অধিকার ও অংশ নাই।

[২৮] তৃতীয় বৎসরের শেষে তোমরা সেই বৎসরে উৎপন্ন আপন২ শস্যাদির দশমাংশ বাহির করিয়া আনিয়া নগরদ্বারের ভিতরে সঞ্চয় করিয়া রাখ; [২৯] তাহাতে তোমাদের সহিত যাহাদের কোন অধিকার ও অংশ নাই, সেই লেবীয়েরা এবং বিদেশিগণ ও পিতৃহীন বালকেরা ও বিধবারা, তোমাদের নগরদ্বারবর্ত্তি এই সকল লোক আসিয়া ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইবে। তাহাতে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের হস্তকৃত সমস্ত কর্ম্মেতে তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

১৫ অধ্যায়।

১ ঋণমোচনের বৎসরের কথা, ৭ ও তৎপ্রযুক্ত দানে অসম্মত হইতে নিষেধ, ১২ ও সাত বৎসরের পরে দাসের মুক্তির কথা, ১৯ ও পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রথমজাত পশুগণকে পৃথক্ করিতে আজ্ঞা।

[১] তোমরা সাত বৎসরের পর ঋণ মোচন করিবা। [২] সেই ঋণমোচনের এই ব্যবস্থা; যে মহাজন আপন প্রতিবাসিকে ঋণ দিয়াছে, সে আপনার দত্ত সেই ঋণের মোচন করিবে, প্রতিবাসিহইতে কিম্বা আপন ভ্রাতাহইতে ঋণ আদায় করিবে না; কেননা পরমেশ্বরের উদ্দেশে ঋণ মোচনের ঘোষণা হইবে। [৩] তোমরা বিদেশির কাছে আদায় করিতে পার; কিন্তু তোমাদের মধ্যে যাবৎ দরিদ্রের অভাব না হইবে, তাবৎ তোমাদের ভ্রাতার নিকটে তোমাদের যাহা আছে, তাহা মোচন করিবা। [৪] যেহেতুক তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের অধিকারার্থে যে দেশ দিবেন, সেই দেশে তিনি তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। [৫] কিন্তু আমি অদ্য তোমাদিগকে এই যে আজ্ঞা দিতেছি, ইহা পালনার্থে সাবধান হইয়া তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের বাক্যে মনোযোগ করিতে হইবে। [৬] কেননা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের প্রতি আপন অঙ্গীকারানুসারে তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলে তোমরা অনেক ভিন্নজাতীয়দিগকে ঋণ দিবা, কিন্তু ঋণ লইবা না; এবং অনেক ভিন্নজাতীয়দের উপরে কর্তৃত্ব করিবা, কিন্তু তাহারা তোমাদের উপরে কর্তৃত্ব করিবে না।

[৭] তোমাদের মধ্যে, অর্থাৎ তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে যে দেশ দিবেন, তাহার কোন নগরদ্বারাভ্যন্তরে যদি তোমাদের কোন ভ্রাতা দরিদ্র হয়, তবে তোমরা তাহার প্রতি অন্তঃকরণ কঠিন করিবা না, ও দরিদ্র ভ্রাতার প্রতি আপন হস্ত রুদ্ধ করিবা না; [৮] কিন্তু তাহার প্রতি মুক্তহস্ত হইয়া তাহার দুর্গতিজন্য প্রয়োজনানুসারে তাহাকে অবশ্য ঋণ দিবা। [৯] সাবধান, সপ্তম বৎসর অর্থাৎ মোচনবৎসর নিকটবর্ত্তী, ইহা কহিয়া আপন২ দুষ্ট অন্তঃকরণের সহিত কুমন্ত্রণা করিও না; যেহেতুক তোমরা যদি আপন২ দরিদ্র ভ্রাতার প্রতি কুদৃষ্টি করিয়া তাহাকে কিছু না দেও, তবে সে তোমাদের প্রতিকূলে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলে তোমাদের অপরাধ হইবে। [১০] অতএব তোমরা তাহাকে অবশ্য দিবা, দান করণ সময়ে অন্তঃকরণে দুঃখিত হইবা না; কেননা ঐ কর্ম্ম প্রযুক্ত তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের সমস্ত কর্ম্মে, এবং তোমরা যাহাতে২ হস্তার্পণ করিবা, সেই সকলেতে তোমাদের মঙ্গল করিবেন। [১১] কেননা তোমাদের দেশে দরিদ্রের অভাব হইবে না, এই জন্যে আমি তোমাদিগকে এই আজ্ঞা দিতেছি; তোমরা আপন দেশস্থ দীনহীন দুঃখি ভ্রাতার প্রতি মুক্তহস্ত হইবা।

[১২] আর যদ্যপি তোমার ভ্রাতা কোন ইব্রীয় পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোক তোমার নিকটে বিক্রীত হয়, তবে সে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত তোমার সেবা করিবে; সপ্তম বৎসরে তুমি তাহাকে মুক্ত করিয়া আপনার নিকটহইতে বিদায় করিবা। [১৩] কিন্তু মুক্ত করিয়া বিদায় করণ সময়ে তাহাকে রিক্তহস্তে বিদায় করিবা না। [১৪] তুমি আপন পাল ও শস্য ও দ্রাক্ষারসহইতে তাহাকে প্রচুর দিবা; তোমার প্রভু পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদানুসারে তাহাকে দিবা। [১৫] তোমরা মিসরদেশে দাস ছিলা, এবং তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন, ইহা যেন স্মরণ

কর, এই জন্যে আমি অদ্য তোমাদিগকে এই
আজ্ঞা দিতেছি। ১৬ আর তোমার নিকটে
সুখে থাকাতে সে যদি তোমাকে ও তোমার
বাটীকে ভাল বাসিয়া কহে, আমি তোমাকে
ছাড়িয়া যাইব না; ১৭ তবে তুমি এক গুঁজি
লইয়া কপাটের সহিত তাহার কর্ণ বিন্ধিবা,
তাহাতে সে সর্ব্বদা তোমার দাস হইয়া থাকিবে;
আর দাসীর প্রতিও তদ্রূপ করিবা। ১৮ ছয়
বৎসর তোমার সেবা করাতে সে বেতনজীবি
ভৃত্য অপেক্ষা তোমার প্রতি দ্বিগুণ ফলদায়ক
হইয়াছে, এই কারণ তাহাকে মুক্ত করিয়া
বিদায় করিতে কঠিন বোধ করিবা না; তাহাতে
তোমার প্রভু পরমেশ্বর তোমার সকল ক্রিয়াতে
আশীর্ব্বাদ করিবেন।

১৯ তোমরা আপন২ গোমেষাদি পশুপাল-
হইতে উৎপন্ন সমস্ত প্রথমজাত পুংপশুকে আ-
পন প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র করিবা;
তোমরা গোরুর প্রথমজাতদ্বারা কোন কর্ম্ম
করিবা না, এবং তোমাদের প্রথমজাত মেষের
লোম ছেদন করিবা না। ২০ পরমেশ্বর যে
স্থান মনোনীত করিবেন, সেই স্থানে তোমা-
দের প্রভু পরমেশ্বরের সম্মুখে তোমরা সপ-
রিবারে প্রতি বৎসর তাহা ভোজন করিবা।
২১ যদি তাহাতে কোন দোষ থাকে, অর্থাৎ সে
যদি খঞ্জ কিম্বা অন্ধ কিম্বা অন্য কোন প্রকার
দোষী হয়, তবে তোমরা আপন প্রভু পরমে-
শ্বরের উদ্দেশে তাহা বলিদান করিবা না,
২২ কিন্তু আপন নগরদ্বারের ভিতরে তাহা
ভোজন করিবা; শুচি কি অশুচি, উভয় লোকই
কৃষ্ণসারের কিম্বা হরিণের ন্যায় তাহা ভোজন
করিতে পারে। ২৩ তোমরা কেবল তাহার রক্ত
ভোজন করিবা না, তাহা জলের ন্যায় ভূ-
মিতে ঢালিবা।

১৬ অধ্যায়।

১ নিস্তার পর্ব্বের কথা, ৯ ও সাত সপ্তাহের পরে
উৎসবের কথা, ১৩ ও কুটীরের উৎসবের কথা,
১৬ ও বৎসরে তিন বার ধর্ম্মধামে গমনের কথা,
১৮ ও বিচারকর্ত্তাদের নিরূপণের কথা, ২১ ও চৈত্য
ও প্রতিমা স্থাপনে নিষেধ।

১ তোমরা আবীব্ মাসকে মান্য করিবা, ও
তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে নিস্তার
পর্ব্ব পালন করিবা; কেননা আবীব্ মাসে
তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে রাত্রি-
কালে মিসর্দেশহইতে বাহির করিয়া আনিয়া-
ছিলেন। ২ এবং পরমেশ্বর আপন নামের
বাসার্থে যে স্থান মনোনীত করিবেন, সেই স্থানে
তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে
গোমেষাদি পালহইতে পশু লইয়া নিস্তারপর্ব্বের
বলি দান করিবা। ৩ এবং তাহার সহিত তাড়ী-
যুক্ত রুটী খাইবা না; কেননা তোমরা মিসর্-
দেশহইতে ত্বরায় বাহির হইয়াছিলা; অতএব
তোমরা যেন যাবজ্জীবন মিসরহইতে নির্গমনের
সেই দিবস স্মরণে রাখ, এই জন্যে সাত দিবস
সেই বলির সহিত দুরবস্থার তাড়ীশূন্য রুটী
ভোজন করিবা। ৪ এবং সাত দিন তোমাদের
তাবৎ সীমাতে তাড়ীযুক্ত রুটী দৃষ্ট না হউক;
এবং প্রথম দিবসের সন্ধ্যাকালে হত যে বলি,
তাহার কিছুই মাংস প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অব-
শিষ্ট না থাকুক। ৫ তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর
তোমাদিগকে যে২ নগর দিবেন, তাহার কোন
দ্বারে নিস্তারপর্ব্বের বলিদান করিবা না; ৬ কিন্তু
তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর আপন নামের
বাসার্থে যে স্থান মনোনীত করিবেন, সেই
স্থানে সন্ধ্যাকালে সূর্য্যাস্ত সময়ে, অর্থাৎ মিসর্-
দেশহইতে তোমাদের বহির্গমন সময়ে নিস্তার-
পর্ব্বের বলিদান করিবা। ৭ এবং তোমাদের
প্রভু পরমেশ্বরের মনোনীত স্থানে তাহা দগ্ধ
করিয়া ভোজন করিবা; পরে প্রাতঃকালে তো-
মরা ফিরিয়া আপন২ তাম্বুতে যাইবা। ৮ তো-
মরা ছয় দিবস তাড়ীশূন্য রুটী খাইবা, কিন্তু
সপ্তম দিবসে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের
উদ্দেশে কার্য্যত্যাগের দিন হইবে; তাহাতে
কোন কর্ম্ম করিবা না।

৯ পরে তোমরা সাত সপ্তাহ গণনা করিবা,
অর্থাৎ শস্যেতে প্রথম কাস্ত্যা দেওন অবধি
সাত সপ্তাহ গণনা করিবা। ১০ তোমাদের প্রভু
পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদানুসারে স্বহস্তে স্বেচ্ছা-
দত্ত উপহারদ্বারা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের
উদ্দেশে সপ্তাহের উৎসব পালন করিবা।
১১ এবং তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর আপন
নামের বাসার্থে যে স্থান মনোনীত করিবেন,
সেই স্থানে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের সম্মুখে
তোমরা ও তোমাদের পুত্র ও কন্যা ও দাস ও
দাসী ও তোমাদের নগরদ্বারবর্ত্তি লেবীয়
লোক ও তোমাদের মধ্যনিবাসি বিদেশীয় লোক
ও পিতৃহীন ও বিধবা সকলে আনন্দ করিবা।
১২ আর তোমরা মিসর্দেশে দাস ছিলা, তাহা
স্মরণ কর, ও এই সকল বিধি মানিয়া পালন কর।
১৩ পরে পরিষ্কৃত শস্য ও দ্রাক্ষারস সংগ্রহ
করিলে পর তোমরা সাত দিবস কুটীরের উৎ-
সব পালন করিবা। ১৪ এবং সেই উৎসবে
তোমরা ও তোমাদের পুত্র ও কন্যা ও দাস ও
দাসী ও তোমাদের নগরদ্বারবর্ত্তি লেবীয় লোক
ও বিদেশীয় ও পিতৃহীন ও বিধবা সকলে আনন্দ
করিবা। ১৫ পরমেশ্বরের মনোনীত স্থানে

তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে সাত দিবস মহা উৎসব পালন করিবা; কেননা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের ভূম্যুৎপন্ন সমস্ত দ্রব্যে ও হস্তকৃত তাবৎ কর্ম্মে তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, অতএব তোমরা অবশ্য আনন্দ করিবা।

১৬ পরমেশ্বরের মনোনীত স্থানে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের সম্মুখে তোমাদের প্রত্যেক পুরুষ বৎসরের মধ্যে তিন বার, অর্থাৎ তাড়ীশূন্য রুটীর উৎসবে ও সপ্তাহের উৎসবে ও কুটীরের উৎসবে দর্শন দিবে; কিন্তু পরমেশ্বরের সম্মুখে রিক্ত হস্তে দর্শন দিবে না। ১৭ তোমরা প্রত্যেকে আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের দত্ত আশীর্ব্বাদানুযায়ি আপন২ শক্তি অনুসারে উপহার দিবা।

১৮ তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের বংশানুসারে তোমাদিগকে যে সমস্ত নগর দিবেন, তাহার দ্বারের মধ্যে তোমরা আপনাদের জন্যে বিচারকর্তৃগণকে ও শাসনকর্তৃগণকে নিযুক্ত করিবা, তাহারা যথার্থরূপে লোকদের বিচার করিবে। ১৯ তোমরা অন্যায়বিচার করিবা না, ও কাহারো মুখাপেক্ষা করিবা না, ও উৎকোচ লইবা না; কেননা উৎকোচ জ্ঞানিদের চক্ষু অন্ধ করে ও ধার্ম্মিকদের বাক্য বক্র করে। ২০ অতএব সর্ব্বতোভাবে যাহা ন্যায্য তাহারি অনুগামী হও, তাহাতে তোমরা জীবিত থাকিয়া আপন প্রভু পরমেশ্বরের দত্ত দেশ অধিকার করিবা।

২১ আর তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে যে বেদি নির্ম্মাণ করিবা, তাহার কাছে কোন প্রকার চৈত্যবৃক্ষ রোপণ করিবা না। ২২ ও কোন প্রতিমা স্থাপন করিবা না, কেননা তাহা পরমেশ্বরের ঘৃণাস্পদ।

১৭ অধ্যায়।

১ নির্দ্দোষ বলির আবশ্যকতা, ২ ও দেবপূজককে বধ করণের আজ্ঞা, ৮ ও যাজক ও বিচারকর্ত্তাদ্বারা কঠিন বিচার নিষ্পন্ন হওন, ১২ ও দুঃসাহসি পাপিকে বধ করণের আজ্ঞা, ১৪ ও রাজার মনোনীত হওন ও রাজত্ব করণের নির্ণয়।

১ তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে কোন প্রকার দোষের কলঙ্কবিশিষ্ট গোরুকে কিম্বা মেষকে বলিদান করিবা না; কেননা সে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের ঘৃণিত বস্তু।

২ আর তোমাদের মধ্যে অর্থাৎ প্রভু পরমেশ্বরের দত্ত তোমাদের কোন নগরদ্বারের ভিতরে যদি কোন পুরুষ কিম্বা স্ত্রী তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের সাক্ষাতে দুষ্কর্ম্ম করিয়া তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন করে; অর্থাৎ কেহ যাইয়া যদি ইতর দেবগণের সেবা করিয়া থাকে, ৩ কিম্বা আমার আজ্ঞার বিরুদ্ধে যদি চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি আকাশীয় বাহিনীকে পূজা করিয়া থাকে; ৪ তবে তাহার সংবাদ পাইবামাত্র তোমরা সাক্ষ্য শুনিয়া যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিবা। তাহাতে সে কথা সত্য ও নিশ্চিত, এবং ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে সেই ঘৃণার্হ কার্য্য হইয়াছে, এমত যদি দেখ; ৫ তবে তোমরা সেই দুষ্কর্ম্মকারি পুরুষকে কিম্বা স্ত্রীকে বাহির করিয়া আপন নগরদ্বার নিকটে আনিবা; পুরুষ হউক কিম্বা স্ত্রী হউক, তোমরা প্রস্তরাঘাতদ্বারা তাহার প্রাণদণ্ড করিবা। ৬ বধযোগ্য ব্যক্তি এক সাক্ষির বাক্যদ্বারা হত হইবে না, কিন্তু দুই কিম্বা তিন সাক্ষির বাক্যদ্বারা হত হইবে। ৭ তাহাকে বধ করিতে প্রথমে সাক্ষি লোকেরা, পশ্চাৎ অন্য সকলে তাহার বিরুদ্ধে হাত তুলিবে; এই রূপে তোমরা আপনাদের মধ্যহইতে পাপিষ্ঠ লোককে দূর করিয়া দিবা।

৮ আর তোমাদের কোন নগরদ্বারে রক্তপাতের কিম্বা বিরোধের কিম্বা প্রহারের বিষয়ে দুই জনের বিবাদ উপস্থিত হইলে যদি তাহার বিচার অতি দুর্জ্ঞেয় হয়, তবে তোমরা উঠিয়া তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের মনোনীত স্থানে যাইয়া ৯ লেবীয় যাজকদের ও তাৎকালিক বিচারকর্ত্তার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিবা, তাহাতে তাহারা তোমাদিগকে বিচারের নিষ্পত্তি কহিবে। ১০ পরে তোমরা পরমেশ্বরের মনোনীত স্থানে সেই লোককর্তৃক আদিষ্ট নিষ্পত্তি অনুসারে কর্ম্ম করিবা; তাহারা তোমাদিগকে যাহা কহিবে, তাহাই করিতে মনোযোগ করিবা। ১১ তাহারা তোমাদের কাছে যেরূপ ব্যবস্থা কহিবে ও বিচারনিষ্পত্তি করিবে, তোমরা তদনুসারে করিবা; তাহাদের আদিষ্ট বাক্যের দক্ষিণে কি বামে ফিরিবা না। ১২ কিন্তু যে লোক দুঃসাহস পূর্ব্বক আচরণ করিয়া তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের পরিচর্য্যার্থে সেই স্থানে দণ্ডায়মান যাজকের কিম্বা বিচারকর্ত্তার বাক্যে মনোযোগ না করে, সেই মনুষ্য হত হইবে, এবং তোমরা ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যহইতে সেই পাপিষ্ঠকে দূর করিয়া দিবা। ১৩ তাহাতে সমস্ত লোক তাহা শুনিয়া ভয় পাইবে, এবং দুঃসাহস পূর্ব্বক আর আচরণ করিবে না।

১৪ আর তোমরা যখন আপন প্রভু পরমেশ্বরের দত্ত দেশে প্রবেশ করিয়া তাহা অধিকার করিয়া তাহার মধ্যে বাস করিবা; তৎকালে আমাদের চতুর্দ্দিক্স্থিত ভিন্নজাতীয় সকল লোকের ন্যায় আমরাও আপনাদের উপরে এক রাজাকে নিযুক্ত করিব, এই কথা যদি তোমরা কহ; ১৫ তবে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর যা-

হাকে মনোনীত করিবেন, তাহাকেই আপ-
নাদের উপরে রাজা করিবা। তোমরা আপনা-
দের ভ্রাতৃগণের মধ্যহইতে রাজা লইয়া আপ-
নাদের উপরে নিযুক্ত করিবা; কিন্তু ভ্রাতা
ভিন্ন অন্যদেশীয়কে আপনাদের উপরে রাজা
করিতে পারিবা না। ১৬ আর সেই রাজা কোন
ক্রমে আপনার জন্যে অনেক অশ্ব রাখিবে না,
বিশেষতঃ অনেক অশ্বের চেষ্টাতে লোকদিগকে
পুনর্ব্বার মিসরদেশে গমন করাইবে না; কেননা
পরমেশ্বর তোমাদিগকে কহিয়াছেন, ইহার পরে
তোমরা এই পথ দিয়া আর যাইবা না। ১৭ আর
সে অনেক স্ত্রী বিবাহ করিবে না, পাছে তা-
হার অন্তঃকরণ বিপথগামী হয়; এবং আপ-
নার জন্যে রূপা কিম্বা স্বর্ণ অতিশয় বৃদ্ধি করি-
বে না। ১৮ এবং রাজসিংহাসনে উপবেশন
কালে সে আপনার নিমিত্তে এক পুস্তকে লে-
বীয় যাজকদের সম্মুখস্থিত এই ব্যবস্থার অনু-
লিপি করিয়া ১৯ আপনার নিকটে রাখিয়া
যাবজ্জীবন প্রতিদিন পাঠ করিবে; তাহাতে সে
আপন প্রভু পরমেশ্বরকে ভয় করিতে ও এই
ব্যবস্থার সমস্ত বাক্য ও বিধি পালন করিতে
শিখিয়া ২০ আপন ভ্রাতাদের উপরে মনে অহ-
ঙ্কার করিবে না, এবং আজ্ঞার দক্ষিণে কি
বামে ফিরিবে না। এই রূপে ইস্রায়েল্ বংশের
মধ্যে তাহার ও তাহার সন্তানদের রাজত্ব দীর্ঘ-
কালস্থায়ী হইবে।

১৮ অধ্যায়।

১ পরমেশ্বরের যাজক ও লেবীয়দের অধিকারস্বরূপ হওন, ৩ ও যাজকদের প্রাপ্তির নির্ণয়, ৬ ও লেবীয়দের প্রাপ্তির নির্ণয়, ৯ ও কিনানীয়দের ন্যায় ব্যবহার করিতে নিষেধ, ১৫ ও বিশেষ ভবিষ্যদ্বক্তাকে মান্য করিতে আজ্ঞা, ২০ ও মিথ্যাভবিষ্যদ্বক্তার দণ্ডের কথা।

১ লেবীয় যাজকগণ প্রভৃতি লেবির সমস্ত বংশ
ইস্রায়েল্ বংশের সহিত কোন অংশ কিম্বা
অধিকার পাইবে না; তাহারা অগ্নিকৃত উপ-
হার প্রভৃতি পরমেশ্বরের অধিকৃত বস্তু ভোগ
করিবে। ২ তাহারা আপন ভ্রাতাদের মধ্যে
কোন অধিকার পাইবে না, কিন্তু পরমেশ্বর
আপন বাক্যানুসারে আপনি তাহাদের অধি-
কার হইবেন।
৩ আর লোকদের হইতে যাজকগণের প্রা-
প্তব্য বিষয়ের এই বিধি, গোমেষাদি বলিদান-
কারি লোকেরা বলির স্কন্ধ ও দুই গাল ও ভুঁড়ি
যাজককে দিবে। ৪ তোমরা আপন২ প্রথম
উৎপন্ন শস্য ও দ্রাক্ষারস ও তৈল এবং মেষের
প্রথমছিন্ন লোম তাহাকে দিবা। ৫ কেননা সর্ব্বদা
দণ্ডায়মান হইয়া পরমেশ্বরের নামে পরিচর্য্যা
করিতে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের
তাবৎ বংশের মধ্যহইতে তাহাকে ও তাহার
ভাবিবংশকে মনোনীত করিয়াছেন।
৬ আর তাবৎ ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে তো-
মাদের কোন নগরদ্বারে যে লেবীয় লোক প্রবাস
করে, সে যদি আপনার তাবৎ মনোবাঞ্ছাতে
তথাহইতে পরমেশ্বরের মনোনীত স্থানে আ-
সিয়া ৭ পরমেশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান আপন
লেবীয় ভ্রাতাদের ন্যায় আপন প্রভু পরমেশ্ব-
রের নামে পরিচর্য্যা করে; ৮ তবে সে ভোজ-
নার্থে তাহাদের সমান অংশ পাইবে, তদ্ব্যতি-
রেকে আপন পৈতৃক অধিকার বিক্রয়ের মূল্যও
ভোগ করিবে।
৯ তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের দত্ত
দেশে উপস্থিত হইলে তথাকার ভিন্নজাতীয়-
দের ঘৃণার্হ ক্রিয়ার ন্যায় ক্রিয়া করিতে শিখিবা
না। ১০ বিশেষতঃ পুত্র কন্যাহোমকারী ও মন্ত্রজ্ঞ
ও গণক ও মোহক ও মায়াবী ১১ ও সর্পবৈদ্য
ও ভূতড়িয়া ও গুণী ও ভৌতিকপরামর্শার্থী
তোমাদের মধ্যে যেন না পাওয়া যায়। ১২ কে-
ননা পরমেশ্বর এই সকল ক্রিয়াকারিদিগকে ঘৃণা
করেন; সেই ঘৃণার্হ ক্রিয়া প্রযুক্ত তোমাদের
প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের সম্মুখহইতে তাহাদি-
গকে দূর করিবেন। ১৩ তোমরা আপন প্রভু
পরমেশ্বরের উদ্দেশে সরলাচরণ কর। ১৪ কেননা
তোমরা যে ভিন্নজাতীয়দিগকে বহির্ভূত করিবা,
তাহারা গণক ও মন্ত্রজ্ঞদের কথাতে মনোযোগ
করে; কিন্তু তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমা-
দিগকে তাহা করিতে দেন না।
১৫ তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের
মধ্যহইতে অর্থাৎ তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য-
হইতে আমার সদৃশ ভবিষ্যদ্বক্তার উদয় করি-
বেন, তাঁহার কথাতে তোমরা মনোযোগ করিবা।
১৬ আমরা যেন আপন প্রভু পরমেশ্বরের রব
পুনর্ব্বার শ্রবণ না করি, ও এই মহাগ্নি আর
না দেখি ও না মরি, হোরেবে থাকিয়া সমাগ-
মের দিবসে তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের
কাছে এই প্রার্থনা করিয়াছিলা। ১৭ তাহাতে
পরমেশ্বর আমাকে কহিলেন, ইহারা উত্তম কহি-
তেছে। ১৮ আমি ইহাদের কারণ ইহাদের ভ্রা-
তৃগণের মধ্যহইতে তোমার সদৃশ এক ভবি-
ষ্যদ্বক্তাকে উৎপন্ন করিব, ও তাঁহার মুখে আ-
মার বাক্য দিব; তাহাতে আমি তাঁহাকে যে২
আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি তাহাদিগকে কহিবেন।
১৯ তিনি আমার নামে যে২ কথা কহিবেন,
তাহা যে জন না শুনিবে, তাহার বিচার আমি
করিব।
২০ আমি যাহা কহিতে আজ্ঞা করি নাই,

আমার নামে তাহা কহিতে যদি কোন ভবি-
ষ্যদ্বক্তা দুঃসাহস করে, কিম্বা ইতর দেব-
তার নামে যদি কহে, তবে সে ভবিষ্যদ্বক্তা
হত হইবে। [21] কিন্তু পরমেশ্বর যে বাক্য কহেন
নাই, তাহা আমরা কি প্রকারে জানিব? তো-
মরা যদি মনে ২ এমন ভাব, তবে শুন; [22] কোন
ভবিষ্যদ্বক্তা পরমেশ্বরের নামে কথা কহি-
লে সে বাক্য যদি পরে সিদ্ধ না হয়, ও তা-
হার ফল যদি উপস্থিত না হয়, তবে পরমে-
শ্বর সেই বাক্য কহেন নাই; ঐ ভবিষ্যদ্বক্তা
দুঃসাহসপূর্ব্বক তাহা কহিয়াছে, তোমরা তাহা-
হইতে ভীত হইবা না।

১৯ অধ্যায়।

১ আশ্রয়নগরের নিরূপণ, ৪ ও সে নগরে বধকারি-
দের রক্ষার কথা, ১১ ও স্বেচ্ছাতে বধকারির রক্ষা
না হওন, ১৪ ও সীমার চিহ্ন দূর করিতে নিষেধ,
১৫ ও দুই সাক্ষিদ্বারা বিচার নিষ্পত্তি করণ,
১৬ ও মিথ্যাসাক্ষির দণ্ড।

[1] তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর যে ভিন্নজাতীয়-
দের দেশ তোমাদিগকে দিবেন, তাহাদিগকে তিনি
উচ্ছিন্ন করিলে যখন তোমরা তাহাদের স্থান
অধিকার করিয়া তাহাদের নগরে ও গৃহে বাস
করিবা, [2] তৎকালে তোমরা আপনাদের অধি-
কারার্থে প্রভু পরমেশ্বরের দত্ত সেই দেশের
মধ্যে আপনাদের জন্যে তিন নগর নিশ্চয় করি-
বা, [3] ও আপনাদের জন্যে পথ প্রস্তুত করিয়া
তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের দত্ত সেই অধি-
কারদেশের ভূমি তিন ভাগ করিবা; তাহাতে
প্রত্যেক বধকারি লোক সেই নগরে আশ্রয়
লইতে পারিবে।

[4] সেই স্থানে পলায়িত যে বধকারী প্রাণ-
রক্ষার যোগ্য হইবে, তাহার নির্ণয় এই, কেহ
যদি পূর্ব্বে প্রতিবাসির প্রতি দ্বেষ না করিয়া তা-
হাকে অজ্ঞাতসারে বধ করে; [5] তাহার উদা-
হরণ, কেহ আপন প্রতিবাসির সহিত কাষ্ঠ
কাটিতে বনে গিয়া বৃক্ষ ছেদনার্থে কুঠার তুলিলে
যদি ঐ কুঠার বাঁটহইতে খসিয়া প্রতিবাসির
গাত্রে পড়ে, আর তাহার দ্বারা সে মরে,
[6] তবে সে ঐ নগরের কোন এক নগরে পলা-
ইয়া প্রাণ রক্ষা করিবে; পাছে রক্তপাতের প্রতি-
হন্তা ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া বধকারির পশ্চাৎ
ধাবমান হইয়া বহু দূর পথ প্রযুক্ত তাহাকে
ধরিয়া বধ করে; কিন্তু এমন লোক প্রাণদণ্ডের
যোগ্য নয়, কারণ সে পূর্ব্বে তাহাকে দ্বেষ করে
নাই। [7] এই হেতুক আমি তোমাদিগকে আ-
পনাদের জন্যে তিন নগর নিশ্চয় করিতে আজ্ঞা
করিতেছি। [8] আমি অদ্য তোমাদিগকে যে ২
আজ্ঞা দিতেছি, তোমরা তাহা পালন করিয়া
আপন প্রভু পরমেশ্বরকে প্রেম করিলে ও তাঁহার
পথে চলিলে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর যদি তো-
মাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি আপন দিব্যানুসারে
তোমাদের সীমা বৃদ্ধি করেন, ও তোমাদের
পূর্ব্বপুরুষদের কাছে প্রতিজ্ঞাত সমস্ত দেশ তো-
মাদিগকে দেন; [9] তবে তোমরা সে তিন নগর
ভিন্ন আরো তিন নগর নিরূপণ করিবা; [10] পাছে
তোমাদের অধিকারার্থে প্রভু পরমেশ্বর কর্তৃক
দত্ত তোমাদের দেশের মধ্যে নির্দোষের রক্ত-
পাত হইলে তোমাদের উপরে রক্তপাতের অপ-
রাধ বর্ত্তে।

[11] আর যদি কেহ আপন প্রতিবাসির প্রতি
শত্রুতা করিয়া ঘাঁটি বসাইয়া তাহার প্রতিকূলে
উঠিয়া তাহাকে সাংঘাতিক আঘাত করে, এবং
তাহাদ্বারা সে মরে, পরে ঐ বধকারী যদি এই
কএক নগরের মধ্যে কোন এক নগরে পলা-
য়ন করে; [12] তবে তাহার নিবাসনগরের প্রা-
চীন লোকেরা লোক পাঠাইয়া তথাহইতে তা-
হাকে আনাইয়া তাহাকে বধ করিতে প্রতি-
হন্তার হস্তে সমর্পণ করিবে। [13] তোমরা তা-
হার প্রতি চক্ষুর্লজ্জা করিবা না, কিন্তু ইস্রায়েল
বংশহইতে নিরপরাধের রক্তপাতের দোষ দূর
করিবা; তাহাতে তোমাদের মঙ্গল হইবে।

[14] তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর অধিকারার্থে
যে দেশ তোমাদিগকে দিবেন, সেই দেশে প্রত্যেক
জনের প্রাপ্তব্য ভূমিতে পূর্ব্বকালীয় লোকেরা
প্রতিবাসির যে সীমার চিহ্ন নিরূপণ করিয়াছে,
তাহা তোমরা স্থানান্তর করিবা না।

[15] আর কোন প্রকার অপরাধ কিম্বা পাপ
কিম্বা দোষ করণ প্রযুক্ত এক সাক্ষিদ্বারা কা-
হারো বিচার নিষ্পন্ন হইবে না, কিন্তু দুই কিম্বা
তিন সাক্ষির প্রমাণদ্বারা বিচার নিষ্পন্ন হইবে।

[16] আর কোন মিথ্যাসাক্ষী যদি কাহারো
বিরুদ্ধে উঠিয়া তাহার বিষয়ে অন্যায় সাক্ষ্য
দেয়, [17] তবে সেই বাদী ও প্রতিবাদী পর-
মেশ্বরের সম্মুখে অর্থাৎ তাৎকালিক যাজকদের
ও বিচারকর্ত্তাদের সম্মুখে দাঁড়াইবে। [18] তা-
হাতে বিচারকর্ত্তারা যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলে
সে সাক্ষী যদি মিথ্যাসাক্ষী হয়, ও আপন ভ্রা-
তার প্রতিকূলে মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়া থাকে; [19] তবে
সে আপন ভ্রাতার প্রতি যেমত করিতে কল্পনা
করিয়াছিল, তাহার প্রতি তোমরা তদ্রূপ করিবা;
এই রূপে আপনাদের মধ্যহইতে পাপিষ্ঠকে
দূর করিয়া দিবা। [20] তাহা শুনিয়া অবশিষ্ট
লোকেরা ভীত হইয়া তোমাদের মধ্যে সে রূপ
দুষ্কর্ম্ম আর করিবে না। [21] তোমরা চক্ষুর্লজ্জা
করিবা না, কিন্তু প্রাণের পরিশোধে প্রাণ, ও

চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু, ও দন্তের পরিশোধে
দন্ত, ও হস্তের পরিশোধে হস্ত, ও পদের পরি-
শোধে পদ লইবা।

২০ অধ্যায়।

১ যুদ্ধ সময়ে যাজকের কথা, ৫ ও অধ্যক্ষগণের কথা,
১০ ও শত্রুদের নগরের প্রতি ব্যবহারের নির্ণয়, ১৬
ও সাত জাতীয়দের বিনাশ করণের আজ্ঞা, ১৯ ও
যুদ্ধ সময়ে ফলবান বৃক্ষ নষ্টকরণে নিষেধ।

১ তোমরা আপন শত্রুদের প্রতিকূলে যুদ্ধ করি-
তে বহির্গমন করিলে যদি আপনাদের অপেক্ষা
অধিক অশ্ব ও রথ ও জনতা দেখ, তথাপি ভয়
করিও না, কেননা যিনি মিসরদেশহইতে তো-
মাদিগকে আনিয়াছেন, তোমাদের সেই প্রভু
পরমেশ্বর তোমাদের সহিত থাকিবেন। ২ এবং
তোমরা যুদ্ধার্থে নিকটবর্ত্তী হইলে যাজক আ-
সিয়া লোকদের নিকটে কথা কহিবে, ৩ ও তাহা-
দিগকে এই কথা বলিবে, হে ইস্রায়েল বংশ,
শুন, তোমরা অদ্য আপন শত্রুদের সহিত যুদ্ধ
করিতে যাইতেছ, কিন্তু অন্তঃকরণে নিরাশ হইও
না ও ভয় করিও না ও কম্পবান হইও না, ও
তাহাদের হইতে ত্রাসযুক্ত হইও না। ৪ কেননা
তোমাদিগকে জয়ী করণার্থে তোমাদের প্রভু
পরমেশ্বর তোমাদের পক্ষে শত্রুগণের প্রতি-
কূলে যুদ্ধ করিতে তোমাদের সহিত যাইতেছেন।
৫ এবং অধ্যক্ষগণ লোকদিগকে এই কথা
কহিবে, তোমাদের মধ্যে কে নূতন গৃহ নির্ম্মাণ
করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করে নাই? সে যুদ্ধে
মরিলে পাছে অন্য লোক তাহার প্রতিষ্ঠা করে,
এই জন্যে সে আপন গৃহে ফিরিয়া যাউক।
৬ আর কে দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার
প্রথম ফল ভোগ করে নাই? সে যুদ্ধে মরিলে
পাছে অন্য লোক তাহার প্রথম ফল ভোগ
করে, এই জন্যে সে আপন গৃহে ফিরিয়া যা-
উক। ৭ এবং বাগ্দান হইলেও কে বিবাহ করে
নাই? সে যুদ্ধে মরিলে পাছে অন্য লোক
তাহার ভার্য্যাকে গ্রহণ করে, এই জন্যে সে
আপন গৃহে ফিরিয়া যাউক। ৮ অধ্যক্ষগণ
লোকদিগকে আরো কহিবে, ভীরু ও ভয়শীল
লোক কে আছে? তাহার মনের ন্যায় পাছে
তাহার ভ্রাতাদের মন সাহসহীন হয়, এই জন্যে
সে আপন গৃহে ফিরিয়া যাউক। ৯ অপর
অধ্যক্ষগণ লোকদের সহিত কথা সাঙ্গ করিলে
পর তাহারা সৈন্যের উপরে সেনাপতি নিযুক্ত
করিবে।

১০ আর তোমরা কোন নগরের প্রতিকূলে
যুদ্ধ করিতে তাহার নিকটে উপস্থিত হইলে
অগ্রে সন্ধির কথা ঘোষণা করিবা। ১১ তা-
হাতে যদি তাহারা সন্ধিতে সম্মত হইয়া তো-
মাদের জন্যে নগরদ্বার খুলে, তবে সেই নগ-
রীয় তাবৎ লোক তোমাদিগকে কর দিবে ও
তোমাদের সেবা করিবে। ১২ আর যদি তা-
হারা সন্ধি না করিয়া তোমাদের সহিত যুদ্ধ
করে, তবে তোমরা তাহাদের নগর অবরোধ
করিবা। ১৩ পরে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর
তাহা তোমাদের হস্তগত করিলে তোমরা তা-
হার সমস্ত পুরুষকে খড়্গের ধারে বধ করিবা।
১৪ কিন্তু স্ত্রীগণ ও বালকগণ ও পশুগণ ইত্যাদি
নগরের সর্ব্বস্ব আপনাদের জন্যে লুটস্বরূপ গ্রহণ
করিয়া তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের দত্ত শত্রু-
দের লুট ভোগ করিবা। ১৫ এই নিকটবর্ত্তি জা-
তিদের নগর ব্যতিরেকে যে সকল নগর তোমা-
দের হইতে অতি দূরে আছে, তাহাদেরই প্রতি
এই রূপ করিবা।

১৬ কিন্তু এই (নিকটবর্ত্তি) জাতিদের যে ২ নগর
তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর অধিকারার্থে তোমা-
দিগকে দিবেন, তাহার মধ্যে কোন প্রাণিকে
জীবৎ রাখিবা না। ১৭ তোমরা আপন প্রভু পর-
মেশ্বরের আজ্ঞানুসারে তাহাদিগকে, অর্থাৎ হি-
ত্তীয় ও ইমোরীয় ও কিনানীয় ও পিরিষীয় ও
হিব্বীয় ও যিবূষীয় লোকদিগকে বর্জ্জিতরূপে
বিনষ্ট করিবা। ১৮ নতুবা কি জানি, তাহারা
আপন ২ দেবতাদের উদ্দেশে যে ২ ঘৃণার্হ কর্ম্ম
করে, তাহা করিতে তোমাদিগকেও শিখাইবে,
তাহাতে তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের প্রতি-
কূলে অপরাধী হইবা।

১৯ আর যুদ্ধ করিয়া কোন নগর হস্তগত
করণার্থে যদি বহুকাল পর্য্যন্ত অবরোধ করিয়া
থাকিতে হয়, তবে কুঠারাঘাতদ্বারা তথাকার
বৃক্ষ ছেদন করিবা না, কেননা তোমরা তাহার
ফল ভোগ করিতে পারিবা; অতএব নগরের
রোধকার্য্যের নিমিত্তে সে সকল কাটিও না;
কেননা ক্ষেত্রের বৃক্ষেতে মনুষ্যের প্রয়োজন।
২০ কিন্তু এই বৃক্ষহইতে খাদ্য জন্মে না, ইহা
যে ২ বৃক্ষের বিষয়ে জ্ঞাত আছ, সে সকল নষ্ট
করিতে ও কাটিতে পারিবা; এবং তোমাদের
সহিত যুদ্ধকারি নগর যে পর্য্যন্ত পরাস্ত না
হয়, তাবৎ সেই নগরের প্রতিকূলে তাহাদ্বারা
দুর্গ নির্ম্মাণ করিবা।

২১ অধ্যায়।

১ অনিশ্চিত বধের প্রায়শ্চিত্ত, ১০ ও সুন্দরী বন্দি
স্ত্রীকে বিবাহ করণের নিয়ম, ১৫ ও অপ্রিয়াজাত
জ্যেষ্ঠ পুত্রের অধিকার নির্ণয়, ১৮ ও অবাধ্য পুত্রকে
বধ করণের আজ্ঞা, ২২ ও উদ্বন্ধনে রাখনের নিয়ম।

১ তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর অধিকারার্থে যে
দেশ তোমাদিগকে দিবেন, তাহার মধ্যে যদি

ক্ষেত্রে পতিত কোন হত লোককে পাওয়া যায়,
কিন্তু তাহাকে কে বধ করিল, তাহা জানা না
যায়; ২ তবে তোমাদের প্রাচীনেরা ও বিচার-
কর্তৃগণ বাহিরে গিয়া সেই শব অবধি চতুর্দ্দি-
কস্থিত সমস্ত নগর পর্য্যন্ত মাপিবে। ৩ তা-
হাতে যে নগর হত লোকের নিকটস্থ হইবে,
তাহার প্রাচীন লোকেরা যোঁয়ালি বহনাদি
সকল কর্ম্মে অপ্রবৃত্ত এক গোবৎসাকে লইবে।
৪ পরে সেই নগরের প্রাচীন লোকেরা অকৃষ্ট
ও অনুপ্ত ও নিত্য জলস্রোতোবাহি নিম্ন ভূমিতে
সেই গোবৎসাকে আনিয়া তাহার মস্তক ছেদন
করিবে। ৫ পরে লেবীয় যাজকেরা তাহার নি-
কটে আসিবে, কেননা তোমাদের প্রভু পর-
মেশ্বর আপনার পরিচর্য্যার্থে ও পরমেশ্বরের
নামে আশীর্ব্বাদ করণার্থে তাহাদিগকে মনো-
নীত করিয়াছেন; অতএব তাহাদের বাক্যানু-
সারে প্রত্যেক বিবাদের ও দণ্ডের বিচার হই-
বে। ৬ পরে শবের নিকটস্থ ঐ নগরের প্রা-
চীনেরা ঐ নিম্নভূমিতে ছিন্নমস্তক গোবৎসার
উপরে আপন২ হস্ত প্রক্ষালন করিবে। ৭ এবং
আমাদের হস্ত এই রক্তপাত করে নাই, ও
আমাদের চক্ষু ইহা দেখে নাই; ৮ এবং হে
পরমেশ্বর, তুমি আপনার প্রজা যে ইস্রায়েলীয়
লোকদিগকে মুক্ত করিলা, তাহাদের প্রতি দয়া
কর; আপনার প্রজা ইস্রায়েলীয় লোকদের
প্রতি নিরপরাধের রক্তপাতের দোষার্পণ করিও
না, এই কথা কহিবে; তাহাতে তাহাদের প্রতি
সেই রক্তপাতের দোষ ক্ষমা হইবে। ৯ এই
রূপে তোমরা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে ধর্ম্ম করিয়া
আপনাদের মধ্যহইতে নিরপরাধের রক্তপা-
তের দোষ দূর করিবা।

১০ আর তোমরা আপন শত্রুগণের প্রতিকূলে
যুদ্ধার্থে গমন করিলে যদি তোমাদের প্রভু পর-
মেশ্বর তাহাদিগকে তোমাদের হস্তগত করেন,
ও তোমরা তাহাদিগকে বন্দী কর; ১১ এবং
সেই বন্দিদের মধ্যে সুন্দরী স্ত্রীকে দেখিয়া
প্রেমাসক্ত হইলে যদি তাহাকে বিবাহ করিতে
তোমার ইচ্ছা হয়; ১২ তবে তুমি তাহাকে আ-
পন গৃহের মধ্যে আনিলে সে আপন মস্তক
মুণ্ডন ও নখ ছেদন করিয়া আপনার বন্দিত্ব
অবস্থার বস্ত্র ত্যাগ করিবে; ১৩ পরে তোমার
গৃহে থাকিয়া আপন পিতামাতার জন্যে সম্পূর্ণ
এক মাস শোক করিবে; তাহার পরে তুমি
তাহার স্বামী হইয়া তাহাতে উপগত হইবা, ও
সে তোমার ভার্য্যা হইবে। ১৪ কিন্তু যদি তা-
হাতে তোমার তুষ্টি না হয়, তবে যে স্থানে
তাহার ইচ্ছা, সেই স্থানে তাহাকে যাইতে দিবা;
কোন প্রকারে টাকা লইয়া তাহাকে বিক্রয় করি-
বা না, ও তাহাকে দাসীরূপে রাখিবা না, কে-
ননা তুমি তাহাতে উপগত হইলা।

১৫ আর যদি কোন পুরুষের প্রিয়া ও অপ্রিয়া
দুই স্ত্রী থাকে, এবং প্রিয়া ও অপ্রিয়া উভয়ে
তাহার ঔরসে পুত্র প্রসব করে, কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র
অপ্রিয়ার সন্তান হয়; ১৬ তবে সে পুত্রদিগকে
আপন সর্ব্বস্বের অধিকার দেওন সময়ে অপ্রি-
য়াজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র থাকিতে প্রিয়াজাত পুত্রকে
জ্যেষ্ঠাধিকার দিতে পারিবে না। ১৭ কিন্তু সে
অপ্রিয়ার পুত্রকে জ্যেষ্ঠ রূপে স্বীকার করিয়া
আপনার সর্ব্বস্বের দুই অংশ তাহাকে দিবে;
কেননা সে তাহার বলের প্রথম ফল, জ্যেষ্ঠা-
ধিকার তাহারই প্রাপ্তব্য।

১৮ আর যদি কাহারো পুত্র অবাধ্য ও বি-
রোধী হয়, অর্থাৎ পিতামাতার কথা না মানে,
এবং শাসন করিলেও তাহাদিগকে অমান্য করে;
১৯ তবে তাহার পিতামাতা তাহাকে ধরিয়া নগ-
রীয় প্রাচীনদের নিকটে ও নিবাসস্থানের দ্বার
নিকটে আনিয়া ২০ নগরীয় প্রাচীনগণকে কহি-
বে, আমাদের এই পুত্র অবাধ্য ও বিরোধী,
আমাদের কথা মানে না, এবং অতিশয় ভোক্তা
ও মদ্যপায়ী। ২১ তাহাতে নগরীয় লোকেরা
তাহাকে প্রস্তরাঘাত করিয়া বধ করিবে; এই
রূপে তোমরা আপনাদের মধ্যহইতে পাপি-
ষ্ঠকে দূর করিয়া দিবা, তাহাতে তাবৎ ইস্রা-
য়েল্ বংশ তাহা শুনিয়া ভয় পাইবে।

২২ আর যদি কোন মনুষ্য বধযোগ্য পাপ
করিয়া থাকে, এবং তোমরা তাহাকে বৃক্ষের উপ-
রে টাঙ্গাইয়া বধ কর, ২৩ তবে তাহার শব রাত্রি-
তে বৃক্ষের উপরে রাখিবা না, কিন্তু কোন প্রকা-
রে সেই দিনে তাহাকে কবর দিবা; কেননা যে
জনকে টাঙ্গান যায়, সে ঈশ্বরকর্তৃক শাপগ্রস্ত।
অতএব তোমরা অধিকারার্থে আপন প্রভু পর-
মেশ্বরের দত্ত দেশ অশুচি করিও না।

২২ অধ্যায়।

১ ভ্রাতৃগণের অপকার করণে নিষেধ, ৫ ও বিপ-
রীত বস্ত্র পরিধানে নিষেধ, ৬ ও শাবক ও পক্ষি-
ণীকে ধরণে নিষেধ, ৮ ও ছাতে আলিসিয়া করিতে
আজ্ঞা, ৯ ও অযোক্তব্য যোগ করণ নিষেধ, ১২ ও
বস্ত্রে থোপ রাখিতে বিধি, ১৩ ও বধূর অপমানের
দণ্ড, ২২ ও পরদারের দণ্ড, ২৩ ও ব্যভিচারের দণ্ড,
২৫ ও বলাৎকারে উপগত হওনের দণ্ড।

১ আর তোমাদের কোন ভ্রাতার বলদ কিম্বা
মেষকে পথ হারাইয়া যাইতে দেখিলে তোমরা
তাহাতে অমনোযোগ করিবা না; অবশ্য আ-
পন ভ্রাতার নিকটে তাহাদিগকে ফিরাইয়া আ-
নিবা। ২ যদ্যপি সেই ভ্রাতা তোমাদের নিকটস্থ

কিম্বা পরিচিত না হয়, তবে তোমরা সেই
পশুকে আপন গৃহে আনিয়া যাবৎ সেই ভ্রাতা
তাহার অন্বেষণ না করে, তাবৎ আপনার নি-
কটে রাখিবা; পরে তাহাকে ফিরাইয়া দিবা।
৩ এবং তোমরা তাহার গর্দ্দভ ও বস্ত্রের প্রতিও
তদ্রূপ করিবা, তোমাদের ভ্রাতার হারাণ যে
কোন দ্রব্য তোমাদের প্রাপ্ত হয়, সেই সকলের
বিষয়ে তদ্রূপ করিবা; তাহাতে অমনোযোগ করা
তোমাদের অকর্ত্তব্য।

৪ অপর তোমাদের ভ্রাতার গর্দ্দভকে কিম্বা
বলদকে পথে পড়িতে দেখিলে তোমরা তাহার
প্রতি অমনোযোগ করিবা না; অবশ্য তাহা-
দিগকে তুলিতে তাহার উপকার করিবা।

৫ আর স্ত্রীলোক পুরুষের বস্ত্র, কিম্বা পুরুষ
স্ত্রীলোকের বস্ত্র পরিধান করিবে না; যে কেহ
তাহা করে, সে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের
ঘৃণার্হ হইবে।

৬ আর পথের পার্শ্বস্থ কোন বৃক্ষে কিম্বা
ভূমির উপরে তোমাদের সম্মুখে যদি কোন
পক্ষির বাসাতে শাবক কিম্বা ডিম্ব থাকে, এবং
সেই শাবকের কিম্বা ডিম্বের উপরে পক্ষিণী
বসিয়া থাকে, তবে শাবকের সহিত পক্ষিণীকে
ধরিবা না। ৭ আপনাদের জন্যে শাবক লইয়া
কোন প্রকারে পক্ষিণীকে ত্যাগ করিবা, তাহাতে
তোমাদের মঙ্গল ও দীর্ঘ পরমায়ু হইবে।

৮ আর নূতন গৃহ প্রস্তুত করিলে তাহার ছা-
তের আলিসিয়া নির্ম্মাণ করিবা, পাছে তাহার
উপরহইতে কোন মনুষ্য পড়িলে তোমরা আ-
পন ২ গৃহে রক্তপাতের অপরাধ বর্ত্তাও।

৯ আর আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে মিশ্রিত বীজ বপন
করিবা না, করিলে তোমাদের রোপিত বীজের
ফল ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ফল তোমাদের অব্য-
বহার্য্য হইবে।

১০ আর বলদে ও গর্দ্দভে একত্র যুড়িয়া চাস
করিবা না।

১১ আর লোম ও কার্পাস মিশ্রিত সূত্র নি-
র্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করিবা না।

১২ তোমরা আপনাদের আবরণার্থক গাত্রীয়
বস্ত্রের চারি কোণে থোপ দিবা।

১৩ আর কোন পুরুষ যদি বিবাহ করিয়া স্ত্রী-
সঙ্গ করিলে পর তাহাকে ঘৃণা করে, ১৪ এবং
তাহার প্রতিকূলে অপবাদ করে, ও তাহার
দুর্নাম করিয়া, আমি এই স্ত্রীকে বিবাহ করি-
লাম বটে, কিন্তু সঙ্গকালে ইহার কৌমার্য্যের
চিহ্ন পাইলাম না, এই কথা কহে; ১৫ তবে
সেই কন্যার পিতামাতা তাহার কৌমার্য্যের চিহ্ন
লইয়া গমন করিয়া নগরের প্রাচীনদের নিকটে
নগরদ্বারে আনিবে। ১৬ এবং কন্যার পিতা
প্রাচীনদিগকে কহিবে, আমি এই ব্যক্তির সহিত
আপন কন্যার বিবাহ দিয়াছিলাম, কিন্তু এ
ব্যক্তি তাহাকে ঘৃণা করে; ১৭ এবং আমি তো-
মার কন্যার কৌমার্য্যের চিহ্ন পাই নাই, এই
কথা কহিয়া অপবাদ দেয়, কিন্তু আমার কন্যার
কৌমার্য্যের চিহ্ন এই দেখ; তাহাতে তাহারা
নগরের প্রাচীনদের সাক্ষাতে সেই বস্ত্র বিস্তার
করিবে। ১৮ পরে নগরের প্রাচীনেরা সেই
পুরুষকে ধরিয়া শাস্তি দিবে। ১৯ এবং তাহার
এক শত শেকল্ রূপা দণ্ড করিয়া কন্যার পি-
তাকে দিবে, কেননা সে ইস্রায়েল্ বংশীয় কন্যার
প্রতিকূলে দুর্নাম করিল; পরে সে তাহার ভার্য্যা
হইবে, এবং ঐ পুরুষ যাবজ্জীবন তাহাকে ত্যাগ
করিতে পারিবে না। ২০ কিন্তু এ বিষয় যদি
সত্য হয়, কন্যার কৌমার্য্যের চিহ্ন না পাওয়া
যায়; ২১ তবে তাহারা সেই কন্যাকে বাহির
করিয়া তাহার পিতার গৃহের দ্বার নিকটে আ-
নিবে, এবং নগরীয় লোকেরা প্রস্তরাঘাতে তা-
হাকে বধ করিবে; কেননা পিতৃগৃহে ব্যভিচার
করাতে সে ইস্রায়েল্ বংশে কুকর্ম্ম করিল; এই
প্রকারে তোমরা আপনাদের মধ্যহইতে পা-
পিষ্ঠকে দূর করিয়া দিবা।

২২ আর পরস্ত্রীর সহিত সংসর্গ করণ সময়ে
কোন পুরুষ যদি ধরা পড়ে, তবে পরস্ত্রীর
সহিত সংসর্গকারি পুরুষ ও সেই স্ত্রী উভয়ে
হত হইবে, এই রূপে তোমরা ইস্রায়েল্ বং-
শের মধ্যহইতে পাপিষ্ঠকে দূর করিয়া দিবা।

২৩ আর যদি কেহ পুরুষের প্রতি বাগ্দত্তা কোন
কুমারীকে নগরমধ্যে পাইয়া তাহাতে উপগত
হয়; ২৪ তবে তোমরা সেই দুই জনকে বাহির
করিয়া নগরদ্বারের নিকটে আনিয়া প্রস্তরা-
ঘাতে বধ করিবা, কেননা নগরমধ্যে থাকিলেও
কন্যা উচ্চৈঃস্বর করে নাই, এবং পুরুষ আপন
প্রতিবাসির ভার্য্যাতে উপগত হইয়াছে; এই
রূপে তোমরা আপনাদের মধ্যহইতে পাপি-
ষ্ঠকে দূর করিয়া দিবা।

২৫ আর যদি কোন পুরুষ বাগ্দত্তা কন্যাকে
প্রান্তরে পাইয়া বলাৎকারে তাহাতে উপগত হয়,
তবে তাহাতে উপগত পুরুষমাত্র হত হইবে;
২৬ কিন্তু কন্যার প্রতি তোমরা কিছুই করিবা
না; সে প্রাণদণ্ডের যোগ্যা নহে; কেননা যে-
মন কোন মনুষ্য আপন প্রতিবাসির প্রতিকূলে
উঠিয়া তাহাকে বধ করে, ইহাও তদ্রূপ হয়।
২৭ কেননা সেই পুরুষ প্রান্তরে তাহাকে পাইল,
তাহাতে বাগ্দত্তা কন্যা উচ্চৈঃস্বর করিলেও তা-
হার রক্ষক কেহ ছিল না।

২৮ আর অবাগ্দত্তা কুমারী কন্যাকে পাইয়া
কেহ যদি তাহাকে ধরিয়া তাহাতে উপগত হয়,

ও তাহারা ধরা পড়ে, ২৯ তবে তাহাতে উপ-
গত পুরুষ কন্যার পিতাকে পঞ্চাশ শেকল্ রূপা
দিবে, এবং তাহাতে উপগত হওন প্রযুক্ত সে
তাহার ভার্য্যা হইবে; সেই পুরুষ তাহাকে
যাবজ্জীবন ত্যাগ করিতে পারিবে না।
৩০ আর মনুষ্য আপন পিতৃভার্য্যাতে উপ-
গত হইবে না, ও আপন পিতার আবরণীয়
অনাবৃত করিবে না।

২৩ অধ্যায়।

১ মণ্ডলীতে যাইতে কোন্ লোকের নিষেধ, ৭ ও কোন্ লোকের গ্রহণ, ৯ ও অশুচিতাহইতে সাবধান হওনের আজ্ঞা. ১৫ ও পলায়নকারি দাসকে সমর্পণ করিতে নিষেধ, ১৭ ও ব্যভিচারাদির নিষেধ, ১৯ ও সুদ গ্রহণে নিষেধ, ২১ ও মানত সিদ্ধ করণের আজ্ঞা, ২৪ ও প্রতিবাসির দ্রব্য ভোজনের বিধি।

১ আর নিষ্কোষ কিম্বা ছিন্নলিঙ্গ ব্যক্তি পর-
মেশ্বরের মণ্ডলীতে প্রবেশ করিবে না। ২ এবং
জারজ ব্যক্তিও পরমেশ্বরের মণ্ডলীতে প্রবেশ
করিবে না; তাহার দশ পুরুষ পর্য্যন্ত পরমে-
শ্বরের মণ্ডলীতে প্রবেশ করিতে পাইবে না।
৩ এবং অম্মোনীয় কিম্বা মোয়াবীয় লোক পর-
মেশ্বরের মণ্ডলীতে প্রবেশ করিতে পাইবে না;
ও দশ পুরুষ পর্য্যন্ত তাহারা কখন পরমে-
শ্বরের মণ্ডলীতে প্রবেশ করিতে পাইবে না।
৪ কেননা মিসর্হইতে তোমাদের আগমন সময়ে
তাহারা পথে অন্ন জল লইয়া তোমাদের সহিত
সাক্ষাৎ করিল না, কিন্তু তোমাদের প্রতিকূলে
শাপ দিতে অরাম্নহরয়িমস্থ পিথোর্ নি-
বাসি বিয়োরের পুত্র বিলিয়মকে বেতন দিল।
৫ তথাপি তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর বিলিয়-
মের কথায় মনোযোগ করিতে অসম্মত হইয়া
সেই অভিশাপকে পরিবর্ত্তন করিয়া আশীর্ব্বাদ-
স্বরূপ করিলেন; কারণ তোমাদের প্রভু পর-
মেশ্বর তোমাদিগকে প্রেম করেন। ৬ তোমরা
যাবজ্জীবন তাহাদের শান্তি ও মঙ্গল কখনো
অন্বেষণ করিবা না।
৭ আর তোমরা ইদোমীয় লোকদিগকে ঘৃণা
করিবা না, কেননা তাহারা তোমাদের ভ্রাতা;
আর মিস্রিদিগকেও ঘৃণা করিবা না, কেননা
তোমরা তাহাদের দেশে প্রবাসী ছিলা। ৮ তা-
হাদের হইতে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহারা
তৃতীয় পুরুষে পরমেশ্বরের মণ্ডলীতে প্রবেশ
করিবে।
৯ আর তোমরা শত্রুগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা
করণ সময়ে সকল প্রকার দুষ্কর্ম্মহইতে সাব-
ধান হইবা। ১০ এবং তোমাদের মধ্যে যদি
কোন ব্যক্তি রাত্রিঘটিত কোন অশুচিতাতে
অশুচি হয়, তবে সে শিবিরহইতে বাহির হইবে,
শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিবে না। ১১ কিন্তু প্রায়
সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে জলে স্নান করিবে, ও
সূর্য্যের অস্তগমন সময়ে শিবিরমধ্যে প্রবেশ
করিবে। ১২ আর তোমরা মলত্যাগের জন্যে
শিবিরের বাহিরে এক স্থান নিরূপণ করিয়া
বাহির হইয়া সেই স্থানে যাইবা। ১৩ এবং
তোমাদের সামগ্রীর মধ্যে এক প্রকার কোদা-
লি থাকিবে; বহির্দ্দেশে গমন সময়ে তোমরা
তদ্দ্বারা গর্ত্ত করিয়া আপনাদের নির্গত মল
ঢাকিতে আর বার পূর্ণ করিবা। ১৪ কেননা তো-
মাদিগকে রক্ষা করিতে ও তোমাদের শত্রুগণকে
তোমাদের হস্তগত করিতে তোমাদের প্রভু পর-
মেশ্বর তোমাদের শিবিরের মধ্যে ভ্রমণ করেন;
অতএব তোমাদের শিবির পবিত্র হউক; পাছে
তোমাদিগেতে কোন অপবিত্রতা দেখিলে তিনি
তোমাদের হইতে পরাঙ্মুখ হন।
১৫ আর যে দাস আপন স্বামির নিকট-
হইতে পলাইয়া তোমাদের আশ্রয় লয়, তো-
মরা তাহাকে সেই স্বামির হস্তে সমর্পণ করিবা
না। ১৬ সে তোমাদের কোন এক নগরদ্বারে
আপনার অভিলাষানুসারে মনোনীত স্থানে
তোমাদের মধ্যে বাস করিবে, তোমরা তাহার
প্রতি উপদ্রব করিবা না।
১৭ ইস্রায়েলীয় কোন কন্যা বেশ্যা না হউক,
ও ইস্রায়েলীয় কোন পুরুষ পুঙ্গামী না হউক।
১৮ আর কোন মানতের জন্যে বেশ্যার বেতন
কিম্বা কুক্কুরের মূল্য তোমাদের প্রভু পরমে-
শ্বরের গৃহে আনিবা না, কেননা সে উভয়ই
তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের ঘৃণার্হ।
১৯ আর তোমরা সুদের জন্যে অর্থাৎ রূপার
কিম্বা খাদ্য সামগ্রীর কিম্বা অন্য কোন দ্রব্যের
সুদ পাইবার জন্যে আপন ভ্রাতাকে ঋণ দিবা
না। ২০ সুদের জন্যে বিদেশিকে ঋণ দিবা,
কিন্তু আপন ভ্রাতাকে দিবা না; তাহাতে তোমরা
যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, সে দেশে
তোমাদের হস্তকৃত সমস্ত কর্ম্মে তোমাদের প্রভু
পরমেশ্বর আশীর্ব্বাদ করিবেন।
২১ আর তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের
উদ্দেশে যাহা মানত করিবা, তাহা দিতে বিলম্ব
করিবা না; কেননা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর
অবশ্য তাহা তোমাদের হইতে আদায় করি-
বেন; না দিলে তোমাদের পাপ হইবে। ২২ কিন্তু
তোমরা যদি মানত না কর, তবে তাহাতে পাপ
হইবে না। ২৩ তোমরা আপন২ ওষ্ঠনির্গত বাক্য
পালন করিবা, এবং তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের
উদ্দেশে তোমাদের মুখহইতে যেমন স্বেচ্ছাদত্ত
মানতের কথা নির্গত হয়, তদনুসারে করিবা।

[২৪] আর তোমরা প্রতিবাসির দ্রাক্ষাক্ষেত্রে
গেলে আপন ইচ্ছানুসারে তৃপ্তি পর্য্যন্ত দ্রাক্ষাফল
ভোজন করিতে পারিবা, কিন্তু পাত্রেতে কিছু
লইবা না। [২৫] এবং প্রতিবাসির শস্যক্ষেত্রে
গেলে আপন হস্তে শিষ ছিঁড়িতে পারিবা, কিন্তু
প্রতিবাসির শস্যক্ষেত্রে কাস্ত্যা দিবা না।

২৪ অধ্যায়।

১ ত্যাগপত্র দেওনের বিধি, ৫ ও নূতন বিবাহিত পুরুষের যুদ্ধে গমনে নিষেধ, ৬ ও বন্ধকের বিধি, ৭ ও মনুষ্যচোরের দণ্ড, ৮ ও কুষ্ঠহইতে সাবধান হওনের আজ্ঞা, ১০ ও বন্ধকের আর এক কথা, ১৪ ও বেতনজীবিকে বেতন দেওনের আজ্ঞা, ১৬ ও অন্যায় করিতে নিষেধ, ১৯ ও শস্যচ্ছেদন ও ফল পাড়নের বিধি।

[১] কোন পুরুষ কোন স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া পরি-
জন করিলে পর যদি তাহার কোন দোষ প্রযুক্ত
তাহার প্রতি অনুগ্রহ না করে, তবে সে তাহার
জন্যে এক ত্যাগপত্র লিখিয়া তাহার হস্তে দিয়া
আপন বাটীহইতে তাহাকে বিদায় করিতে
পারে। [২] এবং সে স্ত্রী তাহার বাটীহইতে
বাহির হইলে পর অন্য পুরুষকে বিবাহ করিতে
পারে। [৩] কিন্তু ঐ শেষ স্বামীও যদি তাহাকে
ঘৃণা করে, এবং তাহার জন্যে ত্যাগপত্র লি-
খিয়া তাহার হস্তে দিয়া আপন বাটীহইতে
তাহাকে বিদায় করে, কিম্বা বিবাহকারী ঐ
শেষস্বামী যদি মরে; [৪] তবে যে প্রথম স্বামী
তাহাকে বিদায় করিয়াছিল, সে তাহার অশুচি
হওনের পরে তাহাকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে
পারিবে না, তাহা পরমেশ্বরের সম্মুখে ঘৃণার্হ
কর্ম্ম; তোমরা অধিকারার্থে প্রভু পরমেশ্বরের
দত্ত দেশকে পাপেতে লিপ্ত করিবা না।
[৫] আর যে ব্যক্তি নূতন বিবাহ করিয়াছে,
সে যুদ্ধে গমন করিবে না, ও কোন কর্ম্মের
ভার লইবে না; সে এক বৎসর পর্য্যন্ত নিষ্কর্ম্ম
হইয়া আপন গৃহে নূতন ভার্য্যার মনোরঞ্জন
করিবে।
[৬] আর কেহ কাহার যাঁতার অধঃস্থ বা ঊর্দ্ধস্থ
প্রস্তর বন্ধক রাখিবে না; তাহা করিলে জীবন
বন্ধক রাখা হয়।
[৭] আর কোন মনুষ্য যদি ইস্রায়েল্ বংশের
কোন ভ্রাতাকে চুরি করিয়া বাণিজ্যদ্রব্যের ন্যায়
বিক্রয় করে, এবং ধরা পড়ে, তবে সেই চোর
হত হইবে; এই রূপে তোমরা আপনাদের
মধ্যহইতে পাপিষ্ঠকে দূর করিয়া দিবা।
[৮] তোমরা কুষ্ঠরোগ বিষয়ে সাবধান হইবা,
এবং লেবীয় যাজকেরা যে সকল উপদেশ দিবে,
অতিশয় যত্নপূর্ব্বক তদনুসারে কর্ম্ম করিবা,
এবং আমি তাহাদিগকে যে ২ আজ্ঞা দিয়াছি,
তাহা পালন করিতে যত্ন করিবা। [৯] মিসর্-
দেশহইতে তোমাদের আগমন সময়ে প্রভু পর-
মেশ্বর পথে মরিয়মের প্রতি যাহা করিয়া-
ছিলেন, তাহা স্মরণ কর।
[১০] আর আপন ২ ভ্রাতাকে কোন কিছু ঋণ
দিলে তোমরা বন্ধক লইবার জন্যে তাহার গৃহে
প্রবেশ করিবা না। [১১] তোমরা বাহিরে দাঁড়াইয়া
থাকিবা, এবং ঋণি ব্যক্তি বন্ধক বাহির করিয়া
তোমাদের নিকটে আনিবে। [১২] কিন্তু সে ঋণী
যদি দরিদ্র হয়, তবে তাহার বন্ধক লইয়া নিদ্রা
যাইবা না। [১৩] সূর্য্যাস্তকালে তাহার বন্ধক তা-
হাকে অবশ্য সমর্পণ করিবা; তাহাতে সে
আপন বস্ত্রে শয়ন করিয়া তোমাদিগকে আশী-
র্ব্বাদ করিলে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের
সাক্ষাতে তাহা ধর্ম্ম হইবে।
[১৪] তোমরা স্বজাতীয় কিম্বা তোমাদের দেশের
নগরদ্বারবর্ত্তি বিদেশীয় কোন বেতনজীবি দরিদ্র
ও দীনহীন লোকের প্রতি উপদ্রব করিবা
না। [১৫] তোমরা নিরূপিত দিবসে তাহার বে-
তন তাহাকে দিবা, সূর্য্য অস্তগত হওন পর্য্যন্ত
তাহা রাখিবা না; কেননা সে দরিদ্র, এবং সেই
বেতনের প্রতি তাহার মন থাকে; পাছে সে
তোমাদের প্রতিকূলে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থ-
না করিলে তোমাদের পাপ হয়।
[১৬] আর পুত্রের পরিবর্ত্তে পিতা, ও পিতার
পরিবর্ত্তে পুত্র হত হইবে না; প্রতি জন আ-
পন ২ পাপ প্রযুক্ত হত হইবে। [১৭] তোমরা
বিদেশির কিম্বা পিতৃহীনের বিচারে অন্যায়
করিবা না, এবং বিধবার বস্ত্র বন্ধক রাখিতে
লইবা না। [১৮] তোমরা মিসর্দেশে দাস ছিলা,
কিন্তু প্রভু পরমেশ্বর তথাহইতে তোমাদিগকে
মুক্ত করিয়াছেন, তাহা যেন স্মরণ কর, এই
জন্যে আমি এই সকল কর্ম্ম করিতে তোমা-
দিগকে আজ্ঞা করিতেছি।
[১৯] আর শস্যচ্ছেদন কালে যদি তোমরা
এক আটি ক্ষেত্রে বিস্মৃত হও, তবে তাহা
লইতে ফিরিয়া যাইবা না; তাহা বিদেশির ও
পিতৃহীনের ও বিধবার হইবে; তাহাতে তো-
মাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের হস্তকৃত তা-
বৎ কর্ম্মে তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।
[২০] আর তোমরা জিতবৃক্ষের ফল পাড়িলে
পর পুনর্ব্বার শাখাতে অবশিষ্ট অন্বেষণ করিবা
না; তাহা বিদেশির ও পিতৃহীনের ও বিধবার
হইবে। [২১] এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্রের দ্রাক্ষাফল চয়ন
করিলে তাহার অবশিষ্ট পুনর্ব্বার চয়ন করিবা
না; তাহা বিদেশির ও পিতৃহীনের ও বি-
ধবার হইবে। [২২] তোমরা মিসর্দেশে দাস

ছিলা, তাহা যেন স্মরণ কর, এই জন্যে আমি
এই সকল কর্ম্ম করিতে তোমাদিগকে আজ্ঞা
করিতেছি।

২৫ অধ্যায়।

১ চল্লিশ প্রহারের অধিক দণ্ড দেওনে নিষেধ, ৪ ও
শস্যমর্দ্দনকারি বলদের মুখ বান্ধিতে নিষেধ, ৫ ও
ভ্রাতার বংশ রক্ষা করণের বিধি, ১১ ও নির্লজ্জ স্ত্রীর
দণ্ড, ১৩ ও পরিমাণ বিষয়ে অন্যায় করিতে নিষেধ,
১৭ ও অমালেকের কথা।

১ মনুষ্যদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে
তাহারা যদি বিচারার্থে বিচারকর্ত্তার নিকটে
যায়, তবে সে নির্দ্দোষকে নির্দ্দোষ ও দোষিকে
দোষী করিবে। ২ তাহাতে যদি দোষি লোক
প্রহারের যোগ্য হয়, তবে বিচারকর্ত্তা তাহাকে
শয়ন করাইয়া তাহার অপরাধানুসারে আঘা-
তের সংখ্যা নিশ্চয় করিয়া আপন সাক্ষাতে
তাহাকে প্রহার করাইবে। ৩ চল্লিশ আঘাত
করিতে পারে, তাহার অধিক নয়; পাছে তৎ-
প্রহার অপেক্ষা অধিক মহাপ্রহার করিলে
তোমাদের ভ্রাতা তোমাদের সাক্ষাতে তুচ্ছ হয়।
৪ আর তোমরা শস্যমর্দ্দনকারি বলদের মুখ
বন্ধন করিবা না।
৫ যদি অনেক ভ্রাতা একত্র হইয়া বাস করে,
এবং তাহার এক ভ্রাতা নিঃসন্তান হইয়া মরে,
তবে সেই মৃত ব্যক্তির স্ত্রী বাহিরের অন্য পুরু-
ষকে বিবাহ করিবে না; তাহার দেবর তাহাকে
বিবাহ করিয়া তাহাতে উপগত হইবে, এবং
তাহার প্রতি দেবরের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবে।
৬ তাহাতে তাহার যে জ্যেষ্ঠ সন্তান জন্মিবে,
সে তাহার ঐ মৃত ভ্রাতার উত্তরাধিকারী হই-
বে; পাছে ইস্রায়েল্ বংশহইতে তাহার নাম
লুপ্ত হয়। ৭ আর সেই পুরুষ যদি আপন
ভ্রাতৃপত্নীকে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত না হয়, তবে
সে স্ত্রী নগরদ্বারে প্রাচীনদের কাছে যাইয়া,
আমার দেবর ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে আপন
ভ্রাতার নাম রাখিতে অসম্মত, সে আমার
সহিত দেবরের কর্ত্তব্য ব্যবহার করিতে চাহে
না, এই কথা কহিবে। ৮ তখন নগরের প্রাচী-
নেরা তাহাকে ডাকিয়া বলিবে; তাহাতে যদি
সে অটল থাকিয়া, উহাকে গ্রহণ করিতে আ-
মার ইচ্ছা নাই, এমত কথা কহে; ৯ তবে তাহার
ভ্রাতৃপত্নী প্রাচীনদের সাক্ষাতে তাহার নিকটে
আসিয়া তাহার পদহইতে পাদুকা খুলিবে, ও
তাহার মুখে থুথু দিয়া এই কথা কহিবে, যে
কেহ আপন ভ্রাতার গৃহ না গাঁথে, তাহার প্রতি
এই রূপ করা যায়। ১০ একারণ ইস্রায়েল্ বং-
শের মধ্যে সে মুক্তপাদুক নামে প্রসিদ্ধ হইবে।
১১ পুরুষেরা পরস্পর বিরোধ করিলে তা-
হাদের এক জনের স্ত্রী যদি প্রহারকের হস্ত-
হইতে আপন স্বামিকে মুক্ত করিতে হস্ত বিস্তার
করিয়া প্রহারকের পুরুষাঙ্গ ধরে, ১২ তবে
তোমরা তাহার হস্ত ছেদন করিবা; তাহাতে
চক্ষুলজ্জা করিবা না।
১৩ আর তোমরা ছোট বড় দুই প্রকার বাট্-
খারা আপন থলিয়াতে রাখিবা না। ১৪ এবং
ছোট বড় দুই প্রকার ঐফার পরিমাণ আপন
গৃহে রাখিবা না। ১৫ তোমরা যথার্থ ও ন্যায্য
বাট্খারা রাখিবা, ও যথার্থ ও ন্যায্য পরিমাণ-
পাত্র রাখিবা; তাহাতে তোমাদের প্রভু পর-
মেশ্বরের দত্ত দেশে তোমাদের দীর্ঘ পরমায়ু
হইবে। ১৬ যাহারা এই প্রকার করিয়া অন্যায়
করে, তাহারা সকলে তোমাদের প্রভু পরমেশ্ব-
রের ঘৃণিত।
১৭ আর মিসর্‌দেশহইতে তোমাদের বহিরা-
গমন কালে পথে তোমাদের প্রতি অমালেক্
যাহা২ করিল, ১৮ অর্থাৎ তোমাদের শ্রান্তি ক্লান্তি
সময়ে সে ঈশ্বরকে ভয় না করিয়া যে প্রকারে
তোমাদের সহিত পথে মিলিয়া তোমাদের পশ্চা-
দ্বর্ত্তি দুর্ব্বল লোককে আক্রমণ করিল, তাহা
স্মরণ কর। ১৯ তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর যে
দেশ অধিকার করিতে তোমাদিগকে দিবেন,
সেই দেশে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর চতুর্দ্দিক্-
স্থিত সকল শত্রুহইতে তোমাদিগকে বিশ্রাম দিলে
তোমরা আকাশমণ্ডলের অধোহইতে অমা-
লেকের তাবৎ স্মরণের চিহ্ন লোপ করিবা;
ইহা বিস্মৃত হইবা না।

২৬ অধ্যায়।

১ প্রথম ফল উৎসর্গকারির স্বীকার, ১২ ও তৃতীয়
বৎসরে দশমাংশ উৎসর্গকারির প্রার্থনা, ১৬ ও
লোকদের সহিত পরমেশ্বরের নিয়ম।

১ তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর অধিকারার্থে যে
দেশ তোমাদিগকে দিবেন, তোমরা যখন সেই
দেশে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা অধিকার করিয়া
তন্মধ্যে বাস করিবা; ২ তৎকালে তোমরা প্রভু
পরমেশ্বরের দত্ত আপনাদের সেই দেশের
সমস্ত প্রথমোৎপন্ন ফলের কিছু২ লইয়া চুপ-
ড়িতে করিয়া, প্রভু পরমেশ্বর আপন নামের
বাসার্থে যে স্থান মনোনীত করিয়াছেন, সেই
স্থানে গমন করিবা। ৩ এবং তাৎকালিক যাজ-
কের কাছে যাইয়া, 'পরমেশ্বর আমাদিগকে যে
দেশ দিতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে দিব্য
করিয়াছেন, সেই দেশে আমি প্রবিষ্ট হইলাম;
ইহা অদ্য আপন প্রভু পরমেশ্বরের নিকটে
নিবেদন করিতেছি,' এই কথা তাহাকে কহিবা।

৪ তাহাতে যাজক তোমাদের হস্তহইতে চুপড়ি
লইয়া পরমেশ্বরের বেদির সম্মুখে রাখিবে।
৫ এবং তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের কাছে
এই কথা কহিবা, 'এক জন মৃতকল্প অরামীয়
লোক আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিল; সে অল্প
পরিবারের সঙ্গে মিসর্দেশে উত্তীর্ণ হইয়া প্র-
বাস করিল; এবং সে স্থানে মহৎ ও পরাক্রান্ত
ও বহুপ্রজ এক জাতি হইয়া উঠিল। ৬ পরে
মিস্রীয় লোকেরা আমাদের প্রতি দৌরাত্ম্য
করিলে এবং ক্লেশ ও কঠিন দাসত্ব দিলে
৭ আমরা আপন পৈতৃক প্রভু পরমেশ্বরের কা-
ছে প্রার্থনা করিলাম; তাহাতে পরমেশ্বর আ-
মাদের রব শুনিয়া আমাদের দুঃখ ও কষ্ট ও
উপদ্রবের প্রতি দৃষ্টি করিলেন। ৮ এবং পর-
মেশ্বর পরাক্রান্ত হস্ত ও বিস্তীর্ণ বাহু ও মহা-
শঙ্কা এবং নানা চিহ্ন ও আশ্চর্য্য ক্রিয়াদ্বারা
মিসর্দেশহইতে আমাদিগকে বাহির করিয়া
আনিলেন। ৯ এবং এই স্থানে আনিয়া দুগ্ধ-
মধু প্রবাহি এই দেশ আমাদিগকে দিলেন।
১০ এখন, হে পরমেশ্বর, দেখ, তুমি আমাকে
যে ভূমি দিয়াছ, তাহার প্রথমজাত ফল আমি
আনিলাম।' তখন তোমরা আপন প্রভু পর-
মেশ্বরের সম্মুখে তাহা রাখিয়া আপন প্রভু
পরমেশ্বরের ভজনা করিবা। ১১ এবং তোমা-
দের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের প্রতি ও তোমা-
দের পরিবারের প্রতি যে২ মঙ্গল করিয়াছেন,
তাহাদ্বারা তোমরা ও লেবীয় লোক ও তোমা-
দের মধ্যে প্রবাসি বিদেশীয় লোক তোমরা
সকলে আনন্দ করিবা।

১২ আর তৃতীয় বৎসরে অর্থাৎ দশমাংশের
বৎসরে তোমরা আপনাদের উৎপন্ন শস্যাদির
দশমাংশ পৃথক্ করণ সমাপ্ত করিয়া লেবীয়কে
ও বিদেশিকে ও পিতৃহীনকে ও বিধবাকে তাহা
দিবা, তাহাতে তাহারা তোমাদের নগরদ্বারমধ্যে
খাইয়া তৃপ্ত হইবে; ১৩ এবং তোমরা আপন
প্রভু পরমেশ্বরের সম্মুখে এই কথা কহিবা,
আমরা তোমার তাবৎ আজ্ঞাপিত বাক্যানুসারে
আপন২ গৃহহইতে পবিত্র বস্তু বাহির করিয়া
লেবীয়কে ও বিদেশিকে ও পিতৃহীনকে ও বি-
ধবাকে দিলাম; তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করি
নাই ও বিস্মৃত হই নাই; ১৪ এবং শোকের
সময়ে তাহার কিছুই ভোজন করি নাই, এবং
অশুচি ব্যবহারের জন্যে তাহার কিছুই ব্যয়
করি নাই, এবং মৃত লোকের উদ্দেশে তাহার
কিছুই দি নাই; আমরা আপন প্রভু পরমে-
শ্বরের আজ্ঞাতে মনোযোগ করিলাম; তোমার
আজ্ঞানুসারেই সমস্ত কর্ম্ম করিলাম। ১৫ তুমি
আপন পবিত্র নিবাস স্বর্গহইতে দৃষ্টিপাত কর,
এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি যে রূপ
দিব্য করিয়াছ, তদনুসারে আমাদিগকে দত্ত দুগ্ধ-
মধুপ্রবাহি দেশকে ও তোমার প্রজা ইস্রায়েল্
বংশকে আশীর্ব্বাদ কর।

১৬ এই যে সকল বিধি ও ব্যবস্থা পালন
করিতে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর অদ্য তো-
মাদিগকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা যত্নপূর্ব্বক
আপন সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণের সহিত
তাহা পালন কর। ১৭ আর পরমেশ্বরই আ-
মাদের ঈশ্বর হইবেন, এবং আমরা তাঁহার
পথে চলিব ও তাঁহার বিধি ও আজ্ঞা ও ব্য-
বস্থা পালন করিব ও তাঁহার কথায় মনোযোগ
করিব, তোমরা পরমেশ্বরের নিকটে অদ্য ইহা
স্বীকার করিলা। ১৮ এবং তোমরা পরমেশ্ব-
রের প্রতিজ্ঞানুসারে তাঁহার বিশেষ প্রজা ও
সম্পূর্ণরূপে তাঁহার আজ্ঞাবহ হইবা; ১৯ এবং
তিনি আপনার সৃষ্ট তাবৎ জাতি অপেক্ষা তো-
মাদিগকে প্রশংসাতে ও যশেতে ও সম্ভ্রমেতে
শ্রেষ্ঠ করিবেন, এবং তাঁহার বাক্যানুসারে তো-
মরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র
প্রজা হইবা, ইহা পরমেশ্বর অদ্য স্বীকার
করিলেন।

২৭ অধ্যায়।

১ প্রস্তরের উপরে ব্যবস্থা লিখিতে লোকদিগকে আজ্ঞা করণ, ৫ ও বেদি নির্ম্মাণের বিধি, ১১ এবং গিরিষীম্ ও এবল্ এ দুই পর্ব্বতে ইস্রায়েল্ বংশের বিভক্ত হওন, ১৪ ও এবল্ পর্ব্বতে উক্ত শাপের কথন।

১ পরে মূসা ও ইস্রায়েল্ বংশীয় প্রাচীনগণ
লোকদিগকে এই আজ্ঞা করিল, অদ্য আমি
তোমাদিগকে যে২ আজ্ঞা করি, তোমরা তাহা
পালন কর। ২ এবং তোমরা যখন যর্দ্দন্ নদী
পার হইয়া আপন প্রভু পরমেশ্বরের দত্ত দেশে
উপস্থিত হইবা, তখন আপনাদের জন্যে বৃহৎ
প্রস্তর স্থাপন কর, ও তাহা চূণ দিয়া লেপন
কর। ৩ এবং তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তো-
মাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে আপন অঙ্গীকা-
রানুসারে যে দুগ্ধমধুপ্রবাহি দেশ তোমাদিগকে
দিবেন, তাহার মধ্যে প্রবেশ করণার্থে পার
হওন সময়ে তোমরা সেই প্রস্তরের উপরে এই
ব্যবস্থার তাবৎ কথা লিখ। ৪ এবং আমি অদ্য
যে প্রস্তর বিষয়ে তোমাদিগকে এই আজ্ঞা করি-
লাম, সেই প্রস্তর তোমরা যর্দ্দন্ নদী পার
হইলে পর এবল্ পর্ব্বতে স্থাপন কর, ও তাহা
চূণ দিয়া লেপন কর। ৫ এবং সে স্থানে আ-
পন প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে বেদি অর্থাৎ
প্রস্তরের এক বেদি গাঁথিবা, তাহার উপরে

লৌহাস্ত্র তুলিবা না। ৬ এবং তোমাদের প্রভু
পরমেশ্বরের সেই বেদি অখোদিত প্রস্তরদ্বারা গাঁ-
থিবা, ও তাহার উপরে তোমাদের প্রভু পরমে-
শ্বরের উদ্দেশে হোমবলি উৎসর্গ করিবা, ৭ ও
মঙ্গলার্থক বলি দান করিবা; এবং সেই স্থানে
ভোজন করিয়া তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের
সম্মুখে আনন্দ করিবা। ৮ এবং সেই প্রস্তরের
উপরে এই ব্যবস্থার সমস্ত বাক্য অতি স্পষ্ট
রূপে লিখিবা।

৯ পরে মুসা ও লেবীয় যাজকগণ ইস্রায়েল্
বংশের সমস্ত লোককে আরো কহিল, হে ইস্রা-
য়েল্ বংশ, তোমরা মনোযোগ করিয়া শুন,
অদ্য তোমরা আপন প্রভু পরমেশ্বরের প্রজা
হইলা; ১০ অতএব আপন প্রভু পরমেশ্বরের
বাক্য মানিয়া অদ্য আমার দত্ত তাঁহার এই
সমস্ত বিধি ও ব্যবস্থার আজ্ঞানুসারে আচ-
রণ কর।

১১ সেই দিবসে মুসা লোকদিগকে এই আজ্ঞা
করিল, ১২ তোমরা যর্দ্দন নদী পার হইলে পর
শিমিয়োন্ ও লেবি ও যিহূদা ও ইষাখর্ ও
যূষফ্ ও বিন্যামীন্, এই সকল বংশ লোকদি-
গকে আশীর্ব্বাদ করিতে গিরিষীম্ পর্ব্বতে দাঁ-
ড়াইবে। ১৩ এবং রূবেন্ ও গাদ্ ও আশের্
ও সিবূলূন্ ও দান্ ও নপ্তালি, এই সকল বংশ
শাপ দিতে এবল্ পর্ব্বতে দাঁড়াইবে।

১৪ তাহার পরে লেবীয় লোকেরা ইস্রায়ে-
লের সমস্ত বংশকে এই কথা উচ্চৈঃস্বরে কহি-
বে, ১৫ যে মনুষ্য পরমেশ্বরের ঘৃণিত বস্তু
অর্থাৎ শিল্পকরের হস্তনির্ম্মিত কোন খোদিত
কিম্বা ছাঁচে ঢালা প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া গুপ্ত
স্থানে স্থাপন করে, সে শাপগ্রস্ত; তাহাতে
সমস্ত লোক সায় দিয়া 'এমন হউক' কহিবে।
১৬ এবং যে কেহ আপন পিতামাতাকে অবজ্ঞা
করে, সে শাপগ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত লোক 'এমন
হউক' কহিবে। ১৭ এবং যে কেহ আপন
প্রতিবাসির ভূমিচিহ্ন স্থানান্তর করে, সে শাপ-
গ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত লোক 'এমন হউক' কহিবে।
১৮ এবং যে কেহ অন্ধকে পথহইতে ভ্রমণ
করায়, সে শাপগ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত লোক
'এমন হউক' কহিবে। ১৯ এবং যে কেহ বিদে-
শির ও পিতৃহীনের ও বিধবার বিচারে অন্যায়
করে, সে শাপগ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত লোক 'এমন
হউক' কহিবে। ২০ এবং যে কেহ পিতৃভা-
র্য্যাতে গমন করে, সে আপন পিতার আব-
রণীয় অনাচ্ছাদন করণ প্রযুক্ত শাপগ্রস্ত; তা-
হাতে সমস্ত লোক 'এমন হউক' কহিবে। ২১ এবং
যে কেহ কোন পশুতে উপগত হয়, সে শাপ-
গ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত লোক 'এমন হউক' কহি-
বে। ২২ এবং যে কেহ আপনার ভগিনীতে
অর্থাৎ পিতার কিম্বা মাতার কন্যাতে উপগত
হয়, সে শাপগ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত লোক 'এমন
হউক' কহিবে। ২৩ এবং যে কেহ আপন
শ্বশ্রূতে উপগত হয়, সে শাপগ্রস্ত; তাহাতে
সমস্ত লোক 'এমন হউক' কহিবে। ২৪ এবং
যে কেহ গুপ্তভাবে আপন প্রতিবাসিকে বধ
করে, সে শাপগ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত লোক 'এমন
হউক' কহিবে। ২৫ এবং যে কেহ নিরপরা-
ধের প্রাণ হত্যা করিতে উৎকোচ গ্রহণ করে,
সে শাপগ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত লোক 'এমন
হউক' কহিবে। ২৬ এবং যে কেহ এই ব্যব-
স্থার কথা সকল পালন করিতে তাহাতে আস্থা
না করে, সে শাপগ্রস্ত; তাহাতে সমস্ত লোক
'এমন হউক' কহিবে।

২৮ অধ্যায়।

১ আজ্ঞাপালনের ফল, ১৫ ও আজ্ঞালঙ্ঘনের ফল।

১ আমি তোমাদিগকে অদ্য যে আজ্ঞা জ্ঞাপন
করি, সেই সকল পালন করিতে যদি তোমরা
যত্নপূর্ব্বক আপন প্রভু পরমেশ্বরের বাক্য
শুন, তবে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর পৃথিবীস্থ
সমস্ত জাতি অপেক্ষা তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠ করি-
বেন। ২ এবং তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের
বাক্য শ্রবণ করাতে এই সকল আশীর্ব্বাদ তো-
মাদের প্রতি বর্ত্তিবে ও তোমাদিগেতে আশ্রয়
করিবে। ৩ তোমরা নগরে আশীর্ব্বাদযুক্ত, ও
ক্ষেত্রে আশীর্ব্বাদযুক্ত হইবা। ৪ এবং তোমা-
দের শরীরের ফল ও ভূমির ফল ও পশুর
ফল অর্থাৎ গোমেষাদি পালের বৃদ্ধি আশী-
র্ব্বাদযুক্ত হইবে। ৫ এবং তোমাদের চুপড়ি
ও ময়দার পাত্র আশীর্ব্বাদযুক্ত হইবে। ৬ এবং
তোমরা গৃহে আগমন সময়ে ও বাহিরে গমন
সময়ে আশীর্ব্বাদযুক্ত হইবা। ৭ এবং পরমে-
শ্বর তোমাদের প্রতিকূলে উত্থিত শত্রুগণকে তো-
মাদের সাক্ষাতে তাড়াইয়া দিবেন; তাহারা এক
পথ দিয়া তোমাদের প্রতিকূলে আসিবে, কিন্তু
সাত পথ দিয়া তোমাদের সম্মুখহইতে পলা-
য়ন করিবে। ৮ এবং পরমেশ্বর আজ্ঞা করিয়া
তোমাদের গোলাঘরে ও তোমাদের হস্তার্পিত
সকল কর্ম্মেতে তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদযুক্ত করি-
বেন; এবং তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমা-
দিগকে যে ভূমি দিবেন, তাহাতেও তোমাদি-
গকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। ৯ তোমাদের প্রভু
পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন ও তাঁহার পথে গমন
করাতে পরমেশ্বর আপন দিব্যানুসারে তোমা-
দিগকে আপনার পবিত্র প্রজারূপে স্থাপন করি-
বেন। ১০ এবং তোমরা পরমেশ্বরের নামে

প্রসিদ্ধ আছ, ইহা দেখিয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতি তোমাদিগকে ভয় করিবে। [১১] এবং পরমেশ্বর তোমাদিগকে যে দেশ দিতে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছেন, সেই দেশে তিনি তোমাদের শরীরের ফল ও পশুর ফল ও ভূমির ফলরূপ মঙ্গলদ্বারা তোমাদের ঐশ্বর্য্য করিবেন। [১২] আর পরমেশ্বর উপযুক্ত কালে তোমাদের ভূমিসেচক বৃষ্টি দিতে ও তোমাদের হস্তকৃত সমস্ত কর্ম্ম আশীর্ব্বাদযুক্ত করিতে আপনার আকাশরূপ উত্তম ভাণ্ডার খুলিবেন; এবং তোমরা অনেক ভিন্নজাতীয়দিগকে ঋণ দিবা, কিন্তু ঋণ লইবা না। [১৩] তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের এই যে সকল আজ্ঞা মান্য করিতে ও পালন করিতে তোমাদিগকে অদ্য আজ্ঞা করিতেছি, তাহা শ্রবণ করাতে পরমেশ্বর তোমাদিগকে উত্তমাঙ্গস্বরূপ করিবেন, লাঙ্গূলস্বরূপ করিবেন না; তোমরা অধম না হইয়া কেবল উত্তম হইবা। [১৪] অতএব অদ্য আমি তোমাদিগকে যে২ আজ্ঞা করিতেছি, তাহার দক্ষিণে কিম্বা বামে ফিরিয়া ইতর দেবগণের সেবা করিতে তাহাদের পশ্চাৎ গমন করিও না।

[১৫] কিন্তু আমি অদ্য তোমাদিগকে যে আজ্ঞা ও বিধি আদেশ করি, সেই সকল মান্য ও পালন করণার্থে আপন প্রভু পরমেশ্বরের বাক্য যদি না শুন, তবে এই সমস্ত অভিশাপ তোমাদের প্রতি বর্ত্তিবে ও তোমাদিগেতে আশ্রয় করিবে। [১৬] তোমরা নগরে শাপগ্রস্ত ও ক্ষেত্রে শাপগ্রস্ত হইবা। [১৭] এবং তোমাদের চুপড়ি ও ময়দার পাত্র শাপগ্রস্ত হইবে। [১৮] এবং তোমাদের শরীরের ফল ও ভূমির ফল ও গোমেষাদি পালের বৃদ্ধি শাপগ্রস্ত হইবে। [১৯] এবং তোমরা গৃহে আগমন সময়ে ও বাহিরে গমন সময়ে শাপগ্রস্ত হইবা। [২০] এবং আমাকে ত্যাগ করণরূপ দুষ্টতার ক্রিয়া প্রযুক্ত যে পর্য্যন্ত তোমাদের সংহার ও শীঘ্র বিনাশ না হয়, তাবৎ তোমাদের হস্তকৃত সমস্ত কর্ম্মে পরমেশ্বর তোমাদের প্রতি অভিশাপ ও উদ্বেগ ও ভর্ৎসনা প্রেরণ করিবেন। [২১] এবং তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে যাইবা, সেই দেশহইতে যাবৎ উচ্ছিন্ন না হও, তাবৎ পরমেশ্বর তোমাদিগকে মহামারীর আশ্রয় করিবেন। [২২] পরমেশ্বর যক্ষ্মা ও জ্বর ও জ্বালা ও অতিদাহ ও খড়্গ এবং চিটা ও তেজোহীন শস্যদ্বারা তোমাদিগকে আঘাত করিবেন; এই সকল তোমাদের বিনাশ পর্য্যন্ত তোমাদিগকে তাড়না করিবে। [২৩] এবং তোমাদের মস্তকোপরিস্থিত আকাশ পিত্তলস্বরূপ, ও অধঃস্থিত ভূমি লৌহস্বরূপ হইবে। [২৪] পরমেশ্বর তোমাদের দেশে জলের পরিবর্ত্তে ধূলি ও বালি বর্ষণ করিবেন; যে পর্য্যন্ত তোমাদের বিনাশ না হয়, তাবৎ তাহা আকাশহইতে তোমাদের উপরে পড়িবে। [২৫] পরমেশ্বর তোমাদের শত্রুদের সম্মুখে তোমাদিগকে তাড়াইয়া দিবেন; তোমরা এক পথ দিয়া শত্রুদের প্রতিকূলে যাইবা, কিন্তু সাত পথ দিয়া তাহাদের সম্মুখহইতে পলায়ন করিবা; এবং পৃথিবীর তাবৎ রাজ্যস্থ লোকদের সম্মুখে শঙ্কাস্পদ হইবা। [২৬] এবং তোমাদের শব খেচর পক্ষিগণের ও ভূচর পশুগণের ভক্ষ্য হইবে; তাহাদিগকে কেহ তাড়াইয়া দূর করিবে না। [২৭] পরমেশ্বর তোমাদিগকে মিস্রীয় নাড়ীব্রণ ও অর্শ ও পামা ও খুজলি, এই সকল অপ্রতিকার্য্য রোগদ্বারা প্রহার করিবেন। [২৮] এবং পরমেশ্বর উন্মাদ ও অন্ধতা ও মনের স্তব্ধতাদ্বারা তোমাদিগকে আঘাত করিবেন। [২৯] যেমন অন্ধ লোক অন্ধকারে হাঁতড়িয়া বেড়ায়, তদ্রূপ তোমরা মধ্যাহ্নকালে হাঁতড়িয়া বেড়াইবা; ও আপন২ পথে কৃতকার্য্য হইবা না, এবং সর্ব্বদা উপদ্রুত ও অপহৃত হইবা, কেহ তোমাদের উপকার করিবে না। [৩০] তোমরা কন্যার প্রতি বাগ্দান করিলে অন্য পুরুষ তাহাতে উপগত হইবে; এবং গৃহ নির্ম্মাণ করিলে তাহাতে বাস করিতে পাইবা না; ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করিলে তাহার ফল চয়ন করিবা না। [৩১] এবং তোমাদের গোরু তোমাদের সম্মুখে হত হইবে, কিন্তু তোমরা তাহা ভোজন করিতে পাইবা না; ও তোমাদের গর্দ্দভ তোমাদের সাক্ষাতে বলদ্বারা হৃত হইবে, কেহ তাহা তোমাদিগকে ফিরাইয়া দিবে না; ও তোমাদের মেষাদি তোমাদের শত্রুগণকে দত্ত হইবে, কেহ তোমাদের উপকার করিবে না। [৩২] ও তোমাদের পুত্রগণ ও কন্যাগণ অন্যজাতীয়দিগকে দত্ত হইবে, ও সমস্ত দিবস তাহাদের অপেক্ষায় চাহিতে২ তোমাদের দৃষ্টি ক্ষীণ হইবে, তোমরা তাহাদের দর্শন পাইতে পারিবা না। [৩৩] ও তোমাদের অজ্ঞাত লোক তোমাদের ভূমি ও শ্রমের তাবৎ ফল ভোগ করিবে; তোমরা সর্ব্বদা কেবল উপদ্রুত ও ক্লিষ্ট হইবা। [৩৪] এবং তোমাদের চক্ষু যাহা দেখিবে, তৎপ্রযুক্ত তোমরা উন্মত্ত হইবা। [৩৫] এবং পরমেশ্বর তোমাদের জানু ও জংঘা ও পদতলাবধি মস্তক পর্য্যন্ত অপ্রতীকার্য্য দুষ্ট নাড়ীব্রণদ্বারা প্রহার করিবেন। [৩৬] এবং পরমেশ্বর তোমাদিগকে ও তোমাদের স্থাপিত রাজাকে তোমাদের ও তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অজ্ঞাত এক জাতির স্থানে লইয়া যাইবেন; সেই স্থানে তোমরা প্রস্তরময় ও কাষ্ঠময় ইতর দেবগণের সেবা করিবা। [৩৭] এবং

পরমেশ্বর তোমাদিগকে যে সকল জাতির হস্ত-
গত করিবেন, তাহাদের মধ্যে তোমরা আশ-
ঙ্কার ও গল্পের ও উপকথার আস্পদ হইবা।
৩৮ তোমরা ক্ষেত্রেতে বহু বীজ বহিয়া লইয়া
যাইবা, কিন্তু অল্প সংগ্রহ করিবা; কেননা
পঙ্গপাল ফড়িঙ্গ তাহা বিনষ্ট করিবে। ৩৯ ও
তোমরা দ্রাক্ষাক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া রোপণ করিবা
বটে, কিন্তু দ্রাক্ষারস পান করিতে ও দ্রাক্ষাফল
চয়ন করিতে পাইবা না; কেননা কীট সকল
তাহা খাইয়া ফেলিবে। ৪০ তোমাদের সকল
সীমাতে জিতবৃক্ষ হইবে বটে, কিন্তু তৈল মর্দ্দন
করিতে পাইবা না; কেননা তাহার সমস্ত ফল
পড়িয়া যাইবে। ৪১ এবং তোমরা পুত্র কন্যা-
গণের জন্ম দিবা বটে, কিন্তু তাহাদের প্রতি
তোমাদের স্বত্ব থাকিবে না; কেননা তাহারা
বন্দী হইয়া দূরে যাইবে। ৪২ এবং পঙ্গপাল
ফড়িঙ্গ তোমাদের সমস্ত বৃক্ষ ও ক্ষেত্রোৎপন্ন
ফল ভোগ করিবে। ৪৩ এবং তোমাদের মধ্য-
বর্ত্তি বিদেশীয় লোকেরা তোমাদের হইতে
অতি উন্নত হইবে, ও তোমরা তাহাদের হইতে
অতি নীচ হইবা। ৪৪ তাহারা তোমাদিগকে ঋণ
দিবে, কিন্তু তোমরা তাহাদিগকে ঋণ দিতে পা-
রিবা না; তাহারা উত্তমাঙ্গস্বরূপ হইবে ও তো-
মরা লাঙ্গুলস্বরূপ হইবা। ৪৫ এই সমস্ত অভি-
শাপ তোমাদের প্রতিকূলে আসিয়া তোমাদি-
গকে তাড়না করিয়া তোমাদের বিনাশ পর্য্যন্ত
তোমাদিগেতে আশ্রয় করিবে; কেননা তোমা-
দের প্রভু পরমেশ্বর যে সকল আজ্ঞা ও বিধি
দিলেন, তাহা পালন করিতে তোমরা তাঁহার
বাক্য শুনিলা না। ৪৬ অতএব সে সমস্ত তোমাদের
উপরে ও তোমাদের বংশের উপরে নিত্য চিহ্ন
ও আশ্চর্য্যস্বরূপ থাকিবে। ৪৭ সর্ব্বপ্রকার সম্প-
ত্তির বাহুল্যকালে তোমরা আনন্দপূর্ব্বক প্রফুল্ল-
মনে আপন প্রভু পরমেশ্বরের সেবা করিলা
না; ৪৮ এই হেতুক পরমেশ্বর তোমাদের প্রতি-
কূলে যে শত্রুগণকে পাঠাইবেন, তোমরা ক্ষুধা
ও তৃষ্ণা ও উলঙ্গতা ও সকলের অভাব ভোগ
করিতে২ তাহাদিগকে সেবা করিবা; এবং তো-
মাদের বিনাশ না হওন পর্য্যন্ত তাহারা তো-
মাদের স্কন্ধে লৌহের যোঁয়ালি দিবে। ৪৯ পর-
মেশ্বর তোমাদের প্রতিকূলে অতি দূরহইতে অর্থাৎ
পৃথিবীর সীমাহইতে উৎক্রোশ পক্ষির ন্যায়
দ্রুতগামি এক জাতিকে আনিবেন, সেই জাতির
ভাষা তোমরা বুঝিতে পারিবা না; ৫০ তাহারা
ভয়ঙ্করবদন হইবে, বৃদ্ধের মুখাপেক্ষা করিবে
না, ও বালকদের প্রতি দয়া করিবে না। ৫১ এবং
যে পর্য্যন্ত তোমাদের বিনাশ না হয়, তাবৎ
তাহারা তোমাদের পশুর ফল ও ভূমির শস্য
ভোজন করিবে; তোমাদের বিনাশ না হওন
পর্য্যন্ত তোমাদের জন্যে শস্য কিম্বা দ্রাক্ষারস
কিম্বা তৈল কিম্বা গোমেষাদি পালের শাবক
অবশিষ্ট রাখিবে না। ৫২ এবং তোমাদের দে-
শের যে সমস্ত উচ্চ ও সুরক্ষিত প্রাচীরেতে
তোমরা বিশ্বাস করিলা, যাবৎ সে প্রাচীর পতিত
না হয়, তাবৎ তাহারা তোমাদের সমস্ত নগর-
দ্বার অবরোধ করিবে; তাহারা তোমাদের প্রভু
পরমেশ্বরের দত্ত সমস্ত দেশের সমস্ত নগর-
দ্বারে তোমাদিগকে অবরোধ করিবে। ৫৩ এই
রূপে তোমাদের অবরোধসময়ে তোমাদের শত্রু-
গণ তোমাদিগকে ক্লেশ দিলে তোমরা আপন২
শরীরের ফল অর্থাৎ প্রভু পরমেশ্বরের দত্ত
তোমাদের পুত্র ও কন্যাদিগের মাংস ভো-
জন করিবা। ৫৪ এবং তোমাদের মধ্যে যে
পুরুষ কোমল ও অতিশয় সুখভোগী, সে আ-
পন ভ্রাতার ও বক্ষঃস্থিত ভার্য্যার ও অবশিষ্ট
বালকদের প্রতি কুদৃষ্টি করিবে। ৫৫ এবং তা-
বৎ নগরদ্বারে শত্রুগণদ্বারা তোমাদের ক্লেশ ও
অবরোধ হওন সময়ে সমস্ত খাদ্যের অভাব
হওয়াতে সে আপন খাদ্য সন্ততির মাংস তা-
হাদের কাহাকেও দিবে না। ৫৬ আর যে স্ত্রী
কোমলতা ও সুখভোগ প্রযুক্ত আপন পদতল
ভূমিতে রাখিতে সাহস করে নাই, তোমাদের
মধ্যবর্ত্তিনী সেই কোমলাঙ্গী ও সুখভোগিনী
নারী আপন বক্ষঃস্থিত স্বামির ও পুত্রের ও
কন্যার প্রতি কুদৃষ্টি করিবে। ৫৭ এবং তাবৎ
নগরদ্বারে তোমাদের শত্রুগণদ্বারা তোমাদের
ক্লেশ ও অবরোধ হওন সময়ে সমস্তের অভাব
হওয়াতে ঐ স্ত্রী আপনার দুই পায়ের মধ্য-
হইতে নির্গত গর্ভপুষ্পকে ও প্রসবিত বালক-
কে গুপ্তরূপে ভোজন করিবে। ৫৮ আর শ্রীযুক্ত
ও ভয়ানক নাম বিশিষ্ট তোমাদের প্রভু পর-
মেশ্বরকে ভয় করিতে যদি তোমরা এই পুস্ত-
কে লিখিত সমস্ত ব্যবস্থার কথা মনোযোগ
পূর্ব্বক পালন না কর; ৫৯ তবে পরমেশ্বর
আশ্চর্য্য রূপে তোমাদের ও তোমাদের বং-
শের প্রতি আঘাত করিবেন; ফলতঃ বহুকাল-
স্থায়ি মহা আঘাত ও বহুকালস্থায়ি ব্যথাজনক
রোগ; ৬০ এবং তোমরা যাহা ভয় কর, সেই
মিস্রীয় মহাব্যাধি সকল তোমাদের মধ্যে আ-
নিবেন; সে সকল তোমাদিগেতে আশ্রয় করিবে।
৬১ তদ্ভিন্ন যাহা এই ব্যবস্থাপুস্তকে লিখিত নাই,
এমত প্রত্যেক রোগ ও আঘাত তোমাদের বি-
নাশ না হওন পর্য্যন্ত তোমাদের প্রতি পরমে-
শ্বর আনিবেন। ৬২ তাহাতে তোমরা আকা-
শস্থ তারার ন্যায় বহুসংখ্যক হইলেও অল্প-
সংখ্যক অবশিষ্ট থাকিবা; কেননা তোমরা

আপন প্রভু পরমেশ্বরের বাক্য শুনিলা না।
৬৩ আর পরমেশ্বর তোমাদের মঙ্গল ও বৃদ্ধি
করিতে যেমন আহ্লাদিত ছিলেন, সেই রূপ
তোমাদিগকে বিনাশ করিতে ও লোপ করিতে
আহ্লাদিত হইবেন; এবং তোমরা যে দেশ
অধিকার করিতে যাইতেছ, তাহাহইতে দূরী-
কৃত হইবা। ৬৪ পরমেশ্বর তোমাদিগকে পৃথি-
বীর এক সীমাহইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত
সমস্ত জাতিদের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করিবেন; সেই
স্থানে তোমরা আপনাদের ও আপন পূর্ব্ব-
পুরুষদের অজ্ঞাত কাষ্ঠময় ও পাষাণময় ইতর
দেবগণকে সেবা করিবা। ৬৫ এবং সেই জাতি-
দের মধ্যে কোন সুখ পাইবা না, ও তোমা-
দের পদতলের বিশ্রাম হইবে না; কিন্তু পর-
মেশ্বর সেই স্থানে তোমাদিগকে অন্তঃকরণের
কম্প ও চক্ষুঃক্ষীণতা ও মনেতে শোক দিবেন।
৬৬ তোমরা প্রাণের বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হই-
বা, ও দিবারাত্রি শঙ্কা করিবা, ও আপন২ প্রাণ-
রক্ষা তোমাদের অসম্ভব বোধ হইবে। ৬৭ এবং
তোমরা মনেতে যে শঙ্কা করিবা ও চক্ষুতে যে
ভয়ঙ্কর দর্শন করিবা, তৎপ্রযুক্ত প্রাতঃকালে
কহিবা, হায়২ কখন্ সন্ধ্যা হইবে? এবং সন্ধ্যা-
কালে কহিবা, হায়২ কখন্ প্রাতঃকাল হইবে?
৬৮ আর আমি তোমাদিগকে যে পথের বিষয়ে
কহিলাম, তোমরা এই পথ আর দেখিবা না,
পরমেশ্বর সেই মিসর্দেশের পথে জাহাজদ্বারা
তোমাদিগকে পুনর্ব্বার লইয়া যাইবেন, এবং
সেই স্থানে তোমরা দাস ও দাসীরূপে আপন
শত্রুদের কাছে বিক্রীত হইতে যাইবা; কিন্তু
কেহ তোমাদিগকে ক্রয় করিবে না।

২৯ অধ্যায়।

১ আজ্ঞা পালন করিতে বিনয়, ১০ ও ঈশ্বরের সহিত নিয়ম স্থির করণ, ১৮ ও আজ্ঞা লঙ্ঘনের প্রতিফল।

১ পরমেশ্বর হোরেবে ইস্রায়েল্ বংশের সহিত
যে নিয়ম করিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন মোয়াব্ দেশে
তাহাদের সহিত যে নিয়ম করিতে মূসাকে আজ্ঞা
করিলেন, সেই নিয়মের বৃত্তান্ত এই।
২ মূসা ইস্রায়েলের সমস্ত বংশকে ডাকিয়া
কহিল, পরমেশ্বর মিসর্দেশে ফিরৌণের ও
তাহার সমস্ত দাসগণের ও সমস্ত দেশের প্রতি
যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা তোমরা
স্বচক্ষে দেখিয়াছ; ৩ অর্থাৎ এত মহাপরী-
ক্ষা ও চিহ্ন ও মহা আশ্চর্য্য ক্রিয়া তোমরা
আপন২ চক্ষুতে দেখিয়াছ; ৪ তথাপি পর-
মেশ্বর জ্ঞানার্থে অন্তঃকরণ ও দর্শনার্থে চক্ষু
ও শ্রবণার্থে কর্ণ অদ্যাপি তোমাদিগকে দেন
নাই। ৫ আমিই তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর,
ইহা যেন তোমরা জ্ঞাত হও, এই জন্যে আমি
চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রান্তরে তোমাদিগকে
লইয়া ভ্রমণ করাইয়াছি; তাহাতে তোমাদের
গাত্রে তোমাদের বস্ত্র জীর্ণ হয় নাই, ও তো-
মাদের পায়ের জুতা পুরাতন হয় নাই। ৬ এবং
তোমরা রুটী ভোজন কর নাই, এবং দ্রাক্ষা-
রস ও সুরা পান করিতে পাও নাই। ৭ পরে
তোমরা এই স্থানে উপস্থিত হইলে পর হিষ্-
বোনের সীহোন্ রাজা ও বাশনের ওগ্ রাজা
আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে বাহির হইলে
আমরা তাহাদিগকে বধ করিলাম; ৮ এবং
তাহাদের দেশ হস্তগত করিয়া রূবেণীয় ও গা-
দীয় লোকদিগকে ও মিনশির অর্দ্ধবংশকে অধি-
কার করিতে দিলাম। ৯ অতএব তোমরা তাবৎ
কর্ত্তব্য কর্ম্মে যেন কৃতার্থ হও, এই নিমিত্তে এই
নিয়মের কথা পালন করিয়া তদনুসারে কর্ম্ম কর।
১০ পরমেশ্বর তোমাদিগকে যেমন কহিয়া-
ছেন, এবং তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ ইব্রাহীম্ ও
ইস্হাক্ ও যাকুবের প্রতি যেমন দিব্য করি-
য়াছেন, তদ্রূপ তিনি যেন তোমাদিগকে আ-
পন প্রজারূপে স্থাপন করেন ও তোমাদের
ঈশ্বর হন; ১১ এই নিমিত্তে যে নিয়ম ও যে
দিব্য তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর অদ্য তোমা-
দের সঙ্গে স্থির করিবেন, তোমাদের প্রভু পর-
মেশ্বরের সহিত তাহা স্থির করিতে তোমরা
সকলে, ১২ অর্থাৎ তোমাদের বংশাধিপতিগণ
ও প্রাচীনগণ ও অধ্যক্ষগণ ও ইস্রায়েলের তাবৎ
পুরুষ ১৩ ও তোমাদের বালক ও ভার্য্যাগণ ও
তোমাদের শিবিরের মধ্যবর্ত্তি বিদেশি লোকেরা,
এবং কাষ্ঠচ্ছেদক অবধি জলবাহক পর্য্যন্ত সক-
লে অদ্য আপন প্রভু পরমেশ্বরের সাক্ষাতে
দণ্ডায়মান আছ। ১৪ আর আমি এই নিয়ম ও
দিব্য কেবল তোমাদের সহিত করি তাহা নয়;
১৫ বরং আমাদের সঙ্গে অদ্য এই স্থানে আমা-
দের প্রভু পরমেশ্বরের সম্মুখে যে২ দাঁড়াইয়া
আছে, ও আমাদের সঙ্গে অদ্য যে২ দাঁড়াইয়া
নহে, এই সকলের সহিত এই নিয়ম স্থির করি।
১৬ আমরা মিসর্দেশে যেরূপে বাস করি-
য়াছি, এবং নানা জাতিদের নিকট দিয়া যে-
রূপে আসিয়াছি, তাহা তোমরা জ্ঞাত আছ;
১৭ এবং তাহাদের ঘৃণার্হ বস্তু অর্থাৎ কাষ্ঠ-
ময় ও পাষাণময় ও স্বর্ণময় প্রতিমা সকল দেখি-
য়াছ। ১৮ অতএব সাবধান, এই ভিন্নজাতীয়-
দের দেবগণের পশ্চাদ্গামী হইয়া তাহাদের
সেবা করিতে অদ্য আমাদের প্রভু পরমেশ্বর-
হইতে পরাঙ্মুখ মন বিশিষ্ট কোন পুরুষ কিম্বা
স্ত্রী কিম্বা পরিবার কিম্বা বংশ তোমাদের মধ্যে
যেন না থাকে, এবং বিষবৃক্ষের ও নাগদা-

নার মূল তোমাদের মধ্যে যেন না থাকে;
১৯ এবং এই শাপের কথা শুনিয়া, আমি আ-
পন মনের কাঠিন্যানুসারে চলিয়া মদের অপ-
চয়দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করিলেও আমার মঙ্গল
হইবে, মনে২ আপনাকে এই আশীর্ব্বাদ করি-
তে উদ্যত কোন ব্যক্তি যেন না থাকে। ২০ পর-
মেশ্বর তাহাকে ক্ষমা করিতে সম্মত হইবেন
না, কিন্তু সেই মনুষ্যের প্রতিকূলে পরমেশ্ব-
রের উষ্মা ও ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, ও
এই পুস্তকে লিখিত তাবৎ শাপ তাহাতে আ-
শ্রয় করিবে, এবং পরমেশ্বর আকাশমণ্ডলের
অধোহইতে তাহার নাম লোপ করিবেন।
২১ এবং পরমেশ্বর এই ব্যবস্থাগ্রন্থে লিখিত
নিয়মের তাবৎ শাপানুসারে অমঙ্গলার্থে ইস্রা-
য়েলের সমস্ত বংশহইতে তাহাকে পৃথক করি-
বেন। ২২ তাহাতে পরমেশ্বর এ দেশের উপরে
যে সকল আঘাত ও রোগ আনিবেন, তাহা
যখন তোমাদের পরে উৎপন্ন তোমাদের ভাবি
সন্তানদের বংশ এবং দূরদেশহইতে আগত
বিদেশি লোকেরা দেখিবে; ২৩ এবং পরমে-
শ্বর আপন ক্রোধ ও প্রতাপে যে সিদোম্ ও
অমোরা ও অদ্মা ও সিবোয়িম্ নগর উৎপাটন
করিয়াছিলেন, তাহার মত এই দেশের সমস্ত
ভূমি গন্ধক ও লবণ ও দহনেতে পরিপূর্ণ হইয়া
বুনা যায় না, ও ফলোৎপত্তি করে না, ও তা-
হাতে কোন তৃণ হয় না, এ সকল যখন দে-
খিবে; ২৪ তখন সমস্ত জাতীয়েরা এই কথা
কহিবে, পরমেশ্বর এ দেশের প্রতি কেন এমত
করিলেন? তাঁহার এতদ্রূপ মহাক্রোধ প্রজ্ব-
লিত হওনের কারণ কি? ২৫ তাহাতে লোকে-
রা কহিবে, তাহাদের প্রভু পরমেশ্বর মিসর্-
দেশহইতে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে বাহির
করিয়া আনয়ন সময়ে তাহাদের সহিত যে নি-
য়ম করিয়াছিলেন, সেই নিয়ম তাহারা লঙ্ঘন
করিয়াছে। ২৬ অর্থাৎ তাহারা যাইয়া ইতর
দেবগণের সেবা করিয়াছে, এবং আপনাদের
অজ্ঞাত ও পরমেশ্বরের অদত্ত দেবগণকে প্রণাম
করিয়াছে; ২৭ এই জন্যে এই পুস্তকে লিখিত
সমস্ত শাপ সেই দেশে আশ্রয় করাইতে তা-
হার প্রতি পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল,
২৮ এবং পরমেশ্বর ক্রোধে ও প্রতাপে ও মহা-
কোপে তাহাদের দেশহইতে উৎপাটন পূর্ব্বক
অদ্যকার ন্যায় অন্য দেশে তাহাদিগকে নিক্ষেপ
করিলেন। ২৯ গুপ্ত বিষয় সকল আমাদের প্রভু
পরমেশ্বরের অধিকার; কিন্তু প্রকাশিত বিষয়
সকল সর্ব্বদা আমাদের ও আমাদের ভাবি-
সন্তানদের অধিকার, এই জন্যে এই ব্যবস্থার
সমস্ত বচনানুসারে কর্ম্ম করা আমাদের মঙ্গল।

৩০ অধ্যায়।

১ অনুতাপকারিদের প্রতি অনুগ্রহ করিতে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা, ১১ ও স্পষ্টরূপে আজ্ঞা প্রকাশ হওনের কথা, ১৫ ও সম্মুখে মৃত্যু ও জীবন রাখনের কথা।

১ আমি তোমাদের সম্মুখে এই যে আশীর্ব্বাদ ও
শাপ স্থাপন করিলাম, ইহার সমস্ত বাক্য যখন
তোমাদিগেতে ফলিবে, তখন তোমাদের প্রভু
পরমেশ্বর যে২ ভিন্নজাতীয় লোকদের মধ্যে
তোমাদিগকে দূর করিবেন, ২ সেই২ স্থানে যদি
তোমরা মনে চেতনা পাইয়া আপন প্রভু পরমে-
শ্বরের প্রতি ফির, এবং অদ্য আমি তোমা-
দিগকে যে সমস্ত আজ্ঞা দিতেছি, তদনুসারে
যদি তোমরা ও তোমাদের সন্তানগণ আপন২
সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণের সহিত তাঁহার
বাক্যে মনোযোগ কর; ৩ তবে তোমাদের প্রভু
পরমেশ্বর তোমাদিগকে কৃপা করিয়া বন্দিত্ব-
হইতে মুক্ত করিবেন, ও যে২ জাতিদের মধ্যে
তোমাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিবেন, তথাহইতে
আর বার তোমাদিগকে সংগ্রহ করিবেন।
৪ যদ্যপি তোমরা আকাশের প্রান্ত পর্য্যন্ত দূরী-
কৃত হইয়া থাক, তথাপি তোমাদের প্রভু পর-
মেশ্বর তথাহইতেও তোমাদিগকে সংগ্রহ করিয়া
আনিবেন। ৫ এবং তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে
দেশ অধিকার করিয়াছিল, তোমাদের প্রভু
পরমেশ্বর সেই দেশে তোমাদিগকে আনিবেন,
ও তোমরা তাহা অধিকার করিবা; তিনি তো-
মাদের মঙ্গল করিয়া তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের
অপেক্ষাও তোমাদের বৃদ্ধি করিবেন। ৬ আর
তোমরা যেন সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণের
সহিত আপন প্রভু পরমেশ্বরেতে প্রেম করিয়া
জীবৎ থাক, এই জন্যে তোমাদের প্রভু পর-
মেশ্বর তোমাদের ও তোমাদের বংশের অন্তঃ-
করণের ত্বক্ছেদ করিবেন। ৭ এবং তোমা-
দের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের ঘৃণাকারি ও
তাড়নাকারি শত্রুগণের উপরে এই সকল শাপ
বর্ত্তাইবেন। ৮ এবং তোমরা মনঃপরিবর্ত্তন পূর্ব্বক
পরমেশ্বরের বাক্যে মনোযোগ করিবা, এবং
আমি অদ্য তোমাদিগকে তাঁহার যে সমস্ত
আজ্ঞা কহিতেছি, তাহা পালন করিবা। ৯ এবং
তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের হস্ত-
কৃত সকল কর্ম্মে ও শরীরের ফলে ও পশুর
ফলে ও ভূমির ফলে মঙ্গল করিয়া তোমাদের
বৃদ্ধি করিবেন; যেহেতুক পরমেশ্বর তোমাদের
পূর্ব্বপুরুষদিগেতে যেমন আনন্দ করিয়াছিলেন,
মঙ্গল করিতে তোমাদিগেতেও তদ্রূপ আনন্দ
করিবেন। ১০ কেননা তোমরা এই ব্যবস্থাগ্রন্থে
লিখিত আপন প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞা ও
বিধি পালন করণার্থে তাঁহার বাক্যে মনোযোগ

করিবা, এবং সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণের
সহিত আপন প্রভু পরমেশ্বরের প্রতি ফিরিবা।
১১ অদ্য আমি তোমাদিগকে যে আজ্ঞা দি-
তেছি, তাহা তোমাদের বোধের অগম্য নহে
এবং দূরবর্ত্তীও নহে। ১২ তাহা স্বর্গেতে নহে;
আমরা যেন তাহা পালন করি, এই জন্যে কে
আমাদের নিমিত্তে স্বর্গারোহণ করিয়া তাহা আ-
নিয়া আমাদিগকে শুনাইবে? এমন কথা কহা
অনাবশ্যক। ১৩ এবং তাহা সমুদ্রপারেও নহে;
আমরা যেন তাহা পালন করি, এই জন্যে কে
আমাদের নিমিত্তে সমুদ্র পার হইয়া তাহা আ-
নিয়া আমাদিগকে শুনাইবে? ইহাও কহা অনা-
বশ্যক। ১৪ কিন্তু সেই বাক্য তোমাদের অতি
নিকটবর্ত্তী, পালন করণার্থে তাহা তোমাদের
মুখে ও অন্তঃকরণে আছে।
১৫ দেখ, আমি অদ্য তোমাদের সম্মুখে জী-
বন ও মঙ্গল, এবং মৃত্যু ও অমঙ্গল রাখিলাম।
১৬ অর্থাৎ যদি তোমরা আমার অদ্যকার আ-
জ্ঞানুসারে আপন প্রভু পরমেশ্বরকে প্রেম কর
ও তাঁহার পথে চল ও তাঁহার আজ্ঞা ও বিধি
ও ব্যবস্থা পালন কর, তবে তোমরা বাঁচিবা
ও বর্দ্ধিষ্ণু হইবা; এবং তোমরা যে দেশ অধি-
কার করিতে যাইতেছ, সেই দেশে তোমাদের
প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করি-
বেন। ১৭ কিন্তু যদি তোমাদের মন পরাঙ্মুখ হয়
ও তোমরা মনোযোগ না করিয়া ভ্রষ্ট হইয়া ইতর
দেবগণকে প্রণাম কর ও তাহাদের সেবা কর;
১৮ তবে অদ্য আমি তোমাদিগকে জ্ঞাত করি-
তেছি, তোমরা নিতান্ত বিনষ্ট হইবা, এবং তো-
মরা অধিকারার্থে যে দেশে প্রবেশ করিতে
যর্দ্দন্ নদী পার হইয়া যাইতেছ, সেই দেশে
তোমাদের অবস্থিতির কাল দীর্ঘ হইবে না।
১৯ আমি অদ্য তোমাদের প্রতিকূলে আকাশ
ও পৃথিবীকে সাক্ষী করিলাম; আমি তোমা-
দের সম্মুখে জীবন ও মৃত্যু, এবং আশীর্ব্বাদ
ও শাপ রাখিলাম। ২০ অতএব তোমরা সবংশে
যেন বাঁচ, এই নিমিত্তে জীবন মনোনীত কর,
অর্থাৎ আপন প্রভু পরমেশ্বরকে প্রেম কর,
ও তাঁহার আজ্ঞা মান ও তাঁহাতে আসক্ত হও;
কেননা তাহাতে তোমাদের জীবন হইবে, এবং
তাহা করিলে পরমেশ্বর তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ
ইব্রাহীম্‌কে ও ইস্‌হাক্‌কে ও যাকূব্‌কে যে দেশ
দিতে দিব্য করিয়াছিলেন, সেই দেশে তোমা-
দের দীর্ঘকাল বাস হইবে।

৩১ অধ্যায়।

১ ভয় না করিতে লোকদের প্রতি মূসার নিবেদন, ৭ ও যিহোশূয়ের প্রতি নিবেদন, ৯ ও লেবীয় যাজকগণের প্রতি ব্যবস্থা সমাপ্তি করণ, ১৪ ও যিহোশূয়ের বিষয়ে ঈশ্বরের আজ্ঞা, ১৬ ও গীত লিখিতে মূসার প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞা, ২৩ ও যিহোশূয়ের প্রতি আজ্ঞা, ২৪ ও লেবীয় যাজকগণকে পুস্তক সমর্পণ, ২৮ ও প্রাচীনদের সাক্ষাতে গীতের উচ্চারণ।

১ পরে মূসা যাইয়া ইস্রায়েলের তাবৎ বংশকে
এই কথা কহিল ২ ও তাহাদিগকে বলিল, অদ্য
আমার এক শত বিংশতি বৎসর বয়স হইল,
এই ক্ষণে বাহিরে যাইতে ও ভিতরে আগমন
করিতে আর পারিব না; এবং পরমেশ্বর আ-
মাকে কহিয়াছেন, তুমি ঐ যর্দ্দন্ নদী পার
হইবা না। ৩ তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর আপ-
নি তোমাদের অগ্রসর হইয়া পার হইয়া যাই-
বেন, এবং তিনি তোমাদের সম্মুখে সেই ভিন্ন-
জাতীয়দিগকে বিনষ্ট করিবেন; তাহাতে তোমরা
তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিবা; এবং পর-
মেশ্বরের আজ্ঞানুসারে যিহোশূয় তোমাদের
অগ্রসর হইয়া পার হইবে। ৪ পরমেশ্বর ইমো-
রীয়দের সীহোন্ ও ওগ্ নামক দুই রাজাকে
বিনাশ করিয়া তাহাদের ও তাহাদের দেশের
প্রতি যেমন করিয়াছেন, ইহাদের প্রতিও তদ্রূপ
করিবেন। ৫ অর্থাৎ পরমেশ্বর তাহাদিগকে তো-
মাদের হস্তে সমর্পণ করিবেন; তাহাতে তো-
মরা আমার আদিষ্ট সমস্ত আজ্ঞানুসারে তা-
হাদের প্রতি করিবা। ৬ তোমরা শক্তিমান্ হও
ও সাহসী হও, কোন ভয় করিও না, ও তাহা-
দের হইতে ত্রাসযুক্ত হইও না; কেননা তোমা-
দের প্রভু পরমেশ্বর আপনি তোমাদের সহিত
যাইতেছেন, তিনি তোমাদিগকে ছাড়িবেন না
ও ত্যাগ করিবেন না।
৭ পরে মূসা যিহোশূয়কে ডাকিয়া তাবৎ ইস্রা-
য়েল্ বংশের সাক্ষাতে কহিল, তুমি শক্তিমান
ও সাহসী হও, কেননা পরমেশ্বর ইহাদিগকে
যে দেশ দিতে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে
দিব্য করিয়াছেন, সে দেশে এই লোকদের
সহিত তোমাকে যাইতে হইবে, ও ইহাদিগকে
সেই দেশ অধিকার করাইতে হইবে। ৮ পর-
মেশ্বর আপনি তোমার অগ্রগামী; তিনিই তো-
মার সঙ্গী হইবেন; তিনি তোমাকে ছাড়িবেন
না ও ত্যাগ করিবেন না, অতএব তুমি ভীত ও
ব্যাকুল হইও না।
৯ পরে মূসা এই ব্যবস্থা লিখিয়া পরমেশ্ব-
রের নিয়মসিন্দুকবাহক লেবীয় যাজকগণকে ও
ইস্রায়েল্ বংশের প্রাচীনগণকে সমর্পণ করিল।
১০ এবং মূসা তাহাদিগকে এই আজ্ঞা করিল,
সাত২ বৎসরের পরে মোচনবৎসর নামক বৎ-
সরের নিয়মিত কালে অর্থাৎ কুটীরের উৎসব
সময়ে ১১ যখন ইস্রায়েলের সমস্ত বংশ আপন

প্রভু পরমেশ্বরের মনোনীত স্থানে তাঁহার সম্মুখে
উপস্থিত হইবে, তৎকালে তোমরা ইস্রায়েলের
তাবৎ বংশের সাক্ষাতে তাহাদের কর্ণে এই
ব্যবস্থা পাঠ করিবা। [১২] এবং তাহারা যেন তা-
হা শুনিয়া শিক্ষা পায়, ও তোমাদের প্রভু পর-
মেশ্বরকে ভয় করিয়া এই ব্যবস্থার তাবৎ আ-
জ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিতে যত্নবান হয়, এই জন্যে
তোমরা লোকদিগকে অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রী ও বা-
লক ও নগরদ্বারের অন্তরস্থ বিদেশিগণ সকলকে
একত্র করিবা। [১৩] তাহাতে তোমাদের যে সন্তান-
গণ এই সকল জানে না, তাহারা তাহা শুনিবে,
এবং যে দেশ অধিকার করিতে তোমরা যর্দ্দন্
নদী পার হইয়া যাইতেছ, সেই দেশে যত কাল
প্রাণধারণ করিবা, তত কাল তাহারা তোমাদের
প্রভু পরমেশ্বরকে ভয় করিতে শিক্ষা করিবে।
[১৪] অপর পরমেশ্বর মুসাকে কহিলেন, দেখ,
তোমার মৃত্যুর দিন উপস্থিত, তুমি যিহোশূ-
য়কে ডাক, এবং তোমরা উভয়ে মণ্ডলীর আ-
বাসে দণ্ডায়মান হও, আমি তাহাকে আজ্ঞা
দিব। তাহাতে মুসা ও যিহোশূয় যাইয়া মণ্ড-
লীর আবাসে দণ্ডায়মান হইলে [১৫] পরমেশ্বর
আবাসে মেঘস্তম্ভমধ্যে দর্শন দিলেন; সেই
মেঘস্তম্ভ আবাসের দ্বারের উপরে থাকিল।
[১৬] তখন পরমেশ্বর মুসাকে কহিলেন, দেখ,
তুমি আপন পিতৃলোকদের সহিত শয়ন করি-
লে এই লোকেরা বিপথগামী হইবে, এবং যে
দেশের মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, সেই
দেশীয় ইতর দেবগণের সহিত ব্যভিচার করিবে,
এবং আমাকে ত্যাগ করিয়া আপনাদের সহিত
কৃত আমার নিয়ম লঙ্ঘন করিবে। [১৭] সেই
সময়ে তাহাদের প্রতিকূলে আমার ক্রোধ প্রজ্ব-
লিত হইলে আমি তাহাদিগকে ত্যাগ করিব ও
তাহাদের হইতে আপন মুখ আচ্ছাদিত করিব;
তাহাতে তাহারা শিকারস্বরূপ হইয়া নানা অম-
ঙ্গল ও ক্লেশরূপ বাণেতে আহত হইবে; সেই
সময়ে তাহারা কহিবে, আমাদের প্রতি এই
সমস্ত অমঙ্গল ঘটিতেছে, ইহার কারণ কি এ
নয়, যে আমাদের ঈশ্বর আমাদের মধ্যবর্ত্তী
নহেন? [১৮] কিন্তু তাহারা ইতর দেবগণের প্রতি
ফিরিয়া যে২ অপরাধ করিবে, তন্নিমিত্তে সেই
সময়ে আমি তাহাদের হইতে অবশ্য মুখ আ-
চ্ছাদিত করিব। [১৯] এখন আপনাদের জন্যে
এই গীত লিখিয়া তুমি ইস্রায়েল্ বংশকে তাহা
শিক্ষা দেও ও তাহাদিগকে মুখস্থ করাও; তা-
হাতে এই গীত ইস্রায়েল্ বংশের প্রতিকূলে
আমার সাক্ষিস্বরূপ হইবে। [২০] আমি যে দেশ
তাহাদিগকে দিতে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে
দিব্য করিয়াছি, সেই দুগ্ধমধুপ্রবাহি দেশে তা-
হাদিগকে লইয়া গেলে তাহারা ভোজন করিয়া
তৃপ্ত ও হৃষ্টপুষ্ট হইবে, এবং ইতর দেবগণের
প্রতি ফিরিয়া তাহাদের সেবা করিবে, এবং
আমাকে অগ্রাহ্য করিয়া আমার নিয়ম ভঙ্গ
করিবে। [২১] তাহাতে যখন তাহাদের প্রতি নানা
অমঙ্গল ও ক্লেশ ঘটিবে, তৎকালে এই গীত
সাক্ষিস্বরূপ হইয়া আমার সম্মুখে সাক্ষ্য দিবে;
কেননা তাহাদের বংশ মুখের এই গান বি-
স্মৃত হইবে না। আমি যে দেশ বিষয়ে দিব্য
করিয়াছি, সেই দেশে তাহাদিগকে আনয়ন
করণের পূর্ব্বে এই ক্ষণে তাহারা যে মনের
কল্পনাতে প্রবৃত্ত হইতেছে, তাহা আমি জ্ঞাত
আছি। [২২] পরে মুসা সেই দিবসে ঐ গীত
লিখিয়া ইস্রায়েল্ বংশকে শিখাইল।
[২৩] অনন্তর তিনি নূনের পুত্র যিহোশূয়কে আজ্ঞা
দিয়া কহিলেন, তুমি শক্তিমান্ ও সাহসী হও;
কেননা আমি ইস্রায়েল্ বংশকে যে দেশ দিতে
দিব্য করিয়াছি, সেই দেশে তুমি তাহাদিগকে
লইয়া যাইবা, এবং আমিও তোমার সঙ্গী হইব।
[২৪] পরে মুসা সমাপ্তি পর্য্যন্ত এই সকল ব্য-
বস্থার কথা পুস্তকে লিখিয়া [২৫] পরমেশ্বরের
নিয়মসিন্দুকবাহক লেবীয়দিগকে এই আজ্ঞা
করিল, [২৬] তোমরা এই ব্যবস্থাগ্রন্থ লইয়া তো-
মাদের প্রভু পরমেশ্বরের নিয়মসিন্দুকের পার্শ্বে
রাখ; তাহা তোমাদের প্রতিকূলে সাক্ষিস্বরূপ
হওনার্থে সেই স্থানে থাকিবে। [২৭] কেননা তো-
মাদের বিরুদ্ধাচারিতা ও অবাধ্যতা আমি জানি;
দেখ, তোমাদের সহিত আমি জীবৎ থাকিতেই
অদ্য তোমরা যদি পরমেশ্বরের বিরুদ্ধাচারী হও,
তবে আমার মরণের পরে কি না করিবা?
[২৮] তোমরা আপন২ বংশের প্রাচীনগণকে
ও অধ্যক্ষগণকে আমার নিকটে একত্র কর;
আমি তাহাদের প্রতিকূলে আকাশকে ও পৃথি-
বীকে সাক্ষী করিয়া তাহাদের কর্ণে এই সকল
কথা কহিব। [২৯] কেননা আমার মরণের পরে
তোমরা সর্ব্বতোভাবে ভ্রষ্ট হইবা, এবং আ-
মার আজ্ঞাপিত পথহইতে পরাঙ্মুখ হইবা, তাহা
আমি জানি; তোমরা আপনাদের হস্তকৃত ক্রি-
য়াতে পরমেশ্বরকে ক্রুদ্ধ করিতে তাঁহার সা-
ক্ষাতে পাপ করিবা; এই নিমিত্তে শেষকালে
তোমাদের অমঙ্গল হইবে। [৩০] পরে মুসা সমা-
পন পর্য্যন্ত ইস্রায়েল্ বংশের তাবৎ মণ্ডলীর
কর্ণে পশ্চাৎ লিখিত গীতবাক্য কহিতে লাগিল।

৩২ অধ্যায়।

১ গীতের আভাষ, ৭ ও গীতে ঈশ্বরের অনুগ্রহের
বর্ণনা, ১৫ ও লোকদের ভাবি দোষ ও দণ্ড, ৪৪ ও
মুসার নিবেদন, ৪৮ ও নিবো পর্ব্বতে আরোহণ
করিতে মুসার প্রতি আজ্ঞা।

১ হে আকাশ, কর্ণ দেও, আমি কহি; ও হে
পৃথিবি, আমার মুখের কথা শুন। ২ আমার
উপদেশ বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিবে, ও আমার কথা
শিশিরের ন্যায় ক্ষরিবে; তাহা তৃণের উপরে
মন্দ২ পতিত বৃষ্টির ন্যায় এবং শাকসেচন-
কারি বর্ষার ন্যায় হইবে। ৩ আমি পরমেশ্ব-
রের নাম প্রচার করিব; তোমরা আমাদের
ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন কর। ৪ তিনি শৈলস্ব-
রূপ, ও তাঁহার কর্ম্ম সিদ্ধ, ও তাঁহার সমস্ত
পথ ন্যায্য; তিনি বিশ্বাস্য ও নিষ্কপট ঈশ্বর,
এবং তিনি ধার্ম্মিক ও সরল। ৫ এই লোকেরা
ভ্রষ্ট, তাঁহার সন্তান নয়, কিন্তু সকলঙ্ক, এবং
বিপথগামি ও কুটিল বংশ। ৬ হে মূঢ় ও অজ্ঞান
জাতি, তোমরা কি পরমেশ্বরের প্রতি এই রূপ
ব্যবহার করিতেছ? তিনি কি তোমাদের ক্রয়-
কারি পিতা নহেন? তিনিই তোমাদের সৃষ্টি
ও স্থিতিকর্ত্তা।

৭ তোমরা পূর্ব্বকালের দিন সকল স্মরণ কর,
ও গত বহুপুরুষের বৎসর আলোচনা কর;
ও তোমাদের পিতাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তা-
হারা তোমাদিগকে সুগোচর করিবে; ও তো-
মাদের প্রাচীনগণকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা
তোমাদিগকে জ্ঞাত করিবে। ৮ নরজাতিদের
অধিকার নিরূপণ কালে ও আদমের সন্তান-
গণকে পৃথক্ করণ কালে সর্ব্বাধ্যক্ষ ইস্রায়ে-
লের পুত্রদের সংখ্যানুসারে প্রজাদের সীমা
নিরূপণ করিলেন। ৯ কেননা পরমেশ্বরের প্রজা
তাঁহার অংশস্বরূপ; যাকুবই তাঁহার অধি-
কারস্বরূপ। ১০ তিনি তাহাকে প্রান্তরদেশে ও
পশুরোদন বিশিষ্ট মরুভূমিতে পাইলেন, ও
তাহাকে আবরণ করিয়া শিক্ষা দিলেন, ও
আপন চক্ষুর তারার ন্যায় তাহাকে রক্ষা করি-
লেন। ১১ যেমন উৎক্রোশপক্ষী আপন বা-
সার নিকটে জাগ্রৎ থাকে, ও আপন শাবক-
গণের উপরে ঘুরে, ও পক্ষ বিস্তার করিয়া
তাহাদিগকে তুলে, ও পালকের উপরে তাহা-
দিগকে বহন করে; ১২ তদ্রূপ পরমেশ্বর একাকী
তাহাদিগকে লইয়া গেলেন; তাঁহার সহিত কোন
ইতর দেবতা ছিল না। ১৩ তিনি পৃথিবীর উচ্চ-
স্থানের উপরে তাহাদিগকে উড্ডয়নে গমন করা-
ইলেন, এবং ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যদ্বারা পোষণ
করিলেন, এবং পর্ব্বতহইতে মধু ও চকমকি
প্রস্তরময় শৈলহইতে তৈল পান করাইলেন;
১৪ এবং গোরুর নবনীত ও মেষের দুগ্ধ ও
মেষশাবকের মেদ ও বাশন্ দেশীয় মেষের
ও ছাগলের মাংস ও উত্তম গোমের ময়দা তাহা-
দিগকে দিলেন, ও দ্রাক্ষার রক্তবর্ণ রস পান
করাইলেন।

১৫ কিন্তু যিশুরূন্ হৃষ্টপুষ্ট হইয়া পদাঘাত
করিল, এবং তাহারা হৃষ্টপুষ্ট ও তৃপ্ত ও স্থূল
হইয়া আপন সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরকে ত্যাগ করিল,
ও আপন ত্রাণের পর্ব্বতকে লঘু জ্ঞান করিল।
১৬ ও তাহারা অন্য দেবগণদ্বারা তাঁহার উত্তাপ
জন্মাইল, ও ঘৃণার্হ পুত্তলিকাদ্বারা তাঁহাকে বি-
রক্ত করিল। ১৭ এবং যে ভূতেরা ঈশ্বর নহে;
এবং যে দেবগণকে তাহারা পূর্ব্বে জানিত না;
অর্থাৎ তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যাহাদিগকে ভয়
করে নাই, এমত আধুনিক ও সদ্যোজাত দেব-
গণের উদ্দেশে হোম করিল। ১৮ তাহারা আ-
পন জন্মদায়ি পর্ব্বতকে ত্যাগ করিল, ও আপন
সৃষ্টিকারি ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইল। ১৯ এমত দে-
খিয়া পরমেশ্বর আপন পুত্র ও কন্যাদের
প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া ঘৃণা করিয়া ২০ কহিলেন,
আমি তাহাদের হইতে আপন মুখ আচ্ছাদিত
করিব; তাহাদের শেষদশা কি হইবে, তাহা
দেখিব; কেননা তাহারা বিপরীতাচারি বংশ,
ও বিশ্বাসহীন জাতি। ২১ তাহারা অনীশ্বরদ্বারা
আমার উত্তাপ জন্মায়, ও আপন২ অসার
বস্তুদ্বারা আমাকে ক্লেশ দেয়; অতএব আমিও
অগণ্য জাতিদ্বারা তাহাদিগকে উত্তাপযুক্ত করিব,
ও বাতুল বংশদ্বারা তাহাদিগকে ক্লেশ দিব।
২২ কেননা আমার ক্রোধের তাপে অগ্নি প্রজ্ব-
লিত হইয়া অধঃস্থ নরক পর্য্যন্ত দগ্ধ করিবে;
এবং পৃথিবী ও তদুৎপন্ন বস্তুকে গ্রাস করিবে,
ও পর্ব্বতের মূল উদ্দীপিত করিবে। ২৩ আমি
তাহাদের উপরে অমঙ্গলরাশি সঞ্চয় করিব,
ও তাহাদের প্রতি আমার বাণ সকল ত্যাগ
করিব। ২৪ তাহারা ক্ষুধাতে ক্ষীণ হইবে, এবং
মহামারীতে ও কঠিন সংহারেতে বিনষ্ট হইবে,
ও আমি তাহাদের প্রতি জন্তুদের দন্ত ও ধূলিগ
সর্পের বিষ প্রেরণ করিব। ২৫ এবং বাহিরে
খড়্গ ও গৃহমধ্যে ত্রাস তাহাদের যুবা ও যুবতী
ও দুগ্ধপোষ্য শিশু ও শুক্লকেশ বৃদ্ধকে সংহার
করিবে। ২৬ আমি তাহাদিগকে উচ্ছিন্ন করিব,
ও মনুষ্যের মধ্যহইতে তাহাদের নাম লোপ
করিব, এই কথা কহিতাম। ২৭ কিন্তু শত্রুর দর্প-
কথাতে ভয় করি, পাছে বিপক্ষগণ বিপরীত
বিচার করিয়া এই কথা কহে, আমাদেরই হস্ত
প্রবল, এই সকল কর্ম্ম পরমেশ্বরের কৃত নহে।
২৮ তাহারা হতবুদ্ধি জাতি, তাহাদের বিবেচনা
নাই। ২৯ আহা! কেন তাহারা জ্ঞানবান হইয়া
এই কথা বুঝে না? ও কেন আপনাদের শেষ-
দশা বিবেচনা করে না? ৩০ এক জন যে তা-
হাদের সহস্র জনকে তাড়াইয়া দেয়, ও দুই
জন যে দশ সহস্রকে পরাঙ্মুখ করে, ইহার
কারণ কি? না, তাহাদের পর্ব্বতস্বরূপ ঈশ্বর

তাহাদিগকে বিক্রয় করিলেন, ও পরমেশ্বর তা-
হাদিগকে রুদ্ধ করিলেন। ৩১ নতুবা আমাদের
পর্ব্বতের তুল্য তাহাদের পর্ব্বত নাই, আমা-
দের শত্রুরাও এমত বিচার করে। ৩২ তাহা-
রা সিদোমের লতাহইতে জাত ও অমোরার
ক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রাক্ষালতাস্বরূপ; তাহার ফল
বিষতুল্য, ও তাহার গুচ্ছ তিক্ত; ৩৩ ও তাহার
রস সর্পের গরলতুল্য ও কালসর্পের দুর্জ্জয় হালা-
হলতুল্য। ৩৪ এই সকল কি আমার কাছে সঞ্চিত
নহে? ও আমার ধনাগারে রুদ্ধ নহে? ৩৫ প্র-
তিফল দেওয়া আমার কর্ম্ম, আমিই প্রতিফল দিব,
উপযুক্ত সময়ে তাহাদের পদ উছোট খাইবে;
তাহাদের বিনাশের দিবস নিকটবর্ত্তী, ও তাহা-
দের প্রতি নিরূপিত দুর্গতি শীঘ্র আসিবে।
৩৬ যেহেতুক পরমেশ্বর আপন প্রজাদের বিচার
করিবেন, ও আপন দাসদের প্রতি সদয় হইবেন,
কেননা তাহারা যে শক্তিহীন, এবং মুক্ত কি বদ্ধ
সকলে গত, ইহা তিনি দেখিবেন। ৩৭ এবং
এই কথা কহিবেন, যে দেবগণ তোমাদের
আশ্রয় পর্ব্বতস্বরূপ ছিল, তাহারা কোথায়?
৩৮ তাহারা তোমাদের বলি সকল ভোজন করিত
ও পেয় নৈবেদ্যের দ্রাক্ষারস পান করিত;
তাহারাই উঠিয়া তোমাদের উপকার করুক, ও
তোমাদের আশ্রয় হউক। ৩৯ এখন দেখ,
কেবল আমি আছি, আমা বিনা কোন ঈশ্বর
নাই; আমি বধ করিতে পারি, ও সজীব
করিতে পারি, এবং ক্ষত করিতে পারি, ও
সুস্থ করিতে পারি; আমার হস্তহইতে উদ্ধার
করিতে সমর্থ কেহই নাই। ৪০ আমি আকাশে
হস্ত উঠাইয়া এই দিব্য করি, আমি যদি নিত্য
অমর হই, ৪১ তবে আপন বজ্রতুল্য খড়্গে
শাণ দিব, এবং আমার হস্ত ন্যায়কর্ম্ম করিবে;
আমি আপন শত্রুগণের প্রতীকার করিব, ও
আপন ঘৃণাকারিদিগকে প্রতিফল দিব। ৪২ আমি
আপনার সমস্ত বাণকে রক্তপানে মত্ত করিব,
ও আপন খড়্গকে মাংস ভক্ষণ করাইব; অর্থাৎ
হত ও বন্দি লোকদের রক্ত এবং বিপক্ষ রাজ-
গণের মস্তক তাহাদিগকে দিব। ৪৩ হে অন্য-
জাতীয় সকল, তোমরা তাঁহার প্রজাদের সহিত
আনন্দ কর; কেননা তিনি আপন দাসদের
রক্তপাতের প্রতিফল দিবেন ও আপন শত্রুদের
প্রতীকার করিবেন, কিন্তু আপনার দেশ ও প্রজা-
দের প্রতি ক্ষমা করিবেন।

৪৪ অপর মুসা ও নূনের পুত্র যিহোশূয়
আসিয়া লোকদের কর্ণে এই গীতের সকল কথা
কহিল। ৪৫ মুসা সমস্ত ইস্রায়েল্ বংশের কাছে
এই সকল কথা সমাপ্ত করিলে পর ৪৬ তাহা-
দিগকে কহিল, আমি অদ্য তোমাদের প্রতি সা-
ক্ষ্যরূপে যে সকল কথা কহিলাম, তোমরা তাহা-
তে মনোযোগ কর, কেননা তোমাদের সন্তানগণ
যেন এই ব্যবস্থার কথা সকল মান্য ও পালন
করে, এই জন্যে তাহাদিগকে তাহা আদেশ
করিতে হইবে। ৪৭ ইহা তোমাদের পক্ষে নির-
র্থক বাক্য নহে, কিন্তু ইহাতেই তোমাদের
জীবন আছে, ও তোমরা যে দেশ অধিকার
করিতে যর্দ্দন্ নদী পার হইয়া যাইতেছ, সেই
দেশে এই বাক্যদ্বারা দীর্ঘপরমায়ু হইবা।

৪৮ সেই দিবসে পরমেশ্বর মুসাকে কহিলেন,
৪৯ তুমি এই অবারীম্ পর্ব্বত অর্থাৎ যিরীহোর
সম্মুখে স্থিত মোয়াব্ দেশস্থ নিবো পর্ব্বত
আরোহণ করিয়া অধিকারার্থে ইস্রায়েল্ বংশের
প্রতি আমার দাতব্য কিনান দেশকে দর্শন কর।
৫০ এবং যেমন তোমার ভ্রাতা হারোণ হোর্
পর্ব্বতে মরিয়া আপন লোকদের নিকটে সং-
গৃহীত হইল, তদ্রূপ তুমি যে পর্ব্বতে আরোহণ
করিবা, সেই পর্ব্বতে তোমাকে মরিয়া আপন
লোকদের নিকটে সংগৃহীত হইতে হইবে।
৫১ কেননা ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে তোমরা
সীন্ প্রান্তরে কাদেশস্থ মিরীবার জলের নিকটে
আমার কাছে অপরাধী হইয়াছ, ও ইস্রায়েল্
বংশের মধ্যে আমার সম্ভ্রম কর নাই। ৫২ তথা-
পি আমি ইস্রায়েল্ বংশকে এই যে দেশ
দিব, তাহা তুমি সম্মুখে দেখিতে পাইবা, কিন্তু
সেই দেশে প্রবেশ করিতে পাইবা না।

৩৩ অধ্যায়।

১ ঈশ্বরের মহিমার কথা, ৬ ও ইস্রায়েলের বারো
বংশের বিষয়ে মুসার ভবিষ্যদ্বাক্য।

১ পরে ঈশ্বরের লোক মুসা আপন মৃত্যুর পূর্ব্বে
ইস্রায়েল্ বংশকে এই আশীর্ব্বাদ করিল। ২ সে
কহিল, পরমেশ্বর সীনয়্হইতে আইলেন, ও
সেয়ীর্হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন;
তিনি পারণ পর্ব্বতহইতে আপন তেজ প্রকাশ
করিলেন, ও দশ সহস্র পুণ্যবান্কে সঙ্গে করিয়া
আইলেন; ও তাহাদের জন্যে তাঁহার দক্ষিণ
হস্তহইতে অগ্নিরূপ ব্যবস্থা বাহির হইল। ৩ তিনি
আপন প্রজাদিগকে প্রেম করেন, ও তাঁহার
তাবৎ পবিত্র লোক তাঁহার হস্তে আশ্রয় পায়,
এবং তাঁহার চরণসমীপে বসিয়া তাঁহার কথা
শিরোধার্য্য করে। ৪ মুসা আমাদিগকে (তাঁহার)
ব্যবস্থা আদেশ করিল, তাহা যাকুবের মণ্ডলীর
অধিকারস্বরূপ। ৫ প্রধান লোকদের সমাগম
কালে ও ইস্রায়েল্ বংশদের একত্র হওন সময়ে
তিনি যিশুরূন্ বংশের মধ্যে রাজা হইলেন।

৬ রূবেন্ বংশ না মরিয়া চিরজীবী হইবে,
তথাপি তাহার লোক অল্পসংখ্যক হইবে।

৭ যিহূদা বংশের প্রতি আশীর্ব্বাদ। সে
কহিল, পরমেশ্বর যিহূদা বংশের কথা শুনিবেন,
ও তাহার লোকদের নিকটে তাহাকে আনিবেন,
ও তাঁহার হস্ত তাহার পক্ষে যুদ্ধ করিবে, এবং
শত্রুদের বিরুদ্ধে তিনি তাহার উপকারী হইবেন।
৮ পরে সে লেবি বংশের বিষয়ে কহিল,
তুমি মসাতে যাহার পরীক্ষা করিলা, ও মিরী-
বার জলসমীপে যাহার সহিত বিবাদ করিলা,
তোমার সেই পুণ্যবানের সহিত তোমার তুম্মীম্
ও ঊরীম্ থাকিবে। ৯ আমি আপন পিতা
মাতাকে জানি না, সে এই কথা কহে; এবং
আপন ভ্রাতাকে স্বীকার করে না, ও আপন
সন্তানগণকে মানে না; ১০ কেননা তাহারা
তোমার কথাতে মনোযোগ করে ও তোমার
নিয়ম পালন করে; তাহারা যাকূব্ বংশকে
তোমার বিধি ও ইস্রায়েল্ বংশকে তোমার
ব্যবস্থা শিক্ষা করাইবে, ও তোমার সম্মুখে ধূপ
ও তোমার বেদির উপরে হোমবলি রাখিবে।
১১ এবং পরমেশ্বর তাহাদের সম্পত্তিতে আশী-
র্ব্বাদ করিবেন, ও তাহাদের হস্তের কর্ম্ম গ্রাহ্য
করিবেন, ও তাহাদের বিপক্ষ ও ঘৃণাকারিবর্গের
কটিদেশ ভগ্ন করিবেন, তাহাতে তাহারা উঠিতে
পারিবে না।
১২ অপর সে বিন্যামীন্ বংশের বিষয়ে
কহিল, পরমেশ্বরের প্রিয় লোক তাঁহার নিকটে
নির্ব্বিঘ্নে বাস করিবে; তিনি সমস্ত দিন তাহাকে
রক্ষা করিবেন, ও তাহার পার্শ্বে বাস করিবেন।
১৩ পরে সে যূষফ্ বংশের বিষয়ে কহিল,
আকাশের উত্তম শিশির ও অধঃস্থিত বিস্তারিত
জলসমূহ, ১৪ ও সূর্য্যপক্ব উত্তম ফল, ও মাসে২
পক্ব উত্তম ফল, ১৫ ও পুরাতন পর্ব্বতের উত্তম
দ্রব্য, ও চিরস্থায়ি গিরির উত্তম দ্রব্য, ১৬ এবং
পৃথিবীর ও তাহার তাবৎ স্থানের উত্তম দ্রব্য,
এই সকলদ্বারা পরমেশ্বরকর্তৃক তাহার দেশ
আশীঃপ্রাপ্ত হইবে; এবং আপন ভ্রাতৃগণ-
হইতে পৃথক্কৃত ব্যক্তির উত্তমাঙ্গে অর্থাৎ যূষ-
ফের মস্তকে ঝোপবাসি ঈশ্বরের অনুগ্রহ
বর্ত্তিবে। ১৭ সে প্রথমজাত বৃষের ন্যায় বল-
বান ও গণ্ডারের শৃঙ্গের তুল্য দুই শৃঙ্গবিশিষ্ট;
দশ সহস্র ইফ্রয়িম্ লোক ও দশ সহস্র মিনশি
লোক সেই দুই শৃঙ্গ, তদ্দ্বারা সে পৃথিবীর
সীমাস্থিত সমুদয় লোককে গুঁতাইবে।
১৮ অপর সে সিবূলূন্ বংশের বিষয়ে কহিল,
সিবূলূন্ আপন যাত্রাতে ও ইষাখর্ আপন
তাম্বুতে আনন্দ করিবে। ১৯ তাহারা লোকদিগকে
পর্ব্বতে নিমন্ত্রণ করিয়া সে স্থানে ধর্ম্মবলি উৎ-
সর্গ করিবে, এবং তাহারা সমুদ্রের বাহুল্য
দ্রব্য ও বালুকার গুপ্ত ধন ভোগ করিবে।

২০ পরে সে গাদ্ বংশের বিষয়ে কহিল;
গাদের বিস্তারকর্ত্তা ধন্য; গাদ্ সিংহীর ন্যায়
শয়ন করিবে, ও বাহু ও মস্তক বিদীর্ণ করিবে।
২১ সে দেশের প্রথমাংশ আপনার দেখিল;
সে স্থানে ব্যবস্থাপকদ্বারা তাহার অধিকার
নিরূপিত হইল; তথাপি সে লোকদের অগ্রে
যাইতেছে, ও পরমেশ্বরের ন্যায়কর্ম্ম ও ইস্রায়েল্
বংশের জন্যে তাঁহার বিধান সিদ্ধ করিতেছে।
২২ অপর সে দান্ বংশের বিষয়ে কহিল,
দান্ সিংহবৎসের ন্যায় বাশন্হইতে লম্ফ দিবে।
২৩ পরে নপ্তালি বংশের বিষয়ে কহিল, নপ্তা-
লি অনুগ্রহেতে তৃপ্ত ও পরমেশ্বরের আশী-
র্ব্বাদে সম্পূর্ণ হইবে, এবং পশ্চিম ও দক্ষিণদিগ্
অধিকার করিবে।
২৪ অপর সে আশের্ বংশ বিষয়ে কহিল,
আশের বংশ আশীর্ব্বাদ পাইয়া বহুগোষ্ঠী
হইবে, ও আপন ভ্রাতাদের মধ্যে গ্রাহ্য হইবে,
ও আপন চরণ তৈলে মগ্ন করিবে। ২৫ ও তাহার
অর্গলি লৌহময় ও পিত্তলময় হইবে, এবং তাহার
যেমন দিন তেমন শক্তি হইবে।
২৬ (হে ইস্রায়েল্ বংশ,) যিশুরূণের ঈশ্বরের
তুল্য কেহ নাই; তোমাদের উপকারার্থে আ-
কাশ, ও তাঁহার গৌরবার্থে গগণমণ্ডল তাঁহার রথ-
স্বরূপ হয়। ২৭ অনাদি ঈশ্বর তোমাদের আশ্রয়,
ও তাঁহার অনন্তস্থায়ি বাহু তোমাদের অবলম্ব-
স্বরূপ; তিনি তোমাদের সম্মুখে শত্রুগণকে দূর
করিবেন, এবং বিনষ্ট করিতে আজ্ঞা দিবেন।
২৮ তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশ নিষ্কণ্টকে একাকী
বাস করিবে, এবং শস্যাঢ্য ও দ্রাক্ষারসাঢ্য
দেশে যাকূবের দৃষ্টি হইবে, ও তাহার আকাশ-
হইতে শিশির ক্ষরিবে। ২৯ হে ইস্রায়েল্ বংশ,
তুমি ধন্য, তোমার তুল্য কে? কেননা তুমি
পরমেশ্বরকর্তৃক রক্ষিত এক জাতি, তিনি তো-
মার উপকারক ঢাল ও মাহাত্ম্যদায়ি খড়্গ;
তোমার শত্রুগণ তোমার স্তব করিবে, ও তুমি তা-
হাদের উচ্চস্থান দিয়া গতায়াত করিবা।

৩৪ অধ্যায়।

১ মূসার দেশ অবলোকন, ৫ ও তাহার মরণ, ৯ ও
তাহার পদ যিহোশূয়ের প্রাপ্ত হওন, ১০ ও মূসার
সুখ্যাতি।

১ পরে মূসা মোয়াব্ প্রান্তরহইতে নিবো পর্ব্বতে
অর্থাৎ যিরীহোর সম্মুখস্থিত পিস্গা শৃঙ্গে
আরোহণ করিল। তাহাতে পরমেশ্বর তাহাকে
সমস্ত দেশ, অর্থাৎ দান অবধি গিলিয়দ দেশ
২ এবং সমস্ত নপ্তালি এবং ইফ্রয়িমের ও মিন-
শির দেশ ও পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত যিহূদার তা-
বৎ দেশ, ৩ এবং দক্ষিণদেশ ও সোয়র পর্য্যন্ত

খর্জ্জূরপুরের অর্থাৎ যিরীহোর তলভূমি ও
প্রান্তর দেখাইলেন। ৪ এবং পরমেশ্বর তাহাকে
কহিলেন, আমি তোমার বংশকে এই দেশ
দিব, যে দেশের বিষয়ে ইব্রাহীম্ ও ইস্হাক্
ও যাকূবের কাছে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম,
সেই দেশ তোমাকে চাক্ষুষ দেখাইলাম; কিন্তু
তুমি সে স্থানে পার হইয়া যাইবা না।
৫ অনন্তর পরমেশ্বরের দাস মূসা পরমেশ্বরের
বাক্যানুসারে সেই স্থানে মোয়াব্ দেশে মরিল।
৬ তাহাতে তিনি মোয়াব্ দেশে বৈৎপিয়োরের
সম্মুখে তলভূমিতে তাহাকে কবর দিলেন;
কিন্তু তাহার কবরস্থান অদ্যাপি কেহ জানে না।
৭ মরণকালে মূসা এক শত বিংশতি বৎসর বয়স্ক
ছিল; তথাপি তাহার চক্ষু ক্ষীণ হয় নাই, ও
তেজের হ্রাস হয় নাই। ৮ পরে ইস্রায়েল্ বংশ
মূসার নিমিত্তে মোয়াবের প্রান্তরে ত্রিশ দিবস
শোক করিল; তাহাতে মূসার জন্যে তাহাদের
ক্রন্দনের ও শোক করণের দিবস সম্পূর্ণ হইল।
৯ মূসা নূনের পুত্র যিহোশূয়ের মস্তকে হস্তার্পণ
করিয়াছিল, এই জন্যে যিহোশূয় জ্ঞানদায়ক
আত্মাতে সম্পূর্ণ ছিল; তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশ
তাহার কথাতে মনোযোগ করিয়া মূসার প্রতি
পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিতে লাগিল।
১০ কিন্তু মিসরদেশে ফিরৌণের ও তাহার
সমস্ত দাসদের ও তাহার তাবৎ দেশের প্রতি
যাহা করিতে পরমেশ্বর মূসাকে প্রেরণ করিয়া-
ছিলেন, ১১ সে সমস্ত চিহ্নে ও আশ্চর্য্য ক্রিয়াতে
এবং সমস্ত ইস্রায়েল্ বংশের দৃষ্টিতে প্রকাশিত
সমস্ত বাহুবলে ও মহা ভয়ঙ্করতাতে মূসার তুল্য
কোন ভবিষ্যদ্বক্তা ইস্রায়েল্ বংশে আর উৎপন্ন
হইল না। ১২ কেননা পরমেশ্বর সম্মুখাসম্মুখি
হইয়া তাহার সহিত আলাপ করিতেন।

যিহোশূয়ের পুস্তক।

---

১ অধ্যায়।

১ যিহোশূয়ের প্রতি পরমেশ্বরের কথা, ১০ ও লোক-দের প্রতি যিহোশূয়ের কথা, ১৬ ও যিহোশূয়ের প্রতি লোকদের স্বীকার ও নিবেদন।

১ পরমেশ্বরের সেবক মূসার মৃত্যু হইলে পরে
পরমেশ্বর নূনের পুত্র যিহোশূয় নামে মূসার পরি-
চারককে কহিলেন, ২ আমার সেবক মূসা মরিল;
এখন তুমি উঠিয়া এই সমস্ত লোকের সহিত
এই যর্দ্দন্ নদী পার হইয়া যে দেশ আমি তা-
হাদিগকে অর্থাৎ ইস্রায়েল্ বংশকে দিব, সেই
দেশে যাত্রা কর। ৩ যে২ স্থানে তোমরা পদা-
র্পণ করিবা, সেই সকল স্থান আমি মূসার প্রতি
আপন বাক্যানুসারে তোমাদিগকে দিব। ৪ তা-
হাতে প্রান্তর অবধি ঐ লিবানোন্ পর্য্যন্ত এবং
মহানদী অর্থাৎ ফরাৎ নদী অবধি সূর্য্যাস্ত
গমনের দিগে মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত হিত্তীয়দের
তাবদ্দেশ তোমাদের সীমা হইবে। ৫ তোমার
যাবজ্জীবন কেহ তোমার সম্মুখে দাঁড়াইতে
পারিবে না; আমি যেমন মূসার সহিত ছিলাম,
তদ্রূপ তোমার সহিত থাকিব; আমি তোমাকে
ছাড়িব না ও তোমাকে ত্যাগ করিব না। ৬ তুমি
শক্তিমান্ ও সাহসী হও; কেননা যে দেশ
দিতে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে আমি দিব্য
করিয়াছিলাম, তাহা তুমি এই লোকদিগকে
অধিকার করাইবা। ৭ অতএব তুমি শক্তিমান্
ও অতিশয় সাহসী হইয়া যত্নপূর্ব্বক আমার
সেবক মূসার আজ্ঞাপিত সমস্ত ব্যবস্থা পালন
কর, তাহাহইতে দক্ষিণে কি বামে ফিরিও না;
তাহাতে যে কোন স্থানে যাইবা, সে স্থানে
কৃতকার্য্য হইবা। ৮ তোমার মুখহইতে এই
ব্যবস্থাগ্রন্থ বিচলিত না হউক; তন্মধ্যে লিখিত
তাবৎ আজ্ঞা পালনার্থে তুমি দিবারাত্রি তাহা
ধ্যান কর; কেননা তাহা করিলে তোমার শুভ
গতি হইবে ও তুমি কৃতকার্য্য হইবা। ৯ আর
আমি কি তোমাকে আজ্ঞা দি নাই? তুমি শক্তি-
মান্ ও সাহসী হও; ভীত ও নিরাশ হইও না;
কেননা তুমি যে২ স্থানে যাইবা, সেই২ স্থানে তো-
মার প্রভু পরমেশ্বর তোমার সহিত থাকিবেন।
১০ তাহাতে যিহোশূয় লোকদের অধ্যক্ষ-
গণকে আজ্ঞা করিল, ১১ তোমরা শিবিরের মধ্য
দিয়া যাইয়া লোকদিগকে এই কথা কহ, তোমরা
আপনাদের জন্যে পাথেয় সামগ্রী প্রস্তুত কর;
কেননা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমা-
দিগকে যে দেশ অধিকার করাইতে উদ্যত
আছেন, সেই দেশে প্রবেশ করিয়া তাহা
অধিকার করিতে তিন দিবসের মধ্যে তোমা-
দিগকে এই যর্দ্দন্ নদী পার হইয়া যাইতে হইবে;
১২ অপর যিহোশূয় রূবেন্ বংশকে ও গাদ্ বং-

শকে ও মিনশির অর্দ্ধ বংশকে কহিল, ১৩ তো-
মরা পরমেশ্বরের সেবক মুসার আজ্ঞা স্মরণ কর;
তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে বিশ্রাম-
যুক্ত করিয়া এই দেশ দিলেন। ১৪ অতএব তো-
মাদের স্ত্রীলোক ও বালক ও পশুগণ মুসার দত্ত
যর্দ্দনের পূর্ব্বপারস্থিত এই দেশে থাকুক;
কিন্তু তোমরা অর্থাৎ বীরত্ববিশিষ্ট সমস্ত লোক
সুসজ্জ হইয়া আপন ভ্রাতাদের অগ্রে গমন
করিয়া তাহাদের সাহায্য কর। ১৫ পরে পর-
মেশ্বর তোমাদের ন্যায় তোমাদের ভ্রাতৃগণকে
বিশ্রাম দিলে তাহারাও যখন প্রভু পরমেশ্বরের
দত্ত দেশ অধিকার করিবে, তখন তোমরা যর্দ্দ-
নের পূর্ব্বপারে সূর্য্যোদয় দিগে পরমেশ্বরের
সেবক মুসার দত্ত আপনাদের অধিকারে ফি-
রিয়া আসিয়া তাহা ভোগ করিবা।
১৬ তাহাতে তাহারা যিহোশূয়কে উত্তর করিল,
তুমি যাহা২ আজ্ঞা করিতেছ, সেই সকল আমরা
করিব; তুমি আমাদিগকে যে কোন স্থানে প্রেরণ
করিবা, সেই স্থানে যাইব। ১৭ আমরা যেমন
মুসার কথাতে মনোযোগ করিলাম, তদ্রূপই
তোমার কথাতে মনোযোগ করিব; কিন্তু তো-
মার প্রভু পরমেশ্বর যেমন মুসার সহবর্ত্তী হই-
য়াছিলেন, তেমনি তোমারও সহবর্ত্তী হউন।
১৮ যে কেহ তোমার আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ
করিয়া তোমার আজ্ঞাপিত কোন কথাতে মনো-
যোগ না করে, সে হত হইবে; তুমি শক্তিমান্
ও সাহসী হও।

২ অধ্যায়।

১ শিটীম্‌হইতে দুই চরকে দেশ নিরীক্ষণ করিতে
প্রেরণ ও রাহব বেশ্যার সেই চরকে গ্রহণ করণ,
৮ ও চরের সঙ্গে রাহবের নিয়ম স্থির করণ, ২৩
ও চরগণের পুনরাগমন ও বৃত্তান্ত কথন।

১ অনন্তর নূনের পুত্র যিহোশূয় গুপ্তরূপে দেশ
নিরীক্ষণ করিতে শিটীম্‌হইতে দুই চরকে এই
কথা কহিয়া প্রেরণ করিল, তোমরা যাইয়া
দেশ ও যিরীহো নগর নিরীক্ষণ কর; তাহাতে
তাহারা যাইয়া রাহব্ নাম্নী এক বেশ্যার গৃহে
প্রবেশ করিয়া সেই স্থানে শয়ন করিল। ২ কিন্তু
দেখ, দেশ অনুসন্ধান করিতে ইস্রায়েল্ বংশ-
হইতে কোন২ লোক কল্য রাত্রিতে এই স্থানে
আইল, এই বাক্য যিরীহোর রাজার কর্ণগো-
চর হইলে ৩ সেই রাজা রাহবের নিকটে এই
কথা কহিয়া পাঠাইল, যে লোকেরা তোমার
নিকটে আসিয়া তোমার গৃহে প্রবেশ করিল,
তাহাদিগকে বাহির করিয়া আন, কেননা দেশা-
নুসন্ধান করিতে তাহারা আইল। ৪ তাহাতে
সে স্ত্রী ঐ দুই জনকে লইয়া গোপনে রাখিয়া
উত্তর করিল, সেই লোকেরা আমার নিকটে
আসিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা কোথাকার
লোক, তাহা আমি জানিলাম না। ৫ অন্ধকার
হইলে নগর দ্বার রোধ করণ সময়ে সেই
লোকেরা চলিয়া গেল, কিন্তু কোথায় গেল,
তাহা আমি জানি না; শীঘ্র করিয়া তাহাদের
পশ্চাৎ২ যাও, তাহাতে তাহাদের সঙ্গ ধরিবা।
৬ কিন্তু ঐ স্ত্রী তাহাদিগকে ছাতের উপরে
আনিয়া ছাতের উপরে রাশীকৃত তূলার মধ্যে
লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ৭ তাহাতে ঐ লোকেরা
তাহাদের অন্বেষণার্থে যর্দ্দনের পথে পারঘাটা
পর্য্যন্ত ধাবমান হইল; এবং তাহাদের পশ্চাৎ
যাইতে বাহির হইবামাত্র নগরদ্বার রুদ্ধ হইল।
৮ পরে সেই চরদের শয়নের পূর্ব্বে ঐ স্ত্রী
ছাতের উপরে তাহাদের নিকটে আসিয়া ৯ তা-
হাদিগকে কহিল, ঈশ্বর এই দেশ তোমাদিগকে
দিলেন, ও তোমাদের হইতে আমাদের প্রতি
ভয় উপস্থিত হইল, ও তোমাদের জন্যে এই
দেশনিবাসি লোকেরা উদ্বিগ্ন হইল, তাহা আমি
জানি। ১০ কেননা মিসর্‌হইতে তোমাদের বহি-
রাগমন সময়ে পরমেশ্বর তোমাদের সম্মুখে কি
প্রকারে সূফ সমুদ্রের জল শুষ্ক করিলেন,
এবং তোমরা যর্দ্দনের ওপারে স্থিত সীহোন্ ও
ওগ্ নামে ইমোরীয়দের দুই রাজার প্রতি কেমন
ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট
করিলা, তাহা আমরা শুনিলাম; ১১ এবং শুনি-
বামাত্র আমাদের হৃদয় ব্যাকুল হইল; তোমা-
দের সমক্ষে কাহারো মনে সাহসের উদয় হয়
না, কেননা যিনি তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর,
তিনিই উপরিস্থ স্বর্গে ও অধঃস্থ পৃথিবীতে ঈশ্বর।
১২ অতএব এখন তোমাদের কাছে এক প্রার্থনা
করি, আমি তোমাদের প্রতি দয়া করিলাম,
এই প্রযুক্ত তোমরাও আমার পিতার বাটীর
প্রতি দয়া করিবা, পরমেশ্বরের নাম লইয়া এই
দিব্য কর। ১৩ এবং তোমরা আমার পিতা মাতা
ভ্রাতা ভগিনীগণকে ও তাহাদের সর্ব্বস্বকে রক্ষা
করিবা, ও মরণহইতে আমাদের প্রাণকে উদ্ধার
করিবা; এতদ্বিষয়ে এক সত্য চিহ্ন আমাকে
দেও। ১৪ তাহাতে তাহারা উত্তর করিল, তোমরা
যদি আমাদের এই কার্য্য প্রকাশ না কর, তবে
তোমাদের পরিবর্ত্তে আমাদের প্রাণ দত্ত হইবে;
যে সময়ে পরমেশ্বর আমাদিগকে এই দেশ
দিবেন, তৎকালে আমরা তোমার প্রতি দয়া
ও সত্য ব্যবহার করিব। ১৫ পরে সে বাতা-
য়নদ্বার দিয়া রজ্জুদ্বারা তাহাদিগকে নামাইল,
কেননা তাহার বাটী নগরের ভিত্তির উপরে
ছিল, সে প্রাচীরের উপরে বাস করিত। ১৬ এবং
সে তাহাদিগকে কহিল, পশ্চাদ্গামি লোকেরা

যেন তোমাদের সঙ্গ না ধরে, এই জন্যে তোমরা
পর্ব্বতে যাইয়া তিন দিন লুকাইয়া থাক, তাহার
পর পশ্চাদ্গামি লোকেরা ফিরিয়া আইলে
তোমরা আপন পথে চলিয়া যাইও। ১৭ তা-
হাতে সেই লোকেরা তাহাকে কহিল, তুমি
আমাদিগকে যে দিব্য করাইয়াছ, তদ্বিষয়ে
আমরা নিরপরাধ হইব। ১৮ দেখ, তুমি যে
বাতায়ন দিয়া আমাদিগকে নামাইলা, আ-
মাদের এই দেশে আগমন সময়ে সেই বাতা-
য়নে এই রক্তবর্ণ সূত্রনির্ম্মিত রজ্জু বান্ধিয়া
রাখিবা, এবং তোমার পিতা মাতা ভ্রাতা
প্রভৃতি পিতৃপরিবার সমস্তকে আপন বাটীতে
একত্র করিবা। ১৯ তাহাতে যে কেহ তোমার
বাটীর দ্বারহইতে পথে নির্গত হইবে, তাহার
রক্তপাতের অপরাধ তাহার মস্তকোপরি বর্ত্তি-
বে, এবং আমরা নির্দ্দোষ হইব; কিন্তু যে
কেহ তোমার সহিত বাটীতে থাকে, তাহার
উপরে যদি কেহ হস্তার্পণ করে, তবে তাহার
রক্তপাতের অপরাধ আমাদের মস্তকোপরি
বর্ত্তিবে। ২০ কিন্তু তুমি যদি আমাদের এই কার্য্য
প্রকাশ কর, তবে তুমি আমাদিগকে যে দিব্য
করাইয়াছ, তাহাহইতে আমরা মুক্ত হইব।
২১ তাহাতে সে কহিল, তোমাদের কথানুসারে
তাহাই হউক; পরে সে তাহাদিগকে বিদায়
করিলে তাহারা প্রস্থান করিল, এবং সে ঐ
রক্তবর্ণ রজ্জু বাতায়নে বাঁধিয়া রাখিল। ২২ পরে
তাহারা যাইয়া পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়া পশ্চাদ্-
গামিদের পুনরাগমন পর্য্যন্ত তিন দিবস প্রবাস
করিল; তাহাতে পশ্চাদ্গামি লোকেরা সমস্ত
পথে অন্বেষণ করিলেও কুত্রাপি তাহাদের
উদ্দেশ পাইল না।
২৩ পরে ঐ দুই চর পর্ব্বতহইতে নামিয়া
আসিয়া পুনর্ব্বার পার হইয়া নূনের পুত্র যি-
হোশূয়ের নিকটে গেল, এবং আপনাদের প্রতি
যাহা২ ঘটিয়াছিল, সে সমস্ত বিবরণ তাহাকে
কহিল। ২৪ বিশেষতঃ যিহোশূয়কে এই কথা
কহিল, পরমেশ্বর এই সমস্ত দেশ আমাদের হস্তে
সমর্পণ করিলেন, ইহা সত্য, কেননা এতদ্দেশীয়
তাবৎ লোক আমাদের সমক্ষে উদ্বিগ্ন আছে।

৩ অধ্যায়।

১ যর্দ্দন্ নদীতীরে যিহোশূয়ের উপস্থিত হওন, ৭ ও যিহোশূয়কে পরমেশ্বরের আশ্বাস দেওন, ৯ ও লোকদিগকে যিহোশূয়ের আশ্বাস দেওন, ১৪ ও নদীর জল ভিন্ন হওন।

১ অনন্তর যিহোশূয় প্রত্যূষে উঠিয়া ইস্রায়ে-
লের সমস্ত বংশের সহিত শিটীম্হইতে যাত্রা
করিয়া যর্দ্দন নদীর নিকটে উপস্থিত হইল,
এবং তখনি পার না হইয়া সে স্থানে রাত্রি
যাপন করিল। ২ তিন দিবসের পর সেনা-
পতিগণ শিবিরের মধ্য দিয়া যাইয়া ৩ লো-
কদিগকে এই আজ্ঞা করিল; যে সময়ে তো-
মরা আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের নিয়মসি-
ন্দুককে ও তাহার বহনকারি লেবীয় যাজকগণকে
দেখিবা, তৎকালে তোমরা আপনাদের স্থান-
হইতে যাইয়া তাহার পশ্চাৎ গমন করিবা;
৪ তাহাতে আপনাদের গন্তব্য পথ জানিতে
পারিবা, কেননা তোমরা পূর্ব্বে সেই পথ দিয়া
কখনো যাও নাই; কিন্তু তাহার ও তোমা-
দের মধ্যে দুই সহস্র হাত ভূমি ব্যবধান থা-
কিবে; তাহার আর নিকটবর্ত্তী হইবা না।
৫ পরে যিহোশূয় লোকদিগকে কহিল, তো-
মরা আপনাদিগকে পবিত্র কর, কেননা কল্য
পরমেশ্বর তোমাদের মধ্যে আশ্চর্য্য ক্রিয়া করি-
বেন। ৬ পরে যিহোশূয় যাজকদিগকে আজ্ঞা
করিল, তোমরা নিয়মসিন্দুক তুলিয়া লইয়া লো-
কদের অগ্রগামী হইয়া পার হও; তাহাতে
তাহারা নিয়মসিন্দুক তুলিয়া লইয়া লোকদের
অগ্রে২ গমন করিল।
৭ তখন পরমেশ্বর যিহোশূয়কে কহিলেন,
আমি যে রূপ মূসার সহিত ছিলাম, তোমার
সহিতও তদ্রূপ আছি, ইহা যেন ইস্রায়েল্ বংশ
জানিতে পারে, এই জন্যে আমি অদ্য তাহা-
দের সকলের সাক্ষাতে তোমাকে গৌরবান্বিত
করিতে আরম্ভ করিব। ৮ তুমি নিয়মসিন্দুক-
বাহি যাজকগণকে এই আজ্ঞা কর, তোমরা
যর্দ্দন্ নদীর জলের ধারে উপস্থিত হইয়া সেই
স্থানে যর্দ্দনতীরে স্থগিত হও।
৯ তাহাতে যিহোশূয় ইস্রায়েল্ বংশকে কহিল,
তোমরা এই স্থানে আসিয়া আপন প্রভু পর-
মেশ্বরের কথা শুন। ১০ যিহোশূয় আরো
কহিল, অমর পরমেশ্বর যে তোমাদের মধ্য-
বর্ত্তী আছেন, এবং কিনানীয় ও হিত্তীয় ও
হিব্বীয় ও পিরিষীয় ও গির্গাশীয় ও ইমোরীয়
ও যিবূষীয় লোকদিগকে তোমাদের সম্মুখহইতে
নিতান্ত অধিকারচ্যুত করিবেন, তাহা তোমরা
ইহাদ্বারা জানিতে পারিবা। ১১ দেখ, সমস্ত ভূ-
মণ্ডলের অধিকারির নিয়মসিন্দূক তোমাদের
অগ্রে২ যর্দ্দনে যাইতেছে। ১২ অতএব তোমরা
ইস্রায়েলের এক২ বংশহইতে এক২ জন,
এই রূপে বারো বংশহইতে বারো জনকে গ্রহণ
কর। ১৩ সমস্ত ভূমণ্ডলের অধিকারি পরমেশ্ব-
রের নিয়মসিন্দূকবাহি যাজকদের পদতল যর্দ্দ-
নের জলে স্পর্শ হইবামাত্র ঐ যর্দ্দনের জল ভিন্ন
হইবে, তাহাতে ঊর্দ্ধস্থানহইতে যে জল বহিয়া
আসিতেছে, তাহা রাশীকৃত হইয়া থাকিবে।

১৪ তখন লোকেরা যর্দ্দন পার হইতে আ-
পন২ তাম্বু ছাড়িয়া আইল, এবং যাজকগণ
নিয়মসিন্দুক বহন করিয়া লোকদের অগ্রসর
হইল। ১৫ পরে যদ্যপি শস্যচ্ছেদনের তাবৎ
সময়ে যর্দ্দনের জল সমস্ত তীরের উপরে উঠে,
তথাপি সিন্দুক বাহিগণ যর্দ্দনের নিকটে উপ-
স্থিত হইলে জলের ধারে সিন্দুকবাহি যাজক-
গণের পাদস্পর্শ হইবামাত্র ১৬ ঊর্দ্ধহইতে আগামি
সমস্ত জল স্থগিত হইয়া সর্ত্তনের নিকটবর্ত্তি
আদম্ নগর অবধি অতিদূরে রাশীকৃত হইয়া
উঠিয়া রহিল, এবং প্রান্তরস্থ সমুদ্র অর্থাৎ লবণ-
সমুদ্রগামি ভাটির জল ছিন্ন হইয়া বহিয়া শেষ
হইল; তাহাতে লোকেরা যিরীহোর সম্মুখে
পার হইল। ১৭ কিন্তু যদবধি তাবৎ লোক
নিঃশেষে যর্দ্দন পার না হইল, তদবধি পরমে-
শ্বরের নিয়মসিন্দুকবাহি যাজকগণ যর্দ্দনের মধ্য-
স্থলে শুষ্ক ভূমিতে দাঁড়াইয়া স্থির হইয়া থা-
কিল; তাহাতে সমস্ত ইস্রায়েল্ বংশ শুষ্ক ভূমি
দিয়া পার হইয়া গেল।

৪ অধ্যায়।

১ যর্দ্দন্হইতে বারো প্রস্তর লওন ও যর্দ্দনেতে অন্য বারো প্রস্তর স্থাপন, ১৪ ও লোকদের পার হওনের কথা, ১৯ ও গিল্গলে চিহ্নার্থে ঐ বারো প্রস্তর স্থাপন করণ।

১ এই রূপে লোকেরা নিঃশেষে যর্দ্দন্ নদী পার
হইলে পর পরমেশ্বর যিহোশূয়কে কহিলেন,
২ তোমরা লোকদের এক২ বংশের মধ্যহইতে
এক২ জন, এমত বারো জন গ্রহণ করিয়া ৩ তা-
হাদিগকে এই আজ্ঞা কর, তোমরা ঐ স্থান-
হইতে, অর্থাৎ যে স্থানে যাজকদের চরণ স্থির
ছিল, যর্দ্দনের সেই মধ্যস্থলহইতে বারো প্রস্তর
গ্রহণ করিয়া আপনাদের সঙ্গে পারে লইয়া
যাও, এবং অদ্য তোমরা যে স্থানে রাত্রি যা-
পন করিবা, সেই স্থানে তাহা রাখিও। ৪ তাহা-
তে যিহোশূয় ইস্রায়েল্ বংশের প্রত্যেক বংশ-
হইতে এক২ জন করিয়া যে বারো জন নিরূপণ
করিয়াছিল, তাহাদিগকে ডাকিয়া ৫ এই আজ্ঞা
করিল, তোমরা আপনাদের প্রভু পরমেশ্ব-
রের সিন্দুকের সম্মুখে যর্দ্দনের মধ্যস্থানে যাইয়া
ইস্রায়েল লোকদের বংশের সংখ্যানুসারে
প্রত্যেক জন এক২ প্রস্তর তুলিয়া স্কন্ধে কর।
৬ তাহাতে তাহা চিহ্নরূপে তোমাদের মধ্যে
থাকিবে; অর্থাৎ ভাবিকালে তোমাদের সন্তান-
গণ, এই সকল প্রস্তরের অভিপ্রায় কি? ইহা
জিজ্ঞাসা করিলে ৭ তোমরা উত্তর করিবা, পর-
মেশ্বরের নিয়মসিন্দুকের সম্মুখে যর্দ্দনের জল
ছিন্ন হইল, অর্থাৎ তাহার যর্দ্দন্ পার হওন
সময়ে যর্দ্দনের জল ছিন্ন হইল, ইহার স্মরণার্থে
এই প্রস্তর ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে সর্ব্বদা থা-
কিবে। ৮ পরে পরমেশ্বর যিহোশূয়কে যেমন
কহিয়াছিলেন, তদনুসারে লোকেরা যিহোশূ-
য়ের আজ্ঞাতে ইস্রায়েলীয় বংশের সংখ্যানু-
সারে যর্দ্দন্ নদীর মধ্যহইতে বারো প্রস্তর
তুলিয়া আপনাদের সঙ্গে পারে লইয়া রাত্রি
যাপনের স্থানে রাখিল। ৯ এবং যে স্থানে
নিয়মসিন্দুকবাহি যাজকগণের পদ স্থির ছিল,
সেই স্থানে যর্দ্দনের মধ্যস্থলে যিহোশূয় বারো
প্রস্তর স্থাপন করিল; সে সকল অদ্যাপি সে
স্থানে আছে। ১০ এবং লোকদের প্রতি কহিতে
যে সমস্ত কথা পরমেশ্বর যিহোশূয়কে আজ্ঞা
করিলেন, তাহার সমাপ্তি না হওন পর্য্যন্ত সিন্দু-
কবাহি যাজকগণ যিহোশূয়ের প্রতি মূসার আজ্ঞা-
নুসারে যর্দ্দনের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিল, এবং
লোকেরা শীঘ্র করিয়া পার হইয়া গেল। ১১ এই
রূপে তাবৎ লোক পার হইলে পর পরমে-
শ্বরের সিন্দুক ও যাজকগণ লোকদের সাক্ষাতে
পার হইয়া গেল। ১২ তৎকালে রূবেন্ বংশ
ও গাদ্ বংশ ও মিনশির অর্দ্ধবংশ সুসজ্জ
হইয়া ইস্রায়েল্ বংশের অগ্রে২ মূসার বাক্যা-
নুসারে পার হইয়া গেল। ১৩ অর্থাৎ যুদ্ধ কর-
ণার্থে প্রস্তুত চল্লিশ সহস্র সৈন্য যিরীহোর
প্রান্তরে পরমেশ্বরের সম্মুখে পার হইয়া গেল।
১৪ ঐ দিবসে পরমেশ্বর তাবৎ ইস্রায়েল্ বং-
শের সাক্ষাতে যিহোশূয়কে গৌরবান্বিত করি-
লেন; তাহাতে লোকেরা যাবজ্জীবন যেমন
মূসাকে মান্য করিত, তদ্রূপ যিহোশূয়কেও মান্য
করিতে লাগিল। ১৫ পরমেশ্বর যিহোশূয়কে
কহিয়াছিলেন, ১৬ তুমি সাক্ষ্যসিন্দুকবাহি যাজক-
গণকে যর্দ্দন্হইতে উঠিয়া আসিতে আজ্ঞা কর।
১৭ তাহাতে তোমরা যর্দ্দন্হইতে উঠিয়া আইস,
এই কথা যিহোশূয় যাজকগণকে আজ্ঞা করিল।
১৮ পরে যর্দ্দনের মধ্যহইতে পরমেশ্বরের নিয়-
মসিন্দুকবাহি যাজকগণের উঠিয়া আসিবার সময়ে
যখন যাজকদের পদতল শুষ্ক ভূমি স্পর্শ করিল,
তখনই যর্দ্দনের জল স্ব২ স্থানে ফিরিয়া আ-
সিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত তীরের উপরে উঠিল।
১৯ এই রূপে লোকেরা প্রথম মাসের দশম
দিবসে যর্দ্দন্ পার হইয়া আসিয়া যিরীহোর
পূর্ব্বসীমাতে গিল্গলে শিবির স্থাপন করিল।
২০ আর যিহোশূয় যর্দ্দনহইতে তাহাদের আ-
নীত দ্বাদশ প্রস্তর গিল্গলে স্থাপন করিল।
২১ এবং সে ইস্রায়েল্ বংশকে কহিল, ভাবি-
সময়ে তোমাদের সন্তানগণ এই প্রস্তরের অভি-
প্রায় আপন২ পিতৃগণকে জিজ্ঞাসা করিলে,
২২ তোমরা আপনাদের সন্তানগণকে কহিবা,

ইস্রায়েল্ বংশ শুষ্ক ভূমি দিয়া ঐ যর্দ্দন্ নদী
পার হইয়া আইল। ২৩ কেননা তোমাদের প্রভু
পরমেশ্বর আমাদের পার না হওন পর্য্যন্ত যে
রূপে সূফ্ সমুদ্র শুষ্ক করিয়াছিলেন, সেই
রূপে তোমাদের পার না হওন পর্য্যন্ত তোমা-
দের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের সম্মুখে যর্দ্দ-
নের জল শুষ্ক করিলেন। ২৪ অতএব পরমে-
শ্বরের হস্ত পরাক্রান্ত, ইহা পৃথিবীস্থ সমস্ত
লোক জানিতে পারিবে, এবং তোমরা সর্ব্বদা
আপন প্রভু পরমেশ্বরকে ভয় করিবা।

৫ অধ্যায়।

১ কিনানীয়দের ভয়ের কথা, ২ ও ত্বক্ছেদনের কথা, ১০ ও নিস্তারপর্ব্ব পালনের কথা, ১২ ও মান্নার শেষ হওন, ১৩ ও যিহোশূয়ের প্রতি পরমেশ্বরের সেনাপতির দর্শন দেওন।

১ অপর আমরা যাবৎ নিঃশেষে পার না হই-
লাম; তাবৎ পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশের সম্মুখে
যর্দ্দন্ নদীকে শুষ্ক করিলেন, এই কথা যখন
যর্দ্দনের পশ্চিম দিক্স্থিত ইমোরীয় রাজগণ ও
সমুদ্রনিকটস্থ কিনানীয় রাজগণ শুনিল, তৎকালে
তাহাদের হৃদয় ব্যাকুল হইল, ও ইস্রায়েল্ বং-
শের সম্মুখে তাহারা নিতান্ত সাহসহীন হইল।
২ তখন পরমেশ্বর যিহোশূয়কে কহিলেন, তুমি
তীক্ষ্ণ ২ অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া দ্বিতীয় বার ইস্রায়েল্
বংশের ত্বক্ছেদ কর। ৩ তাহাতে যিহোশূয়
তীক্ষ্ণ ২ অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া ত্বক্পর্ব্বতের সমীপে
ইস্রায়েল্ বংশের ত্বক্ছেদ করিল। ৪ যিহো-
শূয়ের ত্বক্ছেদ করণের কারণ এই; মিসর্-
হইতে নির্গত সমস্ত লোকদের মধ্যে যত পুরুষ
যোদ্ধা ছিল, তাহারা মিসর্হইতে নির্গমনকালে
পথের মধ্যে অর্থাৎ প্রান্তরে মরিয়াছিল।
৫ নির্গত তাবৎ লোক ছিন্নত্বক্ ছিল বটে, কিন্তু
মিসর্হইতে নির্গমনের পরে যে সকল লোক
পথের মধ্যে প্রান্তরে জন্মিয়াছিল, তাহাদের ত্বক্-
ছেদ হয় নাই। ৬ এবং মিসর্হইতে নির্গত তাবৎ
যোদ্ধা লোকের বিনাশ পর্য্যন্ত ইস্রায়েল্ বং-
শেরা চল্লিশ বৎসর প্রান্তরে ভ্রমণ করিয়াছিল,
কেননা তাহারা পরমেশ্বরের বাক্য অমান্য
করাতে পরমেশ্বর তাহাদের বিষয়ে এই দিব্য
করিয়াছিলেন, আমি যে দুগ্ধমধুপ্রবাহি দেশ
লোকদিগকে দিতে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে
দিব্য করিয়াছি, তাহা ইহাদিগকে দেখাইব না।
৭ অপর তাহাদের পরিবর্ত্তে তাহাদের যে সন্তা-
নদিগকে তিনি উৎপন্ন করিলেন, পথের মধ্যে
তাহাদের ত্বকছেদ হইল না; অতএব যিহোশূয়
তাহাদের অত্বক্ছেদ প্রযুক্ত তাহাদের ত্বক্ছেদ
করাইল। ৮ সে সমস্ত লোকের ত্বক্ছেদ হইলে
পরে তাহারা যাবৎ সুস্থ না হইল, তাবৎ শি-
বিরমধ্যে আপন ২ স্থানে থাকিল। ৯ পরে পর-
মেশ্বর যিহোশূয়কে কহিলেন, অদ্য আমি তো-
মাদের হইতে মিসরের অপমান দূর করিলাম;
অতএব অদ্য পর্য্যন্ত সেই স্থানের নাম গিল্-
গল্ (দূর করণ) দেওয়া গেল।
১০ ইস্রায়েল্ বংশ ঐ গিল্গলে শিবির স্থা-
পন করিয়া মাসের চতুর্দ্দশ দিবসের সায়ংকালে
যিরীহোর প্রান্তরে নিস্তারপর্ব্ব পালন করিল।
১১ সেই নিস্তারপর্ব্বের পরদিবসে তাহারা দে-
শোৎপন্ন শস্য ভোজন করিতে লাগিল, অর্থাৎ
সেই দিনে তাড়ীশূন্য রুটী ও ভর্জ্জিত শস্য
ভোজন করিল।
১২ সেই পরদিবসে অর্থাৎ তাহাদের দে-
শোৎপন্ন শস্য ভোজনের দিবসে মান্না নিবৃত্ত
হইল; তদবধি ইস্রায়েল্ বংশ আর মান্না পা-
ইল না, তাহারা সেই বৎসর কিনান্ দেশের
ফল ভোজন করিল।
১৩ যিরীহোর নিকটে অবস্থিতি করণ কালে
যিহোশূয় চক্ষু তুলিয়া হস্তে নিষ্কোষ খড়্গ-
ধারি এক ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান
দেখিল; তাহাতে যিহোশূয় তাঁহার নিকটে
গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি আমাদের পক্ষীয়,
কি আমাদের শত্রুপক্ষীয় লোক? ১৪ তাহাতে
তিনি কহিলেন, আমি পরমেশ্বরের সৈন্যের
সেনাপতি, এখন আইলাম। তখন যিহোশূয়
ভূমিতে উবুড় হইয়া পড়িয়া তাঁহাকে প্রণাম
করিয়া কহিল, হে আমার প্রভো, আপনকার
দাসের প্রতি আজ্ঞা কি? ১৫ তাহাতে পরমে-
শ্বরের সেনাপতি যিহোশূয়কে কহিলেন, তুমি
আপন পদহইতে পাদুকা দূর কর, কেননা তুমি
যে স্থানে দাঁড়াইয়া আছ, সে পবিত্র স্থান;
তখন যিহোশূয় তাহা করিল।

৬ অধ্যায়।

১ যিরীহো নগরের রুদ্ধ হওন, ২ ও তাহার অবরোধ করিতে ঈশ্বরের আজ্ঞা, ১২ ও সিন্দুক তুলিয়া যাজকদের নগর প্রদক্ষিণ করণ, ১৬ ও নগরের শাপগ্রস্ত হওন; ২০ ও প্রাচীর ভূমিসাৎ হইলে নগরের পরাস্ত হওন, ২৬ ও তাহা পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করণে নিষেধ।

১ সেই সময়ে যিরীহোর লোকেরা ইস্রায়েল্
বংশের ভয়ে নগরদ্বার রোধ করিয়া অবরুদ্ধ
ছিল, অন্তরে বাহিরে কেহ গমনাগমন করিত না।
২ অপর পরমেশ্বর যিহোশূয়কে কহিলেন,
দেখ, আমি এই যিরীহো নগর ও তাহার রা-
জাকে ও বলবান যোদ্ধৃগণকে তোমার হস্তে
সমর্পণ করি। ৩ তোমরা সমস্ত যোদ্ধা লোক

ঐ নগর বেষ্টন করিয়া প্রতিদিন এক২ বার
প্রদক্ষিণ করিবা; এই রূপে ছয় দিবস করিবা।
৪ এবং সাত জন যাজক সিন্দুকের অগ্রসর
হইয়া মহাশব্দকারি সাত তূরী বহন করিবে;
পরে সপ্তম দিবসে তোমরা সাত বার নগর
প্রদক্ষিণ করিবা, এবং যাজকগণ তূরী বাজা-
ইবে। ৫ এবং তাহারা উচ্চৈঃস্বরে মহাশব্দকারি
তূরী বাজাইলে তাহা শুনিয়া সমস্ত লোক মহা-
সিংহনাদ করিবে; তাহাতে নগরের প্রাচীর
পড়িয়া সমভূমি হইবে, এবং লোকেরা প্রত্যেক
জন আপন২ সম্মুখস্থিত সোজা পথ দিয়া প্রবেশ
করিবে। ৬ পরে নূনের পুত্র যিহোশূয় যাজ-
কগণকে ডাকিয়া কহিল, তোমরা নিয়মসিন্দুক
তুল, এবং সাত জন যাজক পরমেশ্বরের সিন্দু-
কের অগ্রসর হইয়া মহাশব্দকারি সাত তূরী
বহন করুক। ৭ অপর সে লোকদিগকে কহিল,
তোমরা অগ্রসর হইয়া নগর বেষ্টন কর, এবং
যে কেহ সুসজ্জ আছে, সে পরমেশ্বরের সিন্দু-
কের অগ্রসর হইয়া গমন করুক। ৮ তাহাতে
লোকদের প্রতি যিহোশূয়ের আজ্ঞানুসারে মহা-
শব্দকারি সাত তূরীবাহি সাত জন যাজক তূরী
বাজাইতে২ পরমেশ্বরের অগ্রগামী হইল, এবং
পরমেশ্বরের নিয়মসিন্দুক তাহাদের পশ্চাৎ২
চলিল। ৯ এবং সুসজ্জ লোকেরা তূরীবাদক
যাজকদের অগ্রসর হইয়া চলিল, এবং যাজক-
গণ যাইতে২ তূরীধ্বনি করিলে পশ্চাদ্গামি
লোকেরা সিন্দুকের পশ্চাৎ২ গমন করিল।
১০ তখন যিহোশূয় লোকদিগকে কহিল, তো-
মরা সিংহনাদ করিও না, ও আপন২ স্বরে
কিছু শব্দ করিও না, তোমাদের মুখহইতে বাক্য
নির্গত না হউক; পরে আমি যে দিবসে সিংহ-
নাদ করিতে তোমাদিগকে আজ্ঞা করিব, সে
দিবসে তোমরা সিংহনাদ করিবা। ১১ অন-
ন্তর তাহারা পরমেশ্বরের সিন্দুক নগরের চতু-
র্দ্দিগে এক বার প্রদক্ষিণ করাইয়া শিবিরে আ-
সিয়া শিবিরে রাত্রি যাপন করিল।

১২ অপর যিহোশূয় অতি প্রত্যূষে উঠিল,
এবং যাজকগণ পরমেশ্বরের সিন্দুক তুলিল।
১৩ এবং মহাশব্দকারি সাত তূরীধারি সাত যা-
জক পরমেশ্বরের সিন্দুকের অগ্রগামী হইয়া
অনবরত তূরী বাজাইল, এবং সুসজ্জ লো-
কেরা তাহাদের অগ্রসর হইয়া চলিল, এবং
যাজকগণ যাইতে২ তূরীধ্বনি করিলে পশ্চাদ্-
গামি লোকেরা পরমেশ্বরের সিন্দুকের পশ্চাৎ২
গমন করিল। ১৪ এই রূপে তাহারা দ্বিতীয় দিব-
সেও এক বার নগর প্রদক্ষিণ করিয়া শিবিরে
ফিরিয়া আইল; তাহারা ছয় দিবস এই রূপ
করিল। ১৫ পরে সপ্তম দিবসে তাহারা প্রত্যূষে
অরুণোদয় সময়ে উঠিয়া সাত বার নগর প্রদ-
ক্ষিণ করিল, কেবল এই দিবসে সাত বার নগর
প্রদক্ষিণ করিল।

১৬ অপর সপ্তম বারে যাজকগণ তূরী বাজা-
ইলে যিহোশূয় লোকদিগকে কহিল, তোমরা
সিংহনাদ কর, কেননা পরমেশ্বর তোমাদিগকে
নগর দিলেন। ১৭ কিন্তু নগর ও তন্মধ্যস্থ সমস্ত
বস্তু পরমেশ্বরের উদ্দেশে বর্জ্জিত হইবে; তাহার
মধ্যে কেবল রাহব্ বেশ্যা ও তাহার বাটী-
স্থিত সমস্ত সঙ্গি লোক বাঁচিবে, কেননা সে
আমাদের প্রেরিত দূতগণকে লুকাইয়া রাখিয়া-
ছিল। ১৮ অতএব তোমরা সেই বর্জ্জিত দ্রব্য-
হইতে আপনাদিগকে নিতান্ত রক্ষা করিবা, নতুবা
সেই বর্জ্জিত দ্রব্যের কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলে তো-
মরা বর্জ্জিত হইবা, ও ইস্রায়েল্ বংশের সৈন্য
সামন্তকে বর্জ্জিত লোক করিয়া ব্যামোহ দিবা।
১৯ সমুদয় রূপা ও স্বর্ণ এবং পিত্তলের ও লৌ-
হের সমস্ত পাত্র পরমেশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র
হইবে, ও পরমেশ্বরের ভাণ্ডারে আনীত হইবে।

২০ পরে লোকেরা সিংহনাদ করিল, অর্থাৎ
তূরী বাজিলে লোকেরা তূরীধ্বনি শুনিয়া অতি
উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিল, তাহাতে নগরের
প্রাচীর মৃত্তিকাতে পড়িয়া সমভূমি হইল; পরে
লোকেরা আপন২ সম্মুখস্থ পথ দিয়া প্রবেশ
করিয়া নগর হস্তগত করিল; ২১ এবং খড়্-
গের ধারেতে নগরের স্ত্রী পুরুষ আবাল বৃদ্ধ
ও গো মেষ গর্দ্দভাদি সকলকে বর্জ্জিতরূপে বি-
নাশ করিল। ২২ কিন্তু যে দুই ব্যক্তি দেশ
অনুসন্ধান করিয়াছিল, তাহাদিগকে যিহোশূয়
আজ্ঞা করিল, তোমরা সেই বেশ্যার বাটীতে
যাইয়া আপনাদের দিব্যানুসারে সেই স্ত্রীকে ও
তৎসম্পর্কীয় সকলকে বাহির করিয়া আন।
২৩ তাহাতে সেই দুই যুবচর প্রবেশ করি-
য়া রাহব্কে ও তাহার পিতামাতাকে ও ভ্রা-
তৃগণকে ও তাহার সর্ব্বস্ব ও তাহার পরিবা-
রাদি সকলকে বাহির করিয়া আনিয়া ইস্রায়েল্
বংশের শিবিরের বাহিরে রাখিল। ২৪ পরে
লোকেরা নগর ও তন্মধ্যস্থিত সমস্ত বস্তু অগ্নি-
দ্বারা দগ্ধ করিল, কিন্তু রূপা ও স্বর্ণ এবং পিত্ত-
লের ও লৌহের সমস্ত পাত্র পরমেশ্বরের আ-
বাসের ভাণ্ডারে রাখিল। ২৫ কিন্তু যিহোশূয়
রাহব্ বেশ্যাকে ও তাহার পিত্রাদি পরিবার-
কে ও তাহার সর্ব্বস্ব রক্ষা করিল; তাহাতে
সে অদ্যাপি ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে বসতি
করিতেছে; কারণ যিরীহোর নিরীক্ষণার্থে যি-
হোশূয়ের প্রেরিত দূতগণকে সে লুকাইয়া রা-
খিয়াছিল।

২৬ ঐ সময়ে যিহোশূয় দিব্য করিয়া কহিল,

যে কেহ উঠিয়া পুনর্ব্বার এই যিরীহো নগর
নির্ম্মাণ করিবে, সে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে শা-
পগ্রস্ত হইবে, ও নগর পত্তনের দণ্ডরূপে আ-
পন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে, ও তাহার দ্বার স্থাপনের দণ্ড-
রূপে আপন কনিষ্ঠ পুত্রকে দিবে। ২৭ ঐ যি-
হোশূয়ের সহিত পরমেশ্বর ছিলেন, ও তাহার
কীর্ত্তি সমুদয় দেশ ব্যাপিল।

৭ অধ্যায়।

১ অয়ের নিকটে ইস্রায়েল্ বংশের কতক লোকের যুদ্ধে হত হওন, ৬ ও তাহার বিষয়ে যিহোশূয়ের বিলাপ, ১০ ও তাহার কারণ ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রকাশিত হওন, ১৬ ও আখন্ ও তাহার দোষ নিশ্চিত হওন, ২২ ও দোষ প্রযুক্ত তাহার সর্ব্বনাশ।

১ অপর ইস্রায়েল্ বংশ বর্জ্জিত বস্তুদ্বারা অপ-
রাধী হইল, কেননা যিহূদা বংশীয় সেরহের
প্রপৌত্র সব্দির পৌত্র কর্ম্মির পুত্র আখন্ বর্জ্জিত
বস্তুর কিঞ্চিৎ হরণ করিল; তাহাতে ইস্রায়েল্
বংশের প্রতি পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত
হইল। ২ পরে যিহোশূয় যিরীহোহইতে বৈথে-
লের পূর্ব্বদিক্স্থিত বৈথাবনের নিকটস্থ অয়েতে
লোক প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে কহিল, তো-
মরা উঠিয়া যাইয়া দেশ নিরীক্ষণ কর; তা-
হাতে তাহারা যাইয়া অয় নগর নিরীক্ষণ করিল।
৩ পরে যিহোশূয়ের নিকটে প্রত্যাগমন করিয়া
কহিল, সে স্থানে সকল লোকের যাওয়া অনা-
বশ্যক, দুই কিম্বা তিন সহস্র লোক যাইয়া অয়কে
হস্তগত করুক; সে স্থানে সকল লোকের পরি-
শ্রম করা নিষ্প্রয়োজন, কেননা তথাকার লোক
অল্প। ৪ অতএব লোকদের মধ্যহইতে প্রায়
তিন সহস্র লোক সে স্থানে যাত্রা করিল, কিন্তু
তাহারা অয়ের লোকদের সম্মুখহইতে পলা-
য়ন করিল। ৫ এবং অয়ের লোকেরা তাহা-
দের মধ্যে প্রায় ছত্রিশ জনকে আঘাত করিল;
অর্থাৎ নগরদ্বারহইতে শিবারীম্ পর্য্যন্ত তাহা-
দিগকে তাড়না করিয়া নীচগামি পথে আঘাত
করিল, তাহাতে ভয়েতে সকলের অন্তঃকরণ জলের
ন্যায় দ্রব হইল।

৬ তখন যিহোশূয় ও ইস্রায়েল্ বংশের প্রা-
চীন লোকেরা আপন২ বস্ত্র চিরিয়া পরমেশ্ব-
রের সিন্দুকের সম্মুখে অধোমুখ হইয়া সন্ধ্যা
পর্য্যন্ত ভূমিতে পড়িয়া থাকিল; এবং আপন২
মস্তকে ধুলা ছড়াইল। ৭ এবং যিহোশূয় কহিল,
হায়২, হে প্রভো পরমেশ্বর, বিনাশার্থে আ-
মাদিগকে ইমোরীয়দের হস্তে সমর্পণ করিবার
জন্যে তুমি কেন এই লোকদিগকে যর্দ্দন্ পার
করিয়া আনিলা? হায়২, আমরা কেন ক্ষান্ত
হইয়া যর্দ্দনের ওপারে থাকি নাই! ৮ হে প্রভো,
ইস্রায়েল্ বংশ আপন শত্রুগণের সম্মুখে পরা-
ঙ্মুখ হইলে পরে আমি কি কহিব? ৯ এই কথা
শুনিয়া এতদ্দেশনিবাসি কিনানীয় প্রভৃতি সমস্ত
লোক আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া পৃথিবী-
হইতে আমাদের নাম লোপ করিবে, তাহাতে
আপন মহানামের নিমিত্তে তুমি কি করিবা?

১০ তখন পরমেশ্বর যিহোশূয়কে কহিলেন,
তুমি অধোমুখ হইয়া কেন পড়িয়া আছ?
উঠ; ১১ ইস্রায়েল্ বংশ আমার আজ্ঞাপিত
নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া পাপ করিয়াছে, তাহারা
সেই বর্জ্জিত দ্রব্যের কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়াছে, ও
চুরি করিয়াছে, ও তদ্বিষয়ে প্রতারণা করিয়াছে,
ও আপনাদের সংস্থানের মধ্যে তাহা রাখি-
য়াছে। ১২ এই জন্যে ইস্রায়েল্ বংশ আপন
শত্রুগণের সম্মুখে দাঁড়াইতে না পারিয়া শত্রু-
হইতে পরাঙ্মুখ হইল, কেননা তাহারা বর্জ্জিত
হইল; তোমাদের মধ্যহইতে সেই বর্জ্জিত বস্তু
উৎপাটন না করিলে আমি আর তোমাদের
সঙ্গে থাকিব না। ১৩ উঠ, তুমি লোকদিগকে
পবিত্র করণার্থে কহ, তোমরা কল্যের জন্যে
পবিত্র হও, কেননা ইস্রায়েলের প্রভু পর-
মেশ্বর এই কথা কহেন, হে ইস্রায়েল্ বংশ,
তোমাদের মধ্যে বর্জ্জিত বস্তু আছে, তোমা-
দের মধ্যহইতে সেই বর্জ্জিত বস্তু দূর না করিলে
তোমরা আপনাদের শত্রুসম্মুখে স্থির থাকিতে
পারিবা না। ১৪ অতএব তোমরা প্রাতঃকালে
মহাবংশানুসারে সকলে নিকটবর্ত্তী হও; তা-
হাতে পরমেশ্বর কর্ত্তৃক যে মহাবংশ নিশ্চিত
হইবে, সে মহাবংশের প্রত্যেক বংশ আসিবে;
ও পরমেশ্বর কর্ত্তৃক যে বংশ নিশ্চিত হইবে,
তাহার প্রত্যেক বাটী আসিবে; ও পরমেশ্বর
কর্ত্তৃক যে বাটী নিশ্চিত হইবে, তাহার প্রত্যেক
পুরুষ আসিবে। ১৫ তাহাতে বর্জ্জিত দ্রব্য গ্রহণ-
কারি যে জন ধরা পড়িবে, সে ও তাহার সর্ব্বস্ব
অগ্নিতে দগ্ধ হইবে, কেননা সে পরমেশ্বরের
নিয়ম লঙ্ঘন করিল, ও ইস্রায়েল্ বংশে দুষ্কর্ম্ম
করিল।

১৬ পরে যিহোশূয় প্রত্যূষে উঠিয়া ইস্রায়েল্
লোককে আপন২ মহাবংশানুসারে আনাইল;
তাহাতে যিহূদাবংশ নিশ্চিত হইল। ১৭ পরে
সে যিহূদার প্রত্যেক বংশকে আনাইলে সের-
হের বংশ নিশ্চিত হইল; পরে সে সেরহের
বংশকে পুরুষানুক্রমে আনাইলে সব্দির বাটী
নিশ্চিত হইল। ১৮ পরে সে তাহার পরিজন-
গণকে পুরুষানুক্রমে আনাইলে যিহূদাবংশীয়
সেরহের প্রপৌত্র সব্দির পৌত্র কর্ম্মির পুত্র আ-
খন্ নিশ্চিত হইল। ১৯ তখন যিহোশূয় আখন্কে
কহিল, হে বৎস, বিনয় করি, তুমি ইস্রায়ে

লের প্রভু পরমেশ্বরকে সমাদর করিয়া তাঁহার
কাছে দোষ স্বীকার কর, এবং কি করিয়াছ,
তাহা আমাকে কহ; আমাহইতে তাহা গোপন
করিও না। ২০ তাহাতে আখন্ যিহোশূয়কে
কহিল, সত্য, আমি ইস্রায়েলের প্রভু পরমে-
শ্বরের প্রতিকূলে পাপ করিয়াছি, আমি অমুক ২
কার্য্য করিয়াছি। ২১ অর্থাৎ লুটিত দ্রব্যের মধ্যে
উত্তম এক বাবিলীয় মহাবস্ত্র ও দুই শত শেকল্
রূপা ও পঞ্চাশ শেকল্ পরিমাণ একখান স্বর্ণ
দেখিয়া লোভেতে হরণ করিলাম; দেখ, সে
সকল আমার তাম্বুর মধ্যে ভূমিতে গুপ্ত আছে,
ও সকলের নীচে রূপা আছে।

২২ তাহাতে যিহোশূয় দূত প্রেরণ করিলে
দূতেরা তাহার তাম্বুতে দৌড়িয়া গিয়া তাম্বুর
মধ্যে গুপ্ত সেই সকল ও তাহার নীচে স্থিত
রূপা পাইল। ২৩ তখন তাহারা তাম্বুর মধ্য-
হইতে সে সকল লইয়া যিহোশূয়ের ও ইস্রা-
য়েলের সমস্ত বংশের কাছে আনিল, এবং পর-
মেশ্বরের সম্মুখে তাহা বিস্তার করিল। ২৪ পরে
যিহোশূয় ও ইস্রায়েল্ বংশের সমস্ত লোক
সেরহ বংশীয় আখন্কে ও সেই রূপা ও বস্ত্র
ও স্বর্ণের থান ও তাহার পুত্রগণ ও কন্যাগণ
এবং তাহার গো ও গর্দ্দভ ও মেষ ও তাম্বু,
সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া আখোর তলভূমিতে আ-
নিল। ২৫ পরে যিহোশূয় তাহাকে কহিল, তুমি
আমাদিগকে কেন ক্লেশ দিলা? এই দিনে পর-
মেশ্বর তোমাকে ক্লেশ দিবেন; পরে ইস্রায়ে-
লের তাবৎ বংশ প্রস্তরাঘাতে তাহাদিগকে বধ
করিল, এবং তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া প্রস্তরেতে
আচ্ছন্ন করিল। ২৬ পরে তাহার উপরে প্রস্ত-
রের রাশি করিল, সেই বৃহৎ প্রস্তররাশি অদ্যা-
পি বর্ত্তমান আছে; এই রূপে পরমেশ্বর আ-
পন প্রচণ্ড ক্রোধহইতে নিবৃত্ত হইলেন; এই
ঘটনাপ্রযুক্ত সেই স্থান অদ্যাপি আখোর (ক্লেশ)
তলভূমি নামে বিখ্যাত আছে।

৮ অধ্যায়।

১ যিহোশূয়কে পরমেশ্বরের আশ্বাস দেওন, ৩ ও
যিহোশূয়ের সেনাগণকে গোপনে থাকিতে আজ্ঞা
দেওন, ৯ ও অয় নগর আক্রমণ, ১৪ ও নগর
ও লোক সকলের বিনাশ, ৩০ ও বেদি নির্ম্মাণ ও
ব্যবস্থার শাপ ও আশীর্ব্বাদ প্রচার করণ।

১ পরে পরমেশ্বর যিহোশূয়কে কহিলেন, তুমি
ভীত ও নিরাশ হইও না; সমস্ত সৈন্যকে সঙ্গে
লইয়া উঠিয়া অয়েতে যুদ্ধযাত্রা কর; দেখ, আমি
অয়ের রাজাকে ও তাহার প্রজাদিগকে ও নগ-
রকে ও সমুদয় দেশকে তোমার হস্তে সমর্পণ
করিলাম। ২ তুমি যিরীহোর ও তাহার রাজার
প্রতি যেরূপ করিলা, অয়ের ও তাহার রাজার
প্রতিও তদ্রূপ করিবা; কেবল তাহার লুটদ্রব্য
ও পশু তোমরা আপনাদের জন্যে লইবা, এবং
তুমি নগরের পশ্চাতে এক দল সৈন্য গোপন
করিয়া রাখিবা।

৩ তখন যিহোশূয় ও তাবৎ সৈন্য উঠিয়া
অয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিল, এবং যিহো-
শূয় ত্রিশ সহস্র বলবান লোকদিগকে মনোনীত
করিয়া রাত্রিতে বিদায় করিয়া তাহাদিগকে আজ্ঞা
করিল, দেখ, ৪ তোমরা নগরের পশ্চাতে নগ-
রের প্রতিকূলে গোপনে থাকিবা; নগরহইতে
অতি দূরে যাইবা না, কিন্তু সকলেই প্রস্তুত থা-
কিবা। ৫ পরে আমি ও আমার সঙ্গি লোকেরা
নগরের নিকটে উপস্থিত হইলে তাহারা যখন
পূর্ব্বের ন্যায় আমাদের বিরুদ্ধে বাহির হইয়া
আসিবে, তখন আমরা তাহাদের অগ্রে পলা-
য়ন করিব। ৬ তাহাতে আমরা নগরহইতে তাহা-
দিগকে আকর্ষণ করিলে তাহারা বাহির হইয়া
আমাদের পশ্চাৎ২ আসিবে, কেননা তাহারা
কহিবে, ইহারা পূর্ব্বের ন্যায় আমাদের হইতে
পলায়ন করিতেছে। এই রূপে আমরা যখন
তাহাদের সম্মুখহইতে পলায়ন করিব, ৭ তখন
তোমরা গোপন স্থানহইতে উঠিয়া নগর আক্র-
মণ করিবা; তাহাতে তোমাদের প্রভু পরমে-
শ্বর তাহা তোমাদের হস্তগত করিবেন। ৮ নগর
হস্তগত করিবামাত্র তোমরা নগরে অগ্নি দিয়া
পরমেশ্বরের আজ্ঞামত কর্ম্ম করিবা; দেখ, ইহা
আমি তোমাদিগকে আজ্ঞা করিলাম।

৯ এই রূপে যিহোশূয় তাহাদিগকে প্রেরণ করি-
লে তাহারা যাইয়া অয়ের পশ্চিমে বৈথেলের ও
অয়ের মধ্যস্থানে গোপনে থাকিল, কিন্তু যিহো-
শূয় লোকদের মধ্যে সে রাত্রি যাপন করিল;
১০ পরদিবসে যিহোশূয় প্রত্যূষে উঠিয়া লোক-
দিগকে গণনা করিল, পরে সে ও ইস্রায়েল্
বংশের প্রাচীনগণ তাহাদের অগ্রে২ অয়েতে
যাত্রা করিল। ১১ এবং তাহার সঙ্গি সমস্ত সৈন্য
যাইয়া নিকটবর্ত্তী হইয়া নগরসম্মুখে উপস্থিত
হইয়া অয়ের উত্তরদিগে শিবির স্থাপন করিল;
তাহাদের ও অয়ের মধ্যস্থানে এক তলভূমি
ছিল। ১২ আর সে পাঁচ সহস্র লোক লইয়া
নগরের পশ্চিম দিগে বৈথেলের ও অয়ের
মধ্যস্থানে গোপনে রাখিল। ১৩ এই রূপে
লোকদিগকে অর্থাৎ নগরের উত্তরদিক্স্থ শিবি-
রের সৈন্যগণকে ও পশ্চিমদিক্স্থ দলের সৈন্য-
গণকে নিরূপিত স্থানে স্থাপন করিয়া যিহোশূয়
ঐ রাত্রিতে তলভূমির মধ্যস্থানে গমন করিল।

১৪ তখন অয়ের রাজা তাহা দেখিলে নগরস্থ
লোকেরা, অর্থাৎ রাজা ও তাহার সকল লোক

প্রত্যূষে শীঘ্র উঠিয়া ইস্রায়েল্ বংশের সহিত
যুদ্ধ করিতে বহির্গত হইয়া নিরূপিত স্থানে
প্রান্তরের সম্মুখে গেল; কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে
এক দল সৈন্য নগরের পশ্চাতে গুপ্ত আছে,
ইহা সে জানিল না। ১৫ পরে যিহোশূয় ও
তাবৎ ইস্রায়েল্ লোক তাহাদের সম্মুখে আপ-
নাদিগকে পরাস্তের ন্যায় দেখাইয়া প্রান্তরের
পথ দিয়া পলায়ন করিল। ১৬ তাহাতে অয়ের
লোক সকল একত্র হইয়া তাহাদের পশ্চাৎ২
ধাবমান হইল, ও যিহোশূয়ের পশ্চাৎ২ গমন
করিয়া নগরহইতে পৃথক্ হইল। ১৭ এবং ইস্রা-
য়েল লোকদের পশ্চাদ্গামী না হইল, এমত
এক জনও অয়েতে ও বৈথেলে থাকিল না; সক-
লে আপন নগর মুক্তদ্বার করিয়া ইস্রায়েল
বংশের পশ্চাৎ২ গেল। ১৮ তখন পরমেশ্বর
যিহোশূয়কে কহিলেন, তুমি আপন হস্তস্থিত
শল্য অয় নগরের দিগে বিস্তার কর; তাহাতে
আমি সে নগর তোমার হস্তগত করিব; পরে
যিহোশূয় আপন হস্তস্থিত শল্য নগরের দিগে
বিস্তার করিল। ১৯ সে হস্ত বিস্তার করিবামাত্র
গোপনে স্থিত সৈন্যদল তৎক্ষণাৎ আপন ২ স্থান-
হইতে উঠিয়া বেগে গমন করিয়া নগরে প্রবিষ্ট
হইয়া তাহা হস্তগত করিল, এবং শীঘ্র করিয়া
অগ্নিদ্বারা নগর প্রজ্বলিত করিল। ২০ পরে অ-
য়ের লোকেরা পশ্চাদ্দৃষ্টি করিয়া আকাশের
প্রতি নগরের ধূম উঠিতেছে, ইহা দেখিয়া এ
দিগে ও দিগে কোন দিগে পলাইবার কোন
উপায় পাইল না; কেননা প্রান্তরে পলায়নকারি
ইস্রায়েল লোকেরা তাড়নাকারিদের প্রতি ফি-
রিয়া আক্রমণ করিল। ২১ অতএব গোপনে স্থিত
সৈন্যদল নগর হস্তগত করিয়াছে ও নগরের
ধূম উঠিতেছে, ইহা দেখিয়া যিহোশূয় ও তা-
বৎ ইস্রায়েল বংশ ফিরিয়া অয়ের লোকদিগকে
সংহার করিতেছিল; ২২ এবং অন্য দিগেও
লোকেরা নগরহইতে তাহাদের প্রতিকূলে আ-
সিতেছিল; তাহাতে তাহারা ইস্রায়েল বংশের
মধ্যবর্ত্তী হইল; এই রূপে এ পার্শ্বে এক দল
এবং অন্য পার্শ্বে অন্য দল হওয়াতে তাহারা
তাহাদিগকে এমত প্রহার করিল, যে তাহাদের
কেহ অবশিষ্ট বা জীবৎ থাকিল না। ২৩ কিন্তু
তাহারা অয়ের রাজাকে জীবৎ ধরিয়া যিহো-
শূয়ের নিকটে আনিল। ২৪ এই রূপে যে প্রান্তরে
অয়্নিবাসি লোকেরা তাহাদের পশ্চাৎ ধাব-
মান হইয়াছিল, সেই প্রান্তরে ইস্রায়েল বংশ
তাহাদের সকলকে নিঃশেষে বধ করিল; তা-
হাতে তাহারা সকলে খড়্গধারে হত হইল।
পরে ইস্রায়েল বংশ ফিরিয়া অয়েতে আসিয়া
খড়্গদ্বারা তথাকার লোকদিগকেও আঘাত করিল।
২৫ সেই দিবসে অয় নিবাসি তাবৎ লোক অর্থাৎ
স্ত্রী পুরুষ সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশ সহস্র লোক হত হইল।
২৬ কেননা অয় নিবাসি সকলে যাবৎ বর্জ্জিত
লোকরূপে বিনষ্ট না হইল, তাবৎ যিহোশূয়
আপনার শল্যধারি বিস্তৃত হস্ত সংকুচিত করিল
না। ২৭ অপর যিহোশূয়ের প্রতি পরমেশ্বরের
আজ্ঞানুসারে ইস্রায়েল বংশ ঐ নগরের পশু
ও লুটদ্রব্য সকলি আপনাদের জন্যে গ্রহণ
করিল। ২৮ এবং যিহোশূয় অয় নগরকে অগ্নি-
তে দগ্ধ করিয়া চিরকালের জন্যে উচ্ছিন্ন স্থা-
নের ঢিবি করিল। ২৯ পরে সে অয়ের রা-
জাকে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত বৃক্ষে উদ্বন্ধন করাইয়া
রাখিল, কিন্তু সূর্য্যাস্ত সময়ে লোকেরা যিহো-
শূয়ের আজ্ঞাতে তাহার শব বৃক্ষহইতে নামা-
ইয়া নগরের দ্বার প্রবেশের স্থানে ফেলিয়া তা-
হার উপরে প্রস্তরের এক বৃহৎ ঢিবি করিল;
সে ঢিবি অদ্যাপি আছে।

৩০ পরে যিহোশূয় এবল্ পর্ব্বতে ইস্রায়েলের
প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে এক বেদি নির্ম্মাণ
করিল। ৩১ অর্থাৎ ইস্রায়েল বংশের প্রতি দত্ত
পরমেশ্বরের সেবক মূসার আজ্ঞানুসারে মূসার
ব্যবস্থাগ্রন্থে যে রূপ লিখিত আছে, তদনুসারে
যাহার উপরে কেহ লৌহ উঠায় নাই, এমত
অখোদিত প্রস্তরের এক বেদি নির্ম্মাণ করিল,
এবং তাহার উপরে পরমেশ্বরের উদ্দেশে হোম
ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিল। ৩২ এবং সে
সেই স্থানে ইস্রায়েল বংশের সম্মুখে লিখিত
মূসার ব্যবস্থার এক অনুলিপি প্রস্তরের উপরে
লিখিল। ৩৩ এবং ইস্রায়েল লোককে আশী-
র্ব্বাদ করণার্থে পরমেশ্বরের সেবক মূসা পূর্ব্বে
যে রূপ আদেশ করিয়াছিল, তদ্রূপ সমস্ত ইস্রা-
য়েল বংশ অর্থাৎ তাহাদের প্রাচীনগণ ও অধি-
পতিগণ ও বিচারকর্ত্তৃগণ প্রভৃতি স্বজাতীয় কি
প্রবাসী সমস্ত লোক সিন্দুকের এ দিগে ও দিগে
পরমেশ্বরের নিয়মসিন্দুকবাহি লেবীয় যাজক-
গণের সম্মুখে দাঁড়াইল; তাহাদের অর্দ্ধাংশ গি-
রিষীম পর্ব্বতের দিগে, অর্দ্ধাংশ এবল পর্ব্ব-
তের দিগে ছিল। ৩৪ পরে সে ব্যবস্থাগ্রন্থে
লিখিত আশীর্ব্বাদের ও শাপের তাবৎ বাক্য
পাঠ করিল। ৩৫ মূসা যে সকল আদেশ করি-
য়াছিল, ইস্রায়েলীয় মণ্ডলীর ও স্ত্রীগণের ও বা-
লকগণের ও তাহাদের মধ্যবর্ত্তি প্রবাসিগণের
সম্মুখে সেই সমস্ত পাঠ করিতে যিহোশূয় এক
বাক্যেরও ত্রুটি করিল না।

৯ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েল বংশের সহিত যুদ্ধকারি রাজগণের কথা,
৩ ও ইস্রায়েল বংশের সহিত ছলদ্বারা গিবি-
য়োন লোকদের নিয়ম স্থির করণ, ১৬ ও ছল প্রকা-

শিত হওন, ২২ ও ছল প্রযুক্ত তাহাদিগকে দাসত্বে
নিয়োগ করন।

১ অপর যর্দ্দনের এপারস্থ সমুদয় রাজগণ অর্থাৎ
পর্ব্বত ও তলভূমি নিবাসি ও লিবানোন্ সম্মুখস্থ
মহাসমুদ্রের তাবৎ তীর নিবাসি হিত্তীয় ও ইমো-
রীয় ও কিনানীয় ও পিরিষীয় ও হিব্বীয় ও
যিবূষীয় রাজগণ এই কথা শুনিয়া ২ একমনে
যিহোশূয়ের ও ইস্রায়েল বংশের প্রতিকূলে
যুদ্ধ করণার্থে সকলে একত্র হইল।

৩ পরে যিরীহোর প্রতি ও অয়ের প্রতি যিহো-
শূয় যে২ কর্ম্ম করিয়াছিল, তাহা শুনিয়া গিবি-
য়োন্ নিবাসি লোকেরা ৪ এই প্রকার ছলের কর্ম্ম
করিল; তাহারা যাত্রিকের বেশ ধারণ করিয়া
আপন২ গর্দ্দভগণের উপরে পুরাতন ছালা এবং
পুরাতন ও জীর্ণ ও তালীযুক্ত দ্রাক্ষারসের কুপা
চাপাইল। ৫ এবং পুরাতন ও তালীযুক্ত জুতা
পায়ে দিল, ও পুরাতন বস্ত্র গাত্রে দিল, এবং
শুষ্ক ও ছাতাপড়া রুটী পাথেয় লইল। ৬ পরে
তাহারা গিল্গলস্থিত শিবিরে যিহোশূয়ের নি-
কটে যাইয়া তাহাকে ও ইস্রায়েল বংশকে কহিল,
আমরা দূরদেশহইতে আইলাম, অতএব তো-
মরা আমাদের সহিত নিয়ম স্থির কর। ৭ তা-
হাতে ইস্রায়েল বংশ সেই হিব্বীয় লোকদিগকে
উত্তর করিল, কি জানি যদি তোমরা আমাদের
মধ্যস্থ লোক হও, তবে আমরা তোমাদের সহিত
কি প্রকারে নিয়ম স্থির করিতে পারি? ৮ তা-
হাতে তাহারা যিহোশূয়কে কহিল, আমরা আ-
পনকার দাস। তখন যিহোশূয় জিজ্ঞাসা করিল,
তোমরা কে? কোথাহইতে আইলা? ৯ তাহারা
কহিল, তোমার দাস আমরা তোমার প্রভু পর-
মেশ্বরের নাম শুনিয়া অত্যন্ত দূরদেশহইতে
আইলাম, কেননা তাঁহার সুখ্যাতি, অর্থাৎ তিনি
মিসরদেশে যে সমস্ত কর্ম্ম করিয়াছেন, ১০ এবং
যর্দ্দনের ওপারস্থ দুই ইমোরীয় রাজার প্রতি,
অর্থাৎ হিষ্বোনের সীহোন্ রাজার ও অস্তা-
রোৎ নিবাসি বাশনের ওগ রাজার প্রতি যে২
কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা আমরা শুনিয়াছি।
১১ অতএব আমাদের প্রাচীনগণ ও দেশনিবাসি
লোকেরা আমাদিগকে কহিল, তোমরা হস্তে
পাথেয় দ্রব্য লইয়া তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ
করিতে যাইয়া তাহাদিগকে এই কথা কহ, আ-
মরা তোমাদের দাস; অতএব তোমরা আমা-
দের সহিত নিয়ম কর। ১২ তোমাদের নিকটে
আসিবার নিমিত্তে যাত্রা করণ দিনে আমরা
গৃহহইতে যে তপ্ত রুটী লইয়াছিলাম, এই দেখ,
আমাদের সেই রুটী এখন শুষ্ক ও ছাতাপড়া
হইয়াছে। ১৩ এবং যে নূতন কুপাতে দ্রাক্ষারস
পূর্ণ করিয়াছিলাম, এই দেখ, তাহা ছিন্ন হই-
য়াছে, এবং আমাদের এই বস্ত্র ও জুতা সকল
পুরাতন হইয়াছে, কেননা পথ অতি দূর। ১৪ তা-
হাতে ইস্রায়েল লোকেরা পরমেশ্বরের নিকটে
পরামর্শ না করিয়া তাহাদের খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ
করিল। ১৫ এবং যিহোশূয় তাহাদের সহিত
সন্ধি করিয়া যাহাতে তাহারা বাঁচে, এমত নিয়ম
করিল, ও মণ্ডলীর অধ্যক্ষগণ তাহাদের প্রতি
শপথ করিল।

১৬ নিয়ম স্থির করণের পরে তিন দিন গত
হইলে, ইহারা আমাদের নিকটস্থ এবং আ-
মাদের মধ্যে বাস করিতেছে, এই কথা তাহারা
শুনিল। ১৭ এবং ইস্রায়েল বংশ তৃতীয় দিবসে
যাত্রা করিয়া তাহাদের নগরের নিকটে উপস্থিত
হইল। সেই সকল নগরের এই২ নাম; গিবি-
য়োন্ ও কিফীরা ও বেরোৎ ও কিরিয়োৎ-যিয়া-
রীম্। ১৮ মণ্ডলীর অধ্যক্ষগণ ইস্রায়েলের প্রভু
পরমেশ্বরের নামে তাহাদের প্রতি দিব্য করাতে
ইস্রায়েল বংশ তাহাদিগকে আঘাত করিল না,
কিন্তু তাবৎ মণ্ডলী অধ্যক্ষগণের প্রতিকূলে বচসা
করিতে লাগিল। ১৯ তাহাতে অধ্যক্ষগণ তাবৎ
মণ্ডলীকে কহিল, আমরা তাহাদের প্রতি ইস্রা-
য়েলের প্রভু পরমেশ্বরের নামে দিব্য করিয়াছি,
অতএব তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারি না।
২০ আমরা তাহাই করিব, অর্থাৎ তাহাদিগকে
জীবৎ রাখিব, নতুবা তাহাদের প্রতি যে দিব্য
করিয়াছি, তৎপ্রযুক্ত আমাদের প্রতি ক্রোধ উপ-
স্থিত হইবে। ২১ অতএব অধ্যক্ষগণ কহিল, তা-
হারা জীবৎ থাকুক। কিন্তু তাহারা অধ্যক্ষগণের
বাক্যানুসারে তাবৎ মণ্ডলীর নিমিত্তে কাষ্ঠচ্ছে-
দক ও জলবাহক হইল।

২২ পরে যিহোশূয় তাহাদিগকে ডাকাইয়া
কহিল, তোমরা আমাদের মধ্যে বাস করিয়া
আছ, অতএব আমরা তোমাদের হইতে অতি
দূরস্থ, এই কথা কহিয়া কেন আমাদিগকে প্রব-
ঞ্চনা করিলা? ২৩ এই নিমিত্তে তোমরা শাপ-
গ্রস্ত হইলা; পরমেশ্বরের আবাসের নিমিত্তে
কাষ্ঠচ্ছেদন ও জলবহনাদি দাস্য কর্ম্মহইতে তো-
মরা কখনো মুক্তি পাইবা না। ২৪ তাহাতে তা-
হারা যিহোশূয়কে উত্তর করিল, তোমার প্রভু
পরমেশ্বর তোমাদিগকে এই সমস্ত দেশ দিতে
ও তোমাদের সম্মুখহইতে এই দেশনিবাসি তাবৎ
লোককে বিনাশ করিতে আপন সেবক মূসাকে
যে সকল আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া
তোমার দাস আমরা তোমাদের হইতে প্রাণ-
ভয়ে অতিশয় ভীত হইয়া এই কার্য্য করিলাম।
২৫ দেখ, এখন আমরা তোমার হস্তগত আছি,
আমাদের প্রতি যাহা করিতে তোমার ভাল ও
ন্যায্য বোধ হয়, তাহাই কর। ২৬ পরে সে

তাহাদের প্রতি তাহাই করিয়া ইস্রায়েল বংশের
হস্তহইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিল, তাহাতে তা-
হারা তাহাদিগকে বধ করিল না। ২৭ এই রূপে
যিহোশূয় সেই দিবসে পরমেশ্বরের মনোনীত
স্থানে মণ্ডলীর ও পরমেশ্বরের বেদির নিমিত্তে
নিত্য কাষ্ঠচ্ছেদন ও জলবহন কর্ম্মে তাহাদিগকে
নিযুক্ত করিল।

১০ অধ্যায়।

১ গিবিয়োন লোকদের সহিত পাঁচ রাজার যুদ্ধ করণ, ৬ ও যিহোশূয়কে সংবাদ দেওন, ৮ ও পাঁচ রাজার সহিত যিহোশূয়ের যুদ্ধ করণ, ১২ ও যিহোশূয়ের আজ্ঞাতে সূর্য্য ও চন্দ্রের আকাশে স্থগিত হওন, ১৫ ও ঐ পাঁচ রাজার গুহাতে আশ্রয় লওন, ২২ ও তাহাদিগকে বাহির করিয়া বধ করণ, ২৮ ও মক্কেদা ও লিব্না ও লাখীশ্ ও গেষর্ ও ইগ্লোন্ ও দিবীর্ প্রভৃতি দেশের দক্ষিণভাগ হস্তগত করণ।

১ পরে যিহোশূয় অয় নগরকে হস্তগত করিয়া
বর্জিতরূপে বিনষ্ট করিয়াছে, এবং যিরীহো ও
তাহার রাজার প্রতি যেমন করিয়াছিল, অয়ের
ও তাহার রাজার প্রতিও তদ্রূপ করিয়াছে, এবং
গিবিয়োন্ নিবাসি লোকেরা ইস্রায়েল বংশের
সহিত মিলন করিয়া তাহাদের মধ্যবর্ত্তী হইয়াছে,
এই সকল কথা শুনিয়া ২ যিরূশালমের অদোনী-
ষেদক্ রাজা অতিশয় ভীত হইল, কেননা গিবি-
য়োন্ নগর রাজধানীর ন্যায় বৃহৎ এবং অয়
অপেক্ষাও বড় ছিল, এবং তাহার লোক সকল
বলবান ছিল। ৩ অতএব যিরূশালমের অদো-
নীষেদক্ রাজা হিব্রোণের হোহম্ রাজার ও
যর্মূতের পিরাম্ রাজার ও লাখীশের যাফিয়
রাজার ও ইগ্লোনের দিবীর্ রাজার নিকটে
লোক প্রেরণ করিয়া এই কথা কহিল; ৪ আ-
ইস, আমার সহায়তা কর, আমরা গিবিয়োনীয়
লোকদিগকে আঘাত করি; কেননা তাহারা
যিহোশূয়ের ও ইস্রায়েল বংশের সহিত সন্ধি
করিয়াছে। ৫ অতএব ইমোরীয়দের ঐ পাঁচ
রাজা, অর্থাৎ যিরূশালমের রাজা ও হিব্রোণের
রাজা ও যর্মূতের রাজা ও লাখীশের রাজা ও
ইগ্লোনের রাজা আপন২ সমস্ত সৈন্যের সহিত
একত্র হইয়া উঠিয়া যাইয়া গিবিয়োনের সম্মুখে
শিবির স্থাপন করিয়া তাহার প্রতিকূলে যুদ্ধ
করিল।

৬ তাহাতে গিবিয়োনীয় লোকেরা গিল্গল্স্থিত
শিবিরে যিহোশূয়ের নিকটে লোক পাঠাইয়া
কহিল, তুমি আপন দাসদের প্রতি শৈথিল্য না
করিয়া ত্বরায় আসিয়া আমাদের সাহায্য ও
উপকার কর, কেননা পর্ব্বতনিবাসি ইমোরীয়দের
সমস্ত রাজগণ আমাদের বিরুদ্ধে একত্র হইল।
৭ তাহাতে যিহোশূয় সমস্ত সৈন্য ও বলবান্
লোকদিগকে সঙ্গে লইয়া গিল্গল্হইতে যাত্রা
করিল।

৮ অপর পরমেশ্বর যিহোশূয়কে কহিলেন,
তুমি তাহাদিগকে ভয় করিও না; আমি তো-
মার হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিলাম, তাহা-
দের কেহ তোমার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে
না। ৯ পরে যিহোশূয় গিল্গল্হইতে সমস্ত রাত্রি
গমন করিয়া অকস্মাৎ তাহাদের নিকটে উপ-
স্থিত হইল। ১০ তাহাতে পরমেশ্বর ইস্রায়েল
বংশের সাক্ষাতে তাহাদিগকে ক্ষুব্ধ করিলে সে
গিবিয়োনে মহাসংহারে তাহাদিগকে সংহার
করিয়া বৈথোরোণের ঊর্দ্ধগামি পথ দিয়া তাহা-
দিগকে তাড়না করিল, এবং অসেকা ও মক্কেদা
পর্য্যন্ত তাহাদিগকে আঘাত করিল। ১১ তা-
হাতে যে সময়ে তাহারা ইস্রায়েল বংশের সম্মুখ-
হইতে বৈথোরোণের নীচগামি পথে পলায়ন
করে, তৎকালে পরমেশ্বর অসেকা পর্য্যন্ত আ-
কাশহইতে তাহাদের উপরে মহাশিলা বর্ষাই-
লেন; তাহাতে তাহারা মরিল, এবং ইস্রায়েল
বংশ কর্তৃক খড়্গদ্বারা তাহাদের যত লোক আ-
হত হইল, শিলাতে তদপেক্ষা অধিক মরিল।

১২ তৎকালে অর্থাৎ পরমেশ্বর কর্তৃক ইস্রা-
য়েল বংশের হস্তে ইমোরীয়দের সমর্পিত হওন
দিবসে যিহোশূয় পরমেশ্বরের প্রতি নিবেদন
করিয়া ইস্রায়েল বংশের সাক্ষাতে কহিল, হে
সূর্য্য, তুমি গিবিয়োনের উপরে, ও হে চন্দ্র,
তুমি অয়ালোন্ তলভূমিতে স্থগিত হও। ১৩ তা-
হাতে যে পর্য্যন্ত সেই বিপক্ষ ভিন্নজাতীয়দের
প্রতীকার না হইল, তাবৎ সূর্য্য স্থগিত ও চন্দ্র
স্থির থাকিল; এই কথা কি যাশর্ গ্রন্থে লিখিত
নাই? এই রূপে আকাশের মধ্যস্থানে সূর্য্য স্থির
থাকিল, সম্পূর্ণ এক দিবস অস্তগমন করিতে যত্ন
করিল না। ১৪ তাহার পূর্ব্বে কি পরে পরমে-
শ্বর যাহাতে মনুষ্যের বাক্যেতে এই রূপ কর্ণ
দিলেন, এমত আর কোন দিবস হয় নাই; যে-
হেতুক পরমেশ্বর ইস্রায়েল বংশের পক্ষ হইয়া
যুদ্ধ করিলেন।

১৫ পরে যিহোশূয় সমস্ত ইস্রায়েল বংশকে
সঙ্গে লইয়া গিল্গল্স্থ শিবিরে প্রত্যাগমন করি-
তে লাগিল। ১৬ কিন্তু ঐ পাঁচ রাজা পলায়ন
করিয়া মক্কেদার গুহাতে লুকাইয়া থাকিল।
১৭ পরে মক্কেদার গুহাতে সেই পাঁচ রাজা
লুকাইয়া আছে, এই সংবাদ যিহোশূয়ের গোচর
হইলে সে কহিল, ১৮ তোমরা সেই গুহার মুখে
মহাপ্রস্তর গড়াইয়া দিয়া তাহাদের রক্ষা করি-
তে লোক নিযুক্ত করিয়া ১৯ অবিলম্বে শত্রুগণের
পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাদের পশ্চাতের লো-
কদিগকে উচ্ছিন্ন কর, আপন২ নগরে প্রবেশ

করিতে দিও না; তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তাহাদিগকে তোমাদের হস্তগত করিলেন। ২০ অপর যিহোশূয় ও ইস্রায়েল বংশ তাহাদের সর্ব্বনাশ পর্য্যন্ত মহাসংহারে তাহাদিগকে সংহার করিলে কতিপয় অবশিষ্ট লোকেরা পলাইয়া প্রাচীর-বেষ্টিত নগরে প্রবেশ করিল। ২১ পরে সমস্ত লোক মক্কেদাতে যিহোশূয়ের নিকটে শিবিরে কুশলে প্রত্যাগমন করিল; ইস্রায়েল বংশের প্রতিকূলে কেহ জিহ্বা লাড়িল না।

২২ পরে যিহোশূয় আজ্ঞা করিল, তোমরা ঐ গুহার দ্বার মুক্ত করিয়া তথাহইতে সেই পাঁচ রাজাকে বাহির করিয়া আমার নিকটে আন। ২৩ তাহা করিলে তাহারা যিরূশালমের রাজাকে ও হিব্রোণের রাজাকে ও যর্মূতের রাজাকে ও লাখীশের রাজাকে ও ইগ্লোনের রাজাকে, এই পাঁচ রাজাকে গুহাহইতে বাহির করিয়া তাহার নিকটে আনিল। ২৪ এই রূপে তাহারা ঐ রাজগণকে যিহোশূয়ের নিকটে আনিলে যিহোশূয় ইস্রায়েল বংশের সমস্ত পুরুষকে ডাকিয়া আপন সঙ্গে গমনকারি যোদ্ধৃগণের অধিপতিদিগকে আজ্ঞা করিল, তোমরা নিকটে আসিয়া এই রাজগণের গ্রীবাতে পা দেও; তাহাতে তাহারা নিকটে আসিয়া তাহাদের গ্রীবাতে পা দিল। ২৫ অপর যিহোশূয় তাহাদিগকে কহিল, ভীত ও নিরাশ হইও না, শক্তিমান্ ও সাহসী হও; তোমরা যে২ শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিবা, তাহাদের সকলের প্রতি পরমেশ্বর এই রূপ করিবেন। ২৬ পরে যিহোশূয় আঘাতদ্বারা সেই পাঁচ রাজাকে বধ করিয়া পাঁচ বৃক্ষে উদ্বন্ধন করাইল; তাহাতে তাহারা সায়ংকাল পর্য্যন্ত বৃক্ষেতে টাঙ্গান থাকিল। ২৭ অপর সূর্য্যাস্ত সময়ে লোকেরা যিহোশূয়ের আজ্ঞাতে তাহাদিগকে বৃক্ষহইতে নামাইয়া যে গুহাতে তাহারা লুকাইয়াছিল, সেই গুহাতে নিক্ষেপ করিয়া তাহার মুখে বৃহৎ২ প্রস্তর স্থাপন করিল; তাহা অদ্যাপি আছে।

২৮ অনন্তর ঐ দিবসে যিহোশূয় মক্কেদা হস্তগত করিয়া খড়্গাঘাতে তাহার রাজাকে ও তন্মধ্যস্থিত সমস্ত প্রাণিকে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিল, কাহারো প্রাণ রক্ষা করিল না; যেমন যিরীহোর রাজার প্রতি করিয়াছিল, মক্কেদার রাজার প্রতিও তদ্রূপ করিল।

২৯ পরে যিহোশূয় সমস্ত ইস্রায়েল বংশকে সঙ্গে করিয়া মক্কেদাহইতে লিব্নাতে যাইয়া লিব্নার প্রতিকূলে যুদ্ধ করিল। ৩০ তাহাতে পরমেশ্বর লিব্না ও তাহার রাজাকে ইস্রায়েল বংশের হস্তগত করিলে সে তাহাকে ও তন্মধ্যস্থ সমস্ত প্রাণিকে খড়্গদ্বারা আঘাত করিল, তাহার কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিল না; যেমন যিরীহোর রাজার প্রতি করিয়াছিল, তাহার রাজার প্রতিও তদ্রূপ করিল।

৩১ অপর যিহোশূয় সমস্ত ইস্রায়েল বংশকে সঙ্গে লইয়া লিব্নাহইতে লাখীশে যাইয়া তাহার বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করিয়া যুদ্ধ করিল। ৩২ তাহাতে পরমেশ্বর লাখীশকে ইস্রায়েল বংশের হস্তগত করিলে তাহারা দ্বিতীয় দিবসে লাখীশ আক্রমণ করিয়া যেমন লিব্নার প্রতি করিয়াছিল, তদ্রূপ তাহাকে ও তন্মধ্যস্থিত সমস্ত প্রাণিকে খড়্গদ্বারা আঘাত করিল।

৩৩ এই যুদ্ধে গেষরের হোরম্ রাজা লাখীশের সহায়তা করিতে আগমন করিলে যিহোশূয় তাহাকে ও তাহার লোকদিগকে আঘাত করিল; তাহার অবশিষ্ট কাহাকেও রাখিল না।

৩৪ পরে যিহোশূয় সমস্ত ইস্রায়েল বংশকে সঙ্গে লইয়া লাখীশ্হইতে ইগ্লোনে যাত্রা করিলে তাহারা তাহার সম্মুখে শিবির স্থাপন করিয়া তাহার প্রতিকূলে যুদ্ধ করিল। ৩৫ এবং সেই দিবসে তাহা হস্তগত করিয়া যেমন লাখীশের প্রতি করিয়াছিল, তদ্রূপ খড়্গদ্বারা তাহাকে প্রহার করিয়া সেই দিবসে তাহার মধ্যস্থিত সমস্ত প্রাণিকে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিল।

৩৬ অপর যিহোশূয় সমস্ত ইস্রায়েল বংশকে সঙ্গে লইয়া ইগ্লোন্হইতে হিব্রোণে যাত্রা করিলে তাহারা তাহার প্রতিকূলে যুদ্ধ করিল। ৩৭ এবং তাহা হস্তগত করিয়া তাহাকে ও তাহার রাজাকে ও তাহার উপনগর সকলকে ও তন্মধ্যস্থিত সমস্ত প্রাণিকে খড়্গদ্বারা বধ করিল; যেমন ইগ্লোনের প্রতি করিয়াছিল, সেই রূপ তাহার কাহাকেও অবশিষ্ট না রাখিয়া তাহাকে ও তন্মধ্যস্থ সমস্ত প্রাণিকে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিল।

৩৮ পরে যিহোশূয় ফিরিয়া সমস্ত ইস্রায়েল বংশকে সঙ্গে লইয়া দিবীরে আসিয়া তাহার প্রতিকূলে যুদ্ধ করিল। ৩৯ এবং তাহাকে ও তাহার রাজাকে ও তাহার উপনগর সকলকে হস্তগত করিয়া খড়্গদ্বারা আঘাত করিয়া তন্মধ্যস্থ তাবৎ প্রাণিকে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিল, তাহার কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিল না; যেমন হিব্রোণের প্রতি এবং লিব্নার ও তাহার রাজার প্রতি করিয়াছিল, দিবীরের ও তাহার রাজার প্রতিও তদ্রূপ করিল।

৪০ এই রূপে যিহোশূয় পর্ব্বতময় দেশ ও দক্ষিণ অঞ্চল ও সমভূমি ও উপত্যকা প্রভৃতি সকল দেশ পরাস্ত করিয়া তাবৎ রাজগণকে বধ করিল, কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিল না; সে ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে তাবৎ প্রাণিকে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিল। ৪১ এই

রূপে যিহোশূয় কাদেশ-বর্ণেয় অবধি অসা পর্য্যন্ত
তাহাদিগকে এবং গিবিয়োন্ পর্য্যন্ত গোশনের
সমস্ত দেশকে বিনষ্ট করিল। ৪২ যিহোশূয় এই
সমস্ত দেশ ও রাজগণকে এক কালেই হস্তগত
করিল, কারণ ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর ইস্রা-
য়েল বংশের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিলেন। ৪৩ পরে
যিহোশূয় সমস্ত ইস্রায়েল বংশকে সঙ্গে লইয়া
গিল্‌গলস্থিত শিবিরে প্রত্যাগমন করিল।

১১ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েল বংশের বিরুদ্ধে দেশের উত্তরভাগস্থ অনেক রাজার একত্র হওন, ৬ ও তাহাদের বিনাশ, ১০ ও হাৎসোর্ নগরের হস্তগত ও দগ্ধ হওন, ১৬ ও অনেক দেশ হস্তগত করণ, ২১ ও অনাকীয় লোকের উচ্ছিন্ন হওন।

১ অপর হাৎসোরের রাজা যাবীন্ সেই সম-
স্তের সংবাদ শুনিয়া মাদোনের যোবব্ রাজার
ও শিম্রোণের রাজার ও অক্‌ষফের রাজার নি-
কটে, ২ এবং উত্তরদেশীয় পর্ব্বতে ও কিন্নেরতের
দক্ষিণস্থ প্রান্তরে ও তলভূমিতে ও পশ্চিমস্থ দোর্
নামক অঞ্চলে স্থিত রাজগণের নিকটে; ৩ অর্থাৎ
পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশীয় কিনানীয়দের ও ইমো-
রীয়দের ও হিত্তীয়দের ও পিরিষীয়দের ও প-
র্ব্বতস্থ যিবূষীয়দের ও হর্ম্মোণের অধঃস্থিত মি-
সপীদেশীয় হিব্বীয়দের রাজগণের নিকটে লোক
প্রেরণ করিল। ৪ তাহাতে তাহারা সকলে সসৈন্য
হইয়া সমুদ্রতীরস্থ বালুকার ন্যায় অসংখ্য লোক
এবং অশ্বের ও রথের বাহুল্য সঙ্গে লইয়া বা-
হির হইল। ৫ এবং এই সকল রাজা নিরূপণানু-
সারে একত্র হইয়া ইস্রায়েল বংশের প্রতিকূলে
যুদ্ধ করণার্থে মেরোম নামক জলাশয়ের নিকটে
আসিয়া শিবির স্থাপন করিল।

৬ পরে পরমেশ্বর যিহোশূয়কে কহিলেন, তুমি
তাহাদের হইতে ভীত হইও না; কল্য এমন
সময়ে আমি ইস্রায়েল বংশের সম্মুখে আহত
তাহাদের সকলকে সমর্পণ করিব, তাহাতে তুমি
তাহাদের অশ্বের পায়ের শিরা ছেদন করিবা ও
রথ অগ্নিতে দগ্ধ করিবা। ৭ তাহাতে যিহোশূয়
সমস্ত সৈন্য সঙ্গে লইয়া মেরোম্ জলাশয়ের নি-
কটে তাহাদের বিরুদ্ধে অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া
তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। ৮ তাহাতে পরমে-
শ্বর তাহাদিগকে ইস্রায়েল বংশের হস্তে সমর্পণ
করিলে তাহারা তাহাদিগকে আঘাত করিল, এবং
মহাসীদোন্ ও মিস্রিফোৎ-ময়িম্ পর্য্যন্ত ও পূর্ব্ব-
দিগে মিসপীর তলভূমি পর্য্যন্ত তাহাদিগকে তা-
ড়না করিল, এবং তাহাদিগকে সংহার করিয়া
তাহাদের কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিল না। ৯ পরে
যিহোশূয় পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে তাহাদের
অশ্বের পায়ের শিরা ছেদন করিল ও তাহাদের
রথ সকল অগ্নিতে দগ্ধ করিল।

১০ ঐ সময়ে যিহোশূয় প্রত্যাগমন করিয়া হাৎ-
সোর হস্তগত করিয়া খড়্গদ্বারা তাহার রাজাকে
আঘাত করিল, কেননা পূর্ব্বকালে হাৎসোর
সেই সকল রাজ্যের মাথা ছিল। ১১ এবং তা-
হার মধ্যনিবাসি সমস্ত প্রাণিকে খড়্গদ্বারা আ-
ঘাত করিয়া বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিয়া তাহার
মধ্যে কোন প্রাণিকে অবশিষ্ট রাখিল না; পরে
সে হাৎসোর্‌কে অগ্নিতে দগ্ধ করিল। ১২ অপর
যিহোশূয় ঐ রাজগণের সমস্ত নগর ও তা-
হাদের সমস্ত রাজাকে হস্তগত করিয়া পরমে-
শ্বরের সেবক মূসার আজ্ঞানুসারে খড়্গদ্বারা
তাহাদিগকে আঘাত করিয়া বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট
করিল। ১৩ কিন্তু স্ব ২ টিকরোপরি স্থাপিত সেই
সকল নগর ইস্রায়েল বংশকর্তৃক দগ্ধ হইল না,
কেবল হাৎসোর নগর যিহোশূয় কর্তৃক দগ্ধ
হইল। ১৪ এবং ইস্রায়েল বংশ সে সকল নগ-
রের দ্রব্যাদি ও পশুগণকে আপনাদের নিমিত্তে
লূট করিল, এবং খড়্গদ্বারা প্রত্যেক মনুষ্যকে
নিঃশেষে বধ করিল; তাহাদের মধ্যে কোন
প্রাণিকে অবশিষ্ট রাখিল না। ১৫ পরমেশ্বর
আপন সেবক মূসাকে যে রূপ আজ্ঞা করিয়া-
ছিলেন, মূসা যিহোশূয়কে তদ্রূপ আজ্ঞা করি-
য়াছিল, তাহাতে যিহোশূয় তদ্রূপ করিল; মূসার
প্রতি উক্ত পরমেশ্বরের তাবৎ আদেশের একটি
কথার অন্যথা করিল না।

১৬ এই রূপে যিহোশূয় সেই সমস্ত প্রদেশ ও
তথাকার পর্ব্বত ও সমস্ত দক্ষিণ দেশ ও গোশ-
নের তাবৎ দেশ ও তলভূমি ও প্রান্তর ও ইস্রা-
য়েলের পর্ব্বত ও তাহার তলভূমি; ১৭ অর্থাৎ সে-
য়ীরগামি হালক্ পর্ব্বত অবধি হর্ম্মোণ্ পর্ব্বতের
নীচস্থ লিবানোনের তলভূমিতে স্থিত বাল্‌গাদ্
পর্য্যন্ত তাবৎ দেশ হস্তগত করিয়া তাহাদের
রাজগণকে ধরিয়া আঘাত পূর্ব্বক বধ করিল।
১৮ যিহোশূয় সেই রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিতে
বহুকাল পর্য্যন্ত ব্যস্ত হইল। ১৯ গিবিয়োন্ নি-
বাসি হিব্বীয় লোক ব্যতিরেকে আর কোন নগ-
রীয় লোক ইস্রায়েল বংশের সহিত সন্ধি করিল
না; তাহারা অন্য সমস্তকেই যুদ্ধেতে হস্তগত
করিল। ২০ কেননা তাহারা যেন ইস্রায়েল বং-
শের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া বর্জ্জিতরূপে
বিনষ্ট হইয়া দয়া না পাইয়া মূসার প্রতি পর-
মেশ্বরের আজ্ঞানুসারে উচ্ছিন্ন হয়, এই জন্যে
তাহাদের অন্তঃকরণ কঠিন করিতে পরমেশ্বরের
মনস্থ ছিল।

২১ অপর সেই সময়ে যিহোশূয় আসিয়া পর্ব্বত
ও হিব্রোণ্ ও দিবীর্ ও আনব হইতে ও যিহূদার

সমস্ত পর্ব্বতহইতে ও ইস্রায়েলের সমস্ত পর্ব্বত-
হইতে অনাকীয়দিগকে উচ্ছিন্ন করিল; যিহো-
শূয় তাহাদের নগর শুদ্ধ তাহাদিগকে বর্জ্জিতরূপে
বিনষ্ট করিল। ২২ ইস্রায়েল বংশের দেশে অনা-
কীয়দের কেহ অবশিষ্ট থাকিল না; কেবল
অসাতে ও গাতে ও অস্‌দোদে অবশিষ্ট থা-
কিল। ২৩ এই রূপে যিহোশূয় মূসার প্রতি পর-
মেশ্বরের আজ্ঞানুসারে সে সমস্ত দেশ হস্তগত
করিয়া প্রত্যেক বংশের অংশানুসারে অধি-
কার করিতে ইস্রায়েল্ লোকদিগকে দিল; পরে
দেশে যুদ্ধ বিরাম হইল।

১২ অধ্যায়।

১ মূসাদ্বারা দুই রাজার দেশের বিভাগ করণ, ৭ ও যিহোশূয়দ্বারা একত্রিশ রাজার অধিকার হস্তগত করণ।

১ তৎকালে ইস্রায়েল বংশ যে২ রাজাকে বধ
করিয়া তাহাদের দেশ অধিকার করিল, সেই
সকল রাজা এই২। যর্দ্দনের ওপারে সূর্য্যো-
দয়ের দিগে অর্ণোন্ নদী অবধি হর্ম্মোণ্ পর্ব্বত
পর্য্যন্ত, এবং পূর্ব্বদিক্‌স্থিত সমস্ত প্রান্তরস্থ দে-
শের মধ্যে ২ হিষ্‌বোন্ নিবাসি ইমোরীয়দের
সীহোন্ রাজা। সে অর্ণোন্ নদীতীরস্থ আরো-
য়ের্ অবধি ও নদীর মধ্যাবধি এবং অর্দ্ধ
গিলিয়দ দেশে অম্মোন্ বংশের সীমাস্থ যব্বোক্
নদী পর্য্যন্ত, ৩ এবং প্রান্তরে কিন্নেরৎ হ্রদের
পূর্ব্বতীর পর্য্যন্ত, ও বৈৎ-যিশীমোতের পথে প্রা-
ন্তরস্থ লবণসমুদ্রের পূর্ব্বতীর পর্য্যন্ত এবং অস্-
দোৎপিস্‌গার অধঃস্থিত দক্ষিণ দেশে কর্তৃত্ব-
কারী ছিল। ৪ এবং বাশনীয় ওগ রাজার সীমাও
তাহাদের হস্তগত হইল; সে রিফায়ীয় বংশো-
দ্ভব ছিল, এবং অস্তারোতে ও ইদ্রিয়ীতে বাস
করিত। ৫ সে হর্ম্মোণ পর্ব্বতে ও সল্‌খাতে ও গি-
শূরীয়দের ও মাখাথীয়দের সীমা পর্য্যন্ত সমুদয়
বাশন দেশে এবং হিষ্‌বোনের সীহোন্ রাজার
সীমাস্থিত অর্দ্ধগিলিয়দ্ দেশে কর্তৃত্বকারী ছিল।
৬ পরমেশ্বরের সেবক মূসা ও ইস্রায়েল বংশ
কর্তৃক সেই দুই রাজা উচ্ছিন্ন হইলে পরমেশ্ব-
রের সেবক মূসা সেই দেশ অধিকার করিতে
রূবেন্ বংশকে ও গাদ্ বংশকে ও মিনশির
অর্দ্ধবংশকে দিয়াছিল।

৭ পরে যিহোশূয় ও ইস্রায়েল্ বংশ যর্দ্দনের
এপারে পশ্চিমদিগে লিবানোনের তলভূমিস্থিত
বাল্‌গাদ্ অবধি সেয়ীর গামি হালক্ পর্ব্বত
পর্য্যন্ত ৮ পর্ব্বতস্থ ও তলভূমিস্থ ও প্রান্তরস্থ ও
উপত্যকাস্থিত ও মরুভূমিস্থ ও দক্ষিণদেশস্থ
হিত্তীয়দের ও ইমোরীয়দের ও কিনানীয়দের ও
পিরিষীয়দের ও হিব্বীয়দের ও যিবূষীয়দের
দেশীয় যে রাজগণকে বধ করিল, এবং এক২
বংশের অংশানুসারে অধিকার করিতে যিহো-
শূয় ইস্রায়েল বংশকে যাহাদের দেশ দিল,
সেই রাজগণের সংখ্যা। ৯ যিরীহোর এক রাজা,
ও বৈথেলের নিকটস্থ অয়ের এক রাজা, ১০ ও
যিরূশালমের এক রাজা, ও হিব্রোণের এক
রাজা, ১১ ও যর্মূতের এক রাজা, ও লাখীশের
এক রাজা, ১২ ও ইগ্‌লোনের এক রাজা, ও
গেষরের এক রাজা, ১৩ ও দিবীরের এক
রাজা, ও গেদরের এক রাজা, ১৪ ও হর্মার
এক রাজা, ও অরাদের এক রজা, ১৫ ও লিব্‌নার
এক রাজা, ও অদুল্লমের এক রাজা, ১৬ ও
মক্কেদার এক রাজা, ও বৈথেলের এক রাজা,
১৭ ও তপূহের এক রাজা, ও হেফরের এক
রাজা, ১৮ ও অফেকের এক রাজা, ও লশা-
রোণের এক রাজা, ১৯ ও মাদোনের এক রাজা,
ও হাৎসোরের এক রাজা, ২০ ও শিম্রোণ-মি-
রোণের এক রাজা, ও অক্‌ষফের এক রাজা,
২১ ও তানকের এক রাজা, ও মগিদ্দোর এক
রাজা, ২২ ও কেদশের এক রাজা, ও কর্ম্মিলস্থ
যগ্নিয়ামের এক রাজা, ২৩ ও দোর্ অঞ্চলস্থিত
দোরের এক রাজা, ও গিল্‌গল্ দেশীয়দের
এক রাজা, ২৪ ও তির্সার এক রাজা; সর্ব্বশুদ্ধ
একত্রিশ রাজা।

১৩ অধ্যায়।

১ অবশিষ্ট দেশের কথা, ১৫ ও রূবেন্ বংশের অধিকারের কথা, ২৪ ও গাদ্ বংশের অধিকারের কথা, ২৯ ও মিনশির অর্দ্ধ বংশের অধিকারের কথা।

১ অপর যিহোশূয় বহুবয়স্ক বৃদ্ধ হইলে পর-
মেশ্বর তাহাকে কহিলেন, তুমি বহুবয়স্ক বৃদ্ধ
হইলা; এখনো বহু দেশ অধিকার করিতে
অবশিষ্ট আছে। ২ সেই অবশিষ্ট দেশের
নির্ণয়। পিলেষ্টীয়দের সমস্ত অঞ্চল, এবং
গিশূরীয়দের সমস্ত সীমা, ৩ ফলতঃ মিসরের সম্মু-
খস্থ শীহোর্ অবধি ইক্রোণের উত্তরসীমা
পর্য্যন্ত কিনানীয়দের অধিকাররূপে গণনীয়
দেশ, অর্থাৎ অসাতীয় ও অস্‌দোদীয় ও অস্কি-
লোনীয় ও গাতীয় ও ইক্রোণীয়, পিলেষ্টীয়দের
এই পাঁচ অধ্যক্ষের দেশ ও অব্বীয় দেশ।
৪ এবং দক্ষিণ দিগে কিনানীয়দের সমস্ত দেশ,
ও ইমোরীয়দের সীমাস্থিত অফেক পর্য্যন্ত সীদো-
নীয়দের অধীন মিয়ারা। ৫ এবং গিব্‌লীয়দের
দেশ ও হর্ম্মোণ্ পর্ব্বতের তলস্থিত বাল্‌গাদ্ অবধি
হমাতে প্রবেশের স্থান পর্য্যন্ত সূর্য্যোদয় দিক্‌স্থ
তাবৎ লিবানোন্। ৬ সেই লিবানোন্ অবধি
মিস্রিফোৎ-ময়িম্ পর্য্যন্ত পর্ব্বতনিবাসি সমস্ত

সীদোনীয় লোকদের দেশ। আমি ইস্রায়েল বং-
শের সম্মুখহইতে তাহাদিগকে দূর করিয়া দিব;
আমি যেমন তোমাকে আজ্ঞা করিলাম, তদ্রূপ
তুমি তাহা অধিকার করিতে ইস্রায়েল বংশকে
অংশ করিয়া দেও। ৭ এই ক্ষণে অধিকারার্থে
নব বংশকে ও মিনশির অর্দ্ধবংশকে এই দেশ
অংশ করিয়া দেও। ৮ এবং অন্য অর্দ্ধ বংশ
ও রূবেন্ বংশ ও গাদ্ বংশ যর্দ্দন নদীপারে
পূর্ব্বদিগে মূসার দত্ত আপন ২ অধিকার পাই-
য়াছে, যেহেতুক পরমেশ্বরের সেবক মূসা তাহা-
দিগকে ৯ অর্ণোন্ নদীতীরস্থ অরোয়ের্ অবধি
এবং নদীমধ্যস্থিত নগর ও দীবোন্ পর্য্যন্ত
মেদিবার সমস্ত প্রান্তর; ১০ এবং অম্মোন্ বং-
শের সীমা পর্য্যন্ত হিষ্বোনে কর্তৃত্বকারি ইমো-
রীয়দের সীহোন্ রাজার সমস্ত নগর; ১১ এবং
গিলিয়দ্ ও গিশূরীয়দের ও মাখাথীয়দের সীমা
ও তাবৎ হর্ম্মোণ্ পর্ব্বত ও সল্খা পর্য্যন্ত সমস্ত
বাশন্, ১২ অর্থাৎ অস্তারোতে ও ইদ্রিয়ীতে কর্তৃত্ব-
কারি রিফায়ীয় বংশের অবশিষ্ট ওগের বাশন্
রাজ্য দিয়াছিল; কেননা মূসা ইহাদিগকে পরা-
জয় করিয়া দূর করিয়াছিল। ১৩ তথাপি ইস্রা-
য়েল বংশ গিশূরীয়দিগকে ও মাখাথীয়দিগকে
দূর করে নাই; তাহাতে গিশূরীয়েরা ও মাখা-
থীয়েরা অদ্যাপি ইস্রায়েল বংশের মধ্যে বাস
করিতেছে। ১৪ কেবল লেবি বংশকে (মূসা) কিছু
অধিকার দিল না; পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে
ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের অগ্নিকৃত উপহার
তাহাদের অধিকার হইল।

১৫ মূসা রূবেন্ বংশের গোষ্ঠ্যনুসারে তাহা-
দিগকে অধিকার দিল। ১৬ অর্ণোন্ নদীতীরস্থ
অরোয়ের্ অবধি তাহাদের সীমা ছিল, এবং
নদীমধ্যস্থ নগর ও মেদিবার নিকটস্থ সমস্ত
প্রান্তর; ১৭ এবং হিষ্বোন্ ও প্রান্তরস্থ তাহার
সমস্ত নগর, অর্থাৎ দীবোন্ ও বামোৎ-বাল্ ও
বৈৎবাল্মিয়োন্, ১৮ ও যহস্ ও কিদেমোৎ ও
মেফাৎ, ১৯ ও কিরিয়াথয়িম্ ও সিব্মা ও তল-
ভূমির পর্ব্বতস্থ সেরৎ-শহর, ২০ ও বৈৎপি-
য়োর্ ও অস্দোৎ-পিস্গা ও বৈৎযিশীমোৎ;
২১ এবং প্রান্তরস্থ সমস্ত নগর প্রভৃতি হিষ্বোনে
কর্তৃত্বকারি ইমোরীয়দের সীহোন্ রাজার সমু-
দয় রাজ্য; কেননা মূসা তাহাকে এবং মিদি-
য়নের অধ্যক্ষগণকে অর্থাৎ দেশনিবাসি ইবি ও
রেকম্ ও সূর্ ও হূর্ ও রেবা নামে সীহোনের
অগ্রণীদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিল। ২২ ইস্রায়েল
বংশ খড়্গধারে যাহাদিগকে বধ করিল, তাহা-
দের মধ্যে বিয়োরের পুত্র মন্ত্রজ্ঞ বিলিয়ম্কেও
বধ করিল। ২৩ আর যর্দ্দন্ ও তাহার অঞ্চল
রূবেন্ বংশের সীমা ছিল; রূবেন্ বংশের
গোষ্ঠ্যনুসারে গ্রামের সহিত এই সকল নগর
তাহাদের অধিকার হইল।

২৪ আর মূসা গাদ্ বংশের গোষ্ঠ্যনুসা-
রে তাহাদিগকে অধিকার দিল। ২৫ যাসের্
ও গিলিয়দের সমস্ত নগর, ও রব্বার সম্মুখস্থ
অরোয়ের্ পর্য্যন্ত অম্মোন্ বংশের অর্দ্ধদেশ
তাহাদের সীমা হইল। ২৬ এবং হিষ্বোন্
অবধি রামৎ-মিস্পী পর্য্যন্ত ও বিটোনীম্ ও
মহনয়িম্ অবধি দিবীরের সীমা পর্য্যন্ত; ২৭ ও
তলভূমিতে বৈথারম্ ও বৈৎনিম্রা ও সুক্কোৎ
ও সাফোন্ ও হিষ্বোনের সীহোন্ রাজার অব-
শিষ্ট রাজ্য, এবং যর্দ্দনের পূর্ব্বতীর অর্থাৎ
কিন্নেরৎ হ্রদের তীর পর্য্যন্ত যর্দ্দন্ ও তাহার
অঞ্চল। ২৮ গাদ্ বংশের গোষ্ঠ্যনুসারে গ্রা-
মের সহিত এই সকল নগর তাহাদের অধি-
কার হইল।

২৯ আর মূসা মিনশির অর্দ্ধবংশের গোষ্ঠ্য-
নুসারে মিনশির অর্দ্ধবংশকে অধিকার দিল।
৩০ তাহাদের সীমা মহনয়িম্ অবধি তাবৎ বা-
শন্ দেশ অর্থাৎ বাশনস্থ ওগ রাজার সমস্ত
রাজ্য ও বাশনস্থ যায়ীরের তাবৎ নগর অর্থাৎ
ষাইট নগর; ৩১ এবং অর্দ্ধ গিলিয়দ্ ও অস্তা-
রোৎ ও ইদ্রিয়ী নগর, ওগের বাশনস্থ রাজ্যস্থিত
এই সকল নগর মিনশির পুত্র মাখীর বংশের
অর্থাৎ গোষ্ঠ্যনুসারে মাখীরের অর্দ্ধবংশের
অধিকার হইল। ৩২ যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে যিরী-
হোর সমীপে মোয়াবের প্রান্তরে মূসা এই সকল
দেশ অধিকারার্থে অংশ করিয়া লোকদিগকে
দিয়াছিল। ৩৩ কিন্তু লেবির বংশকে মূসা কোন
দেশাধিকার দিল না; তাহাদের প্রতি আপন
বাক্যানুসারে ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর তাহা-
দের অধিকারস্বরূপ হইলেন।

১৪ অধ্যায়।

১ সাড়ে নয় বংশের, ৬ ও কালেবের অধিকারের কথা।

১ অপর কিনান্‌দেশে অধিকারের জন্যে ইস্রা-
য়েল বংশের মধ্যে ইলিয়াসর যাজক ও নূনের
পুত্র যিহোশূয় এবং ইস্রায়েল বংশের প্রধান
লোক কর্তৃক এই সকল অংশীকৃত হইল। ২ সাড়ে
নয় বংশের বিষয়ে পরমেশ্বর মূসাদ্বারা যেরূপ
আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদনুসারে গুলিবাঁটদ্বারা
তাহাদের অধিকার স্থির হইল। ৩ যর্দ্দনের পূর্ব্ব-
পারে মূসা তাহাদের আড়াই বংশকে অধি-
কার দিয়াছিল, কিন্তু লেবির বংশকে অধিকার
দিল না। ৪ যূষফের সন্তানেরা মিনশি ও ইফ্র-
য়িম এই দুই বংশ হইল; কিন্তু লেবি বংশকে
কতকগুলি বাসনগর এবং পশ্বাদি সংস্থানার্থে
তাহার প্রান্তর ব্যতিরেকে দেশের মধ্যে আর

কোন অংশ দেওয়া গেল না। ৫ পরমেশ্বর মূসাকে
যে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, ইস্রায়েল বংশ তদনু-
সারে কর্ম্ম করিয়া আপনাদের মধ্যে দেশ বিভাগ
করিয়া লইল।

৬ ঐ সময়ে যিহূদা বংশ গিল্‌গলে যিহোশূয়ের
নিকটে আইলে কিনসীয় যিফুন্নির পুত্র কালেব্‌
তাহাকে কহিল, পরমেশ্বর তোমার ও আমার
বিষয়ে কাদেশ্‌-বর্ণেয়ে আপন সেবক মূসাকে
যে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ।
৭ আমার চল্লিশ বৎসর বয়সের সময়ে পরমে-
শ্বরের সেবক মূসা দেশ নিরীক্ষণ করিতে কা-
দেশ্‌বর্ণেয়হইতে আমাকে প্রেরণ করিয়াছিল,
তাহাতে আমি সরল মনে তাহার নিকটে সংবাদ
আনিয়া দিলাম। ৮ আমার যে ভ্রাতৃগণ আমার
সহিত গিয়াছিল, তাহারা লোকদের মন বিষণ্ণ
করিল; কিন্তু আমি সম্পূর্ণ রূপে আপন প্রভু
পরমেশ্বরের অনুগত থাকিলাম। ৯ এই জন্যে
মূসা ঐ দিবসে দিব্য করিয়া কহিল, যে ভূমির
উপরে তোমার পদার্পণ হইল, সেই ভূমি তো-
মার ও তোমার বংশের নিত্য অধিকার হইবে;
কেননা তুমি সম্পূর্ণরূপে আমার প্রভু পরমে-
শ্বরের অনুগত হইয়াছ। ১০ এখন দেখ, প্রান্তরে
ইস্রায়েল বংশের ভ্রমণ কালে যে সময়ে পর-
মেশ্বর মূসাকে এই কথা কহিয়াছিলেন, তদবধি
পরমেশ্বর আপন বাক্যানুসারে পঁয়তাল্লিশ বৎ-
সর আমাকে জীবৎ রাখিয়াছেন; অদ্য আমি
পঞ্চাশীতি বৎসর বয়স্ক হইলাম। ১১ মূসা যে
দিবসে আমাকে প্রেরণ করিয়াছিল, সেই দিবসে
আমি যেমন বলবান্‌ ছিলাম, অদ্যাপি তদ্রূপ
আছি; যুদ্ধ করণার্থে ও গমনাগমন করণার্থে
আমার তখন যেমন শক্তি ছিল, এখনো সেই রূপ
আছে। ১২ অতএব সে দিবসে পরমেশ্বর যে
পর্ব্বতের বিষয়ে কহিয়াছিলেন, এই সেই পর্ব্বত
আমাকে দেও; কেননা অনাকীয়েরা সেখানে
থাকে, এবং নগর সকল বৃহৎ ও প্রাচীর-
বেষ্টিত, ইহা তুমি সে দিবসে শুনিয়াছিলা; কিন্তু
পরমেশ্বর যদি আমার সহিত থাকেন, তবে পর-
মেশ্বরের বাক্যানুসারে আমি অবশ্য তাহাদি-
গকে দূর করিয়া দিব। ১৩ তাহাতে যিহোশূয়
তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিল, এবং যিফুন্নির পুত্র
কালেব্‌কে অধিকারার্থে হিব্রোণ্‌ দিল। ১৪ এই
রূপে হিব্রোণ্‌ অদ্য পর্য্যন্ত কিনসীয় যিফুন্নির
পুত্র কালেবের অধিকার হইয়া আসিতেছে;
কেননা সে সম্পূর্ণরূপে ইস্রায়েলের প্রভু পর-
মেশ্বরের অনুগত ছিল। ১৫ পূর্ব্বকালে ঐ হিব্রো-
ণের নাম কিরিয়থর্ব ছিল; ঐ অর্ব অনাকীয়দের
মধ্যে প্রধান লোক ছিল। পরে দেশে যুদ্ধের
বিরাম হইল।

১৫ অধ্যায়।

১ যিহূদা বংশের সীমা নির্ণয়, ১৩ ও হিব্রোণ জয় করিয়া কালেবের অধিকার প্রাপ্তি, ১৬ ও দিবীর জয় করিয়া কালেবের কন্যা গ্রহণকারি অৎনীয়েলের কথা, ২০ ও যিহূদার অধিকারের নগর নির্ণয় ও যিবূষীয়দের পরাস্ত না হওনের কথা।

১ অপর আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে যিহূদা বংশের
অংশের সীমা নির্ণয়; ইদোমীয় সীমার পার্শ্বস্থ
সীন্‌ প্রান্তর দক্ষিণদিগে তাহার দক্ষিণপ্রান্ত ছিল।
২ এবং তাহার দক্ষিণ সীমা লবণ সমুদ্রের প্রান্ত
অর্থাৎ দক্ষিণদিগভিমুখ খাড়ী অবধি ৩ দক্ষিণদিক্‌
প্রতি অক্রব্বীম নামক ঊর্দ্ধগামি পথ দিয়া সীন্‌
পর্য্যন্ত গেল, এবং দক্ষিণে কাদেশ-বর্ণেয় পর্য্যন্ত
ঊর্দ্ধগামী হইল; পরে হিষ্রোণে যাইয়া অদ্দরের
প্রতি ঊর্দ্ধগামী হইয়া কর্ক্কা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া গেল।
৪ পরে অস্‌মোনের প্রতি হইয়া মিসরনদী পর্য্যন্ত
নির্গমন করিল, ঐ সীমার অন্তভাগ সমুদ্রে ছিল;
এই তোমাদের দক্ষিণ সীমা হইবে। ৫ এবং
পূর্ব্বসীমা যর্দ্দনের মুহানা পর্য্যন্ত লবণ সমুদ্র;
এবং উত্তর দিগের সীমা যর্দ্দনের মুহানা অর্থাৎ
ঐ সমুদ্রের খাড়ী অবধি ৬ বৈথগ্লার প্রতি গমন
করিয়া বৈথরাবার উত্তরদিগ্‌ হইয়া গেল, পরে
সে সীমা রূবেন্‌ বংশীয় বোহনের প্রস্তর পর্য্যন্ত
উঠিয়া গেল। ৭ পরে সে সীমা আখোর তল-
ভূমিহইতে দিবীরের দিগে গেল; পরে নদীর
দক্ষিণ পারস্থ অদুম্মীমের দিগে ঊর্দ্ধগামি পথের
সম্মুখস্থ গিল্‌গলের প্রতি মুখ করিয়া উত্তরদিগে
গেল, ও ঐন্‌-শেমশ্‌ নামক জলাশয়ের প্রতি চলিয়া
গেল, ও তাহার অন্তভাগ ঐন্‌-রোগেলে ছিল।
৮ সে সীমা বিন্‌-হিন্নোম্‌ নামে তলভূমি দিয়া
উঠিয়া যিবূষের অর্থাৎ যিরূশালমের দক্ষিণ পার্শ্বে
গেল; পরে ঐ সীমা পশ্চিমে হিন্নোম্‌ নামে
তলভূমির সম্মুখে অর্থাৎ রিফায়িম্‌ নামে সম-
ভূমির উত্তরপ্রান্তে স্থিত পর্ব্বতশৃঙ্গ পর্য্যন্ত গেল।
৯ পরে ঐ সীমা সেই পর্ব্বতের শৃঙ্গ অবধি নিপ্তো-
হের জলের উনুই পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল, এবং
ইফ্রোণ পর্ব্বতস্থ নগরে তাহার অন্তভাগ ছিল।
এবং সে সীমা বালা অর্থাৎ কিরিয়ৎ-যিয়ারীম্‌
নগরেতে আকৃষ্ট হইল; ১০ পরে সে সীমা
বালাহইতে সেয়ীর্‌ পর্ব্বত পর্য্যন্ত পশ্চিম দিগে
ঘুরিয়া যিয়ারীম্‌ পর্ব্বতের পৃষ্ঠ দিয়া উত্তর দিগে
খিষালোন্‌ পর্য্যন্ত গেল; পরে বৈৎশেমশে অধো-
গামী হইয়া তিম্নাথা পর্য্যন্ত গেল। ১১ এবং
সে সীমা ইক্রোণের উত্তরদিক্‌ পর্য্যন্ত গমন করিল;
পরে সে সীমা শিক্রোণ্‌ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল,
এবং বালা পর্ব্বত হইয়া যব্‌নিয়েলে তাহার অন্ত-
ভাগ ছিল; ঐ সীমার অন্তভাগ সমুদ্রে ছিল।
১২ এবং পশ্চিম সীমা মহাসমুদ্র ও তাহার তট

পর্য্যন্ত; আপম ২ গোষ্ঠ্যনুসারে যিহূদা বংশের
চতুর্দ্দিক্‌স্থিত সীমা এই সকল জানিবা।
১৩ অপর যিহোশূয় পরমেশ্বরের আজ্ঞানু-
সারে যিহূদা বংশের মধ্যে যিফুন্নির পুত্র কালে-
বের অংশার্থে অনাকের পিতা অর্ব নামে বি-
খ্যাত কিরিয়থর্ব অর্থাৎ হিব্রোণ্ দিল। ১৪ এবং
কালেব্ তথাহইতে অনাকের বংশ শেশয়্ ও
অহীমান্ ও তল্‌ময় নামে অনাকের তিন পুত্রকে
দূর করিল। ১৫ পরে তথাহইতে দিবীর্ নিবাসি-
দের নিকটে গমন করিল; পূর্ব্বকালে ঐ দিবীর
কিরিয়ৎ-সেফর্ নামে বিখ্যাত ছিল।
১৬ সেই সময়ে কালেব্ কহিল, যে জন কিরি-
য়ৎ-সেফর্ আক্রমণ করিয়া হস্তগত করিবে, তাহার
সহিত আমি অক্‌ষা নামে আপন কন্যার বি-
বাহ দিব। ১৭ তাহাতে কালেবের ভ্রাতা যে কি-
নস্, তাহার পুত্র অৎনীয়েল্ তাহা হস্তগত করিলে
সে তাহার সহিত অক্‌ষা নামে আপন কন্যার
বিবাহ দিল। ১৮ অপর ঐ কন্যা আগমন কালে
আপন পিতার নিকটে এক ক্ষেত্র চাহিতে (স্বা-
মির) সম্মতি লইয়া গর্দ্দভহইতে নামিল; তাহাতে
কালেব্ তাহাকে কহিল, তুমি কি চাহ? ১৯ সে
উত্তর করিল, আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন,
কেননা দক্ষিণস্থা ভূমি আমাকে দিয়াছেন, এখন
জলের উনুই আমাকে দিউন; তাহাতে সে উপ-
রিস্থ ও অধঃস্থ উনুই তাহাকে দিল।
২০ আর আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে যিহূদা বং-
শের এই সকল অধিকার। ২১ দক্ষিণদিগে ইদো-
মের সীমার নিকটে যিহূদা বংশের প্রান্তস্থিত
নগর কব্‌সেল্ ও এদর্ ও যাগূর্, ২২ ও কীনা ও
দীমোনা ও অদাদা, ২৩ ও কেদশ্ ও হাৎসোর্ ও
যিৎনন্, ২৪ ও সীফ্ ও টেলম্ ও বালোৎ, ২৫ ও
হাৎসোর্-হদত্তা ও কিরিয়োৎ ও হিষ্রোণ্ কিম্বা
হাৎসোর্, ২৬ ও অমাম্ ও শিমা ও মোলাদা,
২৭ ও হৎসর-গদ্দা ও হিষ্‌মোন্ ও বৈৎপেলট,
২৮ ও হৎসর্-শিয়াল্ ও বেরশেবা ও বিষিয়োথিয়া,
২৯ ও বালা ও ইয়ীম্ ও এৎসম্, ৩০ ও ইল্‌তোলদ্
ও কিষীল্ ও হর্মা, ৩১ ও সিক্লগ্ ও মদ্‌মন্না
ও সন্‌সন্না, ৩২ ও লিবায়োৎ ও শিল্‌হীম্ ও ঐন্
ও রিম্মোন্, তাহাদের গ্রামশুদ্ধ সকলে উন-
ত্রিশ নগর ছিল। ৩৩ এবং তলভূমিতে ইষ্টা-
য়োল্ ও সরিয় ও অস্‌না, ৩৪ ও সানোহ ও
ঐন্‌গন্নীম্ ও তপূহ ও ঐনম্, ৩৫ ও যর্মূৎ ও
অদুল্লম্ ও সোখো ও অসেকা, ৩৬ ও শারয়িম
ও অদীথয়িম্ ও গিদেরা ও গিদেরোথয়িম্; তা-
হাদের গ্রামশুদ্ধ চৌদ্দ নগর ছিল। ৩৭ এবং
সিনন্ ও হদাশা ও মিগ্‌দল্‌গাদ, ৩৮ ও দিলিয়ন্ ও
মিস্‌পী ও যক্তেল্, ৩৯ ও লাখীশ্ ও বস্কৎ ও
ইগ্লোন্, ৪০ ও কব্বোন্ ও লহমস্ ও কিৎলীশ্,
৪১ ও গিদেরোৎ ও বৈৎদাগোন্, ও নয়মা ও
মক্কেদা, তাহাদের গ্রামশুদ্ধ ষোল নগর ছিল।
৪২ এবং লিব্‌না ও এথর্ ও আশন্, ৪৩ ও যিপ্তহ
ও অস্‌না ও নিৎসীব্, ৪৪ ও কিয়ীলা ও অক্‌ষীব্
ও মারেশা, তাহাদের গ্রামশুদ্ধ নয় নগর ছিল।
৪৫ এবং ইক্রোণ্ ও তাহার নগর ও গ্রাম;
৪৬ এবং ইক্রোণ্ অবধি সমুদ্র পর্য্যন্ত অস্‌দোদের
নিকটস্থ সমস্ত স্থান ও গ্রাম; ৪৭ অর্থাৎ অস্-
দোদ্ ও তাহার নগর ও গ্রাম, এবং অসা ও
মিসরনদী পর্য্যন্ত তাহার নগর ও গ্রাম; এবং
মহাসমুদ্র তাহার সীমা ছিল।
৪৮ পর্ব্বতে শামীর্ ও যত্তীর্ ও সোখো, ৪৯ ও
দন্না ও কিরিয়ৎ-সন্না অর্থাৎ দিবীর্, ৫০ ও
আনব্ ও ইষ্টিমোয় ও আনীম্, ৫১ ও গোশন্
ও হোলোন্ ও গীলো, তাহাদের গ্রামশুদ্ধ এগার
নগর ছিল। ৫২ এবং অরব্ ও দূমা ও ইশিয়ন্
৫৩ ও যানূম ও বৈত্তপূহ ও অফেকা, ৫৪ ও হুম্‌টা
ও কিরিয়থর্ব অর্থাৎ হিব্রোণ্ ও সীয়োর, তাহা-
দের গ্রামশুদ্ধ নয় নগর ছিল। ৫৫ এবং মায়োন্
ও কর্ম্মিল্ ও সীফ্ ও যুটা, ৫৬ ও যিষ্রিয়েল্ ও
যগ্দিয়াম্ ও সানোহ, ৫৭ ও কয়িন্ ও গিবিয়া ও
তিম্নাথা, তাহাদের গ্রামশুদ্ধ দশ নগর ছিল।
৫৮ এবং হল্‌হূল্ ও বৈৎসূর ও গিদোর, ৫৯ ও
মারৎ ও বৈথনোৎ ও ইল্‌তিকোন্, তাহাদের
গ্রামশুদ্ধ ছয় নগর ছিল। ৬০ এবং কিরিয়ৎ-বাল
অর্থাৎ কিরিয়ৎ-যিয়ারীম ও রব্বা, তাহাদের গ্রাম-
শুদ্ধ দুই নগর ছিল।
৬১ প্রান্তরে বৈথরাবা ও মিদ্দীন্ ও সিকাখা,
৬২ ও নিব্‌শন্ ও লবণ নগর ও ঐন্‌গিদী, তাহা-
দের গ্রামশুদ্ধ ছয় নগর ছিল। ৬৩ কিন্তু যিহূদা
বংশ যিরূশালম্ নিবাসি যিবূষীয়দিগকে দূর
করিতে পারিল না; তাহাতে যিবূষীয়েরা অদ্যা-
বধি যিহূদা বংশের সহিত যিরূশালমে বাস
করিতেছে।

১৬ অধ্যায়।

১ যুষফ বংশের সীমা নির্ণয়, ৫ বিশেষতঃ ইফ্রয়িম
বংশের সীমা নির্ণয়।

১ অপর যূষফ বংশের অংশ যিরীহোর নিক-
টস্থ যর্দ্দন্ অর্থাৎ পূর্ব্বদিক্‌স্থিত যিরীহোর জল
অবধি যিরীহোহইতে বৈথেল্ পর্ব্বতে উর্দ্ধগামি
প্রান্তরে আরম্ভ করিয়া ২ বৈথেল্‌হইতে লূসে
গমন করিল, ও অর্কীয় সীমাস্থ অটারোতে গমন
করিল। ৩ এবং পশ্চিমদিগে যফ্‌লেটীয় সীমার
প্রতি নীচস্থ বৈথোরোণের সীমা ও গেষর্ পর্য্যন্ত
গমন করিল, ও তাহার অন্তভাগ সমুদ্রে ছিল।
৪ এই রূপে যূষফের বংশ মিনশি ও ইফ্রয়িম্
আপন ২ অধিকার গ্রহণ করিল।

৫ আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে ইফ্রয়িম্ বংশের
সীমা; পূর্ব্বদিগে ঊর্দ্ধস্থ বৈথোরোণ্ পর্য্যন্ত অটা-
রোৎ-অদ্দর্ তাহাদের অধিকারের সীমা; ৬ ঐ
সীমা পশ্চিমদিগে মিক্মিথতের উত্তরে নির্গতা
হইল; পরে সে সীমা পূর্ব্বদিগে ঘুরিয়া তানৎ-
শীলো পর্য্যন্ত যাইয়া তাহার নিকট হইয়া যা-
নোহের পূর্ব্বদিগে গেল। ৭ পরে যানোহহইতে
অটারোৎ ও নারৎ হইয়া যিরীহো পর্য্যন্ত গিয়া
যর্দ্দনে নির্গতা হইল। ৮ পরে সে সীমা তপূহ-
হইতে পশ্চিমদিগ্ হইয়া কান্নানদী দিয়া গেল,
ও তাহার অন্তভাগ সমুদ্রেতে ছিল; আপন ২
গোষ্ঠ্যনুসারে ইফ্রয়িম্ বংশের এই অধিকার।
৯ এবং মিনশি বংশের অধিকারের মধ্যে ইফ্র-
য়িম্ বংশের পৃথক্ ২ নগর ও তাহার গ্রাম
ছিল। ১০ তাহারা গেষরবাসি কিনানীয়দিগকে
দূর না করাতে কিনানীয়েরা অদ্য পর্য্যন্ত ইফ্র-
য়িম বংশের মধ্যে বাস করিয়া করাধীন হইয়া
তাহাদের সেবা করিতেছে।

১৭ অধ্যায়।

১ মিনশি বংশের অধিকার নির্ণয়, ৭ ও দেশের সীমা প্রভৃতি নির্ণয়, ১৪ ও যূষফ বংশের প্রতি যিহোশূয়ের কথা।

১ পরে মিনশি বংশের জন্যে এক অংশ হইল,
কেননা সে যূষফের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কিন্তু গিলি-
য়দের পিতা অর্থাৎ মিনশির জ্যেষ্ঠ পুত্র মা-
খীর যোদ্ধা হওন প্রযুক্ত গিলিয়দ্ ও বাশন্
পাইয়াছিল। ২ অতএব এই অংশ আপন ২
গোষ্ঠ্যনুসারে মিনশির অন্য ২ বংশের হইল,
অর্থাৎ অবীয়েষরের বংশ ও হেলকের বংশ
ও অস্রীয়েলের বংশ ও শেখমের বংশ ও হেফ-
রের বংশ ও শিমীদার বংশ ইহাদের অংশ
হইল; এই সকলে আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে যূষ-
ফের পুত্র মিনশির পুত্রসন্তান ছিল। ৩ কিন্তু
মিনশির বৃদ্ধ প্রপৌত্র মাখীরের প্রপৌত্র গি-
লিয়দের পৌত্র হেফরের পুত্র সিলফদের পুত্র-
সন্তান ছিল না; মহলা ও নোয়া ও হগ্লা ও
মিল্কা ও তির্সা নামে কেবল কন্যা ছিল। ৪ তা-
হারা ইলিয়াসর্ যাজকের ও নূনের পুত্র যিহো-
শূয়ের ও অধ্যক্ষগণের সাক্ষাতে আসিয়া কহিল,
আমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে আমাদিগকে এক
অধিকার দিতে পরমেশ্বর মূসাকে আজ্ঞা করি-
য়াছিলেন; তাহাতে সে পরমেশ্বরের আজ্ঞানু-
সারে তাহাদের পিতার ভ্রাতৃগণের মধ্যে তা-
হাদিগকে এক অধিকার দিল। ৫ তাহাতে যর্দ্দনের
ওপারস্থিত গিলিয়দ্ ও বাশন্ ভিন্ন মিনশির দশ
অংশ হইল। ৬ কেননা মিনশির পুত্রদের মধ্যে
কন্যাদেরও অধিকার ছিল; এবং মিনশির অব-
শিষ্ট পুত্রগণ গিলিয়দ্ দেশ পাইল।

৭ আশের অবধি শিখিমের সম্মুখস্থিত মিক্-
মিথৎ পর্য্যন্ত মিনশির সীমা ছিল; ঐ সীমা
দক্ষিণদিগ হইয়া ঐন্তপূহ নিবাসিদের নিকট
পর্য্যন্ত গেল। ৮ মিনশি তপূহ দেশ পাইল, কিন্তু
মিনশির সীমাস্থ তপূহ নগর ইফ্রয়িম্ বংশের
অধিকার হইল। ৯ ঐ সীমা কান্না নদীর দক্ষিণ
তীরে নামিয়া গেল; ইফ্রয়িমের এই সকল নগর
মিনশির নগরের মধ্যে ছিল; মিনশির সীমা
নদীর উত্তরদিগে ছিল, এবং তাহার অন্তভাগ
সমুদ্রে ছিল। ১০ দক্ষিণদিগে ইফ্রয়িমের ও উত্তর
দিগে মিনশির অধিকার ছিল, এবং সমুদ্র তা-
হার সীমা ছিল; এবং উত্তরদিগে আশেরে ও
পূর্ব্বদিগে ইষাখরে যুক্ত হইল। ১১ এবং ইষা-
খরের ও আশেরের মধ্যে গ্রামের সহিত বৈৎ-
শান্ ও গ্রামের সহিত যিব্লিয়ম্ ও গ্রামের
সহিত দোর্ ও গ্রামের সহিত ঐন্-দোর্ ও গ্রা-
মের সহিত তানক্ ও গ্রামের সহিত মগিদ্দো এই
তিন দেশ মিনশি পাইল। ১২ তথাপি মিনশির
বংশ সেই নগরস্থদিগকে দূর করিতে পারিল
না, কিনানীয় লোকেরা সেই দেশে বাস করি-
তে সম্মত হইল। ১৩ পরে ইস্রায়েল বংশ পরা-
ক্রান্ত হইয়া কিনানীয়দিগকে করাধীন করিল, কিন্তু
নিঃশেষে দূর করিল না।

১৪ পরে যূষফের বংশ যিহোশূয়ের কাছে
নিবেদন করিয়া কহিল, তুমি অধিকারার্থে আ-
মাদিগকে কেবল এক অংশ ও এক ভাগ কেন
দিলা? পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে আমরা এতাবৎ
কালের মধ্যে বৃহৎ বংশ হইয়াছি। ১৫ তাহা-
তে যিহোশূয় তাহাদিগকে কহিল, যদি তোমরা
বৃহৎ বংশ, তবে ঐ অরণ্যে উঠিয়া যাও; এই
ইফ্রয়িম্ পর্ব্বত যদি সঙ্কীর্ণ বোধ হয়, তবে ঐ
স্থানে পিরিষীয়দের ও রিফায়ীয়দের দেশে আ-
পনাদের জন্যে বন কাটিয়া ফেল। ১৬ তাহাতে
যূষফের বংশ কহিল, এই পর্ব্বতে আমাদের
সম্পোষ্য হয় না, এবং তলভূমিতে, বিশেষতঃ
বৈৎশানে ও তাহার গ্রামে এবং যিষ্রিয়েলের
তলভূমিতে যে সকল কিনানীয় লোক বাস করে,
তাহাদের লৌহ রথ আছে। ১৭ পরে যিহো-
শূয় যূষফের বংশ ইফ্রয়িম্ ও মিনশিকে কহিল,
তোমরা বৃহদ্বংশ ও পরাক্রমবিশিষ্ট; তোমাদের
কেবল একাংশ হইবে না। ১৮ কিন্তু পর্ব্বত তো-
মাদের হইবে, তাহাতে বন আছে, এবং সেই
বন তোমরা কাটিয়া ফেলিলে তাহার অধোভাগ
তোমাদের হইবে; কিনানীয়দের লৌহ রথ থা-
কিলেও এবং তাহারা পরাক্রান্ত হইলেও তোমরা
তাহাদিগকে দূর করিয়া দিবা।

১৮ অধ্যায়।

১ আবাসের স্থাপন, ২ ও দেশ নির্ণয়ার্থে লোক প্রেরণ

১০ ও দেশ বিভাগ করণ, ১১ ও বিন্যামীনের অধি-
কার নির্ণয় ও নগরের নাম।

১ পরে ইস্রায়েল বংশের তাবৎ মণ্ডলী শীলোতে
সমাগত হইয়া সেই স্থানে মণ্ডলীর আবাস স্থাপন
করিল; দেশ তাহাদের সম্মুখে পরাজিত ছিল।
২ ঐ সময়ে ইস্রায়েল বংশের মধ্যে অধি-
কার অপ্রাপ্ত সাত বংশ অবশিষ্ট ছিল। ৩ তা-
হাতে যিহোশূয় ইস্রায়েল বংশকে কহিল, তো-
মাদের পৈতৃক প্রভু পরমেশ্বর তোমাদিগকে যে
দেশ দিলেন, সেই দেশে যাইয়া তাহা অধিকার
করিতে তোমরা আর কত কাল শৈথিল্য করিবা?
৪ তোমরা আপনাদের এক ২ বংশের মধ্যহইতে
তিন ২ জনকে দেও; আমি তাহাদিগকে প্রেরণ
করিব, তাহারা যাইয়া দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া
আপনাদের অধিকারানুসারে তাহা নির্ণয় করি-
য়া আমার নিকটে ফিরিয়া আসিবে। ৫ এবং
তাহারা তাহা সাত অংশ করিবে; দক্ষিণদিগে
আপন সীমাতে যিহূদা থাকিবে, এবং উত্তরদিগে
আপন সীমাতে যূষফের বংশ থাকিবে। ৬ এই
রূপে তোমরা দেশকে সাত অংশ করিয়া নক্সা
লিখিয়া আমার কাছে আনিবা; আমি এই স্থানে
আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের সাক্ষাতে তোমা-
দের নিমিত্তে গুলিবাঁট করিব। ৭ কিন্তু তোমা-
দের মধ্যে লেবীয়দের কোন অংশ নাই, কেননা
পরমেশ্বরের যাজকত্বপদ তাহাদের অধিকার;
আর গাদ্ বংশ ও রূবেন্ বংশ ও মিনশির অর্দ্ধ
বংশ পূর্ব্বদিগে যর্দ্দনের ওপারে পরমেশ্বরের
সেবক মূসার দত্ত আপনাদের অধিকার পাই-
য়াছে। ৮ পরে সেই লোকেরা উঠিয়া যাত্রা করিল;
যিহোশূয় সেই দেশনির্ণয়কারিদিগকে এই আজ্ঞা
দিল, তোমরা যাইয়া দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করি-
য়া দেশ নির্ণয় করিলে পর আমার নিকটে ফি-
রিয়া আইস; তাহাতে আমি এই শীলোতে
পরমেশ্বরের সাক্ষাতে তোমাদের জন্যে গুলিবাঁট
করিব। ৯ পরে ঐ লোকেরা যাইয়া দেশের সর্ব্বত্র
ভ্রমণ করিল, এবং নগরানুসারে সাত অংশ
করিয়া পত্রেতে তাহার নির্ণয় লিখিল; পরে
শীলোস্থিত শিবিরে যিহোশূয়ের নিকটে ফিরি-
য়া আইল।
১০ পরে যিহোশূয় শীলোতে পরমেশ্বরের সা-
ক্ষাতে তাহাদের জন্যে গুলিবাঁট করিল; এই
রূপে যিহোশূয় সেই স্থানে ইস্রায়েলের বংশ-
দের অংশানুসারে দেশ বিভাগ করিয়া তাহা-
দিগকে দিল।
১১ বিন্যামীন্ বংশের আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে
অংশ উঠিল, তাহাদের অধিকারের সীমা যি-
হূদা বংশের ও যূষফ বংশের মধ্যে হইল।
১২ তাহাদের উত্তর সীমা যর্দ্দন্ অবধি যিরীহোর
উত্তরপার্শ্ব দিয়া গেল, পরে পর্ব্বতের মধ্য দিয়া
পশ্চিম দিগে বৈথাবন্ প্রান্তর পর্য্যন্ত গেল।
১৩ তথাহইতে ঐ সীমা বৈথেলের দক্ষিণস্থ লূসের
পার্শ্ব পর্য্যন্ত গেল, এবং নীচস্থ বৈথোরোণের
দক্ষিণে স্থিত পর্ব্বত দিয়া অটারোৎ-অদ্দরের
প্রতি নামিয়া গেল। ১৪ তথাহইতে ঐ সীমা আকৃ-
ষ্টা হইয়া পশ্চিমদিগভিমুখ হইয়া বৈথোরোণের
দক্ষিণে স্থিত পর্ব্বত অবধি দক্ষিণদিগে গিয়া কিরি-
য়ৎবাল অর্থাৎ কিরিয়ৎ-যিয়ারীম নামে যিহূদা
বংশের নগর পর্য্যন্ত গেল; ইহা পশ্চিম সীমা।
১৫ এবং দক্ষিণ সীমা কিরিয়ৎ-যিয়ারীমের প্রান্তা-
বধি গেল, এবং সে সীমা পশ্চিম দিগে নির্গতা
হইয়া নিপ্তোহের উনুই পর্য্যন্ত গমন করিল।
১৬ এবং ঐ সীমা রিফায়ীম্ তলভূমির উত্তর-
দিক্স্থিত ও বিন-হিন্নোম উপত্যকার সম্মুখস্থ পর্ব্ব-
তের প্রান্ত পর্য্যন্ত নামিয়া গেল, এবং হিন্নোম
উপত্যকা দিয়া যিবূষের দক্ষিণ পার্শ্বে নামিয়া
আসিয়া ঐন্-রোগেলে গেল। ১৭ অপর উত্তর-
দিগে আকৃষ্টা হইয়া ঐন্শেমশে গমন করিল,
এবং অদুম্মীমে ঊর্দ্ধগামি পথসম্মুখস্থ গিলীলো-
তের প্রতি নির্গতা হইয়া রূবেন্ বংশীয় বোহ-
নের প্রস্তর পর্য্যন্ত নামিয়া গেল। ১৮ এবং উত্তর-
দিগে অরাবার সম্মুখস্থ পার্শ্বে গিয়া অরাবাতে
নামিল। ১৯ এবং ঐ সীমা বৈথগ্লার উত্তর পার্শ্ব
পর্য্যন্ত গেল; যর্দ্দনের দক্ষিণ দিক্স্থ লবণ সমু-
দ্রের উত্তর খাড়ী সেই সীমার প্রান্ত ছিল, ইহা
দক্ষিণ সীমা। ২০ এবং পূর্ব্বদিগে যর্দ্দন্ নদী
তাহার সীমা ছিল; আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে
বিন্যামীন্ বংশের চতুর্দ্দিক্স্থিত এই অধিকার
ছিল। ২১ আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে বিন্যামীন্ বং-
শের নগর যিরীহো ও বৈথগ্লা ও কিৎসীসের
তলভূমি, ২২ ও বৈথরাবা ও সিমারয়িম্ ও বৈ-
থেল্, ২৩ ও অব্বীম্ ও পারা ও অফ্রা, ২৪ ও
কফরম্মোনী ও অফ্নি ও গেবা; গ্রামশুদ্ধ
এই দ্বাদশ নগর ছিল। ২৫ এবং গিবিয়োন্ ও
রামৎ ও বেরোৎ, ২৬ ও মিস্পী ও কিফীরা ও
মোৎসা, ২৭ ও রেকম্ ও যির্পেল্ ও তরলা,
২৮ ও সেলা ও এলফ ও যিবূষ্ অর্থাৎ যিরূশা-
লম্, এবং গিবিয়া ও কিরিয়ৎ; গ্রামশুদ্ধ এই
চৌদ্দ নগর আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে বিন্যামীন্
বংশের অধিকার হইল।

১৯ অধ্যায়।

১ শিমিয়োন্ বংশের অংশ, ১০ ও সিবূলূন্ বংশের
অংশ, ১৭ ও ইষাখর্ বংশের অংশ, ২৪ ও আ-
শের্ বংশের অংশ, ৩২ ও নপ্তালি বংশের অংশ,
৪০ ও দান্ বংশের অংশ, ৪৯ ও যিহোশূ-
য়ের অংশ।

১ পরে দ্বিতীয় অংশ শিমিয়োনের অর্থাৎ আ-

পন২ গোষ্ঠ্যনুসারে শিমিয়োন্ বংশের নামে
উঠিল; তাহাদের অধিকার যিহূদা বংশের
অধিকারের মধ্যে হইল। ২ তাহাদের অধি-
কারের মধ্যে বেরশেবা ও শেবা ও মোলাদা
ছিল; ৩ এবং হৎসর্শিয়াল্ ও বালা ও এৎ-
সম্, ৪ ও ইল্‌তোলদ্ ও বিথূল্ ও হর্ম্মা, ৫ ও
সিক্লগ্ ও বৈৎমর্কাবোৎ ও হৎসর্-সূষীম্, ৬ ও
বৈৎলিবায়োৎ ও শারূহন্; আপন২ গ্রামশুদ্ধ
তেরো নগর ছিল। ৭ এবং ঐন্ ও রিম্মোন্
ও এথর্ ও আশন্, আপন২ গ্রামশুদ্ধ চারি
নগর ছিল। ৮ এবং বালৎ-বের ও দক্ষিণ দে-
শস্থ রামৎ পর্য্যন্ত ঐ২ নগরের চতুর্দ্দিক্‌স্থিত
সমস্ত গ্রাম আপন২ গোষ্ঠ্যনুসারে শিমিয়োন্
বংশের অধিকার হইল। ৯ শিমিয়োন্ বং-
শের এই অধিকার যিহূদা বংশের অধিকা-
রের এক ভাগ ছিল, কেননা যিহূদা বংশের
অংশ আপনার প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক
ছিল, অতএব শিমিয়োন বংশ তাহাদের অধি-
কারের মধ্যে অধিকার পাইল।
১০ অপর তৃতীয় অংশ আপন২ গোষ্ঠ্যনু-
সারে সিবূলূন্ বংশের নামে উঠিল; সারীদ্
পর্য্যন্ত তাহাদের অধিকারের সীমা হইল।
১১ তাহাদের সীমা পশ্চিমে অর্থাৎ মরিয়লার
দিগে উঠিয়া গেল, এবং দব্বেশৎ পর্য্যন্ত যাইয়া
যগ্নিয়ামের সম্মুখস্থ নদী পর্য্যন্ত গেল। ১২ এবং
সারীদ্‌হইতে পূর্ব্বদিগে অর্থাৎ সূর্য্যোদয় দিগে
ফিরিয়া কিশ্‌লোৎ-তাবোরের সীমা পর্য্যন্ত গেল;
পরে দাবিরৎ পর্য্যন্ত নির্গত হইয়া যাফিয়ে
উঠিয়া গেল। ১৩ এবং তথাহইতে পূর্ব্বদিগ
হইয়া গাৎ-হেফর্ দিয়া এৎকাৎসীন্ পর্য্যন্ত হইয়া
রিম্মোন্-মিথোয়র্ ও নেয় পর্য্যন্ত গেল। ১৪ এবং
ঐ সীমা হন্নাথোনের উত্তরদিগে তাহা বেষ্টন
করিয়া যিপ্তহেল্ তলভূমি পর্য্যন্ত গেল। ১৫ এবং
কটৎ ও নহলোল্ ও শিম্রোণ ও যিদালা ও
বৈৎলেহম্; গ্রামশুদ্ধ সকলে দ্বাদশ নগর ছিল।
১৬ আপন২ গোষ্ঠ্যনুসারে সিবূলূন্ বংশের
এই সকল নগর ও তাহার গ্রাম অধিকার হইল।
১৭ পরে চতুর্থ অংশ ইষাখরের অর্থাৎ আ-
পন২ গোষ্ঠ্যনুসারে ইষাখর্ বংশের নামে
উঠিল। ১৮ যিষ্রিয়েল ও কিষুল্লোৎ ও শূনেম্,
১৯ ও হফারয়িম্ ও শীয়োন ও অনহরৎ,
২০ ও রব্বীৎ ও কিশিয়োন্ ও এবস্, ২১ ও
রেমৎ ও ঐন্-গন্নীম ও ঐন্-হদ্দা ও বৈৎপৎ-
সেস্ তাহাদের অধিকার হইল। ২২ এবং সে
সীমা তাবোর্ ও শহৎসীম্ ও বৈৎশেমশ্ পর্য্যন্ত
গেল, ও যর্দ্দন্ তাহাদের সীমার প্রান্ত হইল;
আপন২ গ্রামের সহিত তাহাদের ষোল নগর
ছিল। ২৩ গ্রামের সহিত এই সকল নগর আ-
পন২ গোষ্ঠ্যনুসারে ইষাখর্ বংশের অধিকার
হইল।
২৪ পরে পঞ্চম অংশ আপন২ গোষ্ঠ্যনু-
সারে আশের্ বংশের নামে উঠিল। ২৫ তা-
হাদের সীমা হিল্কৎ ও হলী ও বেটন্ ও অক্-
ষফ্, ২৬ ও অলম্মেলক্ ও অমিয়াদ্ ও মিশি-
য়ল্ এবং পশ্চিমদিগে কর্ম্মিল্ ও শীহোর্-
লিব্না পর্য্যন্ত গেল। ২৭ এবং সূর্য্যোদয় দিগে
বৈৎদাগোনের প্রতি ঘুরিয়া বৈথেমকের ও ন্যী-
য়েলের উত্তরদিগে সিবূলূন্‌স্থিত যিপ্তহেল্ তল-
ভূমি পর্য্যন্ত যাইয়া বামদিগে কাবূলে, ২৮ এবং
ইব্রোণে ও রিহোবে ও হম্মোনে ও কান্নাতে ও
মহাসীদোন্ পর্য্যন্ত গেল। ২৯ পরে সে সীমা
ঘুরিয়া রামতে ও সোর্ নামক দুরাক্রম নগরে
গেল, পরে ঘুরিয়া হোষাতে গেল, এবং অক্ষীব্
দেশস্থ সমুদ্রতীর, ৩০ ও উম্মা ও অফেক্ ও
রিহোব্ তাহার প্রান্ত হইল; তাহাদের গ্রামশুদ্ধ
বাইশ নগর ছিল। ৩১ আপন২ গোষ্ঠ্যনুসারে
আশের্ বংশের এই সকল নগর ও তাহার
গ্রাম অধিকার হইল।
৩২ পরে ষষ্ঠ অংশ নপ্তালির অর্থাৎ আ-
পন২ গোষ্ঠ্যনুসারে নপ্তালি বংশের নামে
উঠিল। ৩৩ তাহাদের সীমা হেলফ্ অবধি অর্থাৎ
সানন্নীমের নিকটস্থ অলোন্ বৃক্ষ অবধি অদামী-
নেকব্ ও যব্‌নিয়েল্ দিয়া লক্কূম্ পর্য্যন্ত গেল,
ও তাহার অন্তভাগ যর্দ্দনেতে ছিল। ৩৪ এবং
ঐ সীমা পশ্চিম দিগে ফিরিয়া অস্‌নোৎ-তা-
বোর্ পর্য্যন্ত গেল, এবং তথাহইতে হুক্কোকা
পর্য্যন্ত যাইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে সিবূলূন্ পর্য্যন্ত,
ও পশ্চিম পার্শ্বে আশের্ পর্য্যন্ত, ও সূর্য্যোদয়
দিগে যর্দ্দন নিকটস্থ যিহূদা পর্য্যন্ত গেল। ৩৫ এবং
প্রাচীরবেষ্টিত নগর সিদ্দীম্ ও সের্ ও হম্মাৎ
ও রক্কৎ ও কিন্নেরৎ, ৩৬ ও অদামা ও রামৎ
ও হাৎসোর, ৩৭ ও কেদশ্ ও ইদ্রিয়ী ও ঐন্-
হাৎসোর, ৩৮ ও যিরোণ্ ও মিগ্দলেল্ ও হো-
রেম্ ও বৈথনাৎ ও বৈৎশেমশ্; আপন২ গ্রা-
মের সহিত উনিশ নগর ছিল। ৩৯ আপন২
গোষ্ঠ্যনুসারে নপ্তালি বংশের এই২ নগর ও
গ্রাম অধিকার হইল।
৪০ পরে সপ্তম অংশ আপন২ গোষ্ঠ্য-
নুসারে দান্ বংশের নামে উঠিল। ৪১ তাহা-
দের অধিকারের সীমা সরিয় ও ইষ্টায়োল ও
ঈর্-শেমশ্, ৪২ ও শালব্বীম্ ও অয়ালোন্ ও
যিৎলা, ৪৩ ও এলোন্ ও তিম্নাথা ও ইক্রোণ,
৪৪ ও ইল্‌তিকী ও গিব্বিথোন্ ও বালৎ, ৪৫ ও
যিহূদ্ ও বিনেবিরক্ ও গাৎ-রিম্মোন্, ৪৬ ও
মেয়র্কোন্ ও রক্কোন্ ও যাফোর সম্মুখস্থ
সীমা। ৪৭ দান্ বংশের প্রয়োজন অপেক্ষা

অল্প সীমা ছিল; অতএব দান্ বংশ লেশম
নগরের প্রতিকূলে যুদ্ধযাত্রা করিল, এবং তাহা
হস্তগত করিয়া খড়্গদ্বারা আঘাত করিয়া অধি-
কার করণ পূর্ব্বক তাহার মধ্যে বাস করিল,
এবং আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ দানের নামানু-
সারে লেশমের নাম দান্ রাখিল। ৪৮ আপন ২
গোষ্ঠ্যনুসারে দান্ বংশের এই সকল নগর ও
তাহার গ্রাম অধিকার হইল।
৪৯ এই রূপে আপন ২ সীমানুসারে অধি-
কার করিতে তাহারা দেশ বিভাগ করণ সমাপ্ত
করিলে ইস্রায়েল বংশ আপনাদের মধ্যে নূনের
পুত্র যিহোশূয়কে এক অধিকার দিল। ৫০ তা-
হারা পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে তাহার যাচিত
নগর অর্থাৎ ইফ্রয়িম পর্ব্বতস্থ তিম্নৎসেরহ তা-
হাকে দিল; তাহাতে সে ঐ নগর পুনর্নির্ম্মাণ
করিয়া তাহার মধ্যে বাস করিল। ৫১ ইলিয়া-
সর্ যাজক ও নূনের পুত্র যিহোশূয় ও ইস্রা-
য়েল লোকদের বংশাধ্যক্ষগণ শীলোতে পর-
মেশ্বরের সম্মুখে মণ্ডলীর আবাসদ্বারের নিকটে
গুলিবাঁটদ্বারা এই সকল অধিকার নিশ্চয় করিল;
এই রূপে তাহারা দেশের বিভাগ করণ সমাপ্ত
করিল।

২০ অধ্যায়।

১ আশ্রয়নগর নিরূপণ করিতে ঈশ্বরের আজ্ঞা, ৭ ও
তাহার নিরূপণ করণ।

১ পরে পরমেশ্বর যিহোশূয়কে কহিলেন, ২ তুমি
ইস্রায়েল্ বংশকে কহ; আমি মূসাদ্বারা তো-
মাদের প্রতি যাহার কথা কহিয়াছি, তোমরা
আপনাদের জন্যে সেই সকল আশ্রয়নগর নি-
রূপণ কর। ৩ তাহাতে যে ব্যক্তি হঠাৎ অজ্ঞা-
তসারে কাহাকে বধ করে, সেই হত্যাকারী
তথায় পলাইতে পারিবে, এবং সেই ২ নগর
রক্তপাতের প্রতিহন্তাহইতে তোমাদের রক্ষার
স্থান হইবে। ৪ আর যে কেহ তাহার মধ্যে
কোন নগরে পলায়ন করিবে, সে নগরদ্বারের
প্রবেশ স্থানে দাঁড়াইয়া নগরের প্রাচীনদের
কর্ণগোচরে আপন বিষয় জ্ঞাত করিবে, পরে
তাহারা নগরমধ্যে আপনাদের নিকটে তা-
হাকে আনিয়া আপনাদের মধ্যে বাস করিতে
স্থান দিবে। ৫ এবং রক্তের প্রতিহন্তা তাড়না
করিয়া তাহার পশ্চাৎ আইলে তাহারা তাহার
হস্তে সেই নরহত্যাকারিকে সমর্পণ করিবে না;
কেননা সে অজ্ঞাতসারে আপন প্রতিবাসিকে
বধ করিয়াছে, সে পূর্ব্বে তাহার প্রতি দ্বেষ করে
নাই। ৬ অতএব সে যাবৎ বিচারার্থে মণ্ডলীর
সাক্ষাতে দণ্ডায়মান না হয়, অর্থাৎ তাৎকালিক
মহাযাজকের মৃত্যু না হয়, তাবৎ সে সেই
নগরে বাস করিবে; পরে সে নরহত্যাকারী
আপন নগরে ও আপন ঘরে, অর্থাৎ যে নগ-
রহইতে পলায়ন করিয়াছিল, সেই স্থানে ফি-
রিয়া যাইবে।
৭ তাহাতে তাহারা নপ্তালি পর্ব্বতস্থ গালী-
লের কেদশ্, ও ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতস্থ শিখিম্, ও
যিহূদা পর্ব্বতস্থ কিরিয়থর্ব অর্থাৎ হিব্রোণ্ নিরূ-
পণ করিল। ৮ এবং পূর্ব্বদিগে যিরীহোর নিক-
টস্থ যর্দ্দনের ওপারে তাহারা রূবেন্ বংশের
অধিকারমধ্যে উচ্চ প্রান্তরে স্থিত বেৎসর্, ও
গাদ্ বংশের অধিকার মধ্যে গিলিয়দ্স্থিত রা-
মোৎ, ও মিনশি বংশের অধিকারমধ্যে বা-
শনস্থ গোলন্ নিরূপণ করিল। ৯ কেহ অজ্ঞাত-
সারে নরহত্যা করিলে সে যাবৎ মণ্ডলীর সম্মুখে
না দাঁড়ায়, তাবৎ সেই স্থানে পলাইয়া যেন
রক্তপ্রতিহন্তার হস্তে না মরে, এই জন্যে ইস্রা-
য়েল বংশীয় তাবৎ লোকদের নিমিত্তে ও তা-
হাদের মধ্যে প্রবাসকারি বিদেশীয়দের নিমিত্তে
এই সকল নগর নিরূপিত হইল।

২১ অধ্যায়।

১ লেবি বংশের জন্যে নগর নিরূপণ, ৯ ও হারোণ্
বংশের নগর নিরূপণ, ২০ ও কিহাৎ বংশের নগর
নিরূপণ, ২৭ ও গের্শোন্ বংশের নগর নিরূপণ,
৩৪ ও মিরারি বংশের নগর নিরূপণ, ৪৩ ও বিভা-
গের সমাপ্তি।

১ পরে কিনান্ দেশের শীলোতে লেবি বং-
শের অধ্যক্ষগণ ইলিয়াসর্ যাজকের ও নূনের
পুত্র যিহোশূয়ের ও ইস্রায়েল্ বংশের প্রাচী-
নদের নিকটে আসিয়া ২ তাহাদিগকে কহিল;
আমাদের বাসার্থে নগর ও পশুগণের জন্যে
প্রান্তর দিতে পরমেশ্বর মূসাকে আজ্ঞা করিয়া-
ছিলেন। ৩ তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশ পরমেশ্ব-
রের আজ্ঞানুসারে আপনাদের অধিকারহইতে
লেবি বংশকে প্রান্তরযুক্ত এই ২ নগর দিল।
৪ কিহাতীয় গোষ্ঠীদের নামে গুলিবাঁট উঠিলে
লেবীয় হারোণ্ যাজকের বংশ গুলিবাঁটদ্বারা
যিহূদা বংশ ও শিমিয়োন বংশ ও বিন্যামীন্
বংশহইতে ত্রয়োদশ নগর পাইল। ৫ এবং
কিহাতের অন্য ২ গোষ্ঠী গুলিবাঁটদ্বারা ইফ্রয়িম্
বংশ ও দান্ বংশ ও মিনশির অর্দ্ধ বংশ-
হইতে দশ নগর পাইল। ৬ এবং গের্শোনের
বংশ গুলিবাঁটদ্বারা ইষাখর্ বংশ ও আশের্
বংশ ও নপ্তালি বংশ ও বাশনস্থ মিনশির
অর্দ্ধবংশহইতে ত্রয়োদশ নগর পাইল। ৭ এবং
মিরারি বংশ আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে রূবেন্
বংশ ও গাদ্ বংশ ও সিবূলূন্ বংশহইতে দ্বা-
দশ নগর পাইল। ৮ এই রূপে ইস্রায়েল্ বংশ

মূসার প্রতি পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে গুলি-
বাঁট করিয়া প্রান্তরের সহিত এই সকল নগর
লেবি বংশকে দিল।
৯ আর তাহারা যিহূদা বংশের ও শিমিয়োন্
বংশের অধিকারহইতে এই ২ নামবিশিষ্ট নগর
দিল। ১০ সে সকল লেবি বংশীয় কিহাতীয়
গোষ্ঠীদের মধ্যবর্ত্তি হারোণের সন্তানদের
হইল; কেননা তাহাদের নামে প্রথম গুলিবাঁট
উঠিল। ১১ তাহারা অনাকের পিতা অর্ব্বের
নগর, অর্থাৎ যিহূদা পর্ব্বতস্থ হিব্রোণ্ নগর ও
তাহার চতুর্দ্দিক্স্থ প্রান্তর তাহাদিগকে দিল।
১২ কিন্তু তাহারা ঐ নগরের ক্ষেত্র ও তাহার
গ্রাম সকল অধিকার করিতে যিফুন্নির পুত্র
কালেব্কে দিল।
১৩ আর তাহারা হারোণ যাজকের বংশকে
প্রান্তরের সহিত নরহত্যাকারির আশ্রয়নগর হি-
ব্রোণ্ দিল, এবং প্রান্তরের সহিত লিব্না, ১৪ ও
প্রান্তরের সহিত যত্তীর, ও প্রান্তরের সহিত
ইষ্টিমোয়, ১৫ ও প্রান্তরের সহিত হোলোন্, ও
প্রান্তরের সহিত দিবীর্, ১৬ ও প্রান্তরের সহিত
ঐন্, ও প্রান্তরের সহিত যুটা, ও প্রান্তরের সহিত
বৈৎশেমশ, ঐ দুই বংশের অধিকারহইতে এই
নব নগর দিল। ১৭ এবং বিন্যামীন্ বংশের
অধিকারহইতে প্রান্তরের সহিত গিবিয়োন্, ও
প্রান্তরের সহিত গেবা, ১৮ ও প্রান্তরের সহিত
অনাথোৎ, ও প্রান্তরের সহিত অলমোন, এই
চারি নগর দিল। ১৯ প্রান্তরযুক্ত ত্রয়োদশ নগর
হারোণ বংশীয় যাজকদের অধিকার হইল।
২০ আর কিহাৎ বংশ অর্থাৎ লেবীয় কিহাৎ
বংশের অবশিষ্ট গোষ্ঠী ইফ্রয়িম্ বংশের অধি-
কারহইতে আপনাদের অধিকারনগর পাইল।
২১ তাহাতে প্রান্তরের সহিত ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতস্থ
বধকারির আশ্রয়নগর শিখিম্, ও পান্তরের
সহিত গেষর; ২২ ও প্রান্তরের সহিত কিব্স-
য়িম, ও প্রান্তরের সহিত বৈথোরোণ্; এই চারি
নগর তাহারা তাহাদিগকে দিল। ২৩ এবং দান্
বংশের অধিকারহইতে প্রান্তরের সহিত ইল্-
তিকী, ও প্রান্তরের সহিত গিব্বিথোন্, ২৪ ও
প্রান্তরের সহিত অয়ালোন্ ও প্রান্তরের সহিত
গাৎরিম্মোন, এই চারি নগর দিল। ২৫ এবং
মিনশির অর্দ্ধবংশের অধিকারহইতে প্রান্তরের
সহিত তানক্, ও প্রান্তরের সহিত গাৎরিম্মোন,
এই দুই নগর দিল। ২৬ কিহাৎ বংশের অব-
শিষ্ট গোষ্ঠীদের নিমিত্তে প্রান্তরের সহিত এই
দশ নগর দিল।
২৭ পরে তাহারা লেবিবংশীয় গের্শোনের
সন্তানগণকে মিনশির অর্দ্ধ বংশের অধিকার-
হইতে প্রান্তরের সহিত বধকারির আশ্রয়নগর
বাশনস্থ গোলন্, এবং প্রান্তরের সহিত বী-
ষ্টিরা, এই দুই নগর দিল। ২৮ এবং ইষাখর্
বংশের অধিকারহইতে প্রান্তরের সহিত কিশি-
য়োন্, ও প্রান্তরের সহিত দাবিরৎ; ২৯ ও প্রা-
ন্তরের সহিত যর্মূৎ ও প্রান্তরের সহিত ঐন্-
গন্নীন্; এই চারি নগর দিল। ৩০ এবং আশের্
বংশের অধিকারহইতে প্রান্তরের সহিত মিশি-
য়ল্ ও প্রান্তরের সহিত অব্দোন, ৩১ ও প্রান্ত-
রের সহিত হিল্কৎ ও প্রান্তরের সহিত রিহোব্;
এই চারি নগর দিল। ৩২ এবং নপ্তালি বংশের
অধিকারহইতে প্রান্তরের সহিত বধকারির আ-
শ্রয়নগর গালীলস্থ কেদশ্, ও প্রান্তরের সহিত
হম্মোৎদোর, ও প্রান্তরের সহিত কর্তন্, এই তিন
নগর দিল। ৩৩ আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে গে-
র্শোন্ বংশ প্রান্তরের সহিত এই ত্রয়োদশ নগর
পাইল।
৩৪ পরে তাহারা মিরারি গোষ্ঠীদিগকে
অর্থাৎ অবশিষ্ট লেবিবংশকে সিবূলূন্ বংশের
অধিকারহইতে প্রান্তরের সহিত যগ্নিয়াম্, ও
প্রান্তরের সহিত কার্তা, ৩৫ ও প্রান্তরের সহিত
দিম্না, ও প্রান্তরের সহিত নহলোল্, এই চারি
নগর দিল। ৩৬ এবং রূবেন্ বংশের অধি-
কারহইতে প্রান্তরের সহিত বেৎসর্, ও প্রান্ত-
রের সহিত যহস, ৩৭ ও প্রান্তরের সহিত
কিদেমোৎ, ও প্রান্তরের সহিত মেফাৎ, এই
চারি নগর দিল। ৩৮ এবং গাদ্ বংশের অধি-
কারহইতে প্রান্তরের সহিত বধকারির আশ্র-
য়নগর গিলিয়দস্থ রামোৎ, ও প্রান্তরের সহিত
মহনয়িম্, ৩৯ ও প্রান্তরের সহিত হিষ্বোন্,
ও প্রান্তরের সহিত যাসের্; এই চারি নগর
দিল। ৪০ এই রূপে লেবি বংশের অবশিষ্ট
মিরারি বংশ আপন ২ গোষ্ঠ্যনুসারে গুলিবাঁট-
দ্বারা সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশ নগর পাইল। ৪১ ইস্রা-
য়েল্ বংশের অধিকারের মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ লেবি
বংশের প্রান্তরের সহিত আটচল্লিশ নগর হইল।
৪২ সেই সকল নগরের প্রত্যেক নগরের চতু-
র্দ্দিগে প্রান্তর ছিল।
৪৩ পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশের পূর্ব্বপুরুষ-
দের কাছে যে ২ দেশ বিষয়ে দিব্য করিয়াছি-
লেন, সেই সমস্ত দেশ তিনি তাহাদিগকে দি-
লেন, এবং তাহারা অধিকার করিয়া সেই সমস্ত
দেশে বাস করিল। ৪৪ পরমেশ্বর তাহাদের
পূর্ব্বপুরুষদের কাছে আপন দিব্যানুসারে চতু-
র্দ্দিগে তাহাদিগকে বিশ্রাম দিলেন; তাহাদের
শত্রুগণের মধ্যে কেহ তাহাদের সম্মুখে দাঁড়া-
ইতে পারিল না; পরমেশ্বর তাহাদের সমস্ত
শত্রুগণকে তাহাদের হস্তগত করিলেন। ৪৫ পর-
মেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশের প্রতি যে ২ মঙ্গল বাক্য

কহিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটি বাক্য নিষ্ফল
হইল না, সকলি সফল হইল।

২২ অধ্যায়।

১ আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত আড়াই বংশের ওপারে গমনের
কথা, ৯ ও যর্দ্দনের তীরে বেদি নির্ম্মাণ করণ, ১১
ও বেদির কথা শুনিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া ইস্রায়েল
লোকদের দূতগণকে প্রেরণ করণ, ২১ ও দূতগণের
প্রতি তাহাদের উত্তর, ৩০ ও তাহাদের প্রতি পীনি-
হসের কথা, ৩২ ও তাহাদের উত্তরের কথা শুনিয়া
ইস্রায়েল বংশের সন্তুষ্ট হওন।

১ পরে যিহোশূয় রূবেন্ বংশকে ও গাদ্ বংশকে
ও মিনশির অৰ্দ্ধবংশকে ডাকিয়া ২ কহিল; পর-
মেশ্বরের সেবক মূসা তোমাদিগকে যে২ আজ্ঞা
দিয়াছিল, তাহা তোমরা পালন করিয়াছ, এবং
আমি তোমাদিগকে যে২ আজ্ঞা দিয়াছি, তা-
হাতেও মনোযোগ করিয়াছ। ৩ বহুদিনাবধি অদ্য
পর্য্যন্ত তোমরা আপন২ ভ্রাতৃগণকে ত্যাগ না
করিয়া আপন প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন
করিয়া আসিতেছ। ৪ সম্প্রতি তোমাদের প্রভু
পরমেশ্বর আপন প্রতিজ্ঞানুসারে তোমাদের ভ্রাতৃ-
গণকে বিশ্রাম দিলেন; অতএব এখন তোমরা
আপন২ বাসস্থানে, অর্থাৎ পরমেশ্বরের সেবক
মূসার দত্ত আপনাদের অধিকার দেশে যর্দ্দনের
ওপারে ফিরিয়া যাও। ৫ কিন্তু অতি সাবধান হইয়া,
পরমেশ্বরের সেবক মূসা তোমাদিগকে যে আজ্ঞা
ও ব্যবস্থা দিয়াছে তাহা পালন কর, অর্থাৎ তোমা-
দের প্রভু পরমেশ্বরকে প্রেম কর, ও তাঁহার সমস্ত
পথে গমন কর, ও তাঁহার আজ্ঞা পালন কর, ও
তাঁহাতে আসক্ত হও, এবং সমস্ত অন্তঃকরণ ও
সমস্ত প্রাণের সহিত তাঁহার সেবা কর। ৬ পরে
যিহোশূয় তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায়
করিলে তাহারা আপন২ বাসস্থানে প্রস্থান করিল।
৭ মূসা মিনশির অৰ্দ্ধবংশকে বাশনে অধিকার
দিয়াছিল, এবং যিহোশূয় অন্য অৰ্দ্ধ বংশকে
যর্দ্দনের এপারে পশ্চিম দিগে আপন ভ্রাতৃগণের
মধ্যে অধিকার দিয়াছিল; পরে আপন২ বাস-
স্থানে বিদায় করণ সময়ে যিহোশূয় তাহাদিগ-
কে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, ৮ তোমরা প্রচুর
সম্পত্তি, অর্থাৎ পশু ও রূপ্য ও স্বর্ণ ও পিত্তল
ও লোহ ও বস্ত্রের বাহুল্য সঙ্গে লইয়া আপন২
বাসস্থানে ফিরিয়া যাও, এবং শত্রুহইতে লুটিত
দ্রব্য আপন২ ভ্রাতাদের সহিত বিভাগ কর।

৯ তাহাতে রূবেন্ বংশ ও গাদ্ বংশ ও মিন-
শির অৰ্দ্ধবংশ কিনানদেশস্থ শীলোতে ইস্রায়েল
লোকদের নিকটহইতে বিদায় হইয়া মূসার প্রতি
পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে লব্ধ আপনাদের অধি-
কারদেশের অর্থাৎ গিলিয়দ্ দেশের প্রতি ফি-
রিয়া গেল। ১০ পরে রূবেন্ বংশ ও গাদ্ বংশ
ও মিনশির অৰ্দ্ধবংশ যর্দ্দন নদীর কিনান্ দেশস্থ
তীরে উপস্থিত হইয়া সেই স্থানে যর্দ্দনের ধারে
দেখিতে বৃহৎ এক বেদি নির্ম্মাণ করিল।

১১ অপর দেখ, রূবেন্ বংশ ও গাদ্ বংশ ও
মিনশির অৰ্দ্ধ বংশ কিনান্ দেশের প্রান্তে যর্দ্দ-
নের নিকটে ইস্রায়েল বংশের পার হওন স্থানে
ঐ রূপ বেদি নির্ম্মাণ করিয়াছে, এই কথা ইস্রায়েল
বংশ শুনিতে পাইল। ১২ শুনিলে পরে ইস্রায়েল
বংশের তাবৎ মণ্ডলী তাহাদের প্রতিকূলে যুদ্ধে
গমন করিতে শীলোতে একত্র হইল। ১৩ পরে
ইস্রায়েল বংশ রূবেন্ বংশের ও গাদ্ বংশের ও
মিনশির অৰ্দ্ধ বংশের নিকটে ইলিয়াসর্ যাজ-
কের পুত্র পীনিহস্‌কে, ১৪ এবং ইস্রায়েল লোক-
দের প্রত্যেক বংশহইতে এক২ জন, এই রূপে
দশ অধ্যক্ষকে গিলিয়দ্ দেশে প্রেরণ করিল;
ঐ অধ্যক্ষগণ ইস্রায়েল বংশের মধ্যে সহস্রপতি
ও আপন২ পিতৃবংশের প্রধান ছিল। ১৫ পরে
তাহারা গিলিয়দ্ দেশে রূবেন্ বংশের ও গাদ্
বংশের ও মিনশির অৰ্দ্ধ বংশের নিকটে আসিয়া
তাহাদিগকে এই কথা কহিল, ১৬ পরমেশ্বরের
তাবৎ মণ্ডলী এই কথা কহে, অদ্য পরমেশ্বরের
বিরুদ্ধাচারী হইবার জন্যে তোমরা আপনাদের
নিমিত্তে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া পরমেশ্বরের
অনুগমনহইতে পরাবৃত্ত হইয়া ইস্রায়েলের ঈশ্ব-
রের নিকটে এই যে অপরাধ করিতেছ সে কি?
১৭ যে পাপপ্রযুক্ত পরমেশ্বরের মণ্ডলীর মধ্যে
মহামারী হইয়াছিল, এবং যাহাহইতে আমরা
অদ্যাপি পরিষ্কৃত হই নাই, পিয়োর দেব বিষয়ক
সেই পাপ কি তোমাদের ক্ষুদ্র বোধ হয়? ১৮ এই
কারণ তোমরা কি অদ্য পরমেশ্বরের অনুগমন-
হইতে পরাবৃত্ত হইতে চাহ? তোমরা অদ্য পরমে-
শ্বরের প্রতিকূলাচরণ করিলে কল্য তিনি ইস্রায়েল
বংশের তাবৎ মণ্ডলীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন। ১৯ তো-
মাদের অধিকারদেশ যদি অশুচি হয়, তবে পার
হইয়া পরমেশ্বরের আবাসবিশিষ্ট পরমেশ্বরের
এই অধিকারদেশে আসিয়া আমাদের মধ্যে
অধিকার গ্রহণ কর; কিন্তু আমাদের প্রভু পরমে-
শ্বরের যজ্ঞবেদি ভিন্ন আপনাদের জন্যে অন্য
যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া পরমেশ্বরের প্রতিকূলাচরণ
ও আমাদের প্রতিকূলাচরণ করিও না। ২০ দেখ,
বৰ্জ্জিত বস্তু বিষয়ে সেরহের পুত্র আখন্ অপরাধী
হইলে ঈশ্বরের ক্রোধ কি ইস্রায়েলের তাবৎ মণ্ড-
লীর প্রতি উপস্থিত হইল না? এ কারণ সে ব্যক্তি
আপন পাপেতে কেবল একাকী বিনষ্ট হইল না।

২১ তাহাতে রূবেন্ বংশ ও গাদ্ বংশ ও মিন-
শির অৰ্দ্ধ বংশ ইস্রায়েল বংশের সহস্রপতি-
দিগকে এই উত্তর দিল; ২২ প্রভুদের প্রভু পর-
মেশ্বর, প্রভুদের প্রভু পরমেশ্বরই তাহা জানেন,

এবং ইস্রায়েল বংশও তাহা জানিবে; যদি আমরা
পরমেশ্বরের প্রতিকূলাচরণের কিম্বা তাঁহার কাছে
অপরাধী হওনের আশয়ে তাহা করিয়া থাকি,তবে
অদ্য আমাদিগকে রক্ষা করিও না। ২৩ আমরা
আপনাদের জন্যে যে বেদি নির্ম্মাণ করিয়াছি,
তাহা যদি পরমেশ্বরের পশ্চাদ্গমনহইতে পরাবৃত্ত
হওনার্থে, কিম্বা হোম ও নৈবেদ্য উৎসর্গ করণার্থে
কিম্বা মঙ্গলার্থক বলিদানার্থে নির্ম্মাণ করিয়া থাকি,
তবে পরমেশ্বর স্বয়ং তাহার প্রতিফল দিবেন।
২৪ আমরা ভয়েতে বিবেচনাপূর্ব্বক তাহা করি-
য়াছি, ফলতঃ, কি জানি, ভাবিকালে তোমাদের
বংশ আমাদের বংশকে এই কথা কহিবে, ইস্রা-
য়েলের প্রভু পরমেশ্বরের সহিত তোমাদের সম্প-
র্ক্ক কি? ২৫ হে রূবেন্ বংশ, ও হে গাদ্ বংশ,
তোমাদের ও আমাদের উভয়ের মধ্যে পরমে-
শ্বর যর্দ্দন নদীকে সীমা করিয়াছেন, অতএব
পরমেশ্বরেতে তোমাদের কোন অংশ নাই, এই
কথা কহিয়া পাছে তোমাদের সন্তানগণ আমা-
দের সন্তানগণকে পরমেশ্বরের আদর করণ ত্যাগ
করায়; ২৬ এই ভয়ে আমরা কহিলাম, আইস
আমরা এক বেদি নির্ম্মাণ করিতে উদ্যোগ করি,
তাহা হোম কিম্বা বলিদানার্থক বেদি হইবে না।
২৭ কিন্তু হোম ও বলি ও মঙ্গলার্থক উপহারদ্বারা
পরমেশ্বরের সাক্ষাতে তাঁহার সেবা করণে আ-
মাদের অধিকার আছে, ইহার প্রমাণার্থে তাহা
তোমাদের ও আমাদের মধ্যে এবং আমাদের
পরে আমাদের ভাবিবংশের মধ্যে সাক্ষী হইবে;
তাহাতে পরমেশ্বরেতে তোমাদের কোন অংশ
নাই, এমত কথা ভাবিকালে তোমাদের সন্তান-
গণ আমাদের সন্তানগণকে কহিতে পারিবে না।
২৮ আর আমরা কহিলাম, তাহারা যদি ভাবি-
কালে আমাদিগকে কিম্বা আমাদের বংশকে এই
কথা কহে, তবে আমরা উত্তর করিব, তোমরা পর-
মেশ্বরের যজ্ঞবেদির অনুরূপ এই বেদি দেখ,
আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তাহা নির্ম্মাণ করিয়াছে;
তাহা হোম কিম্বা বলিদানার্থক বেদি নহে, কিন্তু
তাহা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সাক্ষী আছে।
২৯ আমরা যে হোম কিম্বা নৈবেদ্য কিম্বা বলি-
দানার্থে আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের আবা-
সের সম্মুখস্থিত তাঁহার যজ্ঞবেদি ব্যতিরেকে
অন্য যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করণদ্বারা পরমেশ্বরের
প্রতিকূলাচরণ করি, কিম্বা পরমেশ্বরের পশ্চাদ্-
গমনহইতে অদ্য পরাবৃত্ত হই, এমন না হউক।
৩০ তখন পীনিহস্ যাজক ও তাহার সহবর্ত্তি
মণ্ডলীর অধ্যক্ষগণ ও ইস্রায়েল বংশের সহস্র-
পতিগণ রূবেন্ ও গাদ্ ও মিনশি বংশের উক্ত
এই কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল। ৩১ এবং ইলিয়াসর
যাজকের পুত্র পীনিহস্ রূবেন্ ও গাদ্ ও মিনশি
বংশকে কহিল, তোমরা পরমেশ্বরের প্রতিকূলে
এই অপরাধ কর নাই, ইহাতে পরমেশ্বর আ-
মাদের মধ্যে আছেন, ইহা আমরা অদ্য জানি-
লাম, এবং তোমরা এখন ইস্রায়েল বংশকে পর-
মেশ্বরের হস্তহইতে উদ্ধার করিলা।
৩২ পরে ইলিয়াসর যাজকের পুত্র পীনিহস্
ও অধ্যক্ষগণ রূবেন ও গাদ্ বংশের নিকটে
বিদায় হইয়া গিলিয়দ্ দেশহইতে কিনান্ দেশে
প্রত্যাগমন করিয়া ইস্রায়েল্ বংশকে তাহাদের
উত্তরের সমাচার দিল। ৩৩ তাহাতে ইস্রায়েল্
বংশ ঐ বিষয়ে সন্তুষ্ট হইল; এবং ইস্রায়েল্
বংশ ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া রূবেন্ বংশ
ও গাদ্ বংশের নিবাস দেশ বিনাশার্থে যুদ্ধে
গমনের বিষয়ে আর কিছু কহিল না। ৩৪ পরে
রূবেন বংশ ও গাদ্ বংশ সেই বেদির নাম
এদ্ (সাক্ষী) রাখিল, কেননা যিহোবাই সত্য
ঈশ্বর, তাহা আমাদের মধ্যে ইহার সাক্ষী হইবে।

২৩ অধ্যায়।

মরণের পূর্ব্বে ইস্রায়েলের তাবৎ বংশের প্রতি যিহো-
শূয়ের কথা।

১ এই রূপে পরমেশ্বর ইস্রায়েল বংশকে তাহা-
দের চতুর্দ্দিক্স্থিত সমস্ত শত্রুহইতে বিশ্রাম দিলে
বহুকালের পর যিহোশূয় বহুবয়স্ক বৃদ্ধ হইয়া
২ তাবৎ ইস্রায়েল্ বংশকে অর্থাৎ তাহাদের
প্রাচীনগণকে ও অধ্যক্ষগণকে ও বিচারকর্ত্তৃগণকে
ও সেনাপতিদিগকে ডাকাইয়া কহিল, আমি বহু
বয়স্ক বৃদ্ধ হইলাম। ৩ তোমাদের প্রভু পরমে-
শ্বর তোমাদের সাক্ষাতে এই সকল ভিন্নজাতীয়-
দের প্রতি যে২ কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা তোমরা
চাক্ষুষ দেখিয়াছ; তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর আ-
পনি তোমাদের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছেন। ৪ দেখ,
যর্দ্দন অবধি পশ্চিমদিগে মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত যে২
ভিন্নজাতীয়দিগকে আমি উচ্ছিন্ন করিলাম, এবং
যে২ জাতি অবশিষ্ট আছে, তাহাদের দেশকে
আমি তোমাদের বংশানুসারে গুলিবাঁটদ্বারা
বিভাগ করিলাম। ৫ তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর
আপনি তোমাদের সম্মুখহইতে তাহাদিগকে তা-
ড়াইয়া তোমাদের দৃষ্টিগোচরহইতে দূর করিবেন,
তাহাতে তোমরা আপনাদের প্রভু পরমেশ্ব-
রের বাক্যানুসারে তাহাদের দেশ অধিকার
করিবা। ৬ অতএব তোমরা মূসার ব্যবস্থাগ্রন্থে
লিখিত তাবৎ বাক্য সাবধান পূর্ব্বক পালন করিতে
সাহসী হও; তাহার দক্ষিণে কিম্বা বামে ফিরিও
না। ৭ এবং এই ভিন্নজাতীয়দের যে অবশিষ্ট
লোক তোমাদের মধ্যে বাস করে, তাহাদের
মধ্যে গতায়াত করিও না, ও তাহাদের দেবতা-
দের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক দিব্য করিও না, ও তা-
হাদিগকে সেবা ও প্রণাম করিও না। ৮ কিন্তু

তোমরা অদ্য পর্য্যন্ত যেমন করিয়া আসিতেছ,
তদ্রূপ আপন প্রভু পরমেশ্বরেতে আসক্ত থাক।
৯ কেননা পরমেশ্বর তোমাদের সম্মুখহইতে বৃহৎ
ও বলবান ভিন্নজাতীয়দিগকে দূর করিয়াছেন, অদ্য
পর্য্যন্ত তোমাদের সম্মুখে কেহ দাঁড়াইতে পারে
না। ১০ তোমাদের এক জন সহস্র জনকে তাড়না
করিয়া দূর করিবে; কেননা তোমাদের প্রভু পর-
মেশ্বর আপন প্রতিজ্ঞানুসারে আপনি তোমাদের
পক্ষে যুদ্ধ করিবেন। ১১ অতএব তোমরা আ-
পন ২ মনের বিষয়ে অতি সাবধান হইয়া আপ-
নাদের প্রভু পরমেশ্বরকে প্রেম কর। ১২ নতুবা
তোমরা যদি কোন প্রকারে পরাবৃত্ত হও, এবং
এই ভিন্নজাতীয়দের যে লোক তোমাদের মধ্যে
অবশিষ্ট থাকে তাহাদিগেতে আসক্ত হও, বিশেষতঃ
বিবাহসম্বন্ধদ্বারা তাহাদের নিকটে যদি তোমাদের
ও তোমাদের নিকটে যদি তাহাদের সমাগম হয়;
১৩ তবে তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের
সম্মুখহইতে এই ভিন্নজাতীয়দিগকে আর দূর করি-
বেন না, কিন্তু তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের দত্ত
এই উত্তম দেশহইতে যাবৎ তোমরা বিনষ্ট না
হও, তাবৎ তাহারা তোমাদের ফাঁদ ও জাল
এবং কটিতে কশাঘাত ও চক্ষুর কণ্টকস্বরূপ হই-
বে, ইহা নিশ্চয় জ্ঞাত হও। ১৪ দেখ, মর্ত্ত্য মাত্রের
যে পথ অদ্য আমি সেই পথে যাইতেছি, আর
তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের বিষয়ে যত
মঙ্গলবাক্য কহিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটিও
নিষ্ফল হয় নাই, তোমাদের পক্ষে সকলি সফল
হইয়াছে, একটিও নিষ্ফল হয় নাই, ইহা তোমরা
সমস্ত অন্তঃকরণে ও সমস্ত বুদ্ধিতে জ্ঞাত আছ।
১৫ অতএব তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের
বিষয়ে যে সকল মঙ্গলবাক্য কহিয়াছিলেন, তাহা
যেমন তোমাদের পক্ষে সফল হইল, সেই রূপ
তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরের দত্ত এই উত্তম দেশ-
হইতে যাবৎ তিনি তোমাদিগকে বিনষ্ট না করেন,
তাবৎ তোমাদের প্রতি অমঙ্গলবাক্যও সফল করি-
বেন। ১৬ ফলতঃ তোমরা যদি আপন প্রভু পর-
মেশ্বরের আজ্ঞাপিত নিয়ম লঙ্ঘন কর, ও যা-
ইয়া ইতর দেবগণের সেবা করিয়া তাহাদিগকে
প্রণাম কর, তবে তোমাদের প্রতি পরমেশ্বরের
ক্রোধ প্রজ্বলিত হইবে, এবং তাঁহার দত্ত এই
উত্তম দেশহইতে তোমরা ত্বরায় বিনষ্ট হইবা।

২৪ অধ্যায়।

১ তাবৎ ইস্রায়েল বংশকে যিহোশূয়ের একত্র করণ, ২ ও সংক্ষেপে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের ইতিহাস কথন, ১৪ ও তাহাদের সঙ্গে নিয়ম স্থির করণ, ২৬ ও নিয়মের সাক্ষিরূপে এক প্রস্তর স্থাপন করণ, ২৯ ও যিহোশূয়ের মৃত্যু, ৩২ ও যুষফের অস্থির কবর দেওন ও ইলিয়াসরের মৃত্যু।

১ পরে যিহোশূয় ইস্রায়েলের সমস্ত বংশকে
শিখিমে একত্র করিয়া তাহাদের প্রাচীনগণকে
ও অধ্যক্ষগণকে ও বিচারকর্তৃগণকে ও সেনাপতি-
গণকে ডাকাইল; তাহাতে তাহারা ঈশ্বরের সা-
ক্ষাতে উপস্থিত হইল।
২ তখন যিহোশূয় সকল লোককে কহিল, ইস্রা-
য়েলের প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমা-
দের পূর্ব্বপুরুষেরা অর্থাৎ ইব্রাহীমের ও নাহো-
রের পিতা তেরহ পূর্ব্বকালাবধি ফরাৎ নদীর
ওপারে বাস করিয়া ইতর দেবগণের সেবা করিত।
৩ পরে আমি তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ ইব্রাহীমকে
সেই নদীর ওপারহইতে লইয়া কিনান্ দেশের
সর্ব্বত্র ভ্রমণ করাইলাম, এবং তাহাকে বহুপ্রজ কর-
ণার্থে এক পুত্র অর্থাৎ ইস্হাককে দিলাম। ৪ পরে
ইস্হাককে যাকুব ও এষৌকে দিলাম, সেই এ-
ষৌর অধিকারার্থে আমি তাহাকে সেয়ীর পর্ব্বত
দিলাম, কিন্তু যাকুব ও তাহার বংশ মিসরদেশে
গেল। ৫ পরে আমি মূসাকে ও হারোণকে প্রে-
রণ করিলাম, এবং মিস্রীয়দের মধ্যে যে কার্য্য
করিলাম, তদ্দ্বারা তাহাদিগকে দণ্ড দিলাম; পরে
তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনিলাম। ৬ আমি
মিসরহইতে তোমাদের পিতৃলোকদিগকে বা-
হির করিলে তোমরা সমুদ্রে উপস্থিত হইলা;
পরে মিস্রীয় লোক রথ ও অশ্বারূঢ় সৈন্য লই-
য়া সূফ্সমুদ্র পর্য্যন্ত তোমাদের পিতৃলোকদের
পশ্চাৎ তাড়না করিয়া আইল। ৭ তাহাতে তা-
হারা পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করিলে তিনি
মিস্রীয়দের ও তোমাদের মধ্যে অন্ধকার স্থাপন
করিলেন, এবং তাহাদের উপরে সমুদ্রকে আ-
নিয়া তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিলেন; আমি মিস্রীয়-
দের প্রতি যে কর্ম্ম করিয়াছি তাহা তোমরা চা-
ক্ষুষ দেখিয়াছ; পরে তোমরা বহুকাল প্রান্তরে
বাস করিলা। ৮ তাহার পর আমি তোমাদিগকে
যর্দ্দনের ওপার নিবাসি ইমোরীয়দের দেশে আ-
নিলাম; এবং তাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ
করিলে তোমাদের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করি-
লাম, তাহাতে তোমরা তাহাদের দেশ অধিকার
করিলা; এই রূপে আমি তোমাদের সাক্ষাতে
তাহাদিগকে সংহার করিলাম। ৯ পরে মোয়া-
বের রাজা সিপ্পোরের পুত্র বালাক্ উঠিয়া ইস্রা-
য়েল বংশের সহিত যুদ্ধ করিল, এবং লোক
পাঠাইয়া তোমাদিগকে শাপ দিতে বিয়োরের
পুত্র বিলিয়মকে ডাকাইল। ১০ কিন্তু আমি বিলি-
য়মের কথাতে মনোযোগ করিতে অসম্মত হইলে
সে তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিল, এই রূপে
আমি তাহার হস্তহইতে তোমাদিগকে মুক্ত
করিলাম। ১১ পরে তোমরা যর্দ্দন্ নদী পার
হইয়া যিরীহোতে উপস্থিত হইলা, তাহাতে যিরী-

হোর লোকেরা এবং ইমোরীয় ও পিরিষীয়
ও কিনানীয় ও হিত্তীয় ও গির্গাশীয় ও হিব্বীয়
ও যিবূষীয় লোকেরা তোমাদের প্রতিকূলে যুদ্ধ
করিলে আমি তোমাদের হস্তে তাহাদিগকে স-
মর্পণ করিলাম। ১২ এবং ভিমরুলগণকে তোমা-
দের অগ্রে২ প্রেরণ করিয়া তদ্দ্বারা তোমাদের
সম্মুখহইতে ইমোরীয়দের দুই রাজা প্রভৃতি তাহা-
দিগকে দূর করিয়া দিলাম; তাহারা তোমাদের
খড়্গে ও ধনুতে জিত হইল, তাহা নহে। ১৩ তো-
মরা যাহার কারণ শ্রম কর নাই এমত এক দেশ,ও
যাহার পত্তন কর নাই এমত অনেক নগর আ-
মি তোমাদিগকে দিলাম; তোমরা তাহার মধ্যে
বাস করিতেছ, এবং যে দ্রাক্ষালতা ও জিতবৃক্ষ
রোপণ কর নাই,তাহার ফল ভোগ করিতেছ।
১৪ এখন তোমরা পরমেশ্বরকে ভয় কর,
এবং সরল অন্তঃকরণে ও সত্যতাতে তাঁহার
সেবা কর, এবং তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মহা-
নদীর ওপারে ও মিসরে যে দেবগণের সেবা
করিত, তাহাদিগকে দূর করিয়া পরমেশ্বরের
সেবা কর। ১৫ যদ্যপি পরমেশ্বরের সেবা করা
তোমাদের মন্দ বোধ হয়, তবে নদীর ওপার-
স্থিত তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের সেবিত দেবগণ
হউক, কিম্বা যাহাদের দেশে তোমরা বাস করি-
তেছ, সেই ইমোরীয়দের দেবগণ হউক, যা-
হার সেবা করিবা, তাহাকে অদ্য মনোনীত
কর; কিন্তু আমি ও আমার পরিজন আমরা
পরমেশ্বরের সেবা করিব। ১৬ তাহাতে লোকে-
রা উত্তর করিল, আমরা যে পরমেশ্বরকে ত্যাগ
করিয়া অন্য দেবগণের সেবা করি, এমত না
হউক। ১৭ কেননা পরমেশ্বরই আমাদের ঈশ্বর;
তিনি আমাদিগকে ও আমাদের পিতৃলোকদিগকে
দাসত্বাগারস্বরূপ মিসরদেশহইতে আনিলেন, ও
আমাদের দৃষ্টিগোচরে এই সকল মহাচিহ্ন প্রকাশ
করিলেন, এবং আমরা যে সমস্ত পথ ও যে২
লোকদের মধ্য দিয়া আসিয়াছি, তাহাদের
মধ্যে আমাদিগকে রক্ষা করিলেন। ১৮ সেই
পরমেশ্বর এতদ্দেশ নিবাসি ইমোরীয় প্র-
ভৃতি নানা জাতীয়দিগকে আমাদের সম্মুখহইতে
দূর করিলেন,অতএব আমরাও পরমেশ্বরের সেবা
করিব; কেননা তিনিই আমাদের ঈশ্বর। ১৯ তা-
হাতে যিহোশূয় লোকদিগকে কহিল, বুঝি তোম-
রা পরমেশ্বরের সেবা করিতে পারিবা না, কে-
ননা তিনি পবিত্র ঈশ্বর ও স্বগৌরবরক্ষক ঈশ্বর;
তিনি তোমাদের অপরাধ ও পাপ ক্ষমা করি-
বেন না। ২০ তোমরা যদি পরমেশ্বরকে ত্যাগ
করিয়া ইতর দেবগণের সেবা কর, তবে তিনি
অগ্রে তোমাদের মঙ্গল করিয়া পশ্চাৎ পরাবৃত্ত
হইয়া তোমাদিগকে ক্লেশ দিবেন, ও তোমা-
দিগকে সংহার করিবেন। ২১ পরে লোকেরা
যিহোশূয়কে কহিল, না, আমরা পরমেশ্বরের
সেবা করিব। ২২ যিহোশূয় লোকদিগকে ক-
হিল, তোমরা পরমেশ্বরের সেবা করণার্থে তাঁ-
হাকেই মনোনীত করিয়াছ, এ বিষয়ে তোমরা
আপনাদের প্রতিকূলে আপনারা সাক্ষী হইলা।
তাহাতে তাহারা কহিল, হাঁ, সাক্ষী হইলাম।
২৩ পরে সে কহিল, তোমরা এখন আপনা-
দের মধ্যস্থিত ইতর দেবগণকে দূর কর, ও
ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের প্রতি আপনা-
দের মন আসক্ত কর। ২৪ পরে লোকেরা যি-
হোশূয়কে কহিল, আমরা আপনাদের প্রভু
পরমেশ্বরের সেবা করিব, ও তাঁহার কথা মা-
নিব। ২৫ তাহাতে যিহোশূয় সেই দিবসে লো-
কদের সহিত নিয়ম স্থির করিয়া শিখিমে তা-
হাদের জন্যে বিধি ও ব্যবস্থা স্থাপন করিল।
২৬ পরে যিহোশূয় ঐ সকল বিবরণ পরমে-
শ্বরের ব্যবস্থাগ্রন্থে লিখিল, এবং এক বৃহৎ প্র-
স্তর লইয়া পরমেশ্বরের পবিত্র আবাসের নিকট-
স্থিত এক অলোন বৃক্ষের নীচে স্থাপন করিল।
২৭ পরে যিহোশূয় সমস্ত লোককে কহিল, দেখ,
এই প্রস্তর আমাদের সাক্ষী হইবে; কেননা
পরমেশ্বর আমাদিগকে যে২ কথা কহিলেন, সেই
সকল কথা এ শুনিল। অতএব এ তোমাদের সাক্ষী
হইবে, পাছে তোমরা আপনাদের ঈশ্বরকে অস্বী-
কার কর। ২৮ পরে যিহোশূয় লোকদিগকে আ-
পন ২ অধিকারে যাইতে বিদায় করিল।
২৯ এই সকল ঘটনার পরে নূনের পুত্র
পরমেশ্বরের সেবক যিহোশূয় এক শত দশ
বৎসর বয়স্ক হইয়া মরিল। ৩০ তাহাতে লোকেরা
গাশ পর্ব্বতের উত্তর পার্শ্বে ইফ্রয়িম পর্ব্বতস্থ
তিম্নৎ-সেরহে তাহার অধিকারের সীমাতে তা-
হার কবর দিল। ৩১ ঐ যিহোশূয় যাবৎ বাঁ-
চিল, এবং যে প্রাচীনগণ ইস্রায়েলের জন্যে
পরমেশ্বরের কৃত তাবৎ কার্য্য জ্ঞাত ছিল, তা-
হাদের মধ্যে যাহারা যিহোশূয়ের মরণের পরে
জীবৎ থাকিল, তাহারাও যাবৎ বাঁচিল, তাবৎ
ইস্রায়েল বংশ পরমেশ্বরের সেবা করিল।
৩২ আর ইস্রায়েল্ লোকেরা যূষফের যে অস্থি
মিসরদেশহইতে আনিয়াছিল, তাহা শিখিমে
তাহার ভূমিখণ্ডে পুঁতিল। যাকুব এক শত রৌপ্য
মুদ্রাতে শিখিমের পিতা হমোরের বংশের
কাছে সেই ভূমি ক্রয় করিয়াছিল, আর তাহা
যূষফ্ বংশের অধিকার হইয়াছিল। ৩৩ পরে
হারোণের পুত্র ইলিয়াসর্ মরিল; তাহাতে লো-
কেরা ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতে তাহার পুত্র পীনিহসকে
দত্ত উপপর্ব্বতে তাহাকে কবর দিল।

বিচারকর্ত্তৃবিবরণ।

১ অধ্যায়।

১ যিহূদা ও শিমিয়োনের কর্ম্মের কথা, ৯ ও কালেবের কন্যার কথা, ১৬ ও নানা নগর জয় করণের কথা, ২২ ও যূষফ্ বংশের বৈথেল্ নগর হস্তগত করণ, ২৭ ও মিনশি বংশের কর্ম্মের কথা, ২৯ ও ইফ্রয়িম বংশের কর্ম্মের কথা, ৩০ ও সিবূলূন্ বংশের কর্ম্মের কথা, ৩১ ও আশের্ বংশের কর্ম্মের কথা, ৩৩ ও নপ্তালি বংশের কর্ম্মের কথা, ৩৪ ও দান বংশের কর্ম্মের কথা।

১ যিহোশূয়ের মৃত্যুর পরে ইস্রায়েল্ বংশ
পরমেশ্বরকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল, কিনা-
নীয়দের প্রতিকূলে যুদ্ধ করণার্থে প্রথমে আমা-
দের কে যাইবে? ২ তাহাতে পরমেশ্বর কহি-
লেন, যিহূদা যাইবে; দেখ, আমি তাহার
হস্তে ঐ দেশ সমর্পণ করি। ৩ পরে যিহূদা আ-
পন ভ্রাতা শিমিয়োন্কে কহিল, তুমি আমার
অংশে আমার সহিত আইস, আমরা কিনা-
নীয়দের সহিত যুদ্ধ করি; পরে আমিও তোমার
অংশে তোমার সহিত যাইব; তাহাতে শিমি-
য়োন্ তাহার সঙ্গে গেল। ৪ পরে যিহূদা যাত্রা
করিলে পরমেশ্বর তাহার হস্তে কিনানীয় ও
পিরিষীয়দিগকে সমর্পণ করিলেন; তাহাতে তা-
হারা বেষকে তাহাদের দশ সহস্র লোককে বধ
করিল। ৫ অর্থাৎ বেষকে অদোনীবেষক্কে
পাইয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া কিনানীয়
ও পিরিষীয় লোকদিগকে বধ করিল। ৬ তখন
অদোনীবেষক্ পলায়ন করিল; কিন্তু তাহারা
তাহার পশ্চাদ্ ধাবমান হইয়া তাহাকে ধরিয়া
তাহার হস্তপাদের বৃদ্ধাঙ্গুলি ছেদন করিল। ৭ তা-
হাতে অদোনীবেষক্ কহিল, হস্তপাদের বৃদ্ধা-
ঙ্গুলি ছিন্ন সত্তরি রাজা আমার মেজের নীচে
খাদ্য কুড়াইত; আমি যেমন করিয়াছি, ঈশ্বর
আমাকে তদনুরূপ প্রতিফল দিলেন; পরে লো-
কেরা তাহাকে যিরূশালমে আনিলে সে সেই
স্থানে মরিল। ৮ পরে যিহূদা বংশ যিরূশাল-
মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহা হস্তগত করিয়া
খড়্গদ্বারা সকলকে আঘাত করিল, এবং অগ্নি-
দ্বারা নগর দগ্ধ করিল।

৯ পরে যিহূদা বংশ পর্ব্বত ও দক্ষিণ দেশ
ও তলভূমি নিবাসি কিনানীয়দের সহিত যুদ্ধ
করিতে নামিল। ১০ এবং যিহূদা বংশ হিব্রোণ্-
বাসি কিনানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া
শেশয়্কে ও অহীমান্কে ও তল্ময়কে বধ
করিল; পূর্ব্বে ঐ হিব্রোণের নাম কিরিয়থর্ব ছিল।
১১ তথাহইতে তাহারা দিবীর নিবাসিদের প্রতি-
কূলে যাত্রা করিল; পূর্ব্বে দিবীরের নাম কি-
রিয়ৎ-সেফর ছিল। ১২ এবং কালেব্ কহি-
য়াছিল, যে কেহ কিরিয়ৎ-সেফর্কে আঘাত
করিয়া হস্তগত করিবে, তাহার সহিত আমি
অক্ষা নামে আপন কন্যার বিবাহ দিব। ১৩ অন-
ন্তর কালেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিনসের পুত্র অৎ-
নীয়েল্ তাহা হস্তগত করিলে সে তাহার সহিত
অক্ষা নামে আপন কন্যার বিবাহ দিল। ১৪ অ-
পর ঐ কন্যা আগমনকালে আপন পিতার নি-
কটে এক ক্ষেত্র চাহিতে (স্বামির) সম্মতি লইয়া
আপন গর্দ্দভহইতে নামিল; তাহাতে কালেব্
তাহাকে জিজ্ঞাসিল, তুমি কি চাহ? ১৫ সে উ-
ত্তর করিল, আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন;
কেননা দক্ষিণস্থ ভূমি আমাকে দিয়াছেন, এ-
খন জলের উনুই আমাকে দিউন; তাহাতে কা-
লেব্ উপরিস্থ ও অধঃস্থ উনুই তাহাকে দিল।

১৬ পরে মুসার শ্বশুর কেনের বংশ যিহূদা
বংশের সহিত খর্জ্জূরপুরহইতে অরাদের
দক্ষিণদিক্স্থিত যিহূদা অরণ্যে গমন করিল;
এবং সেই স্থানে যাইয়া লোকদের মধ্যে বসতি
করিল। ১৭ পরে যিহূদা বংশ আপন ভ্রাতা
শিমিয়োন্ বংশের সহিত গমন করিলে তাহারা
সিফাৎবাসি কিনানীয়দিগকে বধ করিয়া ঐ
নগর বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিয়া তাহার নাম
হর্মা (বর্জ্জিত) রাখিল। ১৮ অপর যিহূদা অসা
ও তাহার অঞ্চল, এবং অস্কিলোন্ ও তাহার
অঞ্চল, এবং ইক্রোন্ ও তাহার অঞ্চল হস্তগত
করিল। ১৯ পরমেশ্বর যিহূদা বংশের সাহায্য
করাতে তাহারা পর্ব্বতনিবাসিদিগকে দূর করিয়া
দিল; কিন্তু তলভূমি নিবাসিদিগকে দূর করিতে
পারিল না, কেননা তাহাদের লৌহ রথ ছিল।
২০ পরে তাহারা মুসার আজ্ঞানুসারে কালেব্কে
হিব্রোণ্ দিল, এবং সে তথাহইতে অনাকের
তিন পুত্রকে দূর করিল। ২১ কিন্তু বিন্যামীন্ বংশ
যিরূশালম্নিবাসি যিবূষীয়দিগকে দূর করিল না,

তাহাতে যিবূষীয় লোক অদ্যাবধি যিরূশালমে
বিন্যামীন্ বংশের সহিত বাস করিতেছে।
২২ পরে যূষফের বংশ বৈথেলের প্রতিকূলে
যাত্রা করিল; তাহাতে পরমেশ্বর তাহাদের সা-
হায্য করিলেন। ২৩ পরে যূষফ বংশ বৈথেল্
নিরীক্ষণ করিতে লোক প্রেরণ করিল; পূর্ব্বে
ঐ বৈথেলের নাম লূস্ ছিল। ২৪ তাহাতে চর-
গণ ঐ নগরহইতে নির্গত এক জনকে দেখিয়া
তাহাকে কহিল, আমরা বিনয় করি, ঐ নগরে
প্রবেশের পথ আমাদিগকে দেখাও; তাহা
করিলে আমরা তোমার প্রতি দয়া করিব। ২৫ তা-
হাতে সে তাহাদিগকে নগরে প্রবেশের পথ
দেখাইলে তাহারা খড়্গের ধারেতে সেই নগর
আঘাত করিল, কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে সপরিবারে
বাঁচাইল। ২৬ পরে ঐ ব্যক্তি হিত্তীয়দের দেশে
যাইয়া এক নগর পত্তন করিয়া তাহার নাম
লূস রাখিল; তাহা অদ্য পর্য্যন্ত সেই নামে
বিখ্যাত আছে।
২৭ আর মিনশির বংশ গ্রামের সহিত বৈৎ-
শান্, ও গ্রামের সহিত তানক্, ও গ্রামের স-
হিত দোর্, ও গ্রামের সহিত যিব্লিয়ম্, ও গ্রা-
মের সহিত মগিদ্দো; এই সকল স্থানের লো-
কদিগকে দূর করিল না, এবং কিনানীয়েরা সেই
দেশে বাস করিতে সম্মত হইল। ২৮ পরে ইস্রা-
য়েল্ বংশ প্রবল হইয়া কিনানীয়দিগকে করা-
ধীন করিল, কিন্তু নিঃশেষে দূর করিল না।
২৯ আর ইফ্রয়িম্ বংশ গেষর্ নিবাসি কিনা-
নীয়দিগকে দূর করিল না; তাহাতে কিনানী-
য়েরা গেষরে তাহাদের মধ্যে বাস করিল।
৩০ এবং সিবূলূন্ বংশ কিট্রোণ্ ও নহ-
লোল্ নিবাসিদিগকে দূর করিল না; তাহাতে
কিনানীয়েরা তাহাদের মধ্যে বাস করিল, তথাপি
করাধীন হইল।
৩১ আর আশের্ বংশ অক্কো ও সীদোন্
ও অহলব্ ও অক্ষীব্ ও হিল্বা ও অফিক্ ও
রিহোব নিবাসিদিগকে দূর করিল না। ৩২ তা-
হাতে আশেরীয় লোকেরা তাহাদিগকে দূর না
করিয়া দেশ নিবাসি কিনানীয়দের মধ্যে বাস
করিল।
৩৩ আর নপ্তালি বংশ বৈৎশেমশের ও বৈথ-
নাতের নিবাসিদিগকে দূর না করিয়া দেশ নি-
বাসি কিনানীয়দের মধ্যে বাস করিল, তথাপি
বৈৎশেমশের ও বৈথনাতের নিবাসিরা তাহা-
দিগকে কর দিল।
৩৪ আর ইমোরীয় লোকেরা দান বংশকে
তলভূমিতে নামিতে না দিয়া পর্ব্বতে রোধ
করিল; ৩৫ তাহাতে ইমোরীয়েরা হেরস্ পর্ব্বতে
ও অয়ালোনে ও শাল্বীমে বাস করিল; পরে
যূষফ্ বংশ পরাক্রমী হইলে তাহারা করাধীন
হইল। ৩৬ ঐ ইমোরীয়দের সীমা সেলা প্রভৃতি
স্থান অবধি অক্রব্বীম্ নামক ঊর্দ্ধগামি পথ
পর্য্যন্ত ছিল।

২ অধ্যায়।

১ বোখীম্ স্থানে লোকদের অনুযোগকারি দূতের কথা, ৬ ও যিহোশূয়ের মরণের পরে উৎপন্ন নূতন লোকদের দুষ্টতার কথা, ১৩ ও তাহাদের প্রতি পরমেশ্বরের ক্রোধ ও দয়া, ২০ ও ইস্রায়েল্ বংশের পরীক্ষার্থে কিনানীয় লোকদিগকে অবশিষ্ট রাখনের কথা।

১ পরে পরমেশ্বরের দূত গিল্গল্হইতে বো-
খীমে আসিয়া কহিলেন, আমি তোমাদিগকে
মিসর্দেশহইতে আনিয়াছি, এবং যে দেশ দিতে
তোমাদের পিতৃগণের কাছে দিব্য করিয়াছিলাম,
সেই দেশে তোমাদিগকে আনিয়াছি, এবং
এই কথা কহিয়াছি, আমি তোমাদের সহিত
আপন নিয়ম কখনো ভঙ্গ করিব না; ২ এবং
তোমরাও এই দেশ নিবাসিদের সহিত নিয়ম স্থির
করিবা না, বরং তাহাদের সমস্ত বেদি ভগ্ন করি-
বা। কিন্তু তোমরা আমার কথাতে মনোযোগ
কর নাই; এই কি কর্ম্ম করিয়াছ? ৩ এই জন্যে
আমি তোমাদের সম্মুখহইতে এই লোকদিগকে
দূর করিব না; তাহারা তোমাদের পার্শ্বে কণ্ট-
কস্বরূপ, ও তাহাদের দেবগণ তোমাদের ফাঁদ-
স্বরূপ হইবে, এই কথা কহিলাম। ৪ তখন পর-
মেশ্বরের দূত ইস্রায়েলের তাবৎ বংশকে এই
কথা কহিলে লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে
লাগিল। ৫ এই জন্যে তাহারা সেই স্থানের
নাম বোখীম্ (রোদনকারিদের স্থান) রাখিল,
পরে তাহারা সেই স্থানে পরমেশ্বরের উদ্দেশে
বলিদান করিল।
৬ যিহোশূয়ের নিকটহইতে বিদায় পাইলে পর
ইস্রায়েল লোকেরা দেশ অধিকারার্থে প্রত্যেকে
আপন ২ অধিকারে গেল। ৭ তদবধি যিহো-
শূয় যাবৎ বাঁচিল, এবং যে প্রাচীনগণ ইস্রা-
য়েল্ বংশের জন্যে পরমেশ্বরের কৃত সমস্ত
মহাক্রিয়া দেখিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যাহারা
যিহোশূয়ের মরণের পর জীবৎ থাকিল, তাহা-
রাও যাবৎ বাঁচিল, তাবৎ লোকেরা পরমেশ্বরের
সেবা করিল। ৮ অপর নূনের পুত্র পরমেশ্বরের
সেবক ঐ যিহোশূয় এক শত দশ বৎসর বয়স্ক
হইয়া মরিল। ৯ তাহাতে লোকেরা গাশ পর্ব্ব-
তের উত্তর পার্শ্বে ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতস্থ তিম্নৎ-হেরসে
তাহার অধিকারের সীমাতে তাহার কবর দিল।
১০ এই রূপে সেই কালের তাবৎ লোক আপন ২
পিতৃলোকদের নিকটে সংগৃহীত হইলে যে নূতন
লোক উৎপন্ন হইল, তাহারা পরমেশ্বরকে এব

ইস্রায়েল্ বংশের জন্যে তাঁহার কৃত ক্রিয়া অজ্ঞাত
ছিল। [১১] পরে ইস্রায়েল্ বংশ পরমেশ্বরের
সাক্ষাতে দুরাচারী হইয়া বাল্‌দেবগণের সেবা
করিতে লাগিল। [১২] এবং যিনি তাহাদিগকে
মিসর্‌দেশহইতে বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন,
আপনাদের সেই পৈতৃক প্রভু পরমেশ্বরকে
ত্যাগ করিয়া ইতর দেবগণের অর্থাৎ আপনা-
দের চতুর্দ্দিক্‌স্থিত লোকদের দেবগণের পশ্চাদ্‌-
গামী হইয়া তাহাদিগকে প্রণাম করিল, এই
রূপে পরমেশ্বরকে ক্রুদ্ধ করিল।

[১৩] তাহারা পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া বাল্‌-
দেবের ও অস্তারোৎ দেবীদের সেবা করিল।
[১৪] তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশের প্রতিকূলে পরমে-
শ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে তিনি তাহাদিগকে
লুটকারিগণের হস্তে সমর্পণ করিলেন, তাহাতে
তাহারা তাহাদের দ্রব্য লুট করিল; এবং তিনি
তাহাদের চতুর্দ্দিকস্থ শত্রুগণের হস্তে তাহাদিগকে
বিক্রয় করিলেন, তাহাতে তাহারা শত্রুগণের সম্মু-
খে আর স্থির থাকিতে পারিল না। [১৫] এবং
পরমেশ্বর যেমন কহিয়াছিলেন ও তাহাদের কাছে
দিব্য করিয়াছিলেন, তদনুসারে তাহারা যে২
কর্ম্মের উপক্রম করিত, তাহাতে তাহাদের অম-
ঙ্গলার্থে পরমেশ্বরের হস্ত প্রতিকূল ছিল; এই
রূপে তাহাদের অতিশয় ক্লেশ হইত। [১৬] পরে
পরমেশ্বর বিচারকর্ত্তৃগণকে উৎপন্ন করিয়া শত্রু-
গণের হস্তহইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিতেন;
[১৭] তথাপি তাহারা আপনাদের বিচারকর্ত্তাদের
বাক্যেও মনোযোগ করিত না, কিন্তু ব্যভিচার
করিয়া ইতর দেবগণের অনুগামী হইয়া তাহা-
দিগকে প্রণাম করিত; এই রূপে তাহাদের পূর্ব্ব-
পুরুষেরা পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন করিয়া যে
পথে গমন করিত, তাহারা তদনুসারে না করিয়া
সেই পথহইতে শীঘ্র বহির্ভূত হইল। [১৮] পরে
পরমেশ্বর তাহাদের উপদ্রব ও ক্লেশজন্য কাত-
রোক্তি প্রযুক্ত দয়া করিয়া তাহাদের জন্যে কোন
বিচারকর্ত্তাকে উৎপন্ন করিতেন, এবং আপনি
বিচারকর্ত্তার সাহায্য করিয়া তাহার যাবজ্জীবন
পর্য্যন্ত শত্রুহস্তহইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করি-
তেন। [১৯] পরে সেই বিচারকর্ত্তা মরিলে তা-
হারা আর বার পিতৃগণ অপেক্ষাও ভ্রষ্ট হইয়া
ইতর দেবগণের সেবা করিত, ও তাহাদিগকে
প্রণাম করিয়া তাহাদের পশ্চাদ্‌গামী হইত;
আপন২ ক্রিয়া ও কুমতির কিঞ্চিৎমাত্রও ত্যাগ
করিত না।

[২০] তাহাতে ইস্রায়েল বংশের প্রতিকূলে পর-
মেশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে তিনি কহি-
লেন, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে আমি যে
নিয়ম আজ্ঞা করিয়াছি, এই বিজাতীয় লোকেরা
তাহা লঙ্ঘন করিয়া আমার কথায় মনোযোগ
করিল না। [২১] অতএব যিহোশূয় মরণকালে যে২
জাতীয়দিগকে অবশিষ্ট রাখিয়াছে, তাহাদের কা-
হাকেও আমি ইহাদের সম্মুখহইতে দূর করিব
না। [২২] ঐ জাতীয়দের দ্বারা ইস্রায়েল্ বংশের
পরীক্ষা লওনার্থে, অর্থাৎ তাহাদের পিতৃগণ
যেমন পরমেশ্বরের পথে গমন করিয়া তাঁহার
আজ্ঞা পালন করিয়াছিল, তাহারাও তদ্রূপ
করিবে কি না, ইহা প্রকাশ করণার্থে [২৩] পর-
মেশ্বর সেই জাতিদিগকে শীঘ্র দূর না করিয়া ও
যিহোশূয়ের হস্তে সমর্পণ না করিয়া অবশিষ্ট
রাখিয়াছিলেন।

৩ অধ্যায়।

১ অবশিষ্ট লোকদের ইস্রায়েল্ বংশে মিশ্রিত হওন ও কুকর্ম্ম করণ, ৮ ও কূশন্-রিশিয়াথয়িমহইতে অৎনীয়েল্‌দ্বারা তাহাদের রক্ষা, ১২ ও ইগ্লোন্ নামে মোয়াব্ দেশীয় রাজাহইতে এহূদ্‌দ্বারা তাহাদের রক্ষা, ৩১ ও শম্‌গরের কথা।

[১] যাহারা কিনান দেশীয় যুদ্ধ জ্ঞাত ছিল না,
ইস্রায়েল্ বংশের সেই লোকদের পরীক্ষা লই-
বার নিমিত্তে, [২] এবং ইস্রায়েল বংশের পুরুষ
পরম্পরাকে শিক্ষা দানার্থে, অর্থাৎ যাহারা যুদ্ধ
জানে না, তাহাদিগকে শিখাইবার নিমিত্তে
পরমেশ্বর নিম্ন লিখিত ভিন্নজাতীয়দিগকে অব-
শিষ্ট রাখিয়াছিলেন। [৩] পিলেষ্টীয়দের পাঁচ
অধ্যক্ষ এবং বাল্‌হর্ম্মোণ্ পর্ব্বত অবধি হমাতে
প্রবেশের পথ পর্য্যন্ত লিবানোন্ পর্ব্বত নিবাসি
সমস্ত কিনানীয় ও সীদোনীয় ও হিব্বীয় লোক।
[৪] ইহারা ইস্রায়েল বংশের পরীক্ষার্থে, অর্থাৎ
পরমেশ্বর তাহাদের পিতৃলোকদিগকে মুসা-
দ্বারা যে২ আজ্ঞা দিয়াছিলেন, সেই২ আজ্ঞাতে
তাহারা মনোযোগ করিবে কি না, ইহা জানি-
বার জন্যে অবশিষ্ট রহিল। [৫] তাহাতে ইস্রা-
য়েল বংশ কিনানীয় ও হিত্তীয় ও ইমোরীয় ও
পিরিষীয় ও হিব্বীয় ও যিবূষীয়দের মধ্যে বসতি
করিয়া [৬] তাহাদের কন্যাগণকে বিবাহ করিতে
ও তাহাদের পুত্রগণের সহিত আপন২ কন্যা-
দের বিবাহ দিতে ও তাহাদের দেবগণের সেবা
করিতে লাগিল। [৭] এই রূপে ইস্রায়েল বংশ
পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিল, ও আ-
পনাদের প্রভু পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া বাল-
দেবের ও চৈত্যবৃক্ষের সেবা করিল।

[৮] তাহাতে ইস্রায়েল বংশের প্রতি পরমে-
শ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে তিনি অরাম্-নহ-
রয়িমের রাজা কূশন্-রিশিয়াথয়িমের হস্তে তা-
হাদিগকে বিক্রয় করিলেন, তাহাতে ইস্রায়েল
বংশ আট বৎসর পর্য্যন্ত কূশন্-রিশিয়াথয়িম্
রাজার সেবা করিল। [৯] পরে ইস্রায়েল বংশ

পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করিল। তাহাতে
পরমেশ্বর কালেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিনসের পুত্র
অৎনীয়েল্‌কে ইস্রায়েল বংশের উদ্ধারকর্তৃরূপে
নিরূপণ করিলেন। ১০ এবং পরমেশ্বরের আত্মা
তাহার প্রতি আবির্ভূত হইলে সে ইস্রায়েল্‌
বংশের বিচার করিল, এবং সে যুদ্ধার্থে নির্গত
হইলে পরমেশ্বর অরাম্‌-নহরয়িমের রাজা কূশন্‌-
রিশিয়াথয়িম্‌কে তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন;
তাহাতে সে কূশন্‌-রিশিয়াথয়িম্‌ রাজাকে পরা-
ভব করিলে ১১ চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত দেশ নিষ্ক-
ণ্টকে থাকিল; পরে কিনসের পুত্র অৎনীয়েল্‌
মরিল।

১২ অনন্তর ইস্রায়েল্‌ বংশ পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে
পুনর্ব্বার কদাচরণ করিল; অতএব পরমেশ্ব-
রের দৃষ্টিতে তাহাদের কদাচরণ প্রযুক্ত পর-
মেশ্বর ইস্রায়েল্‌ বংশের প্রতিকূলে মোয়া-
বের রাজা ইগ্‌লোন্‌কে সবল করিলেন। ১৩ সে
অম্মোনের ও অমালেকের বংশকে আপনার
নিকটে একত্র করিয়া যাত্রা করণ পূর্ব্বক ইস্রা-
য়েল বংশকে জয় করিয়া খর্জ্জূরপুর অধিকার
করিল। ১৪ তাহাতে ইস্রায়েল বংশ আঠার বৎ-
সর পর্য্যন্ত মোয়াবীয় ইগ্‌লোন্‌ রাজার সেবা
করিল। ১৫ অপর ইস্রায়েল বংশ পরমেশ্বরের
উদ্দেশে প্রার্থনা করিল; তাহাতে পরমেশ্বর
তাহাদের উদ্ধারকর্তৃরূপে বিন্যামীন্‌ বংশীয়
গেরার পুত্র এহূদ্‌কে নিরূপণ করিলেন; সেই
ব্যক্তি নেটা ছিল। ইস্রায়েল বংশ তাহাদ্বারা
মোয়াবের ইগ্‌লোন্‌ রাজার নিকটে উপঢৌকন
প্রেরণ করিল। ১৬ তাহাতে এহূদ্‌ আপনার
জন্যে এক হস্ত দীর্ঘ দ্বিধার খড়্‌গ নির্ম্মাণ
করাইয়া আপন দক্ষিণ ঊরুতে বস্ত্রের ভিতরে
বদ্ধ করিল। ১৭ পরে মোয়াবের ইগ্‌লোন্‌ রা-
জার নিকটে উপঢৌকন লইয়া গেল; ঐ ইগ্‌-
লোন অতি স্থূলকায় মনুষ্য ছিল। ১৮ পরে
উপঢৌকন দান সমাপ্ত হইলে সে ঐ উপঢৌকন-
বাহক লোকদিগকে বিদায় করিল। ১৯ কিন্তু আ-
পনি গিল্‌গলস্থ প্রস্তরাকরহইতে ফিরিয়া আ-
সিয়া কহিল, হে রাজন্‌, আপনকার নিকটে
আমার গোপনীয় এক কথা আছে; পরে রাজা
চুপ চুপ বলিলে নিকটে দণ্ডায়মান লোকেরা
তাহার সাক্ষাৎহইতে বাহিরে গেল। ২০ তৎ-
কালে রাজা কেবল আপনার জন্যে নির্ম্মিত এক
শীতল বাটিকাতে বসিয়াছিল; তাহাতে এহূদ্‌
তাহার নিকটে গিয়া কহিল, আপনকার প্রতি
ঈশ্বরের এক বাক্য আছে; তাহাতে সে আপন
আসনহইতে উঠিল। ২১ পরে এহূদ্‌ আপন বাম
হস্তদ্বারা দক্ষিণ ঊরুহইতে ঐ খড়্‌গ লইয়া তাহার
উদর এমত বিদ্ধ করিল, ২২ যে খড়্‌গের সহিত
বাঁটও উদরে প্রবিষ্ট হইল, ও খড়্‌গ মেদেতে
রুদ্ধ হইল, কেননা সে উদরহইতে তাহা বাহির
করিল না; আর তাহা পৃষ্ঠদিয়া বাহির হইল।
২৩ পরে এহূদ্‌ শীতল বাটিকার দ্বার রুদ্ধ করিয়া
চাবি বদ্ধ করিয়া বারান্দা দিয়া নির্গত হইল।
২৪ অপর সে বাহির হইলে রাজার ভৃত্যবর্গ
উপস্থিত হইয়া শীতল বাটিকার দ্বারে চাবি বদ্ধ
দেখিয়া কহিল, রাজা অবশ্য শীতল কুঠরীতে
বিশ্রাম করিতেছেন। ২৫ পরে তাহারা লজ্জিত
হওন পর্য্যন্ত বিলম্ব করিল; শেষে সে শীতল
বাটিকার দ্বার না খুলিলে তাহারা চাবি লইয়া
দ্বার খুলিয়া আপনাদের প্রভুকে মৃত ও ভূমিতে
পতিত দেখিল। ২৬ তাহারা বিলম্ব করিল, এই
অবকাশে এহূদ্‌ পলাইয়া সেই প্রস্তরাকর পশ্চাৎ
ফেলিয়া সিয়ীরাতে উপস্থিত হইয়াছিল। ২৭ সে
স্থানে উপস্থিত হইয়া ইফ্রয়িম্‌ পর্ব্বতে তূরী
বাজাইল; পরে ইস্রায়েল বংশ তাহার সহিত
পর্ব্বতহইতে নামিলে সে তাহাদের অগ্রগামী
হইয়া চলিল। ২৮ এবং তাহাদিগকে কহিল,
তোমরা আমার পশ্চাৎ২ আইস; পরমেশ্বর
তোমাদের শত্রু মোয়াবীয়দিগকে তোমাদের হস্তে
সমর্পণ করিলেন; তাহাতে তাহারা তাহার
পশ্চাৎ২ নামিয়া মোয়াবীয়দের অগ্রে যর্দ্দনের
ঘাট হস্তগত করিয়া এক প্রাণিকেও পার হইতে
দিল না।

২৯ ঐ সময়ে তাহারা মোয়াবের প্রায় দশ
সহস্র লোককে বধ করিল; তাহারা বৃহৎকায়
ও বলবান হইলেও তাহাদের কেহ রক্ষা পাইল
না। ৩০ এই প্রকারে মোয়াবীয় লোক সেই
দিনে ইস্রায়েল বংশের বশীভূত হইলে দেশ
আশী বৎসর পর্য্যন্ত নিষ্কণ্টকে থাকিল।

৩১ তাহার পর গোচারণের পাঁচনীদ্বারা পি-
লেষ্টীয়দের ছয় শত লোককে বধ করিল যে
অনাতের পুত্র শম্‌গর্‌, সেও ইস্রায়েল বংশের
এক উদ্ধারকর্ত্তা হইল।

৪ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েল বংশের পাপ, ৪ ও তাহাদের বিচার-
কর্ত্রী দিবোরার কথা, ১০ ও দিবোরা ও বারকের
দ্বারা ইস্রায়েল বংশের উদ্ধার, ১৮ ও যায়েল স্ত্রীর
দ্বারা সীষিরা সেনাপতির বধ।

১ অনন্তর এহূদের মৃত্যুর পরে ইস্রায়েল বংশ
ঈশ্বরের দৃষ্টিতে পুনর্ব্বার কদাচরণ করিল। ২ তা-
হাতে পরমেশ্বর হাৎসোর নিবাসি কিনান্‌ দেশের
রাজা যাবীনের হস্তে তাহাদিগকে বিক্রয় করিলেন।
৩ হরোশৎ-গোয়ীম্‌ নিবাসি সীষিরা ঐ রাজার
সেনাপতি ছিল। আর তাহার নব শত লৌহরথ
ছিল; সে বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েল

বংশের প্রতি শক্ত দৌরাত্ম্য করিল; তাহাতে
ইস্রায়েল বংশ পরমেশ্বরের উদ্দেশে কাকুতি
করিল।
৪ ঐ সময়ে লপ্পীদোতের ভার্য্যা দিবোরা নামে
ভবিষ্যদ্বক্ত্রী ইস্রায়েল বংশের বিচার করিত।
৫ সে রামতের ও বৈথেলের মধ্যে ইফ্রয়িম্
পর্ব্বতে 'দিবোরার খর্জ্জুর' নামক বৃক্ষের তলে
বাস করিত, এবং ইস্রায়েল বংশ বিচারার্থে
তাহার নিকটে যাইত। ৬ অপর সে লোক প্রেরণ
করিয়া নপ্তালি বংশের কেদশ্‌নিবাসি অবীনো-
য়মের পুত্র বারক্‌কে ডাকাইয়া কহিল, তুমি
নপ্তালি বংশের ও সিবূলূন্ বংশের দশ সহস্র
লোক আপনার সঙ্গে লইয়া তাবোর্ পর্ব্বতে
যাও। ৭ আমি যাবীনের সেনাপতি সীষিরাকে
ও তাহার রথকে ও লোকদিগকে কীশোন্ নদী-
তীরে তোমার নিকটে আকর্ষণ করিয়া তোমার
হস্তে সমর্পণ করিব, এই কথা কি ইস্রায়েলের
প্রভু পরমেশ্বর আজ্ঞা করেন নাই? ৮ তাহাতে
বারক্ তাহাকে কহিল, তুমি যদি আমার সঙ্গে
যাও, তবে আমি যাইব; কিন্তু তুমি আমার
সঙ্গে না গেলে আমি যাইব না। ৯ সে কহিল,
আমি অবশ্য তোমার সঙ্গে যাইব, কিন্তু এই
যুদ্ধযাত্রাতে তোমার যশ হইবে না; কেননা
পরমেশ্বর সীষিরাকে এক স্ত্রীর হস্তে বিক্রয়
করিবেন। পরে দিবোরা উঠিয়া বারকের সহিত
কেদশে গমন করিল।
১০ পরে বারক্ কেদশে সিবূলূন্ বংশকে ও
নপ্তালি বংশকে ডাকাইয়া দশ সহস্র পদাতি
সৈন্য সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিল, এবং দিবোরাও
তাহার সহিত গেল। ১১ ঐ সময়ে কেনীয় হেবর্
মূসার শ্বশুর হোববের বংশোদ্ভব অন্য কেনী-
য়দের হইতে পৃথক্ হইয়া কেদশের নিকটবর্ত্তি
সানন্নীম্ উদ্যানে তাম্বু স্থাপন করিয়াছিল।
১২ পরে অবীনোয়মের পুত্র বারক্ তাবোর্
পর্ব্বতে উঠিয়া আশ্রয় লইয়াছে, এই সংবাদ
পাইয়া ১৩ সীষিরা আপন সমস্ত রথ অর্থাৎ
নব শত লৌহরথ এবং আপন সঙ্গি লোক
সকলকে ডাকিয়া হরোশৎ-গোয়ীমহইতে কীশোন্
নদীতে গমন করিল। ১৪ তখন দিবোরা বারক্‌কে
কহিল, উঠ, অদ্যই পরমেশ্বর তোমার হস্তে
সীষিরাকে সমর্পণ করিবেন; পরমেশ্বর কি
তোমার অগ্রগামী নহেন? তাহাতে বারক্ অনু-
গামি দশ সহস্র সৈন্যের সহিত তাবোর পর্ব্বত-
হইতে নামিল। ১৫ পরে পরমেশ্বর বারকের
সম্মুখে সীষিরাকে ও তাহার সমস্ত রথকে ও
সৈন্যগণকে খড়্গদ্বারা ছিন্নভিন্ন করিলেন; তা-
হাতে সীষিরা রথহইতে নামিয়া পদব্রজে পলা-
য়ন করিল। ১৬ এবং বারক্ হরোশৎ-গোয়ীম্
পর্য্যন্ত তাহার সমস্ত রথের ও সৈন্যগণের পশ্চাৎ
ধাবমান হইলে সীষিরার সমস্ত সৈন্য খড়্গধারে
পতিত হইল; এক জনও অবশিষ্ট থাকিল না।
১৭ কিন্তু সীষিরা পদব্রজে পলাইয়া কেনীয়
হেবরের ভার্য্যা যায়েলের তাম্বুর দিগে গেল;
কেননা হাৎসোরের যাবীন্ রাজার ও কেনীয়
হেবরের বংশের তখন ঐক্য ছিল।
১৮ তাহাতে যায়েল্ সীষিরার সহিত সাক্ষাৎ
করিতে বাহির হইয়া তাহাকে কহিল, হে আমার
প্রভো, অন্তরে আইসুন, আমার নিকটে আই-
সুন, ভীত হইবেন না; তাহাতে সে তাহার
প্রতি ফিরিয়া তাম্বুর মধ্যে গেলে ঐ স্ত্রী এক
কম্বল দিয়া তাহাকে আচ্ছাদন করিল। ১৯ তখন
সীষিরা তাহাকে কহিল, আমি বিনয় করি, পান
করিতে আমাকে কিছু জল দেও; আমি পিপা-
সিত হইয়াছি। তাহাতে সে দুগ্ধের কুপা খুলিয়া
পান করিতে দিয়া তাহাকে আচ্ছাদন করিয়া
রাখিল। ২০ পরে সীষিরা তাহাকে কহিল, তুমি
তাম্বুদ্বারে দাঁড়াইয়া থাক; যদি কেহ আসিয়া,
এ স্থানে কোন পুরুষ আছে কি না? ইহা জিজ্ঞাসা
করে, তবে তুমি কহিবা, কেহ নাই। ২১ অনন্তর
হেবরের ভার্য্যা যায়েল্ তাম্বুর এক গোঁজ লইয়া
মুদ্গর হস্তে করিয়া ধীরে ২ তাহার নিকটে যাইয়া
তাহার কর্ণমূলে গোঁজ বিদ্ধ করিয়া মৃত্তিকাতে
প্রবেশ করাইল; কারণ সে শ্রান্ত ও নিদ্রিত
ছিল; এই রূপে সে মরিল। ২২ তখন বারক
সীষিরার পশ্চাদ্ ধাবমান হইতেছিল; অতএব
যায়েল্ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহিরে
আসিয়া কহিল, আইস, তুমি যাহার অন্বেষণ
করিতেছ, সেই মানুষকে আমি তোমাকে দেখাই;
তাহাতে সে তাহার তাম্বুতে প্রবেশ করিয়া দে-
খিল, সীষিরা মৃত পড়িয়া আছে, ও তাহার
কর্ণমূলে গোঁজ বিদ্ধ হইয়াছে। ২৩ এই রূপে
পরমেশ্বর ঐ দিবসে কিনানের যাবীন্ রাজাকে
ইস্রায়েল বংশের সাক্ষাতে নত করিলেন।
২৪ পরে কিনানীয় যাবীন রাজার সংহার না
হওন পর্য্যন্ত ইস্রায়েল বংশ সেই কিনানীয় যাবীন
রাজার বিরুদ্ধে উত্তর ২ প্রবল হইতে লাগিল।

৫ অধ্যায়।

দিবোরা ও বারকের গীত।

১ সেই দিবসে দিবোরা ও অবীনোয়মের পুত্র
বারক্ এই গান করিল। ২ ইস্রায়েল বংশের
আক্রমিগণ আক্রান্ত হইল, ও প্রজাগণ আপনা-
দিগকে উৎসর্গ করিল, এই জন্যে পরমেশ্বরের
প্রশংসা কর। ৩ হে রাজগণ, মনোযোগ কর, ও
হে অধ্যক্ষগণ, কর্ণ দেও; আমি পরমেশ্বরের
নিকটে গান করিব, ও ইস্রায়েলের প্রভু পরমে-

শ্বরের উদ্দেশে গান করিব। ৪ হে পরমেশ্বর,
সেয়ীরহইতে তোমার নির্গমনকালে, ও ইদোমের
প্রান্তরহইতে তোমার যাত্রাকালে ভূমি কাঁপিল,
ও আকাশ দ্রবীভূত হইল, ও মেঘগণ বিন্দু২
বর্ষিল। ৫ এবং পরমেশ্বরের সাক্ষাতে পর্ব্বত-
গণ ও ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের সাক্ষাতে
ঐ সীনয় পর্ব্বত বহিয়া গেল। ৬ অনাতের পুত্র
শম্‌গরের ও যায়েলের সময়ে সমস্ত রাজপথ
পথিকহীন ছিল, ও পথিকেরা বক্র উপপথ
দিয়া গমন করিত। ৭ সেনাপতির অভাব ছিল,
ইস্রায়েলের মধ্যে পাওয়া গেল না; পরে
দিবোরা নামে আমি উৎপন্না হইলাম, ও ইস্রা-
য়েল বংশের মাতৃস্বরূপ হইলাম। ৮ তৎকালে
লোকেরা নূতন দেবতা মনোনীত করাতে নগরের
দ্বারে যুদ্ধ উপস্থিত হইত; ইস্রায়েল বংশের
চল্লিশ সহস্র লোকের মধ্যে কি এক খান ঢাল
বা শল্য দৃষ্ট হইত? ৯ ইস্রায়েলের অধ্যক্ষগণ
প্রভৃতি লোকদের মধ্যে যাহারা আপনাদিগকে
উৎসর্গ করিল, তাহাদের প্রতি আমার অন্তঃ-
করণ আছে; তোমরা পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর।
১০ যাহারা শুভ্র গর্দ্দভারূঢ় হয় ও বিচারাসনে
বৈসে ও পথে ভ্রমণ করে, তাহারা ধন্যবাদ
করুক; ১১ ও নিপানে২ লুটদ্রব্য বিভাগকারিদের
হর্ষনাদ প্রযুক্ত পরমেশ্বরের ধর্ম্মক্রিয়ার এবং
ইস্রায়েলে তাঁহার নিযুক্ত সেনাপতির ধর্ম্মক্রিয়ার
সঙ্কীর্ত্তন হউক; পরে পরমেশ্বরের লোকেরা নগর
দ্বারে নামুক। ১২ হে দিবোরা, জাগ্রৎ হও, জাগ্রৎ
হও; এবং সচেতন হও, সচেতন হও, ও গান
কর; এবং হে বারক, গাত্রোত্থান কর; ও হে
অবীনোয়মের পুত্র, আপন জয়িগণকে বন্দী কর।
১৩ তখন অবশিষ্ট কতক জন নরেন্দ্রদিগের প্রতি-
কূলে যাত্রা করিল, ও পরমেশ্বর আমার পক্ষ হই-
য়া বিক্রমিবর্গের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। ১৪ তা-
হাদের মধ্যে অমালেকের দেশ নিবাসি ইফ্র-
য়িম্ লোক ছিল, এবং তোমার লোকদের মধ্যে
বিন্যামীন্ পশ্চাদ্গামী ছিল; মাখীরহইতে
অধ্যক্ষগণ ও সিবূলূন্হইতে লেখকের লেখনী-
ধারিগণ আইল। ১৫ এবং ইষাখর্ বংশের
প্রধান লোকেরা দিবোরার সহিত ছিল, এবং
বারকের অবলম্বনস্বরূপ ইষাখর্ বংশ তাহার
সহিত বেগে তলভূমিতে নামিল; রূবেণের স্রোত-
স্বতীসমূহের নিকটে গুরুতর মনস্কল্পনা হইল।
১৬ হে রূবেন্ বংশ, তুমি মেষপালের ক্রন্দন
শুনিতে কেন মেষবাথানের মধ্যে রহিলা? রূবেণের
স্রোতস্বতীসমূহের নিকটে গুরুতর মনঃপরীক্ষা
হইল। ১৭ এবং গিলিয়দস্থ লোকেরা যর্দ্দনের
ওপারে বসিয়া থাকিল, এবং দানের লোকেরা
কেন জাহাজে রহিল? এবং আশের্ বংশ
সমুদ্রের তটে বসিয়া থাকিল ও খালের নিকটে
অবস্থিতি করিল। ১৮ সিবূলূন বংশ মৃত্যু
পর্য্যন্ত প্রাণপণ করিল, এবং নপ্তালি বংশও
রণস্থলের উচ্চস্থানে (মরিতে প্রস্তুত হইল।)
১৯ রাজগণ আসিয়া যুদ্ধ করিল, কিনানের রাজ-
গণ মগিদ্দোর জলতীরস্থ তানকে যুদ্ধ করিল;
তাহারা লুটিয়া কিছু রূপ্য পাইল না। ২০ আ-
কাশে যুদ্ধ হইল, সীষিরার প্রতিকূলে নক্ষত্রগণ
আপন২ পথে যাইতে২ যুদ্ধ করিল। ২১ এবং
কীশোন্ নদী, অর্থাৎ কীশোন্ নামে ঐ প্রাচীন
নদী তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া গেল; হে আ-
মার মন, তুমি বলবানদিগকে পদতলে দলিত করি-
লা। ২২ সত্বরে২ বীরগণের পলায়নে অশ্বদের
খুর ভগ্ন হইল। ২৩ পরমেশ্বরের দূত কহেন, তো-
মরা মেরোস্কে শাপ দেও, ও তন্নিবাসিদিগকে
দারুণ শাপ দেও; কেননা তাহারা পরমেশ্ব-
রের সাহায্য করিতে অর্থাৎ বিক্রমিবর্গের প্রতি-
কূলে পরমেশ্বরের সাহায্য করিতে আইল
না। ২৪ স্ত্রীলোকদের মধ্যে কেনীয় হেবরের
পত্নী যায়েল্ ধন্যা; তাম্বুমধ্যবাসিনী স্ত্রীলোক-
দের মধ্যে সে ধন্যা। ২৫ তাহার কাছে জল
চাহিলে সে দুগ্ধ দিল, ও রাজোপযুক্ত পাত্রে
ক্ষীর আনিয়া দিল। ২৬ এবং গোঁজ ধরিতে
আপন হস্ত, ও কর্ম্মকারের মুদ্গর তুলিতে দক্ষিণ
হস্ত বাড়াইল; এবং সীষিরাকে আঘাত করিয়া
তাহার মস্তক বিদ্ধ করিল, ও তাহার কপোল
বিদ্ধ করিয়া চূর্ণ করিল। ২৭ তাহাতে সে তাহার
চরণে নত হইয়া পড়িয়া লম্বমান হইল; তা-
হারই চরণে নত হইয়া পড়িল; নত হইবামাত্র
হত হইয়া তথায় পড়িল। ২৮ সীষিরার মাতা
গবাক্ষ দিয়া চাহিয়া আছে; সীষিরার জননী
বাতায়নহইতে ডাকিয়া কহে; তাহার রথ আ-
সিতে কেন লজ্জিত হয়? ও তাহার রথচক্র
কেন বিলম্ব করে? ২৯ তাহার জ্ঞানবতী সহ-
চরীগণ উত্তর করে, এবং সে আপনিও আপনার
কথার উত্তর করিয়া কহে, তাহারা কি লুট দ্রব্য
পাইয়া অংশ করিয়া লয় না? ৩০ প্রত্যেক জন
কি দুই এক কামিনী পায় না? এবং সীষিরা-
কে কি চিত্রিত বস্ত্র, অর্থাৎ চিত্রিত সূচি কার্য্যের
বস্ত্র লুটকারির কণ্ঠভূষারূপে দেয় না? ৩১ হে
পরমেশ্বর, তোমার তাবৎ শত্রু সেই রূপ বিনষ্ট
হউক, কিন্তু তোমার প্রেমকারিগণ সপ্রতাপে
উদিত সূর্য্যের সদৃশ হউক। পরে চল্লিশ বৎসর
পর্য্যন্ত দেশ নিষ্কণ্টকে থাকিল।

৬ অধ্যায়।

১ পাপ প্রযুক্ত মিদিয়নীয়দের দ্বারা ইস্রায়েল বংশের
উপদ্রুত হওন, ৭ ও এক ভবিষ্যদ্বক্তার কথা,
১১ ও গিদিয়োনের প্রতি পরমেশ্বরের দূতের কথা,

১৭ ও দূতের প্রতি গিদিয়োনের নিবেদন ও
নৈবেদ্য, ২৫ ও বালের বেদি ভগ্ন করণ, ২৮ ও
পুত্রের পক্ষে লোকদের সহিত যোয়াশের বিরোধ
করণ, ৩৩ ও গিদিয়োনের নিকটে লোক একত্র
হওন, ৩৬ ও গিদিয়োনের প্রার্থিত আশ্চর্য্য
চিহ্নের কথা।

১ পরে ইস্রায়েল বংশ পরমেশ্বরের সাক্ষাতে
কদাচরণ করিলে পরমেশ্বর তাহাদিগকে সাত
বৎসর পর্য্যন্ত মিদিয়ন্ লোকদের হস্তে সমর্পণ
করিলেন। ২ তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশের প্রতি-
কূলে মিদিয়ন্ লোকেরা প্রবল হইলে ইস্রায়েল
বংশ তাহাদের ভয়ে পর্ব্বতস্থ স্রোতোমার্গে ও
গুহাতে ও দুর্গম স্থানে বসতি করিল। ৩ আর
ইস্রায়েল বংশ বীজ বপন করিলে পর মিদীয়-
নীয়েরা ও অমালেকীয়েরা ও পূর্ব্বদেশীয়েরা
তাহাদের প্রতিকূলে আগমন করিয়া ৪ তাহাদের
সম্মুখে শিবির স্থাপন করিয়া অসা নগরের
প্রবেশ স্থান পর্য্যন্ত ভূম্যুৎপন্ন শস্যাদি বিনষ্ট
করিত, এবং ইস্রায়েল বংশের জন্যে খাদ্য দ্রব্য
কিম্বা মেষ গোরু গর্দ্দভাদি কিছুই রাখিত না।
৫ তাহারা আপন ২ পশু ও তাম্বূ সঙ্গে লইয়া
পঙ্গপালের ন্যায় বহুসংখ্যক হইয়া আসিত;
তাহারা ও তাহাদের উষ্ট্র অগণ্য ছিল; আর
তাহারা দেশ উচ্ছিন্ন করণার্থে দেশে প্রবেশ
করিত। ৬ এই রূপে ইস্রায়েল বংশ মিদিয়নীয়-
দের দ্বারা অতি ক্ষীণ হইল, এবং ইস্রায়েল
বংশ পরমেশ্বরের উদ্দেশে কাতরোক্তি করিল।
৭ এই রূপে ইস্রায়েল বংশ মিদিয়নীয়দের
ভয়েতে পরমেশ্বরের কাছে কাতরোক্তি করিলে
৮ পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশের প্রতি এক জন
ভবিষ্যদ্বক্তাকে প্রেরণ করিলেন। সে কহিল,
ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন,
আমি তোমাদিগকে মিসর্হইতে আনিয়াছি, ও
দাসআগারহইতে বাহির করিয়া আনিয়াছি,
৯ এবং মিস্রীয় প্রভৃতি তোমাদের তাবৎ উপ-
দ্রবকারিহইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছি,
এবং তোমাদের সম্মুখহইতে তাহাদিগকে দূর
করিয়া তাহাদের দেশ তোমাদিগকে দিয়াছি।
১০ এবং আমি তোমাদিগকে কহিয়াছিলাম,
আমি তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর; তোমরা
যে ইমোরীয়দের দেশে বাস করিতেছ, তাহা-
দের দেবগণকে ভয় করিও না। কিন্তু তোমরা
আমার কথা শুন নাই।
১১ পরে পরমেশ্বরের দূত আসিয়া অবীয়ে-
স্রীয় যোয়াশের অধিকারস্থিত অফ্রাতে এক এলা
বৃক্ষতলে বসিলেন; তৎকালে তাহার পুত্র গিদি-
য়োন মিদিয়নীয়দের হইতে রক্ষা করণার্থে দ্রাক্ষা-
পেষণকুণ্ডে গোম মাড়িতেছিল। ১২ তাহাতে
পরমেশ্বরের দূত তাহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন,
হে মহাবীর, পরমেশ্বর তোমার সহায় আ-
ছেন। ১৩ গিদিয়োন্ উত্তর করিল, হায় ২, হে
আমার প্রভো, যদি পরমেশ্বর আমাদের সহায়
আছেন, তবে আমাদের প্রতি এ সমস্ত কেন
ঘটিল? এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা তাঁহার
যে সমস্ত আশ্চর্য্য ক্রিয়ার কথা আমাদিগকে
কহিয়াছিল, তাহা কোথায়? তাহারা কহিত,
পরমেশ্বর কি আমাদিগকে মিসর্হইতে আনয়ন
করেন নাই? কিন্তু সম্প্রতি পরমেশ্বর আমা-
দিগকে ত্যাগ করিয়া মিদিয়নীয়দের হস্তে সম-
র্পণ করিয়াছেন। ১৪ তাহাতে পরমেশ্বর তাহার
প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, তুমি আপনার
এই বলেতে গমন করিয়া মিদিয়নীয়দের হস্তহইতে
ইস্রায়েল বংশকে উদ্ধার কর; আমি কি তোমাকে
প্রেরণ করিতেছি না? ১৫ তাহাতে সে তাঁহাকে
কহিল, হায় ২, হে আমার প্রভো, ইস্রায়েল
বংশকে কিসেতে উদ্ধার করিব? দেখুন, মিনশি
বংশের মধ্যে আমার বংশ সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র,
এবং আমার পিতার বাটীতে আমি কনিষ্ঠ।
১৬ তখন পরমেশ্বর তাহাকে কহিলেন, আমি
তোমার সহায় হইব; তাহাতে তুমি মিদিয়নীয়-
দিগকে এক জনের ন্যায় সংহার করিবা।
১৭ অপর সে কহিল, আমি যদি আপনকার
দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া থাকি, তবে আপনি
যে আমার সঙ্গে কথা কহিতেছেন, তাহার কোন
চিহ্ন আমাকে দিউন। ১৮ বিনয় করি, আমি
যাবৎ নৈবেদ্য লইয়া আপনকার সাক্ষাতে
উৎসর্গ করিতে না আসি, তাবৎ আপনি স্থানা-
ন্তরে যাইবেন না; তাহাতে তিনি কহিলেন,
যাবৎ না আসিবা, তাবৎ আমি বিলম্ব করিব।
১৯ তখন গিদিয়োন্ অন্তরে যাইয়া এক ছাগবৎস
ও এক ঐফা পরিমিত সুজির তাড়ীশূন্য পিষ্টক
প্রস্তুত করিয়া ঐ মাংসাদিকে চুপড়িতে রাখিয়া
ঝোল বহুগুণাতে করিয়া বাহিরে এলা বৃক্ষের
তলে আসিয়া তাঁহার কাছে উৎসগ করিল।
২০ তাহাতে ঈশ্বরের দূত তাহাকে কহিলেন,
এই মাংস ও তাড়ীশূন্য পিষ্টক লইয়া ঐ পাষা-
ণের উপরে রাখ, এবং ঝোল তাহাতে ঢালি-
য়া দেও; তখন সে তদ্রূপ করিল। ২১ পরে
পরমেশ্বরের দূত আপন হস্তস্থিত দণ্ডের অগ্র
বিস্তার করিয়া সেই মাংস ও তাড়ীশূন্য পিষ্টক
স্পর্শ করিলেন; তাহাতে ঐ পাষাণহইতে অগ্নি
নির্গত হইয়া সেই মাংস ও পিষ্টক দগ্ধ করিল;
পরে পরমেশ্বরের দূত তাহার দৃষ্টিগোচর-
হইতে প্রস্থান করিলেন। ২২ তখন তিনি যে
পরমেশ্বরের দূত, ইহা দেখিয়া গিদিয়োন্ কহিল,
হায় ২ হে প্রভো পরমেশ্বর, আমি সম্মুখাসম্মুখি

হইয়া পরমেশ্বরের দূতকে দেখিলাম। ২৩ তা-
হাতে পরমেশ্বর তাহাকে কহিলেন, তোমার
মঙ্গল হউক, ভয় নাই; তুমি মরিবা না। ২৪ পরে
গিদিয়োন্ সে স্থানে পরমেশ্বরের উদ্দেশে এক
বেদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম যিহোবা-শা-
লোম্ (পরমেশ্বর মঙ্গলদাতা) রাখিল; তাহা
অবীয়েষ্রীয়দের অফ্রাতে অদ্যাপি আছে।

২৫ পরে সেই রাত্রিতে পরমেশ্বর তাহাকে
কহিলেন, তুমি আপন পিতার যুব বলদকে
ও সাত বৎসর বয়স্ক দ্বিতীয় বলদকে সঙ্গে লইয়া
তোমার পিতার বালদেবের যে বেদি আছে,
তাহা ভগ্ন কর, ও তাহার নিকটস্থ চৈত্যবৃক্ষ
ছেদন কর; ২৬ এবং এই দৃঢ় শৈলের শৃঙ্গে
আপন প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে পরিপাটি
এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ কর, এবং সেই দ্বিতীয়
বলদ সঙ্গে লইয়া, যে চৈত্য বৃক্ষ ছেদন করিবা,
তাহার কাষ্ঠদ্বারা হোম কর। ২৭ তাহাতে গিদি-
য়োন্ আপন ভৃত্যদের মধ্যে দশ জনকে সঙ্গে
লইয়া পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে তাহাই করিল;
কিন্তু আপন পিতার পরিজনগণকে ও নগরস্থ
লোকদিগকে ভয় করণ প্রযুক্ত দিবসে তাহা
করিতে না পারাতে রাত্রিতে করিল।

২৮ অপর নগরস্থ লোকেরা প্রত্যূষে উঠিলে
বালের বেদি ভগ্ন হইয়াছে, ও নিকটস্থ চৈত্যবৃক্ষ
ছিন্ন হইয়াছে, এবং নূতন বেদির উপরে দ্বিতীয়
বলদ উৎসর্গ হইয়াছে, ইহা দেখিয়া ২৯ পর-
স্পর কহিল, এমত কর্ম্ম কে করিল? পরে যত্ন-
পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলে লোকেরা কহিল, যোয়াশের
পুত্র গিদিয়োন্ ইহা করিল। ৩০ তাহাতে নগরস্থ
লোকেরা যোয়াশ্কে কহিল, তোমার পুত্রকে
বাহির করিয়া আন; সে হত হউক, কেননা সে
বালের বেদি ভগ্ন করিল, ও তাহার নিকটস্থ
চৈত্য বৃক্ষ ছেদন করিল। ৩১ তখন যোয়াশ
আপনার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান সমস্তকে কহিল,
তোমরাই কি বালের পক্ষে বিবাদ করিবা?
তোমরাই বা কি তাহাকে জয়যুক্ত করিবা? যে
জন তাহার পক্ষে বিবাদ করে, এই প্রভাতের
সময়ে তাহার অপমৃত্যু হউক; বাল যদি দেবতা
হয়, তবে সে আপনার বিবাদ আপনি করুক;
যেহেতুক তাহারই বেদি ভগ্ন হইল। ৩২ অতএব
এ যাহার বেদি ভগ্ন করিল, সেই বাল্ ইহার
সহিত বিবাদ করুক, এই কথাপ্রযুক্ত সেই দিবস
অবধি তাহার নাম যিরুব্বাল্ (বাল্ বিবাদ
করুক) হইল।

৩৩ ঐ সময়ে মিদিয়নীয় ও অমালেকীয় ও
পূর্ব্বদেশীয় লোকেরা একত্র হইয়া পার হইয়া
যিষ্রিয়েলের প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিল।
৩৪ কিন্তু গিদিয়োনের প্রতি পরমেশ্বরের আত্মা
আবির্ভূত হইলে সে তূরী বাজাইল; তাহাতে
অবীয়েষ্রীয় লোক তাহার নিকটে একত্র হইল।
৩৫ এবং সে মিনশি বংশের সর্ব্বত্র লোক
পাঠাইলে তাহারাও তাহার নিকটে একত্র হইল;
পরে সে আশের ও সিবূলূন্ ও নপ্তালি বংশের
নিকটে দূত প্রেরণ করিলে তাহারা সাক্ষাৎ
করিতে আইল।

৩৬ পরে গিদিয়োন্ ঈশ্বরকে কহিল, আপন-
কার বাক্যানুসারে আপনি আমার হস্তদ্বারা
ইস্রায়েল বংশকে উদ্ধার করিবেন, ইহা কি সত্য?
৩৭ দেখুন, আমি শস্যমর্দ্দনস্থানে ছিন্ন মেষলোম
রাখিব, তাহাতে কেবল সেই লোমের উপরে
যদি শিশির থাকে, এবং সমস্ত ভূমি শুষ্ক থাকে,
তবে আপনি আপন বাক্যানুসারে আমার
হস্তদ্বারা ইস্রায়েল্ বংশকে উদ্ধার করিবেন,
ইহা জ্ঞাত হইব। ৩৮ পরে সেই রূপ ঘটিলে
পরদিবসে সে প্রত্যূষে উঠিয়া সেই লোম চাপিয়া
তাহাহইতে পূর্ণ এক বাটী শিশির নিঙ্গড়িয়া
ফেলিল। ৩৯ তখন গিদিয়োন্ ঈশ্বরকে কহিল,
আপনি আমার প্রতিকূলে ক্রুদ্ধ হইবেন না,
আমি কেবল আর এক কথা কহি; বিনয় করি,
আমি লোমদ্বারা আর এক বার পরীক্ষা লইব;
এখন কেবল লোমের উপরে শুষ্কতা হউক,
ও সকল ভূমির উপরে শিশির থাকুক। ৪০ পরে
ঈশ্বর সে রাত্রিতে সেই রূপ করিলেন; তাহাতে
কেবল লোমের উপর শুষ্কতা হইল, এবং সকল
ভূমিতে শিশির পড়িল।

৭ অধ্যায়।

১ গিদিয়োনের সৈন্যের ন্যূন করণ, ৯ ও স্বপ্নের কথা শুনিয়া গিদিয়োনের মন স্থির হওন, ১৫ ও সৈন্যের প্রতি গিদিয়োনের আজ্ঞা, ১৯ এবং মশাল ও তূরী ও ঘটদ্বারা মিদিয়নীয়দিগকে জয় করণ, ২৪ ও ওরেব্ ও সেব্ রাজাকে হস্তগত করণ।

১ পরে যিরুব্বাল্ অর্থাৎ গিদিয়োন্ ও তাহার
সমস্ত সঙ্গি লোক প্রত্যূষে উঠিয়া ঐন্-হারোদ
নামক স্থানে শিবির স্থাপন করিল; তাহাতে
মিদিয়নীয় সৈন্য তাহাদের উত্তরদিগে মোরি
পর্ব্বতের নিকটস্থ প্রান্তরে থাকিল। ২ পরে
পরমেশ্বর গিদিয়োন্কে কহিলেন, তোমার সঙ্গি
লোকদের সংখ্যা এত বড়, যে আমি মিদিয়-
নীয়দিগকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিব না;
করিলে আমরা আপন বাহুবলেতে জয়ী হই-
লাম, এই কথা কহিয়া ইস্রায়েল লোকেরা
আমার প্রতিকূলে গর্ব্ব করিবে। ৩ অতএব তুমি
যাইয়া লোকদের কর্ণে এই কথা ঘোষণা কর,
যে জন ভীত ও ত্রাসযুক্ত, সে প্রত্যূষে গিলিয়দ্
পর্ব্বতহইতে ফিরিয়া যাউক; তাহাতে লোকদের
মধ্যহইতে বাইশ সহস্র লোক ফিরিয়া গেল,

এবং দশ সহস্র অবশিষ্ট থাকিল। ৪ পরে পরমেশ্বর গিদিয়োন্‌কে কহিলেন, লোকেরা এখনো অধিক আছে, তুমি তাহাদিগকে জলের নিকটে লইয়া যাও; সেখানে আমি তোমার জন্যে তাহাদের পরীক্ষা লইব; তাহাতে যাহার বিষয়ে কহিব, এই ব্যক্তি তোমার সহিত যাইবে, সেই তোমার সহিত যাইবে; এবং যাহার বিষয়ে কহিব, এই ব্যক্তি যাইবে না, সে তোমার সহিত যাইবে না। ৫ তাহাতে সে জলের নিকটে লোকদিগকে লইয়া গেলে পরমেশ্বর গিদিয়োন্‌কে কহিলেন, যাহারা কুক্কুরের ন্যায় জিহ্বাদ্বারা জল চাটিয়া খায় তাহাদিগকে, ও যাহারা পান করিতে হাঁটু গাড়ে তাহাদিগকে তুমি পৃথক্ করিয়া রাখ। ৬ তাহাতে তিনশতসংখ্য লোক মুখে হাত তুলিয়া জল চাটিয়া খাইল, কিন্তু অন্য সমস্ত লোক পান করিতে হাঁটু গাড়িল। ৭ পরে পরমেশ্বর গিদিয়োনকে কহিলেন, চাটিয়া জল পানকারি এই তিন শত লোকদ্বারা আমি তোমাদিগকে জয়যুক্ত করিব, ও মিদিয়নীয়দিগকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিব; অন্য সমস্ত লোক আপন ২ স্থানে প্রস্থান করুক। ৮ পরে লোকেরা আপন২ হস্তে খাদ্য দ্রব্য ও তুরী গ্রহণ করিল, এবং সে ইস্রায়েল বংশের অবশিষ্ট সমস্তকে স্ব২ বাসস্থানে বিদায় করিয়া ঐ তিন শত মনুষ্যকে রাখিল; তৎকালে মিদিয়নীয় সৈন্যগণ তাহার নীচে তলভূমিতে ছিল।

৯ পরে সেই রাত্রিতে পরমেশ্বর তাহাকে কহিলেন, উঠ, তাহাদের শিবিরে যাও; কেননা আমি তোমার হস্তে তাহা সমর্পণ করিলাম। ১০ আর তুমি যদি যাইতে ভীত হও, তবে তোমার দাস ফূরাকে সঙ্গে লইয়া শিবিরের নিকটে যাও। ১১ এবং তাহারা যাহা কহে, তাহা শুন; শুনিলে তুমি সাহসী হইবা; অতএব তাহাদের শিবিরে গমন কর। তাহাতে সে আপন দাস ফূরার সহিত শিবিরস্থ সুসজ্জ লোকদের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত গেল। ১২ ঐ মিদিয়নীয় ও অমালেকীয় ও পূর্ব্বদেশীয় লোকেরা বহুত্ব প্রযুক্ত পঙ্গপালের ন্যায় প্রান্তর আচ্ছাদন করিয়াছিল, এবং উষ্ট্রও বহুত্ব প্রযুক্ত সমুদ্রতীরস্থ বালুকার ন্যায় অসংখ্য ছিল। ১৩ পরে গিদিয়োন্ প্রবেশ করিলে তাহাদের মধ্যে এক জন আপন বন্ধুর নিকটে এই স্বপ্নকথা কহিতেছিল, দেখ, আমি এক স্বপ্ন দেখিলাম, যেন যবের এক রুটী মিদিয়নীয়দের শিবিরের মধ্য দিয়া গড়িয়া গেল, এবং তাম্বুর নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে আঘাত করিল; তাহাতে তাম্বু উলটিয়া দীর্ঘ হইয়া পড়িল। ১৪ তাহাতে তাহার বন্ধু উত্তর করিল, তাহা ইস্রায়েল্ বংশীয় যোয়াশের পুত্র গিদিয়োনের খড়্গ ব্যতিরেক আর কি বুঝায়? ঈশ্বর মিদিয়নীয় লোক ও সমস্ত শিবিরকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

১৫ তখন গিদিয়োন্ ঐ স্বপ্নের কথা ও তাহার অর্থ শুনিয়া প্রণাম করিয়া ইস্রায়েল বংশীয় সৈন্যের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, উঠ, পরমেশ্বর তোমাদের হস্তে মিদিয়নীয়দের শিবিরকে সমর্পণ করিলেন। ১৬ পরে সে ঐ তিন শত লোককে তিন দলে বিভাগ করিয়া প্রত্যেকের হস্তে এক ২ তুরী, এবং এক ২ শূন্য ঘট, ও ঘটের মধ্যে মশাল দিল। ১৭ এবং তাহাদিগকে কহিল, তোমরা আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া আমার মত কর্ম্ম কর; আমি শিবিরের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলে যে রূপ করিব, তোমরাও তদ্রূপ করিবা। ১৮ আমি ও আমার সঙ্গিগণ তুরী বাজাইলে তোমরাও শিবিরের চারি পার্শ্বে থাকিয়া তুরী বাজাইয়া, 'পরমেশ্বরের ও গিদিয়োনের জয়,' এই কথা কহিবা।

১৯ পরে মধ্যপ্রহরের প্রথমে নূতন প্রহরী স্থাপিত হইবামাত্র গিদিয়োন্ ও তাহার সঙ্গি এক শত লোক শিবিরের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়া তুরী বাজাইল, এবং আপন ২ হস্তস্থিত ঘট ভাঙ্গিল। ২০ এই রূপে তিন দলের লোকেরা তুরী বাজাইল ও ঘট ভাঙ্গিল, এবং বাম হস্তে মশাল ও দক্ষিণ হস্তে বাজাইবার তুরী গ্রহণ করিল, এবং 'পরমেশ্বরের ও গিদিয়োনের খড়্গ,' এই কথা উচ্চৈঃশব্দে কহিল। ২১ এবং প্রত্যেকে শিবিরের চারি দিগে আপন ২ স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল; তাহাতে শত্রুগণের তাবৎ সৈন্য দৌড়াদৌড়ি করিয়া চীৎকার শব্দ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। ২২ এবং ঐ তিন শত লোক তুরী বাজাইলে পরমেশ্বর শিবিরস্থ প্রত্যেক খড়্গধারিকে আপন ২ নিকটস্থ লোকের সহিত যুদ্ধ করাইলেন; তাহাতে সৈন্যগণ সিরেদাস্থ বৈৎশিটাতে ও টব্বতের নিকটবর্ত্তি আবেল্-মিহোলার সীমা পর্য্যন্ত পলায়ন করিল। ২৩ পরে নপ্তালি ও আশের ও সমস্ত মিনশি দেশহইতে ইস্রায়েল লোকেরা একত্র হইয়া মিদিয়নীয়দের পশ্চাৎ২ তাড়না করিয়া গেল।

২৪ পরে গিদিয়োন্ ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতের সর্ব্বত্র দূত প্রেরণ করিয়া এই কথা কহিল, তোমরা মিদিয়নীয়দের প্রতিকূলে নামিয়া যাও, এবং তাহাদের অগ্রে বৈৎবারার নিকটবর্ত্তি জলের ও যর্দ্দনের ঘাট হস্তগত কর; তাহাতে ইফ্রয়িমের সমস্ত লোক একত্র হইয়া বৈৎবারার নিকটবর্ত্তি জলের ও যর্দ্দনের ঘাট হস্তগত করিল। ২৫ এবং ওরেব্ ও সেব্ নামে মিদিয়-

নীয় দুই রাজাকে ধরিয়া ওরেব্ নামক শৈলে ওরেব্‌কে বধ করিল, এবং সেব্ নামক দ্রাক্ষাকুণ্ডের নিকটে সেব্‌কে বধ করিল। পরে তাহারা মিদিয়নীয়দের পশ্চাৎ২ তাড়না করিয়া গেল, এবং ওরেবের ও সেবের মস্তক যর্দ্দনের ওপারে গিদিয়োনের নিকটে লইয়া গেল।

৮ অধ্যায়।

১ ইফ্রয়িম লোকদের প্রতি গিদিয়োনের কথা, ৪ ও গিদিয়োনের প্রতি সুক্কোৎ ও পিনূয়েল্ লোকদের বিদ্রূপকথা, ১০ ও সেবহ ও সল্মুন্নের ধরা পড়ন, ১৩ ও সুক্কোৎ ও পিনূয়েল্ লোকদের শাস্তি, ১৮ ও দুই রাজাকে বধ করণ, ২২ ও রাজত্ব করিতে অসম্মত গিদিয়োনের লটিত কুণ্ডল চাহন ও তাহাতে এফোদ প্রস্তুত করণ, ২৮ ও মিদিয়নীয়দের পরাস্ত হওন, ২৯ ও গিদিয়োনের সন্তানের ও মৃত্যুর কথা, ৩২ ও ইস্রায়েল বংশের অকৃতজ্ঞতা।

১ পরে ইফ্রয়িমের লোকেরা গিদিয়োন্‌কে কহিল, তুমি মিদিয়নীয়দের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন সময়ে আমাদিগকে যে আহ্বান কর নাই, আমাদের প্রতি এ কি ব্যবহার করিলা? ইহা বলিয়া তাহারা তাহার সহিত অত্যন্ত বিবাদ করিল। ২ তাহাতে সে তাহাদিগকে কহিল, এখন তোমাদের কর্ম্মের তুল্য কি কর্ম্ম আমি করিলাম? অবীয়েষরের তাবৎ দ্রাক্ষাফলের চয়ন অপেক্ষা ইফ্রয়িমের অবশিষ্ট দ্রাক্ষাফল চয়ন কি শ্রেষ্ঠ নয়? ৩ ঈশ্বর ওরেব্ ও সেব্ নামে মিদিয়নীয় দুই রাজাকে তোমাদেরই হস্তগত করিলেন; তোমাদের এই কর্ম্মের তুল্য কোন্ কর্ম্ম আমার সাধ্য হইল? এমত কথা কহিলে তাহার প্রতি তাহাদের ক্রোধ নিবৃত্ত হইল।

৪ পরে গিদিয়োন্ ও তাহার সঙ্গি তিন শত লোক শ্রান্ত হইয়াও ধাবমান হইতে২ যর্দ্দনে আসিয়া পার হইলে ৫ সে সুক্কোতের লোকদিগকে কহিল, বিনয় করি, তোমরা আমার পশ্চাদ্গামি লোক সকলকে রুটী দেও, কেননা তাহারা শ্রান্ত হইয়াছে; আর আমি সেবহ ও সল্মুন্ন নামে মিদিয়নীয় দুই রাজার পশ্চাৎ২ তাড়না করিয়া যাইতেছি। ৬ তাহাতে সুক্কোতের অধ্যক্ষগণ কহিল, সেবহের ও সল্মুন্নের বল না তোমার হস্তগত আছে, এই জন্যে আমরা তোমার সৈন্যগণকে ভক্ষ্য দিব? ৭ তাহাতে গিদিয়োন্ কহিল, যখন পরমেশ্বর সেবহকে ও সল্মুন্নকে আমার হস্তগত করিবেন, তখন আমি প্রান্তরের শ্যাকুলাদি কণ্টকদ্বারা তোমাদের মাংস ছিঁড়িব। ৮ পরে সে তথাহইতে পিনূয়েলে যাইয়া তাহাদের প্রতিও সেই রূপ কহিল; তাহাতে সুক্কোতের লোকেরা যে রূপ কহিয়াছিল, পিনূয়েলের লোকেরাও তদ্রূপ কহিল। ৯ তখন সে ঐ পিনূয়েলীয় লোকদিগকেও কহিল, কুশলে প্রত্যাগমন কালে আমি তোমাদের এই দুর্গ ভগ্ন করিব।

১০ ঐ সময়ে সেবহ ও সল্মুন্ন কর্কোরে ছিল, এবং তাহাদের সহিত পূর্ব্বদেশীয়দের অবশিষ্ট তাবৎ সৈন্য অর্থাৎ পঞ্চদশ সহস্র লোক ছিল, আর অস্ত্রধারি এক লক্ষ বিংশতি সহস্র লোক হত হইয়াছিল। ১১ পরে গিদিয়োন্ নোবহের ও যগ্‌বিহের পূর্ব্বদিগে তাম্বুনিবাসিদের পথ দিয়া উঠিয়া যাইয়া সৈন্যগণকে আঘাত করিল, যেহেতুক ঐ সৈন্যগণ নিষ্কণ্টকে বাস করিতেছিল। ১২ পরে সেবহ ও সল্মুন্ন পলায়ন করিলে সে তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া সেবহ ও সল্মুন্ন নামে মিদিয়নীয় দুই রাজাকে ধরিল, এবং তাহাদের তাবৎ সৈন্যকে উদ্বিগ্ন করিল।

১৩ পরে যোয়াশের পুত্র গিদিয়োন্ যুদ্ধহইতে ফিরিয়া আগমন সময়ে হেরসের ঊর্দ্ধস্থানে ১৪ সুক্কোৎ নিবাসিদের এক যুবকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল; তাহাতে সে সুক্কোতের অধ্যক্ষগণের ও তাহার প্রাচীনদের সাতাত্তর জনের নাম লিখিয়া দিল। ১৫ পরে সে সুক্কোতের লোকদের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল, সেবহের ও সল্মুন্নের বল না তোমার হস্তগত আছে, এই জন্যে আমরা তোমার ক্লান্ত লোকদিগকে ভক্ষ্য দিব? এই কথা কহিয়া যাহাদের বিষয়ে তোমরা আমাকে বিদ্রূপ করিয়াছিলা, এই সেই সেবহকে ও সল্মুন্নকে দেখ। ১৬ অপর সে ঐ নগরের প্রাচীনগণকে ধরিয়া প্রান্তরের শ্যাকুলাদি কণ্টক লইয়া তাহাদ্বারা ঐ সুক্কোতীয় লোকদিগকে শিক্ষা দিল। ১৭ পরে সে পিনূয়েলের দুর্গ ভগ্ন করিয়া ঐ নগরের লোকদিগকে বধ করিল।

১৮ পরে সে সেবহকে ও সল্মুন্নকে কহিল, তোমরা তাবোরে যাহাদিগকে বধ করিয়াছিলা, তাহারা কি প্রকার লোক? তাহাতে তাহারা উত্তর করিল, আপনি যেমন, তাহারাও সেই রূপ, প্রত্যেকে রাজপুত্রাকার ছিল। ১৯ তাহাতে সে কহিল, তাহারা আমার সহোদর; আমি অমর পরমেশ্বরের নাম লইয়া কহি, তোমরা যদি তাহাদের প্রাণ রক্ষা করিতা, তবে আমি তোমাদিগকে বধ করিতাম না। ২০ পরে সে আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র যেথর্‌কে কহিল, তুমি উঠিয়া ইহাদিগকে বধ কর; কিন্তু সে বালক, এই প্রযুক্ত ভীত হইয়া আপন খড়্গ বাহির করিল না। ২১ তাহাতে সেবহ ও সল্মুন্ন কহিল, আপনি উঠিয়া আমাদিগকে আঘাত করুন,

কেননা যে যেমন পুরুষ, তাহার তেমনি বীরত্ব;
পরে গিদিয়োন্ উঠিয়া সেবহকে ও সল্মুন্নকে
বধ করিল; এবং তাহাদের উষ্ট্রদের গলার
সমস্ত চন্দ্রহার লইল।
২২ পরে ইস্রায়েল্ বংশ গিদিয়োন্‌কে কহিল,
তুমি পুত্রপৌত্রাদিক্রমে আমাদের উপরে কর্তৃত্ব
কর, কেননা তুমি আমাদিগকে মিদিয়নীয়দের
হস্তহইতে রক্ষা করিলা। ২৩ তাহাতে গিদিয়োন্
কহিল, আমি তোমাদের উপরে কর্তৃত্ব করিব
না, এবং আমার পুত্রও তোমাদের উপরে
কর্তৃত্ব করিবে না, কিন্তু পরমেশ্বর তোমাদের
উপরে কর্তৃত্ব করিবেন। ২৪ পরে গিদিয়োন্
কহিল, আমি তোমাদের কাছে এক নিবেদন
করি, তোমরা প্রত্যেক জন আপন ২ লুটিত কর্ণ-
কুণ্ডল আমাকে দেও; কেননা শত্রুরা ইস্মায়ে-
লীয় লোক, এই জন্যে তাহাদের সুবর্ণ কর্ণকুণ্ডল
ছিল। ২৫ তাহাতে তাহারা উত্তর করিল, অবশ্য
দিব; পরে তাহারা এক বস্ত্র পাতিয়া প্রত্যেকে
আপন ২ লুটিত কর্ণকুণ্ডল তাহাতে ফেলিল।
২৬ তাহাতে চন্দ্রহার ও ঝুমকা ও মিদিয়নীয়
রাজাদের পরিধেয় বাগুনি রঙ্গের বস্ত্র ও তা-
হাদের উষ্ট্রের গলার অভরণ ব্যতিরেকে তা-
হার প্রার্থিত কর্ণকুণ্ডলের পরিমাণ এক সহস্র
সাত শত শেকল্ সুবর্ণ হইল। ২৭ পরে গিদি-
য়োন্ তাহা লইয়া এক এফোদ্ নির্ম্মাণ করিয়া
আপনার বসতি নগরে অর্থাৎ অফ্রাতে তাহা
স্থাপন করিল; তাহাতে তাবৎ ইস্রায়েল্ বংশ
সে স্থানে তাহার পশ্চাৎ ২ ব্যভিচারী হইল;
ইহা গিদিয়োনের ও তাহার পরিজনের ফাঁদ-
স্বরূপ হইল।
২৮ এই রূপে মিদিয়নীয় লোকেরা ইস্রায়েল্
বংশের সম্মুখে নত হইয়া আর মস্তক তুলিতে
পারিল না; পরে গিদিয়োনের সময়ে চল্লিশ
বৎসর পর্য্যন্ত দেশ নিষ্কণ্টকে ছিল।
২৯ পরে যোয়াশের পুত্র যিরুব্বাল আপন
বাটীতে যাইয়া বাস করিল। ৩০ ঐ গিদিয়ো-
নের ঔরসজাত সত্তরি পুত্র ছিল, কেননা তা-
হার অনেক ভার্য্যা ছিল। ৩১ এবং শিখিমে
তাহার যে এক উপপত্নী ছিল, সেও তাহার
এক পুত্র প্রসব করিল, তাহাতে সে তাহার
নাম অবীমেলক্ রাখিল।
৩২ পরে যোয়াশের পুত্র গিদিয়োন্ অতি
বৃদ্ধাবস্থাতে মরিলে অবীয়েষ্রীয়দের অফ্রাতে তা-
হার পিতা যোয়াশের কবরে তাহার কবর
হইল। ৩৩ পরে গিদিয়োন্ মরিলে ইস্রায়েল
বংশ পুনর্ব্বার বাল্ দেবগণের পশ্চাৎ যাইয়া
ব্যভিচারী হইয়া বাল্‌বিরীৎকে আপনাদের ইষ্ট
দেবতা করিল; ৩৪ এবং চতুর্দ্দিকস্থ শত্রুগণের
হস্তহইতে তাহাদের উদ্ধারকারি প্রভু পরমে-
শ্বরকে বিস্মৃত হইল। ৩৫ আর যিরুব্বাল্ অর্থাৎ
গিদিয়োন্ ইস্রায়েল্ বংশের যেরূপ মঙ্গল
করিয়াছিল, ইস্রায়েল্ লোক তদনুসারে তাহার
বংশের প্রতি কৃতজ্ঞতা করিল না।

৯ অধ্যায়।

১ ভ্রাতৃগণকে বধ করিয়া অবীমেলকের রাজা হওন,
৭ ও যোথমের দৃষ্টান্ত, ২২ ও অবীমেলকের বিরুদ্ধে
গালের কুমন্ত্রণা, ৩০ ও সিবূলের তাহা প্রকাশ
করণ, ৩৪ ও যুদ্ধে অবীমেলকের জয়, ৪৬ ও
বালবিরীৎ দেবতার দুর্গ দগ্ধ করণ, ৫০ ও তেবেস
নগরে স্ত্রীর নিক্ষিপ্ত প্রস্তরদ্বারা অবীমেলকের বধ,
৫৬ ও যোথমের বাক্য সফল হওন।

১ পরে যিরুব্বালের পুত্র অবীমেলক্ শিখিমে
আপন মাতুলদের নিকটে যাইয়া তাহাদের সহিত
এবং মাতামহের তাবৎ পরিজনের সহিত এই
পরামর্শের কথা কহিল; ২ নিবেদন করি, তো-
মরা শিখিমের তাবৎ গৃহস্থের কর্ণগোচরে এই
কথা কহ, তোমাদের পক্ষে ভাল কি? তোমাদের
উপরে সত্তরি জনের অর্থাৎ যিরুব্বালের সমু-
দয় পুত্রের কর্তৃত্ব কি ভাল? কিম্বা একের
কর্তৃত্ব ভাল? আর আমি তোমাদের অস্থি ও
মাংসস্বরূপ, ইহাও স্মরণ কর। ৩ তাহাতে তা-
হার মাতুলগণ তাহার পক্ষে শিখিমের তাবৎ
গৃহস্থদের কর্ণগোচরে এই কথা কহিলে তাহারা
অবীমেলকের পশ্চাদ্গামী হইতে সম্মত হইল;
কেননা তাহারা কহিল, উনি আমাদের ভ্রাতা।
৪ অপর তাহারা বাল্‌বিরীতের মন্দিরহইতে তা-
হাকে সত্তরি থান রূপা দিল; তাহাতে অবী-
মেলক্ চঞ্চল ও দাম্ভিক লোকদিগকে ঐ রূপা
বেতন দিলে তাহারা তাহার পশ্চাদ্গামী হইল।
৫ পরে সে অফ্রাতে আপন পিতার বাটীতে
যাইয়া যিরুব্বালের পুত্র আপন সত্তরি জন ভ্রা-
তাকে এক প্রস্তরোপরি বধ করিল; কেবল
যোথম্ নামে যিরুব্বালের কনিষ্ঠ পুত্র লুকা-
ইয়া থাকাতে অবশিষ্ট রহিল। ৬ পরে শিখি-
মের তাবৎ গৃহস্থ এবং বৈৎমিল্লোস্থ তাবৎ লোক
একত্র হইয়া শিখিমে রোপিত এলোন্ বৃক্ষের
সমীপে যাইয়া অবীমেলক্‌কে রাজা করিল।
৭ পরে লোকেরা যোথমকে এই সংবাদ দিলে
সে যাইয়া গিরিষীম পর্ব্বতের চূড়াতে দাঁড়াইয়া
উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিল, হে শিখিমের লোক
সকল, আমার কথায় মনোযোগ কর, তাহা-
তে ঈশ্বর তোমাদের কথায় মনোযোগ করি-
বেন। ৮ আপনাদের রাজ্যে অভিষেক করণার্থে
বৃক্ষগণ যখন রাজার অন্বেষণ করিতেছিল,
তখন জিতবৃক্ষকে কহিল, তুমি আমাদের রাজা

হও। ৯ তাহাতে জিতবৃক্ষ কহিল, আমার যে
তৈলের নিমিত্তে ঈশ্বর ও মনুষ্যেরা আমার
মর্য্যাদা করে, তাহা ত্যাগ করিয়া আমি কি
বৃক্ষগণের মধ্যে উচ্চমস্তক হইতে যাইব? ১০ পরে
বৃক্ষগণ ডুম্বুরবৃক্ষকে কহিল, তুমি আসিয়া আ-
মাদের রাজা হও। ১১ তাহাতে ডুম্বুরবৃক্ষ উত্তর
করিল, আমি কি আপন মিষ্টতা ও উত্তম
ফল ত্যাগ করিয়া বৃক্ষগণের মধ্যে উচ্চমস্তক
হইতে যাইব? ১২ পরে বৃক্ষগণ দ্রাক্ষালতাকে
কহিল, তুমি আসিয়া আমাদের রাজা হও।
১৩ তাহাতে দ্রাক্ষালতা কহিল, আমার যে রস
ঈশ্বরকে ও মনুষ্যগণকে তৃপ্ত করে, তাহা ত্যাগ
করিয়া আমি কি বৃক্ষগণের মধ্যে উচ্চমস্তক
হইতে যাইব? ১৪ পরে বৃক্ষগণ কণ্টকবৃক্ষকে
কহিল, তুমি আসিয়া আমাদের রাজা হও।
১৫ তাহাতে কণ্টকবৃক্ষ অন্য বৃক্ষগণকে কহিল,
তোমরা যদি আপনাদের উপরে আমাকে রাজা
করিতে নিতান্ত অভিষেক কর, তবে আসিয়া
আমার ছায়াতে আশ্রয় লও; কিন্তু যদি না
কর, তবে কণ্টকবৃক্ষহইতে অগ্নি নির্গত হইয়া
লিবানোনের এরস বৃক্ষগণকে দগ্ধ করিবে।
১৬ দেখ, এখন অবীমেলক্‌কে রাজা করাতে তো-
মাদের আচরণ যদি সত্য ও সরল হয়, এবং
যদি যিরুব্বালের ও তাহার বংশের প্রতি তো-
মাদের ভদ্রাচরণ হয়, ও তাহার কর্ম্মানুসারে
তোমাদের কৃতজ্ঞতা হয়, তবে ভাল। ১৭ আ-
মার পিতা তোমাদের নিমিত্তে যুদ্ধ করিলেন,
ও আপন প্রাণ পণ করিয়া মিদিয়নীয়দের হস্ত-
হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিলেন; ১৮ কিন্তু
তোমরা অদ্য আমার পিতার বংশের প্রতি-
কূলে উঠিয়া এক প্রস্তরোপরি তাঁহার সত্তরি
জন পুত্রকে বধ করিয়া তাঁহার দাসীপুত্র অবী-
মেলক্‌কে আপনাদের ভ্রাতা বলিয়া শিখিমের
গৃহস্থদের উপরে রাজা করিলা। ১৯ অতএব
যিরুব্বালের ও তাহার বংশের প্রতি তোমা-
দের অদ্যকার আচরণ যদি সত্য ও সরল হয়,
তবে তোমরা অবীমেলকের বিষয়ে আনন্দ কর,
এবং সেও তোমাদের বিষয়ে আনন্দ করুক।
২০ কিন্তু যদি না হয়, তবে অবীমেলক্‌হইতে
অগ্নি নির্গত হইয়া শিখিমের গৃহস্থদিগকে ও
বৈৎমিল্লোর লোকদিগকে দগ্ধ করুক; এবং
শিখিমের গৃহস্থদের হইতে ও বৈৎমিল্লোর
লোকহইতে অগ্নি নির্গত হইয়া অবীমেলক্‌কে
দগ্ধ করুক। ২১ পরে যোথম্ পলাইয়া স্থানা-
ন্তরে গেল, ও আপন ভ্রাতা অবীমেলকের ভয়ে
বেরে যাইয়া বাস করিল।
২২ পরে অবীমেলক্ ইস্রায়েল্ বংশের উপরে
তিন বৎসর কর্তৃত্ব করিল। ২৩ তাহার পর
যিরুব্বালের সত্তরি পুত্রের প্রতি নিষ্ঠুরতার প্রতি-
ফল যেন হয়, এবং তাহাদিগকে বধ করিয়াছিল
যে তাহাদের ভ্রাতা অবীমেলক, তাহার উপরে,
এবং ভ্রাতৃবধে তাহার সাহায্যকারি শিখিমস্থ
গৃহস্থদের উপরে সেই রক্তপাতের অপরাধ
যেন বর্ত্তে, ২৪ এই জন্যে ঈশ্বর অবীমেলকের
ও শিখিমের গৃহস্থদের মধ্যে দুর্ব্বুদ্ধি জন্মাই-
লেন, তাহাতে শিখিমের গৃহস্থেরা অবীমেল-
কের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিল। ২৫ আর
শিখিমের গৃহস্থেরা তাহার নিমিত্তে পর্ব্বতশৃঙ্গে
গোপনে লোকদিগকে বসাইল, তাহাতে যত
লোক তাহাদের নিকটস্থ পথ দিয়া যায়, সক-
লেরি দ্রব্যাদি তাহারা লুটিয়া লয়; এই কথা
অবীমেলকের কর্ণগোচর হইল। ২৬ পরে এব-
দের পুত্র গাল্ আপন ভ্রাতৃগণকে সঙ্গে লইয়া
শিখিমে আইল; তাহাতে শিখিমের গৃহস্থেরা
তাহাকে বিশ্বাস করিল। ২৭ এবং ক্ষেত্রে বাহির
হইয়া আপন২ দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ফল চয়ন ও
মর্দ্দন করিয়া যে সময়ে আমোদ প্রমোদ করিল,
সেই সময়ে আপন দেবতার মন্দিরে যাইয়া
ভোজন পান করিয়া অবীমেলক্‌কে শাপ দিল।
২৮ বিশেষতঃ এবদের পুত্র গাল্ কহিল, শিখি-
মের কাছে অবীমেলক্ কে? আর আমরা কেন
তাহার সেবা করি? সে কি যিরুব্বালের পুত্র
নহে? এবং সিবূল্ কি তাহার সেনাপতি নহে?
তোমরা বরং শিখিমের পিতা হমোরের লো-
কদিগকে সেবা কর; আমরা কি নিমিত্তে ঐ
ব্যক্তির সেবা করি? ২৯ হায়২, এই সকল লোক
আমার হস্তগত হইলে আমি অবীমেলক্‌কে
দেশান্তর করিব। পরে সে অবীমেলকের উদ্দেশে
কহিল, তুমি অধিক সৈন্য লইয়া বাহির হইয়া
আইস।

৩০ পরে নগরের কর্ত্তা সিবূল্ এবদের পুত্র
গালের সেই কথা শ্রবণে ক্রোধে প্রজ্বলিত
হইয়া ৩১ ছলে অবীমেলকের নিকটে দূত প্রে-
রণ করিয়া কহিল, দেখ, এবদের পুত্র গাল্ ও
তাহার ভ্রাতৃগণ শিখিমে আইল; এবং দেখ,
তাহারা তোমার বিরুদ্ধে নগরে কুপ্রবৃত্তি দি-
তেছে। ৩২ অতএব তুমি আপন সঙ্গি লোক-
দের সহিত রাত্রিতে উঠিয়া ক্ষেত্রে লুকাইয়া
থাক। ৩৩ পরে প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় হইবা-
মাত্র উঠিয়া নগর আক্রমণ কর; তাহাতে দেখ,
সে ও তাহার সঙ্গি লোকেরা তোমার বিরুদ্ধে
নির্গত হইলে তুমি যাহা করিতে পার, তাহা কর।
৩৪ পরে অবীমেলক্ ও তাহার সঙ্গি লো-
কেরা রাত্রিতে উঠিয়া চারি দল হইয়া শিখি-
মের বিরুদ্ধে লুকাইয়া থাকিল। ৩৫ এবং এব-
দের পুত্র গাল্ বাহিরে যাইয়া নগরদ্বারে প্রবে-

শের স্থানে দাঁড়াইল; ৩৬ পরে অবীমেলক্ ও তাহার সঙ্গি লোকেরা গুপ্ত স্থানহইতে উঠিলে গাল্ লোকদিগকে দেখিয়া সিবূল্কে কহিল, ঐ দেখ, পর্ব্বতশৃঙ্গহইতে লোকসমূহ নামিয়া আসিতেছে। তাহাতে সিবূল্ তাহাকে কহিল, তুমি পর্ব্বতের ছায়া দেখিয়া লোকসমূহ জ্ঞান করিতেছ। ৩৭ পরে গাল্ পুনর্ব্বার কহিল, দেখ, উচ্চ দেশহইতে লোকসমূহ নামিয়া আসিতেছে, এবং আর এক দল মিয়োনিনীমের এলোন্ বৃক্ষের পথ দিয়া আসিতেছে। ৩৮ তাহাতে সিবূল্ কহিল, অবীমেলক্ কে? আমরা কেন তাহার সেবা করি? এই কথা তুমি যে মুখ দিয়া কহিয়াছ, তোমার সেই মুখ এখন কোথায়? তুমি যে লোকদিগকে তুচ্ছ করিয়াছ, ইহারা কি সেই লোক নয়? বিনয় করি, তুমি এখন বাহির হইয়া ইহাদের সহিত যুদ্ধ কর। ৩৯ পরে গাল্ শিখিমের গৃহস্থদের অগ্রগামী হইয়া বাহিরে যাইয়া অবীমেলকের সহিত যুদ্ধ করিল। ৪০ তাহাতে অবীমেলক্ তাহাকে তাড়না করিলে সে তাহার সম্মুখহইতে পলায়ন করিল, এবং দ্বারে প্রবেশের স্থান পর্য্যন্ত অনেক লোক হত হইয়া পড়িল। ৪১ পরে অবীমেলক্ অরুমাতে বাস করিল, এবং সিবূল্ গাল্কে ও তাহার ভ্রাতৃগণকে দূর করিয়া শিখিমে বাস করিতে আর দিল না। ৪২ পরদিবসে লোকেরা বাহির হইয়া ক্ষেত্রে যাইতেছিল, কিন্তু অবীমেলক্ তাহার সংবাদ পাইয়া ৪৩ লোকদিগকে লইয়া তিন দল করিয়া ক্ষেত্রে লুকাইয়া থাকিল; পরে লোকেরা নগরহইতে বাহির হইয়া আসিতেছে, ইহা সে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে তাহাদের বিরুদ্ধে উঠিয়া তাহাদিগকে আঘাত করিল। ৪৪ এবং অবীমেলক্ ও তাহার সঙ্গিদল দ্রুতগমনে অগ্রসর হইয়া নগরদ্বারে প্রবেশ স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিল, এবং অন্য দুই দল ক্ষেত্রস্থ তাবৎ লোকের বিরুদ্ধে উঠিয়া তাহাদিগকে বধ করিল। ৪৫ এই রূপে অবীমেলক্ সেই সমস্ত দিন ঐ নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিল, এবং নগর হস্তগত করিয়া তন্মধ্যস্থিত লোকদিগকে বধ করিল, এবং নগর সমভূমি করিয়া তাহার মধ্যে লবণ ছড়াইল।

৪৬ পরে শিখিমের দুর্গস্থিত তাবৎ গৃহস্থ লোক এই কথা শুনিয়া বিরীৎ দেবের মন্দিরস্থ এক দৃঢ় স্থানে প্রবেশ করিল। ৪৭ পরে শিখিমের দুর্গস্থিত তাবৎ গৃহস্থ লোক একত্র হইয়াছে, এই কথা অবীমেলকের কর্ণগোচর হইলে ৪৮ অবীমেলক্ ও তাহার সঙ্গিগণ সল্মোন্ পর্ব্বতে আরোহণ করিল; পরে অবীমেলক্ এক কুঠার হস্তে লইয়া বৃক্ষহইতে এক শাখা ছেদন করিয়া লইয়া আপন স্কন্ধে রাখিল, এবং আপন সঙ্গি লোকদিগকে কহিল, তোমরা আমাকে যাহা করিতে দেখিতেছ, তদনুসারে শীঘ্র কর। ৪৯ তাহাতে লোকেরা প্রত্যেক জন সেই রীতি অনুসারে শাখা ছেদন করিয়া অবীমেলকের পশ্চাৎ২ চলিল; পরে দুর্গের নিকটে সেই সকল শাখা রাখিয়া তাহাতে অগ্নি লাগাইয়া দুর্গ দগ্ধ করিল; তাহাতে শিখিমের দুর্গস্থ তাবৎ লোক অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষ প্রায় এক সহস্র লোক মরিল।

৫০ পরে অবীমেলক্ তেবেসে গমন করিয়া তাহার বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করিয়া তাহা হস্তগত করিল। ৫১ কিন্তু ঐ নগরের মধ্যে দুরাক্রম এক দুর্গ ছিল; অতএব পুরুষ ও স্ত্রী নগরের তাবৎ গৃহস্থ লোক পলাইয়া তাহার মধ্যে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দুর্গের ছাতের উপরে উঠিল। ৫২ পরে অবীমেলক্ও দুর্গনিকটে উপস্থিত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিল, এবং অগ্নিদ্বারা দুর্গদ্বার দগ্ধ করিবার জন্যে তাহার নিকটে গেল। ৫৩ তাহাতে কোন এক স্ত্রীলোক যাঁতার এক খণ্ড লইয়া অবীমেলকের মস্তকের উপরে নিক্ষেপ করিয়া তাহার মস্তকের খুলি ভগ্ন করিল। ৫৪ তাহাতে সে শীঘ্র আপন অস্ত্রবাহক যুবকে ডাকিয়া কহিল, এক স্ত্রী তাহাকে বধ করিল, আমার বিষয়ে এমত কথা যেন লোকেরা না কহে, এই জন্যে তুমি খড়্গ খুলিয়া আমাকে বধ কর; তাহাতে সে যুবা তাহাকে বিদ্ধ করিলে সে মরিল। ৫৫ পরে অবীমেলক্ মরিল, ইহা দেখিয়া ইস্রায়েল বংশ প্রত্যেকে আপন২ স্থানে প্রস্থান করিল।

৫৬ এই রূপে অবীমেলক্ আপন সত্তরি ভ্রাতাকে বধ করিয়া আপন পিতার বিরুদ্ধে যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল, পরমেশ্বর তাহার সমুচিত দণ্ড তাহাকে দিলেন; ৫৭ এবং শিখিমের গৃহস্থদিগকেও তাহাদের সমস্ত দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল দিলেন; তাহাতে যিরুব্বালের পুত্র যোথমের শাপ তাহাদিগেতে সফল হইল।

১০ অধ্যায়।

১ তোলয় বিচারকর্ত্তার কথা, ৩ ও যায়ীর্ বিচারকর্ত্তার কথা, ৬ ও পাপ প্রযুক্ত ইস্রায়েল লোকদের দুঃখ, ১০ ও পরমেশ্বরের প্রতি নিবেদন ও ঈশ্বরের উত্তর, ১৫ ও লোকদের পাপ স্বীকার ও তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের দয়া।

১ অবীমেলকের মৃত্যুর পর ইষাখর্ বংশীয় দোদয়ের পৌত্র পূয়ার পুত্র তোলয় উৎপন্ন হইয়া ইস্রায়েল বংশের রক্ষা করিল; সে ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতস্থ শামীর্ নগরে বাস করিত। ২ পরে তেইশ বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েল লোকদের বিচার করিয়া মরিল; তাহাতে শামীরে তাহার কবর হইল।

৩ তাহার পরে গিলিয়দীয় যায়ীর্ উৎপন্ন

হইয়া বাইশ বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েল বংশের বিচার করিল। ৪ তাহার ত্রিশ পুত্র ত্রিশ গর্দ্দভে চড়িয়া বেড়াইত; আর হবোৎ-যায়ীর্ নামে বিখ্যাত গিলিয়দ্ দেশস্থ তাহাদের ত্রিশ নগর অদ্যাপি আছে। ৫ পরে যায়ীর্ মরিলে কামোনে তাহার কবর হইল।

৬ পরে ইস্রায়েল বংশ পরমেশ্বরের সাক্ষাতে পুনর্ব্বার কদাচরণ করিল, এবং বাল্ দেবগণের ও অস্তারোৎ দেবীদের ও অরামের দেবগণের ও সীদোনের দেবগণের ও মোয়াবের দেবগণের ও অম্মোন্ বংশের দেবগণের ও পিলেষ্টীয়দের দেবগণের সেবা করিল; তাহারা পরমেশ্বরের সেবা না করিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিল। ৭ তাহাতে ইস্রায়েল বংশের প্রতিকূলে পরমেশ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে তিনি পিলেষ্টীয়দের ও অম্মোন্ বংশের হস্তে তাহাদিগকে বিক্রয় করিলেন। ৮ তাহাতে তাহারা ঐ বৎসরাবধি আঠার বৎসর পর্য্যন্ত যর্দ্দন পারে গিলিয়দ্ দেশস্থ ইমোরীয় প্রদেশবাসি ইস্রায়েলের তাবৎ বংশের প্রতি উপদ্রব ও দৌরাত্ম্য করিত। ৯ তদ্ভিন্ন অম্মোন্ বংশ যিহূদা বংশের ও বিন্যামীন্ বংশের ও ইফ্রয়িম্ বংশের সহিত যুদ্ধ করিতে যর্দ্দন্ পার হইত; তাহাতে ইস্রায়েল বংশ অতিশয় ক্লেশ পাইত।

১০ পরে ইস্রায়েল বংশ পরমেশ্বরের উদ্দেশে কাতরোক্তি করিয়া কহিল, আমরা আপনাদের ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া বাল্ দেবগণের সেবা করিলাম, এই কর্ম্মদ্বারা তোমার প্রতিকূলে পাপ করিলাম। ১১ তাহাতে পরমেশ্বর ইস্রায়েল বংশকে কহিলেন, মিস্রীয় ও ইমোরীয় ও অম্মোনীয় ও পিলেষ্টীয় লোকহইতে আমি কি তোমাদিগকে মুক্ত করি নাই? ১২ এবং সীদোনীয় ও অমালেকীয় ও মায়োনীয় লোকেরা যখন তোমাদের প্রতি উপদ্রব করিল, তখন তোমরা আমার কাছে কাতরোক্তি করিলে আমি তাহাদের হস্তহইতে তোমাদিগকে মুক্ত করিলাম। ১৩ তথাপি তোমরা আমাকে ত্যাগ করিয়া ইতর দেবগণের সেবা করিলা; অতএব আমি তোমাদিগকে আর উদ্ধার করিব না; ১৪ তোমরা যাইয়া আপনাদের মনোনীত ঐ দেবগণের কাছে কাতরোক্তি কর; তাহারা তোমাদিগকে দুঃসময়হইতে উদ্ধার করুক।

১৫ তাহাতে ইস্রায়েল বংশ পরমেশ্বরকে কহিল, আমরা পাপ করিলাম; এখন তোমার দৃষ্টিতে যাহা বিহিত, তাহাই আমাদের প্রতি কর; কিন্তু কোন প্রকারে অদ্য আমাদিগকে উদ্ধার কর। ১৬ অপর তাহারা আপনাদের মধ্যহইতে বিদেশীয় দেবগণকে দূর করিয়া পরমেশ্বরের সেবা করিল; তাহাতে ইস্রায়েল বংশের দুঃখে তাঁহার মন দুঃখিত হইল। ১৭ ঐ সময়ে অম্মোন্ বংশ একত্র হইয়া গিলিয়দে শিবির স্থাপন করিল, এবং ইস্রায়েল বংশ একত্র হইয়া মিস্পীতে শিবির স্থাপন করিল। ১৮ তাহাতে গিলিয়দের লোকেরা, বিশেষতঃ তাহাদের অধ্যক্ষগণ পরস্পর কহিল, অম্মোন্ বংশের সহিত কে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিবে? সে গিলিয়দ নিবাসি তাবৎ লোকদের রাজা হইবে।

১১ অধ্যায়।

১ যিপ্তহকে দূর করণ, ৪ ও তাহাকে পুনরানয়ন করিতে লোক প্রেরণ, ১২ ও ইস্রায়েলের সেনাপতি হইয়া অম্মোন্ বংশের রাজার কাছে যিপ্তহের দূত প্রেরণ ও তাহার সম্মতি না হওন, ২৯ ও যিপ্তহের মানন, ৩২ ও তাহার জয় করণ, ৩৪ ও মাননানুসারে আপন কন্যাকে সমর্পণ।

১ ঐ সময়ে গিলিয়দীয় যিপ্তহ অতিশয় বীর ছিল; সে এক বেশ্যার গর্ব্ভে গিলিয়দের ঔরসজাত পুত্র ছিল। ২ অপর গিলিয়দের ভার্য্যা পুত্র প্রসব করিলে তাহার সেই ভার্য্যার পুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যিপ্তহকে দূর করিয়া দিয়া তাহাকে কহিল, তুমি পিতৃধনের অধিকার পাইবা না, কেননা তুমি অন্য স্ত্রীর পুত্র। ৩ তাহাতে যিপ্তহ আপন ভ্রাতৃগণের সম্মুখহইতে পলাইয়া টোব্ দেশে প্রবাস করিল, এবং কতকগুলিন চঞ্চল লোক যিপ্তহের সহিত মিলিয়া তাহার অনুগামী হইল।

৪ কিছু কাল পরে অম্মোন্ বংশ ইস্রায়েল বংশের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিল। ৫ তখন ইস্রায়েল্ বংশের সহিত অম্মোন্ বংশের যুদ্ধ করাতে গিলিয়দের প্রাচীনগণ যিপ্তহকে টোব্ দেশহইতে আনিতে গেল। ৬ তাহারা যিপ্তহকে কহিল, আমরা অম্মোন্ বংশের সহিত যুদ্ধ করিব; তুমি আসিয়া আমাদের সেনাপতি হও। ৭ তাহাতে যিপ্তহ গিলিয়দের প্রাচীনগণকে কহিল, তোমরা কি আমাকে ঘৃণা কর নাই? ও আমার পিতৃবাটীহইতে আমাকে দূর কর নাই? এখন বিপদ্গ্রস্ত হইয়া আমারই কাছে কেন আইলা? ৮ তাহাতে গিলিয়দের প্রাচীনগণ যিপ্তহকে কহিল, সেই হেতুক আমরা এখন পুনর্ব্বার তোমার নিকটে আইলাম; যদি তুমি আমাদের সঙ্গে চলিয়া অম্মোন্ বংশের সহিত যুদ্ধ কর, তবে আমাদের অর্থাৎ গিলিয়দ্ নিবাসি সমস্ত লোকদের প্রধান হইবা। ৯ তখন যিপ্তহ গিলিয়দের প্রাচীনগণকে কহিল, আমি অম্মোন্ বংশের সহিত যুদ্ধ করিলে পরমেশ্বর যদি আমার হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করেন, তবে আমি তোমাদের প্রধান হইব,

এই অভিপ্রায়ে তোমরা কি আমাকে পুনর্ব্বার
স্বদেশে লইয়া যাইতেছ? ১০ তাহাতে গিলি-
য়দের প্রাচীনেরা যিপ্তহকে কহিল, আমরা যদি
তোমার বাক্যানুসারে না করি, তবে পরমেশ্বর
আমাদের মধ্যে সাক্ষী হইবেন। ১১ পরে যিপ্তহ
গিলিয়দের প্রাচীনগণের সহিত গেল; তাহাতে
লোকেরা তাহাকে আপনাদের প্রধান ও সেনা-
পতি করিল; অপর যিপ্তহ মিস্‌পীতে পরমেশ্বরের
সাক্ষাতে আপনার সমস্ত কথা কহিল।
১২ পরে যিপ্তহ অম্মোন্ বংশের রাজার নি-
কটে দূত পাঠাইয়া কহিল, আমার সহিত তো-
মার বিষয় কি? তুমি আমার সহিত যুদ্ধ করিতে
আমার দেশে কেন আইলা? ১৩ তাহাতে অ-
ম্মোন্ বংশের রাজা যিপ্তহের দূতগণকে কহিল,
ইস্রায়েল বংশ যখন মিসরহইতে বাহির হইয়া
আইল, তখন অর্ণোন্ অবধি যব্বোক্ ও যর্দ্দন
পর্য্যন্ত আমার ভূমি হরণ করিল; অতএব এখন
নির্ব্বিরোধে তাহা ফিরাইয়া দেও। ১৪ তাহাতে
যিপ্তহ অম্মোন্ বংশের রাজার নিকটে পুন-
র্ব্বার দূত পাঠাইয়া ১৫ তাহাকে কহিল, যিপ্তহ
এই কথা কহে, মোয়াবের ভূমি কিম্বা অম্মোন্
বংশের ভূমি ইস্রায়েল বংশ হরণ করে নাই।
১৬ কিন্তু ইস্রায়েল বংশ মিসরহইতে আগমন সম-
য়ে সূফ্‌সাগর পর্য্যন্ত প্রান্তরের মধ্যে ভ্রমণ করিলে
পর কাদেশে উপস্থিত হইয়া ১৭ ইদোমের রা-
জার নিকটে দূত প্রেরণ করিয়া কহিল, বিনয় করি,
তুমি আপন দেশের মধ্য দিয়া আমাদিগকে যা-
ইতে দেও, কিন্তু ইদোমের রাজা সে কথা মানিল
না; এবং সেই রূপে মোয়াবের রাজার নিক-
টে কহিয়া পাঠাইলে সেও সম্মত হইল না; সেই
সময়ে ইস্রায়েল বংশ কাদেশে বাস করিতেছিল।
১৮ পরে তাহারা প্রান্তরের মধ্য দিয়া যাইয়া
ইদোম্ দেশ ও মোয়াব দেশ প্রদক্ষিণ করাতে
মোয়াব দেশের পূর্ব্বপার্শ্ব দিয়া আসিয়া অর্ণো-
নের ওপারে শিবির স্থাপন করিল, কিন্তু মোয়া-
বের সীমামধ্যে প্রবেশ করিল না, কেননা অর্ণোন্
মোয়াবের সীমা ছিল। ১৯ অপর ইস্রায়েল বংশ
হিষ্‌বোনের ইমোরীয় রাজা সীহোনের নিকটে দূত
পাঠাইয়া এই কথা কহিল, বিনয় করি, তুমি আপন
দেশের মধ্যদিয়া আমাদিগকে গন্তব্য স্থানে যা-
ইতে দেও। ২০ তাহাতে সীহোন্‌ও আপন সীমার
মধ্য দিয়া যাইবার অনুমতি দিতে ইস্রায়েল বং-
শকে বিশ্বাস না করিয়া আপন সমস্ত লোক একত্র
করিয়া যহসে শিবির স্থাপন করিয়া ইস্রায়েল
বংশের সহিত যুদ্ধ করিল। ২১ তাহাতে ইস্রা-
য়েলের প্রভু পরমেশ্বর সীহোন্‌কে ও তাহার
সমস্ত লোককে ইস্রায়েল বংশের হস্তে সমর্পণ
করিলে তাহারা তাহাদিগকে আঘাত করিল; এই
রূপে ইমোরীয়েরা যে দেশে বাস করিত, সেই
তাবৎ দেশ ইস্রায়েল বংশ অধিকার করিল।
২২ তাহারা অর্ণোন্ অবধি যব্বোক্ পর্য্যন্ত ও
প্রান্তর অবধি যর্দ্দন্ পর্য্যন্ত ইমোরীয়দের তা-
বৎ অঞ্চল অধিকার করিল। ২৩ এই রূপে ইস্রা-
য়েলের প্রভু পরমেশ্বর আপন লোক ইস্রায়েল
বংশের সম্মুখে ইমোরীয়দিগকে অধিকারচ্যুত
করিলেন; এখন তুমি কি আমাদিগকে অধি-
কারচ্যুত করিবা? ২৪ না, তোমার কিমোশ্‌দেবের
দত্ত ভূমি তুমি অধিকার করিবা, আর আমা-
দের প্রভু পরমেশ্বর আমাদের সম্মুখহইতে যে
সকল লোকদিগকে দূর করিয়াছেন, তাহাদের
ভূমি আমরা অধিকার করিব। ২৫ মোয়াবের
রাজা সিপ্পোরের পুত্র বালাক্‌হইতে তুমি কি
শ্রেষ্ঠ? সে কি ইস্রায়েল বংশের প্রতিকূলে বি-
বাদ করিয়াছিল? কিম্বা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করিয়াছিল? ২৬ হিষ্‌বোনে ও তাহার গ্রামে এবং
অরোয়েরে ও তাহার গ্রামে এবং অর্ণোন্ তট-
সমীপস্থ তাবৎ নগরে তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত
ইস্রায়েল বংশ বাস করিয়া আসিতেছে; সেই
তাবৎ সময়ের মধ্যে তোমরা কেন তাহা ফিরা-
ইয়া লও নাই? ২৭ আমি তোমাদের বিরুদ্ধে
কোন দোষ করি নাই; কিন্তু আমার সহিত যুদ্ধ
করাতে তুমি আমার অন্যায় করিতেছ; ইস্রা-
য়েল বংশের ও অম্মোন্ বংশের মধ্যে পর-
মেশ্বর অদ্য বিচারকর্ত্তা হউন। ২৮ যিপ্তহের প্রে-
রিত এই সকল বাক্যে অম্মোন্ বংশীয় রাজা
মনোযোগ করিল না।
২৯ তাহাতে যিপ্তহের প্রতি পরমেশ্বরের আ-
ত্মার আবির্ভাব হইলে সে গিলিয়দ্ ও মিনশি
প্রদেশ দিয়া গিলিয়দের মিস্‌পীতে গমন করিল;
এবং গিলিয়দের মিস্পীহইতে অম্মোন্ বংশের
নিকটে গেল। ৩০ সেই সময়ে যিপ্তহ পরমেশ্ব-
রের উদ্দেশে মানত করিয়া কহিল, তুমি যদি
অম্মোন্ বংশকে আমার হস্তে সমর্পণ কর,
৩১ তবে অম্মোন্ বংশহইতে আমার কুশলে
প্রত্যাগমন কালে আমার সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে
যাহা আমার বাটীর দ্বারহইতে নির্গত হইবে,
তাহা নিশ্চয় পরমেশ্বরের হইবে, আমি তাহা
হোমবলিরূপে উৎসর্গ করিব।
৩২ পরে যিপ্তহ অম্মোন বংশের সহিত যুদ্ধ
করণার্থে তাহাদের নিকটে পার হইয়া গেলে
পরমেশ্বর তাহাদিগকে তাহার হস্তগত করিলেন।
৩৩ তাহাতে সে অরোয়ের অবধি মিন্নীতে উত্ত-
রণ স্থান পর্য্যন্ত বিংশতি নগরকে এবং আবেল্
কিরামীম্ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে মহাসংহারে
সংহার করিল; এই রূপে অম্মোন্ বংশ ইস্রা-
য়েল বংশের সাক্ষাতে নত হইল।

৩৪ অপর যিপ্তহ মিস্পীতে আপন বাটীতে
আইলে তাহার কন্যা তবল হস্তে করিয়া নৃত্য
করিতে ২ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইল।
যিপ্তহের ঐ এক মাত্র সন্ততি ছিল, তদ্ভিন্ন পুত্র
কি কন্যা ছিল না। ৩৫ তখন সে আপন কন্যা-
কে দেখিয়া বস্ত্র চিরিয়া কহিল, হায় ২, হে আ-
মার কন্যে, তুমি আমাকে বড় দুঃখিত করিলা;
আমার ক্লেশদায়িদের মধ্যে তুমি এক জন হই-
লা; কেননা আমি পরমেশ্বরের উদ্দেশে মান-
তের কথা কহিয়াছি, তাহার অন্যথা করিতে
আর পারিব না। ৩৬ তাহাতে সে তাহাকে কহিল,
হে আমার পিতঃ, তুমি যদি পরমেশ্বরের উদ্দেশে
মানত করিয়াছ, তবে আপন মুখহইতে নি-
র্গত বাক্যানুসারে আমার প্রতি ব্যবহার কর,
কেননা পরমেশ্বর তোমার জন্যে তোমার শত্রু-
গণের অর্থাৎ অম্মোন্ বংশের প্রতীকার করি-
লেন। ৩৭ পরে সে আপন পিতাকে কহিল,
তুমি আমার অনুরোধে এক কর্ম্ম কর, দুই
মাসের জন্যে আমাকে বিদায় দেও; আমি
পর্ব্বতময় স্থানে গমনাগমন করিয়া আপন অনূ-
ঢ়াত্ব বিষয়ে সখীগণের সঙ্গে বিলাপ করি।
৩৮ তাহাতে সে যাও বলিয়া তাহাকে দুই মাসের
বিদায় দিল; তখন সে পর্ব্বতোপরি যাইয়া আ-
পন অনূঢ়াত্ব বিষয়ে আপন সখীগণের সঙ্গে
বিলাপ করিল। ৩৯ অপর দুই মাস গত হইলে
সে পিতার নিকটে প্রত্যাগমন করিলে তাহার
পিতা আপন কৃত মানত অনুসারে তাহার প্রতি
করিল; সে কোন পুরুষে উপভুক্তা হয় নাই।
৪০ তদবধি বৎসরে ২ ইস্রায়েলীয় কন্যাগণ গি-
লিয়দীয় যিপ্তহের কন্যার বিষয়ে বিলাপ করিতে
বৎসরের মধ্যে চারি দিবস যায়, ইস্রায়েল দেশে
এই রীতি প্রচলিত হইল।

১২ অধ্যায়।

১ যিপ্তহের সহিত ইফ্রয়িম্ লোকদের বিবাদ, ৭ ও
যিপ্তহের মৃত্যু, ৮ ও ইব্সনের কথা, ১১ ও এলো-
নের কথা, ১৩ ও অব্দোনের কথা।

১ পরে ইফ্রয়িম্ বংশ সকলে আহূত হইয়া উত্তর
দিগে গমন করিয়া যিপ্তহকে কহিল, তোমার সহিত
গমন করিতে আমাদিগকে না ডাকিয়া তুমি অম্মো-
নীয় বংশের সহিত যুদ্ধ করিতে কেন পার হই-
য়া গিয়াছিলা? অতএব আমরা তোমার ঘর
অগ্নিতে দগ্ধ করিব। ২ তাহাতে যিপ্তহ তাহাদি-
গকে কহিল, অম্মোন্ বংশের সহিত আমার ও
আমার লোকদের বড় বিরোধ ছিল, তাহাতে
আমি তোমাদিগকে ডাকিলে তোমরা তাহা-
দের হস্তহইতে আমাকে উদ্ধার করিলা না।
৩ পরে তোমরা আমাকে উদ্ধার করিলা না,
ইহা দেখিয়া আমি আপন প্রাণ হস্তে করিয়া
অম্মোন্ বংশের প্রতিকূলে পার হইয়া গেলাম,
তাহাতে পরমেশ্বর আমার হস্তে তাহাদিগকে
সমর্পণ করিলেন; অতএব তোমরা এখন আমার
সহিত যুদ্ধ করিতে কেন আমার নিকটে আই-
লা? ৪ পরে যিপ্তহ গিলিয়দের সমস্ত লোককে
একত্র করিয়া ইফ্রয়িমের সহিত যুদ্ধ করিল, তা-
হাতে গিলিয়দীয় লোকেরা ইফ্রয়িম্ লোকদি-
গকে পরাজয় করিল; কেননা তাহারা কহিয়া-
ছিল, 'হে গিলিয়দীয়েরা, তোমরা পলাতক ইফ্র-
য়িম লোক, তোমরা ইফ্রয়িম্ ও মিনশি মিশ্রিত
লোক।' ৫ পরে গিলিয়দীয় লোকেরা ইফ্রয়িম্
বংশের অগ্রে যাইয়া যর্দ্দনের ঘাট সকল হস্ত-
গত করিল; তাহাতে ইফ্রয়িমের পলায়নকারি কোন
লোক, আমাকে পার হইতে দেও, এই কথা
কহিলে গিলিয়দের লোকেরা তাহাকে জিজ্ঞাসিত,
তুমি কি ইফ্রয়িমীয় লোক? তাহাতে সে যখন
কহিত, না, ৬ তখন তাহারা কহিত, তুমি এক
বার 'শিব্বোলৎ' বল; তাহাতে সে শুদ্ধরূপে
উচ্চারণ করিতে না পারাতে 'সিব্বোলৎ' কহি-
লে তাহারা তাহাকে লইয়া যর্দ্দনের ঘাটে বধ
করিত। সেই সময়ে ইফ্রয়িম্ বংশের বেয়াল্লিশ
সহস্র লোক হত হইল।
৭ ঐ গিলিয়দীয় যিপ্তহ ছয় বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রা-
য়েল বংশের বিচার করিলে পর মরিল, তাহাতে
গিলিয়দের কোন নগরে তাহার কবর হইল।
৮ পরে বৈৎলেহমীয় ইব্সন ইস্রায়েল বং-
শের বিচারকর্ত্তা হইল। ৯ তাহার ত্রিশ পুত্র ছিল,
এবং সে ত্রিশ কন্যা বাহিরে দিল, ও নিজ
পুত্রগণের জন্যে বাহিরহইতে ত্রিশ কন্যা আ-
নিল; সে সাত বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েল বংশের
বিচার করিল। ১০ পরে ইব্সনের মৃত্যু হইলে
বৈৎলেহমে তাহার কবর হইল।
১১ পরে সিবূলূন্ বংশীয় এলোন্ ইস্রায়েল
বংশের বিচারকর্ত্তা হইল; সে দশ বৎসর পর্য্যন্ত
ইস্রায়েল বংশের বিচার করিল। ১২ পরে সিবূ-
লূন্ বংশীয় এলোন্ মরিলে সিবূলূন্ দেশস্থ
অয়ালোনে তাহার কবর হইল।
১৩ অনন্তর পিরিয়াথোনীয় হিল্লেলের পুত্র
অব্দোন্ ইস্রায়েল বংশের বিচারকর্ত্তা হইল।
১৪ তাহার চল্লিশ পুত্র ও ত্রিশ পৌত্র সত্তরি গর্দ্দভে
চড়িয়া বেড়াইত; সে আট বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রা-
য়েলের বিচার করিল। ১৫ পরে পিরিয়াথোনীয়
হিল্লেলের পুত্র অব্দোন্ মরিলে অমালেকীয়দের
পর্ব্বতে ইফ্রয়িম্ দেশস্থ পিরিয়াথোনে তাহার
কবর হইল।

১৩ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েল বংশের পাপ করণ, ২ ও মানোহের স্ত্রীর

প্রতি দূতের দর্শন, ৮ ও মানোহের প্রতি দূতের দর্শন, ১৫ ও মানোহের নৈবেদ্য উৎসর্গ করণ ও দূতের অন্তর্হিত হওন, ২৪ ও শিম্শোনের জন্ম।

১ পরে ইস্রায়েল বংশ পরমেশ্বরের সাক্ষাতে পুনর্ব্বার কদাচরণ করিল; তাহাতে পরমেশ্বর চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদিগকে পিলেষ্টীয়দের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

২ তৎকালে দান্ বংশে সরিয় নিবাসি মানোহ নামে এক মনুষ্য ছিল, তাহার স্ত্রী বন্ধ্যা হওয়াতে নিঃসন্তানা ছিল। ৩ পরে পরমেশ্বরের দূত সেই স্ত্রীকে দর্শন দিয়া কহিলেন, দেখ, তুমি বন্ধ্যা ও নিঃসন্তানা, তথাপি গর্ব্ভধারণ করিয়া পুত্র প্রসব করিবা। ৪ অতএব সাবধানা হও, দ্রাক্ষারস কিম্বা সুরা পান করিও না, ও কোন অশুচি বস্তু ভোজন করিও না। ৫ দেখ, তুমি গর্ব্ভ ধারণ করিয়া পুত্র প্রসব করিবা, কিন্তু তাহার মস্তকে ক্ষুর উঠিবে না, কেননা সে বালক গর্ব্ভস্থ হওনাবধি ঈশ্বরের উদ্দেশে নাসরীয় হইবে, এবং পিলেষ্টীয়দের হস্তহইতে ইস্রায়েল বংশকে উদ্ধার করণের আরম্ভ সেই করিবে। ৬ পরে ঐ স্ত্রী আসিয়া আপন স্বামিকে কহিল, ঈশ্বরের এক লোক আমার নিকটে আইলেন, তাঁহার মুখ ঈশ্বরীয় দূতের মুখের ন্যায়, অতি ভয়ঙ্কর; কিন্তু তিনি কোথাহইতে আইলেন, তাহা আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই, এবং তিনিও আপন নাম আমাকে কহেন নাই। ৭ তিনি আমাকে কহিলেন, দেখ, তুমি গর্ব্ভধারণ করিয়া পুত্র প্রসব করিবা; অতএব কোন প্রকার দ্রাক্ষারস কিম্বা সুরা পান করিও না, ও কোন অশুচি বস্তু ভোজন করিও না, কেননা সে বালক গর্ব্ভস্থ হওনাবধি মরণদিন পর্য্যন্ত ঈশ্বরের উদ্দেশে নাসরীয় হইবে।

৮ তাহাতে মানোহ পরমেশ্বরের উদ্দেশে বিনয় করিয়া কহিল, হে প্রভো, ঈশ্বরের যে লোককে আমাদের কাছে প্রেরণ করিয়াছিলা, তিনি পুনর্ব্বার আমাদের কাছে আসিয়া, ভাবি বালকের প্রতি আমাদের কি কর্ত্তব্য, তাহা শিক্ষা দিউন। ৯ তখন ঈশ্বর মানোহের কথা গ্রাহ্য করাতে ঈশ্বরের দূত পুনর্ব্বার সেই স্ত্রীর কাছে আইলেন; তৎকালে সে ক্ষেত্রে বসিয়াছিল; কিন্তু তাহার স্বামী মানোহ তাহার সঙ্গে ছিল না। ১০ তাহাতে সে স্ত্রী শীঘ্র দৌড়িয়া যাইয়া আপন স্বামিকে সংবাদ দিয়া কহিল, দেখ, ঐ দিন যে লোক আমার কাছে আসিয়াছিলেন, তিনি পুনরায় আমাকে দর্শন দিলেন। ১১ তাহাতে মানোহ উঠিয়া আপন স্ত্রীর পশ্চাৎ২ যাইয়া সেই লোকের কাছে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, এই স্ত্রীর সঙ্গে যিনি কথা কহিয়াছিলেন, আপনি কি সেই লোক? তিনি কহিলেন, আমি বটি। ১২ পরে মানোহ কহিল, আপনকার বাক্য সফল হউক; কিন্তু সেই বালকের প্রতি কি বিধি, ও কি কর্ত্তব্য? ১৩ তাহাতে পরমেশ্বরের দূত মানোহকে কহিলেন, আমি ঐ স্ত্রীকে যে সমস্ত আজ্ঞা করিয়াছি, তাহার বিষয়ে সে সাবধানা থাকুক। ১৪ সে দ্রাক্ষালতাজাত কোন বস্তু ভোজন করিবে না, এবং দ্রাক্ষারস ও সুরা পান করিবে না, ও কোন অশুচি দ্রব্য ভোজন করিবে না; আমি তাহাকে যে সকল আজ্ঞা করিয়াছি, সে তাহা পালন করুক।

১৫ পরে মানোহ পরমেশ্বরের দূতকে কহিল, আমি নিবেদন করি, আপনকার জন্যে যাবৎ এক ছাগবৎসের আয়োজন করি, তাবৎ আপনি অনুগ্রহ করিয়া বিলম্ব করুন। ১৬ তাহাতে পরমেশ্বরের দূত মানোহকে কহিলেন, তুমি আমাকে বিলম্ব করাইলেও আমি তোমার খাদ্য দ্রব্য ভোজন করিব না; এবং তুমি যদি হোমবলি উৎসর্গ কর,তবে পরমেশ্বরের উদ্দেশে করিতে হইবে। কিন্তু তিনি যে পরমেশ্বরের দূত, তাহা মানোহ জ্ঞাত ছিল না। ১৭ পরে মানোহ পরমেশ্বরের দূতকে কহিল, আপনকার নাম কি? আপনকার বাক্য সফল হইলে আমরা আপনকার মর্য্যাদা করিব। ১৮ তাহাতে পরমেশ্বরের দূত কহিলেন, তুমি কেন আমার নাম জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমার নাম আশ্চর্য্য। ১৯ পরে মানোহ এক ছাগবৎস ও তদুপযুক্ত নৈবেদ্য লইয়া পরমেশ্বরের উদ্দেশে পাষাণের উপরে নিবেদন করিল; তাহাতে ঐ দূত মানোহের ও তাহার স্ত্রীর দৃষ্টিগোচরে আশ্চর্য্য রূপ আচরণ করিলেন। ২০ অর্থাৎ অগ্নিশিখা যজ্ঞবেদিহইতে আকাশের দিগে ঊর্দ্ধগত হইলে পরমেশ্বরের দূত মানোহের ও তাহার স্ত্রীর দৃষ্টিগোচরে ঐ যজ্ঞবেদির শিখাতে ঊর্দ্ধগমন করিলেন; তাহাতে তাহারা মৃত্তিকাতে উবুড় হইয়া পড়িল। ২১ তদবধি পরমেশ্বরের দূত মানোহের ও তাহার স্ত্রীর কাছে আর দর্শন দিলেন না; তখন তিনি যে পরমেশ্বরের দূত, ইহা মানোহ জ্ঞাত হইল। ২২ পরে মানোহ আপন স্ত্রীকে কহিল, আমরা ঈশ্বরকে দেখিলাম, অবশ্য মরিব। ২৩ কিন্তু তাহার স্ত্রী তাহাকে কহিল, পরমেশ্বর যদি আমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করিতেন, তবে তিনি আমাদের হস্তহইতে হোম ও নৈবেদ্য গ্রহণ করিতেন না, এবং এই সকল আমাদিগকে দেখাইতেন না, এবং এই সময়ে যে সকল কহিলেন, তাহাও কহিতেন না।

২৪ পরে ঐ স্ত্রী পুত্র প্রসব করিয়া তাহার

নাম শিম্শোন্ রাখিল। অনন্তর ঐ বালক
বাড়িল, ও পরমেশ্বর তাহাকে আশীর্ব্বাদ করি-
লেন। ২৫ এবং সরিয়ের ও ইষ্টায়োলের মধ্য-
বর্ত্তি দানের শিবিরে পরমেশ্বরের আত্মা প্রথমে
তাহাতে আবির্ভূত হইলেন।

১৪ অধ্যায়।

১ পিলেষ্টীয় কোন কন্যাকে শিম্শোনের বিবাহ করণের ইচ্ছা, ৫ ও তিম্নাথায় গমনকালে সিংহ বধ করণ, ৮ ও তিম্নাথায় দ্বিতীয় যাত্রাতে সিংহের শবে মধু পাওন, ১০ ও বিবাহের সময়ে শিমশোনের প্রহেলিকার কথা, ১৯ ও প্রহেলিকার অর্থ করণের ফল।

১ পরে শিম্শোন্ তিম্নাথায় গমন করিয়া সে
স্থানে পিলেষ্টীয়দের কোন কন্যাকে দেখিতে
পাইল। ২ এবং ফিরিয়া আসিয়া আপন পিতা-
মাতাকে সংবাদ দিয়া কহিল, আমি তিম্নাথায়
পিলেষ্টীয়দের অমুক কন্যাকে দেখিয়াছি; তো-
মরা তাহাকে আনিয়া আমার সহিত বিবাহ
দেও। ৩ তাহাতে তাহার পিতামাতা কহিল, তো-
মার ভ্রাতৃগণের মধ্যে ও আমার সমস্ত স্বজা-
তীয়দের মধ্যে কি কন্যা নাই, যে তুমি অচ্ছিন্ন-
ত্বক্ পিলেষ্টীয়দের কন্যাকে বিবাহ করিতে যা-
ইবা? শিম্শোন্ আপন পিতাকে কহিল, তুমি
আমার জন্যে তাহাকেই আনাও, সে আমার
দৃষ্টিতে মনোহরা। ৪ কিন্তু পিলেষ্টীয়দের প্রতি-
কূলে ছিদ্র পাইবার নিমিত্তে পরমেশ্বরহইতে
ইহা হইয়াছে, তাহা তাহার পিতামাতা জানিল
না। সে সময়ে পিলেষ্টীয়েরা ইস্রায়েল বংশের
উপরে কর্তৃত্ব করিতেছিল।

৫ পরে শিম্শোন্ ও তাহার পিতামাতা তিম্না-
থায় নামিয়া তিম্নাথাস্থ দ্রাক্ষাক্ষেত্রে আইলে
এক যুব সিংহ শিম্শোনের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া
গর্জ্জন করিল। ৬ তখন পরমেশ্বরের আত্মা তা-
হাতে আবির্ভূত হইল, তাহাতে তাহার হস্তে কিছু
না থাকিলেও সে ছাগবৎসের ন্যায় ঐ সিংহ-
কে ছিঁড়িয়া ফেলিল, কিন্তু এ কথা আপন পি-
তামাতাকে কহিল না। ৭ পরে শিম্শোন্ যাইয়া
সেই কন্যার সহিত আলাপ করিলে সে তাহার
দৃষ্টিতে মনোহরা হইল।

৮ কিছু কাল পরে যখন সে ঐ কন্যাকে বি-
বাহ করিতে সেই স্থানে পুনর্ব্বার গমন করিল,
তখন সেই সিংহের শব দেখিতে পথ ছাড়িয়া
গিয়া দেখিল, ঐ সিংহের শবে এক ঝাঁক মধু-
মক্ষিকা ও মধুর চাক আছে। ৯ অতএব সে
তাহা লইয়া হস্তে করিয়া ভোজন করিতে ২ চলিল,
এবং পিতামাতার নিকটে আসিয়া তাহাদিগ-
কেও কিছু দিলে তাহারাও ভোজন করিল; কিন্তু
সেই মধু সিংহের শবহইতে নীত হইল, ইহা
সে তাহাদিগকে কহিল না।

১০ পরে তাহার পিতা সেই কন্যার নিকটে
গেলে শিম্শোন্ সে স্থানে ভোজ প্রস্তুত করিল,
কেননা যুবলোকদের তদ্রূপ ব্যবহার ছিল। ১১ অ-
পর তাহাকে দেখিয়া পিলেষ্টীয় লোকেরা তা-
হার নিকটে থাকিতে ত্রিশ জন সহচরকে আ-
নিল। ১২ পরে শিম্শোন্ তাহাদিগকে কহিল,
আমি তোমাদের কাছে এক প্রহেলিকা কহি,
তোমরা যদি এই উৎসবের সাত দিনের মধ্যে
তাহার অর্থ বুঝিয়া নিশ্চিত আমাকে কহিতে
পার, তবে আমি তোমাদিগকে ত্রিশ চাদর ও
ত্রিশ যোড়া বস্ত্র দিব। ১৩ কিন্তু যদি তাহার অর্থ
করিতে না পার, তবে তোমরা আমাকে ত্রিশ
চাদর ও ত্রিশ যোড়া বস্ত্র দিবা। তাহাতে তা-
হারা কহিল, তোমার প্রহেলিকা বল, আমরা
তাহা শুনি। ১৪ সে কহিল, 'খাদকহইতে খাদ্য
ও বলবানহইতে মিষ্টতা নির্গত হইল;' তাহাতে
তাহারা তিন দিনে সেই প্রহেলিকার অর্থ করিতে
পারিল না। ১৫ পরে সপ্তম দিবস হইলে তা-
হারা শিম্শোনের স্ত্রীকে কহিল, তুমি প্রিয়
বাক্যদ্বারা আপন স্বামিকে ভুলাইয়া, যাহাতে
সে ঐ প্রহেলিকার অর্থ আমাদিগকে কহে, তা-
হাই কর; নতুবা আমরা তোমাকে ও তোমার
পিতৃপরিজনকে অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিব। আমাদের
যাহা আছে, তোমরা না কি তাহা কাড়িয়া লইতে
আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছ? ১৬ তাহাতে
শিম্শোনের স্ত্রী স্বামির কাছে রোদন করিয়া
কহিল, তুমি আমাকে কেবল ঘৃণা করিতেছ,
কিছুই প্রেম কর না; আমার স্বজাতীয়দিগকে
প্রহেলিকা কহিলা, কিন্তু আমাকে তাহা বুঝাও
নাই। তাহাতে সে কহিল, দেখ, আমি আপন
পিতামাতাকেও তাহা বুঝাই নাই, তবে তো-
মাকে কেন বুঝাইব? ১৭ তাহাতে তাহার স্ত্রী
উৎসবের সপ্তাহের শেষ পর্য্যন্ত তাহার কাছে
রোদন করিলে সে তাহাদ্বারা ব্যাকুল হইয়া
সপ্তম দিবসে তাহাকে কহিল; তাহাতে ঐ স্ত্রী
আপন স্বজাতীয়দিগকে প্রহেলিকার অর্থ কহিয়া
দিল। ১৮ পরে সপ্তম দিবসে সূর্য্য অস্তগত হও-
নের পূর্ব্বে ঐ নগরস্থ লোকেরা তাহাকে
কহিল, মধু অপেক্ষা মিষ্ট কি? ও সিংহ
অপেক্ষা বলবান্ কি? তাহাতে সে তাহাদিগকে
কহিল, তোমরা যদি আমার গাভীদ্বারা চাস
না করিতা, তবে আমার প্রহেলিকার অর্থ
করিতে পারিতা না।

১৯ পরে পরমেশ্বরের আত্মা তাহাতে আবি-
র্ভূত হইলে সে অস্কিলোনে যাইয়া তথাকার
ত্রিশ জনকে বধ করিয়া তাহাদের বস্ত্র লইয়া

প্রহেলিকার অর্থকারিদিগকে এক২ যোড়া বস্ত্র
দিল, কিন্তু তাহার ক্রোধ প্রজ্বলিত হওয়াতে
তথাহইতে আপন পিতৃবাটীতে গেল। ২০ পরে
শিম্শোনের যে মিত্র তাহার সহচর ছিল, তা-
হাকে তাহার স্ত্রী দত্তা হইল।

১৫ অধ্যায়।

১ স্ত্রীর নিকটে যাইতে না পারাতে শিম্শোনের ক্ষেত্রস্থ শস্য দগ্ধ করণ, ৬ ও তাহার স্ত্রী ও শ্বশুর দগ্ধ হইলে অনেক লোককে বধ করণ, ৯ ও যিহূদার লোকদ্বারা তাহার বদ্ধ ও সমর্পিত হওন, ১৪ ও গর্দ্দভের হনুদ্বারা সহস্র লোককে বধ করণ, ১৮ ও পিপাসা নিবারণার্থে জল পাওন।

১ পরে গোমশস্যচ্ছেদনের সময়ে শিম্শোন্ এক
ছাগবৎস সঙ্গে লইয়া আপন স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ
করিতে গিয়া কহিল, আমি আপন স্ত্রীর নিকটে
অন্তঃপুরে যাইব; কিন্তু তাহার পিতা তাহাকে
অন্তরে যাইতে দিল না। ২ এবং তাহার পিতা
কহিল, তুমি তাহাকে নিতান্ত ঘৃণা করিলা, ইহা
নিশ্চয় ভাবিয়া আমি তাহাকে তোমার সহচরকে
দিলাম; তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী কি তাহার
অপেক্ষা সুন্দরী নয়? আমি নিবেদন করি,
তুমি ইহার পরিবর্ত্তে তাহাকে গ্রহণ কর। ৩ তা-
হাতে শিম্শোন্ কহিল, এ বার আমি পিলে-
ষ্টীয়দের সহিত মন্দ ব্যবহার করিলেও তাহা-
দের কাছে নির্দ্দোষ হইব। ৪ পরে শিম্শোন্
যাইয়া তিন শত শৃগাল ধরিয়া মসাল লইয়া
তাহাদের লেজে২ যোগ করিয়া দুই২ লেজেতে
এক২ মসাল বাঁধিল। ৫ পরে সেই মসালে
অগ্নি দিয়া পিলেষ্টীয়দের শস্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া
দিল; তাহাতে বাঁধা আটি ও অচ্ছিন্ন শস্য ও
জিতবৃক্ষের উদ্যান সকলি দগ্ধ হইল।
৬ তখন পিলেষ্টীয়েরা জিজ্ঞাসা করিল, এমত
কর্ম্ম কে করিল? লোকেরা কহিল, তিম্নাথীয়ের
জামাতা শিম্শোন্ এই কর্ম্ম করিল; যেহেতুক
তাহার শ্বশুর তাহার স্ত্রীকে লইয়া তাহার সহ-
চরকে দিল। তাহাতে পিলেষ্টীয়েরা আসিয়া
সেই স্ত্রীকে ও তাহার পিতাকে অগ্নিদ্বারা দগ্ধ
করিল। ৭ পরে শিম্শোন্ তাহাদিগকে কহিল,
তোমরা যদি এমত কর্ম্ম করিলা, তবে আমি
তোমাদিগকে প্রতিফল না দিলে ক্ষান্ত হইব না।
৮ ইহা কহিয়া সে সর্ব্বতোভাবে মহা আঘাতে
আঘাত করিয়া তাহাদিগকে বধ করিল; পরে
ঐটম্ শৈলের গহ্বরে যাইয়া বাস করিল।
৯ ঐ সময়ে পিলেষ্টীয়েরা যাইয়া যিহূদা প্রদে-
শে শিবির স্থাপন করিয়া লিহীতে ব্যাপিয়া
থাকিল। ১০ তাহাতে যিহূদার লোকেরা জিজ্ঞা-
সিল, তোমরা আমাদের প্রতিকূলে কেন আ-
ইলা? তাহারা কহিল, শিম্শোন্ আমাদের
প্রতি যেমন করিল, তাহার প্রতি তদ্রূপ করণার্থে
আমরা তাহাকে বাঁধিতে আইলাম। ১১ তখন
যিহূদার তিন সহস্র লোক ঐটম্ শৈলের গহ্বরে
যাইয়া শিম্শোনকে কহিল, পিলেষ্টীয়েরা যে
আমাদের কর্ত্তা,তাহা তুমি কি জান না? আমাদের
প্রতি তুমি এই কি করিলা? সে কহিল, তাহারা
আমার প্রতি যে রূপ করিল, আমিও তাহাদের
প্রতি তদ্রূপ করিলাম। ১২ তাহারা তাহাকে
কহিল, এখন আমরা তোমাকে বন্ধন করিয়া
পিলেষ্টীয়দের হস্তে সমর্পণ করিতে আইলাম।
শিম্শোন্ তাহাদিগকে কহিল, আমাকে তোমরা
বধ করিবা না, ইহা আমার কাছে দিব্য কর।
১৩ তাহাতে তাহারা কহিল, না, কেবল তোমাকে
দৃঢ় রূপে বদ্ধ করিয়া তাহাদের হস্তে সমর্পণ
করিব, কিন্তু আমরা যে তোমাকে বধ করিব
তাহা নহে। পরে তাহারা দুই গাছা নূতন রজ্জু-
দ্বারা তাহাকে বাঁধিয়া ঐ শৈলহইতে লইয়া গেল।
১৪ পরে সে লিহীতে উপস্থিত হইলে পিলে-
ষ্টীয়েরা তাহার প্রতিকূলে হর্ষনাদ করিল। তখন
পরমেশ্বরের আত্মা তাহাতে আবির্ভূত হইলে তা-
হার বাহুস্থিত রজ্জু অগ্নিদগ্ধ শণের ন্যায় হইল,
এবং তাহার হস্তস্থিত বেড়ী খসিয়া পড়িল।
১৫ পরে সে এক গর্দ্দভের কাঁচা হনূ পাইল,
তাহা হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক লইয়া তাহাদ্বারা এক
সহস্র লোককে বধ করিল। ১৬ তখন শিম্শোন্
কহিল, রাসভের হনূদ্বারা আমি রাশি২ করি-
লাম, ও গর্দ্দভের হনূদ্বারা সহস্র লোককে বধ
করিলাম। ১৭ পরে কথা সমাপ্ত করিয়া হস্তহইতে
ঐ হনূ নিক্ষেপ করিয়া সেই স্থানের নাম রামৎ
লিহী (হনুক্ষেপ) রাখিল।
১৮ পরে সে অতিশয় তৃষ্ণাতুর হওয়াতে পর-
মেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিয়া কহিল, তুমি
আপন দাসকে এই মহাবিজয় প্রাপ্ত হইতে দি-
য়াছ, এখন আমি কি তৃষ্ণাতে মরিয়া অচ্ছিন্ন-
ত্বকদের হস্তগত হইব? ১৯ তাহাতে পরমেশ্বর
লিহীস্থিত কুণ্ডাকার ছিদ্র সৃষ্টি করিলে তাহা-
হইতে জল নির্গত হইল; তখন সে জল পান
করিয়া প্রাণ পাইয়া সচেতন হইল; অতএব সেই
স্থানের নাম ঐন্-হক্কোরী (প্রার্থনাকারির
উনুই) রাখিল; সে স্থান অদ্যাপি লিহীতে
আছে। ২০ পিলেষ্টীয়দের সময়ে শিম্শোন্
বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েল্ বংশের বিচার
করিল।

১৬ অধ্যায়।

১ অসাতে শিম্শোনের গমন, ৪ ও দিলীলাতে প্রেমাসক্ত হইলে তাহার গুপ্ত কথা পাইতে দিলীলার চেষ্টা ও শিম্শোনের প্রকাশ না করণ, ১৫ ও

গুপ্ত কথা প্রকাশ করণে তাহার বল হ্রাস হওন,
২১ ও তাহার কারাগারে বদ্ধ হওন ও পিলেষ্টীয়-
দের সহিত তাহার মৃত্যু।

১ তখন শিম্শোন্ অসাতে যাইয়া সেখানে এক
বেশ্যা স্ত্রীকে দেখিয়া তাহাতে উপগত হইল।
২ তাহাতে শিম্শোন্ এই স্থানে আসিয়াছে,
এই কথা শুনিয়া অসাতীয়েরা তাহাকে বেষ্টন
করিয়া সমস্ত রাত্রি তাহার জন্যে নগরদ্বারে
লুকাইয়া থাকিল, এবং প্রাতঃকালে দিন হইলে
আমরা তাহাকে বধ করিব, এই কথা কহিয়া
সমস্ত রাত্রি তূষ্ণীভূত হইয়া থাকিল। ৩ অপর
শিম্শোন্ মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত শয়ন করিয়া মধ্য-
রাত্রিতে উঠিয়া নগরদ্বারের অর্গলশুদ্ধ দুই কবাট
ও দুই বাজু ধরিয়া উপড়াইল, এবং স্কন্ধে করিয়া
হিব্রোণ সম্মুখস্থ পর্ব্বতের শৃঙ্গে লইয়া গেল।
৪ পরে সে সোরেক্ তলভূমিবাসিনী দিলীলা
নামে এক স্ত্রীতে আসক্ত হইল। ৫ তাহাতে
পিলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ সেই স্ত্রীর নিকটে
আসিয়া তাহাকে কহিল, তুমি প্রিয় বাক্যদ্বারা
তাহাকে ভুলাইয়া, কিসে তাহার এমন মহাবল
হয়, ও কিসে আমরা তাহাকে জয় করিয়া ক্লেশ
দিবার জন্যে বদ্ধ করিতে পারি, ইহা জান;
তাহাতে আমরা প্রত্যেকে এগার শত রৌপ্য
মুদ্রা তোমাকে দিব। ৬ পরে দিলীলা শিম্শোন্কে
কহিল, বিনয় করি, কিসে তোমার এমন মহাবল
হয়? ও কিসে বদ্ধ ও ক্লিষ্ট হইতে পার? তাহা
আমাকে বল। ৭ তাহাতে শিম্শোন্ তাহাকে
কহিল, শুষ্ক হয় নাই, এমত সাত গাছা কাঁচা
বেত্র দিয়া যদি আমাকে বাঁধে, তবে আমি
দুর্ব্বল হইয়া অন্য লোকের সদৃশ হইব। ৮ পরে
পিলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ অশুষ্ক সাত গাছা
কাঁচা বেত্র আনিয়া সেই স্ত্রীকে দিল; তাহাতে
সে তাহাদ্বারা তাহাকে বাঁধিল। ৯ তৎকালে
তাহার অন্তরাগারে লুক্কায়িত লোক ছিল;
পরে সে তাহাকে কহিল, হে শিম্শোন্, পি-
লেষ্টীয়েরা তোমার নিকটে আসিতেছে; তা-
হাতে অগ্নিস্পৃষ্ট শণসূত্র যেমন ছিন্ন হয়, তদ্রূপ
সে ঐ বেত্র ছিঁড়িয়া ফেলিল, এই রূপে তাহার
বলের তত্ত্ব জানা গেল না। ১০ পরে দিলীলা
শিম্শোন্কে কহিল, দেখ, তুমি আমার সঙ্গে
পরিহাস করিলা ও আমাকে মিথ্যা কথা কহিলা;
এই ক্ষণে বিনয় করি, তুমি কিসে বদ্ধ হইতে
পার? তাহা আমাকে কহ। ১১ তাহাতে সে
তাহাকে কহিল, যে রজ্জুতে কোন কর্ম্ম করা
যায় নাই, এমত কএক গাছ নূতন রজ্জুদ্বারা
যদি তাহারা আমাকে বাঁধে, তবে আমি দুর্ব্বল
হইয়া অন্য লোকের সদৃশ হইব। ১২ তাহাতে
দিলীলা নূতন রজ্জু লইয়া তাহাদ্বারা তাহাকে
বাঁধিল; তখন অন্তরাগারে লুক্কায়িত লোক
থাকাতে সে তাহাকে কহিল, হে শিম্শোন্,
পিলেষ্টীয়েরা তোমার নিকটে আসিতেছে;
তাহাতে সে আপন বাহুহইতে সূত্রের ন্যায় ঐ
সকল ছিঁড়িল। ১৩ পরে দিলীলা শিম্শোন্কে
কহিল, তুমি এখনও আমার সঙ্গে পরিহাস
করিলা, ও আমাকে মিথ্যা কথা কহিলা; কিসে
বদ্ধ হইতে পার, তাহা আমাকে কহ। সে
কহিল, তুমি যদি আমার মস্তকের সাত গুচ্ছ
কেশ টানার সহিত বুন, তবে তাহা হইতে
পারে। ১৪ তাহাতে সে তাঁতের খিলের সহিত
তাহা বদ্ধ করিয়া তাহাকে কহিল, হে শিম্শোন্,
পিলেষ্টীয়েরা তোমার নিকটে আসিতেছে;
তাহাতে সে নিদ্রাহইতে জাগ্রৎ হইয়া টানাশুদ্ধ
তাঁতের খিল উপড়াইল।
১৫ পরে দিলীলা তাহাকে কহিল, আমার
প্রতি তোমার মন নাই; তবে আমি তোমাকে
প্রেম করি, এমত কথা কি প্রকারে কহিতে পার?
দেখ, তিন বার তুমি আমার সহিত পরিহাস
করিলা; কিসে তোমার এমন মহাবল হয়, তাহা
আমাকে কহিলা না। ১৬ এই রূপে সে নিত্য২
বাক্যদ্বারা তাহাকে ব্যাকুল করিয়া এমত ব্যস্ত
করিল, যে তাহার মন নিজ প্রাণে বিরক্ত
হইল। ১৭ তাহাতে সে আপন মনের কথা
ভাঙ্গিয়া তাহাকে কহিল, আমার মস্তকে কখনো
ক্ষুর উঠে নাই, কেননা মাতার গর্ভস্থ হওনা-
বধি আমি ঈশ্বরের নাসরীয় লোক; ক্ষৌরী
হইলে আমাহইতে আমার বল যাইবে, এবং
আমি দুর্ব্বল হইয়া অন্য লোকের ন্যায় হইব।
১৮ তখন সে আপন মনের কথা ভাঙ্গিয়া কহিল,
ইহা বুঝিয়া দিলীলা লোক পাঠাইয়া পিলে-
ষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণকে ডাকাইয়া কহিল, এ বার
তোমরা আইস, কেননা সে আমাকে আপন
মনের সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া কহিল। তাহাতে
পিলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ টাকা হস্তে করিয়া
তাহার নিকটে আইল। ১৯ পরে সে আপন
কোলে তাহাকে নিদ্রিত করাইয়া এক জনকে
ডাকাইয়া তাহার মস্তকের সাত গুচ্ছ কেশ
ক্ষৌর করাইল; এই রূপে তাহাকে ভ্রষ্ট করিতে
আরম্ভ করিলেই তাহার সমস্ত বল তাহাকে
ছাড়িয়া গেল। ২০ পরে সে কহিল, হে শিম্-
শোন্, পিলেষ্টীয়েরা তোমার নিকটে আসি-
তেছে; তাহাতে সে নিদ্রাহইতে জাগ্রৎ হইয়া
মনে করিল, অন্যান্য সময়ের ন্যায় বাহিরে
যাইয়া গা ঝাড়িব, কিন্তু পরমেশ্বর যে তাহাকে
ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা সে জানিল না।
২১ পরে পিলেষ্টীয়েরা তাহাকে ধরিয়া তা-
হার চক্ষু উৎপাটন করিয়া তাহাকে অসাতে

আনিয়া পিত্তলের শৃঙ্খলে বদ্ধ করিল; পরে
সে কারাগারে পেষণ কর্ম্ম করিতে লাগিল।
২২ তথাপি ক্ষৌরী হওনের পর তাহার মস্তকের
কেশ পুনর্ব্বার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ২৩ অপর
পিলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ আপনাদের দেবতা
দাগোনের নিকটে অনেক বলিদান ও আমোদ
করিতে একত্র হইল, কেননা তাহারা কহিল,
আমাদের দেবতা আমাদের শত্রু শিম্শোন্কে
আমাদের হস্তগত করিলেন। ২৪ এবং তাহাকে
দেখিয়া লোকেরা আপনাদের দেবতার প্রশংসা
করিয়া কহিল, আমাদের দেবতা আমাদের দেশ-
নাশক ও অনেকের বধকারি শত্রুকে আমাদের
হস্তে সমর্পণ করিলেন। ২৫ পরে তাহাদের অন্তঃ-
করণ হর্ষমদে মত্ত হইলে তাহারা কহিল, শিম্-
শোন্কে ডাক, সে আমাদের সাক্ষাতে কৌতুক
করুক। তাহাতে লোকেরা কারাগৃহহইতে শিম্-
শোন্কে ডাকিয়া আনিল, এবং তাহারা স্তম্ভের
মধ্যে তাহাকে দাঁড় করাইলে সে তাহাদের
সাক্ষাতে কৌতুক করিল। ২৬ পরে শিম্শোন্
আপন হস্তধারি বালককে কহিল, আমাকে
ছাড়িয়া দেও; যে দুই স্তম্ভের উপরে প্রাসাদের
ভার আছে, তাহা আমাকে স্পর্শ করিতে দেও;
আমি তাহাতে নির্ভর দিয়া দাঁড়াইব। ২৭ ঐ
সময়ে স্ত্রীলোকেতে ও পুরুষেতে সেই প্রাসাদ
পরিপূর্ণ ছিল, বিশেষতঃ পিলেষ্টীয়দের তাবৎ
অধ্যক্ষ সেখানে ছিল, এবং ছাতের উপরে
স্ত্রী ও পুরুষ তিন সহস্র লোক শিম্শোনের
কৌতুক দেখিতেছিল। ২৮ তখন শিম্শোন্ পর-
মেশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করিয়া কহিল, হে
প্রভো পরমেশ্বর, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে স্মরণ
করুন; হে ঈশ্বর, অনুগ্রহ পূর্ব্বক কেবল এই
এক বার আমাকে বলবান করিয়া পিলেষ্টীয়-
দিগকে আমার দুই চক্ষুর নিমিত্তে এক বার দণ্ড
করিতে দিউন। ২৯ অপর মধ্যস্থিত যে দুই
স্তম্ভের উপরে প্রাসাদের ভার আছে, শিম্শোন্
নত হইয়া তাহার একের উপরে দক্ষিণ বাহু
ও অন্যের উপরে বাম বাহু রাখিয়া আপনার
ভার দিল। ৩০ পরে পিলেষ্টীয়দের সহিত আ-
মার প্রাণ যাউক, ইহা কহিয়া শিম্শোন্ আপন
সমস্ত বলেতে নির্ভর দিল; তাহাতে ঐ প্রাসাদ
তন্মধ্যস্থিত অধ্যক্ষগণ প্রভৃতি সমস্ত লোকের
উপরে পড়িল; এই রূপে তাহার জীবনকালের
হত লোক অপেক্ষা তাহার মরণকালের হত
লোক অধিক হইল। ৩১ পরে তাহার ভ্রাতৃগণ
ও পিতৃবংশেরা আসিয়া তাহাকে লইয়া সারয়ের
ও ইষ্টায়োলের মধ্যস্থানে আপন পিতা মানো-
হের কবরস্থানে তাহার কবর দিল; সে বিংশতি
বৎসরাবধি ইস্রায়েল্ বংশের বিচার করিয়াছিল।

১৭ অধ্যায়।

১ মীখার রূপা চুরি করণ ও প্রতিমা নির্ম্মাণ কর-
ণের কথা, ৭ ও প্রতিমার সেবা করিতে পুরো-
হিত নিযুক্ত করণের কথা।

১ ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতে মীখা নামে এক লোক ছিল।
২ সে আপন মাতাকে কহিল, তোমাহইতে চুরী-
কৃত যে এগার শত শেকল্ রূপার বিষয়ে তুমি
শাপ দিলা ও আমার কর্ণে তাহা শুনাইলা, দেখ,
সেই রূপা আমি লইয়াছি, আমার কাছে আছে।
তাহাতে তাহার মাতা কহিল, হে পুত্র, তুমি
পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত হও। ৩ পরে সে
ঐ এগার শত শেকল্ রূপা আপন মাতাকে
ফিরাইয়া দিলে তাহার মাতা কহিল, আমি এক
ছাঁচে ঢালা ও এক খোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ
করাইবার জন্যে আপন পুত্রের মঙ্গলার্থে
পরমেশ্বরের উদ্দেশে সে রূপা উৎসর্গ করিতে
মনস্থ করিয়াছিলাম, অতএব এখন তাহা তো-
মাকে ফিরাইয়া দিলাম। ৪ তথাপি সে আপন
মাতাকে ঐ রূপা ফিরাইয়া দিল। পরে তাহার
মাতা দুই শত শেকল্ রূপা লইয়া স্বর্ণকারকে
দিল; তাহাতে সে এক ছাঁচে ঢালা ও এক
খোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ করিলে সেই প্রতিমা
মীখার গৃহে থাকিল। ৫ ঐ মীখার এক দেবা-
লয় ছিল; অপর সে এক এফোদ্ ও পুত্তলিকা
নির্ম্মাণ করিল, এবং আপনার এক পুত্রকে
যাজকত্বপদে নিযুক্ত করিলে সে তাহার পুরো-
হিত হইল। ৬ ঐ সময়ে ইস্রায়েল বংশে কোন
রাজা ছিল না, তাহারা প্রত্যেক জন আপন ২
ইচ্ছামত কর্ম্ম করিত।

৭ তৎকালে যিহূদা বংশের বৈৎলেহম্-যিহূদা
নগরহইতে এক লেবীয় যুবা উপস্থিত হইয়া সে
স্থানে প্রবাস করিল। ৮ সে যেখানে সেখানে
প্রবাস করিবার জন্যে বৈৎলেহম্-যিহূদা নগর-
হইতে নির্গত হইয়া গমন করিতে২ ইফ্রয়িম্
পর্ব্বতে মীখার বাটীতে আসিয়াছিল। ৯ তা-
হাতে মীখা তাহাকে জিজ্ঞাসিল, তুমি কো-
থাহইতে আইলা? সে উত্তর করিল, আমি বৈৎ-
লেহম্-যিহূদার এক জন লেবীয়; যেখানে সে-
খানে প্রবাস করিতে যাইতেছি। ১০ তাহাতে মীখা
তাহাকে কহিল, তুমি আমার সহিত থাকিয়া
আমার পুরোহিত ও পিতৃস্বরূপ হও, আমি
সম্বৎসরে তোমাকে দশ শেকল্ রূপা ও এক
যোড়া বস্ত্র ও তোমার খাদ্যদ্রব্য দিব। ১১ তাহা-
তে সে লেবীয় তাহার গৃহে গিয়া তাহার সহিত
থাকিতে সম্মত হইল। তদবধি সে যুবা তাহার
এক পুত্রের ন্যায় হইয়া থাকিল। ১২ পরে মীখা
সেই লেবীয়কে যাজকত্ব পদে নিযুক্ত করিল,
ও সে যুবা তাহার পুরোহিত হইয়া মীখার

বাটীতে থাকিল। ১৩ তাহাতে মীখা কহিল, পর-
মেশ্বর আমার মঙ্গল করিবেন, ইহা আমি এখন
জানিলাম, যেহেতুক এই লেবীয় লোক আমার
পুরোহিত হইল।

১৮ অধ্যায়।

১ অধিকার অনুসন্ধান করিতে দান বংশের পাঁচ জনকে প্রেরণ, ৭ ও লয়িশ্ অনুসন্ধান করণের কথা, ১১ ও ছয় শত লোক লইয়া তাহা আক্রমণ করিতে যাওন, ১৩ ও পথিমধ্যে মীখার বিগ্রহাদি চুরি করণ, ২২ ও মীখার কথা না মানিয়া লয়িশে যাইয়া তাহা হস্তগত করণ, ৩০ ও সে স্থানে বিগ্রহ স্থাপন।

১ ঐ সময়ে ইস্রায়েল বংশে কোন রাজা ছিল
না; আর তৎকালে দান্ বংশ আপনাদের
বাসার্থে অধিকার চেষ্টা করিল, কেননা সেই
দিন পর্য্যন্ত ইস্রায়েল বংশের মধ্যে তাহারা
সেই মত অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই। ২ তখন দান্
বংশ আপনাদের অঞ্চলহইতে, অর্থাৎ সরিয়-
হইতে এবং ইষ্টায়োল্‌হইতে আপন বংশের
পাঁচ জন বীরকে দেশ দর্শন ও অনুসন্ধান
করিতে এই কথা কহিয়া প্রেরণ করিল, তোমরা
যাইয়া দেশের অনুসন্ধান কর; তাহাতে তাহারা
ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া মীখার গৃহে
আসিয়া সেই স্থানে রাত্রি যাপন করিল। ৩ তা-
হারা যখন মীখার পরিবারের সহিত ছিল,
তখন ঐ লেবীয় যুবার উচ্চারণেতে তাহাকে
চিনিয়া গৃহমধ্যে যাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসিল,
এ স্থানে তোমাকে কে আনিল? এবং এ স্থানে
তুমি কি কর্ম্ম করিতেছ? এবং এই স্থানে
তোমার কি ২ আছে? ৪ তাহাতে সে তাহাদিগকে
কহিল, মীখা আমার সহিত এই ২ প্রকার ব্যব-
হার করিল, সে আমাকে বেতন দিতে স্বীকৃত
হইলে আমি তাহার পুরোহিত হইলাম। ৫ তা-
হাতে তাহারা কহিল, আমরা বিনয় করি,
আমাদের গন্তব্য পথে মঙ্গল হইবে কি না, তাহা
ঈশ্বরের কাছে জিজ্ঞাসা কর। ৬ তাহাতে সেই
পুরোহিত তাহাদিগকে কহিল, তোমরা কুশলে
যাও, তোমাদের গন্তব্য পথ পরমেশ্বরের গো-
চরে আছে।

৭ পরে তাহারা পাঁচ জন যাত্রা করিয়া লয়িশে
উপস্থিত হইলে তথাকার নিবাসি লোকেরা সীদো-
নীয় লোকদের রীত্যনুসারে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত
হইয়া নিষ্কণ্টকে বাস করিতেছে, এবং সে দেশে
তাহাদের প্রতি উপদ্রব করিতে কর্তৃত্ববিশিষ্ট কেহ
নাই, এবং সীদোন্‌হইতে তাহারা দূরস্থ, এবং
অন্য লোকের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ নাই,
ইহা তাহারা দেখিল। ৮ পরে তাহারা সরিয় ও
ইষ্টায়োলে আপন ভ্রাতৃগণের নিকটে প্রত্যাগমন
করিলে তাহাদের ভ্রাতৃগণ জিজ্ঞাসিল, সমাচার
কি? ৯ তাহাতে তাহারা কহিল, উঠ, আমরা তা-
হাদের বিরুদ্ধে উঠিয়া যাই; দেখ, সে দেশ
অতি উত্তম, আমরা দেখিলাম; তোমরা কেন
নিষ্কর্ম্মে আছ? সেই দেশে যাইতে ও তাহা
অধিকার করিবার জন্যে প্রবেশ করিতে আলস্য
করিও না। ১০ গেলে তোমরা নিশ্চিন্তে বাসকারি
লোকদিগকে ও বিস্তারিত দেশকে পাইবা; ঈশ্বর
তোমাদের হস্তে সেই দেশ সমর্পণ করিবেন;
এবং তথায় পৃথিবীস্থ কোন বস্তুর অভাব নাই।

১১ তাহাতে দান্ বংশীয় ছয় শত লোক যুদ্ধা-
স্ত্রে সুসজ্জ হইয়া সরিয় ও ইষ্টায়োল্‌হইতে
যাত্রা করিল। ১২ এবং যিহূদার কিরিয়ৎ-যিয়ারীমে
আসিয়া তথায় শিবির স্থাপন করিল; এই জন্যে
অদ্য পর্য্যন্ত সেই স্থানের নাম মহনে-দান্
(দানের শিবির) কহে, তাহা কিরিয়ৎ-যিয়ারী-
মের পশ্চাৎ আছে।

১৩ অপর তাহারা তথাহইতে ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতে
যাইয়া মীখার বাটীতে উপস্থিত হইলে, ১৪ যে
পাঁচ জন লয়িশ দেশ অনুসন্ধান করিয়াছিল,
তাহারা আপন ভ্রাতৃগণকে কহিল, তোমরা
জান কি? এই বাটীতে এক এফোদ্ ও পুত্ত-
লিকা ও খোদিত প্রতিমা ও ছাঁচে ঢালা প্রতিমা
আছে, অতএব এখন তোমাদের যাহা কর্ত্তব্য
তাহা বিবেচনা কর। ১৫ তাহাতে তাহারা সেই
দিগে গিয়া মীখার বাটীতে ঐ লেবীয় যুবার গৃহে
আসিয়া তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিল। ১৬ পরে
যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জ ছয় শত দান্ বংশীয় লোক
দ্বারপ্রবেশস্থানে দাঁড়াইয়া আছে, ১৭ ইতিমধ্যে
দেশানুসন্ধানকারি সেই পাঁচ জন উঠিয়া যাইয়া
তথায় প্রবেশ করিয়া ঐ খোদিত প্রতিমা ও এ-
ফোদ্ ও পুত্তলিকা ও ছাঁচে ঢালা প্রতিমা তুলিয়া
লইল। তখন পুরোহিত যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জ ছয় শত
লোকের সহিত দ্বারপ্রবেশস্থানে দাঁড়াইয়াছিল।
১৮ পরে ইহারা মীখার বাটীতে প্রবেশ করিয়া
ঐ খোদিত প্রতিমা ও এফোদ্ ও পুত্তলিকা
ও ছাঁচে ঢালা প্রতিমা তুলিয়া আনিলে পুরো-
হিত তাহাদিগকে কহিল, তোমরা কি করি-
তেছ? ১৯ তাহাতে তাহারা উত্তর করিল, মুখে
হস্ত দিয়া নীরব হও; তুমি আমাদের সহিত
যাইয়া আমাদের পিতৃস্বরূপ ও পুরোহিত হও।
একের পরিজনের পুরোহিত হওয়া তোমার ভাল?
কি ইস্রায়েলের এক বংশের ও গোষ্ঠীর পুরো-
হিত হওয়া ভাল? ২০ তাহাতে পুরোহিতের
মন প্রফুল্ল হইল, এবং সে ঐ এফোদ ও
পুত্তলিকা ও খোদিত প্রতিমা লইয়া লোকদের
মধ্যে চলিয়া গেল। ২১ এই রূপে তাহারা
মুখ ফিরাইয়া প্রস্থান করিল, এবং বালক ও

পথ্য ও পাথেয় সামগ্রী সকল আপনাদের অগ্র-
সর করিল।
[২২] তাহারা মীখার বাটীহইতে কিঞ্চিৎ দূরে
গেলে পর মীখার বাটীর নিকটস্থ গৃহসমূহের
লোকেরা একত্র হইয়া দান বংশের পশ্চাৎ
ধাবমান হইল, [২৩] এবং দান্ বংশীয়দিগকে
ডাকিতে লাগিল। তাহাতে তাহারা মুখ ফিরা-
ইয়া মীখাকে কহিল, তোমার কি হইল? তুমি
সমূহলোক সঙ্গে লইয়া কেন আসিতেছ?
[২৪] সে উত্তর করিল, তোমরা আমার নির্ম্মিত
দেবগণকে ও পুরোহিতকে চুরি করিয়া লইয়া
যাইতেছ, এখন আমার আর কি আছে? অত-
এব 'তোমার কি হইল?' ইহা আমাকে কেন
জিজ্ঞাসা করিতেছ? [২৫] তাহাতে দান্ বংশীয়েরা
তাহাকে কহিল, আমাদের মধ্যে যেন তো-
মার রব শুনা না যায়; কি জানি, ক্রোধি
লোকেরা তোমাদিগকে আক্রমণ করিলে সপ-
রিবারে তোমার প্রাণ বিনষ্ট হইবে। [২৬] পরে
দান্ বংশীয়েরা আপন পথে গমন করিল,
এবং মীখা তাহাদিগকে আপনাহইতে অধিক
বলবান দেখিয়া আপন বাটীতে ফিরিয়া গেল।
[২৭] অপর দান্ বংশীয়েরা মীখার নির্ম্মিত
বস্তু ও তাহার পুরোহিতকে সঙ্গে লইয়া লয়িশে
সেই নিশ্চিন্ত ও নিষ্কণ্টকে বাসকারি লোকদের
নিকটে উপস্থিত হইয়া খড়্গদ্বারা তাহাদিগকে
বধ করিল, এবং নগর অগ্নিতে দগ্ধ করিল।
[২৮] তাহাদের রক্ষাকর্ত্তা কেহ ছিল না, কেননা
সে নগর সীদোন্হইতে দূর ছিল, এবং অন্য
লোকদের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ ছিল না, এবং
তাহা বৈৎরিহোবের নিকটস্থ তলভূমিতে ছিল।
পরে তাহারা ঐ নগর পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করিয়া
তাহার মধ্যে বাস করিল। [২৯] এবং আপনা-
দের পূর্ব্বপুরুষ যে ইস্রায়েলের পুত্র দান্, তা-
হার নামানুসারে সেই নগরের নাম দান্ রা-
খিল; কিন্তু পূর্ব্বে সেই নগরের নাম লয়িশ্ ছিল।
[৩০] পরে দান্ বংশ আপনাদের জন্যে সেই
খোদিত প্রতিমা স্থাপন করিল, তাহাতে তদ্দেশীয়
লোকদের দেশান্তরে নীত হওন পর্য্যন্ত মিনশির
পৌত্র গের্শোমের পুত্র যোনাথন্ এবং তাহার
বংশ দান্ বংশের পুরোহিত হইল। [৩১] যাবৎ
শীলোতে ঈশ্বরের আবাস থাকিল, তাবৎ তা-
হারা আপনাদের জন্যে মীখার নির্ম্মিত খো-
দিত প্রতিমা স্থাপন করিয়া রাখিল।

১৯ অধ্যায়।

১ উপপত্নী গ্রহণ করিতে এক লেবীয়ের বৈৎলেহম নগরে যাওনের কথা, ১৬ ও তাহাদের আগমনের সময়ে গিবিয়া নগরে এক বৃদ্ধ লোকের গৃহে অতিথি হওন, ২২ ও গিবিয়ার লোকদের তাহার উপপত্নীর মৃত্যু পর্য্যন্ত বলাৎকার করণ, ২৯ ও উপপত্নীর শবকে দ্বাদশ অংশ করিয়া ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের প্রতি প্রেরণ করণ।

[১] ঐ সময়ে ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে রাজা ছিল
না। আর তৎকালে ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতের পার্শ্বে
এক জন লেবীয় প্রবাস করিত; সে বৈৎলেহম্-
যিহূদাহইতে এক উপপত্নী গ্রহণ করিয়াছিল।
[২] সেই উপপত্নী তাহার বিরুদ্ধে বেশ্যাচার
করিল, এবং তাহাকে ত্যাগ করিয়া বৈৎলেহম্-
যিহূদাতে আপন পিতার বাটীতে যাইয়া চারি
মাস সে স্থানে থাকিল। [৩] পরে তাহার উপ-
পতি তাহার সহিত প্রীতিপূর্ব্বক আলাপ করিতে
ও পুনর্ব্বার তাহাকে আনিতে আপনি উঠিয়া
আপন দাসকে ও দুই গর্দ্দভকে সঙ্গে লইয়া
তাহার নিকটে গেল; তাহাতে তাহার উপপত্নী
তাহাকে আপন পিতার বাটীতে আনিলে সেই
যুবতীর পিতা ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহার সহিত
সাক্ষাৎ করিতে আনন্দিত হইল। [৪] তখন তাহার
শ্বশুর অর্থাৎ ঐ যুবতির পিতা তাহাকে রাখিলে
সে তাহার সহিত তিন দিন বাস করিল; তাহারা
সেই স্থানে ভোজন পান ও রাত্রি যাপন করিত।
[৫] অপর চতুর্থ দিবসে তাহারা প্রস্থান করিতে
অতি প্রত্যূষে উঠিলে স্ত্রীর পিতা জামাতাকে
কহিল, তুমি কিছু অন্ন ভোজন করিয়া অন্তঃকরণ
সুস্থির কর, পরে আপন পথে যাইও। [৬] তা-
হাতে তাহারা দুই জন একত্র বসিয়া ভোজন
পান করিল; পরে ঐ স্ত্রীর পিতা তাহাকে
কহিল, তুমি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই রাত্রি বিলম্ব
করিয়া আপন মন তুষ্ট কর। [৭] আর সে
তখনও যাইবার জন্যে উঠিলে তাহার শ্বশুর তা-
হাকে সাধ্যসাধনা করিল; তাহাতে সে সেই
রাত্রিও যাপন করিল। [৮] অপর পঞ্চম দিনে সে
যাইবার জন্যে প্রত্যূষে উঠিলে স্ত্রীর পিতা
তাহাকে কহিল, নিবেদন করি, আপন অন্তঃকরণ
সুস্থির কর; তাহাতে তাহারা তৃতীয় প্রহর
পর্য্যন্ত বিলম্ব করিয়া দুই জন ভোজন পান
করিল। [৯] পরে সে পুরুষ ও তাহার উপপত্নী
ও দাস গমনার্থে উঠিলে তাহার শ্বশুর ঐ স্ত্রীর
পিতা তাহাকে কহিল, দেখ, এখন দিবা অবসান
হইল, আমি বিনয় করি, সমস্ত রাত্রি এই স্থানে
থাক; দেখ, দিবা শেষ হইল; অতএব এই
স্থানে থাকিয়া আপন অন্তঃকরণ হৃষ্ট করিয়া
কল্য গৃহে যাইতে প্রত্যূষে উঠিয়া আপন পথে
যাইও। [১০] কিন্তু সে লোক সেই রাত্রি বিলম্ব
করিতে অসম্মত হইয়া উঠিয়া যাত্রা করিয়া যিবূ-
ষের অর্থাৎ যিরূশালমের সম্মুখে আসিয়া উপ-
স্থিত হইল; তাহার সঙ্গে সজ্জান্বিত দুই গর্দ্দভ
ও তাহার উপপত্নী ছিল। [১১] যিবূষের সম্মুখে

উপস্থিত হইলে দিবা অবসান হইল; তাহাতে তাহার দাস আপন কর্ত্তাকে কহিল, নিবেদন করি, আইস, আমরা যিবূষীয়দের এই নগরে প্রবেশ করিয়া রাত্রি যাপন করি। ১২ তাহাতে তাহার কর্ত্তা কহিল, ইস্রায়েল বংশ ব্যতিরিক্ত এই ভিন্নজাতীয়দের নগরে আমরা প্রবেশ করিব না; আমরা অগ্রসর হইয়া গিবিয়াতে যাইব। ১৩ পরে সে আপন দাসকে কহিল; আইস আমরা রাত্রি যাপন করিতে গিবিয়াতে কিম্বা রামতে, এই দুই স্থানের এক স্থানে যাই। ১৪ পরে তাহারা অগ্রসর হইয়া চলিল; পরে বিন্যামীন্ বংশের অধিকারস্থ গিবিয়ার নিকটে উপস্থিত হইলে সূর্য্য অস্তগত হইল। ১৫ তখন তাহারা সে দিগে ফিরিয়া গিবিয়াতে রাত্রি যাপন করিতে প্রবেশ করিয়া ঐ নগরের চকে বসিল; কারণ আপন বাটীতে রাত্রি যাপনের স্থান দিতে কেহ তাহাদিগকে গ্রহণ করিল না।

১৬ পরে সন্ধ্যা হইলে এক জন বৃদ্ধ ক্ষেত্রের কর্ম্মহইতে আসিতেছিল; সে ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতীয় লোক, কিন্তু গিবিয়াতে প্রবাস করিতেছিল; আর ঐ নগরীয় লোকেরা বিন্যামীন্ বংশীয় লোক ছিল। ১৭ পরে সে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া নগরের চকে ঐ পথিককে দেখিল; তাহাতে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসিল, তুমি কোথাহইতে আইলা? এবং কোথায় যাইবা? ১৮ সে কহিল, আমরা বৈৎলেহম্-যিহূদাহইতে ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতপার্শ্বে যাইতেছি; আমি সেই স্থানের লোক; বৈৎলেহম্-যিহূদাতে গিয়াছিলাম, এখন পরমেশ্বরের আবাসে যাইতেছি, কিন্তু কেহ আমাকে বাটীতে স্থান দেয় না। ১৯ আমাদের সঙ্গে তৃণ প্রভৃতি গর্দ্দভদের খাদ্য আছে, এবং আমার ও আমার দাসী ও দাসের জন্যে আপনকার এই দাসের নিকটে রুটী ও দ্রাক্ষারস আছে, কোন দ্রব্যের অভাব নাই। ২০ তাহাতে সে বৃদ্ধ কহিল, তোমার মঙ্গল হউক, পথে বাস করিও না; তোমার যাহা২ প্রয়োজন, তাহা আমি দিব। ২১ পরে সে বৃদ্ধ তাহাকে আপন বাটীতে আনিয়া তাহাদের গর্দ্দভগণকে তৃণ দিল, এবং তাহারা পাদ প্রক্ষালন করিয়া ভোজন পান করিল।

২২ পরে তাহারা মনের সহিত আমোদ করিতেছিল, এমত সময়ে ঐ নগরীয় কতক লম্পট লোক তাহার বাটীর চতুর্দ্দিগে ঘেরিয়া দ্বারে আঘাত করিয়া বাটীর কর্ত্তা বৃদ্ধকে কহিল, তোমার বাটীতে যে পুরুষ আসিয়াছে, তাহাকে বাহির করিয়া আন; আমরা তাহাতে উপগত হইব। ২৩ তাহাতে বাটীর কর্ত্তা বাহির হইয়া তাহাদের নিকটে যাইয়া কহিল, হে আমার ভ্রাতৃগণ, না, না; আমি বিনয় করি, এমত দুষ্টাচরণ করিও না; ঐ পুরুষ আমার বাটীতে অতিথি হইল, অতএব তাহার প্রতি এমত লজ্জার কর্ম্ম করিও না। ২৪ দেখ, আমার অনূঢ়া কন্যাকে এবং তাহার উপপত্নীকে বাহির করিয়া আনি; তোমরা তাহাদিগেতে উপগত হও, ও তাহাদের প্রতি তোমাদের যেমত বাঞ্ছা হয়, তাহাই কর; কিন্তু সেই পুরুষের প্রতি এমত কুকর্ম্ম করিও না। ২৫ তথাপি তাহারা তাহার কথা না শুনিলে ঐ পুরুষ আপন উপপত্নীকে লইয়া তাহাদের নিকটে বাহির করিয়া আনিল; তাহাতে তাহারা তাহাতে উপগত হইল, এবং প্রভাত পর্য্যন্ত সমস্ত রাত্রি তাহার প্রতি অত্যাচার করিল; পরে প্রভাতে তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেল। ২৬ অতএব রাত্রি পোহাইলে ঐ স্ত্রী পতির আতিথ্যকারি বৃদ্ধের বাটীর দ্বার নিকটে আসিয়া সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত পড়িয়া রহিল। ২৭ পরে প্রাতঃকাল হইলে তাহার পতি যখন পথে যাইতে উঠিয়া গৃহের দ্বার খুলিয়া বাহির হইল, তখন দেখিল, গৃহের দ্বারনিকটে তাহার উপপত্নী গোবরাটের উপরে হস্ত রাখিয়া পতিতা আছে। ২৮ তাহাতে সে তাহাকে কহিল, উঠ, আমরা যাই; কিন্তু সে স্ত্রী উত্তর দিল না। পরে ঐ পুরুষ গর্দ্দভের উপরে তাহাকে তুলিয়া যাত্রা করিয়া আপন স্থানে প্রস্থান করিল।

২৯ অনন্তর সে আপন বাটীতে আসিয়া অস্ত্র লইয়া ঐ উপপত্নীকে ধরিয়া অস্থিশুদ্ধ দ্বাদশ খণ্ড করিয়া ইস্রায়েলের তাবৎ অঞ্চলে পাঠাইয়া দিল। ৩০ তাহাতে তাহা দেখিয়া সকলে কহিল, ইস্রায়েল বংশের মিসরদেশহইতে বহির্গমনের দিন অবধি অদ্য পর্য্যন্ত এমত ক্রিয়া কখনো হয় নাই, এবং দেখা যায় নাই; এ বিষয়ে মনোযোগ পূর্ব্বক পরামর্শ করিয়া কি কর্ত্তব্য, তাহা কহ।

২০ অধ্যায়।

১ সভার কথা, ৮ ও সভার নিরূপন, ১২ ও ইস্রায়েল বংশের সহিত বিন্যামীন্ বংশের যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হওন, ১৭ ও প্রথম যুদ্ধে ইস্রায়েল বংশের বাইশ সহস্র লোকের হত হওন, ২২ ও দ্বিতীয় যুদ্ধে তাহাদের আঠার সহস্র লোকের হত হওন, ২৬ ও তৃতীয় যুদ্ধে বিন্যামীন্ বংশের সর্ব্বতোভাবে পরাস্ত হওন।

১ পরে ইস্রায়েলের তাবৎ বংশ অর্থাৎ গিলিয়দ্ দেশস্থ লোকসুদ্ধ দান্ অবধি বেরশেবা পর্য্যন্ত তাবৎ মণ্ডলী এক মানুষের ন্যায় মিস্পীতে আসিয়া পরমেশ্বরের সাক্ষাতে একত্র হইল। ২ তাহাতে তাবৎ লোকের অর্থাৎ ইস্রায়েলের তাবৎ বংশের অধ্যক্ষগণ ও চারি লক্ষ খড়্গধারি পদাতিক ঈশ্বরের প্রজাদের সভাতে উপস্থিত

হইল। ৩ অনন্তর ইস্রায়েল বংশেরা মিস্পীতে
উঠিয়া গেল, এই কথা বিন্যামীন্ বংশ শুনিল।
পরে ইস্রায়েল্ বংশীয়েরা জিজ্ঞাসিল, এই দুষ্টতা
কি প্রকারে হইল? তাহা কহ। ৪ তাহাতে সেই
হত স্ত্রীর উপপতি লেবীয় পুরুষ কহিল, আমি
ও আমার উপপত্নী রাত্রি যাপন করিতে বিন্যা-
মীন্ বংশের অধিকারস্থ গিবিয়াতে গিয়াছি-
লাম। ৫ তাহাতে গিবিয়ার গৃহস্থেরা আমার প্রতি-
কূলে উঠিয়া রাত্রিকালে গৃহের চতুর্দ্দিগে বেষ্টন
করিল; তাহারা আমাকে বধ করিতে কল্পনা
করিল, এবং আমার উপপত্নীকে এমত বলাৎ-
কার করিল যে সে মরিল। ৬ পরে আমি
উপপত্নীকে লইয়া খণ্ড ২ করিয়া ইস্রায়েল্ বং-
শের অধিকারস্থ তাবৎ প্রদেশে পাঠাইলাম,
কেননা তাহারা ইস্রায়েলে অতিশয় লজ্জাকর
কুকর্ম্ম করিল। ৭ দেখ, তোমরা সকলেই ইস্রা-
য়েলের বংশ; অতএব এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়া
কর্ত্তব্যতা স্থির কর।

৮ তাহাতে সকল লোক এক জনের ন্যায়
উঠিয়া কহিল, আমরা কেহ আপন ২ বাস-
স্থানে যাইব না ও আপন ২ বাটীতে ফিরিয়া
যাইব না; ৯ কিন্তু এখন গিবিয়ার প্রতিকূলে
গুলিবাঁটদ্বারা এই কর্ম্ম করিব। ১০ আমরা
লোকদের জন্যে খাদ্য দ্রব্য আনিতে ইস্রায়ে-
লীয় তাবৎ বংশদের এক শত লোকের মধ্য-
হইতে দশ, ও সহস্রের মধ্যহইতে এক শত,
ও দশ সহস্রের মধ্যহইতে এক সহস্র লো-
ককে গ্রহণ করিব; তাহারা আইলে আমরা
ইস্রায়েলে কৃত বিন্যামীন্ বংশীয় গিবিয়ার
লোকদের তাবৎ কুকর্ম্মানুসারে তাহাদিগকে
প্রতিফল দিব। ১১ এই রূপে তাবৎ ইস্রায়েল্
বংশ এক মানুষের ন্যায় ঐক্য হইয়া ঐ নগ-
রের প্রতিকূলে একত্র হইল।

১২ পরে ইস্রায়েল্ বংশ বিন্যামীন্ বংশের
সর্ব্বত্র লোক প্রেরণ করিয়া এই কথা কহিল,
তোমাদের মধ্যে এ কি দুষ্কর্ম্ম হইয়াছে? ১৩ তো-
মরা গিবিয়ানিবাসি ঐ লম্পট লোকদিগকে সম-
র্পণ কর, আমরা তাহাদিগকে বধ করিয়া ইস্রা-
য়েল্হইতে কলঙ্ক দূর করি; কিন্তু বিন্যামীন্
বংশ আপন ভ্রাতা ইস্রায়েল্ বংশের কথায়
মনোযোগ করিল না। ১৪ বরং ইস্রায়েল্ বং-
শের সহিত যুদ্ধার্থে বিন্যামীন্ বংশ তাবৎ নগ-
রহইতে বাহির হইয়া গিবিয়াতে একত্র হইল।
১৫ ঐ সময়ে গিবিয়ানিবাসি গণিত সাত শত
মনোনীত লোক ভিন্ন বিন্যামীন্ বংশের সকল
নগরহইতে ছাব্বিশ সহস্র অস্ত্রধারি লোক গণিত
হইল। ১৬ ঐ সাত শত মনোনীত লোক বাম
হস্ত ব্যবসায়ী ছিল; তাহাদের প্রত্যেক জন
ফিঙ্গাদ্বারা প্রস্তর চালন করিয়া একটি কেশও
মারিতে পারিত, লক্ষ্যচ্যুত হইত না।

১৭ বিন্যামীন ভিন্ন ইস্রায়েল্ বংশের খড়্গ-
ধারি চারি লক্ষ লোক গণিত হইল; ইহারা
সকলেই যোদ্ধা লোক ছিল। ১৮ পরে ইস্রা-
য়েল্ বংশ উঠিয়া বৈথেলে গিয়া ঈশ্বরের কাছে
পরামর্শ প্রার্থনা করিয়া কহিল, বিন্যামীন্ বং-
শের সহিত যুদ্ধ করিতে আমাদের মধ্যে প্রথমে
কে যাইবে? তাহাতে পরমেশ্বর কহিলেন, প্র-
থমে যিহূদা বংশ যাইবে। ১৯ পরে ইস্রায়েল্
বংশ প্রাতঃকালে উঠিয়া গিবিয়ার সম্মুখে শিবির
স্থাপন করিল। ২০ পরে ইস্রায়েল্ লোকেরা
বিন্যামীন্ বংশের সহিত যুদ্ধ করিতে বাহির
হইয়া গেল; তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে ইস্রা-
য়েল্ বংশ গিবিয়াতে সৈন্য রচনা করিলে
২১ বিন্যামীন্ বংশ গিবিয়াহইতে বাহির হইয়া
ঐ দিবসে ইস্রায়েল্ বংশের বাইশ সহস্র লো-
ককে সংহার করিয়া ভূমিপাত করিল।

২২ পরে ইস্রায়েল্ বংশীয় লোকেরা আপ-
নাদিগকে আশ্বাস দিয়া প্রথম দিবসে যে স্থানে
সৈন্য রচনা করিয়াছিল, পুনর্ব্বার সেই স্থানে
সৈন্য রচনা করিল। ২৩ এবং ইস্রায়েল্ বংশ
উঠিয়া যাইয়া সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের
সাক্ষাতে ক্রন্দন করিল, এবং পরমেশ্বরের কাছে
পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া এই কথা কহিল, আ-
মরা আপন ভ্রাতা বিন্যামীন্ বংশের সহিত
যুদ্ধ করিতে কি পুনর্ব্বার যাইব? তাহাতে পর-
মেশ্বর কহিলেন, তাহার প্রতিকূলে যাও।
২৪ পরে ইস্রায়েল্ বংশ দ্বিতীয় দিবসে বিন্যা-
মীন্ বংশের প্রতিকূলে উপস্থিত হইলে ২৫ বি-
ন্যামীন বংশ সেই দ্বিতীয় দিবসে তাহাদের
প্রতিকূলে গিবিয়াহইতে নির্গত হইয়া পুনর্ব্বার
ইস্রায়েল্ বংশের খড়্গধারি আঠার সহস্র লো-
ককে সংহার করিয়া ভূমিপাত করিল।

২৬ পরে ইস্রায়েলের তাবৎ বংশ ও সমস্ত
লোক যাইয়া বৈথেলে উপস্থিত হইয়া ক্রন্দন
করিল, এবং সেই স্থানে পরমেশ্বরের সম্মুখে
বসিয়া থাকিল, এবং সে দিবসে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত
উপবাস করিয়া পরমেশ্বরের সাক্ষাতে হোম
ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিল। ২৭ সে সময়ে
ঐ স্থানে ঈশ্বরের নিয়মসিন্দূক ছিল, এবং
হারোণের পৌত্র ইলিয়াসরের পুত্র পীনিহস্
তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল; ২৮ অতএব
ইস্রায়েল্ বংশ পরমেশ্বরকে এই কথা জি-
জ্ঞাসা করিল, আমরা আপন ভ্রাতা বিন্যা-
মীন্ বংশের সহিত যুদ্ধ করিতে এখনো কি
পুনর্ব্বার যাইব? কি ক্ষান্ত হইব? তাহাতে
পরমেশ্বর কহিলেন, যাও, আমি কল্য তোমা-

দের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিব। [২৯] পরে ইস্রায়েল্ বংশ গিবিয়ার চতুর্দ্দিগে ঘাঁটি বসাইল। [৩০] অনন্তর তৃতীয় দিবসে ইস্রায়েল্ বংশ বিন্যামীন্ বংশের প্রতিকূলে উঠিয়া গিয়া পূর্ব্বরীতি ক্রমে গিবিয়ার বিরুদ্ধে সৈন্য রচনা করিলে [৩১] বিন্যামীন্ বংশ লোকদের বিরুদ্ধে বাহির হইয়া নগরহইতে দূরে আসিয়া পূর্ব্বমত লোকদিগকে আঘাত ও বধ করিতে লাগিল, বিশেষতঃ বৈথেলে গমনকারি ও প্রান্তর দিয়া গিবিয়াতে গমনকারি দুই রাজপথে তাহারা ইস্রায়েল্ বংশের ন্যূনাধিক ত্রিশ জনকে বধ করিল। [৩২] তাহাতে বিন্যামীন্ বংশ কহিল, ইহারা আমাদের সম্মুখে পূর্ব্বমত পরাজিত হইতেছে। কিন্তু ইস্রায়েল্ বংশ কহিল, আইস, আমরা পলাইয়া ইহাদিগকে নগরহইতে রাজপথে আকর্ষণ করি। [৩৩] পরে ইস্রায়েল্ বংশের তাবৎ লোক আপন ২ স্থানহইতে উঠিয়া বাল্-তামরে সৈন্য রচনা করিল, এবং ইস্রায়েল্ বংশের লুক্কায়িত লোকেরা আপন ২ স্থানহইতে অর্থাৎ গিবিয়ার প্রান্তরহইতে নির্গত হইল। [৩৪] ইস্রায়েলের তাবৎ বংশহইতে মনোনীত সেই দশ সহস্র লোক গিবিয়া নগরের প্রতিকূলে আইল, তাহাতে ঘোরতর সংগ্রাম হইল; কিন্তু আপনাদের সম্মুখে যে বিপদ উপস্থিত, তাহা বিন্যামীন্ বংশীয়েরা জ্ঞাত ছিল না। [৩৫] তখন পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশের সম্মুখে বিন্যামীন্ বংশকে আঘাত করাতে সেই দিনে ইস্রায়েল্ বংশ বিন্যামীন্ বংশের মধ্যে পঁচিশ সহস্র এক শত খড়্গধারি লোককে বধ করিল। [৩৬] তাহাতে আমরা পরাস্ত হইলাম, বিন্যামীন্ বংশ এমত দেখিল; কেননা গিবিয়ার সমীপে লুক্কায়িত লোকদের উপরে নির্ভর করাতে ইস্রায়েল্ বংশ বিন্যামীন্ বংশের নিকটহইতে পলায়ন করিয়াছিল, [৩৭] ইতিমধ্যে লুক্কায়িত লোকেরা গিবিয়া নগরে দৌড়িয়া গিয়া তাহা আক্রমণ করিয়া খড়্গধারেতে নগরস্থ তাবৎ লোককে আঘাত করিতে লাগিল। [৩৮] লুক্কায়িত লোকেরা যেন নগরহইতে ধূমের বৃহৎ মেঘ নির্গত করিয়া চিহ্ন দেখায়, ইস্রায়েল্ বংশের সহিত তাহাদের এই পরামর্শ হইয়াছিল। [৩৯] অগ্রে ইস্রায়েল্ বংশ সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইলে বিন্যামীন্ বংশ তাহাদের প্রায় ত্রিশ জনকে আঘাত ও বধ করিয়াছিল, এবং প্রথম যুদ্ধের ন্যায় এ বারও ইহারা আমাদের সম্মুখে পরাস্ত হইতেছে, এমত বোধ করিয়াছিল। [৪০] পরে যখন নগরহইতে স্তম্ভাকার ধূমময় মেঘ উঠিতেছে, তখন বিন্যামীন্ লোকেরা আপনাদের পশ্চাৎ অবলোকন করিয়া সমস্ত নগর অগ্নিময় হইয়া আকাশে উঠিয়া যাইতেছে, ইহা দেখিল। [৪১] এবং ইস্রায়েল্ লোকেরা পুনর্ব্বার ফিরিয়া দাঁড়াইল, তাহাতে আমাদেরই প্রতি অমঙ্গল উপস্থিত, ইহা দেখিয়া বিন্যামীন্ বংশ উদ্বিগ্ন হইল। [৪২] পরে তাহারা ইস্রায়েল্ বংশের সম্মুখে প্রান্তরের পথের দিগে ফিরিল; তাহাতে সেই স্থানেও সংগ্রাম উপস্থিত হইলে ইস্রায়েল্ বংশ তাহাদের সহিত নগরহইতে আগত লোকদিগকেও তাহাদের সঙ্গে বধ করিল। [৪৩] তাহারা বিন্যামীন্ বংশের চারি দিগে ঘেরিয়া তাড়না করিয়া গিবিয়ার সম্মুখে সূর্য্যোদয় দিগে তাহাদিগকে অনায়াসে ভূমিতে দলিত করিল। [৪৪] তাহাতে বিন্যামীন্ বংশের আঠার সহস্র যোদ্ধা বীর হত হইল। [৪৫] পরে প্রান্তরের দিগে ফিরিয়া রিম্মোন্ শৈলে তাহাদের পলায়ন কালে তাহারা রাজপথে তাহাদের মধ্যে অন্য পাঁচ সহস্র লোককে বধ করিল; পরে অতি বেগে তাহাদের পশ্চাৎ ২ তাড়না করিয়া গিদিয়োম্ পর্য্যন্ত যাইয়া তাহাদের দুই সহস্র লোককে বধ করিল। [৪৬] তাহাতে সে দিবসে বিন্যামীন্ বংশের খড়্গধারি পঁচিশ সহস্র লোক হত হইল; তাহারা সকলেই বীর ছিল। [৪৭] এবং ছয় শত লোক ফিরিয়া প্রান্তরস্থিত রিম্মোন্ পর্ব্বতে পলায়ন করিয়া সেই রিম্মোন্ পর্ব্বতে চারি মাস বাস করিল। [৪৮] কিন্তু ইস্রায়েল্ বংশ পুনর্ব্বার বিন্যামীন্ বংশের প্রতি আক্রমণ করিয়া নগরস্থ মনুষ্য ও পশু প্রভৃতি যাহা ২ পাওয়া গেল, সে সকলকে খড়্গধারে আঘাত করিল; এবং নগর সকল হস্তগত করিয়া তাহাও অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিল।

২১ অধ্যায়।

১ বিন্যামীন্ বংশের বিষয়ে লোকদের বিলাপ, ৮ ও যাবেশ্-গিলিয়দের লোক বিনাশ করণে চারি শত কন্যা প্রাপ্তি, ১৬ ও শীলোতে নৃত্যকারিণী কন্যাদিগকে ধরিতে বিন্যামীন্ বংশকে পরামর্শ দেওন।

[১] ইস্রায়েল্ বংশ মিস্পীতে থাকিয়া এই দিব্য করিয়াছিল, আমরা কেহ বিন্যামীন্ বংশের সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিব না। [২] তাহাতে লোকেরা ঈশ্বরের আবাসে আসিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই স্থানে ঈশ্বরের সম্মুখে থাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিয়া [৩] কহিল; হে ইস্রায়েলের প্রভো পরমেশ্বর, ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে অদ্য এক বংশের লোপ হইল, ইস্রায়েল্ দেশে কেন এমত ঘটিল? [৪] পরদিবসে লোকেরা প্রত্যূষে উঠিয়া সেই স্থানে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিল। [৫] পরে ইস্রায়েল্ বংশেরা কহিল, মণ্ডলীর সহিত পরমেশ্বরের নিকটে

উপস্থিত হইল না, ইস্রায়েলের তাবৎ বংশের
মধ্যে এমন কে আছে? কেননা মিস্পীতে
পরমেশ্বরের নিকটে যে না আসিবে, সে অ-
বশ্য হত হইবে, এই মহাদিব্য তাহারা করি-
য়াছিল। ৬ পরে ইস্রায়েল্ বংশ আপন ভ্রাতা
বিন্যামীন্ বংশের জন্যে অনুতাপ করিয়া কহিল,
ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যহইতে অদ্য এক বংশ
উচ্ছিন্ন হইল। ৭ এই ক্ষণে তাহার অবশিষ্ট লোক-
দের বিবাহ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য? যেহেতুক আ-
মরা তাহাদের সহিত আপন২ কন্যাদের বিবাহ
দিব না, ইহা কহিয়া আমরা পরমেশ্বরের নামে
দিব্য করিয়াছি।

৮ অপর তাহারা কহিল, মিস্পীতে পরমে-
শ্বরের নিকটে উপস্থিত হইল না, ইস্রায়েল্
বংশের মধ্যে এমত কোন বংশ কি আছে?
আর দেখ, যাবেশ্-গিলিয়দ্হইতে কেহ শিবি-
রস্থ সভাতে আইসে নাই; ৯ কেননা লোক সকল
গণিত হইলে যাবেশ-গিলিয়দ্ নিবাসিদের এক
জনও সে স্থানে ছিল না। ১০ তাহাতে মণ্ডলী
বলবান্দের মধ্যহইতে দ্বাদশ সহস্র লোককে
সেই স্থানে প্রেরণ করিয়া এই আজ্ঞা করিল,
তোমরা যাইয়া যাবেশ্-গিলিয়দ নিবাসিদিগকে
ও তাহাদের আবাল বনিতাদিগকে খড়্গদ্বারা
বধ করিবা। ১১ আর এই কর্ম্ম করিবা; প্রত্যেক
পুরুষকে ও পুরুষাভিগত প্রত্যেক স্ত্রীকে বর্জিত-
রূপে বিনষ্ট করিবা। ১২ পরে পুরুষে অভি-
গতা হয় নাই, এমত চারি শত অনূঢ়া যুবতিকে
যাবেশ্-গিলিয়দের মধ্যে পাইয়া তাহারা কি-
নান্ দেশস্থ শীলোস্থিত শিবিরে তাহাদিগকে
আনিল। ১৩ পরে তাবৎ মণ্ডলী রিম্মোন্ পর্ব্ব-
তস্থ বিন্যামীন্ বংশীয় লোকদের সহিত আ-
লাপ করিতে ও সন্ধির ঘোষণা করিতে তাহা-
দের কাছে দূতগণকে প্রেরণ করিল। ১৪ সেই
সময়ে বিন্যামীন্ বংশ ফিরিয়া আইলে তা-
হারা যাবেশ্-গিলিয়দস্থ যে কন্যাদিগকে বাঁচা-
ইয়াছিল, তাহাদের সহিত তাহাদের বিবাহ
দিল; তথাপি তাহাদের অকুলান হইল। ১৫ পর-
মেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে ছিদ্র করিলেন,
এই জন্যে লোকেরা বিন্যামীন্ বংশের বিষয়ে
অনুতাপ করিল।

১৬ পরে মণ্ডলীর প্রাচীনগণ কহিল, বিন্যা-
মীন্ বংশের তাবৎ স্ত্রীলোক উচ্ছিন্ন হইয়াছে,
অতএব অবশিষ্টদের বিবাহার্থে আমাদের কি
কর্ত্তব্য? ১৭ আরো কহিল, ইস্রায়েল্ বংশ-
হইতে যেন একের লোপ না হয়, এই জন্যে
বিন্যামীন্ বংশের অবশিষ্ট লোকদের অধি-
কার রক্ষা করা কর্ত্তব্য। ১৮ কিন্তু আমাদের
কন্যাদের সহিত তাহাদের বিবাহ হইতে পারে
না; কেননা যে কেহ বিন্যামীন্ বংশকে কন্যা
দিবে, সে শাপগ্রস্ত হইবে, ইহা কহিয়া ইস্রা-
য়েল্ বংশ দিব্য করিয়াছে। ১৯ পরে তাহারা
কহিল, বৈথেলের উত্তরদিগে বৈথেল্হইতে শি-
খিমে গমনকারি রাজপথের পূর্ব্বদিগে এবং
লিবোনার দক্ষিণদিগে স্থিত শীলোতে পরমে-
শ্বরের এক বার্ষিক উৎসব হইয়া থাকে। ২০ তা-
হাতে তাহারা বিন্যামীন্ বংশকে আজ্ঞা করিল;
তোমরা যাইয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্রে লুক্কায়িত থাকিয়া
অবলোকন কর; ২১ পরে শীলোর কন্যা-
গণ দলের মধ্যে নৃত্য করিতে২ বাহির হইয়া
আসিতেছে, ইহা দেখিলে তোমরা দ্রাক্ষাক্ষেত্র-
হইতে বাহির হইয়া প্রত্যেকে শীলোর কন্যা-
দের মধ্যহইতে আপন২ ভার্য্যা ধরিয়া লইয়া
বিন্যামীন্ দেশে প্রস্থান কর। ২২ আর তাহা-
দের পিতা কিম্বা ভ্রাতৃগণ যদি বিবাদার্থে আ-
মাদের নিকটে আইসে, তবে আমরা তাহাদি-
গকে কহিব, আমাদের অনুরোধে তোমরা তা-
হাদিগকে ক্ষমা কর; কেননা যুদ্ধ সময়ে আমরা
প্রত্যেকের জন্যে ভার্য্যা পাইলাম না; তোমরা
এই সময়ে তাহাদিগকে দিলা তাহা নয়; দিলে
অপরাধী হইতা। ২৩ তাহাতে বিন্যামীন্ বংশ
তদ্রূপ করিয়া আপনাদের সংখ্যানুসারে নৃত্য-
কারিণী কন্যাদের মধ্যহইতে ভার্য্যা ধরিয়া গ্রহণ
করিল; পরে আপন২ অধিকারে ফিরিয়া যা-
ইয়া পুনর্ব্বার সমস্ত নগর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার
মধ্যে বাস করিল। ২৪ পরে ঐ সময়ে ইস্রা-
য়েল লোকেরা আপন২ বংশ ও পরিজনা-
নুসারে প্রত্যেকে তথাহইতে প্রস্থান করিয়া পৃথক্
হইয়া আপন২ অধিকারে গেল। ২৫ তৎকালে
ইস্রায়েল বংশে কোন রাজা ছিল না; প্রত্যেকে
আপন২ ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করিত।

রূতের ইতিহাস।

১ অধ্যায়।

১ দুর্ভিক্ষ প্রযুক্ত ইলীমেলকের ও তাহার স্ত্রী নয়মীর ও তাহার দুই পুত্রের মোয়াব্ দেশে যাওন ও মোয়াবীয় কন্যাদের সহিত বিবাহ, ৬ ও নয়মীর স্বদেশে গমন সময়ে দুই পুত্রবধূকে না যাইতে বিনয় করণ, ১৪ ও অর্পার তাহা স্বীকার করণ ও রূতের তাহার সঙ্গ না ছাড়ন, ১৯ এবং নয়মীর ও রূতের বৈৎলেহমে উপস্থিত হওন।

১ বিচারকর্ত্তৃদের কর্ত্তৃত্বকালে দেশে দুর্ভিক্ষ উপ-
স্থিত হইলে বৈৎলেহম্-যিহূদার এক জন ও
তাহার স্ত্রী ও দুই পুত্র মোয়াব্ দেশে প্রবাস
করিতে গেল; ২ তাহার নাম ইলীমেলক, ও
তাহার স্ত্রীর নাম নয়মী, ও তাহার দুই পুত্রের
নাম মহলোন্ ও কিলিয়োন্; ইহারা সকলে
বৈৎলেহম-যিহূদা নিবাসি ইফ্রাথীয় লোক; ইহা-
রা মোয়াব্ দেশে যাইয়া সেখানে প্রবাস করিল।
৩ পরে নয়মীর স্বামী ইলীমেলক্ মরিলে সে
ও তাহার দুই পুত্র অবশিষ্ট থাকিল। ৪ এবং
তাহারা অর্পা ও রূৎ নামে দুই মোয়াবীয়
কন্যাকে বিবাহ করিয়া ন্যূনাধিক দশ বৎসর
পর্য্যন্ত সেই স্থানে প্রবাস করিল। ৫ পরে ঐ
মহলোন্ ও কিলিয়োন্ দুই জনই মরিলে নয়মী
পতি ও দুই পুত্র বিহীনা হইল।

৬ অপর পরমেশ্বর আপন লোকদের তত্ত্বা-
নুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে খাদ্য দ্রব্য দিয়া-
ছেন, এই কথা মোয়াব্ দেশে শুনিয়া সে
আপন পুত্রবধূদিগকে সঙ্গে লইয়া মোয়াব্
দেশহইতে যাত্রা করিতে উঠিল। ৭ সে ও
তাহার দুই পুত্রবধূ বাসস্থানহইতে প্রস্থান
করিয়া যিহূদা দেশে ফিরিয়া যাইতে পথে
যাইতেছে, ৮ ইতিমধ্যে নয়মী দুই পুত্রবধূকে
কহিল, তোমরা আপন২ মাতার বাটীতে ফি-
রিয়া যাও; তোমরা মৃতদের প্রতি ও আমার
প্রতি যে রূপ দয়া করিয়াছ, পরমেশ্বর তোমা-
দের প্রতি তদ্রূপ দয়া করুন। ৯ তোমরা উভয়ে
যেন আপন২ স্বামির বাটীতে বিশ্রাম পাও,
পরমেশ্বর এই আশীর্ব্বাদ করুন; পরে সে
তাহাদিগকে চুম্বন করিল। তাহাতে তাহারা
উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া ১০ তাহাকে কহিল,
না, আমরা তোমারই সহিত তোমার লোক-
দের নিকটে যাইব। ১১ নয়মী কহিল, হে আ-
মার কন্যারা, তোমরা আমার সহিত কেন যা-
ইবা? ফিরিয়া যাও; তোমাদের স্বামী হইবার
জন্যে এখনো কি আমার গর্ব্ভে সন্তান আছে?
১২ হে আমার কন্যারা, ফিরিয়া যাও, কেননা
আমি বৃদ্ধা, পুনরায় বিবাহ করিতে পারি না;
আর আমার ভরসা আছে, ইহা বলিয়া যদি
অদ্য রাত্রিতে স্বামিগ্রহণ করিয়া সন্তান প্রসব
করি, ১৩ তবে তোমরা কি তাহাদের বয়ঃপ্রাপ্ত
হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবা? তোমরা কি
তজ্জন্যে স্বামিগ্রহণ করিতে নিবৃত্তা হইবা? হে
আমার কন্যাগণ, তাহা নয়, আমার ক্লেশ তো-
মাদের অসহ্য হয়; কেননা পরমেশ্বরের হস্ত
আমার বিরুদ্ধে বাহির হইয়াছে।

১৪ পরে তাহারা উচ্চৈঃস্বরে পুনর্ব্বার ক্রন্দন
করিল, এবং অর্পা আপন শ্বশ্রূকে চুম্বন করিয়া
বিদায় হইল, কিন্তু রূৎ তাহার সঙ্গ ছাড়িল
না। ১৫ তাহাতে সে কহিল, ঐ দেখ, তোমার
দেবরপত্নী আপন লোকদের ও আপন দেব-
গণের নিকটে ফিরিয়া গেল, তুমিও আপন দে-
বরপত্নীর পাছে২ ফিরিয়া যাও। ১৬ কিন্তু রূৎ
কহিল, তোমাকে ত্যাগ করিয়া তোমার অনু-
গমনহইতে ফিরিয়া যাইতে আমাকে বিনয় করিও
না; তুমি যথা যাইবা, আমিও তথা যাইব;
এবং তুমি যথা থাকিবা, আমিও তথা থা-
কিব; তোমার লোকই আমার লোক, এবং
তোমার ঈশ্বরই আমার ঈশ্বর। ১৭ এবং তুমি
যে স্থানে মরিবা, আমিও সেই স্থানে মরিব ও
সেই স্থানে কবরপ্রাপ্তা হইব; কেবল মৃত্যু ব্যতি-
রেকে আর কিছুহইতে যদি তোমাতে আমাতে
বিচ্ছেদ হয়, তবে পরমেশ্বর অমুক ও ততোধিক
দণ্ড দিউন। ১৮ পরে তাহার সহিত যাইতে
রূতের দৃঢ় মনস্থ আছে, ইহা দেখিয়া সে তাহা-
কে আর কিছু কহিল না।

১৯ অপর তাহারা দুই জন বৈৎলেহমে উপ-
স্থিত হওন পর্য্যন্ত গমন করিল। যখন বৈৎলে-
হমে উপনীত হইল, তখন তাহাদের বিষয়ে
তাবৎ নগরে জনরব হইলে স্ত্রীলোকেরা জিজ্ঞা-
সিল, ইনি কি নয়মী? ২০ তাহাতে সে উত্তর
করিল, আমাকে নয়মী (সুখিনী) কহিও না,
বরং মারা (দুঃখিনী) কহিয়া ডাক, কেননা
সর্ব্বশক্তিমান আমার প্রতি অনেক দুঃখ ঘটা-

ইয়াছেন। ২১ আমি পরিপূর্ণা হইয়া যাত্রা করি-
য়াছিলাম, এখন পরমেশ্বর আমাকে রিক্ত হস্তে
ফিরাইয়া আনিলেন। তোমরা কেন আমাকে
সুখিনী করিয়া বল? পরমেশ্বর আমার দুরবস্থা
করিলেন, ও সর্ব্বশক্তিমান আমাকে দুঃখিনী
করিলেন। ২২ এই রূপে নয়মী ও মোয়াবীয়া রূৎ
নামে তাহার পুত্রবধূ মোয়াব্‌ দেশহইতে ফিরিয়া
আইল; তাহারা যবশস্যচ্ছেদনের আরম্ভসময়ে
বৈৎলেহমে উপস্থিত হইল।

২ অধ্যায়।

১ বোয়সের ক্ষেত্রে রূতের শস্য সংগ্রহ করণ, ৪ ও তাহার পরিচয় লইয়া বোয়সের অনুগ্রহ করণ, ১৮ ও শ্বশ্রূর কাছে তাবৎ শস্য লইয়া যাওন।

১ ঐ নয়মীর স্বামি ইলীমেলকের বংশীয় বোয়স্‌
নামে এক ধনবান জ্ঞাতি ছিল। ২ পরে মোয়া-
বীয়া রূৎ নয়মীকে কহিল, নিবেদন করি, আমি
ক্ষেত্রে যাইয়া যাহার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাই,
তাহার পশ্চাৎ২ শস্যের শিষ সংগ্রহ করি।
তাহাতে সে কহিল, হে আমার কন্যে, যাও।
৩ পরে সে গিয়া কোন ক্ষেত্রে উপস্থিতা হইয়া
শস্যচ্ছেদকদের পশ্চাৎ২ শস্য সংগ্রহ করিতে
লাগিল, এবং ঘটনাক্রমে তাহা ইলীমেলকের
বংশীয় ঐ বোয়সের অধিকারস্থ ক্ষেত্র ছিল।
৪ পরে বোয়স্‌ বৈৎলেহম্‌হইতে আসিয়া শস্য-
চ্ছেদকদিগকে কহিল, পরমেশ্বর তোমাদের সঙ্গী
হউন। তাহারা উত্তর করিল, পরমেশ্বর তোমাকে
আশীর্ব্বাদ করুন। ৫ অপর বোয়স্‌ শস্যচ্ছেদ-
কদের উপরে নিযুক্ত আপন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসিল,
এই যুবতী কাহার লোক? ৬ তখন শস্যচ্ছেদক-
দের উপরে নিযুক্ত ভৃত্য কহিল, এ সেই মোয়া-
বীয়া যুবতী, যে নয়মীর সহিত মোয়াব্‌ দেশ-
হইতে আসিয়াছে। ৭ সে আমাকে কহিল,
আমি বিনয় করি, শস্যচ্ছেদকদের পশ্চাৎ২
আটির মধ্যে২ আমাকে কুড়াইয়া সংগ্রহ করিতে
দেও; অতএব সে আসিয়া প্রাতঃকাল অবধি
এখন পর্য্যন্ত আমাদের সহিত রহিয়াছে; অল্প
কাল বাটীতে ছিল। ৮ পরে বোয়স্‌ রূৎকে
কহিল, হে আমার কন্যে, তুমি আমার কথা
শুন না? তুমি কুড়াইতে অন্য ক্ষেত্রে যাইও না,
ও এই স্থানহইতে যাইও না, কিন্তু এখানে আমার
দাসীদের সহিত থাক। ৯ শস্যচ্ছেদকেরা যে
ক্ষেত্রের শস্য কাটিবে, তাহা দেখিয়া তুমি
তাহাদের পশ্চাৎ যাইও; তোমাকে স্পর্শ
করিতে আমি কি যুবদিগকে নিষেধ করি নাই?
আর পিপাসা হইলে তুমি পাত্রের নিকটে
যাইয়া যুবদের উত্তোলিত জল পান করিও।
১০ তাহাতে সে উবুড় হইয়া ভূমিতে পড়িয়া তা-
হাকে কহিল, আমি বিদেশিনী, আমার পরিচয়
লইতেছ; এতো অনুগ্রহ আমি কিসে পাইলাম?
১১ বোয়স্‌ কহিল, তোমার স্বামির মৃত্যুর পর
শ্বশ্রূর প্রতি তুমি যে রূপ ব্যবহার করিয়াছ,
এবং আপন পিতা মাতা ও জন্মদেশ ত্যাগ
করিয়া পূর্ব্বের অজ্ঞাত লোকদের নিকটে আসি-
য়াছ, এ সকলি আমি জ্ঞাত হইলাম। ১২ পর-
মেশ্বর তোমার কর্ম্মের ফল দিউন; তুমি ইস্রায়ে-
লের যে প্রভু পরমেশ্বরের পক্ষের নীচে আশ্রয়
লইতে আসিয়াছ, তিনি তোমাকে সম্পূর্ণ পুর-
স্কার দিউন। ১৩ তাহাতে সে কহিল, হে আমার
প্রভো, আমি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাই-
লাম; তুমি আমাকে সান্ত্বনা করিলা, আমি
তোমার দাসীতুল্যা না হইলেও আপন দাসীর
প্রতি প্রীতি পূর্ব্বক কথা কহিলা। ১৪ বোয়স্‌
কহিল, ভোজন সময়ে তুমি এই স্থানে আসিয়া
রুটী ভোজন কর এবং আপন খাদ্য অম্লরসে
ডুবাও। তখন সে শস্যচ্ছেদকদের পার্শ্বে বসিলে
তাহাকে ভাজা শস্য আনিয়া দিল; তাহাতে
সে ভোজন করিয়া তৃপ্তা হইল, এবং অবশিষ্ট
কিছু রাখিল। ১৫ পরে সে কুড়াইতে উঠিলে
বোয়স্‌ আপন যুব লোকদিগকে আজ্ঞা করিল,
উহাকে আটির মধ্যে কুড়াইতে দেও, এবং
উহাকে লজ্জা দিও না। ১৬ এবং উহার জন্যে
বদ্ধ আটিহইতে কতক টানিয়া উহার কুড়াইবার
জন্যে ত্যাগ কর, ও উহাকে ধমকাইও না।
১৭ তাহাতে সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই ক্ষেত্রে কুড়া-
ইল; পরে সঞ্চিত শস্য মাড়িলে তাহার প্রায়
এক ঐফা যব হইল।

১৮ পরে সে তাহা লইয়া নগরে গেল, এবং
আপন সঞ্চিত শস্য শ্বশ্রূকে দেখাইল, এবং
তৃপ্ত হওনের পর রক্ষিত অবশিষ্ট খাদ্য বাহির
করিয়া তাহাকে দিল। ১৯ তাহাতে তাহার শ্বশ্রূ
তাহাকে কহিল, তুমি অদ্য কোথায় কুড়াইলা?
ও কোথায় কর্ম্ম করিলা? যে ব্যক্তি তো-
মার পরিচয় লইল, সে ধন্য হউক; তখন সে
কাহার নিকটে কর্ম্ম করিয়াছিল, তাহা শ্বশ্রূকে
জানাইয়া কহিল, যাহার নিকটে অদ্য কর্ম্ম
করিলাম, তাহার নাম বোয়স্‌। ২০ তাহাতে
নয়মী আপন পুত্রবধূকে কহিল, যিনি জীবৎ
ও মৃত লোকদের প্রতি দয়া নিবৃত্ত করেন না,
সে সেই পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হউক;
নয়মী আরো কহিল, সে মনুষ্য আমাদের
নিকটসম্পর্কীয় জ্ঞাতিদের মধ্যে এক জন।
২১ মোয়াবীয়া রূৎ কহিল, সে আমাকে ইহাও
কহিল, আমার সমস্ত শস্যচ্ছেদন সমাপ্তি না
হওন পর্য্যন্ত তুমি আমার যুব লোকদের সঙ্গ
ছাড়িও না। ২২ তাহাতে নয়মী আপন পুত্রবধূ

রূৎকে কহিল, হে আমার কন্যে, তুমি তাহার দাসীদের সহিত যাও; এবং লোকেরা অন্য কোন ক্ষেত্রে তোমার সহিত সাক্ষাৎ না করে, সে ভাল। ২৩ অতএব যব ও গোমশস্যচ্ছেদন সমাপ্তি পর্য্যন্ত সে কুড়াইতে২ বোয়সের দাসী-দের সহিত থাকিল, এবং আপন শ্বশ্রূর সহিত বাস করিল।

৩ অধ্যায়।

১ নয়মীর আদেশে বোয়সের চরণে রূতের আশ্রয় লওন, ৮ ও মধ্যরাত্রিতে বোয়সের চমৎকৃত হওন ও জ্ঞাতির কর্ম্ম করিতে স্বীকার করণ, ১৪ ও ছয় পাত্র যব দিয়া শ্বশ্রূর নিকটে প্রেরণ।

১ অপর তাহার শ্বশ্রূ নয়মী তাহাকে কহিল, হে আমার কন্যে, তোমার যেন মঙ্গল হয়, এই নিমিত্তে আমি কি তোমার বিশ্রাম চেষ্টা করিব না? ২ তুমি যে বোয়সের দাসীদের সহিত ছিলা, সে কি আমাদের জ্ঞাতিদের মধ্যে নহে? দেখ, সে অদ্য রাত্রিতে শস্যমর্দ্দনস্থানে যব ঝাড়িবে। ৩ অতএব তুমি এখন স্নান কর, ও তৈল মর্দ্দন কর, ও আপন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া শস্যমর্দ্দনস্থানে গমন কর; কিন্তু সে মানুষ ভোজন পান সমাপ্ত না করিলে তাহাকে আপন পরিচয় দিও না। ৪ সে যখন শয়ন করে, তখন তুমি তাহার শয়নস্থান দেখিয়া নিশ্চয় কর; পরে সেই স্থানে যাইয়া তাহার চরণ অনাবৃত করিয়া শয়ন করিবা; তাহাতে সে তোমার কর্ত্তব্য তোমাকে কহিবে। ৫ সে উত্তর করিল, তুমি যাহা কহিতেছ, সে সমস্তই আমি করিব। ৬ পরে সে শস্যমর্দ্দন-স্থানে গিয়া আপন শ্বশ্রূর তাবৎ আদেশানুসারে করিল। ৭ অপর বোয়স ভোজন পান পূর্ব্বক অন্তঃকরণ তৃপ্ত করিয়া শস্যরাশির প্রান্তে শয়ন করিতে গেলে রূৎ ধীরে২ আসিয়া তাহার চরণ অনাবৃত করিয়া শয়ন করিল।

৮ পরে মধ্যরাত্রি সময়ে ঐ পুরুষ অস্থির হইয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া আপনার চরণ সমীপে এক স্ত্রী শয়ন করিয়াছে ইহা টের পা-ইল। ৯ তখন সে জিজ্ঞাসিল, তুমি কে? তাহাতে সে উত্তর করিল, আমি তোমার দাসী রূৎ; তুমি আমাকে আশ্রয় দেও, কেননা তুমি আমার নিকটস্থ জ্ঞাতি। ১০ তাহাতে সে কহিল, হে আমার কন্যে, তুমি পরমেশ্বরেতে ধন্যা, কেননা ধনবান কি দরিদ্র কোন যুব পুরুষের পশ্চাদ্বর্ত্তিনী না হওয়াতে তুমি প্রথমাপেক্ষা শেষে অধিক সদ্ভাব দেখাইলা। ১১ অতএব হে কন্যে, ভয় করিও না, আমি তোমার জন্যে তোমার উক্ত সমস্তই করিব; কেননা তুমি যে সাধ্বী; ইহা নগরদ্বারের তাবৎ লোক জানে। ১২ আমি জ্ঞাতি ইহা সত্য; কিন্তু আমাহইতেও তোমার নিকটসম্পর্কীয় আর এক জ্ঞাতি আছে। ১৩ অদ্য রাত্রি থাক; প্রাতঃকালে সে যদি তোমার প্রতি জ্ঞাতির কর্ত্তব্য করে, তবে ভাল, সে জ্ঞাতির কর্ত্তব্য কর্ম্ম করুক; কিন্তু সে যদি তোমার প্রতি জ্ঞাতির কর্ত্তব্য করিতে অনিচ্ছুক হয়, তবে পরমেশ্বরের নামে দিব্য করিতেছি, আমি তোমার প্রতি জ্ঞাতির কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিব; তুমি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত শয়ন কর।

১৪ তাহাতে রূৎ প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাহার চরণ সমীপে শয়ন করিয়া থাকিল, এবং এক জন অন্যকে চিনিতে পারে, এমত সময়ের পূর্ব্বে উঠিল; কারণ বোয়স কহিল, এই স্ত্রী শস্যমর্দ্দন স্থানে আসিয়াছিল, ইহা প্রকাশ না হউক। ১৫ সে আরো কহিল, তোমার গাত্রীয় বস্ত্র পাতিয়া ধর; তাহাতে সে বস্ত্র পাতিলে সে ছয় পাত্র যব মাপিয়া তাহার মস্তকে দিয়া নগরে গেল। ১৬ অপর রূৎ আপন শ্বশ্রূর নিকটে আইলে তাহার শ্বশ্রূ কহিল, হে আমার কন্যে, কি হইল? তাহাতে সে আপনার প্রতি সেই পুরুষের কৃত সমস্ত কর্ম্ম তাহাকে জ্ঞাত করিল। ১৭ এবং কহিল, শ্বশ্রূর নিকটে রিক্ত হস্তে যাইও না, ইহা বলিয়া সে আমাকে এই ছয় পাত্র যব দিল। ১৮ পরে তাহার শ্বশ্রূ তাহাকে কহিল, হে আমার কন্যে, এ বিষয়ে কি ঘটিবে, তাহা যাবৎ জানিতে না পার, তাবৎ বসিয়া থাক; কেননা সে মানুষ অদ্য এ কর্ম্মের শেষ না করিয়া বিশ্রাম করিবে না।

৪ অধ্যায়।

১ বিচারস্থানে বোয়সের গমন ও জ্ঞাতিকে ডাকন, ৬ ও জ্ঞাতি স্বীকার না করিলে তাহার ইলীমেলকের ক্ষেত্র ক্রয় করণ, ১৩ ও রূতের বিবাহ ও সন্তান প্রসব করণ, ১৮ ও পেরসের বংশাবলি।

১ পরে বোয়স্ নগরদ্বারে যাইয়া সেই স্থানে বসিয়া থাকিল; এবং যে জ্ঞাতির কথা কহিয়াছিল, সেই ব্যক্তি ঐ পথ দিয়া গমন করিলে বোয়স্ তাহাকে ডাকিল, ওহে অমুক, ফিরিয়া এই স্থানে আসিয়া বৈস; তাহাতে সে পার্শ্বে আসিয়া বসিল। ২ পরে বোয়স্ নগরের দশ জন প্রাচীনকে ডাকিয়া কহিল, তোমরাও এই স্থানে বৈস; তাহাতে তাহারা বসিল। ৩ তখন বোয়স্ ঐ জ্ঞাতিকে কহিল, আমাদের ভ্রাতা ইলীমেলকের যে ভূমি ছিল, তাহা মোয়াব্ দেশহইতে আগতা নয়মী বিক্রয় করিতেছে। ৪ অতএব আমি তোমাকে এই কথা জানাইতে মনস্থ করিলাম, তুমি নগরনিবাসিদের ও আ-

মার স্বজাতীয়দের প্রাচীনদের সাক্ষাতে তাহার সেই অধিকার ক্রয় কর; যদি তুমি মুক্ত কর, তবে কর; কিন্তু যদি না কর, তবে আমাকে বল; আমি জানিতে চাহি, কেননা তুমি মুক্তি করিলে আর কেহ করিতে পারে না, নতুবা তোমার পরে আমি করিতে পারি। তাহাতে সে কহিল, আমি মুক্ত করিব। ৫ বোয়স্ কহিল, তুমি যে দিবসে নয়মীর হস্তহইতে সেই ক্ষেত্র ক্রয় করিবা, সেই দিবসে মৃত ব্যক্তির অধিকারে তাহার বংশ রক্ষার্থে তাহার স্ত্রী মোয়াবীয়া রূৎহইতেও তাহা ক্রয় করিতে হইবে।

৬ তাহাতে ঐ জ্ঞাতি কহিল, আমি তাহা মুক্ত করিতে পারি না, করিলে আপন অধিকার নষ্ট করিব; আমার অধিকার তুমি মুক্ত কর, আমি মুক্ত করিতে পারি না। ৭ মুক্তি ও বিনিময় বিষয়ক সকল কথা স্থির করিতে পূর্ব্বকালে ইস্রায়েল্ বংশের এই রূপ ব্যবহার ছিল; লোক আপন পাদুকা খুলিয়া প্রতিবাসিকে দিত; ইহা ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে সাক্ষ্যস্বরূপ হইত। ৮ অতএব ঐ জ্ঞাতি যখন বোয়সকে কহিল, তুমি আপনি তাহা ক্রয় কর, তখন আপন পাদুকা খুলিয়া দিল। ৯ পরে বোয়স্ প্রাচীনগণকে ও লোকদিগকে কহিল, ইলীমেলকের ও কিলিয়োনের ও মহলোনের যাহা২ ছিল, তাহা আমি নয়মীহইতে ক্রয় করিলাম, অদ্য তোমরা ইহার সাক্ষী হইলা। ১০ এবং আপন ভ্রাতৃগণের মধ্যে ও আপন বসতিস্থানের দ্বারে সেই মৃত ব্যক্তির নাম যেন লুপ্ত না হয়, এই জন্যে সেই মৃত ব্যক্তির অধিকারে নাম রক্ষার্থে আমি মহলোনের ভার্য্যা মোয়াবীয়া রূৎকে আপনার ভার্য্যারূপে ক্রয় করিলাম; অদ্য তোমরা ইহারও সাক্ষী হইলা। ১১ তাহাতে নগরদ্বারবর্ত্তি সমস্ত লোক ও প্রাচীনগণ কহিল, আমরা সাক্ষী হইলাম। যে স্ত্রী তোমার পরিবারের মধ্যে গ্রাহ্য হইল, পরমেশ্বর তাহাকে ইস্রায়েলের বংশ বৃদ্ধিকারিণী রাহেলের ও লেয়ার তুল্যা করুন, এবং ইফ্রাথাতে তোমার মঙ্গল ও বৈৎলেহমে তোমার সুখ্যাতি হউক। ১২ পরমেশ্বর সেই যুবতির গর্ব্ভহইতে যে সন্তান তোমাকে দিবেন, তাহাদ্বারা তামরের গর্ব্ভে যিহূদার ঔরসজাত পেরসের বংশের ন্যায় তোমার বংশ হউক।

১৩ পরে বোয়স্ রূৎকে বিবাহ করিলে সে তাহার ভার্য্যা হইল, এবং বোয়স্ তাহাতে উপগত হইলে সে পরমেশ্বরহইতে গর্ব্ভধারণশক্তি পাইয়া পুত্র প্রসব করিল। ১৪ পরে স্ত্রীগণ নয়মীকে কহিল, ধন্য পরমেশ্বর, তিনি অদ্য তোমাকে জ্ঞাতিবিহীনা করেন নাই; ইস্রায়েল বংশে তাঁহার নাম প্রশংসনীয়। ১৫ এই বালক তোমার প্রাণদাতা ও বৃদ্ধাবস্থাতে তোমার প্রতিপালক; কেননা সাত পুত্রহইতেও উত্তমা তোমার যে পুত্রবধূ তোমাকে প্রেম করে, সে এই বালককে প্রসব করিল। ১৬ তখন নয়মী সেই বালককে লইয়া আপন বক্ষঃস্থলে রাখিল, ও তাহার ধাত্রীস্বরূপ হইল। ১৭ পরে নয়মীর এক পুত্র জন্মিল, এই কথা কহিয়া তাহার প্রতিবাসিনীগণ তাহার নাম ওবেদ (সেবক) রাখিল; সে দায়ূদের পিতামহ অর্থাৎ যিশয়ের পিতা।

১৮ পেরসের বংশাবলি। পেরসের পুত্র হিষ্রোণ; ১৯ ও হিষ্রোণের পুত্র অরাম; ও অরামের পুত্র অম্মীনাদব্; ২০ ও অম্মীনাদবের পুত্র নহশোন্; ও নহশোনের পুত্র সল্মোন্; ২১ ও সল্মোনের পুত্র বোয়স্; ও বোয়সের পুত্র ওবেদ্; ২২ ও ওবেদের পুত্র যিশয়; ও যিশয়ের পুত্র দায়ূদ্।

শিমূয়েলের প্রথম পুস্তক।

---

১ অধ্যায়।

১ দুই স্ত্রীর সহিত শীলোতে ভজনা করিতে ইল্কানার বৎসর২ গমন, ৪ ও হন্না ও পিনিন্নার বিরোধকথা, ৯ ও পুত্রার্থে ঈশ্বরের কাছে হন্নার প্রার্থনা, ১২ ও হন্নার প্রতি এলির কথা, ১৯ ও হন্নার পুত্র প্রসব প্রযুক্ত গৃহে থাকন, ২৪ ও মানতানুসারে পরমেশ্বরকে পুত্র দান করণ।

১ ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতস্থিত রামাথয়িম্-সোফীম্ নিবাসি ইল্কানা নামে এক ইফ্রাথীয় লোক ছিল; সে সূফেরবৃ দ্ধ প্রপৌত্র তোহের প্রপৌত্র ইলীহূর পৌত্র যিরোহমের পুত্র ছিল। ২ তাহার দুই স্ত্রী ছিল; একের নাম হন্না ও অন্যের নাম পিনিন্না; পিনিন্নার সন্তান হইল, কিন্তু হন্নার সন্তান সন্ততি হইল না। ৩ ঐ ইল্কানা সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের ভজনা ও বলিদান করণার্থে প্রতিবৎসর আপন নগরহইতে শীলোতে যাইত; সেই স্থানে এলির দুই পুত্র হফ্নি ও পীনিহস্ পরমেশ্বরের যাজক ছিল।

৪ আর ইল্‌কানা যজ্ঞ করণ দিনে আপন
ভার্য্যা পিনিন্নাকে ও তাহার সমস্ত পুত্র ও
কন্যাদিগকে অংশ দিত বটে; ৫ কিন্তু হন্নাকে
দ্বিগুণ অংশ দিত; কেননা পরমেশ্বর হন্নার
গর্ব্ভ রুদ্ধ করিলেও সে তাহাকে প্রেম করিত।
৬ কিন্তু পরমেশ্বর তাহার গর্ব্ভ রুদ্ধ করাতে তাহার
সপত্নী তাহাকে দুঃখ দিতে যত্নপূর্ব্বক বিদ্রূপ
করিত। ৭ বৎসরে ২ পরমেশ্বরের মন্দিরে গেলে
তাহার স্বামী ঐ রূপ কর্ম্ম করিত, এবং পিনি-
ন্নাও ঐ প্রকারে তাহাকে বিদ্রূপ করিত; অতএব
সে ভোজন না করিয়া ক্রন্দন করিত। ৮ তাহাতে
তাহার স্বামী ইল্‌কানা তাহাকে কহিত, হে
হন্না, কেন ক্রন্দন করিতেছ? এবং কেন ভোজন
কর না? তোমার মন শোকাকুল কেন? তোমার
কাছে দশ পুত্রহইতেও কি আমি উত্তম নহি?

৯ এক সময়ে শীলোতে ভোজন পান করণা-
নন্তর হন্না উঠিয়া দাঁড়াইল; তৎকালে এলি যাজক
পরমেশ্বরের মন্দিরের দ্বারের নিকটে আস-
নোপরি বসিয়াছিল। ১০ তখন হন্না তিক্তমনা
হইয়া পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করিয়া অনেক
রোদন করিতে লাগিল। ১১ এবং মানত করিয়া
কহিল, হে সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর, যদি তুমি
আপন দাসীর দুঃখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া আ-
মাকে স্মরণ কর, ও বিস্মৃত না হইয়া আপন
দাসীকে অপত্য দেও, তবে আমি তাহার যাব-
জ্জীবন তাহাকে পরমেশ্বরের উদ্দেশে নিবেদন
করিব; তাহার মস্তকে ক্ষুর উঠিবে না।

১২ হন্না পরমেশ্বরের সাক্ষাতে দীর্ঘকাল প্রা-
র্থনা করিলে এলি যাজক তাহার মুখের প্রতি
চাহিয়া রহিল। ১৩ কেননা হন্না মনে ২ প্রার্থনা
করাতে তাহার ওষ্ঠাধর লড়িল বটে, কিন্তু তাহার
শব্দ শুনা গেল না; এই জন্যে এলি তাহাকে
মত্তা জ্ঞান করিল। ১৪ অতএব এলি তাহাকে
কহিল, তুমি কত ক্ষণ মত্তা হইয়া থাকিবা?
তোমার দ্রাক্ষারস তোমাহইতে দূর কর। ১৫ তা-
হাতে হন্না উত্তর করিল, হে আমার প্রভো,
তাহা নয়, আমি দুঃখিনী স্ত্রী, দ্রাক্ষারস কিম্বা
সুরা পান করি নাই, কিন্তু পরমেশ্বরের সাক্ষাতে
আমি মনের কথা ভাঙ্গিয়া কহিলাম। ১৬ তুমি
আপন দাসীকে দুষ্টা স্ত্রী জ্ঞান করিও না; আ-
মার চিন্তার ও মনোদুঃখের বাহুল্য প্রযুক্ত আমি
সেই অবধি কথা কহিলাম। ১৭ তাহাতে এলি
উত্তর করিল, তুমি কুশলে যাও; ইস্রায়েলের
ঈশ্বরের কাছে যাহা প্রার্থনা করিলা, তাহা
তিনি তোমাকে দিবেন। ১৮ পরে সে কহিল,
তুমি আপন দৃষ্টিতে আপন দাসীকে অনুগ্রহ
পাইতে দেও। পরে সে স্ত্রী আপন পথে যাইয়া
ভোজন করিল; তাহার মুখ আর বিষণ্ণ হইল না।

১৯ পরে তাহারা প্রত্যূষে উঠিয়া পরমেশ্বরের
সাক্ষাতে ভজনা করিলে পর ফিরিয়া রামতে
আপন বাটীতে আইল। অনন্তর ইল্‌কানা আ-
পন ভার্য্যা হন্নাতে উপগত হইলে পরমেশ্বর
তাহাকে স্মরণ করিলেন। ২০ তাহাতে হন্না গর্ব্ভ-
ধারণ করিয়া পূর্ণ সময়ে পুত্র প্রসব করিল;
আর সে পরমেশ্বরের কাছে তাহাকে যাচ্ঞা
করিয়াছিল, এই জন্যে তাহার নাম শিমূয়েল্
(ঈশ্বরযাচিত) রাখিল। ২১ পরে যখন ইল্-
কানা সপরিবারে পরমেশ্বরের উদ্দেশে বার্ষিক
বলিদান ও মানত নিবেদন করিতে গেল, ২২ তখন
হন্না গেল না, কারণ সে আপন স্বামিকে
কহিল, বালকের স্তনপান ত্যাগ হইলেই আমি
তাহাকে লইয়া যাইব, তাহাতে সে পরমেশ্বরের
সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া সে স্থানে সর্ব্বদা থা-
কিবে। ২৩ তাহাতে তাহার স্বামী ইল্‌কানা
তাহাকে কহিল, তোমার যাহা ভাল বোধ হয়,
তাহা কর; তাহার স্তনপান ত্যাগ পর্য্যন্ত বিলম্ব
কর; পরমেশ্বর কেবল আপন বাক্য স্থির
করুন। তাহাতে সে স্ত্রী গৃহে থাকিয়া যাবৎ
বালক স্তনপান ত্যাগ না করিল, তাবৎ তাহাকে
স্তনপান করাইল।

২৪ পরে তাহার স্তনপান ত্যাগ হইলে সে তিন
বৃষ ও এক ঐফা সুজি ও এক কুপা দ্রাক্ষারসের
সহিত তাহাকে শীলোতে পরমেশ্বরের আবাসে
লইয়া গেল; তখন বালক অল্পবয়স্ক ছিল।
২৫ পরে তাহারা বৃষ বলিদান করিয়া বালককে
এলির কাছে আনিল। ২৬ এবং হন্না কহিল, হে
আমার প্রভো, আমি মহাশয়ের প্রাণের দিব্য
করিয়া কহি, যে স্ত্রী পরমেশ্বরের উদ্দেশে
প্রার্থনা করিতে ২ এই স্থানে তোমার সম্মুখে
দাঁড়াইয়াছিল, সেই আমি। ২৭ এই বালকের
জন্যে প্রার্থনা করিয়াছিলাম; পরমেশ্বরের কাছে
আমি যাহা চাহিয়াছিলাম, তিনি আমাকে তাহা
দিয়াছেন। ২৮ এই জন্যে আমিও ইহাকে যাব-
জ্জীবন ঋণরূপে পরমেশ্বরকে দিলাম; এ পর-
মেশ্বরকে দত্ত ঋণস্বরূপ। পরে বালক সেই স্থানে
পরমেশ্বরের ভজনা করিতে লাগিল।

২ অধ্যায়।

১ হন্নার গীত, ১১ ও গৃহে গমন এবং এলির পুত্র-
গণের পাপ, ১৮ ও শিমূয়েলের কর্ম্ম, ২০ ও এলির
বরদ্বারা হন্নার আরো পুত্র প্রসব করণ, ২২ ও
আপন পুত্রগণের বিষয়ে এলির অনুযোগকথা,
২৭ ও এলির বংশের বিরুদ্ধে অভিশাপ।

১ পরে ঐ হন্না প্রার্থনা করিয়া কহিল, আমার
মন পরমেশ্বরেতে উল্লাস করিতেছে, এবং পর-
মেশ্বরদ্বারা আমার শ্রীর উন্নতি হইতেছে, ও

শত্রুগণের সাক্ষাতে আমার মুখ প্রফুল্ল হই-
তেছে; আমি তাঁহার পরিত্রাণদ্বারা আনন্দিতা
হইতেছি। ২ পরমেশ্বরের ন্যায় পবিত্র কেহ
নাই, তাঁহা ব্যতিরেকে আর ঈশ্বর কেহ নাই,
ও আমাদের ঈশ্বরের তুল্য পর্ব্বতস্বরূপ কেহ
নাই। ৩ তোমরা অতিশয় শ্লাঘার কথা আর
কহিও না, তোমাদের মুখহইতে অহঙ্কারের
কথা নির্গত না হউক, কেননা পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ
প্রভু, তাঁহা কর্তৃক কর্ম্ম সকল পরীক্ষিত হয়।
৪ পরাক্রমিদের ধনুক ভগ্ন হয়, ও বিঘ্নপ্রাপ্তেরা
বলেতে কটিবন্ধন করে। ৫ ও তৃপ্ত লোকেরা
খাদ্যের জন্যে বেতনজীবী হয়, ও ক্ষুধিতেরা
বিশ্রাম প্রাপ্ত হয়, এবং বন্ধ্যা সপ্ত পুত্র প্রসব
করে, ও বহুপুত্রা ক্ষীণা হয়। ৬ পরমেশ্বর মৃত্যু
দেন ও জীবন দেন, এবং কবরে নামান ও উপরে
উঠান। ৭ পরমেশ্বর দরিদ্র করেন ও ধনী করেন,
এবং নত করেন ও উন্নত করেন। ৮ তিনি ধূলি-
হইতে দরিদ্রকে, ও সারের ঢিবিহইতে ভিক্ষুককে
উঠাইয়া অধ্যক্ষদের মধ্যে বসান ও তেজস্বি
সিংহাসন অধিকার করান। পৃথিবীর ভিত্তিমূল
পরমেশ্বরের; তিনি তাহার উপরে জগৎ স্থাপন
করিয়াছেন। ৯ তিনি আপন পবিত্র লোকদের
চরণ রক্ষা করেন, কিন্তু পাপিগণ অন্ধকারে নিধন
প্রাপ্ত হয়; কোন মনুষ্য বলেতে জয়ী হইতে পারে
না। ১০ পরমেশ্বরের শত্রুগণ ভগ্ন হইবে; তিনি
স্বর্গে থাকিয়া তাহাদের উপরে গর্জ্জন করাই-
বেন; পরমেশ্বর পৃথিবীর প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত
শাসন করিবেন, ও আপন রাজাকে বল দিবেন,
ও আপন অভিষিক্তের শ্রী উন্নত করিবেন।
১১ পরে ইল্কানা রামৎ নগরে আপন বাটীতে
গেল, কিন্তু সে বালক এলি যাজকের সম্মুখে
থাকিয়া পরমেশ্বরের সেবা করিতে লাগিল।
১২ এলির পুত্রগণ দুষ্টস্বভাব হইয়া পরমেশ্বরকে
মানিত না। ১৩ ঐ যাজকেরা লোকদের সহিত এই
রূপ ব্যবহার করিত; কেহ বলিদান করিলে
তাহার মাংস পাক সময়ে যাজকের দাস ত্রিশূল
হস্তে লইয়া আসিত; ১৪ এবং ডাবরে কিম্বা
হাঁড়িতে কিম্বা কটাহে কিম্বা বহুগুণাতে ত্রিশূল
মারিলে সেই ত্রিশূলে যত মাংস উঠিত, তাহাই
যাজক আপনার জন্যে লইত; শীলোতে আগত
তাবৎ ইস্রায়েল্ বংশের প্রতি তাহারা এই রূপ
ব্যবহার করিত। ১৫ আর মেদ দগ্ধ করণের পূর্ব্বে
যাজকের দাস আসিয়া যজমানকে কহিত, যা-
জককে দগ্ধ করণের মাংস দেও; সে তোমা-
হইতে সিদ্ধ মাংস লইবে না, কিন্তু কাঁচা লই-
বে। ১৬ তাহাতে এই ক্ষণে মেদ দগ্ধ হইতেছে,
হইলে তোমার মনোবাঞ্ছানুসারে গ্রহণ করিও,
এই কথা তাহাকে কহিলে সে উত্তর করিত, এই
ক্ষণে দেও, নতুবা বলদ্বারা লইব। ১৭ অতএব
পরমেশ্বরের সাক্ষাতে ঐ যুবলোকেরা অতিশয়
অপরাধী হইল, কেননা লোকেরা তন্নিমিত্তে
পরমেশ্বরের নৈবেদ্য ঘৃণা করিত।
১৮ তৎকালে শিমূয়েল্ বালক কার্পাসনির্ম্মিত
এফোদ্ পরিধান করিয়া পরমেশ্বরের পরি-
চর্য্যা করিত। ১৯ আর তাহার মাতা প্রতি বৎ-
সর এক ২ গাত্রীয় ক্ষুদ্র বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া স্বামির
সহিত বার্ষিক বলিদানার্থে আসিবার সময়ে আ-
নিয়া তাহাকে দিত।
২০ পরে এলি ইল্কানাকে ও তাহার স্ত্রীকে
এই আশীর্ব্বাদ করিল, ঋণরূপে পরমেশ্বরকে
দত্ত এই বালকের পরিবর্ত্তে তিনি এই স্ত্রীহইতে
তোমাকে আরো সন্তান দিউন। পরে তাহারা
স্বস্থানে প্রস্থান করিলে পর ২১ পরমেশ্বর হন্নার
তত্ত্বানুসন্ধান করিলেন; তাহাতে সে গর্ব্ভবতী
হইয়া ক্রমে ২ তিন পুত্র ও দুই কন্যা প্রসব
করিল। তখন শিমূয়েল্ বালক পরমেশ্বরের
সাক্ষাতে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।
২২ এলি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া যখন তাবৎ ইস্রা-
য়েল্ বংশের প্রতি আপন পুত্রদিগের কুব্যব-
হার ও মণ্ডলীর আবাসদ্বার নিকটে সেবাকা-
রিণী স্ত্রীগণের সহিত শয়নের কথা শুনিল, তখন
তাহাদিগকে কহিল, ২৩ এই সমস্ত লোকের নি-
কটে আমি তোমাদের যেরূপ মন্দ ক্রিয়ার জন-
রব শুনিতেছি, তোমরা কেন এমত ব্যবহার
কর? ২৪ হে আমার পুত্রগণ, না ২, আমি
যাহা শুনিতেছি, সেই দুর্নাম ভাল নয়; তোমরা
পরমেশ্বরের লোকদিগকে আজ্ঞালঙ্ঘন করা-
ইতেছ। ২৫ মনুষ্য যদি মনুষ্যের বিরুদ্ধে পাপ
করে, তবে ঈশ্বর তাহার বিচার করেন; কিন্তু
পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করিলে তাহার পক্ষে
কে বিনয় করিতে পারে? তথাপি তাহারা আ-
পন পিতার কথায় মনোযোগ করিল না, কেন-
না পরমেশ্বর তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে মনস্থ
করিয়াছিলেন। ২৬ অপর শিমূয়েল্ বালক ক্রমে ২
বৃদ্ধি পাইয়া পরমেশ্বরের ও মনুষ্যের সাক্ষাতে
অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইতে লাগিল।
২৭ অপর ঈশ্বরের এক লোক এলির নিকটে
আসিয়া কহিল, পরমেশ্বর এই কথা কহেন,
যে সময়ে তোমার পূর্ব্বপুরুষেরা মিসরদেশে
ফিরৌণের রাজ্যে ছিল, তখন আমি কি তা-
হাদের প্রতি প্রত্যক্ষরূপে দর্শন দিতাম না?
২৮ এবং আমার যাজন কর্ম্ম করিতে অর্থাৎ
আমার যজ্ঞবেদির উপরে বলি উৎসর্গ করিতে
ও সুগন্ধি ধূপ জ্বালাইতে ও আমার সাক্ষাতে
এফোদ্ পরিধান করিতে আমি ইস্রায়েলের
তাবৎ বংশহইতে তাহাদিগকে মনোনীত করি-

লাম; এবং ইস্রায়েল্ বংশের অগ্নিকৃত তাবৎ
উপহার তোমার পিতৃবংশকে দিলাম। [২৯] অত-
এব আমি আপন আবাসে যাহা ২ উৎসর্গ করিতে
আজ্ঞা করিয়াছি, আমার সেই সকল বলি ও
নৈবেদ্যের উপরে তোমরা কেন পদাঘাত কর?
আমার প্রজা ইস্রায়েল্ বংশের শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য-
দ্বারা যাহাতে তোমরা হৃষ্টপুষ্ট হও, এই আশয়ে
তুমি আমা অপেক্ষা আপন পুত্রদিগকে মান্য
করিতেছ। [৩০] অতএব ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর
কহেন, তোমার বংশ ও তোমার পিতৃবংশ
আমার সম্মুখে সর্ব্বদা পরিচর্য্যা করিবে, এই
কথা আমি নিশ্চয় কহিয়াছিলাম; কিন্তু এখন
পরমেশ্বর কহেন, তাহা আমার নিকটহইতে দূর
হউক। যাহারা আমাকে মান্য করে, তাহাদিগকে
আমি মান্য করিব; কিন্তু যাহারা আমাকে তুচ্ছ
করে, তাহারা তুচ্ছীকৃত হইবে। [৩১] দেখ, আমি যে
সময়ে তোমার বাহু ও তোমার পিতৃবংশের বাহু
ছেদন করিব, ও তোমার বংশে এক বৃদ্ধ থাকিবে
না, এমত সময় আসিতেছে। [৩২] তাহাতে তুমি
আমার আবাসে এবং ইস্রায়েল্ বংশকে দত্ত
সমস্ত মঙ্গলে শত্রুকে নিযুক্ত দেখিবা, এবং তো-
মার বংশে কেহ কখনো বৃদ্ধ হইবে না। [৩৩] আর
আমি আপন যজ্ঞবেদিহইতে তোমার যে মনু-
ষ্যকে ছেদন না করিব, সে তোমার চক্ষুঃক্ষয়ার্থে
ও তোমার অন্তঃকরণের শোক জন্মাইতে থাকিবে,
এবং তোমার বংশে উৎপন্ন তাবৎ লোক যৌব-
নাবস্থায় মরিবে। [৩৪] এবং হফ্নি ও পীনিহস্
নামে তোমার দুই পুত্রের প্রতি যাহা ঘটিবে,
তাহা তোমার এক চিহ্নস্বরূপ হইবে; তাহারা
দুই জন এক দিবসে মরিবে। [৩৫] আর আমি
আপনার নিমিত্তে এক বিশ্বাস্য যাজককে উৎপন্ন
করিব, সে আমার অভিমত ও অভিলষিত কর্ম্ম
করিবে; আমি তাহার এক চিরস্থায়ি বংশ
উৎপন্ন করিব; সে সর্ব্বদা আমার অভিষিক্তের
সম্মুখে পরিচর্য্যা করিবে। [৩৬] এবং তোমার
বংশের অবশিষ্ট প্রত্যেক জন আসিয়া এক
রৌপ্যমুদ্রা ও এক খণ্ড রুটীর নিমিত্তে নত হইয়া
তাহাকে কহিবে, বিনয় করি, আমি যাহাতে এক
খণ্ড রুটী খাইতে পাই, এমত কোন যাজকত্ব-
পদে আমাকে নিযুক্ত করুন।

৩ অধ্যায়।

১ শিমূয়েলের প্রতি পরমেশ্বরের আহ্বান, ১১ ও শিমূয়েলের প্রতি এলি বংশের বিনাশ প্রকাশিত হওন, ১৫ ও এলির কাছে তাহা শিমূয়েলের প্রকাশ করণ, ১৯ ও শিমূয়েলের যশের বৃদ্ধি।

[১] তৎকালে শিমূয়েল্ বালক এলির সমক্ষে পর-
মেশ্বরের পরিচর্য্যা করিত। আর ঐ সময়ে পর-
মেশ্বরের বাক্য দুর্লভ ছিল, দর্শন প্রায় প্রকাশিত
হইত না। [২] আর ক্ষীণদৃষ্টি হওয়াতে এলি আর
দেখিতে পাইল না। এক দিন এলি আপন
স্থানে শয়ন করিয়াছিল, [৩] এবং ঈশ্বরীয় সিন্দুক
যে স্থানে ছিল, সেই স্থানে অর্থাৎ পরমেশ্বরের
প্রাসাদের মধ্যে ঈশ্বরীয় প্রদীপ নির্ব্বাণের
পূর্ব্বে শিমূয়েল শয়ন করিয়াছিল; [৪] ইতিমধ্যে
পরমেশ্বর শিমূয়েল্কে ডাকিলেন; তাহাতে সে
উত্তর করিল, এই আমি। [৫] পরে সে এলির নিকটে
দৌড়িয়া যাইয়া কহিল, এই আমি; আপনি কি
আমাকে ডাকিলেন? তাহাতে সে কহিল, আমি
ডাকি নাই, তুমি পুনর্ব্বার শয়ন কর। তখন সে
যাইয়া শয়ন করিল। [৬] পরে পরমেশ্বর পুনর্ব্বার
ডাকিলেন, হে শিমূয়েল্; তাহাতে শিমূয়েল্
উঠিয়া এলির নিকটে যাইয়া কহিল, এই আমি;
আপনি কি আমাকে ডাকিলেন? সে কহিল,
হে আমার পুত্র, আমি ডাকি নাই, পুনর্ব্বার
শয়ন কর। [৭] সেই সময়ে শিমূয়েল্ পরমেশ্ব-
রের রব জ্ঞাত ছিল না, এবং তাহার নিকটে
পরমেশ্বরের বাক্যও প্রকাশিত হয় নাই। [৮] পরে
পরমেশ্বর তৃতীয় বার শিমূয়েল্কে ডাকিলেন;
তাহাতে সে উঠিয়া এলির নিকটে যাইয়া কহিল,
এই আমি; আপনি কি আমাকে ডাকিলেন?
তখন পরমেশ্বর ঐ বালককে ডাকিতেছেন, ইহা
বুঝিয়া এলি শিমূয়েল্কে কহিল, [৯] তুমি যাইয়া
শয়ন কর; তিনি যদি আর বার তোমাকে
ডাকেন, তবে 'হে পরমেশ্বর, কহুন, আপনকার
দাস শুনিতেছে,' এই উত্তর দিবা। তাহাতে শি-
মূয়েল্ যাইয়া আপন স্থানে শয়ন করিল।
[১০] পরে পরমেশ্বর আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়া
অন্য সময়ের ন্যায় ডাকিয়া কহিলেন, হে শি-
মূয়েল্, হে শিমূয়েল্; তাহাতে শিমূয়েল্ উত্তর
করিল, কহুন, আপনকার দাস শুনিতেছে।
[১১] তখন পরমেশ্বর শিমূয়েল্কে কহিলেন,
দেখ, আমি ইস্রায়েলের মধ্যে এক কর্ম্ম করিব,
তাহা যে ২ শুনিবে, তাহার কর্ণদ্বয় শিহরিয়া উঠি-
বে। [১২] আমি এলির পরিবারের বিষয়ে যাহা ২
কহিয়াছি, সে সমস্ত প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত সেই
দিনে সম্পন্ন করিব। [১৩] তাহার পুত্রগণ আপনা-
দিগকে শাপগ্রস্ত করিয়াছে, তথাপি সে তাহা-
দিগকে দমন করে নাই, এই যে অপরাধ তা-
হার মন জানে, তজ্জন্যে আমি তাহার বংশকে
নিত্যস্থায়ি দণ্ড দিব, এই কথা তাহাকে কহিলাম।
[১৪] এবং বলিদান ও নৈবেদ্য উৎসর্গ করিলেও
এলির বংশের অপরাধ কখন পরিষ্কৃত হইবে
না, ইহা আমি এলির পরিবারের বিষয়ে দিব্য
করিলাম।
[১৫] অপর শিমূয়েল্ পুনরায় শয়ন করিয়া

প্রভাতে পরমেশ্বরীয় আবাসের কপাট মুক্ত
করিল; কিন্তু শিমূয়েল্ এলির কাছে ঐ দর্শনের
বিষয় প্রকাশ করিতে ভীত হইল। ১৬ পরে এলি
শিমূয়েল্কে ডাকিয়া কহিল, হে আমার পুত্র
শিমূয়েল্; তাহাতে সে উত্তর করিল, এই আমি।
১৭ তখন এলি জিজ্ঞাসিল, তিনি তোমার কাছে
কি কথা প্রকাশ করিলেন? বিনয় করি, আমা-
হইতে তাহা গোপন করিও না; ঈশ্বর যে২
কথা তোমাকে কহিলেন, তাহার কোন কথা
যদি আমাহইতে গোপন কর, তবে তিনি অমুক
ও ততোধিক প্রতিফল তোমাকে দিউন। ১৮ তখন
শিমূয়েল্ তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত কহিল, কিছুই
গোপন করিল না। তাহাতে এলি কহিল, তিনি
পরমেশ্বর; তাঁহার যাহা ভাল বোধ হয়, তা-
হাই করুন।

১৯ পরে শিমূয়েলের বয়স বৃদ্ধি পাইলে
পরমেশ্বর তাহার সঙ্গে থাকিয়া তাহার কোন
বাক্য ব্যর্থ হইতে দিলেন না। ২০ তাহাতে শিমূ-
য়েল্ পরমেশ্বরের এক বিশ্বাস্য ভবিষ্যদ্বক্তা,
ইহা দান্ অবধি বেরশেবা পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের
তাবৎ লোক জ্ঞাত হইল। ২১ এই রূপে পরমে-
শ্বর শীলোতে আপনাকে পুনঃ২ প্রকাশ করি-
তেন, অর্থাৎ পরমেশ্বর আপনার বাক্যদ্বারা
শিমূয়েলের কাছে শীলোতে প্রকাশিত হইতেন;
তাহাতে শিমূয়েলের বাক্য তাবৎ ইস্রায়েল্
বংশের মধ্যে প্রচলিত হইল।

৪ অধ্যায়।

১ এবন-এষর্ স্থানে ইস্রায়েল্ বংশের পরাস্ত হওন,
৩ ও শীলোহইতে নিয়মসিন্দুক শিবিরে আনয়ন,
১০ ও পুনর্ব্বার পরাস্ত হওন ও এলির দুই পুত্রের
হত হওন, ১২ ও তাহা শুনিয়া এলির মৃত্যু হওন,
১৯ ও তাহার পুত্রবধূর প্রসব ও মৃত্যু হওন।

১ অনন্তর ইস্রায়েলের তাবৎ বংশ পিলেষ্টীয়-
দের সহিত যুদ্ধার্থে নির্গত হইয়া এবন্-এষরে
শিবির স্থাপন করিল, এবং পিলেষ্টীয়েরা অফে-
কে শিবির স্থাপন করিল। ২ পরে পিলেষ্টীয়েরা
ইস্রায়েল্ বংশের বিরুদ্ধে সৈন্যরচনা করিল,
এবং যুদ্ধ ব্যাপ্ত হইলে ইস্রায়েল্ বংশ পিলে-
ষ্টীয়দের সম্মুখে পরাস্ত হইল; তাহাতে ঐ
যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যশ্রেণীর প্রায় চারি সহস্র লোক
হত হইল।

৩ পরে লোকেরা শিবিরে প্রবেশ করিলে
ইস্রায়েল্ বংশের প্রাচীনগণ কহিল, পরমেশ্বর
অদ্য পিলেষ্টীয়দের সম্মুখে আমাদিগকে কেন
পরাস্ত করিলেন? আইস, আমরা শীলোহইতে
আপনাদের নিকটে পরমেশ্বরের নিয়মসিন্দুক
আনাই, তাহাতে তিনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত
হইয়া শত্রুগণের হস্তহইতে আমাদিগকে রক্ষা
করিবেন। ৪ পরে তাহারা শীলোতে লোক
পাঠাইয়া কিরূবেতে আরূঢ় সৈন্যাধ্যক্ষ পরমে-
শ্বরের নিয়মসিন্দুক শীলোহইতে আনাইল।
তখন হফ্নি ও পীনিহস্ নামে এলির দুই পুত্র
সে স্থানে ঈশ্বরের নিয়মসিন্দুকের সহিত ছিল।
৫ পরে পরমেশ্বরের নিয়মসিন্দুক শিবিরে উপ-
স্থিত হইলে ইস্রায়েলের তাবৎ বংশ এমত মহা-
সিংহনাদ করিল, যে তাহাতে পৃথিবী কাঁপিতে
লাগিল। ৬ তখন পিলেষ্টীয়েরা ঐ সিংহনাদের
ধ্বনি শুনিয়া জিজ্ঞাসিল, ইব্রীয়দের শিবিরে এই
রূপ মহাসিংহনাদ কেন হইতেছে? পরে পর-
মেশ্বরের নিয়মসিন্দুক শিবিরে আসিয়াছে, ইহা
অবগত হইয়া ৭ পিলেষ্টীয়েরা ভীত হইয়া কহিল,
ঈশ্বর শিবিরে আসিয়াছেন। আরো কহিল, হায়
হায়! ইহার পূর্ব্বে কখনো এমত হয় নাই।
৮ হায় হায়! সেই পরাক্রমি ঈশ্বরের হস্তহইতে
আমাদিগকে কে উদ্ধার করিবে? এ সেই ঈশ্বর,
যিনি প্রান্তরে নানা প্রকার আঘাতদ্বারা মিস্রীয়-
দিগকে বধ করিলেন। ৯ হে পিলেষ্টীয়েরা,
আপনাদিগকে বলবান্ করিয়া বীরত্ব দেখাও;
নতুবা এই ইব্রীয় লোকেরা যেমন তোমাদের
দাস হইল, তদ্রূপ তোমরা তাহাদের দাস হই-
বা; অতএব পুরুষত্ব দেখাইয়া যুদ্ধ কর।

১০ তাহাতে পিলেষ্টীয়েরা যুদ্ধ করিলে ইস্রা-
য়েল্ বংশ পরাস্ত হইয়া প্রত্যেক জন আপন২
বাসস্থানে পলায়ন করিল। এই মহাসংহারে
ইস্রায়েল বংশের ত্রিশ সহস্র পদাতিক মারা
পড়িল। ১১ এবং ঈশ্বরের নিয়মসিন্দুক শত্রু-
হস্তগত হইল, এবং এলির দুই পুত্র হফ্নি ও
পীনিহস্ হত হইল।

১২ তখন বিন্যামীন্ বংশের এক জন বস্ত্র
ছিঁড়িয়া মস্তকে ধূলি দিয়া সৈন্যশ্রেণীহইতে
পলায়ন করিয়া সেই দিবসে শীলোতে উপস্থিত
হইল। ১৩ তাহার আগমন সময়ে সে স্থানে
এলি পথপার্শ্বে আসনে বসিয়া কি ঘটিবে, ইহার
প্রতীক্ষা করিতেছিল; কেননা তাহার অন্তঃকরণ
ঈশ্বরের সিন্দুকের জন্যে কম্পান্বিত ছিল। পরে
সে লোক নগরে উপস্থিত হইয়া ঐ সংবাদ
দিলে নগরস্থ তাবৎ লোক হাহাকার করিল।
১৪ তাহাতে এলি ঐ হাহাকারের শব্দ শুনিয়া
জিজ্ঞাসা করিল, এই কলরবের কারণ কি? তা-
হাতে সে লোক শীঘ্র আসিয়া এলিকে কহিল।
১৫ ঐ সময়ে এলি আটানব্বই বৎসর বয়স্ক ছিল,
এবং ক্ষীণদৃষ্টি হওয়াতে দেখিতে পাইল না।
১৬ সে মনুষ্য এলিকে কহিল, আমি সৈন্যশ্রেণী-
হইতে আগত লোক, অদ্যই সৈন্যশ্রেণীহইতে
পলাইয়া আইলাম। তাহাতে এলি জিজ্ঞাসিল,

হে আমার পুত্র, সমাচার কি? ১৭ সে দূত
উত্তর করিল, ইস্রায়েল্ বংশ পিলেষ্টীয়দের
সম্মুখহইতে পলায়ন করিল, ও তাহাদের মধ্যে
অনেক লোক হত হইল; বিশেষতঃ হফ্নি ও
পীনিহস্ নামে তোমার দুই পুত্রও হত হইল,
এবং ঈশ্বরের সিন্দুক শত্রুহস্তগত হইল। ১৮ তখন
ঈশ্বরের সিন্দুকের নাম করিবামাত্র এলি দ্বারের
পার্শ্বে আসনহইতে পশ্চাৎ পতিত হইল; তা-
হাতে তাহার গ্রীবা ভগ্ন হওয়াতে সে মরিল,
কেননা সে বৃদ্ধ ও ভারী ছিল। ঐ এলি চল্লিশ
বৎসরাবধি ইস্রায়েল্ বংশের বিচার করিয়াছিল।
১৯ সেই সময়ে তাহার পুত্রবধূ পীনিহসের
স্ত্রী গর্ব্ভবতী, ও তাহার প্রসবকাল নিকট ছিল;
অপর ঈশ্বরের সিন্দুক শত্রুহস্তগত হইয়াছে,
এবং আপনার শ্বশুর ও স্বামী মরিয়াছে, এই
সংবাদ শুনিয়া সে অধোমুখী হইয়া প্রসব
করিল; কারণ তাহার প্রসববেদনা উপস্থিত
হইল। ২০ তখন তাহার মরণ সময়ে তাহার
নিকটে দণ্ডায়মান স্ত্রীগণ তাহাকে কহিল, ভয়
নাই, তুমি পুত্রকে প্রসব করিলা। কিন্তু সে
কিছুই উত্তর দিল না, ও কিছুই মনোযোগ
করিল না। ২১ কেবল বালকের নাম ঈখাবোদ্
(নিস্তেজ) রাখিয়া কহিল, ইস্রায়েল্ বংশহইতে
তেজ গেল। কেননা ঈশ্বরের সিন্দুক শত্রুহস্তগত
হইয়াছিল, এবং তাহার শ্বশুরের ও স্বামির
মৃত্যু হইয়াছিল; ২২ অতএব ঈশ্বরের সিন্দুক
শত্রুহস্তগত হওয়াতে সে কহিল, ইস্রায়েল্ বংশ-
হইতে তেজ গেল।

৫ অধ্যায়।

১ দাগোন্ দেবের মন্দিরে সিন্দুক রাখন, ৩ ও দাগো-
নের ভগ্নতা এবং অস্দোদের ও গাতের লোকদের
পীড়িত ও বিনষ্ট হওন, ১০ ও ইক্রোণে সিন্দুক
প্রেরণ।

১ পরে পিলেষ্টীয়েরা ঈশ্বরের সিন্দুক লইয়া
এবন্-এষরহইতে অস্দোদে আনিল। ২ তাহার
পর পিলেষ্টীয়েরা ঈশ্বরের সিন্দুক লইয়া দা-
গোন্ দেবের মন্দিরে আনিয়া দাগোনের পার্শ্বে
স্থাপন করিল।
৩ তাহাতে পরদিবসে অস্দোদের লোকেরা
প্রত্যূষে উঠিয়া দেখিল, পরমেশ্বরের সিন্দুকের
সম্মুখে দাগোন্ দেব মৃত্তিকাতে উবুড় হইয়া
পতিত আছে; তাহাতে তাহারা দাগোন্ দেবকে
লইয়া পুনর্ব্বার স্বস্থানে স্থাপন করিল। ৪ এবং
তাহার পরদিবসেও লোকেরা প্রত্যূষে উঠিয়া
দেখিল, পরমেশ্বরের সিন্দুকের সম্মুখে দাগোন্
দেব মৃত্তিকাতে উবুড় হইয়া পতিত আছে, এবং
গোবরাটে দাগোনের ছিন্ন মস্তক ও দুই কর
আছে, কেবল তাহার মৎস্যভাগ অবশিষ্ট
আছে। ৫ এই নিমিত্তে দাগোনের পুরোহিত
প্রভৃতি যত লোক দাগোনের মন্দিরে প্রবেশ করে,
তাহাদের মধ্যে অস্দোদে স্থিত দাগোনের
গোবরাটে অদ্য পর্য্যন্ত কেহ পা দেয় না।
৬ অপর পরমেশ্বর অস্দোদীয় লোকদিগকে
ক্লেশ দিয়া সংহার করিলেন, অর্থাৎ অস্দো-
দের ও তাহার সীমার অনেক লোককে অর্শো-
রোগদ্বারা আঘাত করিলেন। ৭ পরে অস্দো-
দীয় লোকেরা এই রূপ দেখিয়া কহিল, ইস্রা-
য়েলের ঈশ্বরের সিন্দুক আমাদের কাছে থা-
কিবে না, কেননা আমাদের ও আমাদের দেবতা
দাগোনের প্রতি তিনি ক্লেশদায়ক। ৮ অতএব
তাহারা লোক পাঠাইয়া পিলেষ্টীয়দের অধ্য-
ক্ষগণকে আপনাদের নিকটে একত্র করিয়া
কহিল, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সিন্দুকের বিষয়ে
আমাদের কি কর্ত্তব্য? অধ্যক্ষগণ কহিল, ইস্রা-
য়েলের ঈশ্বরের সিন্দুক গাৎ নগরে নীত হউক।
তাহাতে তাহারা ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সিন্দুক
তথায় লইয়া গেল। ৯ লইয়া গেলে পর পরমে-
শ্বর আত্যন্তিক বিপদদ্বারা ঐ নগরকে ক্লেশ
দিয়া নগরের ক্ষুদ্র কি মহান্ সকলকেই আঘাত
করিলেন, অর্থাৎ তাহাদের অর্শোরোগ হইল।
১০ পরে তাহারা ঈশ্বরের সিন্দুক ইক্রোণ্
নগরে প্রেরণ করিল। কিন্তু ঈশ্বরের সিন্দুক
ইক্রোণে উপস্থিত হইলে সেই ইক্রোণ নগরীয়
লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে কহিল, আমাদিগকে ও
আমাদের লোকদিগকে বধ করণার্থে তাহারা
আমাদের কাছে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সিন্দুক
আনিল। ১১ অপর তাহারা লোক পাঠাইয়া
পিলেষ্টীয়দের তাবৎ অধ্যক্ষকে একত্র করিয়া
কহিল, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সিন্দুক যেন আমা-
দিগকে ও আমাদের লোকদিগকে বধ না করে,
এই জন্যে তাহাকে পুনর্ব্বার আপন স্থানে প্রেরণ
কর। কেননা ঈশ্বর সে স্থানে অত্যন্ত ক্লেশ-
দায়ক হওয়াতে নগরের সর্ব্বত্র মড়করূপ বিপদ
ঘটিল। ১২ এবং যে লোকেরা বাঁচিল, তাহারা
অর্শোরোগেতে পীড়িত হইল; অতএব নগরীয়
লোকদের আর্ত্তস্বর আকাশ পর্য্যন্ত উঠিল।

৬ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েল্ লোকদের কাছে সিন্দুক পাঠাইতে পিলে-
ষ্টীয়দের মন্ত্রণা, ১০ ও সিন্দুক প্রেরণ, ১৯ ও
বৈৎশেমশে সিন্দুকে দৃষ্টিপাত করাতে লোকদের
মধ্যে মহামারী হওন, ২১ ও কিরিয়ৎ-যিয়ারীমে
সিন্দুক প্রেরণ।

১ পরমেশ্বরের সিন্দুক পিলেষ্টীয়দের দেশে
সাত মাস পর্য্যন্ত থাকিল। ২ অপর পিলেষ্টী-

য়েরা যাজক ও মন্ত্রজ্ঞদিগকে ডাকাইয়া কহিল,
পরমেশ্বরের সিন্দুকের বিষয়ে আমাদের কি
কর্ত্তব্য? আমরা কি প্রকারে তাহা স্বস্থানে পা-
ঠাইয়া দিব? তাহা আমাদিগকে জ্ঞাত কর। ৩ তা-
হারা কহিল, তোমরা যদি এখানহইতে ইস্রা-
য়েলের ঈশ্বরের সিন্দুক পাঠাইয়া দেও, তবে
শূন্য পাঠাইও না, কোন প্রকারে দোষার্থক
উপহার তাহার সঙ্গে পাঠাইয়া দেও; তাহাতে
তোমরা সুস্থ হইবা, এবং তোমাদের ক্লেশ
কেন দূর হয় না; তাহা জ্ঞাত হইবা। ৪ তাহাতে
তাহারা জিজ্ঞাসিল, দোষার্থক উপহাররূপে
আমরা কি পাঠাইয়া দিব? তাহারা কহিল,
পিলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণের সংখ্যানুসারে
স্বর্ণময় পাঁচ অর্শ ও স্বর্ণময় পাঁচ মুষিক দেও,
কেননা তোমাদের সকলের ও তোমাদের অধ্য-
ক্ষগণের একরূপ ক্লেশ ঘটিয়াছে। ৫ অতএব
তোমরা তোমাদের অর্শের ও দেশ নাশকারি
মুষিকদের প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া সমাদর পূর্ব্বক
ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে দিবা; তাহাতে হইতে
পারে, তিনি তোমাদের ও তোমাদের দেবগণের
ও দেশের উপরহইতে ক্লেশ দূর করিবেন।
৬ মিস্রীয় লোকেরা এবং ফিরৌণ যেরূপ আপ-
নাদের অন্তঃকরণ কঠিন করিয়াছিল, তোমরাও
কেন তদ্রূপ অন্তঃকরণ কঠিন করিবা? তিনি
তাহাদের মধ্যে আপন শক্তি প্রকাশ করিলে
তাহারা কি লোকদিগকে বিদায় করিয়া যাইতে
দিল না? ৭ অতএব সম্প্রতি এক নূতন শকট
নির্ম্মাণ কর, এবং কখন যোঁয়ালি বহন করে
নাই, এমত দুই দুগ্ধবতী গাভী লইয়া শকটে
যুড়, কিন্তু তাহাদের বৎস তাহাদের নিকটহইতে
লইয়া গৃহে আন। ৮ এবং পরমেশ্বরের সিন্দুক
লইয়া সেই শকটের উপরে রাখ, এবং ঐ যে
স্বর্ণময় বস্তু দোষার্থক উপহাররূপে তাঁহাকে
দিবা, তাহা তাহার পার্শ্বে অন্য সিন্দুকে রাখ;
পরে তাহাকে যাইতে বিদায় কর। ৯ তাহাতে
সেই শকট যদি পরমেশ্বরের সীমার পথ দিয়া
বৈৎশেমশে যায়, তবে তিনিই যে আমাদের এই
মহা অমঙ্গল করিলেন, ইহা বুঝিবা; নতুবা
আমাদিগকে যে হস্ত আঘাত করিল, সে তাঁহার
নয়, কিন্তু আমাদের প্রতি দৈবঘটনা হইল, ইহা
জ্ঞাত হইবা।
১০ পরে লোকেরা সেই রূপ করিল; অর্থাৎ
দুগ্ধবতী দুই গাভী লইয়া শকটে যুড়িল, ও তাহা-
দের বৎসদিগকে গৃহে বদ্ধ করিল। ১১ পরে পর-
মেশ্বরের সিন্দুক এবং স্বর্ণমুষিক ও অর্শঃপ্রতি-
মাধারি (দ্বিতীয়) সিন্দুক লইয়া শকটোপরি রা-
খিল। ১২ পরে সে গাভী বৈৎশেমশের সোজা
পথ ধরিয়া হম্বারব করিতে২ ক্রমাগত রাজমার্গ
দিয়া চলিল, দক্ষিণে কি বামে ফিরিল না; এবং
পিলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ বৈৎশেমশের সীমা
পর্য্যন্ত তাহার পশ্চাৎ২ গেল। ১৩ ঐ সময়ে
বৈৎশেমশ্ নিবাসিরা তলভূমিতে গোম ছেদন
করিতেছিল; তাহারা ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া সিন্দুক
দেখিল, দেখিয়া আহ্লাদিত হইল। ১৪ অপর ঐ
শকট বৈৎশেমশীয় যিহোশূয়ের ক্ষেত্রে উপস্থিত
হইয়া স্থগিত হইল; সেই স্থানে মহাপ্রস্তর
থাকাতে তাহারা শকটের কাষ্ঠ চিরিয়া ঐ
গাভীদিগকে পরমেশ্বরের উদ্দেশে হোম করিল।
১৫ এবং লেবীয়েরা পরমেশ্বরের সিন্দুক এবং
ঐ স্বর্ণময় বস্তু সম্বলিত তাহার নিকটস্থ সিন্দুক
নামাইয়া ঐ মহাপ্রস্তরোপরি রাখিল, এবং
বৈৎশেমশের লোকেরা সেই দিবসে পরমেশ্ব-
রের উদ্দেশে হোম ও বলিদান করিল। ১৬ তখন
পিলেষ্টীয়দের পাঁচ অধ্যক্ষ তাহা দেখিয়া সে
দিবসে ইক্রোণে ফিরিয়া গেল। ১৭ তৎকালে
পিলেষ্টীয়েরা অস্দোদের জন্যে এক, ও অসার
জন্যে এক, ও অস্কিলোনের জন্যে এক, ও
গাতের জন্যে এক, ও ইক্রোণের জন্যে এক,
এই পাঁচ স্বর্ণার্শকে; ১৮ এবং প্রাচীরবেষ্টিত
নগর হউক, কিম্বা সামান্য গ্রাম হউক, পাঁচ
অধ্যক্ষের অধীন পিলেষ্টীয়দের যত নগর
ছিল, তত স্বর্ণমুষিককে দোষার্থক উপহাররূপে
পরমেশ্বরের উদ্দেশে আনিল। আর পরমেশ্ব-
রের সিন্দুক যে মহাবিলাপ নামক মহাপ্রস্তরের
উপরে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা বৈৎশেমশীয়
যিহোশূয়ের ক্ষেত্রে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।
১৯ পরে বৈৎশেমশের লোকেরা পরমেশ্বরের
সিন্দুকে দৃষ্টিপাত করিল, এই জন্যে তিনি তা-
হাদিগকে আঘাত করিলেন, অর্থাৎ তাহাদের
মধ্যে পঞ্চাশ সহস্র সত্তরি জনকে বিনষ্ট করিলেন,
তাহাতে পরমেশ্বর এই মহাসংহারে তাহাদিগকে
সংহার করিলে লোকেরা বিলাপ করিল।
২০ এবং বৈৎশেমশের লোকেরা কহিল, এই
পবিত্র প্রভু পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কে দাঁড়াইতে
পারে? তিনি আমাদের হইতে কাহার কাছে
যাইবেন?
২১ পরে লোকেরা কিরিয়ৎ-যিয়ারীম্ নিবা-
সিদের কাছে দূত প্রেরণদ্বারা কহিল, পিলেষ্টী-
য়েরা পরমেশ্বরের সিন্দুক ফিরাইয়া আনিয়াছে,
তোমরা আসিয়া তাহা আপনাদের নিকটে
লইয়া যাও।

৭ অধ্যায়।

১ অবীনাদবের গৃহে সিন্দুক রাখন, ৩ ও মিস্পীতে
ইস্রায়েল্ লোকদের অনুতাপ করণ, ৭ ও পিলে-
ষ্টীয়দের যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হওন, ৯ ও শিমূ-
য়েলের বলিদান ও প্রার্থনা করণ সময়ে মহাঝড়দ্বারা

পিলেষ্টীয়দের পরাস্ত হওন, ১৩ ও পিলেষ্টীয়দের কর্তৃত্বের লোপ, ১৫ ও শিমূয়েলের বিচার করণের কথা।

১ পরে কিরিয়ৎ-যিয়ারীমের লোকেরা আসিয়া
পরমেশ্বরের সিন্দুক লইয়া পর্ব্বতস্থিত অবীনা-
দবের বাটীতে আনিল, এবং পরমেশ্বরের ঐ
সিন্দুক রক্ষার্থে তাহার পুত্র ইলিয়াসরকে
পবিত্র করিল। ২ তদবধি পরমেশ্বরের সিন্দুক
দীর্ঘকাল অর্থাৎ বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত কিরিয়ৎ-
যিয়ারীমে থাকিল। তৎকালে ইস্রায়েলের তা-
বৎ বংশ পরমেশ্বরের অনুগমনেচ্ছাতে বিলাপ
করিতে লাগিল।
৩ তাহাতে শিমূয়েল্ ইস্রায়েলের তাবৎ বং-
শকে কহিল, তোমরা যদি আপন সমস্ত অন্তঃ-
করণের সহিত পরমেশ্বরের প্রতি ফিরিতে উদ্যত
হও, তবে আপনাদের নিকটহইতে ইতর দেব-
গণকে ও অস্তারোৎ দেবীগণকে দূর কর, ও
পরমেশ্বরের উদ্দেশে আপন২ অন্তঃকরণ প্রস্তুত
করিয়া কেবল তাঁহার সেবা কর; তাহাতে
তিনি পিলেষ্টীয়দের হস্তহইতে তোমাদিগকে
উদ্ধার করিবেন। ৪ তখন ইস্রায়েলের তাবৎ
বংশ বাল্ দেবগণকে ও অস্তারোৎ দেবীগণকে
দূর করিয়া কেবল পরমেশ্বরের সেবা করিতে
লাগিল। ৫ অপর শিমূয়েল্ কহিল, মিস্পীতে
ইস্রায়েলের তাবৎ বংশকে একত্র কর; আমি
তোমাদের জন্যে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা
করিব। ৬ তাহাতে তাহারা সকলে মিস্পীতে
একত্র হইয়া জল তুলিয়া পরমেশ্বরের সাক্ষাতে
ঢালিল, এবং সে দিবস উপবাস করিয়া সে
স্থানে কহিল, আমরা পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ
করিলাম। পরে শিমূয়েল্ মিস্পীতে ইস্রায়েল্
বংশের বিচার করিল।
৭ অপর ইস্রায়েল্ বংশেরা মিস্পীতে একত্র
হইয়াছে, পিলেষ্টীয়েরা এই সংবাদ পাইলে
পিলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ ইস্রায়েল্ বংশের
বিরুদ্ধে উঠিয়া আইল; ইস্রায়েল্ বংশ তাহা
শুনিয়া পিলেষ্টীয়দের হইতে বড় ভীত হইল।
৮ এবং ইস্রায়েল্ বংশ শিমূয়েল্কে কহিল,
আমাদের প্রভু পরমেশ্বর পিলেষ্টীয়দের হস্ত-
হইতে যেন আমাদিগকে উদ্ধার করেন, এই
জন্যে তুমি তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিতে ত্রুটি
করিও না।
৯ তখন শিমূয়েল্ দুগ্ধপোষ্য এক মেষবৎস
লইয়া পরমেশ্বরের উদ্দেশে সর্ব্বশুদ্ধ হোমবলি
উৎসর্গ করিল, এবং শিমূয়েল্ ইস্রায়েল্ বংশের
জন্যে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিল; তা-
হাতে পরমেশ্বর তাহার প্রতি উত্তর দিলেন।
১০ যে সময়ে শিমূয়েল্ হোমবলি উৎসর্গ করি-
তেছিল, তৎকালে পিলেষ্টীয়েরা ইস্রায়েল্ বং-
শের সহিত যুদ্ধ করিতে নিকটবর্ত্তী হইল। কিন্তু
ঐ দিবসে পরমেশ্বর পিলেষ্টীয়দের প্রতি মেঘ-
নাদে গর্জ্জন করিয়া তাহাদিগকে ব্যাকুল করি-
লেন; তাহাতে তাহারা ইস্রায়েল্ বংশের
সম্মুখে পরাস্ত হইল। ১১ তখন ইস্রায়েল্ বংশ
মিস্পীহইতে বাহির হইয়া পিলেষ্টীয়দের
পশ্চাৎ২ তাড়না করিয়া বৈৎকরের নামো পর্য্যন্ত
তাহাদিগকে আঘাত করিল। ১২ তাহাতে শিমূ-
য়েল্ এক প্রস্তর লইয়া মিস্পীর ও শেনের
মধ্যস্থানে স্থাপন করিল, এবং 'এই অবধি
পরমেশ্বর আমাদের উপকার করিলেন,' ইহা
কহিয়া তাহার নাম এবন্-এষর্ (উপকারস্মর-
ণার্থক প্রস্তর) রাখিল।
১৩ এই প্রকারে পরাস্ত হইয়া পিলেষ্টীয়েরা
ইস্রায়েল্ বংশের অঞ্চলে আর আইল না।
এবং পরমেশ্বর শিমূয়েলের যাবজ্জীবন পিলে-
ষ্টীয়দের বিরুদ্ধাচারী হইলেন। ১৪ এবং ইক্রোণ্
অবধি গাৎ পর্য্যন্ত যে সমস্ত নগরকে পিলেষ্টী-
য়েরা ইস্রায়েল্ বংশহইতে হরণ করিয়াছিল,
সেই সকল নগর ও তাহাদের সীমা পুনর্ব্বার
ইস্রায়েল্ বংশের বশ হইল, যেহেতুক ইস্রায়েল্
বংশেরা পিলেষ্টীয়দের হস্তহইতে তাহা উদ্ধার
করিল। পরে ইমোরীয়দের সহিত ইস্রায়েল্
বংশের সন্ধি হইল।
১৫ ঐ শিমূয়েল্ যাবজ্জীবন ইস্রায়েল্ বংশের
বিচার করিল। ১৬ সে প্রতিবৎসর বৈথেলে ও
গিল্গলে ও মিস্পীতে পরিভ্রমণ করিয়া সেই
সকল স্থানে ইস্রায়েল্ বংশের বিচার করিত।
১৭ পরে যেখানে তাহার বাটী ছিল, সেই
রামৎ নগরে প্রত্যাগমন করিয়া সেই স্থানে
ইস্রায়েল্ বংশের বিচার করিত; সে সেই স্থানে
পরমেশ্বরের উদ্দেশে এক বেদি নির্ম্মাণ করিল।

৮ অধ্যায়।

১ শিমূয়েলের পুত্রগণের অন্যায় প্রযুক্ত লোকদের এক রাজাকে চাহন, ৬ ও তাহাদের যাজ্ঞা শিমূয়েলের অতুষ্টিকর হওন, ১০ ও ভাবি রাজার বর্ণনা, ১৯ ও রাজাকে নিযুক্ত করিতে শিমূয়েলের প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞা।

১ পরে শিমূয়েল্ বৃদ্ধ হইলে আপন পুত্রগণকে
ইস্রায়েল্ বংশের উপরে বিচারকর্তৃত্বপদে নি-
যুক্ত করিল। ২ তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম যো-
য়েল্, ও দ্বিতীয় পুত্রের নাম অবিয় ছিল; তাহারা
বেরশেবাতে বিচার করিতে লাগিল। ৩ কিন্তু তাহার
পুত্রগণ পিতার পথে না চলিয়া লোভানুগামী
ছিল, ও উৎকোচ লইয়া বিচারে অন্যায় করিত।
৪ অতএব ইস্রায়েল্ বংশের প্রাচীনগণ একত্র

হইয়া রামতে শিমূয়েলের নিকটে আসিয়া ৫ তা-
হাকে কহিল, দেখ, তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, এবং
তোমার পুত্রগণ তোমার পথে চলে না; অতএব
ভিন্নজাতীয় তাবৎ লোকদের ন্যায় আমাদের
বিচার করিতে তুমি আমাদের উপরে এক রাজা
নিযুক্ত কর।
৬ আমাদের বিচার করিতে এক রাজা নিযুক্ত
কর, তাহাদের এই কথা শিমূয়েলের মন্দ বোধ
হইল; তাহাতে শিমূয়েল্ পরমেশ্বরের উদ্দেশে
প্রার্থনা করিল। ৭ তখন পরমেশ্বর শিমূয়েল্কে
কহিলেন, এই লোকেরা তোমার কাছে যাহা২
কহিল, সেই সমস্ত বিষয়ে তাহাদের বাক্য শুন;
কেননা তাহারা যে তোমাকে ত্যাগ করিল তাহা
নহে, বরং আমি যেন তাহাদের উপরে রাজত্ব
না করি, এই অভিপ্রায়ে তাহারা আমাকেই ত্যাগ
করিল। ৮ মিসরহইতে আমাদ্বারা তাহাদের আ-
নয়ন দিন অবধি অদ্য পর্য্যন্ত তাহারা (আমার
সহিত) যে রূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছে,
অর্থাৎ ইতর দেবগণের সেবা করণার্থে আমাকে
ত্যাগ করিয়া আসিতেছে, তদ্রূপ ব্যবহার তোমার
সহিতও করিতেছে। ৯ তথাপি এখন তাহাদের
বাক্য শুন; কিন্তু তাহাদের নিকটে অতি দৃঢ় রূপে
আপন মত জানাও, এবং তাহাদের উপরে যে
রাজত্ব করিবে, সেই রাজার রীতি তাহাদিগকে
জ্ঞাত কর।
১০ পরে শিমূয়েল্ রাজপ্রার্থনাকারি লোক-
সমূহের নিকটে পরমেশ্বরের এই সকল কথা
কহিল। ১১ আরো কহিল, তোমাদের উপরে
রাজত্বকারি রাজার এই রূপ রীতি হইবে;
সে তোমাদের পুত্রগণকে লইয়া আপনার
রথারূঢ় ও অশ্বারূঢ় সৈন্য করিবে, এবং
তাহাদের কাহাকে২ আপন রথের অগ্রে ধাব-
মান করাইবে। ১২ সে তাহাদিগকে আপনার
সহস্রপতি ও পঞ্চাশৎপতি নিরূপণ করিবে,
এবং আপন ভূমির কৃষি করণার্থে ও শস্য
ছেদনার্থে এবং যুদ্ধাস্ত্র ও রথের সজ্জা নির্ম্মাণ
করণার্থে নিরূপণ করিবে। ১৩ এবং সে মো-
দককারিণী ও পাচিকা ও ভর্জ্জিকা করণার্থে
তোমাদের কন্যাগণকে গ্রহণ করিবে। ১৪ এবং
তোমাদের সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম শস্যক্ষেত্র ও দ্রাক্ষা-
ক্ষেত্র ও জিতবৃক্ষ লইয়া আপন ভৃত্যদিগকে
দিবে। ১৫ এবং তোমাদের বীজের ও দ্রাক্ষার
দশমাংশ লইয়া আপন গৃহাধ্যক্ষ ও ভৃত্যদিগকে
দিবে। ১৬ এবং সে তোমাদের দাস ও দাসী
ও সর্ব্বোত্তম যুব পুরুষ ও গর্দ্দভদিগকে লইয়া
আপন কার্য্যে নিযুক্ত করিবে। ১৭ সে তোমাদের
মেষগণের দশমাংশ লইবে, ও তোমরা তাহার
দাস হইবা। ১৮ সেই সময়ে তোমরা আপনা-
দের মনোনীত রাজা প্রযুক্ত বিলাপ করিবা;
কিন্তু পরমেশ্বর সেই সময়ে তোমাদিগকে উত্তর
দিবেন না।
১৯ তথাপি লোকেরা শিমূয়েলের বাক্য শুনিতে
অসম্মত হইয়া কহিল, না২, আমাদের এক জন
রাজা হউক; ২০ তাহাতে আমরাও ভিন্নজাতীয়
তাবৎ লোকের ন্যায় হইব; ও সেই রাজা
আমাদের বিচার করিবে ও আমাদের অগ্রসর
হইয়া যুদ্ধ করিবে। ২১ তখন শিমূয়েল্ লোক-
দের সমস্ত কথা শুনিয়া পরমেশ্বরের কর্ণগো-
চরে নিবেদন করিল। ২২ তাহাতে পরমেশ্বর
শিমূয়েলকে কহিলেন, তুমি তাহাদের কথা
শুনিয়া তাহাদের নিমিত্তে এক জন রাজা স্থির
কর; পরে শিমূয়েল্ ইস্রায়েল্ বংশকে কহিল,
তোমরা প্রত্যেকে আপন২ নগরে যাও।

৯ অধ্যায়।

১ শৌলের হারাণ গর্দ্দভী অনুসন্ধান করণ, ১১ ও
শিমূয়েলের কাছে যাওন, ১৫ ও শৌলকে শিমূ-
য়েলের ভোজন করাওন, ২৫ ও তাহাকে বিদায়
করিতে তাহার সঙ্গে বাহিরে যাওন।

১ ঐ সময়ে বিন্যামীন বংশীয় অফীহের বৃদ্ধ-
প্রপৌত্র বিখোরতের প্রপৌত্র সিরোরের পৌত্র
অবীয়েলের পুত্র কীশ্ নামে বিক্রমশালী এক
লোক ছিল; ২ এবং শৌল নামে তাহার এক
পরম সুন্দর যুব পুত্র ছিল; ইস্রায়েল্ বংশে
তদপেক্ষা সুন্দর কোন পুরুষ ছিল না, এবং সে
অন্য সমস্ত লোকহইতে এক মস্তক দীর্ঘ ছিল।
৩ অপর ঐ শৌলের পিতা কীশের গর্দ্দভী
সকল হারাণ হওয়াতে সে আপন পুত্র শৌলকে
কহিল, তুমি এক জন দাসকে সঙ্গে লইয়া
উঠিয়া গর্দ্দভীদের অন্বেষণ করিতে যাও। ৪ তা-
হাতে সে ইফ্রয়িম্ পর্ব্বত দিয়া ভ্রমণ করিয়া
শালিশা প্রদেশ দিয়া গমন করিল, কিন্তু তাহা-
দের উদ্দেশ পাইল না। পরে তাহারা শালীম্
প্রদেশ দিয়া গমন করিল; সেখানেও নাই। পরে
সে বিন্যামীন্ দেশে গমন করিল, কিন্তু সেখানেও
পাইল না। ৫ অনন্তর সূফ্ প্রদেশে উপস্থিত
হইলে শৌল আপন সঙ্গি দাসকে কহিল, আইস,
আমরা ফিরিয়া যাই; কি জানি আমার পিতা
গর্দ্দভীদের জন্যে আর ভাবিত না হইয়া আমা-
দের জন্যে ভাবিত হন। ৬ তাহাতে সে কহিল,
দেখ, এই নগরে ঈশ্বরের এক লোক থাকে;
সে অতি মান্য, এবং যাহা২ কহে সকলি সিদ্ধ
হয়; অতএব আইস, আমরা এখন সেই স্থানে
যাই; হয় তো সে আমাদের গন্তব্য পথ জানা-
ইতে পারিবে। ৭ তখন শৌল দাসকে কহিল,
দেখ, যদি আমরা যাই, তবে সে মানুষের কাছে

কি লইয়া যাইব? আমাদের পাত্রস্থ খাদ্যের
শেষ হইয়াছে; ঈশ্বরের লোকের কাছে লইয়া
যাইতে আমাদের উপঢৌকন নাই; আমাদের
কাছে কি আছে? ৮ তাহাতে সে দাস শৌলকে
প্রত্যুত্তর করিল, এই দেখ, আমার হস্তে এক
শেকলের চতুর্থাংশ রূপা আছে; পথ জানা-
ইবার জন্যে ঈশ্বরের লোককে ইহাই দিব।
৯ তাহাতে শৌল কহিল, উত্তম কহিলা; আইস,
আমরা যাই। তাহাতে তাহারা ঈশ্বরের লোকের
নিবাসনগরে গমন করিল। ১০ পূর্ব্বকালে ইস্রায়েল
বংশের মধ্যে ঈশ্বরের নিকটে জিজ্ঞাসা করিতে
যাইতে হইলে লোকেরা এই রূপ কহিত, আইস,
আমরা প্রদর্শকের নিকটে যাই; কেননা পূর্ব্ব-
কালে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ প্রদর্শক নামে প্রসিদ্ধ ছিল।
১১ যখন তাহারা নগরে যাইতে ঊর্দ্ধগামি
পথে গমন করিতেছিল, তখন জল তোলনার্থে
বহির্গামিনী কএক যুবতিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা
করিল, এই স্থানে কি প্রদর্শক থাকে? ১২ তাহারা
কহিল, থাকে; দেখ, সে তোমাদের অগ্রে
আছে; শীঘ্র গমন কর; ঐ টিকরস্থানের
উপরে অদ্য লোকদের এক যজ্ঞ হইবে, এই
জন্যে সে অদ্য নগরে আইল। ১৩ নগরমধ্যে
তোমাদের প্রবেশ করিবামাত্র টিকরস্থানোপরি
ভোজনার্থে তাহার গমনের পূর্ব্বে তাহার সহিত
সাক্ষাৎ করিতে হইবে; কেননা সে যাবৎ
উপস্থিত না হইবে, তাবৎ লোকেরা ভোজন
করিবে না, কারণ সে যজ্ঞদ্রব্যেতে আশীর্ব্বাদ
করিলে পর নিমন্ত্রিতেরা ভোজন করিবে;
অতএব এই ক্ষণে উঠিয়া যাও; এই সময়ে
তাহাকে একাকী পাইবা। ১৪ তখন তাহারা
নগরে যাইয়া নগরের মধ্যে উপস্থিত হইলে
শিমুয়েল্ টিকরস্থানে গমনার্থে বাহির হইয়া
তাহাদের প্রত্যক্ষ হইল।
১৫ এই শৌলের উপস্থিত হওনের পূর্ব্বদিবসে
পরমেশ্বর শিমূয়েলের কর্ণগোচরে কহিয়াছিলেন,
১৬ কল্য এমত সময়ে আমি বিন্যামীন্ প্রদেশ-
হইতে এক লোককে তোমার নিকটে প্রেরণ
করিব; তুমি তাহাকে আমার প্রজা ইস্রায়েল্ লো-
কদের রাজত্বপদে অভিষিক্ত করিবা; সে পি-
লেষ্টীয়দের হস্তহইতে আমার প্রজাদিগকে রক্ষা
করিবে; কেননা আমার প্রজাদের বিলাপ আ-
মার কর্ণগোচর হওয়াতে আমি তাহাদের প্রতি
কৃপাদৃষ্টি করিলাম। ১৭ পরে শিমূয়েল্ শৌলকে
দেখিলে পরমেশ্বর তাহাকে কহিলেন, আমি
যাহার কথা তোমার কাছে কহিয়াছিলাম, এই
দেখ সেই ব্যক্তি; এ ব্যক্তি আমার প্রজাদের
উপরে শাসন করিবে। ১৮ তখন শৌল্ দ্বার-
মধ্যে শিমূয়েলের নিকটে উপস্থিত হইয়া জি-
জ্ঞাসা করিল, বিনয় করি, প্রদর্শকের গৃহ কো-
থায়? তাহা আমাকে বল। ১৯ তাহাতে শিমূ-
য়েল্ শৌলকে উত্তর করিল, আমিই প্রদর্শক,
আমার অগ্রে ২ টিকরস্থানে আইস; অদ্য
তোমরা আমার সহিত ভোজন কর; কল্য প্রত্যূষে
আমি তোমাকে বিদায় করিব, এবং তোমার
মনের সমস্ত কথা তোমাকে জ্ঞাত করিব। ২০ অদ্য
তিন দিন হইল তোমার যে ২ গর্দ্দভী হারা-
ইয়াছে, তাহাদের জন্যে মনে ভাবিত হইও না;
সে সকল পাওয়া গিয়াছে। আর ইস্রায়েলের
তাবৎ বংশের আকাঙ্ক্ষা কাহার প্রতি? কি তো-
মার প্রতি ও তোমার তাবৎ পিতৃবংশের প্রতি
নয়? ২১ তাহাতে শৌল উত্তর করিল, এ কেমন?
আমি বিন্যামীন্ বংশের লোক; ইস্রায়েল্ লোক-
দের মধ্যে সেই বংশ ক্ষুদ্র,এবং বিন্যামীন্ বং-
শের মধ্যে আমার গোষ্ঠী সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র; তবে
আপনি আমাকে কেন এই প্রকার কথা কহেন?
২২ পরে শিমুয়েল্ শৌলকে ও তাহার দাসকে
লইয়া ভোজনশালায় গেল, এবং প্রায় ত্রিশ
জন নিমন্ত্রিতের মধ্যে তাহাদিগকে উত্তম স্থানে
বসাইল। ২৩ পরে শিমূয়েল্ পাচককে কহিল,
আমি তোমাকে যে অংশ দিয়া আপনার নিকটে
রাখিতে বলিয়াছিলাম, তাহা আন। ২৪ তাহাতে
পাচক স্কন্ধ ও তাহার উপরে যাহা ছিল, তাহা
শৌলের সম্মুখে স্থাপন করিলে শিমূয়েল্
কহিল, দেখ, ইহা রাখা গিয়াছিল, তুমি ইহা
আপন সম্মুখে রাখিয়া ভোজন কর, কেননা
আমি যে সময়ে লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া-
ছিলাম, তদবধি তোমার জন্যে ইহা রাখা গি-
য়াছে। তাহাতে সে দিবসে শৌল শিমূয়েলের
সহিত ভোজন করিল।
২৫ পরে তাহারা টিকরস্থানহইতে নগরে না-
মিলে শিমুয়েল্ ঘরের ছাতের উপরে শৌলের
সহিত কথোপকথন করিল। ২৬ পরে তাহারা প্র-
ভাতে উঠিলে শিমূয়েল্ অরুণোদয় সময়ে ঘরের
ছাতের উপরে শৌলকে ডাকিয়া কহিল, উঠ,
আমি তোমাকে বিদায় করি; তাহাতে শৌল
উঠিলে সে ও শিমুয়েল দুই জন বাহিরে গেল।
২৭ পরে তাহারা নগরের প্রান্তভাগ দিয়া গমন
করিতেছিল, এমত সময়ে শিমুয়েল্ শৌলকে
কহিল, তোমার দাসকে আমাদের অগ্রে ২
যাইতে কহ; কিন্তু তুমি কিছু কাল দাঁড়াও,
আমি তোমাকে ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করাই।
তাহাতে দাস অগ্রে ২ চলিল।

১০ অধ্যায়।

১ শৌলকে অভিষিক্ত করণ ও গৃহে যাওন সময়ের
ঘটনা প্রকাশ করণ, ৯ ও শৌলের অন্য প্রকার
মনুষ্য হওন, ১৪ ও মাতুলের কাছে শিমূয়েলের

কথা অপ্রকাশ করণ, ১৭ ও শৌল রাজার মনোনীত
হওন ও তাহার বিষয়ে লোকদের প্রেম ও অপ্রেম।

১ অনন্তর শিমূয়েল্‌ তৈলশৃঙ্গ লইয়া তাহার মস্ত-
কোপরি তৈল ঢালিল, এবং তাহাকে চুম্বন করি-
য়া কহিল, পরমেশ্বর আপন অধিকারের অধ্য-
ক্ষপদে কি তোমাকে অভিষেক করিলেন না?
২ অদ্য তুমি যখন আমার নিকটহইতে গমন
করিবা, তৎকালে বিন্যামীনের সীমাস্থিত সেল্‌স-
হে রাহেলের কবরের নিকটে দুই জনকে পাই-
বা, তাহারা তোমাকে কহিবে, তুমি যে২ গর্দ্দভী
অন্বেষণ করিতে গিয়াছিলা, সেই সকল পাওয়া
গিয়াছে; এবং দেখ, তোমার পিতা গর্দ্দভী
বিষয়ের ভাবনা ত্যাগ করিয়া, পুত্রের জন্যে কি
করিব? ইহা বলিয়া তোমাদের জন্যে শোক
করিতেছে। ৩ পরে তুমি তথাহইতে অগ্রসর
হইয়া তাবোরের এলোন্‌ বৃক্ষের নিকটে আসিবা,
সে স্থানে তিন ছাগবৎসবাহক এক জন, ও তিন
রুটীবাহক এক জন, ও এক কুপা দ্রাক্ষারস
বাহক এক জন, বৈথেলে ঈশ্বরের নিকটে গমন-
কারি এই তিন জনের সহিত তোমার সাক্ষাৎ
হইবে। ৪ তাহারা তোমার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিবে
ও দুই রুটী দিবে, এবং তুমি তাহাদের হস্তহইতে
তাহা গ্রহণ করিবা। ৫ পরে যেখানে পিলেস্টী-
য়দের সৈন্যদল আছে, এমত ঈশ্বরের পর্ব্বতে
যাইবা, এবং তথাকার নগরে উপস্থিত হইলে
নেবল ও তবল ও বাঁশী ও বীণা পুরঃসর টিকর-
স্থানহইতে আগমনকারি এক দল ভবিষ্যদ্বক্তার
সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে, তাহারা ঈশ্ব-
রীয় বাক্য কহিবে। ৬ তখন পরমেশ্বরের আত্মা
তোমাতে আবির্ভূত হইবে, তাহাতে তুমিও তা-
হাদের সহিত ঈশ্বরীয় বাক্য কহিবা, এবং অন্য
প্রকার মনুষ্য হইবা। ৭ এই সকল লক্ষণ তো-
মার প্রতি ঘটিলে তুমি উপস্থিত প্রয়োজনা-
নুসারে করিবা, কেননা ঈশ্বর তোমার সহায়
হইবেন। ৮ পরে তুমি আমার অগ্রে২ গিল্‌গলে
যাইবা; এবং দেখ, আমি হোমবলি ও মঙ্গলা-
র্থক বলি উৎসর্গ করিতে তোমার নিকটে যাইব;
যাবৎ তোমার নিকটে না যাই ও তোমার কর্ত্তব্য
তোমাকে জ্ঞাত না করি, তাবৎ সপ্ত দিন পর্য্যন্ত
বিলম্ব করিবা।

৯ পরে সে শিমূয়েলের নিকটহইতে যাইতে
গ্রীবা ফিরাইলে ঈশ্বর তাহার অন্য অন্তঃকরণ
দিলেন, এবং সেই দিনে ঐ সমস্ত লক্ষণ ঘটিল
১০ বিশেষতঃ তাহারা সেখানে পর্ব্বতে উপস্থিত
হইলে এক দল ভবিষ্যদ্বক্তা তাহার সহিত মি-
লিল; তাহাতে ঈশ্বরের আত্মা তাহাতে আবি-
র্ভূত হওয়াতে তাহাদের মধ্যে সেও ঈশ্বরীয় বাক্য
কহিতে লাগিল। ১১ তখন সে ভবিষ্যদ্বক্তাদের
মধ্যে ঈশ্বরীয় বাক্য কহিতেছে, ইহা দেখিয়া
তাহার পূর্ব্বপরিচিত লোকেরা পরস্পর কহিল,
কীশের পুত্রের কি হইল? শৌলও কি ভবিষ্য-
দ্বক্তৃগণের মধ্যে এক জন? ১২ তাহাতে তথা-
কার এক জন উত্তর করিল, তাহাদের পিতা
কে? এই রূপে, শৌলও কি ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের
মধ্যে এক জন? এই কথা লোকদের মধ্যে
প্রচলিত দৃষ্টান্ত হইল। ১৩ পরে সে ঈশ্বরীয়
বাক্য কথন সাঙ্গ করিয়া টিকরস্থানে গেল।

১৪ পরে শৌলের মাতুল তাহাকে ও তাহার
দাসকে জিজ্ঞাসিল, তোমরা কোথায় গিয়াছিলা?
সে কহিল, গর্দ্দভী অন্বেষণ করিতে; কিন্তু গর্দ্দভী
কোন স্থানে নাই, ইহা দেখিয়া আমরা শিমূ-
য়েলের নিকটে গমন করিলাম। ১৫ শৌলের
মাতুল কহিল, বিনয় করি, শিমূয়েল্‌ তোমাদিগকে
কি কহিল? তাহা আমাকে বল। ১৬ তাহাতে
শৌল আপন মাতুলকে কহিল, সে আমাদিগকে
স্পষ্টরূপে কহিল, গর্দ্দভী সকল পাওয়া গিয়াছে।
কিন্তু রাজ্য বিষয়ের যে কথা শিমূয়েল্‌ কহিয়া-
ছিল, তাহা সে তাহাকে বলিল না।

১৭ পরে শিমূয়েল্‌ লোকদিগকে মিস্‌পীতে
পরমেশ্বরের নিকটে ডাকাইয়া ১৮ ইস্রায়েল্‌
বংশদিগকে কহিল, ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর
কহেন, আমি ইস্রায়েল্‌ বংশকে মিসরদেশ-
হইতে আনিয়াছি, এবং তোমাদের উপদ্রবকারি
মিস্রীয় ও অন্যান্য রাজ্যস্থ লোকদের হস্তহইতে
তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছি। ১৯ কিন্তু তো-
মাদের সমস্ত দুর্দ্দশা ও সঙ্কটহইতে উদ্ধারকারী
যে তোমাদের ঈশ্বর, তোমরা তাঁহাকে অদ্য
ত্যাগ করিলা, এবং তাঁহাকে কহিলা, আমাদের
উপরে এক রাজা নিযুক্ত কর; অতএব তোমরা
এখন আপন২ বংশানুসারে ও সহস্র২ দলা-
নুসারে পরমেশ্বরের নিকটে উপস্থিত হও।
২০ পরে শিমূয়েল্‌ ইস্রায়েলের তাবৎ বংশকে
নিকটে আনাইলে বিন্যামীন্‌ বংশ নিশ্চিত হইল।
২১ এবং এক২ গোষ্ঠ্যনুসারে বিন্যামীন্‌ বংশকে
নিকটে আনাইলে মট্রির গোষ্ঠী নিশ্চিত হইল,
এবং তাহার মধ্যে কীশের পুত্র শৌল নিশ্চিত
হইল; কিন্তু অন্বেষণ করিলে তাহার উদ্দেশ
পাওয়া গেল না। ২২ অতএব তাহারা পরমে-
শ্বরের নিকটে আরো জিজ্ঞাসিল, সেই ব্যক্তি
কি এখন এই স্থানে আসিয়াছে? তাহাতে পর-
মেশ্বর কহিলেন, দেখ, সে সামগ্রীর মধ্যে
লুক্কায়িত আছে। ২৩ পরে তাহারা দৌড়িয়া
তথাহইতে তাহাকে আনিল। তাহাতে সে লোক-
দের মধ্যে দাঁড়াইলে অন্য লোক অপেক্ষা
এক মস্তক দীর্ঘ হইল। ২৪ পরে শিমূয়েল্‌
লোকদিগকে কহিল, এই দেখ, পরমেশ্বরের

মনোনীত ব্যক্তি; লোকদের মধ্যে ইহার তুল্য
কেহ নাই। তাহাতে লোকেরা জয়ধ্বনি করি-
য়া কহিল, রাজা চিরজীবী হউন। ২৫ পরে
শিমূয়েল্ লোকদিগকে রাজনীতি কহিল, এবং
তাহা পুস্তকে লিখিয়া পরমেশ্বরের সাক্ষাতে
রাখিল; পরে শিমূয়েল্ তাবৎ লোককে আ-
পন২ বাটীতে বিদায় করিল। ২৬ এবং শৌলও
গিবিয়া নগরে আপন বাটীতে গমন করিল।
পরে ঈশ্বর যাহাদের অন্তঃকরণে প্রবৃত্তি দিলেন,
এমন এক দল সৈন্য তাহার সহিত গেল।
২৭ কিন্তু এই ব্যক্তি আমাদিগের কি উপকার
করিবে? ইহা বলিয়া দুষ্ট লোকেরা তাহাকে
তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া উপঢৌকন দিল না; তথাপি
সে বধিরের ন্যায় থাকিল।

১১ অধ্যায়।

১ নাহশের নিয়মকথা, ৪ ও শৌলের ও ইস্রায়েল
বংশের প্রতি দূত প্রেরণ ও তাহাদ্বারা রক্ষা পাওন,
১২ ও শৌলের অভিষিক্ত হওন,।

১ পরে অম্মোনীয় নাহশ্ আসিয়া যাবেশ-গিলি-
য়দের সম্মুখে শিবির স্থাপন করিল; তাহাতে
যাবেশের লোকেরা নাহশ্কে কহিল, তুমি আমা-
দের সহিত নিয়ম স্থির কর; আমরা তোমার
সেবা করিব। ২ কিন্তু অম্মোনীয় নাহশ্ তাহাদি-
গকে এই উত্তর দিল, আমি তোমাদের সকলের
দক্ষিণ চক্ষু উৎপাটন করিয়া ইস্রায়েলের তাবৎ
বংশে কলঙ্ক রাখিব, তোমাদের সহিত এই
নিয়ম করিব। ৩ যাবেশের প্রাচীনেরা কহিল,
তুমি সাত দিবস আমাদের প্রতি ক্ষান্ত থাক;
আমরা ইস্রায়েল্ বংশের তাবৎ অঞ্চলে দূত
প্রেরণ করি; তাহাতে কেহ যদি আমাদিগের
উপকার না করে, তবে আমরা বাহির হইয়া
তোমার নিকটে আসিব।
৪ অপর দূতগণ শৌলের বাসস্থান গিবিয়া
নগরে উপস্থিত হইয়া লোকদের কর্ণগোচরে ঐ
সংবাদ কহিল, তাহাতে তাবৎ লোক উচ্চৈঃস্বরে
রোদন করিতে লাগিল। ৫ অপর শৌল ক্ষেত্র-
হইতে বলদের পশ্চাৎ২ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,
লোকদের কি হইল? তাহারা কেন রোদন
করিতেছে? তাহাতে লোকেরা যাবেশের লোক-
দের ঐ সংবাদ তাহাকে কহিল। ৬ তখন ঐ
সংবাদ শুনিবামাত্র ঈশ্বরের আত্মা শৌলেতে
আবির্ভূত হইলে তাহার ক্রোধ অতিশয় প্রজ্বলিত
হইল। ৭ এবং সে দুই বলদ লইয়া খণ্ড২ করিয়া
দূতদ্বারা ইস্রায়েল্ দেশের সর্ব্বত্র পাঠাইয়া
কহিল, যে কেহ শৌলের ও শিমূয়েলের পশ্চাৎ
না আসিবে, এই বলদের ন্যায় তাহার বলদের
প্রতি করা যাইবে; তাহাতে পরমেশ্বরহইতে
লোকদের ভয় উপস্থিত হইলে তাহারা সকলে
সম্মত হইয়া বাহির হইল। ৮ পরে বেষকেতে
তাহাদিগকে গণনা করিলে ইস্রায়েল্ বংশের
তিন লক্ষ ও যিহূদা বংশের ত্রিশ সহস্র লোক
গণিত হইল। ৯ পরে তাহারা আগত দূতগণকে
কহিল, তোমরা যাইয়া যাবেশ্-গিলিয়দের লো-
কদিগকে কহ, কল্য প্রখর রৌদ্র হওন সময়ে
তোমরা উপকার পাইবা; তাহাতে দূতগণ আ-
সিয়া যাবেশের লোকদিগকে ঐ সমাচার কহি-
লে তাহারা আনন্দিত হইল। ১০ পরে যা-
বেশের লোকেরা কহিল, কল্য আমরা তো-
মাদের নিকটে বাহির হইয়া আসিব; তাহাতে
তোমাদের দৃষ্টিতে যাহা ভাল হয়, তাহা আমা-
দের প্রতি করিবা। ১১ পরদিবসে শৌল আপন
লোকদিগকে তিন দল করিয়া বেলা এক প্রহরের
মধ্যে শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রচণ্ড রৌদ্র
হওন পর্য্যন্ত অম্মোনীয়দিগকে সংহার করিল;
তাহাতে তাহাদের অবশিষ্ট লোকেরা এমত ছিন্ন-
ভিন্ন হইল, যে দুই জন এক স্থানে থাকিল না।
১২ পরে লোকেরা শিমূয়েল্কে কহিল, শৌল
কি আমাদের উপরে রাজা হইবে? এই কথা
কে২ কহিয়াছে? সেই মনুষ্যদিগকে আন,
আমরা তাহাদিগকে বধ করি। ১৩ তাহাতে শৌল
কহিল, অদ্য কাহাকেও বধ করা যাইবে না,
কেননা অদ্য পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশকে রক্ষা
করিলেন। ১৪ পরে শিমূয়েল্ লোকদিগকে
কহিল, আইস, আমরা গিল্গলে যাইয়া সেখা-
নে রাজ্য পুনর্ব্বার স্থির করি। ১৫ পরে তাবৎ
লোক গিল্গলে গিয়া সেই স্থানে পরমেশ্বরের
সাক্ষাতে শৌলকে রাজ্যে অভিষেক করিল, এবং
সে স্থানে পরমেশ্বরের উদ্দেশে মঙ্গলার্থক বলি
উৎসর্গ করিল, এবং শৌল ও ইস্রায়েলের তাবৎ
মনুষ্য সেখানে মহা আনন্দ করিল।

১২ অধ্যায়।

১ শিমূয়েলের নির্দ্দোষ হওন, ৬ ও লোকদের অকৃত-
জ্ঞতা প্রকাশ, ১৬ ও শস্যচ্ছেদনের সময়ে মেঘ-
গর্জ্জনদ্বারা তাহাদের ভীত হওন, ২০ ও শিমূয়েলের
তাহাদিগকে সান্ত্বনা ও উপদেশ দেওন।

১ পরে শিমূয়েল্ ইস্রায়েলের তাবৎ বংশকে
কহিল, দেখ, তোমরা আমাকে যাহা২ কহিলা,
আমি তোমাদের সেই সমস্ত কথা শুনিয়া তো-
মাদের উপরে এক জনকে রাজা করিলাম।
২ এই দেখ, রাজা তোমাদের সম্মুখবর্ত্তী আছে;
আমি বৃদ্ধ ও পককেশ হইলাম; আর দেখ,
আমার পুত্রগণ তোমাদের সহিত আছে, এবং
আমি বালককালাবধি অদ্য পর্য্যন্ত তোমাদের
সম্মুখবর্ত্তী হইয়া আসিতেছি। ৩ দেখ, আমি

এই স্থানে আছি; তোমরা পরমেশ্বরের বা
তাঁহার অভিষিক্তের সাক্ষাতে আমার বিষয়ে
প্রমাণ দেও, আমি কাহার গোরু লইয়াছি?
কাহার বা গর্দ্দভ লইয়াছি? কাহার প্রতি বা
অন্যায় করিয়াছি? কাহার উপরে বা দৌরাত্ম্য
করিয়াছি? কিম্বা আপন চক্ষু অন্ধ করিতে কাহার
হস্তহইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছি? আমি তো-
মাদিগকে তাহা ফিরাইয়া দিব। ৪ তাহারা কহিল,
আপনি আমাদের প্রতি অন্যায় করেন নাই,
ও দৌরাত্ম্য করেন নাই, ও কাহারো হস্তহইতে
কিছু গ্রহণ করেন নাই। ৫ পরে সে তাহাদিগকে
কহিল, তোমরা আমার হস্তে (পরের) কোন
দ্রব্য পাও নাই, ইহাতে পরমেশ্বর ও তাঁহার
অভিষিক্ত ব্যক্তি অদ্য সাক্ষী আছেন। তা-
হারা উত্তর করিল, সাক্ষী আছেন।

৬ পরে শিমূয়েল্ লোকদিগকে কহিল, সেই
পরমেশ্বর মূসাকে ও হারোণ্‌কে নিযুক্ত করিয়া-
ছিলেন, এবং তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে মিসর্-
দেশহইতে বাহির করিয়া আনিয়াছেন। ৭ তোমরা
এখন দাঁড়াও; পরমেশ্বর তোমাদের ও তোমাদের
পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি যে সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়া-
ছেন, তদ্‌বিষয়ে আমি পরমেশ্বরের সাক্ষাতে
তোমাদের সহিত বিবেচনা করিব। ৮ যাকুব্
মিসর্‌দেশে আইলে পরে যখন তোমাদের
পূর্ব্বপুরুষেরা পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিল,
তখন পরমেশ্বর মূসাকে ও হারোণকে প্রেরণ
করিলেন; তাহাতে তাহারা মিসরহইতে তোমা-
দের পূর্ব্বপুরুষদিগকে বাহির করিয়া আনিল,
এবং এই স্থানে তাহাদিগকে বাস করাইল।
৯ পরে লোকেরা আপনাদের প্রভু পরমেশ্বর-
কে বিস্মৃত হইলে তিনি হাৎসোরের সেনাপতি
সীষিরার ও পিলেষ্টীয়দের ও মোয়াবীয় রাজার
হস্তে তাহাদিগকে বিক্রয় করিলেন; তাহাতে
তাহারা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিল। ১০ পরে
তাহারা পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করিয়া
কহিল, আমরা পাপ করিলাম, আমরা পরমেশ্ব-
রকে ত্যাগ করিয়া বাল্ দেবগণের ও অস্তারোৎ
দেবীগণের সেবা করিলাম; কিন্তু এখন তুমি
শত্রুহস্তহইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর, তাহাতে
আমরা তোমার সেবা করিব। ১১ পরে পরমেশ্বর
যিরুব্বাল্‌কে ও বারক্‌কে ও যিপ্তহকে ও শিমূ-
শোনকে প্রেরণ করিয়া তোমাদের চতুর্দ্দিকস্থ
শত্রুহস্তহইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিলেন; তা-
হাতে তোমরা নিরাপদে বাস করিলা। ১২ পরে
অম্মোন্ বংশীয় রাজা নাহশ্ তোমাদের প্রতি-
কূলে বাহির হইয়া আসিতেছে, তাহা দেখিয়া
তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের রাজা
হইলেও তোমরা আমাকে কহিলা, না, না, কিন্তু
কোন রাজা আমাদের উপরে রাজত্ব করুক।
১৩ অতএব এই দেখ, তোমাদের মনোনীত ও
প্রার্থিত রাজা; দেখ, পরমেশ্বর তোমাদের
উপরে এক রাজা নিযুক্ত করিলেন। ১৪ আর
তোমরা যদি পরমেশ্বরকে ভয় করিয়া তাঁহার
সেবা কর, ও তাঁহারি কথা শুন, ও পরমেশ্বরের
আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ না কর, তবে তোমরা এবং
তোমাদের উপরে কর্ত্তৃত্বপ্রাপ্ত রাজা, উভয়ে
প্রভু পরমেশ্বরের অনুবর্ত্তী হও। ১৫ কিন্তু যদি
পরমেশ্বরের কথা না শুন ও পরমেশ্বরের আ-
জ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ কর, তবে পরমেশ্বর যেমন
তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রতিকূল ছিলেন,
তদ্রূপ তোমাদেরও প্রতিকূল হইবেন।

১৬ এখন তোমরা দাঁড়াও; পরমেশ্বর তোমা-
দের সাক্ষাতে যে মহাকর্ম্ম করিবেন, তাহা দেখ।
১৭ অদ্য কি গোমশস্য ছেদনের সময় নয়?
আমি পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করিব;
তাহাতে তিনি মেঘগর্জ্জন ও বৃষ্টি করিলে তো-
মরা রাজপ্রার্থনা করাতে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে
অতি দুষ্টতা করিয়াছ, ইহা দেখিয়া বুঝিবা।
১৮ পরে শিমূয়েল্ পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা
করিলে পরমেশ্বর ঐ দিবসে মেঘগর্জ্জন ও বৃষ্টি
করিলেন; তাহাতে সমস্ত লোক পরমেশ্বরহইতে
ও শিমূয়েল্‌হইতে অতিশয় ভীত হইল। ১৯ এবং
সমস্ত লোক শিমূয়েল্‌কে কহিল, আমরা যেন
না মরি, এই জন্যে তুমি আপন দাসদের নি-
মিত্তে আপন প্রভু পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা
কর, কেননা আমরা রাজপ্রার্থনা করাতে পাপের
উপরে পাপ করিয়াছি।

২০ পরে শিমূয়েল্ লোকদিগকে কহিল, যদ্য-
পি তোমরা এই সমস্ত দুষ্টতা করিয়াছ, তথাপি
ভয় করিও না; কিন্তু কোন মতে পরমেশ্বরের
পশ্চাদ্গমনে নিবৃত্ত না হইয়া আপনাদের সমস্ত
অন্তঃকরণের সহিত পরমেশ্বরের সেবা কর।
২১ এবং অসার দেবগণের অনুবর্ত্তী হইয়া বি-
পথগামী হইও না; তাহারা উপকার ও রক্ষা
করণে অক্ষম, কেননা তাহারা অসার। ২২ পর-
মেশ্বর আপন মহানামের গুণে আপন প্রজা-
দিগকে ত্যাগ করিবেন না; তোমাদিগকে আপন
প্রজা করিতে পরমেশ্বরের মনোভিলাষ আছে।
২৩ এবং আমি যে তোমাদের জন্যে প্রার্থনা
করিতে ত্রুটি করণদ্বারা পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ
করি, এমত না হউক; আমি তোমাদিগকে উত্তম
ও সরল পথ শিক্ষা করাইব। ২৪ তোমরা
কেবল পরমেশ্বরকে ভয় কর, ও আপনাদের
সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত সত্যরূপে তাঁহার সেবা
কর, এবং তিনি তোমাদের জন্যে যে ২ মহৎকর্ম্ম
করিয়াছেন, তাহা বিবেচনা কর। ২৫ নতুবা যদি

তোমরা নিতান্ত মন্দ আচরণ কর, তবে তোমরা
ও তোমাদের রাজা উভয়ে বিনষ্ট হইবা।

১৩ অধ্যায়।

১ তিন সহস্র লোককে শৌলের মনোনীত করণ, ৫
ও যুদ্ধ করিতে পিলেষ্টীয়দের একত্র হওন, ৮ ও
শিমূয়েল্ উপস্থিত না হইলে শৌলের হোম করণ,
১১ ও শৌলের প্রতি শিমূয়েলের অনুযোগ, ১৭
ও পিলেষ্টীয়দের তিন দলের কথা, ১৯ ও ইস্রা-
য়েলের মধ্যে কর্ম্মকারের অভাব।

১ শৌল এক বৎসর রাজ্য করিয়াছিল; পরে
আর দুই বৎসর ইস্রায়েল্ বংশের উপরে
রাজত্ব করণানন্তর ২ শৌল ইস্রায়েল্ বংশের তিন
সহস্র সৈন্য মনোনীত করিল; তাহার দুই সহস্র
মিক্মসে ও বৈথেল্ পর্ব্বতে শৌলের সহিত
থাকিল; এবং এক সহস্র বিন্যামীন্ প্রদেশস্থ
গিবিয়াতে যোনাথনের সহিত থাকিল; এবং
অন্য সকল লোককে সে আপন২ বাসস্থানে
বিদায় করিল। ৩ পরে যোনাথন্ গেবাস্থিত
পিলেষ্টীয়দের সৈন্যদল জয় করিলে পিলে-
ষ্টীয়েরা তাহা শুনিল; তাহাতে শৌল দেশের
সর্ব্বত্র তূরী ঘোষণা করাইয়া কহিল, ইব্রীয়
লোকেরা শুনুক। ৪ তাহাতে পিলেষ্টীয়দের
সৈন্যদল শৌলদ্বারা পরাজিত হওয়াতে ইস্রায়েল্
বংশ পিলেষ্টীয়দের নিকটে ঘৃণাস্পদ হইল,
এই কথা তাবৎ ইস্রায়েল্ লোক শুনিল; পরে
লোকেরা শৌলের পশ্চাৎ গিল্গলে একত্র হইল।
৫ অপর পিলেষ্টীয়েরা ইস্রায়েল্ বংশের
সহিত যুদ্ধ করিতে ত্রিশ সহস্র রথকে ও ছয়
সহস্র অশ্বারূঢ়কে ও সমুদ্রতীরস্থ বালুকার ন্যায়
অসঙ্খ্য লোকদিগকে একত্র করিল; তাহারা
আসিয়া বৈথাবনের পূর্ব্বদিকস্থ মিক্মসে শিবির
স্থাপন করিল। ৬ তাহাতে উপদ্রব প্রযুক্ত ইস্রা-
য়েল্ লোকেরা আপনাদিগকে বিপদ্গ্রস্ত দেখিয়া
গুহাতে ও ঝোপে ও পর্ব্বতে ও উচ্চ স্থানে ও
গর্ত্তে লুক্কায়িত হইল। ৭ এবং ইব্রীয়দের কেহ২
যর্দ্দন্ পার হইয়া গাদ্ ও গিলিয়দ্ দেশে গেল,
এবং শৌল সেই পর্য্যন্ত গিল্গলে থাকিল;
কিন্তু তাহার পশ্চাদ্গামি লোক সকল কম্পা-
ন্বিত হইল।
৮ পরে শৌল শিমূয়েলের নিরূপিত কালা-
নুসারে সাত দিবস গৌণ করিল; কিন্তু শিমূয়েল্
গিল্গলে আগমন না করাতে লোকেরা তাহার
নিকটহইতে ছিন্নভিন্ন হইলে ৯ শৌল কহিল,
এই স্থানে আমার নিকটে হোমবলি ও মঙ্গ-
লার্থক বলি আন; পরে সে হোমবলি উৎসর্গ
করিল। ১০ হোমবলি উৎসর্গ সমাপ্ত করিবামাত্র
শিমূয়েল্ উপস্থিত হইল; তাহাতে শৌল তা-
হাকে নমস্কার করণার্থে তাহার সহিত সাক্ষাৎ
করিতে গেল।
১১ পরে শিমূয়েল্ কহিল, তুমি কি করিলা?
শৌল উত্তর করিল, লোকেরা আমার নিকট-
হইতে ছিন্নভিন্ন হইতেছে, এবং নিরূপিত দিব-
সের মধ্যে তুমিও আইস নাই, এবং পিলেষ্টী-
য়েরা মিক্মসে একত্রীভূত আছে, ইহা দেখিয়া
১২ আমি কহিলাম, পিলেষ্টীয়েরা এখনি না-
মিয়া গিল্গলে আমার নিকটে আসিবে, কিন্তু
আমি পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করি নাই;
এই জন্যে আমি সাহস বাঁধিয়া হোমবলি উৎ-
সর্গ করিলাম। ১৩ তাহাতে শিমূয়েল্ শৌলকে
কহিল, তুমি অজ্ঞান লোকের কর্ম্ম করিলা;
তোমার প্রভু পরমেশ্বর তোমাকে যে আজ্ঞা
দিয়াছেন, তাহা পালন করিলা না; করিলে
পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশের উপরে তোমার
রাজত্ব সদাকাল পর্য্যন্ত স্থির করিয়া রাখি-
তেন। ১৪ এখন তোমার রাজ্য স্থির থা-
কিবে না; পরমেশ্বর আপন মনের মত এক
জনকে নিশ্চয় করিয়া আপন লোকদের অধ্য-
ক্ষপদে নিযুক্ত করিলেন, কেননা পরমেশ্বর
তোমাকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা তুমি
পালন কর নাই ১৫ পরে শিমূয়েল্ উঠিয়া
গিল্গল্হইতে বিন্যামীনের গিবিয়াতে প্রস্থান
করিল; তখন শৌল গণনা করিয়া ছয় শত
লোক আপনার নিকটে বর্ত্তমান পাইল।
১৬ শৌল ও তাহার পুত্র যোনাথন্ ও তাহাদের
নিকটে বর্ত্তমান লোকেরা বিন্যামীনের গিবিয়াতে
থাকিল, এবং পিলেষ্টীয়েরা মিক্মসে শিবির
স্থাপন করিয়া থাকিল।
১৭ পরে পিলেষ্টীয়দের শিবিরহইতে তিন
দল বিনাশক সৈন্য নির্গত হইল, তাহার এক
দল অফ্রার পথে গমন করিয়া শিয়াল্ প্রদেশে
গেল। ১৮ এবং অন্য দল বৈথোরোণের পথের
প্রতি ফিরিল; এবং আর এক দল সিবোয়িম্
উপত্যকাভিমুখ সীমার পথ দিয়া প্রান্তরের
দিগে গেল।
১৯ ঐ সময়ে ইস্রায়েলের তাবৎ দেশে কর্ম্মকার
ছিল না; কারণ পিলেষ্টীয়েরা কহিল, পাছে
ইব্রীয় লোকেরা আপনাদের জন্যে খড়্গ ও
বড়্শা নির্ম্মাণ করে। ২০ অতএব ইস্রায়েলের
তাবৎ লোক আপন২ ফাল বা ছুরিকা বা
কুড়ালি বা কোদালি শাণ দিতে পিলেষ্টীয়দের
নিকটে যাইত। ২১ ফলতঃ তাহাদের ফাল বা
ছুরিকা বা বিদা বা কুড়ালির ধার ভোঁতা হইলে,
কিম্বা কোন অস্ত্রের কাঁটা সারাইতে হইলে
তথায় যাইতে হইত। ২২ এই জন্যে যুদ্ধসময়ে
শৌলের ও যোনাথনের সঙ্গি লোকদের হস্তে

খড়্গ বা বড়শা ছিল না, কেবল শৌলের ও
তাহার পুত্র যোনাথনের হস্তে ছিল। ২৩ পরে
পিলেষ্টীয়দের এক দল সৈন্য মিক্‌মসের ঘাটে
বাহির হইয়া আইল।

১৪ অধ্যায়।

১ পিলেষ্টীয়দের সৈন্যদলের প্রতি যোনাথনের আক্রমণ, ৪ ও সৈন্যদলের পরাজয়ের কথা, ১৯ ও পরাস্ত লোকদের পশ্চাৎ যাইতে লোকদের একত্র হওন, ২৪ ও শৌলের শপথ ও যোনাথনদ্বারা তাহার লঙ্ঘন, ৩১ ও রক্তের সহিত মাংস ভোজনে লোকদের দোষের কথা, ৩৬ ও লোকদের দ্বারা যোনাথনের রক্ষা, ৪৬ ও শৌলের নানা কর্ম্ম, ৪৯ ও শৌলের বংশাবলি।

১ এক দিবস শৌলের পুত্র যোনাথন্ আপন
অস্ত্রবাহক যুবকে কহিল, আইস, আমরা চলিয়া
ওদিগে স্থিত পিলেষ্টীয়দের সৈন্যদলের নিকটে
যাই; কিন্তু সে এই কথা আপন পিতাকে জ্ঞাত
করিল না। ২ তৎকালে শৌল গিবিয়ার প্রান্ত-
ভাগে মিগ্রোণস্থ এক দাড়িম্ব বৃক্ষের তলে ছিল,
এবং তাহার সঙ্গে প্রায় ছয় শত লোক ছিল।
৩ সেই সময়ে যে এলি শীলোতে পরমেশ্বরের
যাজক হইয়াছিল, তাহার প্রপৌত্র পীনিহসের
পৌত্র ঈখাবোদের ভ্রাতা অহীটূবের পুত্র যে
অহিয় সে এফোদ্ বস্ত্রধারী ছিল; এবং যো-
নাথন্ যে বাহির হইয়া গিয়াছে, এ কথা লো-
কেরা অবগত ছিল না।
৪ অপর যোনাথন্ যে ঘাট দিয়া পিলেষ্টীয়-
দের সৈন্যদলের নিকটে যাইতে চেষ্টা করিল,
সেই ঘাটের মধ্যস্থলে এক পার্শ্বে শৃঙ্গাকার এক
পর্ব্বত, এবং অন্য পার্শ্বে শৃঙ্গাকার অন্য পর্ব্বত
ছিল; তাহার একের নাম বোৎসেস্ ও অন্যের
নাম সেনি। ৫ তাহার মধ্যে এক স্তম্ভাকৃতি শৃঙ্গ
মিক্‌মসের অভিমুখ উত্তর দিগে, ও দ্বিতীয় গি-
বিয়ার অভিমুখ দক্ষিণ দিগে ছিল। ৬ পরে যো-
নাথন্ আপন অস্ত্রবাহক যুবকে কহিল, আইস,
আমরা পার হইয়া ঐ অচ্ছিন্নত্বক্‌দের সৈন্য-
দলের নিকটে যাই; হইতে পারে পরমেশ্বর
আমাদের সাহায্য করিবেন; কেননা অনেকের
দ্বারা কিম্বা অল্পের দ্বারা উদ্ধার করা পরমে-
শ্বরের দুষ্কর নহে। ৭ তাহাতে তাহার অস্ত্র-
বাহক কহিল, তোমার মনে যাহা লয়, সে সকল
কর; অগ্রসর হও, আমি তোমার মনের বা-
ঞ্ছানুসারে তোমার সহিত আছি। ৮ তাহাতে
যোনাথন্ কহিল, দেখ, আমরা চলিয়া এই লো-
কদের নিকটে যাইয়া আপনাদিগকে প্রকাশ
করি। ৯ তাহাতে তাহারা যদি আমাদিগকে কহে,
যাবৎ আমরা তোমাদের নিকটে না আইসি,
তাবৎ বিলম্ব কর; তবে আমরা আপনাদের
স্থানে থাকিব, তাহাদের কাছে উঠিয়া যাইব না।
১০ কিন্তু আমাদের নিকটে উঠিয়া আইস, এমত
কথা যদি কহে, তবে আমরা উঠিয়া যাইব,
কেননা পরমেশ্বর আমাদের হস্তে তাহাদিগকে
সমর্পণ করিবেন; আর ইহা আমাদের চিহ্ন
হইবে। ১১ পরে তাহারা দুই জন পিলেষ্টীয়-
দের সৈন্যদলের নিকটে আপনাদিগকে দেখা-
ইলে পিলেষ্টীয়েরা কহিল, ঐ দেখ, ইব্রীয় লো-
কেরা যে২ গর্ত্তে লুক্কায়িত ছিল, তাহাহইতে
এখন বাহির হইতেছে। ১২ অপর সেই সৈন্যদ-
লের লোকেরা যোনাথন্‌কে ও তাহার অস্ত্রবা-
হককে কহিল, আমাদের নিকটে উঠিয়া আইস,
আমরা তোমাদিগকে কিছু জানাইব। তাহাতে
যোনাথন্ আপন অস্ত্রবাহককে কহিল, তুমি আ-
মার পশ্চাৎ আইস, পরমেশ্বর ইহাদিগকে ইস্রা-
য়েলের হস্তগত করিবেন। ১৩ পরে যোনাথন্
হস্তপাদদ্বারা উপরে উঠিয়া গেল, এবং তাহার
অস্ত্রবাহক তাহার পশ্চাৎ গেল; তাহাতে লো-
কেরা যোনাথনের অগ্রে২ পতিত হইতে লা-
গিল, এবং তাহার অস্ত্রবাহক তাহার পশ্চাৎ
বধ করিতে লাগিল। ১৪ যোনাথনের ও তাহার
অস্ত্রবাহকের এই যুদ্ধে প্রথমে এক যোড়া বল-
দের চাস যোগ্য এক বিঘার অর্দ্ধেক ভূমিতে
প্রায় বিংশতি জন হত হইল। ১৫ তাহাতে ক্ষে-
ত্রস্থ শিবিরমধ্যে ও তাবৎ লোকের মধ্যে কম্প
হইল, এবং সৈন্যদল ও লুটকারিরাও কম্পা-
ন্বিত হইল, ও ভূমিকম্প হইল, এই রূপে ঈশ্বর-
কৃত মহাত্রাস হইল। ১৬ এবং শত্রুসমূহ ভীত
হইয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতেছে, ইহা বিন্যা-
মীনের গিবিয়াস্থিত শৌলের প্রহরিগণ দেখিল।
১৭ তখন শৌল আপন সঙ্গি লোকদিগকে কহিল,
আমাদের মধ্যহইতে কে গিয়াছে? তাহা গণনা
করিয়া দেখ; পরে তাহারা লোকদিগকে গণনা
করিলে যোনাথন্ ও তাহার অস্ত্রবাহক নাই,
ইহা দেখা গেল। ১৮ সেই সময়ে ঈশ্বরের সি-
ন্দুক ইস্রায়েল বংশের মধ্যে ছিল, অতএব
শৌল অহিয়কে কহিল, ঈশ্বরের সিন্দুক এই
স্থানে আন।
১৯ অপর শৌল যাজকের সহিত কথা কহি-
তেছিল, ইত্যবসরে পিলেষ্টীয়দের সৈন্যমধ্যে
উত্তরোত্তর কোলাহল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল;
তাহাতে শৌল যাজককে কহিল, নিবৃত্ত হও।
২০ পরে শৌল ও তাহার সঙ্গি লোকেরা একত্র
হইয়া যুদ্ধ করিতে গমন করিল; তাহাতে শত্রু-
গণ পরস্পর খড়্গাঘাত করাতে মহাকোলা-
হল হইতেছে, ইহা দেখিল। ২১ বিশেষতঃ যে
সকল ইব্রীয় লোক পূর্ব্বে চতুর্দ্দিকস্থ দেশহইতে
আসিয়া পিলেষ্টীয়দের সহিত শিবিরে ছিল,

তাহারাও শৌলের ও যোনাথনের সঙ্গে ইস্রা-
য়েলের পক্ষ হইল। ২২ এবং যে২ ইস্রায়েল
লোকেরা ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতে লুক্কায়িত ছিল, তা-
হারাও পিলেষ্টীয়দের পলায়ন সংবাদ শ্রবণে
যুদ্ধ করিতে তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইল।
২৩ তাহাতে বৈথাবন্ পর্য্যন্ত যুদ্ধ উপস্থিত হইল;
এই প্রকারে পরমেশ্বর ঐ দিবসে ইস্রায়েল বং-
শকে উদ্ধার করিলেন।

২৪ ঐ দিবসে ইস্রায়েল লোকেরা অতিশয় ক্লিষ্ট
হইল, কারণ শৌল লোকদিগকে এই দিব্য করা-
ইয়াছিল, সায়ংকালের পূর্ব্বে যে কেহ অন্ন ভো-
জন করিবে, সে শাপগ্রস্ত হইবে; আমি এবার
আপন শত্রুগণের প্রতীকার করিব। এই জন্যে
তাবৎ লোক অন্ন স্পর্শও করিল না। ২৫ পরে
সকলে বনমধ্যে গেলে মৃত্তিকার উপরে মধু
দেখিল। ২৬ সেই স্থানে মধুপ্রবাহ থাকিলেও
বনে প্রবিষ্ট লোকেরা ঐ শপথকে ভয় করিয়া
কেহ মুখে হস্ত তুলিল না। ২৭ কিন্তু তাহার পি-
তা লোকদিগকে যে দিব্য করাইয়াছিল, যোনা-
থন্ তাহা শ্রবণ না করাতে আপন হস্তস্থিত
দণ্ডের অগ্র এক মধুর চাকে ডুবাইয়া মুখে হস্ত
তুলিল; তাহাতে তাহার চক্ষু প্রসন্ন হইল।
২৮ তখন লোকদের মধ্যে এক জন কহিল, তো-
মার পিতা শপথদ্বারা লোকদিগকে এই আজ্ঞা
দিয়াছে, যে জন অদ্য খাদ্য ভোজন করিবে,
সে শাপগ্রস্ত হইবে; কিন্তু লোক সকল ক্লান্ত
হইল। ২৯ যোনাথন্ কহিল, আমার পিতা লো-
কদিগকে দুঃখ দিয়াছে; বিনয় করি, দেখ, এই
মধুর কিঞ্চিৎ আস্বাদ করাতে আমার চক্ষু কেমন
প্রসন্ন হইল। ৩০ অতএব শত্রুদের স্থানে প্রাপ্ত
লুটদ্রব্যহইতে লোকেরা অদ্য যদি যথেষ্ট আ-
হার করিতে পাইত, তবে এখন পিলেষ্টীয়দের
মধ্যে কত বড় সংহার না হইত?

৩১ ঐ দিবসে তাহারা মিক্মস্ অবধি অয়া-
লোন্ পর্য্যন্ত পিলেষ্টীয়দিগকে বধ করিল; তা-
হাতে লোকেরা অতিশয় ক্লান্ত হইল। ৩২ পরে
লোকেরা লুটদ্রব্যের প্রতি দৌড়িয়া মেষ ও গোরু
ও বাছুর ধরিয়া মৃত্তিকাতে বধ করিয়া রক্তশুদ্ধ
মাংস ভোজন করিতে লাগিল। ৩৩ তাহাতে তা-
হারা শৌলকে কহিল, দেখ, লোকেরা রক্তশুদ্ধ
মাংস ভোজনদ্বারা পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ
করিতেছে। তাহাতে সে কহিল, তোমরা আজ্ঞা-
লঙ্ঘন করিতেছ; আমার নিকটে একেবারে এক
খান বৃহৎ প্রস্তর গড়াইয়া আন। ৩৪ শৌল আ-
রো কহিল, তোমরা লোকদের মধ্যে২ যাইয়া
তাহাদিগকে কহ, তোমরা প্রত্যেক জন আপন২
গোরু ও মেষ আমার নিকটে আনিয়া এই স্থানে
মারিয়া ভোজন কর; রক্তের সহিত মাংস ভো-
জনদ্বারা পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করিও না;
তাহাতে প্রত্যেক জন আপন২ গোরু সঙ্গে করিয়া
সেই রাত্রিতে আনিয়া সেই স্থানে বধ করিল।
৩৫ এবং শৌল পরমেশ্বরের উদ্দেশে এক যজ্ঞ-
বেদি প্রস্তুত করিল; পরমেশ্বরের উদ্দেশে তা-
হার কৃত ঐ প্রথম বেদি হইল।

৩৬ পরে শৌল কহিল, আইস, আমরা এই
রাত্রিতে পিলেষ্টীয়দের পশ্চাৎ যাইয়া অরুণো-
দয় পর্য্যন্ত তাহাদের দ্রব্য লুট করি, ও তাহা-
দের এক জনকেও অবশিষ্ট না রাখি। তাহাতে
তাহারা কহিল, তোমার যাহা ভাল বোধ হয়,
তাহাই কর। পরে যাজক কহিল, আইস, আ-
মরা এই স্থানে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হই। ৩৭ পরে
শৌল ঈশ্বরের নিকটে জিজ্ঞাসিল, আমি কি
পিলেষ্টীয়দের পশ্চাদ্গমন করিব? তুমি কি তা-
হাদিগকে ইস্রায়েল বংশের হস্তে সমর্পণ করিবা?
কিন্তু সে দিবসে তিনি তাহাকে উত্তর দিলেন না।
৩৮ তখন শৌল কহিল, হে লোকদের অধ্যক্ষ
সকল, তোমরা নিকটে আইস, এবং অদ্যকার
এই অপরাধ কিসে হইল, তাহা বিবেচনা করিয়া
দেখ। ৩৯ আমি ইস্রায়েলের উদ্ধারকারি পর-
মেশ্বরের অমরতার দিব্য করিয়া কহিতেছি, এই
পাপ যদ্যপি আমার পুত্র যোনাথন্ করিয়া থা-
কে, তবে সেও অবশ্য মরিবে। ইহাতে লোক-
দের মধ্যে কেহ তাহাকে উত্তর দিল না। ৪০ পরে
সে তাবৎ ইস্রায়েল বংশকে কহিল, তোমরা এক
দিগে থাক, এবং আমি ও আমার পুত্র যো-
নাথন্ অন্য দিগে থাকি। তাহাতে লোকেরা
শৌলকে কহিল, তোমার যাহা ভাল বোধ হয়,
তাহাই কর। ৪১ পরে শৌল ইস্রায়েলের প্রভু
পরমেশ্বরকে কহিল, যথার্থ বাঁট দিউন; তা-
হাতে শৌল ও যোনাথন্ বাঁটে উঠিল, কিন্তু
লোকেরা মুক্ত হইল। ৪২ পরে শৌল কহিল,
আমার ও আমার পুত্র যোনাথনের মধ্যে গুলি-
বাঁট কর; তাহাতে যোনাথন্ বাঁটে উঠিল।
৪৩ তখন শৌল যোনাথন্কে কহিল, তুমি কি
করিয়াছ? তাহা আমাকে কহ। যোনাথন্ কহিল,
আমি আপন হস্তস্থিত দণ্ডদ্বারা অল্প মধু লই-
য়া আস্বাদ করিয়াছিলাম; দেখ, আমি মরিতে
প্রস্তুত আছি। ৪৪ শৌল কহিল, ঈশ্বর অমুক ও
ততোধিক দণ্ড দিউন; হে যোনাথন্, তুমি অবশ্য
মরিবা। ৪৫ কিন্তু লোকেরা শৌলকে কহিল,
ইস্রায়েল বংশের এমত মহা উদ্ধারকারী যো-
নাথন্ কি মরিবে? এমত না হউক, পরমেশ্বর
যদি অমর হন, তবে তাহার মস্তকের এক কেশও
মৃত্তিকাতে পড়িবে না, কেননা সে অদ্য ঈশ্বরের
সহিত কৃতকার্য্য হইল। এই রূপে লোকেরা যো-
নাথন্কে রক্ষা করাতে তাহার মৃত্যু হইল না।

৪৬ পরে শৌল পিলেষ্টীয়দের পশ্চাদ্গমনহইতে ফিরিয়া আইল, এবং পিলেষ্টীয়েরা আপন২ স্থানে গমন করিল। ৪৭ শৌল ইস্রায়েল্ বংশের রাজ্য গ্রহণ করিলে পর আপন চতুর্দ্দিক্স্থিত সমস্ত শত্রুগণের অর্থাৎ মোয়াবীয়দের ও অম্মোন্ বংশীয়দের ও ইদোমীয়দের ও সোবার রাজগণের ও পিলেষ্টীয়দের সহিত যুদ্ধ করিল, এবং সে যে দিগে যাইত সেই দিগে জয়ী হইত। ৪৮ এই রূপে বীরত্ব প্রকাশ করিয়া অমালেকীয়দিগকে পরাস্ত করিয়া লূটকারিদের হস্তহইতে ইস্রায়েল্ বংশকে উদ্ধার করিল।

৪৯ যোনাথন্ ও যিশ্বি ও মল্কিশূয় নামে শৌলের তিন পুত্র ছিল; এবং তাহার দুই কন্যা, জ্যেষ্ঠার নাম মেরব্, ও কনিষ্ঠার নাম মীখল্ ছিল। ৫০ এবং অহীনোয়ম্ নামে অহীমাসের কন্যা তাহার ভার্য্যা ছিল; এবং শৌলের পিতৃব্য নেরের পুত্র অব্নের নামে তাহার সেনাপতি ছিল। ৫১ এবং শৌলের পিতা কীশ্, ও অবনেরের পিতা নের, এই উভয়ে অবীয়েলের পুত্র ছিল। ৫২ শৌলের যাবজ্জীবন পিলেষ্টীয়দের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইত, এই জন্যে শৌল কোন বীর্য্যবান ও যোদ্ধা লোককে দেখিলে আপনার নিকটে গ্রহণ করিত।

১৫ অধ্যায়।

১ অমালেকীয়দের বিরুদ্ধে শৌলকে প্রেরণ, ৬ ও কেনীয়দের প্রতি তাহার অনুগ্রহ ও অমালেকীয়দের প্রতি নিগ্রহ, ১০ ও শৌলের ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন, ২৪ ও আজ্ঞালঙ্ঘন প্রযুক্ত শিমূয়েল্দ্বারা তাহার দণ্ড প্রকাশ, ৩২ ও অগাগ্কে বধ করণ, ৩৪ ও শিমূয়েলের গৃহে গমন।

১ অপর শিমূয়েল্ শৌলকে কহিল, পরমেশ্বর আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের উপরে তোমাকে রাজত্বপদে অভিষেক করিতে আমাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন; অতএব এখন তুমি পরমেশ্বরের কথা শুন! ২ সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, ইস্রায়েল্ লোকদের সহিত অমালেক যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, অর্থাৎ মিসরহইতে তাহাদের আগমন কালে সে পথের মধ্যে তাহাদের বিরুদ্ধে যেরূপ ঘাঁটি বসাইয়াছিল, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান আমি করিলাম। ৩ এখন তুমি যাইয়া অমালেকীয়দিগকে আঘাত কর ও তাহাদের সর্ব্বস্ব বর্জিতরূপে বিনষ্ট কর, তাহাদের প্রতি চক্ষুর্লজ্জা করিও না; তাহাদের স্ত্রী ও পুরুষ ও বালক ও স্তনপায়ি শিশু এবং গোরু ও মেষ ও উষ্ট্র ও গর্দ্দভ সকলকে বধ কর। ৪ পরে শৌল টিলায়ীমে লোকদিগকে ডাকাইয়া গণনা করিল; তাহাতে দুই লক্ষ পদাতিক ও যিহূদার দশ সহস্র লোক হইল। ৫ পরে শৌল অমালেকীয়দের নগরে আসিয়া নিম্ন ভূমিতে লুক্কায়িত থাকিল।

৬ তখন শৌল কেনীয়দিগকে কহিল, তোমরা উঠিয়া স্থানান্তরে যাও, অমালেকীয়দের মধ্যহইতে প্রস্থান কর, নতুবা আমি তাহাদের সহিত তোমাদিগকেও বিনষ্ট করিব; কিন্তু মিসরহইতে ইস্রায়েল্ বংশের আগমন কালে তোমরা তাহাদের প্রতি দয়া করিয়াছ; পরে কেনীয়েরা অমালেকীয়দের মধ্যহইতে প্রস্থান করিল। ৭ পরে শৌল হবীলা অবধি মিসরের সম্মুখস্থ শূরে উপস্থিত হওন পর্য্যন্ত অমালেকীয়দিগকে পরাজয় করিল। ৮ সে অমালেকীয়দের অগাগ্ রাজাকে জীবৎ ধরিল, এবং সমস্ত লোককেই খড়্গের ধারেতে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিল। ৯ কিন্তু শৌল ও লোকেরা অগাগের প্রতি এবং উত্তম২ মেষ ও গোরুর প্রতি ও পুষ্টপশু ও মেষশাবকগণের প্রতি ও তাবৎ উত্তম বস্তুর প্রতি দয়া করাতে সেই সকল বর্জিতরূপে বিনষ্ট করিতে সম্মত হইল না; কিন্তু যে কিছু মন্দ ও অকর্ম্মণ্য, তাহাই বর্জিতরূপে বিনষ্ট করিল।

১০ পরে শিমূয়েলের প্রতি পরমেশ্বরের এই বাক্য উপস্থিত হইল, ১১ আমি শৌলকে যে রাজত্ব দিয়াছি তন্নিমিত্তে আমার অনুতাপ হইতেছে, যেহেতুক সে আমাহইতে পরাঙ্মুখ হইল, আমার বাক্য সফল করিল না। তাহাতে শিমূয়েল্ শোকান্বিত হইয়া সমস্ত রাত্রি পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করিল। ১২ অপর শিমূয়েল্ শৌলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রত্যূষে উঠিলে শিমূয়েলের প্রতি ইহা উক্ত হইল, দেখ, শৌল কর্ম্মিলে আসিয়া জয়স্তম্ভ প্রস্তুত করাইল, পরে তথাহইতে ফিরিয়া গিল্গলে নামিয়া গেল। ১৩ শিমূয়েল্ শৌলের নিকটে আইলে শৌল তাহাকে কহিল, আপনি পরমেশ্বরেতে ধন্য; আমি পরমেশ্বরের বাক্য সফল করিয়াছি। ১৪ তাহাতে শিমূয়েল্ কহিল, তবে মেষের রব কেন আমার কর্ণগোচর হইতেছে? ও কেন আমি গোরুর ডাক শুনিতেছি? ১৫ শৌল কহিল, লোকেরা উত্তম২ গোরু ও মেষের প্রতি দয়া করাতে তোমার প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে বলিদানার্থে অমালেকীয়দের হইতে তাহা আনিয়াছে; কিন্তু আমরা অবশিষ্ট সকলকে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিয়াছি। ১৬ তখন শিমূয়েল্ শৌলকে কহিল, শুন, গত রাত্রিতে পরমেশ্বর আমাকে যাহা কহিলেন, তাহা তোমাকে কহি। সে কহিল, কহুন। ১৭ পরে শিমূয়েল্ কহিল, বল দেখি, যে সময়ে তুমি আপন দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র ছিলা, তখন কি ইস্রায়েল্ বংশদের প্রধান

হইল না? এবং পরমেশ্বর কি তোমাকে ইস্রা-
য়েল্ বংশের উপরে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন
না? [১৮] পরে পরমেশ্বর তোমাকে যুদ্ধযাত্রাতে
প্রেরণ করিয়া কহিলেন, যাও, এই পাপিষ্ঠ
অমালেকীয়দিগকে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট কর; এবং
যে পর্য্যন্ত তাহারা নিঃশেষে উচ্ছিন্ন না হয়,
তাবৎ তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। [১৯] অতএব তুমি
পরমেশ্বরের কথা না শুনিয়া কেন লুটের উপরে
পড়িয়া পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করি-
য়াছ? [২০] শৌল শিমূয়েল্‌কে কহিল, আমি তো
পরমেশ্বরের বাক্য শুনিয়াছি, এবং যে যাত্রা
করিতে পরমেশ্বর আমাকে পাঠাইয়াছেন সেই
যাত্রা করিয়াছি, এবং অমালেকের রাজা অগাগ্-
কে আনিয়াছি, ও অমালেকীয়দিগকে বর্জ্জিতরূপে
বিনষ্ট করিয়াছি। [২১] কিন্তু লোকেরা গিল্‌গলে
তোমার প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে বলিদানার্থে
লুটের মধ্যে উত্তম২ গো ও মেষ অর্থাৎ বর্জ্জিত
দ্রব্যের মধ্যে উত্তম দ্রব্য আনিয়াছে। [২২] তাহা-
তে শিমূয়েল্ কহিল, যেমন পরমেশ্বরের বাক্য
শ্রবণে, তেমন কি হোম ও বলিদান করণে পর-
মেশ্বর তুষ্ট হন? দেখ, বলিদান অপেক্ষা আজ্ঞা-
পালন উত্তম, এবং মেষের মেদ অপেক্ষা বাক্যে
মনোযোগ করণ উত্তম। [২৩] আজ্ঞালঙ্ঘন করা
মন্ত্রপাঠজন্য পাপের তুল্য, এবং অবাধ্যতা পা-
ষণ্ডতার ও দেবপূজার তুল্য হয়। তুমি পরমে-
শ্বরের বাক্য অগ্রাহ্য করিয়াছ, এই জন্যে তিনি
রাজত্বে তোমাকে অগ্রাহ্য করিলেন।
[২৪] পরে শৌল শিমূয়েল্‌কে কহিল, পরমেশ্ব-
রের আজ্ঞা ও তোমার বাক্য লঙ্ঘন করাতে
আমি পাপ করিলাম; কিন্তু আমি লোকদের
ভয়ে তাহাদের কথায় মনোযোগ করিলাম।
[২৫] এখন বিনয় করি, আমার পাপ ক্ষমা কর, ও
পরমেশ্বরের ভজনা করিতে আমার সঙ্গে ফিরিয়া
আইস। [২৬] তাহাতে শিমূয়েল্ শৌলকে কহিল,
আমি তোমার সহিত ফিরিয়া যাইব না; কেননা
তুমি পরমেশ্বরের বাক্য অগ্রাহ্য করিয়াছ, আর
পরমেশ্বর তোমাকে ইস্রায়েল্ বংশের উপরে
রাজত্ব করিতে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। [২৭] তখন
শিমূয়েল্ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে শৌল
তাহার বস্ত্রের অঞ্চল ধরিয়া টানিলে তাহা চিরিয়া
গেল। [২৮] তাহাতে শিমূয়েল্ তাহাকে কহিল,
পরমেশ্বর অদ্য তোমাহইতে ইস্রায়েল্ বংশের
রাজ্য টানিয়া চিরিলেন, এবং তোমাহইতে উত্তম
তোমার এক প্রতিবাসিকে দিলেন। [২৯] ইস্রায়ে-
লের বিশ্বাসভূমি ঈশ্বর মিথ্যাকথা কহেন না ও
অনুতাপ করেন না; কেননা তিনি অনুতাপকারি
মনুষ্য নহেন। [৩০] তাহাতে সে কহিল, আমি
পাপ করিলাম; এখন বিনয় করি, আমার প্রজা-
দের প্রাচীনগণের ও ইস্রায়েল্ বংশের সম্মুখে
আমার সম্মান রাখ, ও আপন প্রভু পরমেশ্ব-
রের ভজনা করিতে আমার সঙ্গে ফিরিয়া আইস।
[৩১] তাহাতে শিমূয়েল্ শৌলের পশ্চাৎ ফিরিয়া
গেলে শৌল পরমেশ্বরের ভজনা করিল।
[৩২] পরে শিমূয়েল্ কহিল, তোমরা অমালে-
কীয়দের রাজা অগাগ্‌কে এই স্থানে আমার
নিকটে আন। তাহাতে অগাগ্ প্রফুল্ল মনে
তাহার নিকটে আইল, কারণ সে ভাবিল,
মৃত্যুযাতনা অবশ্য গেল। [৩৩] শিমূয়েল্ কহিল,
তোমার খড়্গদ্বারা স্ত্রীলোকেরা যেমন সন্তান-
হীন হইয়াছে, তদ্রূপ স্ত্রীগণের মধ্যে তোমার
মাতাও সন্তানহীনা হইবে; পরে শিমূয়েল্ গিল্-
গলে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে অগাগ্‌কে খণ্ড২
করিল।
[৩৪] পরে শিমূয়েল্ রামৎ নগরে গেল, এবং
শৌল শৌলীয় গিরিয়াস্থিত আপন বাটীতে গেল।
[৩৫] কিন্তু তদবধি শৌলের মরণ দিন পর্য্যন্ত
শিমূয়েল্ তাহার সহিত আর সাক্ষাৎ করিল না;
তথাপি শিমূয়েল্ শৌলের জন্যে শোক করিল;
এবং পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশের উপরে শৌ-
লকে রাজা করাতে অনুতাপ করিলেন।

১৬ অধ্যায়।

১ যিশয়ের কাছে শিমূয়েল্‌কে প্রেরণ, ৬ ও যিশয়ের তাবৎ পুত্রকে দেখিয়া দায়ূদ্‌কে অভিষিক্ত করণ, ১৪ ও শৌলের দুষ্ট আত্মার দমনের জন্যে লোকদ্বারা দায়ূদ্‌কে ডাকন, ১৯ ও রাজার সাক্ষাতে তাহার উপস্থিত হওন।

[১] পরে পরমেশ্বর শিমূয়েল্‌কে কহিলেন, তুমি
কত কাল শৌলের জন্যে শোক করিবা? আমি
তাহাকে ইস্রায়েলের রাজত্ব করিতে অগ্রাহ্য
করিয়াছি। তুমি আপন শৃঙ্গ তৈলেতে পূর্ণ
করিয়া যাও, আমি তোমাকে বৈৎলেহমীয় যিশ-
য়ের নিকটে প্রেরণ করি, কেননা তাহার পুত্র-
গণের মধ্যে এক জনকে রাজারূপে মনোনীত
করিলাম। [২] তাহাতে শিমূয়েল্ কহিল, আমি
কি প্রকারে যাইতে পারি? শৌল যদি এ কথা
শুনে, তবে আমাকে বধ করিবে। পরমেশ্বর
কহিলেন, তুমি আপন হস্তে এক গোবৎসা লইয়া,
পরমেশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞ করিতে আইলাম,
এই কথা কহ। [৩] এবং যজ্ঞের নিমিত্তে যিশয়কে
নিমন্ত্রণ কর, পরে তোমার কর্ত্তব্য আমি তো-
মাকে জ্ঞাত করিব; আমি তোমার কাছে যা-
হাকে নির্দ্দিষ্ট করিব, তুমি তাহাকে অভিষিক্ত
করিবা। [৪] পরে শিমূয়েল্ পরমেশ্বরের আজ্ঞা-
নুসারে কর্ম্ম করিয়া যখন বৈৎলেহমে উপস্থিত
হইল, তখন নগরের প্রাচীনগণ কম্পবান হইয়া

তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসিল, আ-
পনকার আগমনের কুশল? ৫ সে কহিল, কুশল;
আমি পরমেশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞ করিতে আই-
লাম; তোমরা আপনাদিগকে পবিত্র করিয়া
আমার সহিত যজ্ঞেতে আইস। পরে সে যিশ-
য়কে ও তাহার পুত্রগণকে পবিত্র করিয়া যজ্ঞেতে
নিমন্ত্রণ করিল।

৬ পরে তাহারা আইলে সে ইলীয়াবের প্রতি
দৃষ্টি করিয়া মনে২ কহিল, পরমেশ্বরের গোচরে
উপস্থিত এই ব্যক্তি অবশ্য তাঁহার অভিষিক্ত।
৭ কিন্তু পরমেশ্বর শিমূয়েল্কে কহিলেন, তুমি
উহার রূপের ও উৎকৃষ্ট দীর্ঘতার প্রতি দৃষ্টি
করিও না; আমি উহাকে অগ্রাহ্য করিলাম।
মনুষ্য যাহা দেখে, তাহা অসার; যেহেতুক
মনুষ্য প্রত্যক্ষ বিষয় দর্শন করে, কিন্তু পর-
মেশ্বর অন্তঃকরণ দর্শন করেন। ৮ পরে যিশয়্
অবীনাদব্কে ডাকিয়া শিমূয়েলের সম্মুখ দিয়া
গমন করাইল; তাহাতে শিমূয়েল্ কহিল, পর-
মেশ্বর ইহাকেও মনোনীত করেন নাই। ৯ পরে
যিশয়্ শম্মকে তাহার সম্মুখ দিয়া গমন করাইল;
তাহাতে সে কহিল, পরমেশ্বর ইহাকেও মনো-
নীত করেন নাই। ১০ এই রূপে যিশয় আপনার
সাত পুত্রকে শিমূয়েলের সম্মুখ দিয়া গমন করা-
ইলে শিমূয়েল্ যিশয়কে কহিল, পরমেশ্বর ইহা-
দিগকে মনোনীত করেন নাই। ১১ পরে শিমূ-
য়েল্ যিশয়কে কহিল, যুবলোকদের কি শেষ
হইল? সে কহিল, কেবল কনিষ্ঠ অবশিষ্ট
আছে, দেখ, সে মেষ চরাইতেছে। তাহাতে
শিমূয়েল্ যিশয়্কে কহিল, লোক পাঠাইয়া
তাহাকে আনাও; সে না আইলে আমরা ভো-
জনে বসিব না। ১২ পরে সে লোক পাঠাইয়া
তাহাকে আনাইল। সে ঈষৎ রক্তবর্ণ ও সুনয়ন
ও দেখিতে সুন্দর ছিল। তখন পরমেশ্বর কহি-
লেন, উঠ, ইহাকে অভিষেক কর, কেননা এ
সেই ব্যক্তি। ১৩ তাহাতে শিমূয়েল্ তৈলশৃঙ্গ
লইয়া ভ্রাতৃগণের মধ্যে তাহাকে অভিষেক করিল,
এবং সেই দিবসাবধি দায়ূদের প্রতি পরমেশ্ব-
রের আত্মা আবির্ভূত হইলেন। পরে শিমূয়েল্
উঠিয়া রামতে চলিয়া গেল।

১৪ কিন্তু পরমেশ্বরের আত্মা শৌলকে ত্যাগ
করিয়া গেলেন, এবং পরমেশ্বরের অনুমতিতে
দুষ্ট আত্মা তাহাকে উদ্বিগ্ন করিতে লাগিল।
১৫ পরে শৌলের ভৃত্যগণ তাহাকে কহিল, দেখ,
ঈশ্বরের অনুমতিতে দুষ্ট আত্মা তোমাকে উদ্বিগ্ন
করিতেছে; ১৬ অতএব, হে আমাদের প্রভো,
এক জন নিপুণ বীণাবাদককে অন্বেষণ করিতে
আপনকার নিকটস্থ এই দাসদিগকে আজ্ঞা করুন;
তাহাতে যে সময়ে ঈশ্বরের অনুমতিতে দুষ্ট
আত্মা আপনাতে উপস্থিত হয়, তৎকালে সে
হস্তদ্বারা বাজাইলে আপনি উপশম পাইবেন।
১৭ তাহাতে শৌল আপন ভৃত্যদিগকে আজ্ঞা
করিল, তোমরা এক নিপুণ বীণাবাদকের অন্বেষণ
করিয়া আমার নিকটে তাহাকে আন। ১৮ তাহা-
তে ভৃত্যদের এক জন কহিল, দেখ, আমি
বৈৎলেহমীয় যিশয়ের এক পুত্রকে দেখিয়াছি;
সে বীণা বাজাইতে নিপুণ এবং মহাবীর ও যোদ্ধা
ও বিবেচক ও রূপবান, এবং পরমেশ্বর তাহার
সঙ্গে থাকেন।

১৯ পরে শৌল যিশয়ের নিকটে দূত পাঠা-
ইয়া কহিল, দায়ূদ্ নামে তোমার যে পুত্র মেষ
চরায়, তাহাকে আমার নিকটে প্রেরণ কর।
২০ তাহাতে যিশয় এক গর্দ্দভ বহনীয় রুটী ও
এক কুপা দ্রাক্ষারস ও এক ছাগবৎস প্রস্তুত
করিয়া আপন পুত্র দায়ূদের হস্তে শৌলের
নিকটে প্রেরণ করিল। ২১ পরে দায়ূদ্ শৌলের
নিকটে আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলে সে
তাহাকে অতিশয় প্রেম করিতে লাগিল, তাহাতে
সে তাহার অস্ত্রবাহক হইল। ২২ অপর শৌল
যিশয়কে কহিয়া পাঠাইল, আমি বিনয় করি,
দায়ূদ্কে আমার সম্মুখে থাকিতে দেও; কেননা
সে আমার অনুগ্রহের পাত্র হইল। ২৩ অপর
ঈশ্বরের অনুমতিতে দুষ্ট আত্মা শৌলকে ক্লেশ
দিলে দায়ূদ্ আপন হস্তদ্বারা বীণা বাজাইত;
তাহাতে শৌল আপ্যায়িত হইয়া উপশম পাইত,
এবং দুষ্ট আত্মা তাহাকে ছাড়িয়া যাইত।

১৭ অধ্যায়।

১ পিলেষ্টীয়দের সহিত ইস্রায়েল্ লোকদের যুদ্ধে প্রস্তুত হওন, ৪ ও জালূৎ বীরের ইস্রায়েল্ সৈন্যকে তুচ্ছ করণ, ১২ ও সৈন্যের মধ্যে ভ্রাতাদের নিকটে দায়ূদের গমন, ১৯ ও রাজার পারিতোষিকের কথা শ্রবণ, ২৮ ও আপন ক্রুদ্ধ ভ্রাতার কথা শ্রবণ, ৩০ ও রাজার নিকটে আনীত হওন ও যুদ্ধ করিতে স্বীকার করণ, ৩২ ও রাজার সাক্ষাতে কথা কহন, ৩৮ ও বীরের সহিত যুদ্ধ করণ ও তাহাকে জয় করণ, ৫২ ও পিলেষ্টীয় লোককে বধ করণ, ৫৫ ও শৌলের নিকটে পুনর্ব্বার আনীত হওন।

১ পরে পিলেষ্টীয়েরা যুদ্ধ করিতে আপনাদের
সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করিয়া যিহূদার অধিকারস্থ
সোখোতে একত্র হইয়া সোখোর ও অসেকার
মধ্যে এফস্-দম্মীমে শিবির স্থাপন করিল। ২ এবং
শৌল ও ইস্রায়েল্ লোকেরা একত্র হইয়া এলা
তলভূমিতে শিবির স্থাপন করিয়া পিলেষ্টীয়-
দের প্রতিকূলে সৈন্য রচনা করিল। ৩ তাহাতে
পিলেষ্টীয়েরা এক দিগে এক পর্ব্বতে, ও ইস্রা-
য়েল্ বংশ অন্য দিগে অন্য পর্ব্বতে দাঁড়াইয়া
থাকিল; আর তলভূমি উভয়ের মধ্যে ছিল।

৪ পরে গাতীয় জালূৎ নামে এক ব্যক্তি মধ্যস্থ-
রূপে পিলেষ্টীয়দের শিবিরহইতে বাহির হইল।
৫ সে সাড়ে ছয় হস্ত দীর্ঘ, এবং তাহার মস্তকে
পিত্তলের শিরস্ত্র ছিল, এবং সে পাঁচ সহস্র
শেকল্ পরিমাণ আঁইশের ন্যায় পিত্তলবর্ম্মেতে
সজ্জিত ছিল, ৬ এবং তাহার পা পিত্তলের
পত্রে আবৃত ছিল, ও তাহার স্কন্ধে পিত্তলের
শল্য ছিল। ৭ তাহার বড়শার দণ্ড তন্তুবায়ের
নরাজের ন্যায় ছিল, ও বড়শার ফলা ছয় শত
শেকল্ লৌহময় ছিল, এবং তাহার অগ্রে ২
এক জন ঢালী চলিত। ৮ পরে সে দাঁড়াইয়া
ইস্রায়েল্ বংশের সৈন্যশ্রেণীর দিগে ডাকিয়া
কহিল, যুদ্ধার্থে তোমাদের সৈন্যরচনা করিতে
বাহিরে আসিবার প্রয়োজন কি? আমি কি
সেই পিলেষ্টীয় লোক নহি? আর তোমরা কি
শৌলের দাস নহ? তোমরা আপনাদের মধ্য-
হইতে এক জনকে মনোনীত কর; সে আমার নি-
কটে আসুক। ৯ সে যদি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করণে
সমর্থ হইয়া আমাকে বধ করে, তবে আমরা
তোমাদের দাস হইব; কিন্তু যদি আমি তাহাকে
পরাস্ত করিয়া বধ করিতে পারি, তবে তোমরা
আমাদের দাস হইয়া আমাদের সেবা করিবা।
১০ সে পিলেষ্টীয় আরো কহিল, অদ্য আমি
ইস্রায়েল্ বংশের সৈন্যশ্রেণীগণকে বিদ্রূপ করি;
তোমরা এক জনকে দেও, আমরা পরস্পর যুদ্ধ
করি। ১১ তখন শৌল ও সমস্ত ইস্রায়েল্ বংশ
সেই পিলেষ্টীয়ের এই কথা শুনিয়া নিরাশ ও
অতিশয় ভীত হইল।

১২ বৈৎলেহম্-যিহূদা নিবাসি যিশয় নামক
যে ইফ্রাথীয় ব্যক্তি দায়ূদের পিতা ছিল, তা-
হার অষ্ট পুত্র ছিল, এবং সে শৌলের সময়ে
লোকদের মধ্যে বৃদ্ধরূপে গণিত ছিল। ১৩ সেই
যিশয়ের তিন বড় পুত্র শৌলের পশ্চাৎ যুদ্ধে
গমন করিয়াছিল। ঐ সংগ্রামগামি তাহার তিন
পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম ইলীয়াব্, ও দ্বিতী-
য়ের নাম অবীনাদব্, ও তৃতীয়ের নাম শম্ম ছিল;
১৪ এবং দায়ূদ্ কনিষ্ঠ ছিল; কেবল বড় তিন
জন শৌলের অনুগামী হইয়াছিল। ১৫ কিন্তু
দায়ূদ্ শৌলের নিকটহইতে বৈৎলেহমে আপন
পিতার মেষ চরাইবার জন্যে গমনাগমন করিত।
১৬ এবং সেই পিলেষ্টীয় লোক চল্লিশ দিন
পর্য্যন্ত প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে নিকটে আসিয়া
আপনাকে দেখাইত। ১৭ ঐ সময়ে যিশয় আ-
পন পুত্র দায়ূদ্‌কে কহিল, তুমি আপন ভ্রাতাদের
জন্যে এই এক ঐফা ভাজা শস্য ও দশ রুটী
লইয়া শিবিরে ভ্রাতাদের নিকটে দৌড়িয়া যাও।
১৮ এবং এই দশ পনীর তাহাদের সহস্রপতির
নিকটে লইয়া যাও; এবং তোমার ভ্রাতাদের
মঙ্গল জ্ঞাত হও, ও তাহাদের হইতে কোন
চিহ্ন আন।

১৯ সে সময়ে শৌল ও যিশয়ের পুত্রগণ ও
সমস্ত ইস্রায়েল্ বংশ পিলেষ্টীয়দের সহিত যুদ্ধ
করিতে উদ্যত হইয়া এলা তলভূমিতে ছিল।
২০ পরে দায়ূদ প্রত্যূষে উঠিয়া মেষগণকে অন্য
রক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিয়া যিশয়ের আজ্ঞানু-
সারে ঐ সকল দ্রব্য লইয়া গমন করিল। এবং
যে সময়ে রথব্যূহের নিকটে উপস্থিত হইল, সেই
সময়ে সৈন্যগণ ব্যূহ রচনার্থে বাহির হইয়া
যাইতেছিল এবং সংগ্রামের জন্যে সিংহনাদ
করিতেছিল। ২১ পরে ইস্রায়েল্ বংশ এবং পি-
লেষ্টীয়েরা পরস্পর সম্মুখাসম্মুখি হইয়া সৈন্য-
শ্রেণী রচনা করিল। ২২ তাহাতে দায়ূদ্ পাত্রাদি-
রক্ষকের হস্তে আপন দ্রব্য রাখিয়া সৈন্যশ্রেণীর
মধ্যে দৌড়িয়া গিয়া আপন ভ্রাতৃগণের মঙ্গল
জিজ্ঞাসা করিল। ২৩ সে তাহাদের সহিত কথা
কহিতেছে, ইতিমধ্যে গাতের পিলেষ্টীয় জালূৎ
নামক ঐ মধ্যস্থ পিলেষ্টীয়দের সৈন্যশ্রেণীহইতে
বাহির হইয়া আসিয়া পূর্ব্বমত কথা কহিল;
তখন দায়ূদ্ তাহা শুনিল। ২৪ কিন্তু ইস্রায়েলের
তাবৎ লোক সেই ব্যক্তির দর্শনে অতিশয় ভীত
হইয়া তাহার সম্মুখহইতে পলাইল। ২৫ পরে
ইস্রায়েল্ বংশের লোকেরা পরস্পর কহিল,
ঐ যে ব্যক্তি আইল, উহাকে কি তোমরা দেখ
না? ও ইস্রায়েল্ বংশকে বিদ্রূপ করিতে আইল।
উহাকে যে জন বধ করিবে, রাজা তাহাকে
প্রচুর ধনেতে ধনবান করিবে, ও তাহার সহিত
আপন কন্যার বিবাহ দিবে, এবং ইস্রায়েলের
মধ্যে তাহার পিতৃবংশকে নিষ্কর করিবে।
২৬ পরে দায়ূদ্ আপন সমীপে দণ্ডায়মান লোক-
দিগকে জিজ্ঞাসিল, ঐ পিলেষ্টীয়কে বধ করিয়া
যে জন ইস্রায়েল্ বংশের অপমান খণ্ডন করিবে,
তাহার প্রতি কি করা যাইবে? ঐ অচ্ছিন্নত্বক্
পিলেষ্টীয় লোক কে, যে অমর ঈশ্বরের সৈন্য-
গণকে বিদ্রূপ করে? ২৭ তাহাতে লোকেরা ঐ
রীতিক্রমে কহিল, উহার বধকারী অমুক প্রকার
পুরস্কার পাইবে।

২৮ অপর দায়ূদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইলীয়াব্ লো-
কদের সহিত তাহার কথোপকথন শুনিয়া তাহার
বিরুদ্ধে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া কহিল, তুই কেন
এখানে আইলি? মাঠের মধ্যে সেই মেষগুলিন
কার ঠাঁই রাখিয়া আইলি? তোর অহঙ্কার ও
মনের দুষ্টতা আমি জানি; তুই যুদ্ধ দেখিতে
আইলি। ২৯ দায়ূদ্ কহিল, ইহাতে আমার কি
অপরাধ? এ কি কিছুই নহে?

৩০ পরে সে তাহার নিকটহইতে অন্য লো-
কের কাছে ফিরিয়া সেই রূপ জিজ্ঞাসা করিল;

তাহাতে সেই লোকেরাও ঐ রীতিক্রমে কহিল।
৩১ তখন দায়ূদ্ যাহা২ কহিয়াছিল, তাহার
জনরব হওয়াতে শৌল তাহা জ্ঞাত হইয়া আপ-
নার নিকটে তাহাকে আনাইল।
৩২ অপর দায়ূদ্ শৌলকে কহিল, উহার জন্যে
কাহারো অন্তঃকরণ নিরাশ না হউক; আপন-
কার এই দাস যাইয়া ঐ পিলেষ্টীয়ের সহিত যুদ্ধ
করিবে। ৩৩ তাহাতে শৌল দায়ূদ্‌কে কহিল, তুমি
যুদ্ধার্থে ঐ পিলেষ্টীয়ের প্রতিকূলে যাইতে সমর্থ
নও, কেননা তুমি বালক, এবং সে বাল্যকালা-
বধি যোদ্ধা। ৩৪ দায়ূদ্ শৌলকে কহিল, আপন-
কার এই দাস আমি পিতার মেষ রক্ষা করিতে-
ছিলাম, ইতিমধ্যে এক সিংহ ও এক ভল্লূক আ-
সিয়া পালের মধ্যহইতে মেষবৎস ধরিয়া লইল।
৩৫ তাহাতে আমি তাহার পশ্চাৎ২ যাইয়া তা-
হাকে প্রহার করিয়া তাহার মুখহইতে তাহা
উদ্ধার করিলাম; পরে সে আমার বিরুদ্ধে
উঠিলে আমি তাহার দাড়ি ধরিয়া প্রহার করিয়া
তাহাকে বধ করিলাম। ৩৬ এই প্রকারে আপন-
কার দাস যে সিংহকে ও ভল্লূককে বধ করিয়াছে,
ঐ অচ্ছিন্নত্বক্ পিলেষ্টীয় লোক অমর ঈশ্বরের
সৈন্যকে বিদ্রূপ করাতে সেই দুয়ের মধ্যে একের
তুল্য হইবে। ৩৭ দায়ূদ্ আরো কহিল, যিনি সেই
সিংহের ও ভল্লূকের হস্তহইতে আমাকে উদ্ধার
করিয়াছেন, সেই পরমেশ্বর ঐ পিলেষ্টীয়ের
হস্তহইতেও আমাকে উদ্ধার করিবেন। তাহাতে
শৌল দায়ূদ্‌কে কহিল, যাও, পরমেশ্বর তোমার
সহায় হউন।
৩৮ পরে শৌল আপনার সজ্জাদ্বারা দায়ূদ্‌কে
সাজাইয়া তাহার মস্তকে পিত্তলের শিরস্ত্র ও
গাত্রে বর্ম্ম দিল। ৩৯ তখন দায়ূদ্ সজ্জার উপরে
খড়্গ বাঁধিয়া বেড়াইতে চেষ্টা করিল; কেননা
পূর্ব্বে তাহার পরীক্ষা করে নাই। অনন্তর দায়ূদ্
শৌলকে কহিল, এই বেশে আমি যাইতে পারি
না, কেননা ইহার পরীক্ষা করি নাই; অতএব
দায়ূদ্ তাহা খুলিয়া রাখিল। ৪০ পরে সে
আপন যষ্টি হস্তে লইল, এবং স্রোতহইতে পাঁচ
চিক্কণ প্রস্তর বাছিয়া লইয়া আপনার যে মেষ-
পালকের পাত্র অর্থাৎ ঝুলি ছিল, তাহাতে
রাখিল; এবং ফিঙ্গা হস্তে লইয়া ঐ পিলেষ্টী-
য়ের নিকটে গমন করিল। ৪১ তাহাতে পিলেষ্টীয়
অগ্রসর হইয়া দায়ূদের সন্নিকট হইল, এবং এক
জন ঢালী তাহার অগ্রে২ চলিল। ৪২ পরে পিলে-
ষ্টীয় চতুর্দ্দিগে চাহিয়া দায়ূদ্‌কে দেখিতে পাইয়া
তুচ্ছজ্ঞান করিল, কেননা সে বালক ও ঈষৎ রক্ত-
বর্ণ ও সুন্দরবদন ছিল। ৪৩ পরে ঐ পিলেষ্টীয়
দায়ূদ্‌কে কহিল, আমি কি কুক্কুর, যে তুই দণ্ড
লইয়া আমার কাছে আসিতেছিস? অপর সেই
পিলেষ্টীয় আপন দেবগণের নাম লইয়া দায়ূদ্‌কে
শাপ দিল। ৪৪ পিলেষ্টীয় দায়ূদ্‌কে আরো
কহিল, তুই আমার কাছে আয়, আমি তোর
মাংস শূন্যের পক্ষি ও প্রান্তরের পশুদিগকে দি।
৪৫ তাহাতে দায়ূদ্ ঐ পিলেষ্টীয়কে কহিল, তুমি
খড়্গ ও বড়শা ও শল্য লইয়া আমার কাছে আ-
সিতেছ, কিন্তু তুমি যাঁহাকে তুচ্ছ করিতেছ, সেই
সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভু পরমেশ্বরের অর্থাৎ ইস্রায়ে-
লের সৈন্যশ্রেণীর ঈশ্বরের নামে আমি তোমার
নিকটে আসিতেছি। ৪৬ অদ্য পরমেশ্বর তো-
মাকে আমার হস্তগত করিবেন; তাহাতে আমি
তোমাকে আঘাত করিয়া তোমার শিরশ্ছেদন
করিব, এবং পিলেষ্টীয়দের সৈন্যের শব অদ্য
আকাশের পক্ষিগণকে ও পৃথিবীর বনপশুদিগকে
দিব; তাহাতে ইস্রায়েলের সহায় এক ঈশ্বর
আছেন, ইহা পৃথিবীর তাবৎ লোক জ্ঞাত হইবে।
৪৭ এবং পরমেশ্বর খড়্গ ও বড়শাদ্বারা রক্ষা
করেন না, ইহাও এই সভাস্থ তাবৎ লোক জানি-
বে; কেননা যুদ্ধ পরমেশ্বরের, তিনি তোমাদিগকে
আমাদের হস্তে সমর্পণ করিবেন। ৪৮ পরে ঐ
পিলেষ্টীয় উঠিয়া দায়ূদের সহিত মিলিতে নিকটে
গমন করিলে দায়ূদ্ শীঘ্র করিয়া পিলেষ্টীয়ের
সহিত মিলিবার জন্যে সৈন্যশ্রেণীর প্রতি দৌ-
ড়িল। ৪৯ পরে দায়ূদ্ আপন ঝুলিতে হস্ত দিয়া
এক প্রস্তর বাহির করিয়া তাহা পাক দিয়া ঐ
পিলেষ্টীয়ের কপালে এমত আঘাত করিল, যে
সেই প্রস্তর তাহার কপালে বসিয়া গেল; তা-
হাতে সে ভূমিতে অধোমুখ হইয়া পড়িল।
৫০ এই প্রকারে দায়ূদ্ ফিঙ্গা ও প্রস্তরদ্বারা ঐ
পিলেষ্টীয়কে প্রহার করিয়া বধ করিয়া জয়ী
হইল; কিন্তু দায়ূদের হস্তে খড়্গ ছিল না।
৫১ পরে দায়ূদ্ দৌড়িয়া ঐ পিলেষ্টীয়ের পার্শ্বে
দাঁড়াইয়া কোষহইতে তাহার খড়্গ লইয়া তা-
হাকে বধ করিয়া তাহার শিরশ্ছেদন করিল;
পরে পিলেষ্টীয়েরা আপনাদের সেই বীরের
মৃত্যু দেখিয়া পলায়ন করিল।
৫২ অনন্তর ইস্রায়েলের ও যিহূদার লোকেরা
উঠিয়া সিংহনাদ করিয়া তলভূমিতে আগমনস্থান
ও ইক্রোণের দ্বার পর্য্যন্ত পিলেষ্টীয়দের পশ্চাৎ২
তাড়না করিয়া গেল; তাহাতে পিলেষ্টীয়দের
আহত লোকেরা শারয়িমের পথে গাৎ ও ইক্রোণ্
পর্য্যন্ত পড়িল। ৫৩ পরে ইস্রায়েল্ বংশ পি-
লেষ্টীয়দের পশ্চাদ্গমনহইতে ফিরিয়া আসিয়া
তাহাদের তাম্বু লুট করিল। ৫৪ পরে দায়ূদ সেই
পিলেষ্টীয়ের মস্তক যিরূশালমে লইয়া গেল,
কিন্তু তাহার সজ্জা আপন তাম্বুতে রাখিল।
৫৫ ঐ পিলেষ্টীয়ের বিরুদ্ধে দায়ূদের নির্গমন
দেখিয়া শৌল আপনার সেনাপতি অব্নেরকে

কহিল, হে অব্নের্, এই যুবা কাহার পুত্র?
অব্নের্ কহিল, হে রাজন্, তোমার জীবনের
দিব্য করি, আমি তাহা বলিতে পারি না।
৫৬ পরে রাজা কহিল, এই যুবা কাহার পুত্র?
ইহা তুমি জিজ্ঞাসা কর। ৫৭ পরে দায়ূদ্ যখন
পিলেষ্টীয়কে বধ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে,
তখন অব্নের তাহাকে শৌলের নিকটে আ-
নিল; তৎকালে তাহার হস্তে ঐ পিলেষ্টীয়ের
মস্তক ছিল। ৫৮ শৌল তাহাকে জিজ্ঞাসিল, হে
যুব, তুমি কাহার পুত্র? দায়ূদ্ উত্তর করিল, আমি
আপনকার দাস বৈৎলেহমীয় যিশয়ের পুত্র।

১৮ অধ্যায়।

১ দায়ূদের প্রতি যোনাথনের প্রীতি, ৫ ও শৌলের
ঈর্ষ্যা, ১০ ও দায়ূদ্কে বধ করিতে চেষ্টা করণ, ১২
ও ভীত হওন, ১৭ ও জ্যেষ্ঠা কন্যাকে দিতে স্বী-
কার করণ, ২০ ও কনিষ্ঠা কন্যাকে দিতে স্বীকার
করণ, ২৮ ও দায়ূদের কৃতকার্য্যতা প্রযুক্ত ভয়
বৃদ্ধি পাওন।

১ অপর শৌলের সহিত তাহার কথা সাঙ্গ হইলে
যোনাথনের প্রাণ দায়ূদের প্রাণে সংসক্ত হও-
য়াতে যোনাথন্ আপন প্রাণের তুল্য তাহাকে
প্রেম করিতে লাগিল। ২ আর শৌল ঐ দিবসে
তাহাকে গ্রহণ করিয়া তাহার পিতার বাটীতে
ফিরিয়া যাইতে দিল না। ৩ এবং যোনাথন্
দায়ূদ্কে আপন প্রাণতুল্য প্রেম করাতে তাহার
সঙ্গে এক নিয়ম করিল। ৪ এবং যোনাথন্
আপন গাত্রস্থ বস্ত্র এবং খড়্গ ও ধনুক ও কটি-
বন্ধন পর্য্যন্ত সজ্জা আপনাহইতে খুলিয়া দা-
য়ূদ্কে দিল।

৫ পরে শৌল দায়ূদ্কে যে কোন কার্য্যে প্রেরণ
করে, দায়ূদ্ যাইয়া তাহাতে কৃতকার্য্য হয়,
এই জন্যে শৌল যোদ্ধাদের উপরে কর্ত্তৃত্বপদে
তাহাকে নিযুক্ত করিল, এবং সে সমস্ত লোক-
দের সাক্ষাতে ও শৌলের ভৃত্যদের সাক্ষাতে
গ্রাহ্য হইল। ৬ যখন দায়ূদ্ পিলেষ্টীয়কে বধ
করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল, তখন শৌল
রাজাকে অনুবর্জ্জিতে ইস্রায়েল্ বংশের তাবৎ
নগরহইতে স্ত্রীলোকেরা তবলধ্বনি ও আনন্দ
ও ত্রিতন্ত্রীবাদ্য করিয়া নৃত্য ও গান করিতে২
বাহির হইয়া আইল। ৭ স্ত্রীলোকেরা বাদ্য করণ
সময়ে পরস্পর কহিল, শৌল সহস্র২ লোককে,
ও দায়ূদ্ অযুত২ লোককে বধ করিয়াছে। ৮ তা-
হাতে ঐ বাক্য শৌলকে অসন্তুষ্ট করিলে সে অতি
ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, তাহারা দায়ূদ্কে অযুতের
ও আমাকে কেবল সহস্রের কথা কহিল; ইহাতে
রাজ্য ব্যতিরেক তাহার আর কি হইতে পারে?
৯ ঐ দিবসাবধি শৌল দায়ূদের প্রতি কুদৃষ্টি
রাখিল।

১০ পরদিবসে ঈশ্বরের অনুমতিতে দুষ্ট আত্মা
শৌলকে আশ্রয় করিলে সে গৃহের মধ্যে প্র-
লাপবাক্য কহিতে লাগিল, এবং দায়ূদ্ অন্য
সময়ের মতানুসারে হস্তদ্বারা বাদ্য করিল। তখন
শৌলের হস্তে এক বড়শা থাকাতে ১১ শৌল সেই
বড়শা লক্ষ্যেতে নিক্ষেপ করিয়া কহিল, আমি
দায়ূদ্কে ভিত্তির সঙ্গে গাঁথিব; কিন্তু দায়ূদ্ দুই
বার তাহার নিকটহইতে সরিয়া গেল।

১২ অপর পরমেশ্বর শৌলকে ত্যাগ করিয়া
দায়ূদের সঙ্গে থাকাতে শৌল দায়ূদের বিষয়ে
ভীত হইল। ১৩ অতএব শৌল আপন নিকট-
হইতে তাহাকে দূর করিয়া সহস্রপতিপদে নি-
যুক্ত করিল; তাহাতে সে লোকদের অগ্রসর
হইয়া গমনাগমন করিতে লাগিল। ১৪ অনন্তর
দায়ূদ্ আপন তাবৎ পথে কৃতকার্য্য হইল, এবং
পরমেশ্বর তাহার সহিত থাকিলেন। ১৫ তাহাতে
সে অতি কৃতকার্য্য হইতেছে, ইহা দেখিয়া শৌল
তাহার বিষয়ে ভীত হইল। ১৬ কিন্তু ইস্রায়েলের
ও যিহূদার তাবৎ বংশ দায়ূদ্কে প্রেম করিল,
কেননা সে তাহাদের অগ্রসর হইয়া গমনা-
গমন করিত।

১৭ পরে শৌল দায়ূদ্কে কহিল, মেরব্ নাম্নী
আমার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে দেখ, আমি তোমার
সহিত তাহার বিবাহ দিব, তুমি কোন ক্রমে আমার
পক্ষে বীর্য্যবান হইয়া পরমেশ্বরের জন্যে সং-
গ্রাম কর। কেননা শৌল মনে২ কহিল, আমি
স্বহস্তে ইহাকে বধ করিব না, কিন্তু পিলেষ্টীয়-
দের হস্তে এ হত হউক। ১৮ তাহাতে দায়ূদ্
শৌলকে কহিল, আমি কে? এবং আমার প্রাণ
কি? ও ইস্রায়েল্ বংশদের মধ্যে আমার পিতৃ-
বংশ কি, যে আমি রাজার জামাতা হই?
১৯ কিন্তু শৌলের কন্যা মেরব্কে দায়ূদের প্রতি
দেওনের সময় উপস্থিত হইলে সে মিহোলাতীয়
অদ্রীয়েলকে দত্তা হইল।

২০ পরে শৌলের কন্যা মীখল্ দায়ূদ্কে প্রেম
করিতে লাগিল; তাহাতে লোকেরা শৌলকে
তাহা কহিলে সে তাহাতে সন্তুষ্ট হইল। ২১ পরে
শৌল পুনর্ব্বার কহিল, আমি তাহাকে সেই কন্যা
দিব; সে তাহার ফাঁদস্বরূপ হউক, ও পিলে-
ষ্টীয়দের দ্বারা তাহার বধ হউক। পরে শৌল
দায়ূদ্কে দ্বিতীয় বার কহিল, তুমি অদ্য আমার
জামাতা হও। ২২ পরে শৌল আপন ভৃত্য-
দিগকে আজ্ঞা দিল, তোমরা গুপ্তরূপে দায়ূদের
সহিত আলাপ করিয়া এই কথা কহ, দেখ,
রাজা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট আছেন, এবং তাহার
সমস্ত ভৃত্য তোমাকে ভাল বাসে; অতএব এখন
তুমি রাজার জামাতা হও। ২৩ তাহাতে শৌলের
ভৃত্যগণ দায়ূদের কর্ণগোচরে এই কথা কহিলে

দায়ূদ্ কহিল, রাজজামাতা হওয়া কি তোমাদের
লঘু বিষয় বোধ হয়? আমি দরিদ্র লোক,
অল্পমান্য। ২৪ পরে শৌলের ভৃত্যেরা তা-
হাকে সমাচার দিয়া কহিল, দায়ূদ্ এই প্রকার
কথা কহিল। ২৫ শৌল কহিল, তোমরা দায়ূ-
দ্কে বল, রাজা কিছু পণ চাহেন না, কেবল
রাজার শত্রুপ্রতীকারার্থে পিলেষ্টীয়দের এক
শত লিঙ্গাগ্রত্বক্ চাহেন। এই রূপে শৌল পি-
লেষ্টীয়দের হস্তদ্বারা দায়ূদ্কে নিপাত করিতে
সঙ্কল্প করিল। ২৬ পরে রাজভৃত্যগণ দায়ূদ্কে
এই কথা কহিলে দায়ূদ্ রাজজামাতা হইতে তুষ্ট
হইল। অনন্তর বিবাহের দিন সম্পূর্ণ না হইতে
২৭ দায়ূদ্ আপন লোকদের সহিত উঠিয়া যাইয়া
পিলেষ্টীয়দের দুই শত লোককে বধ করিল,
এবং দায়ূদ রাজার জামাতা হইবার জন্যে
পূর্ণ সংখ্যানুসারে তাহাদের লিঙ্গাগ্রত্বক্ আ-
নিয়া রাজাকে দিল; তাহাতে শৌল তাহার
সহিত আপন কন্যা মীখলের বিবাহ দিল।
২৮ পরে পরমেশ্বর দায়ূদের সহিত আছেন,
শৌল ইহা প্রত্যক্ষরূপে দেখিতে পাইল, এবং
শৌলের কন্যা মীখল্ দায়ূদকে প্রেম করিল।
২৯ তাহাতে শৌল দায়ূদের বিষয়ে আরো ভীত
হওয়াতে যাবজ্জীবন দায়ূদের শত্রু হইয়া থাকিল।
৩০ পরে পিলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ বাহির হইতে
লাগিল; কিন্তু যত বার বাহির হইত, তত বার
শৌলের যাবৎ ভৃত্য অপেক্ষা দায়ূদ্ কৃতকার্য্য
হইত; তাহাতে তাহার নাম অতিশয় মান্য হইল।

১৯ অধ্যায়।

১ দায়ূদের প্রতি যোনাথনের কথা, ৪ ও দায়ূদের বিষয়ে পিতার কাছে নিবেদন, ৮ ও দায়ূদের প্রতি শৌলের দ্বেষ ও তাহার গৃহে তাহাকে বধ করিতে লোক পাঠাওন, ১২ ও দায়ূদের পলায়ন, ১৮ ও শিমূয়েলের নিকটে রামতে গমন।

১ পরে শৌল আপন পুত্র যোনাথনের ও আ-
পনার সমস্ত ভৃত্যের নিকটে দায়ূদকে বধ কর-
ণের কথা কহিল। ২ কিন্তু দায়ূদের সঙ্গে শৌলের
পুত্র যোনাথনের অতিশয় প্রণয় প্রযুক্ত সে
দায়ূদ্কে সুগোচর করিয়া কহিল, আমার পিতা
শৌল তোমাকে বধ করিতে চেষ্টা করেন; অত-
এব আমি বিনয় করি, তুমি প্রাতঃকালে কোন
গুপ্ত স্থান আশ্রয় করিয়া লুকাইয়া থাক। ৩ তুমি
যে ক্ষেত্রে থাকিবা, সেই স্থানে আমি যাইয়া
আপন পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তোমার বিষয়ে
পিতার সহিত কথোপকথন করিব, এবং সমস্ত
বৃত্তান্ত জানিয়া তোমাকে কহিয়া দিব।
৪ পরে যোনাথন্ আপন পিতা শৌলের কা-
ছে দায়ূদের পক্ষে ভাল কথা কহিল, অর্থাৎ
বলিল, রাজা আপন দাস দায়ূদের বিষয়ে পাপ
না করুন, কেননা সে তোমার প্রতিকূলে পাপ
করে নাই, কিন্তু তাহার সকল কর্ম্ম তোমার
অতি হিতদায়ক হইয়াছে। ৫ সে প্রাণ হাতে
করিয়া ঐ পিলেষ্টীয়কে বধ করিল, তাহাতে
পরমেশ্বর সমুদয় ইস্রায়েল বংশের মহা উদ্ধার
করিলেন; তাহা দেখিয়া তুমি আনন্দ করিয়া-
ছিলা; অতএব এখন অকারণে দায়ূদকে বধ
করণদ্বারা কেন নির্দ্দোষের রক্তের প্রতিকূলে
পাপ করিবা? ৬ তাহাতে শৌল যোনাথনের
বাক্য শুনিয়া দিব্য পূর্ব্বক কহিল, পরমেশ্বর যদি
অমর হন, তবে সে হত হইবে না। ৭ পরে
যোনাথন দায়ূদকে ডাকাইয়া ঐ সমস্ত কথা তা-
হাকে জ্ঞাত করিল, এবং যোনাথন দায়ূদকে
শৌলের কাছে আনিলে সে পূর্ব্ব সময়ের মত
তাহার সাক্ষাতে থাকিল।
৮ অনন্তর পুনর্ব্বার যুদ্ধ উপস্থিত হইলে দা-
য়ূদ বাহির হইয়া পিলেষ্টীয়দের সহিত যুদ্ধ
করিয়া মহাসংহারে তাহাদিগকে সংহার করিলে
তাহারা তাহার সম্মুখহইতে পলায়ন করিল।
৯ অনন্তর পরমেশ্বরের অনুমতিতে দুষ্ট আত্মা
শৌলকে আশ্রয় করিল; অর্থাৎ শৌল বড়শা-
হস্তে আপন গৃহে বসিলে দায়ূদ হস্তদ্বারা বাদ্য
করিতেছিল, ১০ এমন সময়ে শৌল বড়শা দিয়া
দায়ূদকে ভিত্তির সঙ্গে গাঁথিতে যত্ন করিল;
কিন্তু সে শৌলের সম্মুখহইতে সরিয়া যাওয়াতে
তাহার বড়শা ভিত্তিতে বিদ্ধ হইল; এবং দা-
য়ূদ সে রাত্রিতে পলাইয়া রক্ষা পাইল। ১১ পরে
শৌল্ ঘাঁটি বসাইয়া প্রাতঃকালে তাহাকে বধ
করিতে দায়ূদের গৃহের নিকটে দূতগণকে প্রেরণ
করিল। তখন দায়ূদের ভার্য্যা মীখল্ তাহাকে
সংবাদ দিয়া কহিল, তুমি যদি এই রাত্রিতে
আপন প্রাণ রক্ষা না কর, তবে কল্য হত
হইবা।
১২ পরে মীখল্ এক বাতায়নদ্বার দিয়া দায়ূ-
দ্কে নামাইয়া দিল; তাহাতে সে যাইয়া পলা-
য়ন করিয়া রক্ষা পাইল। ১৩ এবং মীখল্ এক
পুত্তলিকা লইয়া শয্যাতে শয়ন করাইল, এবং
ছাগলোমের এক বালিশ তাহার শিয়রে দিয়া
বস্ত্রদ্বারা তাহাকে ঢাকিল। ১৪ পরে শৌল দায়ূদ্-
কে ধরিতে দূতগণকে পাঠাইলে মীখল্ কহিল,
তিনি পীড়িত আছেন। ১৫ তাহাতে শৌল দায়ূদ্-
কে দেখিতে দূতগণকে পাঠাইয়া তাহাকে বধ
করণের আশয়ে কহিল, তাহাকে খট্টাতে করিয়া
আমার কাছে আন। ১৬ পরে দূতগণ অন্তরে আ-
ইলে খট্টাতে এক পুত্তলিকা ও তাহার শিয়রে
ছাগলোমের বালিশ দেখিল। ১৭ অতএব শৌল
মীখল্কে কহিল, তুমি আমাকে কেন এই রূপ

প্রবঞ্চনা করিলা? তুমি আমার শত্রুকে ছাড়িয়া
দেওয়াতে সে পলায়ন করিল। তাহাতে মীখল্
শৌলকে উত্তর করিল, সে কহিল, তুমি আমাকে
যাইতে দেও, আমি তোমাকে কেন বধ করিব?
[১৮] অপর দায়ূদ্ পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইয়া
রামৎ নগরে শিমূয়েলের কাছে গিয়া আপনার
প্রতি শৌলের কৃত সমস্ত ব্যবহার জানাইল;
পরে সে ও শিমূয়েল্ যাইয়া মঠে বাস করিল।
[১৯] পরে দেখ, দায়ূদ্ রামৎস্থিত মঠে আছে,
এই কথা কেহ শৌলকে কহিলে [২০] শৌল দায়ূদকে
ধরিতে দূতগণকে পাঠাইল; তাহাতে যখন
দূতগণ ভবিষ্যদ্বক্তৃসমূহকে ঈশ্বরীয় বাক্য কহিতে
ও তাহাদের অধ্যক্ষ শিমূয়েল্কে দণ্ডায়মান
দেখিল, তখন ঈশ্বরের আত্মা শৌলের দূতগণের
প্রতি আবির্ভূত হইলে তাহারাও ঈশ্বরীয় বাক্য
কহিতে লাগিল। [২১] পরে এই সংবাদ শৌলের
গোচর হইলে সে অন্য দূতগণকে প্রেরণ করিল,
কিন্তু তাহারাও ঈশ্বরীয় বাক্য কহিতে লাগিল।
পরে শৌল তৃতীয় বার দূতগণকে প্রেরণ করিলে
তাহারাও ঈশ্বরীয় বাক্য কহিতে লাগিল। [২২] অত-
এব শৌল আপনি রামতে গমন করিয়া সেখস্থ
বৃহৎ কূপের নিকটে উপস্থিত হইয়া, শিমূয়েল্
ও দায়দ কোথায়? এই কথা জিজ্ঞাসা করিল।
তাহাতে দেখ, তাহারা রামৎস্থিত মঠে আছে,
লোক ইহা কহিলে [২৩] শৌল রামৎস্থিত মঠে
গেল; তাহাতে ঈশ্বরের আত্মা তাহারও প্রতি
আবির্ভূত হইলে রামৎস্থিত মঠে তাহার উপ-
স্থিত হওন পর্য্যন্ত সেও যাইতে২ ঈশ্বরীয় বাক্য
কহিল। [২৪] এবং সেও বস্ত্র খুলিয়া ঐ প্রকারে
শিমূয়েলের সম্মুখে ঈশ্বরীয় বাক্য কহিল, এবং
সমস্ত দিবারাত্রি বস্ত্রবিহীন হইয়া পড়িয়া থা-
কিল; এই কারণ লোকেরা বলে, কি শৌলও
ভবিষ্যদ্বাক্তাদের মধ্যে এক জন?

২০ অধ্যায়।

১ যোনাথন্ ও দায়ূদের কথোপকথন, ১১ ও তাহা-
দের ক্ষেত্রে যাওন ও দিব্যদ্বারা নিয়ম করণ, ২৪
ও প্রতিপদে দায়ূদের অনুপস্থিত থাকাতে যোনা-
থনের প্রতি শৌলের ক্রুদ্ধ হওন, ৩৫ ও দায়ূদের
প্রতি যোনাথনের সমাচার দেওন, ৪১ ও দায়ূদকে
বিদায় করণ।

[১] পরে দায়ূদ্ রামৎস্থিত মঠহইতে পলাইয়া
যোনাথনের নিকটে আসিয়া কহিল, আমি কি
করিলাম? আমার অপরাধ কি? ও তোমার
পিতার কাছে আমার পাপ কি? সে আমার
প্রাণ লইতে চেষ্টা করে কেন? [২] তাহাতে সে
তাহাকে কহিল, এমন না হউক, তুমি মরিবা
না; দেখ, আমার পিতা আমার কর্ণে প্রকাশ
না করিয়া বৃহৎ কিম্বা ক্ষুদ্র কোন কর্ম্ম করেন
না; তবে আমার পিতা এই কর্ম্ম আমাকে
গোপন করিয়া কেন করিবেন? তাহা হইতে
পারে না। [৩] তাহাতে দায়ূদ্ দিব্য করিয়া পুন-
র্ব্বার কহিল, তুমি আমাকে অনুগ্রহ করিয়া থাক,
ইহা তোমার পিতা বিলক্ষণ জানে; এই জন্যে
সে কহে, যোনাথন্ এ বিষয় জ্ঞাত না হউক,
পাছে সে দুঃখিত হয়। অতএব আমি অমর
পরমেশ্বরের ও তোমার জীবৎ প্রাণের দিব্য
করিতেছি, আমাতে আর মৃত্যুতে নিতান্ত এক
পাদমাত্র বিচ্ছেদ আছে। [৪] যোনাথন্ দায়ূদকে
কহিল, তোমার মনে যাহা লয়, আমি তোমার
জন্যে তাহাই করিব। [৫] দায়ূদ্ যোনাথন্কে কহিল,
দেখ, কল্য প্রতিপদ, তাহাতে আমাকে রাজার
সহিত ভোজনে বসিতে হইবে; কিন্তু তুমি আ-
মাকে যাইতে দেও, আমি তৃতীয় দিনের সায়ং-
কাল পর্য্যন্ত ক্ষেত্রে লুকাইয়া থাকি। [৬] তাহাতে
যদি আমার অনুপস্থিতিতে তোমার পিতার
মনোযোগ হয়, তবে তুমি কহিবা, দায়ূদ্ আ-
পন নগর বৈৎলেহমে শীঘ্র যাইতে আমার
কাছে অনেক প্রার্থনা করিল, কেননা সে স্থানে
সমস্ত গোষ্ঠীর জন্যে বার্ষিক যজ্ঞ আছে। [৭] তা-
হাতে সে যদি কহে, ভাল, তবে তোমার এই
দাসের মঙ্গল হইবে; নতুবা সে যদি মহাক্রুদ্ধ
হয়, তবে তাহাদ্বারা নিতান্ত অমঙ্গল স্থির হই-
য়াছে, ইহা নিশ্চয় জ্ঞাত হও। [৮] অতএব তুমি
আপনার এই দাসের প্রতি দয়া করিবা, কে-
ননা তুমি আপনার সহিত আপনকার এই
দাসকে পরমেশ্বরের এক নিয়মেতে বদ্ধ করি-
য়াছ। কিন্তু যদি আমার কোন অপরাধ থাকে,
তবে তুমিই আমাকে বধ কর; পিতার নিকটে
আমাকে লইয়া যাইবার কি প্রয়োজন? [৯] তা-
হাতে যোনাথন্ কহিল, তুমি এমত চিন্তা আ-
পনাহইতে দূর কর; আমার পিতা তোমার
প্রতি অমঙ্গল স্থির করিয়াছে, ইহা যদি আমি
নিশ্চয় জানিতে পারি, তবে কি তোমাকে কহিব
না? [১০] দায়ূদ্ যোনাথন্কে কহিল, তাহা আ-
মাকে কে কহিবে? এবং তোমার পিতা তো-
মার প্রতি কোন্ কটু বাক্য না কহিবে?
[১১] পরে যোনাথন্ দায়ূদ্কে কহিল, আইস,
আমরা ক্ষেত্রে যাই; তাহাতে তাহারা দুই
জন বাহির হইয়া ক্ষেত্রে গেল। [১২] পরে যো-
নাথন্ দায়ূদ্কে কহিল, আমি ইস্রায়েলের প্রভু
পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কহিতেছি, কল্য এমন
সময়ে কিম্বা পরশ্ব আমার পিতার মনের অনু-
সন্ধান পাইব, তাহাতে তোমার প্রতি অনুগ্রহের
প্রমাণ পাইলে আমি যদি তাহার কথা তোমার
নিকটে না পাঠাই, ও তোমার কর্ণে প্রকাশ না

করি, ১৩ তবে পরমেশ্বর যোনাথন্‌কে অমুক
ও ততোধিক দণ্ড দিউন; কিন্তু যদি তোমার
অমঙ্গল করিতে আমার পিতার মনস্থ থাকে,
তবে আমি তোমাকে তাহাও জানাইব ও তো-
মাকে ছাড়িয়া দিব; তুমি কুশলে যাইবা; এবং
পরমেশ্বর যেমন আমার পিতার সহবর্ত্তী ছি-
লেন, তদ্রূপ তোমারও সহবর্ত্তী হউন। ১৪ কিন্তু
আমি যেন না মরি, এই জন্যে আমার যাব-
জ্জীবন আমার প্রতি পরমেশ্বরের অনুরোধে
দয়া করা কি তোমার উচিত নহে? ১৫ এবং
আমার বংশেরও প্রতি দয়ার ত্রুটি কখন করিবা
না; যখন পরমেশ্বর দায়ূদের প্রত্যেক শত্রুকে
ভূতলহইতে উচ্ছিন্ন করিবেন, তখনও করিবা
না। ১৬ এই রূপে যোনাথন্‌ দায়ূদ্‌ বংশের
সহিত নিয়ম করিয়া কহিল, পরমেশ্বর দায়ূদের
শত্রুগণকে প্রতিফল দিউন। ১৭ পরে যোনা-
থন্‌ দায়ূদ্‌কে প্রেম করণ প্রযুক্ত পুনর্ব্বার তা-
হাকে শপথ করাইল, কেননা সে আপন প্রাণের
তুল্য তাহাকে প্রেম করিত। ১৮ পরে যোনা-
থন্‌ দায়ূদ্‌কে কহিল, কল্য প্রতিপদ হইবে;
তাহাতে তোমার আসন শূন্য থাকিলে তোমার
অনুপস্থিতি প্রকাশ পাইবে; ১৯ তুমি পরশ্ব
ত্বরায় উত্তরিয়া পূর্ব্ব কার্য্যের দিনে যে স্থানে
গোপনে ছিলা, সেই স্থানে এষল্‌ নামক প্রস্ত-
রের নিকটে থাকিবা। ২০ আমি লক্ষ্য মারণের
ছলে তিন তীর তাহার পার্শ্বে ক্ষেপণ করিব।
২১ পরে আমার সঙ্গি বালককে বলিব, তুমি
যাইয়া তীর কুড়াইয়া আন; তাহাতে দেখ,
তোমার এদিগে তীর আছে, তাহা তুলিয়া লও,
এমত কথা যদি আমি সে বালককে কহি, তবে
তুমি আসিও; অমর পরমেশ্বরের দিব্য করি-
তেছি, তোমার মঙ্গল, কোন ভয় নাই। ২২ কিন্তু
দেখ, তোমার ওদিগে তীর আছে, ইহা যদি
সেই বালককে কহি, তবে তুমি আপন পথে
চলিয়া যাইও, কেননা পরমেশ্বর তোমাকে বি-
দায় করিলেন। ২৩ আর দেখ, তোমার ও আ-
মার এই কথোপকথনের বিষয়ে পরমেশ্বর সর্ব্বদা
আমার ও তোমার মধ্যে সাক্ষী হউন।

২৪ অপর দায়ূদ্‌ ক্ষেত্রেতে লুকাইল, ইতি-
মধ্যে প্রতিপদের দিবস উপস্থিত হইলে রাজা
ভোজনে বসিল। ২৫ রাজা অন্য সময়ের ন্যায়
আপন আসনে অর্থাৎ ভিত্তিনিকটস্থ আসনে
বসিল; পরে যোনাথন্‌ দণ্ডায়মান থাকিল,
এবং অব্‌নের্‌ শৌলের পার্শ্বে বসিল; কিন্তু
দায়ূদের স্থান শূন্য থাকিল। ২৬ সেই দিনে
শৌল কিছু কহিল না, কেননা মনে২ ভাবিল,
এ দৈবঘটনা, সে শুচি না হইয়া অবশ্য অশুচি
হইয়া থাকিবে। ২৭ পর দিবসে অর্থাৎ মাসের
দ্বিতীয় দিবসে দায়ূদের স্থান শূন্য থাকাতে
শৌল আপন পুত্র যোনাথন্‌কে জিজ্ঞাসিল,
যিশয়ের পুত্র কল্য ও অদ্য ভোজনে কেন আসে
না? ২৮ যোনাথন্‌ শৌলকে কহিল, দায়ূদ্‌ বৈৎ-
লেহমে যাইবার জন্যে আমার কাছে অনেক
প্রার্থনা করিয়া ২৯ কহিল, আমি বিনয় করি, আ-
মাকে বিদায় করুন; নগরে আমাদের গোষ্ঠীর
জন্যে এক যজ্ঞ হইবে, এবং আমার ভ্রাতা আ-
মাকে যাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন; অতএব বিনয়
করি, আপনি যদি আমাকে অনুগ্রহ করেন,
তবে আমি দৌড়িয়া যাইয়া আপন ভ্রাতাদিগকে
দেখি; এই জন্যে সে মহারাজের ভোজনে
আইসে নাই। ৩০ তাহাতে যোনাথনের প্রতি
শৌলের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে সে তাহাকে
কহিল, অরে বিপথগামি ও বিরোধি পুত্র, তুই
আপনার লজ্জা ও মাতার আবরণীয়ের লজ্জা
জন্মাইতে যিশয়ের পুত্রকে মনোনীত করিয়াছিস,
তাহা কি জানি না? ৩১ কিন্তু যিশয়ের পুত্র
ভূতলে যাবৎ বাঁচিবে, তাবৎ তুই কিম্বা তোর
রাজ্য স্থির হইবে না; অতএব এখন লোক
পাঠাইয়া তাহাকে আমার কাছে আনা, কেননা
তাহাকে মরিতে হইবে। ৩২ তাহাতে যোনাথন্‌
আপন পিতা শৌলকে কহিল, সে কেন হত
হইবে? কি করিয়াছে? ৩৩ কিন্তু শৌল তাহাকে
আঘাত করণার্থে এক বড়্শা নিক্ষেপ করিল।
তাহাতে আমার পিতা শৌল দায়ূদ্‌কে বধ
করিতে মনস্থ করিয়াছে, ইহা যোনাথন্‌ জ্ঞাত
হইল। ৩৪ তখন যোনাথন্‌ মহাক্রুদ্ধ হইয়া
ভোজনাসনহইতে উঠিল; মাসের দ্বিতীয় দিবসে
আহার করিল না, কারণ তাহার পিতা দায়ূ-
দের অপমান করাতে সে দায়ূদের জন্যে শো-
কাকুল হইল।

৩৫ পরে প্রাতঃকালে যোনাথন্‌ এক ক্ষুদ্র বাল-
ককে সঙ্গে লইয়া বাহিরে গিয়া ক্ষেত্রে দায়ূদের
সহিত নিরূপিত স্থানে আইল। ৩৬ পরে সে
বালককে কহিল, আমি যে২ তীর নিক্ষেপ
করিব, তুমি দৌড়িয়া যাইয়া তাহা কুড়াইয়া
আন। তাহাতে ঐ বালক দৌড়িলে সে তাহার
ওদিগে পড়িতে তীর নিক্ষেপ করিল। ৩৭ এবং
বালক যোনাথনের নিক্ষিপ্ত তীরের কাছে উপ-
স্থিত হইলে যোনাথন্‌ বালককে ডাকিয়া কহিল,
তোমার ওদিগে কি তীর নাই? ৩৮ যোনাথন্‌
আর বার বালককে ডাকিয়া কহিল, শীঘ্র দৌ-
ড়িয়া আইস, বিলম্ব করিও না। তাহাতে যোনা-
থনের সে বালক তীর সকল কুড়াইয়া আপন
কর্ত্তার কাছে আইল। ৩৯ কিন্তু ঐ বালক কিছুই
জানিল না, কেবল যোনাথন্‌ ও দায়ূদ্‌ সেই
বিষয় জ্ঞাত ছিল। ৪০ পরে যোনাথন্‌ আপন

তীর ধনুকাদি সেই সঙ্গি বালককে দিয়া কহিল,
ইহা নগরে লইয়া যাও।
৪১ পরে ঐ বালক যাইবামাত্র দায়ূদ্ দক্ষিণ-
দিক্স্থ কোন স্থানহইতে উঠিয়া উবুড় হইয়া
পড়িয়া তিন বার প্রণাম করিল, এবং তাহারা
দুই জনে পরস্পর চুম্বন ও রোদন করিল,
কিন্তু দায়ূদ্ অধিক রোদন করিল। ৪২ পরে
যোনাথন্ দায়ূদ্‌কে কহিল, তুমি কুশলে যাও,
আমরা দুই জন পরমেশ্বরের নামে এই দিব্য
করিয়াছি, পরমেশ্বর আমার ও তোমার এবং
আমার বংশের ও তোমার বংশের নিত্য
মধ্যবর্ত্তী হউন। পরে সে উঠিয়া প্রস্থান করিলে
যোনাথন্ নগরে গেল।

২১ অধ্যায়।

১ অহীমেলক্‌হইতে দায়ূদের পবিত্র রুটী পাওন,
৭ ও সে স্থানে দোয়েগের উপস্থিত থাকন, ৮ ও
পিলেষ্টীয় জালূতের খড়্গ পাওন, ১০ ও গাতের
রাজার সাক্ষাতে ক্ষিপ্তের ন্যায় ব্যবহার করণ।

১ পরে দায়ূদ্ নোবে অহীমেলক্ যাজকের
নিকটে উপস্থিত হইল, তাহাতে অহীমেলক্
কম্পবান হইয়া দায়ূদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া
তাহাকে কহিল, তুমি একা কেন? তোমার
সঙ্গে কেহ নাই কেন? ২ তাহাতে দায়ূদ্ অহী-
মেলক্ যাজককে কহিল, রাজা আমাকে কোন
কর্ম্মের ভার দিয়া, আমি তোমাকে যে কার্য্যের
নিমিত্তে প্রেরণ করিলাম ও যে আজ্ঞা দিলাম,
তাহার কিছু যেন কেহ না জানে, এই কথা কহি-
য়াছে; এবং আমি আপন যুব সঙ্গিগণকে
অমুক স্থানে আসিতে কহিয়াছি। ৩ এখন তো-
মার হস্তে কি আছে? পাঁচ রুটী হউক, কিম্বা
যাহা হউক, তাহা দেও। ৪ তাহাতে যাজক দায়ূ-
দ্‌কে উত্তর করিল, আমার হস্তে সামান্য রুটী
নাই, কিন্তু যদি যুবলোক স্ত্রীহইতে পৃথক্ হইয়া
থাকে, তবে এই পবিত্র রুটী দিতে পারি। ৫ তা-
হাতে দায়ূদ্ যাজককে উত্তর দিল, পরশ্ব আমার
নির্গত হওনাবধি আমাদের হইতে স্ত্রী স্বতন্ত্র
আছে; তৎকালে যুব লোকদের বস্ত্রাদি পবিত্র
ছিল, এবং এই যাত্রা করা সামান্য কর্ম্ম বটে,
তথাপি বস্ত্রাদিদ্বারা তাহাও অদ্য পর্য্যন্ত পবিত্র
থাকিতে পারে। ৬ তাহাতে যাজক তাহাকে
পবিত্র রুটী দিল; কেননা সেই স্থানে অন্য
রুটী ছিল না, কেবল উত্তপ্ত রুটী রাখিবার
সময়ে যে দর্শনরুটী পরমেশ্বরের সাক্ষাৎহইতে
নীত হইয়াছিল, তাহাই মাত্র ছিল।
৭ ঐ সময়ে শৌলের এক ভৃত্য অর্থাৎ ইদো-
মীয় দোয়েগ নামে শৌলের প্রধান পশুপালক
কোন বাধাপ্রযুক্ত পরমেশ্বরের সাক্ষাতে সেই
স্থানে ছিল।
৮ পরে দায়ূদ্ অহীমেলক্‌কে কহিল, এই
স্থানে তোমার হস্তে বড়শা বা খড়্গ কি কিছুই
নাই? কেননা রাজার কার্য্যে ত্বরা হওয়াতে
আমি আপনার সঙ্গে খড়্গ বা অস্ত্র আনি নাই।
৯ তাহাতে যাজক কহিল, এলা তলভূমিতে তুমি
যে জালূৎ নামে পিলেষ্টীয়কে বধ করিয়াছিলা,
দেখ, বস্ত্রে জড়ান তাহার খড়্গ এফোদের
পশ্চাদ্দিগে আছে; তাহা যদি লইতে চাহ,
তবে লও, তাহা ব্যতিরেকে এ স্থানে অন্য অস্ত্র
নাই। তাহাতে দায়ূদ্ কহিল, তাহার তুল্য আর
নাই, তাহা আমাকে দেও।
১০ সেই দিনে দায়ূদ্ উঠিয়া শৌলের সম্মুখ-
হইতে পলাইয়া গাতের রাজা আখীশের কাছে
গেল। ১১ তাহাতে আখীশের ভৃত্যগণ তাহাকে
কহিল, এই ব্যক্তি কি দেশের রাজা দায়ূদ্ নয়?
এবং 'শৌল সহস্র সহস্রকে বধ করিল, কিন্তু
দায়ূদ অযুত অযুতকে বধ করিল,' ইহা কহিয়া
স্ত্রীলোকেরা নৃত্য করিয়া কি ইহার বিষয়ে গান
করে না? ১২ দায়ূদ্ ঐ কথা মনে গুপ্ত রাখিল,
এবং গাতের রাজা আখীশ্‌হইতে অতিশয় ভীত
হওয়াতে ১৩ তাহাদের সাক্ষাতে আচারান্তর
করিল; সে তাহাদের কাছে ক্ষিপ্তের ন্যায় ব্যব-
হার করিয়া দ্বারের কবাটে আঁচড়িল, ও আ-
পন দাড়ির উপরে লাল ক্ষরিতে দিল। ১৪ তাহা-
তে আখীশ্ আপন ভৃত্যগণকে কহিল, দেখ, এ
ক্ষিপ্ত, ইহা তোমরা দেখিতে পাইতেছ; ইহাকে
আমার নিকটে কেন আনিলা? ১৫ আমার কি
ক্ষিপ্ত লোকের অভাব আছে, যে তোমরা আমার
কাছে ক্ষিপ্তের ব্যবহার করিতে ইহাকে আ-
নিয়াছ? এ কি আমার গৃহে আসিবে?

২২ অধ্যায়।

১ অদুল্লমের গুহাতে দায়ূদের রক্ষা পাওন, ৩ ও
মোয়াব্ রাজার নিকটে পিতামাতাকে রাখন, ৫ ও
গাদ্ ভবিষ্যদ্বক্তার পরামর্শে যিহূদা দেশে দায়ূদের
গমন, ৬ ও দায়ূদের বিষয়ে শৌলের দাসগণকে
অনুযোগ করণ, ৯ ও শৌলের প্রতি দোয়েগের
কথা, ১১ ও যাজকগণকে বধ করিতে শৌলের
আজ্ঞা, ১৭ ও তাহাদিগকে ও তাহাদের নগরকে
নষ্ট করণ, ২০ ও অবিয়াথরের পলায়ন।

১ পরে দায়ূদ্ তথাহইতে প্রস্থান করিয়া অদুল্লম্
গুহাতে আশ্রয় লইলে তাহার ভ্রাতৃগণ প্রভৃতি
তাবৎ পিতৃবংশ তাহা শুনিয়া সেই স্থানে তাহার
নিকটে গেল। ২ এবং দুঃখী ও ঋণী ও অসন্তুষ্ট
লোক সকল তাহার নিকটে একত্র হইলে সে
তাহাদের সেনাপতি হইল; এই রূপে প্রায়
চারি শত লোক তাহার সঙ্গী হইল।
৩ পরে দায়ূদ্ তথাহইতে মোয়াবের মিস্পী
নগরে যাইয়া মোয়াবের রাজাকে কহিল, আমি

বিনয় করি, ঈশ্বর আমার প্রতি কি করিবেন,
তাহা যে পর্য্যন্ত আমি জ্ঞাত না হই, তাবৎ আ-
মার পিতামাতাকে তোমাদের নিকটে আসিয়া
থাকিতে দেও। ৪ পরে সে তাহাদিগকে মো-
য়াবের রাজার সাক্ষাতে আনিল; তাহাতে যে
পর্য্যন্ত দায়ূদ্ দুর্গম স্থানে থাকিল, তাবৎ তাহারা
ঐ রাজার সহিত বাস করিল।
৫ পরে গাদ্ ভবিষ্যদ্বক্তা দায়ূদ্‌কে কহিল,
তুমি আর দুর্গম স্থানে থাকিও না, প্রস্থান করি-
য়া যিহূদা দেশে যাও; তাহাতে দায়ূদ্ যাত্রা
করিয়া হেরৎ বনে উপস্থিত হইল।
৬ অপর দায়ূদের ও তাহার সঙ্গি লোকদের
উদ্দেশ পাওয়া গিয়াছে, ইহা শৌল শুনিতে
পাইল। সেই সময়ে শৌল শল্যহস্তে গিবিয়ার
রামৎস্থিত এক বৃক্ষের তলে বসিয়াছিল, এবং
তাহার চতুর্দ্দিগে সমস্ত ভৃত্য দণ্ডায়মান ছিল।
৭ তাহাতে শৌল চতুর্দ্দিগে দণ্ডায়মান আপন
ভৃত্যগণকে কহিল, হে বিন্যামীন্ বংশীয়েরা,
তোমরা মনোযোগ কর। যিশয়ের পুত্র কি
তোমাদের প্রত্যেক জনকেই ক্ষেত্র ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র
দিবে? এবং তোমাদের সকলকে সহস্রসেনাপতি
ও শতসেনাপতি করিবে? ৮ এই কারণ তোমরা
কি আমার প্রতিকূলে কুমন্ত্রণা করিয়াছ? এবং
যিশয়ের পুত্রের সহিত আমার পুত্র যে নিয়ম
করিয়াছে, তাহা তোমাদের মধ্যে কেহ আমার
কর্ণগোচর করে নাই; এবং আমার পুত্র আমার
প্রতিকূলে অদ্য ঘাঁটি বসাইয়া থাকিতে আমার
দাসকে প্রবৃত্তি দিয়াছে, ইহাতেও তোমাদের
মধ্যে কেহ আমার জন্যে দুঃখিত হইয়া আমাকে
তাহা জ্ঞাত করে নাই।
৯ পরে শৌলের ভৃত্যগণের মধ্যে দণ্ডায়মান
ইদোমীয় দোয়েগ্ উত্তর করিল, আমি নোবে
অহীটূবের পুত্র অহীমেলকের নিকটে যিশয়ের
পুত্রকে যাইতে দেখিয়াছি। ১০ সে তাহার নি-
মিত্তে পরমেশ্বরের কাছে জিজ্ঞাসা করিল, ও
তাহাকে খাদ্য দ্রব্য দিল, এবং পিলেষ্টীয় জা-
লূতের খড়্গ তাহাকে দিল।
১১ তাহাতে রাজা লোক পাঠাইয়া অহীটূবের
পুত্র অহীমেলক্ যাজককে ও তাহার তাবৎ পিতৃ-
বংশকে অর্থাৎ নোব্‌বাসি যাজকদিগকে ডাকা-
ইল; তাহাতে তাহারা সকলে রাজার নিকটে আ-
ইল। ১২ পরে শৌল কহিল, হে অহীটূবের পুত্র,
শুন। সে উত্তর করিল, হে আমার প্রভো, আমি
উপস্থিত আছি। ১৩ পরে শৌল তাহাকে কহিল,
তুমি ও যিশয়ের পুত্র আমার বিরুদ্ধে কেন
রাজদ্রোহ করিলা? এবং অদ্যকার মত আমার
বিরুদ্ধে উঠিয়া ঘাঁটি বসাইয়া থাকিতে তুমি তাহা-
কে রুটী ও খড়্গ দিলা, এবং তাহার জন্যে ঈশ্ব-
রের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলা কেন? ১৪ তাহাতে
অহীমেলক্ রাজাকে উত্তর করিল, আপনকার
তাবৎ ভৃত্যের মধ্যে কে দায়ূদের তুল্য বিশ্বাস্য
ও মহারাজের জামাতা, ও আপনকার গুপ্ত কথার
অধিকারী, ও আপনকার বাটীতে সম্ভ্রান্ত?
১৫ আমি কি এই প্রথম বার তাহার জন্যে
ঈশ্বরের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলাম? তাহা আমা-
হইতে দূর হউক; রাজা আপনকার এই দাসকে
ও এই দাসের পরিজনদিগকে এ দোষ দিবেন
না, কেননা আপনকার দাস এ বিষয়ের ন্যূনা-
ধিক কিছুমাত্র অবগত ছিল না। ১৬ কিন্তু রাজা
কহিল, হে অহীমেলক, তোমাকে ও তোমার
তাবৎ পিতৃবংশকে মরিতে হইবে।
১৭ পরে রাজা আপন চতুর্দ্দিগে দণ্ডায়মান
পদাতিকগণকে কহিল, তোমরা ফিরিয়া পরমেশ্ব-
রের এই যাজকগণকে বধ কর; কেননা ইহারাও
দায়ূদের সহায় আছে, এবং তাহার পলায়নের
কথা জানিয়াও আমার কর্ণগোচর করে নাই।
কিন্তু পরমেশ্বরের যাজকদের বধার্থে হস্ত বিস্তার
করিতে রাজার দাসগণ সম্মত হইল না। ১৮ পরে
রাজা দোয়েগ্‌কে কহিল, তুমি ফিরিয়া এই যাজক-
গণকে বধ কর। তাহাতে ইদোমীয় দোয়েগ্
ফিরিয়া যাজকদের উপরে আক্রমণ করিয়া সেই
দিবসে কার্পাস সূত্র নির্ম্মিত এফোদ পরিধায়ি
পঁচাশী জনকে হত্যা করিল। ১৯ এবং সে খড়্গ-
দ্বারা যাজকদের নোব্ নামে নগর বিনষ্ট করিল,
অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষ ও বালক ও স্তনপায়ি শিশু
এবং গোরু ও গর্দ্দভ ও মেষাদি খড়্গধারদ্বারা
বধ করিল।
২০ ঐ সময়ে অহীটূবের পুত্র অহীমেলকের
অবিয়াথর্ নামে এক পুত্র মাত্র রক্ষা পাইয়া
দায়ূদের পশ্চাৎ পলাইল। ২১ ঐ অবিয়াথর্
দায়ূদ্‌কে এই সংবাদ দিল, শৌল পরমেশ্বরের
যাজকগণকে বধ করাইয়াছে। ২২ তাহাতে দায়ূদ্
অবিয়াথর্‌কে কহিল, ইদোমীয় দোয়েগ্ সে
স্থানে থাকাতে সে অবশ্য এ কথা শৌলকে
কহিবে, সেই দিনাবধি আমার এমন বোধ
ছিল; অতএব আমি তোমার পিতৃবংশীয় লো-
কদের বধের কারণ হইলাম। ২৩ তুমি আমার
সহিত থাক, ভীত হইও না; কেননা আমার
প্রাণনাশের চেষ্টা না করিলে কেহ তোমার
প্রাণনাশের চেষ্টা করিবে না, কিন্তু আমার সঙ্গে
থাকিলে রক্ষা পাইবা।

২৩ অধ্যায়।

১ কিয়ীলার আক্রমণ, ৭ ও দায়ূদের বিষয়ে শৌলের
কথা, ৯ ও দায়ূদের প্রতি পরমেশ্বরের উত্তর দেওন,
১৩ ও দায়ূদের সীফ্ প্রান্তরে পলায়ন, ও যো-
নাথনের সহিত সাক্ষাৎ করণ, ১৯ ও সীফীয় লো-

কদের শৌলকে সংবাদ দেওন ও দায়ূদের পশ্চাদ্-
গমনহইতে শৌলের নিবৃত্ত হওন।

১ পরে পিলেষ্টীয়েরা কিয়ীলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করিয়া সকল মর্দ্দনস্থানের শস্য লুটিতেছে, লো-
কেরা দায়ূদ্‌কে এই সংবাদ দিলে ২ দায়ূদ পরমে-
শ্বরের কাছে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি ঐ পি-
লেষ্টীয়দিগকে আঘাত করিতে যাইব? তাহাতে
পরমেশ্বর দায়ূদ্‌কে কহিলেন, যাও, সেই পি-
লেষ্টীয়দিগকে আঘাত করিয়া কিয়ীলাকে রক্ষা
কর। ৩ তাহাতে দায়ূদের লোকেরা তাহাকে
কহিল, দেখ, আমাদের এই যিহূদা দেশে থাকা
ভয়ের কর্ম্ম, তবে আর বার কি কিয়ীলাতে
পিলেষ্টীয়দের সৈন্যশ্রেণীদের প্রতিকূলে যাইব?
৪ পরে দায়ূদ্ পুনর্ব্বার পরমেশ্বরের কাছে
জিজ্ঞাসা করিলে পরমেশ্বর উত্তর করিলেন, তুমি
উঠিয়া কিয়ীলাতে যাও, আমি পিলেষ্টীয়দিগকে
তোমার হস্তে সমর্পণ করিব। ৫ অতএব দায়ূদ্
ও তাহার লোকেরা কিয়ীলাতে যাইয়া পিলেষ্টী-
য়দের সহিত যুদ্ধ করিয়া মহাসংহারে তাহাদি-
গকে সংহার করিয়া তাহাদের পশুগণকে লইয়া
গেল; এই রূপে দায়ূদ্ কিয়ীলা নিবাসিদিগকে
রক্ষা করিল। ৬ অহীমেলকের পুত্র অবিয়াথর্
যখন কিয়ীলাতে দায়ূদের নিকটে পলাইয়া আসি-
য়াছিল, তখন তাহার হস্তে এক এফোদ ছিল।

৭ পরে দায়ূদ্ কিয়ীলাতে প্রবিষ্ট হইয়াছে, এই
সংবাদ পাইয়া শৌল কহিল, তবে ঈশ্বর আ-
মার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিলেন, কেননা
দ্বার ও অর্গলযুক্ত নগরে প্রবেশ করাতে সে
অবরুদ্ধ হইল। ৮ পরে শৌল দায়ূদ্‌কে ও তা-
হার লোকদিগকে অবরোধ করিবার জন্যে
কিয়ীলাতে যাইয়া যুদ্ধ করিতে আপন তাবৎ
লোককে ডাকিল।

৯ পরে শৌল আমার বিরুদ্ধে হিংসার পরা-
মর্শ করিতেছে, ইহা দায়ূদ্ জ্ঞাত হইয়া অবিয়া-
থর্ যাজককে কহিল, এই স্থানে এফোদ্ আন।
১০ পরে দায়ূদ্ কহিল, হে ইস্রায়েলের প্রভো
পরমেশ্বর, শৌল কিয়ীলাতে আসিয়া আমার
নিমিত্তে এই নগর উচ্ছিন্ন করিতে যত্ন করি-
তেছে, আপনকার দাস আমি ইহা শুনিলাম।
১১ অতএব কিয়ীলার গৃহস্থেরা কি তাহার হস্তে
আমাকে সমর্পণ করিবে? আপনকার দাস আমি
যে রূপ শুনিলাম, সেই রূপ সে কি সত্য আ-
সিবে? হে ইস্রায়েলের প্রভো পরমেশ্বর, বিনয়
করি, আপন দাসকে তাহা কহুন। পরমেশ্বর
কহিলেন, সে আসিবে। ১২ দায়ূদ্ জিজ্ঞাসিল,
কিয়ীলার গৃহস্থেরা কি আমাকে ও আমার
লোকদিগকে শৌলের হস্তগত করিবে? তাহাতে
পরমেশ্বর কহিলেন, করিবে।

১৩ তাহাতে দায়ূদ্ ও তাহার প্রায় ছয় শত
সঙ্গি লোক উঠিয়া কিয়ীলাহইতে বাহির হইয়া
যেখানে সেখানে গেল; পরে দায়ূদ্ কিয়ীলা-
হইতে পলাইয়াছে, এই কথা কেহ শৌলকে
কহিলে সে যাইতে নিবৃত্ত হইল। ১৪ এবং দায়ূদ্
প্রান্তরের দুরাক্রম স্থানে বিশেষতঃ সীফ্ প্রান্ত-
রস্থ পর্ব্বতে বাস করিল; পরে শৌল প্রতি-
দিন তাহার অন্বেষণ করিলেও ঈশ্বর তাহার
হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিলেন না। ১৫ তথাপি
শৌল আমার প্রাণের চেষ্টায় বাহির হইয়া
আসিয়াছে, ইহা দায়ূদ্ দেখিয়া সীফ্ প্রান্তরস্থ
বনে থাকিল। ১৬ পরে শৌলের পুত্র যোনা-
থন্ উঠিয়া বনে দায়ূদের নিকটে গিয়া ঈশ্ব-
রেতে তাহার সাহস জন্মাইল। ১৭ এবং তা-
হাকে কহিল, ভয় করিও না, আমার পিতা
শৌল তোমার উদ্দেশ পাইবে না, এবং তুমি
ইস্রায়েল বংশের রাজা হইবা, এবং আমি
তোমার দ্বিতীয় হইব, ইহা আমার পিতা
শৌলও অবগত আছে। ১৮ পরে তাহারা দুই
জন পরমেশ্বরের সাক্ষাতে নিয়ম স্থির করিল।
অনন্তর দায়ূদ্ বনে থাকিল; কিন্তু যোনাথন্
ঘরে গেল।

১৯ অপর সীফীয় লোকেরা গিবিয়াতে শৌলের
নিকটে গিয়া কহিল, যিশীমোনের দক্ষিণদিক্‌স্থ
হখীলা পর্ব্বতের বনস্থ দুরাক্রম স্থানে দায়ূদ্ কি
আমাদের নিকটে লুকাইয়া থাকে না? ২০ অতএব
মহারাজ তাবৎ মনোবাঞ্ছানুসারে আগমন করুন,
মহারাজের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করা আমাদের
ভার আছে। ২১ শৌল কহিল, তোমরা পরমেশ্ব-
রেতে ধন্য, কেননা আমার প্রতি অনুগ্রহ
করিলা। ২২ আমি বিনয় করি, তোমরা যাইয়া
আরো অনুসন্ধান কর। তাহার পা রাখি-
বার স্থান কোথায়? ও সে স্থানে তাহাকে কে
দেখিয়াছে? ইহা নিশ্চয় করিয়া জান; কেননা
সে অতিশয় চাতুরী করে, ইহা আমার প্রতি
কথিত আছে। ২৩ অতএব সকল গুপ্ত স্থানের
মধ্যে কোন্ স্থানে সে আপনাকে লুকাইতেছে,
তাহা দেখিয়া অবগত হও; পরে আমার নি-
কটে নিশ্চয় সমাচার লইয়া আইস, তাহাতে
আমি তোমাদের সহিত যাইব; সে যদি দেশে
থাকে, তবে আমি যিহূদার সকল সাহস্রিক দলের
মধ্যে তাহার অনুসন্ধান করিব। ২৪ তাহাতে
তাহারা উঠিয়া শৌলের অগ্রে সীফে গেল; কিন্তু
দায়ূদ্ ও তাহার লোকেরা যিশীমোনের দক্ষিণে
মরুভূমিস্থ মায়োন্ প্রান্তরে ছিল। ২৫ পরে
শৌল ও তাহার লোকেরা তাহার অন্বেষণে
গেল, কিন্তু লোকেরা দায়ূদ্‌কে ঐ সংবাদ কহিলে
সে শৈল দিয়া নামিয়া মায়োন্ প্রান্তরে রহিল।

পরে শৌল তাহা শুনিয়া মায়োন্ প্রান্তরে দায়ূ-
দের অন্বেষণে গমন করিল। ২৬ এবং শৌল
পর্ব্বতের এক পার্শ্বে গেলে দায়ূদ্ ও তাহার
লোকেরা পর্ব্বতের অন্য পার্শ্বে গেল। অপর
দায়ূদ্ শৌলের সম্মুখহইতে স্থানান্তরে যাইতে
উৎকণ্ঠিত ছিল; এবং শৌল তাহাকে ও তাহার
লোকদিগকে ধরিবার জন্যে আপন লোকদ্বারা
তাহাকে বেষ্টন করিতেছিল, ২৭ এমন সময়ে এক
দূত শৌলের নিকটে আসিয়া কহিল, আপনি
শীঘ্র আগমন করুন, কেননা পিলেষ্টীয়েরা দেশ
আক্রমণ করিল। ২৮ তাহাতে শৌল দায়ূদের
পশ্চাদ্গমনহইতে ফিরিয়া পিলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে
যাত্রা করিল; এই নিমিত্তে সেই স্থানের নাম
সেলা-হম্মহলিকোৎ (ভিন্ন হওনের শৈল) হইল।
২৯ পরে দায়ূদ্ তথাহইতে প্রস্থান করিয়া ঐন্গি-
দিস্থ দুরাক্রম স্থানে বাস করিল।

২৪ অধ্যায়।

১ ঐন্গিদিস্থিত গুহাতে দায়ূদের শৌলের বস্ত্রাঞ্চল
ছেদন করিয়া প্রাণ রক্ষা করণ, ৮ ও এই কর্ম্ম-
দ্বারা শৌলের কাছে আপন নির্দ্দোষতা প্রকাশ
করণ, ১৬ ও আপন দোষ স্বীকার করিয়া দায়ূদ্কে
দিব্য করাইয়া শৌলের আপন গৃহে প্রস্থান করণ।

১ অপর শৌল পিলেষ্টীয়দের পশ্চাদ্গমন-
হইতে প্রত্যাগমন করিলে দায়ূদ্ ঐন্গিদির
প্রান্তরে আছে, এই সংবাদ কেহ তাহাকে
কহিল। ২ তাহাতে শৌল তাবৎ ইস্রায়েল্ বংশ-
হইতে তিন সহস্র মনোনীত লোক লইয়া বন-
ছাগের পর্ব্বতোপরি দায়ূদের ও তাহার লোক-
দের অন্বেষণে গমন করিল। ৩ পথের মধ্যে
মেষবাথানে উপস্থিত হইলে সে চরণ আচ্ছাদন
করিতে সেই স্থানস্থ এক গুহাতে প্রবেশ করিল;
কিন্তু দায়ূদ্ ও তাহার লোকেরা সেই গুহার
অন্তর্ভাগে বসিয়াছিল। ৪ অপর দায়ূদের লো-
কেরা তাহাকে কহিল, দেখ, আমি তোমার
শত্রুকে তোমার হস্তগত করিব, তাহাতে তুমি
তাহার প্রতি যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিবা, এই
বাক্য পরমেশ্বর যে দিবসের বিষয়ে তোমাকে
কহিয়াছেন, দেখ এই সেই দিবস। তাহাতে দায়ূদ্
উঠিয়া গুপ্তরূপে শৌলের বস্ত্রাগ্র কাটিল। ৫ কিন্তু
শৌলের বস্ত্রাগ্র ছেদন করাতে তৎপরে দায়ূ-
দের অন্তঃকরণ বিদ্ধ হইল; ৬ তাহাতে সে
আপন লোকদিগকে কহিল, পরমেশ্বরের অভি-
ষিক্ত আমার প্রভুর প্রতি এমত কর্ম্ম করিতে
অর্থাৎ তাহার বিরুদ্ধে হস্ত তুলিতে পরমেশ্বর
আমাকে না দিউন্; কেননা সে পরমেশ্বরের
অভিষিক্ত লোক। ৭ এই রূপ কথাদ্বারা দায়ূদ্
আপন লোকদিগকে তাড়না করিয়া শৌলের
প্রতিকূলে আক্রমণ করিতে দিল না। পরে শৌল
গুহাহইতে নির্গত হইয়া আপন পথে গমন করিল।
৮ কিঞ্চিৎ পরে দায়ূদ্ উঠিয়া গুহাহইতে নি-
র্গত হইয়া, হে আমার প্রভো রাজন্, ইহা বলিয়া
শৌলকে ডাকিল; তাহাতে শৌল পশ্চাৎ দৃষ্টি
করিলে দায়ূদ্ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।
৯ এবং দায়ূদ্ শৌলকে কহিল, দেখ, দায়ূদ্ তো-
মার হিংসার চেষ্টা করে, লোকদের এমত
কথা কেন শুন? ১০ দেখ, পরমেশ্বর অদ্য এই
গুহার মধ্যে তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ
করিলেন, তাহা তুমি চাক্ষুষ দেখিতেছ; তা-
হাতে কেহ তোমাকে বধ করিতে আমাকে
কহিলেও আমি তোমার প্রতি চক্ষুর্লজ্জা করিয়া
কহিলাম, আপন প্রভুর প্রতিকূলে হস্ত বিস্তার
করিব না, কেননা তিনি পরমেশ্বরের অভিষিক্ত
লোক। ১১ হে আমার পিতঃ, আমার হস্তে
তোমার উত্তরীয় বস্ত্রের এই অঞ্চল অবলোকন
করিয়া দেখ, আমি তোমার উত্তরীয় বস্ত্রাগ্র
কাটিয়াছি, কিন্তু তোমাকে বধ করি নাই;
ইহাতে আমি হিংসা বা রাজদ্রোহিতা বা তো-
মার প্রতিকূলে পাপ করি না, তাহা বিবেচনা
করিয়া দেখ; তথাপি তুমি আমার প্রাণকে
ধরিবার জন্যে অন্বেষণ করিতেছ। ১২ পরমেশ্বর
আমার ও তোমার বিষয়ে বিচার করিয়া আ-
মার জন্যে তোমাকে প্রতিফল দিবেন, কিন্তু আমি
তোমার উপরে হস্ত তুলিব না। ১৩ 'দুষ্টহইতেই
দুষ্টতা জন্মে,' প্রাচীনদের এই নীতিকথা আছে;
কিন্তু আমি তোমার উপরে হস্ত তুলিব না।
১৪ ইস্রায়েল্ বংশের রাজা কাহার পশ্চাৎ বা-
হির হইয়া আসিয়াছে? কি মৃত কুক্কুরের? বা
মশকটির? কাহার পশ্চাৎ তাড়না করিতেছ?
১৫ পরমেশ্বর বিচারকর্ত্তা আছেন, তিনি আমার
ও তোমার বিষয়ে বিচার করিবেন, ও আমার
প্রতি দৃষ্টি করিয়া আমার বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া
তোমার হস্তহইতে আমাকে রক্ষা করিবেন।
১৬ দায়ূদ্ শৌলের প্রতি এই সকল কথার
শেষ করিলে শৌল জিজ্ঞাসিল, হে আমার
পুত্র দায়ূদ্, এ কি তোমার স্বর? ইহা কহিয়া
শৌল উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিল। ১৭ পরে দায়ূদ্-
কে কহিল, আমা অপেক্ষা তুমি ধার্ম্মিক, কেননা
আমি তোমার অমঙ্গল করিলেও তুমি আমার
মঙ্গল করিলা। ১৮ পরমেশ্বর আমাকে তো-
মার হস্তে সমর্পণ করিলেও তুমি আমাকে বধ
কর নাই; ইহাতে অদ্য আমার প্রতি আপ-
নার হিতৈষিতা দেখাইলা। ১৯ কেননা মনুষ্য
আপন শত্রুকে পাইলে কি তাহাকে কুশলে
যাইতে দেয়? অদ্য তুমি আমার প্রতি যাহা
করিলা, তন্নিমিত্তে পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল

করুন। ২০ এখন দেখ, তুমি অবশ্য রাজা হইবা,
ও ইস্রায়েল্ বংশের রাজ্য তোমার হস্তে স্থির
থাকিবে, ইহা আমি নিশ্চয় জানি। ২১ কিন্তু তুমি
আমার পরে আমার বংশ উচ্ছিন্ন করিবা না,
ও পিতৃবংশহইতে আমার নাম লোপ করিবা
না, পরমেশ্বরের নাম লইয়া এই দিব্য কর।
২২ তাহাতে দায়ূদ্ শৌলের নিকটে দিব্য করিল;
পরে শৌল আপন গৃহে গেল, কিন্তু দায়ূদ্ ও
তাহার লোকেরা দুরাক্রম স্থানে আরোহণ করিল।

২৫ অধ্যায়।

১ শিমূয়েলের মৃত্যু, ২ ও নাবলের ও তাহার স্ত্রী অবীগয়িলের কথা, ৪ ও নাবলের প্রতি দায়ূদের দূত প্রেরণ, ১০ ও তাহার নিন্দা প্রযুক্ত নাবলকে বধ করিতে দায়ূদের প্রস্তুত হওন, ১৪ ও অবীগয়িল্‌কে দাসের সংবাদ দেওন, ১৮ ও উপঢৌকন প্রস্তুত করিয়া দায়ূদের কাছে অবীগয়িলের গমন, ৩২ ও তাহাকে দায়ূদের গ্রাহ্য করণ, ৩৬ ও নাবলের মৃত্যু, ৩৯ ও দায়ূদের সহিত অবীগয়িলের বিবাহ ও দায়ূদের ভার্য্যা মীখল অন্য পুরুষকে দত্তা হওন।

১ পরে শিমূয়েল্ মরিলে ইস্রায়েলের সমস্ত বংশ
একত্র হইয়া তাহার জন্যে শোক করিল, এবং
রামৎস্থিত তাহার বাটীতে তাহার কবর দিল।
পরে দায়ূদ্ উঠিয়া পারণ প্রান্তরে গমন করিল।
২ তৎকালে মায়োন্ নিবাসী কর্ম্মিলাধিকারী
অতি মহান্ এক মনুষ্য কর্ম্মিলে আপন মেষের
লোমচ্ছেদন করিতেছিল; তাহার তিন সহস্র মেষ
ও এক সহস্র ছাগী ছিল। ৩ সেই মনুষ্যের নাম
নাবল্ ও তাহার স্ত্রীর নাম অবীগয়িল্; ঐ স্ত্রী
উত্তম বুদ্ধিমতী ও সুবদনা ছিল, কিন্তু ঐ পুরুষ
কঠিন ও দুর্বৃত্ত এবং কালেবের বংশজাত ছিল।
৪ অপর নাবল্ আপন মেষের লোমচ্ছেদন
করিতেছে, এই কথা প্রান্তরমধ্যে শুনিয়া ৫ দায়ূদ্
দশ জন যুবাকে প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে কহিল,
তোমরা কর্ম্মিলে উঠিয়া নাবলের নিকটে গমন
কর, এবং আমার নাম করিয়া তাহার কল্যাণ
জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক ৬ তাহাকে এই কথা কহ, চির-
জীবী হও, তোমার ও তোমার বাটীর ও সর্ব্বস্বের
সর্ব্বদা মঙ্গল হউক। ৭ আমি শুনিলাম তোমার
লোমচ্ছেদক আছে; এখন নিবেদন এই; তো-
মার মেষপালকগণ আমাদের সহিত ছিল,
আমরা তাহাদের হিংসা করি নাই; এবং
যাবৎ তাহারা কর্ম্মিলে ছিল, তাবৎ তাহাদের
কিছু হারায় নাই। ৮ তোমার যুবদিগকে জি-
জ্ঞাসা কর, তাহারা তোমাকে কহিবে; অতএব
এই যুবগণের প্রতি তোমার অনুগ্রহদৃষ্টি হউক,
কেননা আমরা শুভ দিবসে আইলাম। আমরা
বিনয় করি, যাহা তোমার হস্তে আছে, তাহার
কিছু আপন দাসদিগকে ও আপন পুত্র দায়ূ-
দ্‌কে দিউন। ৯ তাহাতে দায়ূদের যুবগণ যাইয়া
দায়ূদের নাম করিয়া নাবল্‌কে ঐ সকল কথা
কহিয়া নিবৃত্ত হইল।
১০ পরে নাবল্ দায়ূদের দাসদিগকে কহিল,
দায়ূদ্ কে? ও যিশয়ের পুত্র কে? এই সময়ে
অনেক২ ভৃত্য আপন২ প্রভুকে ত্যাগ করিয়া
বেড়াইতেছে। ১১ আমি কি আপনার রুটী
ও জল ও আপন লোমচ্ছেদকদের জন্যে হত
পশুর মাংস লইয়া অজ্ঞাত কোথাকার লোক-
দিগকে দিব? ১২ তাহাতে দায়ূদের যুবগণ
আপনাদের পথে ফিরিয়া গেল, এবং তাহার
নিকটে আসিয়া ঐ সমস্ত কথা কহিল। ১৩ তখন
দায়ূদ্ আপন লোকদিগকে কহিল, প্রত্যেক
জন খড়্গ বাঁধ। তাহাতে প্রত্যেক জন আপন২
খড়্গ বাঁধিল, এবং দায়ূদ্ও আপন খড়্গ
বাঁধিল। পরে দায়ূদের সহিত প্রায় চারি শত
লোক গেল, এবং সংস্থান রক্ষার্থে দুই শত
লোক রহিল।
১৪ ইতিমধ্যে যুবদাসদের এক জন নাবলের
ভার্য্যা অবীগয়িল্‌কে কহিল, দেখ, দায়ূদ্ আমা-
দের কর্ত্তাকে নমস্কার করিতে প্রান্তরহইতে
দূতগণকে পাঠাইল, তাহাতে আমাদের কর্ত্তা
তাহাদিগকে তাড়না করিল। ১৫ সেই লোকেরা
আমাদের বড় উপকারী ছিল; যখন আমরা
প্রান্তরে ছিলাম, তখন যাবৎ কাল তাহাদের
সমভিব্যাহারে ছিলাম, তাবৎ আমাদের কিছু
হিংসা হয় নাই ও কিছু হারায় নাই। ১৬ আমরা
যত কাল থাকিয়া তাহাদের সহিত মেষ রক্ষা
করিতেছিলাম, তাবৎ তাহারা দিবারাত্রি আমা-
দের চতুর্দ্দিগে প্রাচীরস্বরূপ ছিল। ১৭ অতএব
এখন তোমার কি কর্ত্তব্য, তাহা বিবেচনা করিয়া
বুঝ, কেননা আমাদের কর্ত্তার ও তাহার সমস্ত
পরিজনের প্রতিকূলে অমঙ্গল স্থির হইয়াছে;
সেও এমত দুরন্ত, যে তাহাকে কোন কথা কহিতে
পারা যায় না।
১৮ তাহাতে অবীগয়িল্ শীঘ্র দুই শত রুটী
ও দুই কুপা দ্রাক্ষারস ও পাঁচ প্রস্তুত মেষ ও
পাঁচ কাঠা ভাজা কলাই ও এক শত গুচ্ছ দ্রা-
ক্ষাফল ও দুই শত ডুম্বুরচাক লইয়া গর্দ্দভদের
উপরে চাপাইল। ১৯ এবং আপন দাসদিগকে
কহিল, তোমরা আমার অগ্রে২ চল, দেখ,
আমি তোমাদের পশ্চাৎ২ যাইতেছি; কিন্তু ইহা
সে আপন স্বামি নাবল্‌কে জ্ঞাত করিল না।
২০ পরে সে গর্দ্দভারূঢ়া হইয়া পর্ব্বতের গুপ্ত পথ
দিয়া যাইতেছিল, ইতিমধ্যে দায়ূদ্ ও তাহার
লোকেরা সম্মুখে আইল, তাহাতে সে তাহাদের
সহিত মিলিল। ২১ পূর্ব্বে দায়ূদ্ কহিয়াছিল,
সেই ব্যক্তির প্রান্তরস্থিত সমস্ত বস্তু আমি রক্ষা

করিয়াছি, এবং তাহার তাবৎ দ্রব্যের কিছু
হারায় নাই, এই কর্ম্ম আমার বৃথা হইল;
সে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার করিল।
২২ যদি আমি তাহার পুরুষদের মধ্যে এক
জনকেও সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত অবশিষ্ট রাখি, তবে
ঈশ্বর দায়ূদের শত্রুদের প্রতি অমুক ও ততো-
ধিক দণ্ড দিউন। ২৩ পরে অবীগয়িল্ দায়ূদ্-
কে দেখিবামাত্র গর্দ্দভহইতে শীঘ্র নামিয়া দায়ূ-
দের সম্মুখে পড়িয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।
২৪ এবং তাহার চরণে পড়িয়া কহিল, হে
আমার প্রভো, এই অপরাধ আমার হইল।
আমি বিনয় করি, আপনকার দাসীকে আপ-
নকার কর্ণগোচরে কথা কহিতে অনুমতি দিউন;
আপনকার দাসীর কথা শুনুন। ২৫ আমি বিনয়
করি, সেই দুরন্ত ব্যক্তিকে অর্থাৎ নাবল্কে
গণ্য করিও না; যেমন তাহার নাম, তেমনি সে।
তাহার নাম নাবল্ (অর্থাৎ মূর্খ,) ও তাহার
অন্তরে মূর্খতা আছে। কিন্তু আপনকার এই দাসী
প্রভুর প্রেরিত যুবদিগকে দেখে নাই। ২৬ তথা-
পি, হে আমার প্রভো, পরমেশ্বরের অমরতা
ও আপনকার জীবৎ প্রাণের দিব্য করিয়া কহি-
তেছি, এখন রক্তপাত ও নিজ হস্তদ্বারা অপমা-
নের প্রতীকার করণার্থে পরমেশ্বর আপনকাকে
আসিতে বারণ করিতেছেন; কিন্তু আপনকার
শত্রুগণ ও প্রভুর মন্দকারিগণ নাবলের সদৃশ
হউক। ২৭ এখন আপনকার দাসী এই যে
উপঢৌকন আপনকার নিমিত্তে আনিল, ইহা
আপনকার পশ্চাদ্গামি যুবদিগকে বিতরণ করা
যাউক। ২৮ আমি বিনয় করি, আপনকার দাসীর
অপরাধ ক্ষমা করুন, কেননা পরমেশ্বর আমার
প্রভুর বংশ স্থির করিবেন; এবং পরমেশ্বরের
পক্ষীয় যুদ্ধেতে আমার প্রভু ব্যস্ত ও যাবজ্জীবন
নির্দ্দোষ আছেন। ২৯ লোক উঠিয়া আপনকার
তাড়না ও প্রাণনাশের চেষ্টা করিলেও আপনকার
প্রভু পরমেশ্বরের নিকটে আমার প্রভুর প্রাণ
জীবনরূপ বোচ্কাতে বদ্ধ থাকিবে, কিন্তু আপন-
কার শত্রুদের প্রাণ তিনি ফিঙ্গার মধ্যহইতে
নিক্ষিপ্ত করিবেন। ৩০ পরমেশ্বর আমার প্রভুর
বিষয়ে যে সমস্ত মঙ্গলের কথা কহিয়াছেন, তাহা
যখন সফল করিয়া আপনকাকে ইস্রায়েলের
রাজত্বে নিযুক্ত করিবেন, ৩১ তখন অকারণে
রক্তপাত করা ও অপরাধের প্রতীকার আপনি
করা, এই দুই কর্ম্মমূলক শোক ও দুঃখ আমার
প্রভুর মনে স্থান পাইবে না। কিন্তু যখন পর-
মেশ্বর আমার প্রভুর মঙ্গল করিবেন, তখন আ-
পনকার এই দাসীকে স্মরণ করিবেন।
৩২ পরে দায়ূদ্ অবীগয়িল্কে কহিল, অদ্য
আমার সহিত সাক্ষাৎ করাইতে যিনি তোমাকে
প্রেরণ করিলেন, ইস্রায়েলের সেই প্রভু পর-
মেশ্বর ধন্য। ৩৩ এবং তোমার সুবিচার ধন্য,
এবং তুমিও ধন্যা; কারণ তুমি রক্তপাতার্থে
আগমন ও নিজ হস্তদ্বারা অপরাধের প্রতীকার
করণহইতে আমাকে নিবৃত্ত করিলা। ৩৪ ইস্রায়ে-
লের যে প্রভু পরমেশ্বর তোমার হিংসা করণে
আমাকে বারণ করিয়াছেন, তাঁহার অমরতার
দিব্য করিয়া কহিতেছি, আমার সঙ্গে মিলিতে
যদি তুমি শীঘ্র না আসিতা, তবে নাবলের গৃহে
পুরুষদের মধ্যে এক জনও প্রভাত পর্য্যন্ত অব-
শিষ্ট থাকিত না। ৩৫ পরে দায়ূদ্ আপনার
জন্যে আনীত উপঢৌকন দ্রব্য তাহার হস্তহইতে
গ্রহণ করিয়া তাহাকে কহিল, তুমি কুশলে ঘরে
যাও; দেখ, আমি তোমার কথা শুনিলাম ও
তোমাকে গ্রাহ্য করিলাম।
৩৬ পরে যখন অবীগয়িল্ নাবলের নিকটে
আইল, তখন রাজভোজের ন্যায় তাহার ভোজ
হইতেছিল, এবং নাবল্ প্রফুল্লমনা হইয়া অতি-
শয় মত্ত ছিল; অতএব সে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ঐ
বিষয়ের অল্প বা অধিক কিছু তাহাকে কহিল
না। ৩৭ পরে প্রাতঃকালে নাবলের মত্ততা ঘুচি-
লে তাহার ভার্য্যা তাহাকে ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত
জ্ঞাত করিল; তাহাতে সে অন্তরে মৃতকল্প ও
মূর্চ্ছাতে প্রস্তরবৎ হইল। ৩৮ এবং তাহার
ন্যূনাধিক দশ দিন পরে পরমেশ্বর নাবলের
প্রতি আঘাত করিলে সে মরিল।
৩৯ পরে নাবল্ মরিয়াছে, এই কথা শুনিয়া
দায়ূদ্ কহিল, ধন্য পরমেশ্বর, যেহেতুক তিনি
নাবল্হইতে আমার প্রাপ্ত অপমান বিষয়ক বিবাদ
নিষ্পত্তি করিলেন, এবং আপন দাসকে দুষ্ক্রি-
য়াহইতে রক্ষা করিয়া নাবলের দুষ্টতার প্রতি-
ফল তাহারই মস্তকে বর্ত্তাইলেন। পরে দায়ূদ্
অবীগয়িল্কে বিবাহ করণার্থে তাহার সহিত
কথোপকথন করিতে লোক পাঠাইল। ৪০ তখন
দায়ূদের দাসগণ কর্ম্মিলে অবীগয়িলের নিকটে
যাইয়া তাহাকে কহিল, দায়ূদ্ তোমাকে বিবাহ
করণার্থে লইতে তোমার নিকটে আমাদিগকে
পাঠাইলেন। ৪১ তাহাতে সে উঠিয়া ভূমিষ্ঠ
হইয়া কহিল, দেখ, আপনকার দাসী আমার
প্রভুর দাসদের পাদপ্রক্ষালিকা দাসীও হউক।
৪২ পরে অবীগয়িল্ শীঘ্র উঠিয়া গর্দ্দভারোহণ
করিয়া আপন পাঁচ জন অনুচারিণীর সহিত
দায়ূদের দূতগণের পশ্চাৎ গিয়া দায়ূদের ভার্য্যা
হইল। ৪৩ আর দায়ূদ্ যিষ্রিয়েলীয়া অহীনোয়ম্-
কেও বিবাহ করিল; তাহাতে এই দুই তাহার
ভার্য্যা হইল। ৪৪ কিন্তু শৌল মীখল্ নামে আ-
পন কন্যা দায়ূদের ভার্য্যাকে লইয়া গল্লীম্
নিবাসি লয়িশের পুত্র পল্টিকে দিয়াছিল।

২৬ অধ্যায়।

১ দায়ূদের পশ্চাতে শৌলের হখীলা পর্ব্বতে গমন,
৫ ও শৌলের বড়শা ও জলপাত্র লইয়া তাহাকে
বধ না করণ, ১৩ ও অব্নেরের প্রতি দায়ূদের
অনুযোগ, ২১ ও দায়ূদের প্রতি শৌলের কথা।

১ পরে সীফীয়েরা গিবিয়াতে শৌলের নিকটে
গিয়া কহিল, দায়ূদ্ কি যিশীমোনের সম্মুখে হখী-
লা পর্ব্বতে লুকাইয়া থাকে না? ২ তাহাতে সীফ
প্রান্তরে দায়ূদের অন্বেষণার্থে শৌল উঠিয়া ইস্রা-
য়েল্ বংশের তিন সহস্র মনোনীত লোককে
সঙ্গে লইয়া সীফ প্রান্তরে গেল। ৩ পরে শৌল
পথের পার্শ্বে যিশীমোনের সম্মুখস্থ হখীলা
পর্ব্বতে শিবির স্থাপন করিল। ঐ সময়ে দায়ূদ্
প্রান্তরমধ্যে বাস করিতেছিল; কিন্তু শৌল আ-
মার পশ্চাৎ প্রান্তরে আসিতেছে, ইহা অনুমান
করাতে ৪ দায়ূদ্ চরগণকে প্রেরণ করিয়া, শৌল
নিশ্চয় আসিয়াছে, ইহা জ্ঞাত হইল।
৫ পরে দায়ূদ্ উঠিয়া শৌলের শিবিরস্থানের
নিকটে আসিয়া শৌলের ও তাহার সেনাপতি
নেরের পুত্র অব্নেরের শয়নস্থান নিরীক্ষণ
করিল; তাহাতে শৌল রথব্যূহমধ্যে শয়নে
আছে, এবং সৈন্যেরা তাহার চতুর্দ্দিগে ঘেরিয়া
আছে, ইহা দেখিল। ৬ পরে দায়ূদ্ হিত্তীয়
অহীমেলককে ও সিরূয়ার পুত্র যোয়াবের ভ্রাতা
অবীশয়কে কহিল, শিবিরে শৌলের নিকটে
আমার সঙ্গে কে যাইবে? তাহাতে অবীশয়
কহিল, আমি তোমার সঙ্গে যাইব। ৭ পরে
রাত্রিসময়ে দায়ূদ্ ও অবীশয় লোকদের নিকটে
আইলে শৌল রথব্যূহের মধ্যে নিদ্রিত আছে,
ও তাহার শিয়রের নিকটে তাহার বড়শা ভূমিতে
বিদ্ধ আছে, এবং অব্নের্ ও সমস্ত সৈন্য চতু-
র্দ্দিগে শয়নে আছে, ইহা দেখিল। ৮ তখন
অবীশয় দায়ূদ্কে কহিল, অদ্য ঈশ্বর আপন-
কার শত্রুকে আপনকার হস্তে সমর্পণ করিয়া-
ছেন; অতএব এখন নিবেদন করি, বড়শাদ্বারা
উহাকে একেবারে ভূমির সহিত গাঁথিতে আ-
মাকে অনুমতি দেও, আমি উহাকে দুই বার
আঘাত করিব না। ৯ তাহাতে দায়ূদ্ অবীশয়কে
কহিল, উহাকে বিনষ্ট করিও না; পরমেশ্বরের
অভিষিক্তের প্রতিকূলে কে হস্ত বিস্তার করিয়া
নিরপরাধ হইতে পারে? ১০ দায়ূদ্ আরো
কহিল, যদি পরমেশ্বর অমর হন, তবে পর-
মেশ্বর তাহাকে আঘাত করিবেন, কিম্বা তাহার
অন্তিম দিন উপস্থিত হইলে সে মরিবে, কিম্বা
সে সংগ্রামে প্রবিষ্ট হইয়া হত হইবে। ১১ কিন্তু
আমি যে পরমেশ্বরের অভিষিক্তের বিরুদ্ধে
হস্ত বিস্তার করি, পরমেশ্বর এমত না করুন;
অতএব বিনয় করি, উহার শিয়রের নিকটস্থ
বড়শা ও জলের পাত্র তুলিয়া লইয়া আইস;
আমরা যাই। ১২ পরে দায়ূদ্ শৌলের শিয়র-
হইতে তাহার বড়শা ও জলের পাত্র লইয়া
প্রস্থান করিল; কিন্তু কেহ তাহা দেখিল না ও
জানিল না, ও কেহ জাগ্রৎ হইল না, কেননা
সকলে নিদ্রিত ছিল; কারণ তাহারা পরমেশ্বর
কর্তৃক ঘোর নিদ্রাতে মগ্ন হইয়াছিল।
১৩ পরে দায়ূদ্ ওপারে গিয়া অন্য পর্ব্বতের
শৃঙ্গে দূরে দাঁড়াইল; তাহার মধ্যে অনেক
স্থান ব্যবধান ছিল। ১৪ তখন দায়ূদ্ সৈন্যদিগকে
ও নেরের পুত্র অব্নের্কে ডাকিয়া কহিল, হে
অব্নের্, তুমি কেন উত্তর দেও না? তাহাতে
অব্নের্ উত্তর করিল, রাজার প্রতি উচ্চৈঃস্বর
করিতেছ তুমি কে? ১৫ পরে দায়ূদ্ অব্নেরকে
কহিল, তুমি কি বীর নহ? ইস্রায়েল্ বংশে
তোমার তুল্য কে আছে? তবে তুমি আপন
প্রভু রাজাকে কেন রক্ষা কর না? দেখ, তোমার
প্রভু রাজাকে বিনষ্ট করিতে এক জন প্রবিষ্ট
হইল। ১৬ ইহাতে তুমি ভাল কর্ম্ম কর নাই।
পরমেশ্বর যদি অমর হন, তবে তোমরা প্রাণ-
দণ্ডযোগ্য, কেননা তোমরা পরমেশ্বরের অভি-
ষিক্ত আপন প্রভুকে রক্ষা কর নাই। তুমি
এক বার দেখ, রাজার শিয়রের নিকটস্থ বড়শা
ও জলপাত্র কোথায়? ১৭ তখন শৌল দায়ূদের
স্বর বুঝিয়া কহিল, হে আমার পুত্র দায়ূদ্, এ
কি তোমার স্বর? তাহাতে দায়ূদ্ কহিল, হাঁ
প্রভো রাজন্, আমার স্বর বটে। ১৮ সে আরো
কহিল, হে আমার প্রভো, আপনকার দাসের
পশ্চাৎ২ কেন ধাবমান হন? আমি কি করি-
লাম? আমার দোষ কি? ১৯ বিনয় করি, হে
আমার প্রভো রাজন্, আপন দাসের কথা
শুন; যদি পরমেশ্বর আমার বিরুদ্ধে তোমাকে
ব্যগ্র করিয়া থাকেন, তবে তিনি নৈবেদ্য গ্রহণ
করুন; আর যদি কোন মনুষ্যেরা করিয়া থাকে,
তবে তাহারা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে অভিশপ্ত
হউক; কেননা তাহারা অদ্য আমাকে দূর করিয়া
পরমেশ্বরের অধিকারভুক্ত হইতে বারণ করিয়া
বলে, তুমি যাইয়া ইতর দেবগণের সেবা কর।
২০ যদ্যপি পর্ব্বতে ধাবমান তিত্তিরপক্ষির ন্যায়
ইস্রায়েলের রাজা এক মশকের অন্বেষণে বাহিরে
আসিয়াছে, তথাপি আমার রক্ত এখন পরমে-
শ্বরের সম্মুখে মৃত্তিকাতে পতিত হইবে না।
২১ তাহাতে শৌল কহিল, হে আমার পুত্র
দায়ূদ্, আমি পাপ করিলাম; তুমি ফির; আমি
তোমার হিংসা আর করিব না, কেননা তুমি
অদ্য আমার প্রাণকে মূল্যবান জ্ঞান করিলা।
আমি বাতুলের ন্যায় কর্ম্ম করিলাম; ও বড়

ভ্রান্ত হইলাম। ২২ দায়ূদ্ উত্তর করিল, এই দেখ
রাজার বড়শা; কোন যুবা পার হইয়া আসিয়া
ইহা লইয়া যাউক। ২৩ পরমেশ্বর প্রত্যেক জনকে
তাহার ধর্ম্ম ও বিশ্বস্ততানুসারে ফল দিউন; পর-
মেশ্বর অদ্য তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করি-
য়াছিলেন, কিন্তু আমি পরমেশ্বরের অভিষিক্তের
বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার করিতে সম্মত হইলাম না।
২৪ দেখ, অদ্য আমার সাক্ষাতে আপনকার
প্রাণ যেমন বহুমূল্য হইল, তদ্রূপ পরমেশ্বরের
সাক্ষাতে আমার প্রাণ বহুমূল্য হইবে; তিনি
সমস্ত ক্লেশহইতে আমাকে উদ্ধার করিবেন।
২৫ পরে শৌল দায়ূদ্‌কে কহিল, হে আমার
পুত্র দায়ূদ্, তুমি ধন্য; তুমি মহৎ কর্ম্ম করিবা,
এবং কৃতকার্য্য হইবা। পরে দায়ূদ্ আপন পথে
চলিয়া গেল, এবং শৌল স্বস্থানে ফিরিয়া গেল।

২৭ অধ্যায়।

১ পিলেষ্টীয়দের দেশে দায়ূদের গমন, ৫ ও সিক্লগ নগরে দায়ূদের বাস করণ, ৭ ও দেবপূজকদের প্রতি দায়ূদের আক্রমণ।

১ পরে দায়ূদ্ মনে২ ভাবিল, এই রূপে কোন্
দিন আমি শৌলের হস্তে বিনষ্ট হইব? পিলে-
ষ্টীয়দের দেশে না পলাইলে আমার আর
রক্ষা নাই; তথায় গেলে শৌল ইস্রায়েলের
অঞ্চলে আমার অন্বেষণ করিতে ক্ষান্ত হইবে,
এবং আমি তাহার হস্তহইতে রক্ষা পাইব।
২ পরে দায়ূদ্ উঠিয়া আপনার ছয় শত সঙ্গি
লোককে লইয়া মায়োকের পুত্র গাতের রাজা
আখীশের নিকটে গেল। ৩ এবং দায়ূদ্ ও
তাহার লোকেরা প্রত্যেক জন আপন২ পরি-
বারের সহিত গাতে আখীশের নিকটে প্রবাস
করিল, বিশেষতঃ দায়ূদ্ যিষ্রিয়েলীয়া অহী-
নোয়ম্ ও মৃত নাবলের ভার্য্যা কর্ম্মিলীয়া অবী-
গয়িল, এই দুই স্ত্রীর সহিত তথায় বাস করিল।
৪ পরে দায়ূদ্ পলাইয়া গাতে গেল, এই সং-
বাদ শৌলের গোচর হইলে সে আর তাহার
অন্বেষণ করিল না।

৫ পরে দায়ূদ্ আখীশ্‌কে কহিল, আমি যদি
আপনকার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইয়া থাকি, তবে
দেশের কোন ক্ষুদ্র নগরে আমার বাসার্থে স্থান
দিউন, কেননা আপনকার দাস আপনকার
সহিত রাজধানীতে কেন বসতি করিবে? ৬ তা-
হাতে আখীশ্ ঐ দিনে সিক্লগ্ নগর তাহাকে
দিল; অতএব সেই সিক্লগ্ নগরে অদ্যাপি যিহূ-
দার রাজবর্গের অধিকার আছে।

৭ ঐ পিলেষ্টীয়দের দেশে দায়ূদের অবস্থিতি
কালের সংখ্যা এক বৎসর চারি মাস। ৮ ঐ
সময়ে দায়ূদ্ ও তাহার লোকেরা যাইয়া গিশূ-
রীয় ও গেষরীয় ও অমালেকীয় লোকদিগকে
আক্রমণ করিত, কেননা পূর্ব্বকালে শূরের পথ
অবধি মিসর্ পর্য্যন্ত যে দেশ তন্মধ্যে সেই
লোকেরা বাস করিত। ৯ অতএব দায়ূদ্ সেই
দেশস্থদিগকে বধ করিত, তাহাদের পুরুষ কি
স্ত্রী কাহাকেও জীবৎ রাখিত না, মেষ গোরু
গর্দ্দভ উষ্ট্র বস্ত্রাদি লুট করিত, পরে আখীশের
নিকটে ফিরিয়া আসিত। ১০ আর তোমরা অদ্য
কোন্ দিগ্ আক্রমণ করিলা? আখীশ্ ইহা
জিজ্ঞাসিলে দায়ূদ্ কহিত, দক্ষিণ দিকস্থ যিহূ-
দার ও যিরহমেলীয়দের ও কেনীয়দের দেশ।
১১ কিন্তু দায়ূদ্ এই প্রকার কর্ম্ম করিল, লো-
কেরা যেন ইহা না কহে, এই জন্যে দায়ূদ্
কোন পুরুষ কিম্বা স্ত্রীকে গাতে আনীত হওনার্থে
জীবৎ রাখিত না। সে যাবৎ পিলেষ্টীয়দের
দেশে প্রবাস করিল, তাবৎ এই প্রকার ব্যব-
হার করিল। ১২ তথাপি আখীশ্ দায়ূদে প্রত্যয়
করিয়া কহিল, দায়ূদ্ আপন লোক ইস্রায়েল্
বংশের নিকটে আপনাকে ঘৃণাস্পদ করিয়াছে,
অতএব সে সর্ব্বদা আমার দাস থাকিবে।

২৮ অধ্যায়।

১ দায়ূদের প্রতি আখীশের বিশ্বাস করণ, ৩ ও শিমূয়েলের মৃত্যু, ও গুণি ও ভূতড়িয়াদের দূরীকৃত হওন, ৪ ও পিলেষ্টীয়দের হইতে শৌলের ভীত হওন, ৭ ও ভূতড়িয়ার কাছে শৌলের গমন ও শিমূয়েল্‌কে উঠাইতে আজ্ঞা দেওন, ১৫ ও শৌলের প্রতি শিমূয়েলের কথা, ২০ ও সেই কথাদ্বারা শৌলের ভয় করণ।

১ সেই সময়ে পিলেষ্টীয় লোকেরা ইস্রায়েল্
বংশের সহিত যুদ্ধার্থে সৈন্য সংগ্রহ করিলে
আখীশ্ দায়ূদ্‌কে কহিল, তোমাকে ও তোমার
লোকদিগকে যুদ্ধ করিতে আমার সহিত যাইতে
হইবে, ইহা নিশ্চয় জান। ২ তাহাতে দায়ূদ্ আ-
খীশ্‌কে কহিল, তোমার দাস কি পর্য্যন্ত করিতে
পারে, তাহা তুমি জানিতে পারিবা। আখীশ
দায়ূদ্‌কে কহিল, আমি তোমাকে নিতান্ত আপন
চিরস্থায়ী মস্তকরক্ষক করিব।

৩ ঐ সময়ে শিমূয়েলের মৃত্যু হওয়াতে ইস্রা-
য়েল্ লোকেরা তাহার জন্যে শোক করিয়া
রামৎ নামে তাহার আপন নগরে তাহাকে কবর
দিয়াছিল। এবং শৌল ভূতড়িয়া ও গুণি লোক-
দিগকে দেশহইতে দূর করিয়া দিয়াছিল।

৪ পরে পিলেষ্টীয়েরা একত্র হইয়া আসিয়া
শূনেমে শিবির স্থাপন করিলে শৌল তাবৎ ইস্রা-
য়েল্ লোককে একত্র করিয়া গিল্‌বোয়েতে শি-
বির স্থাপন করিল। ৫ কিন্তু শৌল পিলেষ্টীয়-
দের সৈন্য দেখিয়া ভীত হইল, ও তাহার অতি-

শয় হৃৎকম্প হইল। ৬ তাহাতে সে পরমেশ্বরের
নিকটে জিজ্ঞাসা করিলে পরমেশ্বর স্বপ্নদ্বারা বা
ঊরীমের বা ভবিষ্যদ্বক্তাদের দ্বারা কোন উত্তর
দিলেন না।
৭ তখন শৌল আপন ভৃত্যগণকে আজ্ঞা
করিল, তোমরা এক ভূতুড়িয়া স্ত্রীর অন্বেষণ কর;
আমি তাহার কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিব।
পরে তাহার ভৃত্যগণ কহিল, দেখ, ঐন্দোরে
এক ভূতুড়িয়া স্ত্রী আছে। ৮ তাহাতে শৌল
অন্য বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া
আর দুই জনকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিল, এবং
রাত্রিতে সেই স্ত্রীলোকের কাছে উপস্থিত হইয়া
কহিল, আমি বিনয় করি, তুমি আমার জন্যে
ভৌতিক বিদ্যাদ্বারা মন্ত্র পড়িয়া, আমি যাহার
নাম করি, তাহাকে উঠাইয়া আন। ৯ তা-
হাতে সে স্ত্রী তাহাকে কহিল, দেখ, শৌল যাহা
করিয়াছে, অর্থাৎ সে যে ভূতুড়িয়াদিগকে ও
গুণিদিগকে দেশের মধ্যহইতে উচ্ছিন্ন করি-
য়াছে, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ; অতএব তুমি
আমাকে বধ করিতে আমার প্রাণের বিরুদ্ধে
কেন ফাঁদ পাতিতেছ? ১০ তাহাতে শৌল পর-
মেশ্বরের নাম লইয়া তাহার কাছে দিব্য করিয়া
কহিল, পরমেশ্বর যদি অমর হন, তবে এ বিষয়ে
তোমার কোন দায় ঘটিবে না। ১১ তখন সে
স্ত্রী জিজ্ঞাসিল, আমি তোমার কাছে কাহাকে
উঠাইয়া আনিব? তাহাতে সে কহিল, শিমূয়েল্-
কে। ১২ পরে সে স্ত্রী শিমূয়েল্কে দেখিলে
উচ্চৈঃস্বর করিয়া শৌলকে কহিল, কেন আ-
মাকে প্রতারণা করিলা? তুমি শৌল। ১৩ রাজা
কহিল, ভয় নাই; তুমি কি দেখিলা? সে স্ত্রী
শৌলকে কহিল, আমি কর্ত্তাকে ভূমিহইতে
উঠিতে দেখিলাম। ১৪ শৌল জিজ্ঞাসিল, তাহার
আকার কেমন? সে কহিল, এক বৃদ্ধ মনুষ্য
উঠিতেছে, সে মহাবস্ত্রেতে আচ্ছন্ন। তাহাতে সে
যে শিমূয়েল্, ইহা বুঝিয়া শৌল ভূমিষ্ঠ হইয়া
প্রণাম করিল।
১৫ অপর শিমূয়েল্ শৌলকে জিজ্ঞাসিল, তুমি
আমাকে উঠাইয়া কেন ব্যামোহ দিলা? তা-
হাতে শৌল কহিল, আমি অতি উদ্বিগ্ন হইলাম,
যেহেতুক পিলেষ্টীয়েরা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করিতেছে, এবং ঈশ্বর আমাকে ত্যাগ করি-
য়াছেন, ভবিষ্যদ্বক্তৃগণদ্বারা কিম্বা স্বপ্নদ্বারা আ-
মাকে কোন উত্তর দেন না; অতএব আমার
কি কর্ত্তব্য? তাহা আমাকে জানাইবার নি-
মিত্তে তোমাকে ডাকিলাম। ১৬ শিমূয়েল্ ক-
হিল, যদি পরমেশ্বর তোমাকে ত্যাগ করিয়া
তোমার শত্রু হইয়া থাকেন, তবে আমাকে কেন
জিজ্ঞাসা কর? ১৭ পরমেশ্বর আমাদ্বারা যে
রূপ কহিয়াছিলেন, সেই রূপ করিলেন; তিনি
তোমার হস্তহইতে রাজ্য কাড়িয়া লইয়া তো-
মার প্রতিবাসি দায়ূদকে দিলেন। ১৮ কেননা
তুমি পরমেশ্বরের কথা না শুনিয়া অমালেকীয়
লোকদের প্রতি তাঁহার প্রচণ্ড কোপ সফল কর
নাই, এই জন্যে অদ্য পরমেশ্বর তোমার প্রতি
এ কর্ম্ম করিলেন। ১৯ এবং পরমেশ্বর তোমার
সহিত ইস্রায়েল্ বংশকেও পিলেষ্টীয়দের হস্তে
সমর্পণ করিবেন; কল্য তুমি ও তোমার পুত্রগণ
আমার সঙ্গী হইবা; এবং পরমেশ্বর ইস্রা-
য়েলের সৈন্যগণকেও পিলেষ্টীয়দের হস্তে সম-
র্পণ করিবেন। ২০ তাহাতে শৌল তৎক্ষণাৎ মৃত্তি-
কাতে লম্বমান হইয়া পড়িল; কেননা শিমূ-
য়েলের কথাতে সে বড় ভীত হইল, এবং গত
সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্রি অনাহারে থাকাতে
নিঃশক্তি হইয়াছিল। ২১ পরে ঐ স্ত্রী শৌলের
নিকটে আসিয়া তাহাকে অতিশয় ক্ষুব্ধ দেখিয়া
কহিল, দেখ, আপনকার দাসী এই আমি আ-
পনকার কথা শুনিয়া প্রাণ হাতে করিয়া আপন-
কার উক্ত কথাতে মনোযোগ করিলাম। ২২ অত-
এব বিনয় করি, এখন আপনিও এই দাসীর
কথাতে কর্ণ দিউন; আমি আপনকার সম্মুখে
কিছু খাদ্য রাখি, আপনি ভোজন করুন, তা-
হাতে পথগমন সময়ে কিঞ্চিৎ শক্তি পাই-
বেন। ২৩ কিন্তু সে অসম্মত হইয়া কহিল, আমি
ভোজন করিব না; পরে তাহার ভৃত্যগণ
ও ঐ স্ত্রী অনেক বিনয় করিলে সে তাহাদের
কথা শুনিয়া ভূমিহইতে উঠিয়া খট্টায় বসিল।
২৪ তখন সে স্ত্রীর গৃহে একটা পুষ্ট গোবৎস থা-
কাতে সে তাহা শীঘ্র মারিল, এবং সুজি লই-
য়া মর্দ্দন পূর্ব্বক তাড়ীশূন্য রুটী প্রস্তুত করিল।
২৫ পরে শৌলের ও তাহার ভৃত্যগণের সম্মুখে
তাহা আনিলে তাহারা ভোজন করিল; পরে
তাহারা সেই রাত্রিতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

২৯ অধ্যায়।

১ দায়ূদের যুদ্ধে গমনে পিলেষ্টীয়দের নৃপতিবর্গের
অসন্তুষ্টি, ৬ ও দায়ূদের প্রশংসা করিয়া আখীশের
বিদায় করণ।

১ ঐ সময়ে পিলেষ্টীয়েরা আপনাদের সৈন্য-
গণকে অফেকে একত্র করিল, এবং ইস্রায়েল্
লোকেরা যিষ্রিয়েলস্থ উনুইর নিকটে শিবির স্থা-
পন করিল। ২ পরে পিলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষেরা
শতসংখ্য ও সহস্রসংখ্য সৈন্যদল লইয়া গমন
করিল; এবং আখীশের সহিত দায়ূদ্ ও তাহার
লোকেরা সৈন্যের পশ্চাৎ২ চলিল। ৩ তাহা-
তে পিলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ জিজ্ঞাসা করিল,
এই ইব্রি লোকেরা এই স্থানে কি করে? আখীশ্

পিলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণকে উত্তর করিল, এ কি ইস্রায়েলের রাজা শৌলের দাস দায়দ্ নয়? এ কত দিন ও কত বৎসর আমার সঙ্গে বাস করিতেছে; এবং যে দিবসাবধি আমার পক্ষ হইয়াছে, তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত তাহার কোন ত্রুটি দেখি নাই। [৪] তাহাতে পিলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইল; এবং পিলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ তাহাকে কহিল, তুমি উহাকে ফিরাইয়া পাঠাইয়া দেও; সে তোমার নিরূপিত আপন স্থানে ফিরিয়া যাউক, আমাদের সহিত যুদ্ধে না আসুক, নতুবা সে যুদ্ধে আমাদের শত্রু হইবে; কেননা সে এই মনুষ্যদের মুণ্ড বিনা আর কিসেতে আপন কর্ত্তাকে প্রসন্ন করিবে? [৫] আর শৌল সহস্র সহস্রকে, কিন্তু দায়ূদ্ অযুত অযুতকে বধ করিল, এই গীত স্ত্রীলোকেরা যাহার বিষয়ে গান করিল, এ কি সেই দায়ূদ্ নয়?

[৬] তখন আখীশ্ দায়ূদ্‌কে ডাকিয়া কহিল, আমি অমর পরমেশ্বরের নামে দিব্য করিয়া কহিতেছি, তুমি নিতান্ত সরলাচরণ করিতেছ, এবং সৈন্যের মধ্যে আমার সহিত তোমার গমনাগমন উত্তম দেখিতেছি, ও তোমার আগমন দিনাবধি অদ্য পর্য্যন্ত তোমার কোন দোষ পাই নাই, তথাচ অধ্যক্ষগণ তোমাতে সন্তুষ্ট নহে। [৭] অতএব এখন তুমি কুশলে ফিরিয়া যাও, পিলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণকে অসন্তুষ্ট করিও না। [৮] দায়ূদ্ আখীশ্‌কে কহিল, আমি কি করিলাম? যদবধি আপনকার সঙ্গে আছি, তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত আপন দাসেতে কি দোষ পাইলা? আমি আপন প্রভু রাজার শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিতে কেন যাইতে পারি না? [৯] তাহাতে আখীশ্ দায়ূদ্‌কে উত্তর করিল, তুমি আমার সাক্ষাতে ঈশ্বরীয় দূতের ন্যায় তুষ্টিজনক আছ, ইহা আমি জানি; তথাপি পিলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ কহে, সে আমাদের সহিত যুদ্ধে যাইতে পাইবে না। [১০] অতএব তুমি ও তোমার সহিত আগত তোমার প্রভুর দাসগণ প্রত্যূষে উঠিয়া আলো হইলে প্রস্থান করিও। [১১] তাহাতে দায়ূদ্ ও তাহার লোকেরা প্রত্যূষে উঠিয়া প্রাতঃকালে যাত্রা করিয়া পিলেষ্টীয়দের দেশে ফিরিয়া গেল; কিন্তু পিলেষ্টীয়েরা যিষ্রিয়েলে গমন করিল।

৩০ অধ্যায়।

১ অমালেকীয়দের দ্বারা সিক্লগের লুট হওন, ৩ ও তাহার বিষয়ে দায়ূদ্ ও তাহার লোকদের দুঃখ, ৯ ও অমালেকীয়দের পশ্চাতে গমন ও সংবাদ পাওন, ১৬ ও তাহাদিগকে বধ করণ ও লুটদ্রব্য পুনর্গ্রহণ, ২১ ও লুটদ্রব্য বিভাগ করণের ব্যবস্থা স্থির করণ, ২৬ ও বন্ধুদের নিকটে দায়ূদের লুটদ্রব্য প্রেরণ করণ।

[১] পরে দায়ূদ্ ও তাহার লোকেরা তৃতীয় দিবসে সিক্লগ্ নগরে উপস্থিত হইল, কিন্তু এই অবকাশে অমালেকীয় লোকেরা সিক্লগ্ ও দক্ষিণ অঞ্চল আক্রমণ করিয়া সিক্লগ্ হস্তগত করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছিল। [২] এবং তন্মধ্যস্থিত স্ত্রীদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিল, এবং বৃদ্ধ ও বালকদিগকে বধ না করিয়া হরণ করিয়া লইয়া আপন পথে চলিয়া গিয়াছিল।

[৩] পরে দায়ূদ্ ও তাহার লোকেরা নগরে উপস্থিত হইলে, নগর অগ্নিতে দগ্ধ ও আপনাদের স্ত্রী পুত্র কন্যা সকল বন্দি রূপে স্থানান্তরে নীত হইয়াছে, ইহা দেখিল। [৪] তখন দায়ূদ্ ও তাহার সঙ্গি লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল, এবং নিঃশক্তি হওন পর্য্যন্ত রোদন করিল। [৫] ঐ সময়ে যিষ্রিয়েলীয়া অহীনোয়ম্ ও কর্ম্মিলীয় মৃত নাবলের স্ত্রী অবীগয়িল্ নামে দায়ূদের দুই ভার্য্যা বন্দী হইয়াছিল। [৬] তখন প্রত্যেক জনের মন আপন ২ পুত্র ও কন্যার জন্যে শোকান্বিত হওয়াতে লোকেরা দায়ূদ্‌কে প্রস্তরাঘাত করণের কথা কহিতে লাগিল; তাহাতে দায়ূদ্ অতি ব্যাকুল হইল, কিন্তু আপন প্রভু পরমেশ্বরেতে আপনাকে আশ্বাস দিল। [৭] পরে দায়ূদ্ অহীমেলকের পুত্র অবিয়াথর্ যাজককে কহিল, আমি বিনয় করি, এই স্থানে এফোদ্ আন; তাহাতে অবিয়াথর্ দায়ূদের নিকটে এফোদ্ আনিল। [৮] তখন দায়ূদ্ পরমেশ্বরের কাছে এই জিজ্ঞাসা করিল, ঐ সৈন্যদলের পশ্চাৎ ২ ধাবমান হইলে আমি কি তাহাদের লাগাইল পাইব? তাহাতে পরমেশ্বর তাহাকে কহিলেন, তুমি তাহাদের পশ্চাৎ ২ যাও, অবশ্য তাহাদের লাগাইল পাইবা, ও সকলকে উদ্ধার করিবা।

[৯] পরে দায়ূদ্ ও তাহার সঙ্গি ছয় শত লোক যাইয়া বিষোর্ স্রোতস্বতীর তীরে উপস্থিত হইলে কতক লোক পরিত্যক্ত হইয়া রহিল; [১০] ফলতঃ দায়ূদ্ ও তাহার সঙ্গি চারি শত লোক শত্রুদের পশ্চাৎ ২ গেল; কিন্তু দুই শত লোক ক্লান্তি প্রযুক্ত বিষোর্ স্রোতস্বতী পার হইতে না পারাতে সেই স্থানে রহিল। [১১] অপর লোকেরা ক্ষেত্রের মধ্যে এক জন মিস্রীয় লোককে পাইয়া দায়ূদের নিকটে আনিয়া আহার ও জল পান করাইল। [১২] তাহারা উড়ুম্বর চাকের এক খণ্ড ও দুই থলুয়া শুষ্ক দ্রাক্ষা তাহাকে দিল; তাহা খাইয়া সে চেতনা পাইল, কেননা সে তিন দিবারাত্রি অন্ন খায় নাই ও জল পান করে নাই। [১৩] পরে দায়ূদ্ তাহাকে জিজ্ঞাসিল, তুমি কাহার লোক? ও কোথাহইতে আইলা? সে কহিল, আমি এক জন অমালেকীয়ের দাস মিস্রীয় যুব লোক; তিন দিন হইল আমি পীড়িত

হইলে আমার কর্ত্তা আমাকে ত্যাগ করিয়া
গেল। ১৪ আমরা কিরেথীয়দের দক্ষিণাঞ্চল
ও যিহূদার অধিকার ও কালেবের অধিকারের
দক্ষিণাঞ্চল আক্রমণ করিয়াছিলাম, বিশেষতঃ সি-
ক্লগ্ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছিলাম। ১৫ পরে দায়ূদ্
কহিল, তুমি সেই দলের নিকটে কি আমাকে
লইয়া যাইতে পার? সে কহিল, তুমি আমাকে বধ
করিবা না ও আমার কর্ত্তার হস্তগত করিবা না,
ইহা যদি ঈশ্বরের নামে দিব্য কর, তবে আমি
ঐ দলের নিকটে তোমাকে লইয়া যাইব।
১৬ পরে সে দায়ূদ্‌কে তাহাদের নিকটে আ-
নিলে তাহারা পিলেষ্টীয়দের ও যিহূদার দেশ-
হইতে বহু লুট আনয়ন প্রযুক্ত তাবৎ ভূমিতে
বিস্তারিত হইয়া ভোজনপান ও নৃত্য করিতেছে,
ইহা সে দেখিল। ১৭ পরদিনে দায়ূদ প্রভা-
তাবধি সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত তাহাদিগকে আঘাত
করিল; তাহাতে তাহাদের মধ্যে আর কেহ
রক্ষা পাইল না, কেবল চারি শত যুব লোক
উষ্ট্রারোহণে পলায়ন করিল। ১৮ আর অমা-
লেকীয়েরা যে কিছু লইয়া গিয়াছিল, সে সমস্ত
দায়ূদ্ পুনর্ব্বার পাইল, এবং দায়ূদ্ আপন
দুই স্ত্রীকেও মুক্ত করিল। ১৯ তাহাদের ছোট
বড় ও পুত্র কন্যা ও সামগ্রী প্রভৃতি যে কিছু
হৃত হইয়াছিল, তাহার কিছুরই ত্রুটি হইল না;
দায়ূদ্ সমস্তই পাইল। ২০ আর দায়ূদ্ আপনার
জন্যে মেষ গোরু সকল গ্রহণ করিলে লোকেরা
ঐ পশুপালকে অগ্রে লইয়া গিয়া কহিল, ইহা
দায়ূদের লুটদ্রব্য।
২১ পরে ক্লান্তি প্রযুক্ত দায়ূদের পশ্চাদ্গমনে
অক্ষম যে দুই শত লোককে তাহারা বিষোর্
স্রোতস্বতীর তীরে রাখিয়া গিয়াছিল, তাহাদের
নিকটে দায়ূদ্ উপস্থিত হইলে তাহারা দায়ূদ্ ও
তাহার সঙ্গি লোকদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে
বাহির হইয়া আইল; তাহাতে দায়ূদ্ তাহাদের
নিকটে আসিয়া তাহাদের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিল।
২২ কিন্তু দায়ূদের সঙ্গি কতক দুশ্চরিত্র ও দুষ্ট
লোক কহিল, ইহারা আমাদের সহিত গমন করে
নাই; অতএব আমরা ইহাদিগকে প্রাপ্ত লুট-
দ্রব্যহইতে কিছুই দিব না, ইহারা প্রত্যেকে
কেবল আপন২ ভার্য্যা ও সন্তানগণকে লইয়া
চলিয়া যাউক। ২৩ তাহাতে দায়ূদ্ উত্তর করিল,
হে আমার ভ্রাতৃগণ, যে পরমেশ্বর আমাদিগকে
রক্ষা করিয়া আমাদের প্রতিকূলগামি সৈন্যকে
আমাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন, তিনি আমা-
দিগকে যাহা দিলেন, তাহা লইয়া তোমরা এ
রূপ করিতে পার না। ২৪ এ বিষয়ে তোমাদের
কথা কে শুনিবে? যুদ্ধে গমনকারি লোক যেমন
অংশ পায়, দ্রব্যাদির নিকটে অবস্থানকারি
লোকও তদ্রূপ অংশ পাইবে; উভয়ের সমান
অংশ হইবে। ২৫ আর দায়ূদ্ ইস্রায়েল্ বংশের
জন্যে সেই দিবসে এই যে বিধি ও ব্যবস্থা স্থা-
পন করিল, তাহা অদ্য পর্য্যন্ত চলিতেছে।
২৬ পরে দায়ূদ্ যখন সিক্লগে উপস্থিত হইল,
২৭ তখন বৈথেল ও দক্ষিণ রামোৎ ও যত্তীর
২৮ ও অরোয়ের ও শিফমোৎ ও ইষ্টিমোয় ২৯ ও
রাখল ও যিরহমেলীয়দের নগর ও কেনীয়দের
নগর ৩০ ও হর্মা ও কোরাশন ও অথাক্ ৩১ ও
হিব্রোণ ও যে২ স্থানে দায়ূদের ও তাহার
লোকদের গমনাগমন হইয়াছিল, সেই সকল
স্থানে যিহূদার প্রাচীনগণের ও আপন বন্ধুদের
নিকটে লুটিত দ্রব্যের কিছু২ পাঠাইয়া কহিল,
তোমরা পরমেশ্বরের শত্রুগণহইতে লুটিত দ্রব্যের
মধ্যে এই২ উপঢৌকন গ্রহণ কর।

৩১ অধ্যায়।

১ শৌল ও তাহার পুত্রগণের মৃত্যু হওন, ৭ ও ইস্রায়েলের ত্যক্ত নগর পিলেষ্টীয়দের অধিকার করণ, ৮ এবং শৌল ও তাহার পুত্রগণের শবের অপমান করণ, ১১ ও যাবেশীয় লোকদ্বারা ঐ শবের হরণ ও কবর দেওন।

১ পরে পিলেষ্টীয়েরা ইস্রায়েল্ বংশের সহিত
যুদ্ধ করিলে ইস্রায়েল্ বংশ পিলেষ্টীয়দের
সম্মুখহইতে পলায়ন করিয়া গিল্বোয় পর্ব্বতে
আহত হইয়া পড়িল। ২ এবং পিলেষ্টীয়েরা শৌ-
লের ও তাহার পুত্রগণের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া
শৌলের পুত্র যোনাথন্‌কে ও অবীনাদব্‌কে ও
মল্‌কিশূয়কে বধ করিল। ৩ এবং শৌলের সহিত
ঘোরতর সংগ্রাম হইলে ধনুর্দ্ধরেরা তাহাকে
বাণ মারিলে শৌল ধনুর্ব্বাণধারি লোক কর্তৃক
অতিশয় ক্ষতবিক্ষত হইল। ৪ তাহাতে শৌল আ-
পন অস্ত্রবাহককে কহিল, তোমার খড়্গ নিষ্কোষ
করিয়া আমাকে আঘাত কর; নতুবা কি জানি,
এই অচ্ছিন্নত্বকেরা আসিয়া আমাকে খড়্গাঘাত
করিয়া আমার অপমান করিবে। কিন্তু তাহার
অস্ত্রবাহক অতিশয় ভীত হওন প্রযুক্ত সম্মত হইল
না; অতএব শৌল আপনি খড়্গ লইয়া তা-
হার উপরে পড়িল। ৫ তাহাতে শৌল মরিয়াছে,
ইহা দেখিয়া তাহার অস্ত্রবাহকও আপন খড়্গের
উপরে পড়িয়া তাহার সহিত মরিল। ৬ এই
প্রকারে ঐ দিনে শৌল ও তাহার তিন পুত্র ও
অস্ত্রবাহক ও সমস্ত লোক এক কালে মরিল।
৭ অপর ইস্রায়েল্ লোকেরা পলায়ন করি-
য়াছে, এবং শৌল ও তাহার পুত্রগণ মরিয়াছে,
ইহা দেখিয়া তলভূমির ওপারস্থ ও যর্দ্দনের
অন্য পারস্থ ইস্রায়েল্ লোকেরা আপন২ নগর
ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল, তাহাতে পিলে-
ষ্টীয়েরা আসিয়া তাহাদের মধ্যে বাস করিল।

৮ পরদিবসে পিলেষ্টীয়েরা হত লোকদের
বস্ত্রাদি খুলিয়া লইতে আসিয়া গিল্বোয় পর্ব্বতে
পতিত শৌলকে ও তাহার তিন পুত্রকে পা-
ইল; ৯ তাহাতে তাহার মস্তক ছেদন করিয়া
সজ্জাদি খুলিয়া আপনাদের দেবপ্রতিমা সকলের
গৃহে ও লোকদের মধ্যে সংবাদ ঘোষণা কর-
ণার্থে পিলেষ্টীয়দের দেশের সর্ব্বত্র প্রেরণ ক-
রিল। ১০ পরে তাহারা তাহার সজ্জা অস্তা-
রোৎ দেবীর মন্দিরে রাখিল, এবং তাহার
শরীর বৈৎশানের প্রাচীরে টাঙ্গাইয়া দিল।

১১ পরে যাবেশ্-গিলিয়দ্ নিবাসি লোকেরা
শৌলের প্রতি পিলেষ্টীয়দের এই রূপ ব্যবহা-
রের সংবাদ পাইলে ১২ তাবৎ বলবান লোক
উঠিয়া ঐ রাত্রিতে গমন করিয়া শৌলের ও
তাহার পুত্রগণের শরীর বৈৎশানের প্রাচীর-
হইতে নামাইয়া যাবেশে আনিয়া দগ্ধ করিল।
১৩ পরে তাহাদের অস্থি লইয়া যাবেশস্থ এক
এশল বৃক্ষের তলে পুতিয়া রাখিল; পরে সাত
দিবস উপবাস করিল।

শিমূয়েলের দ্বিতীয় পুস্তক।

১ অধ্যায়।

১ শৌল ও যোনাথনের মৃত্যুসংবাদ দিলে পর এক অমালেকীয়ের মৃত্যু, ১৭ ও শৌল ও যোনাথনের মরণ বিষয়ক গীত।

১ শৌলের মৃত্যুর সময়ে দায়ূদ্ অমালেকীয়দের
বধ করণহইতে প্রত্যাগমন করিয়া সিক্লগ্ নগরে
দুই দিবস থাকিল। ২ পরে তৃতীয় দিবসে ছিন্ন-
বস্ত্র ও মস্তকে ধূলাযুক্ত এক জন শৌলের শিবির-
হইতে দায়ূদের নিকটে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া
তাহাকে প্রণাম করিল। ৩ তাহাতে দায়ূদ্ তাহাকে
জিজ্ঞাসিল, তুমি কোথাহইতে আইলা? সে
কহিল, আমি ইস্রায়েলের শিবিরহইতে পলাইয়া
আইলাম। ৪ দায়ূদ্ জিজ্ঞাসিল, সমাচার কি?
তাহা আমাকে বল। তাহাতে সে কহিল, লো-
কেরা যুদ্ধহইতে পলায়ন করিল, এবং অনেকে
যুদ্ধে পতিত হইয়া মরিল, বিশেষতঃ শৌল ও
তাহার পুত্র যোনাথন্ মরিল। ৫ পরে দায়ূদ্
সেই সমাচারদায়ি যুবকে জিজ্ঞাসিল, শৌল ও
তাহার পুত্র যোনাথন্ মরিয়াছে, ইহা তুমি কি
প্রকারে জানিলা? ৬ তাহাতে সে সমাচারদায়ি
যুব তাহাকে কহিল, আমি ঘটনাক্রমে গিল্বোয়
পর্ব্বতে উপস্থিত হইলে শৌলকে বড়শার উপরে
নির্ভর দিতে এবং অনেক২ রথ ও অশ্বারূঢ়কে
চাপাচাপি করিয়া তাহার পশ্চাৎ আসিতে দেখি-
লাম। ৭ তাহাতে সে পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া
আমাকে দেখিয়া ডাকিল। তখন 'আমি উপ-
স্থিত আছি,' ইহা কহিলে ৮ সে আমাকে জিজ্ঞা-
সিল, তুমি কে? আমি কহিলাম, আমি অমা-
লেকীয় লোক। ৯ পরে সে আমাকে কহিল,
বিনয় করি, তুমি আমার নিকটে দাড়াইয়া
আমাকে বধ কর, কেননা আমি মুর্চ্ছাপন্ন হই-
তেছি, তথাপি আমার প্রাণ যায় না। ১০ তা-
হাতে আমি তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া তাহাকে
বধ করিলাম; সুতরাং সেই পতনের পরে সে
যে বাঁচে নাই, ইহা নিশ্চয় জানিলাম; পরে
তাহার মস্তকের মুকুট ও হস্তের বলয় লই-
য়া এই স্থানে আমার প্রভুর নিকটে আই-
লাম। ১১ তাহাতে দায়ূদ্ আপন বস্ত্র ধরিয়া
চিরিল, এবং তাহার সঙ্গি লোকেরাও তদ্রূপ
করিল, ১২ এবং শৌল ও তাহার পুত্র যোনাথন্
এবং পরমেশ্বরের প্রজা ইস্রায়েল্ বংশ খড়্গে
পতিত হওয়াতে তাহাদের বিষয়ে শোক ও বিলাপ
করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উপবাস করিল। ১৩ পরে
দায়ূদ্ ঐ সংবাদ আনয়নকারি যুবকে কহিল,
তুমি কোথাকার লোক? সে কহিল, আমি এক
জন অমালেকীয় প্রবাসি লোকের পুত্র। ১৪ দা-
য়ূদ্ তাহাকে কহিল, তুমি পরমেশ্বরের অভিষি-
ক্তকে বধ করণার্থে আপন হস্ত বিস্তার করিতে
কি ভীত হইলা না? ১৫ পরে দায়ূদ্ যুবগণের
এক জনকে ডাকিয়া আজ্ঞা করিল, তুমি ইহাকে
আক্রমণ কর। তাহাতে সে তাহাকে আঘাত
করিলে সে মরিল। ১৬ আর দায়ূদ্ তাহাকে
কহিল, তোমার রক্তপাতের অপরাধ তোমার
উপরে থাকুক; কেননা আমি পরমেশ্বরের
অভিষিক্তকে বধ করিলাম, তোমারি মুখ তোমার
বিরুদ্ধে এই সাক্ষ্য দিল।

১৭ পরে দায়ূদ্ শৌলের ও তাহার পুত্র
যোনাথনের বিষয়ে ধনুর্গীত নামক এই বিলাপ
রচনা করিল, ১৮ ও যিহূদা বংশকে শিখাইতে
আজ্ঞা দিল; দেখ, তাহা যাশের পুস্তকে লিখিত
আছে। ১৯ হে ইস্রায়েল্ বংশ, তোমার শ্রেষ্ঠ

লোক উচ্চস্থানে হত হইল। হায়! বীরগণ পতিত
হইল। ২০ ইহা গাতে কহিও না, ও অস্কিলো-
নের পথে প্রকাশ করিও না; নতুবা পিলেষ্টীয়-
দের কন্যাগণ আনন্দ করিবে, ও অচ্ছিন্নত্বক্‌দের
কন্যাগণ উল্লাস করিবে। ২১ হে গিল্‌বোয়ের
পর্ব্বতগণ, তোমাদের উপরে শিশির পতন ও
বর্ষণ ও উপহারজনক ক্ষেত্র আর না হউক; কেন-
না তোমাদের উপরে বীরদের ঢাল অর্থাৎ শৌ-
লের ঢাল অনভিষিক্তের ঢালের ন্যায় কুৎসিত
রূপে নিক্ষিপ্ত হইল। ২২ যোদ্ধাদের রক্ত ও বীর-
দের মেদ না পাইলে যোনাথনের ধনুক কখনো
নিবারিত হইত না, ও শৌলের খড়্‌গও নিষ্ফল
হইয়া ফিরিয়া আসিত না। ২৩ শৌল ও যোনা-
থন্‌ জীবদ্দশাতে পরস্পর প্রিয় ও মনোহর ছিল,
এবং মরণকালেও তাহাদের বিচ্ছেদ হইল না;
তাহারা উৎক্রোশ পক্ষি অপেক্ষা বেগবান ও
সিংহ অপেক্ষা বলবান ছিল। ২৪ হে ইস্রায়ে-
লের কন্যাগণ, তোমরা শৌলের জন্যে ক্রন্দন
কর, কেননা সে কৃমিজ বর্ণেতে ও রমণীয় দ্রব্যেতে
তোমাদিগকে ভূষিত করিত, ও বস্ত্রোপরি স্বর্ণা-
লঙ্কার পরিধান করাইত। ২৫ হায়! যুদ্ধের মধ্য-
স্থানে বীরগণ পতিত হইল; হায়! উচ্চস্থানে
যোনাথন্‌ হত হইল। ২৬ হে আমার ভ্রাতঃ যো-
নাথন্‌, তোমার জন্যে আমি ব্যাকুল হইলাম;
তুমি আমার অতি হর্ষজনক ছিলা, ও স্ত্রীলো-
কদের প্রেম অপেক্ষা তোমার প্রেম আমার
পক্ষে বিলক্ষণ ছিল। ২৭ হায়! বীরগণ পতিত
হইল, ও তাহাদের যুদ্ধাস্ত্র বিনষ্ট হইল।

২ অধ্যায়।

১ ঈশ্বরের আদেশে হিব্রোণে যাইয়া দায়ূদের রাজা
হওন, ৫ ও যাবেশ-গিলিয়দীয় লোকদের প্রশংসা
করণ, ৮ ও ঈশ্‌বোশতের রাজা হওন, ১২ ও
যোয়াব্‌ ও অব্‌নেরের যুব লোকদের যুদ্ধ, ১৮ ও
অসাহেলের মৃত্যু, ২৫ ও অব্‌নেরের কথাতে যো-
য়াবের ফিরণ, ৩২ ও অসাহেলের কবর দেওন।

১ পরে দায়ূদ্‌ পরমেশ্বরের কাছে জিজ্ঞাসা ক-
রিল, আমি কি যিহূদার কোন এক নগরে যাইব?
পরমেশ্বর কহিলেন, যাও। পরে দায়ূদ্‌ জিজ্ঞা-
সিল, কোন্‌ স্থানে যাইব? তিনি কহিলেন,
হিব্রোণে যাও। ২ তাহাতে দায়ূদ্‌ ও তাহার দুই
ভার্য্যা অর্থাৎ যিস্রিয়েলীয়া অহীনোয়ম্‌ ও কর্ম্মি-
লীয় মৃত নাবলের ভার্য্যা অবীগয়িল সেই স্থানে
গমন করিল। ৩ এবং দায়ূদ্‌ প্রত্যেকের পরি-
জনের সহিত আপন সঙ্গিগণকেও লইয়া গেল,
তাহাতে তাহারা হিব্রোণের সকল নগরে বাস
করিল। ৪ পরে যিহূদার লোকেরা আসিয়া সেই
স্থানে দায়ূদকে যিহূদা বংশের উপরে রাজ্যপদে
অভিষেক করিল।
পরে যাবেশ্‌-গিলিয়দের লোকেরা শৌলের
কবর দিয়াছে, এই কথা দায়ূদ্‌কে সংবাদ দিলে
৫ দায়ূদ্‌ যাবেশ্‌-গিলিয়দের লোকদের নিকটে
দূতগণকে প্রেরণ করিয়া কহিল, তোমরা পরমে-
শ্বরেতে ধন্য, কেননা তোমরা আপন প্রভু শৌ-
লের প্রতি এই দয়া করিয়া তাহার কবর দিয়াছ।
৬ অতএব পরমেশ্বর তোমাদের প্রতি দয়া ও
সত্য ব্যবহার করিবেন; এবং তোমরা এই কর্ম্ম
করিয়াছ, এই জন্যে আমিও তোমাদের প্রতি
অনুগ্রহ করিব। ৭ এখন তোমাদের হস্ত সবল
হউক, ও তোমরা বলবান্‌ হও, কেননা তোমাদের
প্রভু শৌল মরিয়াছে; আর যিহূদাবংশ আ-
পনাদের উপরে আমাকেই রাজ্যপদে অভি-
ষিক্ত করিল।

৮ অনন্তর নেরের পুত্র অব্‌নের্‌ নামক শৌ-
লের সেনাপতি শৌলের পুত্র ঈশ্‌বোশৎকে
মহনয়িমে লইয়া গিয়া ৯ গিলিয়দের ও অশূরীয়-
দের ও যিষ্রিয়েলের ও ইফ্রয়িমের ও বিন্যা-
মীনের ও সমস্ত ইস্রায়েল্‌ বংশের উপরে রাজা
করিল। ১০ শৌলের পুত্র ঈশ্‌বোশৎ চল্লিশ
বৎসর বয়সে ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে
আরম্ভ করিয়া দুই বৎসর রাজত্ব করিল, কেবল
যিহূদা বংশ দায়ূদের পশ্চাদ্‌গামী ছিল। ১১ তা-
হাতে দায়ূদ্‌ হিব্রোণে যিহূদা বংশের উপরে
সাত বৎসর ছয় মাস রাজত্ব করিল।

১২ পরে নেরের পুত্র অব্‌নের এবং শৌলের
পুত্র ঈশ্‌বোশতের দাসগণ মহনয়িম্‌হইতে গিবি-
য়োনে গমন করিল। ১৩ এবং সিরূয়ার পুত্র
যোয়াব্‌ ও দায়ূদের দাসগণও বাহির হওয়াতে
তাহারা গিবিয়োনের পুষ্করিণীর নিকটে পর-
স্পর সম্মুখাসম্মুখি হইল, অর্থাৎ এক দল পুষ্করি-
ণীর এপারে, ও অন্য দল পুষ্করিণীর ওপারে
বসিল। ১৪ পরে অব্‌নের্‌ যোয়াব্‌কে কহিল,
এখন যুবগণ উঠিয়া আমাদের সম্মুখে ক্রীড়া
করুক। তাহাতে যোয়াব্‌ কহিল, তাহারা উঠুক।
১৫ পরে শৌলের পুত্র ঈশ্‌বোশতের পক্ষ বি-
ন্যামীন্‌ বংশের বারো জন, এবং দায়ূদের
দাসদের বারো জন উঠিয়া গণনানুসারে পারে
গিয়া ১৬ প্রত্যেক জন আপন ২ প্রতিযোদ্ধার
মস্তক ধরিয়া তাহার কোঁকে খড়্‌গ বিদ্ধ করি-
ল; তাহাতে তাহারা সকলে একত্র পতিত হইল।
অতএব গিবিয়োনস্থ ঐ স্থান হিল্‌কৎ-হসুরীম্‌
(খড়্‌গভূমি) নামে প্রসিদ্ধ হইল। ১৭ পরে সেই
দিবসে অতি ঘোরতর সংগ্রাম হইলে অব্‌নের
ও ইস্রায়েল্‌ লোকেরা দায়ূদের সৈন্যগণের সম্মুখে
পরাস্ত হইল।

১৮ ঐ স্থানে যোয়াব্‌ ও অবীশয় ও অসাহেল্‌
নামে সিরূয়ার তিন পুত্র ছিল, সেই অসাহেল্‌

বনমৃগের ন্যায় চরণে দ্রুতগামী ছিল। ১৯ সেই
অসাহেল্ অব্নেরের পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিল,
অব্নেরের পশ্চাদ্গমনহইতে দক্ষিণে কি বামে
ফিরিল না। ২০ পরে অব্নের্ পশ্চাৎ দৃষ্টি
করিয়া জিজ্ঞাসিল, তুমি কি অসাহেল্? সে উত্তর
করিল, আমি বটি। ২১ তাহাতে অব্নের্ তাহাকে
কহিল, তুমি দক্ষিণে কিম্বা বামে ফিরিয়া এই
যুবগণের কোন এক জনকে ধরিয়া তাহার সজ্জা
লুট কর। কিন্তু অসাহেল্ তাহার পশ্চাদ্গমন-
হইতে ফিরিতে সম্মত হইল না। ২২ পরে অব্-
নের্ অসাহেল্কে পুনর্ব্বার কহিল, তুমি আমার
পশ্চাদ্গমনহইতে ফির; আমি কেন তোমাকে
আঘাত করিয়া ভূমিসাৎ করিব? তাহা করিলে
তোমার ভ্রাতা যোয়াবের সাক্ষাতে কি রূপে
মুখ দেখাইব? ২৩ তথাপি সে ফিরিতে সম্মত
হইল না; অতএব অব্নের্ বড়শার অগ্র তাহার
উদরে এমত বিদ্ধ করিল, যে বড়শা তাহার পৃষ্ঠ
দিয়া বাহির হইল; তাহাতে সে সেই স্থানে
পড়িয়া মরিল, এবং যত লোক অসাহেলের
পতন ও মরণস্থানে উপস্থিত হইল, সকলেই
দাঁড়াইয়া রহিল। ২৪ পরে যোয়াব্ ও অবীশয়
অব্নেরের পশ্চাৎ২ ধাবমান হইল, কিন্তু গিবি-
য়োন্ প্রান্তরের পথনিকটবর্ত্তি গীহের সম্মুখস্থ
অম্মা পর্ব্বতে উপস্থিত হইলে সূর্য্য অস্তগত হইল।
২৫ অনন্তর বিন্যামীন্ বংশ অব্নেরের
নিকটে মিলিয়া এক দল হইয়া এক পর্ব্বত-
শৃঙ্গের উপরে দাঁড়াইল। ২৬ তখন অব্নের্
যোয়াব্কে ডাকিয়া কহিল, খড়্গ কি সর্ব্বদা
সংহার করিবে? শেষে তিক্ততা হইবে, ইহা কি
তুমি জান না? তুমি আপন ভ্রাতৃগণের পশ্চাদ্-
গমনহইতে ফিরিতে আপন লোকদিগকে কত
কাল আজ্ঞা দিবা না? ২৭ তাহাতে যোয়াব্ কহিল,
ঈশ্বরের অমরতার দিব্য করিয়া কহিতেছি, তুমি
যদি না কহিতা, তবে প্রাতঃকালে লোকেরা আপন
ভ্রাতাদের পশ্চাদ্গমনহইতে অবশ্য ফিরিত।
২৮ পরে যোয়াব্ তূরী বাজাইল; তাহাতে সমস্ত
লোক স্থগিত হইল, আর কেহ ইস্রায়েলের
পশ্চাৎ তাড়না করিয়া গেল না, এবং যুদ্ধও আর
করিল না। ২৯ তাহাতে অব্নের্ ও তাহার
লোকেরা প্রান্তরস্থ পথ দিয়া সেই সমস্ত রাত্রি
যাইয়া যর্দ্দন্ নদী পার হইয়া সমুদয় বিথ্রোণ
দিয়া মহনয়িমে উপস্থিত হইল। ৩০ এবং যো-
য়াব্ অব্নেরের পশ্চাদ্গমনহইতে ফিরিয়া সমস্ত
লোকদিগকে একত্র করিল; তাহাতে দায়ূদের
দাসগণের মধ্যে উনিশ জনের ও অসাহেলের
অভাব হইল। ৩১ কিন্তু দায়ূদের লোকদের
আঘাতে বিন্যামীনের ও অব্নেরের লোকদের
তিন শত ষাইট জন মরিয়াছিল।

৩২ পরে লোকেরা অসাহেল্কে তুলিয়া লইয়া
বৈৎলেহমস্থ পৈতৃক কবরে কবর দিল, এবং
যোয়াব্ ও তাহার লোকেরা তাবৎ রাত্রি গমন
করিয়া প্রত্যূষে হিব্রোণে উপস্থিত হইল।

৩ অধ্যায়।

১ উত্তরোত্তর দায়ূদের বলবান হওন, ২ ও তাহার পুত্রদের নাম, ৬ ও ঈশ্বোশতের প্রতি বিরক্ত হইয়া দায়ূদের প্রতি অব্নেরের গমন, ১৩ ও অব্নেরের সহিত নিয়ম করণে দায়ূদের আপন ভার্য্যা মীখল্কে চাহন, ১৭ ও অব্নেরের সহিত ভোজন করণ ও তাহাকে বিদায় করণ, ২২ ও যোয়াবের বিরক্ত হওন, ও অব্নেরকে বধ করণ, ২৮ ও যোয়াব্কে দায়ূদের শাপ দেওন, ৩১ ও অব্নেরের জন্যে দায়ূদের বিলাপ করণ।

১ পরে শৌল বংশের ও দায়ূদ্ বংশের মধ্যে
বহুকাল যুদ্ধ হইল; তাহাতে দায়ূদ্ উত্তরোত্তর
বলবান হইল, কিন্তু শৌলের বংশ উত্তরোত্তর
ক্ষীণ হইতে লাগিল।
২ অপর হিব্রোণে দায়ূদের পুত্র হইল; যিষ্রি-
য়েলীয়া অহীনোয়মের গর্ব্ভজাত অম্নোন্ নামে
তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হইল; ৩ এবং কর্ম্মিলীয় মৃত
নাবলের ভার্য্যা অবীগয়িলের গর্ব্ভজাত কিলাব্
নামে দ্বিতীয় পুত্র হইল; এবং গিশূরের তল্ময়
রাজার কন্যা মাখার গর্ব্ভজাত অবশালোম্ নামে
তৃতীয় পুত্র হইল; ৪ এবং হগীতের গর্ব্ভজাত
অদোনিয় নামে চতুর্থ পুত্র হইল; এবং অবী-
টলের গর্ব্ভজাত শিফটিয় নামে পঞ্চম পুত্র হইল;
৫ এবং দায়ূদের ভার্য্যা ইগ্লার গর্ব্ভজাত যিত্রিয়ম্
নামে ষষ্ঠ পুত্র হইল; দায়ূদের এই সকল পুত্রের
জন্ম হিব্রোণে হইল।
৬ যে সময়ে শৌল বংশের ও দায়ূদ্ বংশের
পরস্পর যুদ্ধ হইল, সেই সময়ে অব্নের্ শৌল
বংশে আসক্ত হইয়াছিল। ৭ কিন্তু অয়ার কন্যা
রিস্পা নামে শৌলের যে উপপত্নী ছিল, তদ্বি-
ষয়ে (ঈশ্বোশৎ) অব্নের্কে কহিল, তুমি আ-
মার পিতার উপপত্নীতে কেন উপগত হইলা?
৮ তাহাতে অব্নের্ ঈশ্বোশতের কথাতে অতি-
শয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, আমি কি কুক্কুর? আমি
কি যিহূদার অনুরোধে অদ্যাবধি দায়ূদের হস্তে
তোমাকে সমর্পণ না করিয়া তোমার পিতা
শৌলের বংশ ও ভ্রাতৃগণ ও বন্ধুগণের প্রতি দয়া
করিতেছি? তন্নিমিত্তে তুমি কি এই স্ত্রীর বিষয়ে
অদ্য আমাকে দোষ দিতেছ? ৯ যেমন পরমেশ্বর
দায়ূদের বিষয়ে দিব্য করিয়াছেন, তদনুসারে
কর্ম্ম করিয়া ১০ আমি যদি শৌল্ বংশহইতে
রাজ্য লইয়া দান্ অবধি বেরশেবা পর্য্যন্ত তাবৎ
ইস্রায়েলের ও যিহূদার উপরে দায়ূদের সিংহা-
সন স্থাপন না করি, তবে ঈশ্বর অব্নেরের প্রতি

অমুক ও ততোধিক দণ্ড দিউন। ১১ তাহাতে সে
অব্নের্কে আর এক কথাও কহিতে পারিল
না, কারণ সে তাহাকে ভয় করিল।
১২ পরে অব্নের্ অবিলম্বে দায়ূদের নিকটে
দূতগণকে পাঠাইয়া কহিল, এই দেশ কাহার?
আপনি যদি আমার সহিত নিয়ম করেন, তবে
দেখুন, আমি ইস্রায়েল্ বংশকে আপনকার
পক্ষে আনিতে আপনকার সহকারী হই।
১৩ তাহাতে দায়ূদ্ কহিল, উত্তম; আমি তো-
মার সহিত নিয়ম করিব; কিন্তু আমি তোমার
কাছে এক বিষয় চাহি; যখন তুমি আমার সঙ্গে
সাক্ষাৎ করিতে আসিবা, তখন শৌলের কন্যা
মীখল্কে না আনিলে আমার দর্শন পাইবা না।
১৪ পরে দায়ূদ্ শৌলের পুত্র ঈশবোশতের
নিকটে দূত পাঠাইয়া কহিল, আমি পিলেষ্টীয়-
দের এক শত লিঙ্গাগ্র ত্বক্ পণ দিয়া যাহাকে
বিবাহ করিয়াছি, তুমি আমার সেই মীখল
ভার্য্যাকে দেও। ১৫ তাহাতে ঈশ্বোশৎ লোক
পাঠাইয়া লয়িশের পুত্র পল্টিয়েল্ নামে তাহার
স্বামিহইতে মীখল্কে লইল। ১৬ তাহাতে তাহার
স্বামী রোদন করিতে২ বহুরীম্ পর্য্যন্ত তাহার
পশ্চাৎ২ গেল। পরে অব্নের্ তাহাকে কহিল,
যাও, ফিরিয়া যাও; তাহাতে সে ফিরিয়া গেল।
১৭ পরে অব্নের্ ইস্রায়েল্ বংশের প্রাচীন-
দের সহিত এই রূপ কথোপকথন করিল, পূর্ব্বে
আপনাদের উপরে রাজা করিবার জন্যে দায়ূ-
দের প্রতি তোমাদের প্রয়াস ছিল। ১৮ এখন
তাহাই কর, কেননা পরমেশ্বর দায়ূদের বিষয়ে
কহিয়াছেন, আমি আপন দাস দায়ূদের হস্তদ্বারা
আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোককে পিলেষ্টীয়দের
হস্তহইতে ও সকল শত্রুগণের হস্তহইতে মুক্ত
করিব। ১৯ এবং অব্নের্ বিন্যামীন্ বংশের
কর্ণগোচরেও সেই কথা কহিল। পরে অব্নের্
ইস্রায়েল্ বংশের ও বিন্যামীনের তাবৎ বংশের
অভীষ্ট সকল দায়ূদের কর্ণগোচরে কহিতে
হিব্রোণে যাত্রা করিল। ২০ পরে অব্নের্ বিংশতি
জনকে সঙ্গে লইয়া হিব্রোণে দায়ূদের নিকটে
উপস্থিত হইলে দায়ূদ্ অব্নেরের ও তাহার
সঙ্গি লোকদের জন্যে ভোজ প্রস্তুত করিল।
২১ পরে অব্নের্ দায়ূদ্কে কহিল, আমি উঠিয়া
যাইয়া ইস্রায়েলের সমস্ত বংশকে আমার প্রভু
রাজার নিকটে সংগ্রহ করি; তাহাতে তাহারা
আপনকার সহিত নিয়ম করিলে আপনি আ-
পন মনোবাঞ্ছানুসারে তাহাদের উপরে রাজত্ব
করুন। পরে দায়ূদ্ অব্নের্কে বিদায় করিলে
সে কুশলে প্রস্থান করিল।
২২ পরে দায়ূদের দাসগণ ও যোয়াব্ এক
দল সৈন্যের পশ্চাৎহইতে ফিরিয়া বহু লুটদ্রব্য
সঙ্গে লইয়া আইল। তখন অব্নের্ হিব্রোণে
দায়ূদের নিকটে আর ছিল না, কারণ দায়ূদ্
তাহাকে বিদায় করিলে সে কুশলে গমন করিয়া-
ছিল। ২৩ অপর যোয়াব্ ও তাহার সঙ্গি সৈন্য-
গণ আইলে লোকেরা যোয়াব্কে জ্ঞাত করিল,
নেরের পুত্র অব্নের্ রাজার নিকটে আইল,
এবং রাজা তাহাকে বিদায় করিলে সে কুশলে
চলিয়া গেল। ২৪ তখন যোয়াব্ রাজার নিকটে
যাইয়া কহিল, তুমি কি কর্ম্ম করিলা? দেখ, অব্-
নের্ তোমার নিকটে আইলে তুমি তাহাকে
বিদায় করিলে সে কুশলে গেল, এ কি? ২৫ নে-
রের পুত্র অব্নের্ তোমাকে বঞ্চনা করিতে
এবং তোমার গমনাগমন জানিতে এবং তো-
মার কর্ত্তব্য সমস্ত জানিতে আইল, ইহা তুমি
জ্ঞাত হও। ২৬ পরে যোয়াব্ দায়ূদের নিকট-
হইতে বাহিরে আসিয়া অব্নেরের পশ্চাৎ দূত
প্রেরণ করিলে তাহারা সিরা কূপের নিকট-
হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আনিল; কিন্তু দায়ূদ্
ইহা জ্ঞাত হইল না। ২৭ অপর অব্নের্ হিব্রোণে
ফিরিয়া আইলে যোয়াব্ তাহার সহিত নির্জনে
আলাপ করিবার ছলে নগরদ্বারের মধ্যে তা-
হাকে লইয়া গিয়া আপন ভ্রাতা অসাহেলের
বধ প্রযুক্ত সেই স্থানে তাহার উদরে আঘাত
করিল; তাহাতে সে মরিল।
২৮ পরে দায়ূদ্ এই কথা শুনিয়া কহিল, আমি
ও আমার রাজ্য নেরের পুত্র এই অব্নেরের
বধ বিষয়ে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে নিত্য নির-
পরাধী। ২৯ এই অপরাধ যোয়াবের ও তাহার
সমস্ত পিতৃবংশের মস্তকে বর্ত্তুক, এবং যোয়া-
বের বংশে প্রমেহী কিম্বা কুষ্ঠী কিম্বা দণ্ডে নির্ভর-
দায়ী কিম্বা খড়্গে পতনকারী কিম্বা ভক্ষ্যহীন,
এই সকল লোকের অভাব না হউক। ৩০ এই
রূপে যোয়াব্ ও তাহার ভ্রাতা অবীশয় গিবি-
য়োনের যুদ্ধে আপনাদের ভ্রাতা অসাহেলের
বধ প্রযুক্ত অব্নের্কে বধ করিল।
৩১ পরে দায়ূদ্ যোয়াব্কে ও তাহার সঙ্গি
সকল লোককে কহিল, তোমরা আপনাদের বস্ত্র
চিরিয়া চট পরিধান কর, এবং অব্নেরের
জন্যে শোক কর। অপর দায়ূদ্ রাজাও শবের
খট্টার পশ্চাৎ২ চলিল। ৩২ আর হিব্রোণে অব্-
নের্কে কবর দেওন সময়ে রাজা অব্নেরের
কবরের নিকটে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিল, এবং
সমস্ত লোকও রোদন করিল। ৩৩ পরে রাজা
অব্নেরের বিষয়ে বিলাপ করিয়া কহিল, হায়
অব্নের্, তুমি কি মূর্খের ন্যায় মরিলা? ৩৪ তো-
মার হস্ত বদ্ধ ছিল না, ও তোমার পা বেড়িতে
বদ্ধ ছিল না; যেমন অন্যায়কারি লোকদের
সম্মুখে কেহ পতিত হয়, তুমি তদ্রূপ পড়িলা।

তাহাতে সমস্ত লোক তাহার বিষয়ে আর বার
রোদন করিল। ৩৫ পরে কিছু বেলা থাকিতে
লোকেরা দায়ূদ্‌কে ভোজন করাইবার জন্যে
আইলে দায়ূদ্ এই শপথ করিল, সূর্য্য অস্তগত
না হইলে আমি যদি রুটী কিম্বা অন্য দ্রব্য
আস্বাদ করি, তবে ঈশ্বর আমাকে অমুক এবং
আরও ভারি দণ্ড দিউন। ৩৬ তাহাতে সমস্ত
লোক তাহার এই কথাতে মনোযোগ করিল ও
তাহাতে তুষ্ট হইল; রাজা যাহা২ করিল, তাহা-
তেই সকল লোক সন্তুষ্ট হইল। ৩৭ পরে রাজা
নেরের পুত্র অব্‌নেরকে বধ করণের অনুমতি
দেন নাই, ইহা তাবৎ লোক ও সমস্ত ইস্রায়েল্
বংশ সেই দিবসে অবগত হইল। ৩৮ পরে
রাজা আপন ভৃত্যগণকে কহিল, অদ্য ইস্রায়েলে
অধ্যক্ষ ও মহাত্মা এক জন পতিত হইল, ইহা কি
তোমরা জান না? ৩৯ আর আমি রাজ্যাভিষিক্ত
হইলেও অদ্য দুর্ব্বল আছি। সিরুয়ার সন্তান এই
লোকেরা আমার অবাধ্য; কিন্তু পরমেশ্বর কু-
কর্ম্মকারিদের কুকর্ম্মানুসারে প্রতিফল দিবেন।

৪ অধ্যায়।

১ অব্‌নেরের মরণে ঈশ্‌বোশতের দুঃখ, ২ ও বানা ও রেখব্ ও মিফীবোশতের কথা, ৫ ও বানা ও রেখব্‌দ্বারা ঈশ্‌বোশতের বধ, ৯ ও দায়ূদের দ্বারা তাহাদের হত হওন।

১ পরে অব্‌নের্ হিব্রোণ্ নগরে মরিয়াছে, এই
সংবাদ শৌলের পুত্র শুনিলে তাহার হস্ত দুর্ব্বল
হইল, ও সমস্ত ইস্রায়েল্ বংশ ব্যাকুল হইল।
২ এই শৌলের পুত্রের দুই জন দলপতি ছিল,
প্রথমের নাম বানা ও দ্বিতীয়ের নাম রেখব্;
তাহারা বিন্যামীন্ বংশজাত বেরোতীয় রিম্মো-
ণের পুত্র। ঐ বেরোৎ বিন্যামীন্ বংশের অধি-
কারের মধ্যে গণিত বটে, ৩ কিন্তু বেরোতী-
য়েরা গিত্তয়িমে পলায়ন করিয়া সে স্থানে অদ্য
পর্য্যন্ত প্রবাস করে। ৪ এবং শৌলের পুত্র
যোনাথনের মিফীবোশৎ নামে উভয় চরণে খঞ্জ
এক পুত্র ছিল; তাহার পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম
কালে যিষ্রিয়েল্‌হইতে শৌলের ও যোনাথনের
মৃত্যু সংবাদ আইলে তাহার ধাত্রী যখন তাহাকে
লইয়া পলায়ন করিতেছিল, তখন পলায়নের
শীঘ্রগতিতে সে পতিত হইয়া খঞ্জ হইল।
৫ পরে বেরোতীয় রিম্মোণের পুত্র রেখব্ ও
বানা যাইয়া মধ্যাহ্নকালে ঈশ্‌বোশতের বাটীতে
প্রবেশ করিল; তখন সে মধ্যাহ্ন সময়ে খট্টার
উপরে শয়নে ছিল। ৬ তাহাতে তাহারা গোম
লইবার ছলে বাটীর মধ্যস্থান পর্য্যন্ত গিয়া তা-
হার উদরে আঘাত করিল; পরে রেখব্ ও
তাহার ভ্রাতা বানা দুই জন পলায়ন করিল।
৭ ফলতঃ সে যে সময়ে গর্ব্ভাগারে আপন খট্টা-
তে শয়নে ছিল, এমত সময়ে তাহারা ভিতরে
যাইয়া প্রহার পূর্ব্বক তাহাকে বধ করিল; পরে
তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ঐ মস্তক লইয়া সমস্ত
রাত্রি প্রান্তর দিয়া গমন করিল। ৮ পরে ঈশ্-
বোশতের মস্তক হিব্রোণে দায়ূদের নিকটে আ-
নিয়া রাজাকে কহিল, তোমার প্রাণ অন্বেষণকারি
শত্রু যে শৌল, তাহার পুত্র ঈশ্‌বোশতের মস্তক
এই দেখ; পরমেশ্বর অদ্য আমাদের প্রভু রা-
জার পক্ষে শৌলকে ও তাহার বংশকে সমুচিত
ফল দিলেন।
৯ পরে দায়ূদ্ বেরোতীয় রিম্মোণের পুত্র রে-
খব্ ও তাহার ভ্রাতা বানাকে এই উত্তর করিল,
যিনি সর্ব্ববিপত্তিহইতে আমার প্রাণ মুক্ত করেন,
সেই পরমেশ্বরের অমরতার দিব্য করিয়া কহি-
তেছি, ১০ যে জন শৌলের মৃত্যু সমাচার আ-
মাকে কহিয়াছিল, সে আপনাকে সুসমাচার-
দায়ী জ্ঞান করিলেও আমি তাহাকে ধরিয়া সি-
ক্লগে বধ করিয়াছিলাম। তাহাকে যদি এমত পা-
রিতোষিক দিলাম, ১১ তবে যাহারা তাহার গৃহ-
মধ্যে খট্টার উপরে নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে মারিয়া
ফেলে, এমত দুষ্ট লোকদিগকে কি করিব? আমি
তাহার রক্তের পরিশোধ কি তোমাদের হইতে
লইব না? ও পৃথিবীহইতে তোমাদিগকে উচ্ছিন্ন
করিব না? ১২ পরে দায়ূদ্ আপন যুবদিগকে
আজ্ঞা করিলে তাহারা তাহাদিগকে বধ করিল,
এবং তাহাদের হস্ত ও পাদ ছেদন করিয়া হিব্রো-
ণস্থ পুষ্করিণীর পাড়ে টাঙ্গাইয়া দিল; কিন্তু
ঈশ্‌বোশতের মস্তক লইয়া হিব্রোণস্থ অব্‌নেরের
কবরে পুতিল।

৫ অধ্যায়।

১ তাবৎ ইস্রায়েল্ লোকদের দায়ূদ্‌কে অভিষিক্ত করণ, ৬ ও যিবূষীয়দের হইতে সিয়োন্ দুর্গ হস্তগত করণ, ১১ ও দায়ূদের কাছে হীরমের দূত প্রেরণ করণ, ১৩ ও দায়ূদের যিরুশালমে জাত পুত্রগণের নাম, ১৭ ও বালপিরাসীম্ স্থানে পিলেষ্টীয়দিগকে দায়ূদের জয় করণ, ২২ ও রিফায়ীম্ উপত্যকাতে তাহাদিগকে পুনর্জ্জয় করণ।

১ পরে ইস্রায়েলের সমস্ত বংশ হিব্রোণে দায়ূ-
দের নিকটে আসিয়া কহিল, দেখ, আমরা তো-
মার অস্থি ও মাংস। ২ আর পূর্ব্বে যখন শৌল
আমাদের রাজা ছিল, তখনও তুমি ইস্রায়েলকে
বাহিরে ও ভিতরে গমনাগমন করাইতা। আর
'তুমি আমার প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদিগকে চরা-
ইবা ও তাহাদের অগ্রগামী হইবা,' এই কথা
পরমেশ্বর তোমাকে কহিয়াছেন। ৩ এই রূপে
ইস্রায়েলের সমস্ত প্রাচীন লোক হিব্রোণে রাজার
নিকটে আইল; তাহাতে দায়ূদ্ রাজা হিব্রোণে

পরমেশ্বরের সাক্ষাতে তাহাদের সহিত নিয়ম
করিলে তাহারা ইস্রায়েলের উপরে দায়ূদ্‌কে
রাজ্যাভিষিক্ত করিল। ৪ দায়ূদ্ ত্রিশ বৎসর
বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া চল্লিশ
বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল। ৫ সে হিব্রোণে
যিহূদা বংশের উপরে সাত বৎসর ছয় মাস
রাজত্ব করিল; পরে যিরূশালমে সমস্ত ইস্রা-
য়েলের ও যিহূদার উপরে তেত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত
রাজত্ব করিল।

৬ পরে রাজা ও তাহার লোকেরা দেশোৎপন্ন
যিবূষীয়দের বিরুদ্ধে যিরূশালমে যাত্রা করিল;
তাহাতে তাহারা দায়ূদ্‌কে কহিল, তুমি এই স্থানে
প্রবেশ করিতে পারিবা না; কেননা দায়ূদ্ এই
স্থানে প্রবেশ করিবে না, ইহা বলিয়া অন্ধেরা ও
খঞ্জেরাও তোমাকে নিবারণ করিবে। ৭ কিন্তু
দায়ূদ্ সিয়োনের দৃঢ় দুর্গ হস্তগত করিল; তাহা
দায়ূদ্‌নগর নামে বিখ্যাত আছে। ৮ ঐ দিবসে
দায়ূদ্ কহিল, যে জন যিবূষীয়দিগকে আঘাত
করিয়া প্রণালী এবং দায়ূদের ঘৃণার্হ খঞ্জ ও
অন্ধদিগকে আক্রমণ করিবে, সে (প্রধান সেনা-
পতি হইবে;) এই কারণ লোকেরা বলে, অন্ধ
ও খঞ্জেরা প্রাসাদে প্রবেশ করিতে পারে না।
৯ অনন্তর দায়ূদ্ সেই দুর্গে বাস করিয়া তাহার
নাম দায়ূদের নগর রাখিল, এবং দায়ূদ্ প্রা-
চীরদ্বারা মিল্লো অবধি ভিতর স্থান পর্য্যন্ত তাহা
বেষ্টন করিল। ১০ পরে দায়ূদ্ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি
পাইয়া মহান্ হইল, এবং সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর
তাহার সহবর্ত্তী থাকিলেন।

১১ পরে সোরের রাজা হীরম্ দায়ূদের নি-
কটে এরস্ বৃক্ষ ও সূত্রধর ও রাজলোককে দূত-
দ্বারা প্রেরণ করিলে তাহারা দায়ূদের জন্যে
অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিল। ১২ তাহাতে পরমেশ্বর
ইস্রায়েলের রাজত্বপদে আমাকে স্থির করি-
লেন, এবং আপন প্রজা ইস্রায়েল্ বংশের নি-
মিত্তে আমার রাজ্যের উন্নতি করিলেন, ইহা
দায়ূদ্ বুঝিল।

১৩ অপর দায়ূদ্ হিব্রোণ্‌হইতে আইলে পর
যিরূশালমে অন্য ভার্য্যা ও উপপত্নী গ্রহণ করিল,
তাহাতে দায়ূদের আরো পুত্র ও কন্যা জন্মিল।
১৪ যিরূশালমে শম্মূয় ও শোবব্ ও নাথন্ ও
সুলেমান্ ১৫ ও যিভর্ ও ইলীশূয় ও নেফগ্
ও যাফিয় ১৬ ও ইলীশামা ও ইলিয়াদা ও ইলী-
ফেলট্ নামে তাহার এই সকল পুত্র জন্মিল।

১৭ পরে তাবৎ ইস্রায়েল্ বংশ আপনাদের
উপরে দায়ূদ্‌কে রাজ্যাভিষিক্ত করিল, এই কথা
শুনিয়া তাবৎ পিলেষ্টীয়েরা দায়ূদের অন্বেষণে
আইল; এবং দায়ূদ্ তাহা শুনিয়া দুর্গে গমন করি-
লে ১৮ পিলেষ্টীয়েরা আসিয়া রিফায়ীম্ তল-
ভূমিতে বিস্তারিত হইল। ১৯ পরে দায়ূদ্ পর-
মেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি পিলেষ্টীয়-
দের নিকটে যাইব? তুমি কি আমার হস্তে
তাহাদিগকে সমর্পণ করিবা? তাহাতে পরমেশ্বর
দায়ূদ্‌কে কহিলেন, যাও, আমি অবশ্য তোমার
হস্তে পিলেষ্টীয়দিগকে সমর্পণ করিব। ২০ অপর
দায়ূদ্ বাল্‌পিরাসীমে আসিয়া তাহাদিগকে প্র-
হার করিয়া কহিল, পরমেশ্বর আমার সম্মুখে
আমার শত্রুগণকে জলজন্য সেতুভঙ্গের ন্যায়
ভগ্ন করিলেন, এই জন্যে সেই স্থানের নাম বাল্-
পিরাসীম্ (ভঙ্গস্থান) রাখিল। ২১ পরে তা-
হারা আপনাদের প্রতিমাগণকে সেই স্থানে পরি-
ত্যাগ করিলে দায়ূদ্ ও তাহার সঙ্গি লোকেরা
তাহাদিগকে লইয়া গেল।

২২ পরে পিলেষ্টীয়েরা পুনর্ব্বার আসিয়া রি-
ফায়ীম্ তলভূমিতে বিস্তারিত হইল। ২৩ তাহাতে
দায়ূদ্ পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহি-
লেন, তুমি এখন যাইও না, কিন্তু তাহাদের পশ্চাৎ
ঘুরিয়া আসিয়া বাকা বৃক্ষের সম্মুখে তাহাদিগকে
আক্রমণ করিও। ২৪ বাকা বৃক্ষের মস্তকে গম-
নের শব্দ শুনিলে তুমি উদ্‌যোগ করিবা; কেননা
তখনই পরমেশ্বর পিলেষ্টীয়দের সৈন্য বধ কর-
ণার্থে তোমার সম্মুখে অগ্রসর হইবেন। ২৫ পরে
দায়ূদ্ পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিয়া
গেবাহইতে গেষরে উপস্থিত হওন পর্য্যন্ত পিলে-
ষ্টীয়দিগকে পরাজয় করিল।

৬ অধ্যায়।

১ দায়ূদের পরমেশ্বরের সিন্দুক আনয়ন, ৬ ও উষের
মৃত্যু ও সিন্দুককে ওবেদ্-ইদোমের গৃহে রাখন,
১২ ও বলিদান ও নৃত্য করিয়া দায়ূদের পরমেশ্বরের
সিন্দুক পুনরানয়ন, ১৭ ও তাহা আবাসে রাখন,
২০ ও দায়ূদের প্রতি মীখলের নিন্দাকথা।

১ পরে দায়ূদ্ ইস্রায়েল্ বংশের ত্রিশ সহস্র
মনোনীত লোককে একত্র করিল। ২ অনন্তর
দায়ূদ্ ও তাহার সঙ্গি সমস্ত লোক উঠিয়া, কিরূব-
দ্বয়েতে উপবিষ্ট সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর, এই নামে
বিখ্যাত ঈশ্বরের সিন্দুক বালি-যিহূদাহইতে আ-
নিতে যাত্রা করিল। ৩ পরে তাহারা ঈশ্বরের
নিয়মসিন্দুক এক নূতন শকটে চড়াইয়া পর্ব্বতস্থ
অবীনাদবের বাটীহইতে বাহির করিল, এবং
অবীনাদবের পুত্র উষ ও অহিয়ো ঐ শকট চালা-
ইল। ৪ তাহারা পর্ব্বতস্থ অবীনাদবের বাটী-
হইতে ঈশ্বরের সিন্দুকের সহিত তাহা আনিলে
অহিয়ো সিন্দুকের অগ্রে ২ চলিল। ৫ এবং দায়ূদ্
ও ইস্রায়েলের তাবৎ বংশ পরমেশ্বরের সম্মুখে
দেবদারু কাষ্ঠ নির্ম্মিত বীণা ও নবল ও তবল ও
জয়শৃঙ্গ ও মন্দিরা ইত্যাদি নানা বাদ্য বাজাইল।

৬ পরে তাহারা নাখোনের শস্যমর্দ্দন স্থানে
উপস্থিত হইলে বলদ যোঁয়ালিহইতে বাহির
হইল; তাহাতে উষ হস্ত বিস্তার করিয়া ঈশ্বরের
সিন্দুক ধরিল। ৭ তাহাতে উষের প্রতি পরমে-
শ্বরের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে তাহার ভ্রম প্রযুক্ত
ঈশ্বর সেই স্থানে তাহাকে আঘাত করিলেন;
তাহাতে সে ঈশ্বরের সিন্দুকের নিকটে মরিল।
৮ পরমেশ্বর উষের প্রতি আঘাত করিলেন, এই
জন্যে দায়ূদ্ অসন্তুষ্ট হইল, এবং সে সেই
স্থানের নাম পেরস্-উষ (উষের আঘাতস্থান)
রাখিল; অদ্যাপি তাহার সেই নাম আছে।
৯ এবং দায়ূদ ঐ দিবসে পরমেশ্বরহইতে ভীত
হইয়া কহিল, তবে পরমেশ্বরের সিন্দুক কি
প্রকারে আমার নিকটে আসিবে? ১০ পরে
দায়ূদ্ পরমেশ্বরের সিন্দুক দায়ূদ্নগরে আপনার
নিকটে আনিতে অনিচ্ছুক হইয়া পথের পার্শ্বস্থ
গাতীয় ওবেদ্-ইদোমের বাটীতে লইয়া রাখিল।
১১ তাহাতে পরমেশ্বরের সিন্দুক গাতীয় ওবেদ্-
ইদোমের বাটীতে তিন মাস থাকিলে পরমেশ্বর
ওবেদ্-ইদোমকে ও তাহার সমস্ত পরিজনকে
আশীর্ব্বাদযুক্ত করিলেন।
১২ পরে দায়ূদ্ রাজার প্রতি উক্ত হইল, ঈশ্ব-
রীয় সিন্দুকের জন্যে পরমেশ্বর ওবেদ্-ইদোমকে
ও তাহার সর্ব্বস্বকে আশীর্ব্বাদযুক্ত করিলেন।
পরে দায়ূদ্ যাইয়া ওবেদ্-ইদোমের বাটীহইতে
আনন্দপূর্ব্বক ঈশ্বরের সিন্দুক দায়ূদ্নগরে আ-
নিল। ১৩ এবং পরমেশ্বরের সিন্দুকবাহকেরা ছয় ২
পদ গমন করিলে গোরু ও পুষ্ট পশু হোম করিল।
১৪ এবং দায়ূদ্ কার্পাস সূত্র নির্ম্মিত এফোদ্
পরিধান করিয়া পরমেশ্বরের সম্মুখে যথাশক্তি
নৃত্য করিল। ১৫ এই রূপে দায়ূদ্ ও ইস্রায়েলের
সমস্ত বংশ আনন্দধ্বনি ও তূরীধ্বনি করিয়া পর-
মেশ্বরের সিন্দুক আনিল। ১৬ পরে দায়ূদ্নগরে
পরমেশ্বরের সিন্দুকের প্রবেশ সময়ে শৌলের
কন্যা মীখল্ বাতায়ন দিয়া নিরীক্ষণ করিয়া পর-
মেশ্বরের সাক্ষাতে দায়ূদ্ রাজাকে লম্ফ দিতে ও
নৃত্য করিতে দেখিয়া মনে২ তুচ্ছ করিল।
১৭ পরে লোকেরা পরমেশ্বরের সিন্দুক ভিত-
রে আনিয়া আপন স্থানে, অর্থাৎ দায়ূদ্ তাহার
জন্যে যে তাম্বু প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহার মধ্যে
স্থাপন করিল, এবং দায়ূদ্ পরমেশ্বরের সাক্ষাতে
হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিল।
১৮ এবং হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলির উৎসর্গ
সাঙ্গ করিলে পর দায়ূদ্ সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্ব-
রের নামে লোকদিগকে আশীর্ব্বাদ করিল।
১৯ এবং সকল লোকের মধ্যে অর্থাৎ ইস্রায়ে-
লের বংশসমূহের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষকে ও
প্রত্যেক স্ত্রীকে এক২ রুটী ও এক২ পাত্র দ্রাক্ষা-
রস ও এক২ উডুম্বর চাক পরিবেষণ করিল;
পরে সকল লোক আপন২ গৃহে প্রস্থান করিল।
২০ পরে দায়ূদ্ আপন পরিজনদিগকে আশী-
র্ব্বাদ করণার্থে ফিরিয়া আইলে শৌলের কন্যা
মীখল্ দায়ূদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহিরে
আসিয়া কহিল, অদ্য ইস্রায়েলের রাজা কেমন
মহিমান্বিত হইলেন! কোন কাপুরুষ যেমন
প্রকাশ রূপে বিবস্ত্র হয়, তদ্রূপ তিনি অদ্য আ-
পন দাসগণের দাসীদিগের সাক্ষাতে বিবস্ত্র হই-
লেন। ২১ তখন দায়ূদ্ মীখল্কে কহিল, পর-
মেশ্বরের প্রজা ইস্রায়েল লোকের রাজত্বপদে
আমাকে নিযুক্ত করিবার জন্যে যিনি তোমার
পিতা ও তাহার তাবৎ বংশ অপেক্ষা আমাকে
মনোনীত করিলেন, সেই পরমেশ্বরের সাক্ষাতে
তাহা করিলাম। আমি পরমেশ্বরেরই সাক্ষাতে
আমোদ করিলাম; ২২ এবং ইহা অপেক্ষা
আরো লঘু হইব, ও আপন দৃষ্টিতে আরো নীচ
হইব; তথাপি তুমি যে দাসীদের কথা কহিলা,
তাহাদের কর্তৃক আদৃত হইব। ২৩ অতএব শৌ-
লের কন্যা মীখলের মরণ পর্য্যন্ত সন্তান হইল না।

৭ অধ্যায়।

১ মন্দির নির্ম্মাণ করিতে দায়ূদের অভিলাষ ও নাথ-
নের সম্মত হওন, ৪ ও পরমেশ্বরের আদেশ
পাইয়া নাথনের তাহাকে বারণ করণ, ১২ ও দায়ূদ্
বংশের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা, ১৮ ও দায়ূদের
প্রার্থনা ও প্রশংসা।

১ পরে পরমেশ্বর চতুর্দ্দিকস্থ শত্রুহইতে রাজাকে
বিশ্রাম দিলে যখন সে আপন গৃহে বাস করিল,
২ তখন রাজা নাথন্ ভবিষ্যদ্বক্তাকে কহিল, এখন
দেখ, আমি এরস্ কাষ্ঠ নির্ম্মিত গৃহে বাস করি-
তেছি, কিন্তু ঈশ্বরের সিন্দুক যবনিকার মধ্যে
বাস করে। ৩ তাহাতে নাথন্ রাজাকে কহিল,
ভাল, তোমার মনে যাহা আছে, তাহাই কর;
কেননা পরমেশ্বর তোমার সঙ্গে আছেন।
৪ অপর ঐ রাত্রিতে পরমেশ্বরের এই বাক্য
নাথনের নিকটে উপস্থিত হইল, ৫ তুমি যাইয়া
আমার দাস দায়ূদ্কে কহ, পরমেশ্বর এই কথা
কহেন, তুমিই কি আমার বাসার্থে মন্দির নির্ম্মাণ
করিবা? ৬ ইস্রায়েল্ বংশকে মিসর্হইতে বাহির
করিয়া আনয়ন দিবসাবধি অদ্য পর্য্যন্ত আমি
মন্দিরে বাস করি নাই, কেবল তাম্বুতে ও আ-
বাসে ভ্রমণ করিতেছি। ৭ তথাপি তাবৎ ইস্রা-
য়েল্ বংশের মধ্যে আমার ভ্রমণ সময়ে আমি
যাহাকে আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদিগকে
প্রতিপালন করণের ভার দিয়াছিলাম, ইস্রায়ে-
লের এমত কোন বংশকে কি কখনো এই কথা
কহিয়াছি, তোমরা কেন আমার জন্যে এরস্

কাষ্ঠের গৃহ নির্ম্মাণ কর না? ৮ এখন তুমি আ-
মার দাস দায়ূদ্‌কে কহ, সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর
এই কথা কহেন, আমার প্রজা ইস্রায়েল্‌ লোক-
দের উপরে রাজা করিবার জন্যে আমি তোমাকে
মেষবাথানহইতে, অর্থাৎ মেষের পশ্চাদ্‌গমন-
হইতে গ্রহণ করিয়াছি। ৯ এবং তুমি যে২ স্থানে
গমন করিতা, সেই সকল স্থানে তোমার সঙ্গে
থাকিয়া তোমার সম্মুখহইতে তোমার সমস্ত শত্রু-
কে উচ্ছিন্ন করিয়াছি; এবং পৃথিবীস্থ মহল্লোক-
দের নামের ন্যায় তোমার মহানাম করিয়াছি।
১০ তদ্ভিন্ন আমি আপন প্রজা ইস্রায়েল্‌ লোক-
দের জন্যে স্থান নিরূপণ করিয়া তাহাদিগকে
বসাইয়াছি; সেই স্থানে তাহারা বাস করিতেছে,
আর চালিত হইবে না। ১১ পূর্ব্বকালে যদবধি
আমি আপন প্রজা ইস্রায়েল্‌ লোকদের উপরে
বিচারকর্ত্তৃগণকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, তদবধি
যে রূপ হইয়াছিল, তদ্রূপ দুষ্ট বংশেরা তাহা-
দিগকে আর ক্লেশ দিবে না। আমি সমস্ত শত্রু-
হইতে তোমাকে বিশ্রাম দিয়াছি; এবং পরমেশ্বর
আরো কহেন, আমি তোমার জন্যে এক বংশ
স্থাপন করিব।
১২ আর তুমি সম্পূর্ণায়ু হইয়া আপন পিতৃ-
লোকদের সহিত মহানিদ্রিত হইলে আমি তো-
মার ঔরসজাত বংশকে স্থাপিত করিব, এবং
তাহার রাজ্য স্থির করিব। ১৩ আমার নামের
নিমিত্তে সে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিবে, এবং
আমি তাহার রাজসিংহাসন অনন্তকালস্থায়ী
করিব। ১৪ আমি তাহার পিতা হইব, ও সে
আমার পুত্র হইবে; সে অপরাধী হইলে আমি
মনুষ্যগণের দণ্ড ও মনুষ্যসন্তানদের প্রহারদ্বারা
তাহাকে শাস্তি দিব। ১৫ কিন্তু আমার অনুগ্রহ
তাহাকে ত্যাগ করিবে না; এবং আমি তোমার
সাক্ষাৎহইতে দূরীকৃত শৌলের ন্যায় তাহাকে
আপন অনুগ্রহবর্জ্জিত করিব না। ১৬ তোমার
বংশ ও রাজত্ব তোমার সম্মুখে অনন্ত কাল
স্থির থাকিবে; তোমার সিংহাসন সদাকাল
নিশ্চল হইবে। ১৭ পরে নাথন্‌ এই সকল বাক্য
ও দর্শনানুসারে দায়ূদ্‌কে কহিল।
১৮ তখন দায়ূদ্‌ রাজা অভ্যন্তরে যাইয়া পর-
মেশ্বরের সম্মুখে বসিয়া কহিল, হে প্রভো পর-
মেশ্বর, আমি কে, ও আমার বংশ কে, যে তুমি
আমাকে এ পর্য্যন্ত আনিয়াছ? ১৯ তথাপি, হে
প্রভো পরমেশ্বর, ইহাও তোমার দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র
বিষয় হয়; তুমি আপন দাসের ভাবি সুদীর্ঘ
বংশের বিষয়েও কথা কহিলা; হে আমার
প্রভো পরমেশ্বর, এ কি মনুষ্যের ব্যবহার?
২০ ইহার পরে দায়ূদ্‌ তোমাকে আর কি কহিতে
পারে? হে আমার প্রভো পরমেশ্বর, তুমি
আপন দাসকে জ্ঞাত আছ। ২১ তুমি আপন
বাক্যের নিমিত্তে ও আপন মনের মত এই সমস্ত
মহৎ কর্ম্ম করিয়া আপন দাসকে জ্ঞাত করিয়াছ।
২২ অতএব, হে প্রভো পরমেশ্বর, তুমি মহান্‌;
আমরা স্বকর্ণে যাহা২ শুনিয়াছি, সেই সকলেতে
তোমার সদৃশ কেহই নাই, ও তোমা ব্যতিরেকে
কোন ঈশ্বর নাই। ২৩ এবং তোমার প্রজা
ইস্রায়েল লোকের তুল্য পৃথিবীতে কি এমন
আর এক জাতি আছে, যাহাকে উদ্ধার করিয়া
নিজ প্রজা করিতে ও গৌরব প্রাপ্ত হইতে ঈশ্বর
আপনি আগমন করিয়াছেন? তুমিই তাহা করি-
য়া মিসরদেশ ও ভিন্নজাতীয় লোক ও তাহা-
দের দেবগণহইতে উদ্ধৃত আপন প্রজাদের সম্মু-
খে আপন দেশে ভয়ঙ্কর কর্ম্ম করিয়া আপ-
নার মহানাম করিয়াছ। ২৪ এবং আপনার
জন্যে আপন প্রজা ইস্রায়েল্‌ লোককে স্থাপন
করিয়া অনন্ত কালের নিমিত্তে আপন প্রজা করি-
য়াছ; আর হে পরমেশ্বর, তুমি তাহাদের ঈশ্বর
হইয়াছ। ২৫ হে প্রভো পরমেশ্বর, তুমি এখন
আপন দাসের ও তাহার বংশের বিষয়ে যে
বাক্য কহিলা, তাহা অনন্ত কালের নিমিত্তে স্থির
কর; ও যেমন কহিলা, তদনুসারে কর। ২৬ সৈ-
ন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর ইস্রায়েল্‌ বংশের ঈশ্বর,
তোমার এই নাম অনন্ত কালের নিমিত্তে গৌ-
রবান্বিত, ও তোমার দাস দায়ূদের বংশ তো-
মার সাক্ষাতে চিরস্থায়ী হউক। ২৭ হে ইস্রায়ে-
লের প্রভো সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর,আমি তোমার
বংশবৃদ্ধি করিব, এই কথা তুমি আপন দাসের
কর্ণগোচর করিলা; এই কারণ তোমার কাছে
এই প্রার্থনা করিতে তোমার দাসের মনে সাহস
জন্মিল। ২৮ হে আমার প্রভো পরমেশ্বর, তুমিই
সত্য ঈশ্বর, ও তোমার কথা সত্য, তুমি আপন
দাসের প্রতি এই মঙ্গল প্রতিজ্ঞা করিলা। ২৯ অত-
এব তোমার দাসের বংশ তোমার সম্মুখে যেন
অনন্তকালস্থায়ী হয়, এই জন্যে তুমি অনুগ্রহ
করিয়া আপন দাসের বংশকে আশীর্ব্বাদ কর;
কেননা হে প্রভো পরমেশ্বর, তুমি আপনি প্রতিজ্ঞা
করিয়াছ; আর তোমার আশীর্ব্বাদের গুণে
তোমার দাসের বংশ অনন্ত কালের নিমিত্তে
আশীঃপ্রাপ্ত থাকিবে।

৮ অধ্যায়।

১ পিলেষ্টীয় ও মোয়াবীয় লোককে দায়ূদের দমন
করণ, ৩ ও হদদেষরকে ও অরামীয় লোককে পরাস্ত
করণ, ৯ ও দায়ূদের কাছে তয়ি রাজার পুত্রকে
প্রেরণ, ১৪ ও ইদোম দেশে দুর্গ স্থাপন, ১৬ ও
দায়ূদের পারিষদের নাম।

১ পরে দায়ূদ্‌ পিলেষ্টীয়দিগকে পরাজয়দ্বারা

নত করিয়া তাহাদের হস্তহইতে প্রধান নগরের
কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিল। ২ এবং সে মোয়াবীয়দি-
গকে পরাস্ত করিয়া রজ্জুতে মাপিল, অর্থাৎ
ভূমিতে ফেলিয়া বধ করণার্থে দুই রসি এবং
জীবৎ রাখিতে সম্পূর্ণ রজ্জু মাপিল; তাহাতে
মোয়াবীয়েরা দায়ূদের দাস হইয়া উপঢৌকন
দ্রব্য আনিল।

৩ পরে যে সময়ে সোবার রাজা রিহোবের
পুত্র হদদেষর ফরাৎ নদীর নিকটে আপন
কর্ত্তৃত্ব পুনরায় স্থাপন করিতে গমন করে,
তৎকালে দায়ূদ্ তাহাকে পরাস্ত করিয়া ৪ তা-
হার এক সহস্র সাত শত অশ্বারূঢ় ও বিংশতি
সহস্র পদাতিক সেনা হস্তগত করিল, ও তা-
হার রথের অশ্বগণের পাদশিরা ছেদন করিল,
কিন্তু তাহার মধ্যে এক শত রথ রাখিল।
৫ পরে দম্মেশকের অরামীয়েরা সোবার হদদে-
ষর রাজার সাহায্য করিতে আইলে দায়ূদ্
সেই অরামীয়দের বাইশ সহস্র লোককে বধ
করিল। ৬ এবং দায়ূদ্ দম্মেশকের অরাম্ দেশে
দুর্গ স্থাপন করিল; তাহাতে অরামীয়েরা দায়ূ-
দের দাস হইয়া উপঢৌকন আনিল। এই প্রকা-
রে দায়ূদ্ যে২ স্থানে যাইত, সর্ব্বত্র পরমেশ্বর
তাহাকে জয়ী করিতেন। ৭ এবং দায়ূদ্ হদদে-
ষরের দাসদের গাত্রস্থ স্বর্ণঢাল লইয়া যিরূশা-
লমে আনিল। ৮ এবং দায়ূদ্ রাজা হদদেষরের
অধিকারস্থ বেটহ ও বেরোথা নগরহইতে অতি
প্রচুর পিত্তল আনিল।

৯ তখন দায়ূদ্ হদদেষরের সমস্ত সৈন্যকে
পরাস্ত করিয়াছে, ইহা শুনিয়া হমাতের রাজা তয়ি
১০ দায়ূদ্ রাজার কল্যাণ জিজ্ঞাসা করিতে, এবং
যুদ্ধে হদদেষরের পরাজয় প্রযুক্ত তাহার ধন্যবাদ
করিতে আপন পুত্র যোরামকে তাহার কাছে
প্রেরণ করিল; কেননা হদদেষরের সহিত তয়িরও
যুদ্ধ ছিল। পরে সে রূপার ও স্বর্ণের ও পিত্তলের
পাত্র সঙ্গে লইয়া আইল। ১১ তাহাতে দায়ূদ্
রাজা অরাম্ ও মোয়াব্ ও অম্মোন্ বংশ ও
পিলেষ্টীয় ও অমালেক্ প্রভৃতি যে সমস্ত ভিন্ন-
জাতীয়দিগকে জয় করিয়াছিল, তাহাদের হইতে
প্রাপ্ত যে সকল রূপা ও স্বর্ণ উৎসর্গ করিল, ১২ এবং
সোবার রাজা রিহোবের পুত্র হদদেষর্‌হইতে যে
সকল দ্রব্য লুট করিয়াছিল, তাহার সহিত সেই
সকলও পরমেশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করিল।
১৩ এবং দায়ূদ্ লবণাখ্য তলভূমিতে অষ্টাদশ
সহস্র অরামীয় লোককে বধ করিয়া প্রত্যাগমন-
কালে অতিশয় নামলব্ধ হইল।

১৪ পরে দায়ূদ্ ইদোমে দুর্গ স্থাপন করিল,
অর্থাৎ সে ইদোমের সর্ব্বত্র দুর্গ স্থাপন করিল,
এবং ইদোমীয় সকল লোক দায়ূদের দাস হইল।
আর সে যে২ স্থানে যাইত, সেই সকল স্থানে
পরমেশ্বর তাহাকে জয়ী করিতেন। ১৫ এই রূপে
দায়ূদ্ ইস্রায়েলের তাবৎ বংশের উপরে রাজত্ব
করিয়া আপন সমস্ত প্রজাগণের প্রতি বিচার ও
ন্যায় ব্যবহার করিল।

১৬ ঐ সময়ে সিরুয়ার পুত্র যোয়াব্ তাহার
প্রধান সেনাপতি ছিল; এবং অহীলূদের পুত্র
যিহোশাফট্ ইতিহাসকর্ত্তা ছিল। ১৭ এবং অহী-
টূবের পুত্র সাদোক্ ও অবিয়াথরের পুত্র অহী-
মেলক্ যাজক ছিল; এবং সিরায় রাজলেখক
ছিল। ১৮ এবং যিহোয়াদার পুত্র বিনায় কিরে-
থীয়দের ও পিলেথীয়দের উপরে নিযুক্ত ছিল;
এবং দায়ূদের পুত্রগণ রাজসভাসদ্ ছিল।

৯ অধ্যায়।

১ শৌল বংশের বিষয়ে দায়ূদের জিজ্ঞাসা, ৫ ও
মিফীবোশৎকে দায়ূদের কাছে আনয়ন, ৭ ও মিফী-
বোশৎকে আপন মেজে বসিতে দেওন ও শৌলের
তাবৎ ভূমি দেওন, ৯ ও মিফীবোশতের গৃহাধ্যক্ষ
পদে সীবের নিযুক্ত হওন।

১ পরে দায়ূদ্ জিজ্ঞাসা করিল, শৌল বংশে কি
কেহ অবশিষ্ট আছে? থাকিলে আমি যোনাথ-
নের নিমিত্তে তাহার প্রতি দয়া ব্যবহার করিব।
২ তাহাতে সীবঃ নামে শৌলের পরিজনের
যে এক দাস ছিল, সে দায়ূদের নিকটে আহূত
হইলে রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসিল, তুমি কি সীবঃ?
সে কহিল, আপনকার সেই দাস বটি। ৩ পরে
রাজা জিজ্ঞাসিল, আমি যাহার প্রতি পরমেশ্ব-
রের নামে দয়া করিতে পারি, শৌল বংশে
এমত কেহ কি অবশিষ্ট আছে? তাহাতে সীবঃ
রাজাকে কহিল, উভয় চরণে খঞ্জ যোনাথনের
এক পুত্র অবশিষ্ট আছে। ৪ রাজা তাহাকে
জিজ্ঞাসিল, সে কোথায়? সীবঃ রাজাকে কহিল,
দেখ, সে লোদিবারে অম্মীয়েলের পুত্র মাখী-
রের বাটীতে আছে।

৫ পরে দায়ূদ্ রাজা লোদিবারে লোক প্রেরণ
করিয়া অম্মীয়েলের পুত্র মাখীরের বাটীহইতে
তাহাকে আনাইল। ৬ তখন শৌলের পৌত্র
যোনাথনের পত্র মিফীবোশৎ দায়ূদের নিকটে
আসিয়া উবুড় হইয়া তাহাকে প্রণাম করিল।
তাহাতে দায়ূদ্ কহিল, হে মিফীবোশৎ। সে
উত্তর করিল, আপনকার দাস উপস্থিত আছে।

৭ পরে দায়ূদ্ তাহাকে কহিল, ভীত হইও না;
আমি তোমার পিতা যোনাথনের নিমিত্তে অবশ্য
তোমার প্রতি দয়া করিব, এবং তোমার পিতা-
মহ শৌলের তাবৎ ভূমি তোমাকে ফিরাইয়া
দিব, আর তুমি নিত্য আমার ভোজনাসনে
ভোজন করিবা। ৮ তাহাতে সে দণ্ডবৎ হইয়া

কহিল, আপনকার দাস আমি কে? মৃত কুক্কু-
রের ন্যায় যে আমি, আমার প্রতি কেন সু-
দৃষ্টি করিতেছেন?

৯ পরে রাজা শৌলের দাস সীবকে ডাকা-
ইয়া কহিল, শৌলের ও তাহার বংশের তাবৎ
অধিকার আমি তোমার কর্ত্তার পুত্রকে দি-
লাম। ১০ অতএব তুমি ও তোমার পুত্রগণ ও
দাসগণ তাহার ভূমির কৃষিকর্ম্ম করিয়া তোমার
কর্ত্তার পুত্রের খাদ্যের জন্যে তদুৎপন্ন দ্রব্য
আনিয়া দিবা; কিন্তু তোমার কর্ত্তার পুত্র মিফী-
বোশৎ নিত্য আমার ভোজনাসনে ভোজন
করিবে। ঐ সীবের পঞ্চদশ পুত্র ও বিংশতি
দাস ছিল। ১১ পরে সীবঃ রাজাকে কহিল,
আমার প্রভু রাজা আপন দাসকে যে আজ্ঞা
করিলেন, তদনুসারে আপন দাস সমস্তই করিবে।
রাজা কহিল, মিফীবোশৎ রাজপুত্রসদৃশ হইয়া
আমার ভোজনাসনে ভোজন করিবে। ১২ ঐ
মিফীবোশতের মীখা নামে এক শিশু পুত্র ছিল;
এবং সীবের গৃহে বাসকারি সমস্ত লোক মিফী-
বোশতের দাস হইল। ১৩ কিন্তু মিফীবোশৎ
যিরূশালমে বাস করিল, কেননা রাজার ভো-
জনাসনে সে নিত্য ২ ভোজন করিত; সে উভয়
চরণে খঞ্জ ছিল।

১০ অধ্যায়।

১ হানূনের প্রতি দায়ূদের প্রেরিত দূতগণের অপমানিত হওন, ৬ ও অম্মোনীয় ও অরামীয়দের পরাস্ত হওন, ১৫ ও অন্য অরামীয়দের সেনাপতি শোবকের হত হওন।

১ সেই সময়ে অম্মোন্ বংশের রাজা মরিলে
তাহার পুত্র হানূন রাজ্যপদ প্রাপ্ত হইল। ২ তা-
হাতে দায়ূদ্ কহিল, হানূনের পিতা নাহশ্
আমার সহিত যেরূপ প্রণয় করিয়াছিল, আমিও
হানূনের সহিত তদ্রূপ প্রণয় করিব। পরে দায়ূদ্
পিতৃশোকের সময়ে তাহাকে সান্ত্বনা করিতে
আপন ভৃত্যগণকে প্রেরণ করিল। কিন্তু দায়ূ-
দের ভৃত্যগণ অম্মোন্ বংশের দেশে উপস্থিত
হইলে ৩ অম্মোন্ বংশের অধ্যক্ষগণ আপনাদের
প্রভু হানূন্কে কহিল, দায়ূদ্ তোমার পিতার
সম্মান করে, এই কারণ তোমার নিকটে সান্ত্বনা-
কারিগণকে পাঠাইল, তোমার কি এমন বোধ
হয়? বরং দায়ূদ্ কি নগরের নিরীক্ষণ ও তত্ত্ব
করিয়া তাহা নষ্ট করণের অভিপ্রায়ে আপন
ভৃত্যগণকে পাঠাইল না? ৪ তাহাতে হানূন্ দায়ূ-
দের ভৃত্যগণকে ধরিয়া তাহাদের শ্মশ্রুর অর্দ্ধেক
ক্ষৌর করাইল, ও বস্ত্রের অর্দ্ধেক অর্থাৎ নিতম্ব
পর্য্যন্ত কাটিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিল। ৫ পরে
তাহারা দায়ূদ্কে এই কথা জ্ঞাত করিলে তাহা-
দের অতিশয় লজ্জা প্রযুক্ত রাজা তাহাদের
সহিত সাক্ষাৎ করিতে লোক পাঠাইয়া এই
আজ্ঞা করিল, যাবৎ তোমাদের শ্মশ্রুর বৃদ্ধি
না হয়, তাবৎ তোমরা যিরীহো নগরে থাক,
পরে ফিরিয়া আইস।

৬ অনন্তর আমরা দায়ূদের সম্মুখে ঘৃণিত
হইলাম, ইহা দেখিয়া অম্মোন্ বংশেরা লোক
প্রেরণ করিয়া বৈৎরিহোবস্থ ও সোবাস্থিত অরা-
মীয় বিংশতি সহস্র পদাতিককে, ও মাখার
রাজার এক সহস্র লোককে, ও টোবের দ্বাদশ
সহস্র লোককে বেতন দিয়া নিযুক্ত করিল।
৭ অপর দায়ূদ্ এই সমাচার পাইয়া যো-
য়াব্কে ও বলবান সৈন্যগণকে তথায় প্রেরণ
করিল। ৮ তাহাতে অম্মোন্ বংশেরা বাহিরে
আসিয়া দ্বার প্রবেশস্থানে সৈন্য রচনা করিল,
এবং সোবার ও রিহোবের অরামীয় লো-
কেরা ও টোবের ও মাখার লোকেরা ক্ষেত্রে
স্বতন্ত্র থাকিল। ৯ এই রূপে সম্মুখে এবং পশ্চাতে
দুই দিগে যুদ্ধ হইবে, ইহা দেখিয়া যোয়াব
ইস্রায়েলের তাবৎ পরীক্ষিত লোকহইতে লোক
মনোনীত করিয়া লইয়া অরামীয়দের বিরুদ্ধে
ব্যূহ রচনা করিল। ১০ এবং অবশিষ্ট লোক-
দিগকে আপন ভ্রাতা অবীশয়ের হস্তে সমর্পণ
করিল; তাহাতে সে অম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে ব্যূহ
রচনা করিল। ১১ এবং যোয়াব্ কহিল, যদি
অরামীয়েরা আমা অপেক্ষা বলবান হয়, তবে
তুমি আমার উপকার করিবা; এবং যদি অম্মো-
নীয়েরা তোমা অপেক্ষা বলবান হয়, তবে আমি
যাইয়া তোমার উপকার করিব। ১২ তুমি বল-
বান হও, আমরা স্বজাতীয় লোকদের ও আ-
মাদের ঈশ্বরের নগরের জন্যে পুরুষত্ব প্রকাশ
করিব; পরমেশ্বর আপন দৃষ্টিতে যাহা ভাল
বোধ হয়, তাহাই করুন। ১৩ পরে যোয়াব্
ও তাহার সঙ্গি লোকেরা অরামীয়দের সহিত
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা তাহার অগ্রে ২
পলায়ন করিল। ১৪ এবং অরামীয়েরা পলা-
ইতেছে, ইহা দেখিয়া অম্মোন্ বংশেরাও অবী-
শয়ের অগ্রে ২ পলাইয়া নগরে প্রবেশ করিল;
তাহাতে যোয়াব্ অম্মোন্ বংশের নিকটহইতে
ফিরিয়া যিরূশালমে আইল।

১৫ পরে আমরা ইস্রায়েল্ বংশের সম্মুখে
পরাস্ত হইয়াছি, ইহা দেখিয়া অরামীয়েরা
একত্র হইল। ১৬ এবং হদদেষর লোক প্রেরণ
করিয়া ফরাৎ নদীর ওপারস্থ অরামীয়দিগকে
বাহির করিয়া আনিলে তাহারা হেলমে আইল;
ঐ হদদেষরের সেনাপতি শোবক তাহাদের
অগ্রগামী ছিল। ১৭ পরে দায়ূদ্কে এই সমাচার
কথিত হইলে সে ইস্রায়েলের সমস্ত বংশকে

একত্র করিয়া যর্দ্দন্ নদী পার হইয়া হেলমে
উপস্থিত হইল; তাহাতে অরামীয় লোকেরা
দায়ূদের বিরুদ্ধে ব্যূহ রচনা করিয়া তাহার সহিত
যুদ্ধ করিল। ১৮ কিন্তু অরামীয়েরা ইস্রায়েল্
বংশের সম্মুখহইতে পলায়ন করিল; তাহাতে
দায়ূদ্ অরামীয়দের সাত শত রথ ও চল্লিশ
সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্যকে বিনষ্ট করিল, এবং
তাহাদের সেনাপতি শোবক্ও সেই স্থানে আহত
হইয়া মরিল। ১৯ পরে আমরা ইস্রায়েল্ বং-
শের সম্মুখে পরাস্ত হইলাম, ইহা দেখিয়া হদ-
দেষরের অধীন রাজগণ ইস্রায়েল্ বংশের
সহিত মিলন করিয়া তাহাদের সেবা করিল;
আর অরামীয়েরা ভীত হওয়াতে অম্মোন্ বং-
শের উপকার আর করিল না।

১১ অধ্যায়।

১ রব্বার অবরোধ করণ, ২ ও বৎশেবার সহিত
দায়ূদের ব্যভিচার করণ, ৬ ও উরিয়ের সহিত
দায়ূদের ব্যবহার, ১৪ ও উরিয়ের বধার্থে যোয়া-
বের কাছে পত্র প্রেরণ, ১৮ ও উরিয়ের হত হও-
নের সংবাদ দায়ূদের প্রতি প্রেরণ, ২২ ও যোয়া-
বের প্রতি দায়ূদের উত্তর, ২৬ ও বৎশেবাকে
দায়ূদের বিবাহ করণ।

১ অপর সে বৎসর গত হইলে রাজবর্গের যুদ্ধে
গমন সময়ে দায়ূদ্ যোয়াব্কে ও তাহার সহিত
আপন দাসদিগকে ও সমস্ত ইস্রায়েল্ লোককে
প্রেরণ করিলে তাহারা অম্মোন্ বংশকে পরাস্ত
করিয়া রব্বা নগর অবরোধ করিল; কিন্তু দায়ূদ্
যিরূশালমে থাকিল।
২ অপর এক দিবস সন্ধ্যাকালে দায়ূদ্ শয্যা-
হইতে উঠিয়া রাজপ্রাসাদের পৃষ্ঠে বেড়াইতে-
ছিল, ইতিমধ্যে পরমসুন্দরী এক স্ত্রী স্নান করি-
তেছে, ছাতহইতে ইহা দেখিয়া ৩ দায়ূদ্ তাহার
তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে লোক পাঠাইল। তাহা-
তে কেহ কহিল, সে ইলিয়ামের কন্যা হিত্তীয়
উরিয়ের ভার্য্যা বৎশেবা কি নয়? ৪ তখন দায়ূদ্
লোক পাঠাইয়া তাহাকে আনাইল, এবং সে
তাহার নিকটে আইলে দায়ূদ্ তাহার সহিত
শয়ন করিল; ঐ সময়ে সে ঋতুস্নাতা ছিল;
পরে সে আপন বাটীতে ফিরিয়া গেল। ৫ তখন
সে স্ত্রী গর্ব্ভধারণ করাতে লোক পাঠাইয়া, আমি
গর্ব্ভবতী হইলাম, দায়ূদ্কে এই সমাচার দিল।
৬ পরে দায়ূদ্ যোয়াবের নিকটে লোক পাঠা-
ইয়া এই আজ্ঞা করিল, হিত্তীয় উরিয়কে আমার
নিকটে পাঠাইয়া দেও। তাহাতে যোয়াব্ দায়ূ-
দের নিকটে উরিয়কে পাঠাইল। ৭ অপর উরিয়
তাহার নিকটে উপস্থিত হইলে দায়ূদ্ তাহাকে
যোয়াবের মঙ্গল ও লোকদের মঙ্গল ও যুদ্ধের
মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিল। ৮ পরে দায়ূদ্ উরিয়কে
কহিল, তুমি আপন বাটীতে যাইয়া আপন
পা ধৌত কর। তাহাতে উরিয় রাজবাটীহইতে
বাহির হইল, এবং রাজার নিকটহইতে কতক
খাদ্য দ্রব্য তাহার পশ্চাৎ গেল। ৯ কিন্তু উরিয়
আপন প্রভুর দাসদের সহিত রাজবাটীর দ্বারে
শয়ন করিয়া থাকিল, আপন গৃহে গেল না।
১০ পরে উরিয় আপন গৃহে যায় নাই, এই
কথা লোকেরা দায়ূদকে জ্ঞাত করিলে দায়ূদ্
উরিয়কে কহিল, তুমি কি পথশ্রান্ত নহ? তবে
আপন বাটীতে যাও না কেন? ১১ উরিয় দা-
য়ূদ্কে কহিল, নিয়মসিন্দুক ও ইস্রায়েল্ বংশ
ও যিহূদা বংশ তাম্বুতে বাস করিতেছে, এবং
আমার প্রভু যোয়াব্ ও আমার প্রভুর দাসগণ
প্রান্তরে শিবির করিয়া বাস করিতেছে; তবে
আমি কি ভোজন পান করিতে ও ভার্য্যার সহিত
শয়ন করিতে আপন গৃহে যাইতে পারি? আ-
পনকার ও আপনকার জীবনের দিব্য করিয়া
কহিতেছি, আমি এমত কর্ম্ম করিব না। ১২ তা-
হাতে দায়ূদ্ উরিয়কে কহিল, অদ্যও তুমি এই
স্থানে থাক, কল্য তোমাকে বিদায় করিব।
তাহাতে উরিয় সে দিবস ও পরদিবস যিরূশা-
লমে থাকিল। ১৩ আর দায়ূদ্ তাহাকে ডাকা-
ইয়া আপন সাক্ষাতে ভোজন পান করাইয়া
মত্ত করিল, তথাপি সে সন্ধ্যাকালে আপন
প্রভুর দাসদের সহিত আপন শয্যায় শয়ন
করিতে বাহিরে গেল, আপন গৃহে গেল না।
১৪ অপর প্রাতঃকালে দায়ূদ্ যোয়াবের নি-
কটে এক পত্র লিখিয়া উরিয়ের হস্তদ্বারা পাঠা-
ইল। ১৫ সেই পত্রে ইহা লিখিত ছিল, 'এই
উরিয়কে তুমুল যুদ্ধের সম্মুখে নিযুক্ত করিয়া
তোমরা ইহার নিকটহইতে সরিয়া যাইবা, তা-
হাতে এ আহত হইয়া মরিবে।' ১৬ পরে
কোন্ স্থানে বলবান লোক আছে, তাহা যোয়াব্
নগর বেষ্টন সময়ে জানিয়া সেই স্থানে উরিয়কে
নিযুক্ত করিল। ১৭ পরে নগরস্থ লোকেরা
বাহির হইয়া যোয়াবের সহিত যুদ্ধ করিলে দায়ূ-
দের কতক দাস পতিত হইল, তাহাদের মধ্যে
ঐ হিত্তীয় উরিয়ও হত হইল।
১৮ পরে যোয়াব্ যুদ্ধের সংবাদ দায়ূদ্কে
জ্ঞাত করিতে লোক প্রেরণ করিয়া ১৯ ঐ দূত-
কে কহিল, তুমি রাজার সাক্ষাতে যুদ্ধের সমস্ত
বার্ত্তা সমাপ্ত করিলে ২০ যদি রাজার ক্রোধ
প্রজ্বলিত হয়, এবং তিনি তোমাকে কহেন,
তোমরা যুদ্ধ করিতে নগরের নিকটে কেন গিয়া-
ছিলা? তাহারা প্রাচীরহইতে বাণ মারিবে,
ইহা কি তোমরা জান না? ২১ দেখ, যিরুব্বে-
শতের পুত্র অবীমেলক্কে কে মারিয়াছিল?

তেবেষে কোন স্ত্রী যাঁতার এক পাটি প্রাচীর-
হইতে তাহার উপরে ফেলিলে সে কি তাহাতে
মরিল না? অতএব তোমরা কেন প্রাচীরের
নিকটে গিয়াছিলা? তবে তুমি কহিবা, আপন-
কার দাস হিত্তীয় ঊরিয়ও হত হইয়াছে।
২২ অপর দূত প্রস্থান করিয়া যোয়াবের প্রে-
রিত সমস্ত কথা দায়ূদ্‌কে জ্ঞাত করিল। ২৩ সে
দূত দায়ূদ্‌কে কহিল, ঐ লোকেরা প্রবল হইয়া
প্রান্তরে আমাদের নিকটে বাহিরে আসিয়া-
ছিল; তখন আমরা দ্বার প্রবেশের স্থান পর্য্যন্ত
তাহাদের পশ্চাতে গেলে ২৪ ধনুর্দ্ধরেরা প্রা-
চীরহইতে আপনকার দাসদের উপরে বাণ ক্ষে-
পণ করিল; তাহাতে রাজার কতক দাস মরিল;
বিশেষতঃ আপনকার দাস হিত্তীয় ঊরিয়ও
মরিল। ২৫ তাহাতে দায়দ্‌ ঐ দূতকে কহিল,
তুমি যোয়াব্‌কে কহিবা, তুমি ইহাতে অসন্তুষ্ট
হইও না, কেননা খড়্‌গ যেমন এককে, তদ্রূপ
অন্যকেও গ্রাস করে; তুমি নগরের প্রতিকূলে
আরো দৃঢ় যুদ্ধ করিয়া তাহাকে উচ্ছিন্ন কর;
এই রূপে তাহাকে আশ্বাস দেও।
২৬ অপর ঊরিয়ের স্ত্রী আপন স্বামি ঊরিয়ের
মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া স্বামির জন্যে শোক
করিল। ২৭ পরে শোক অতীত হইলে দায়ূদ্‌
লোক পাঠাইয়া তাহাকে আপন বাটীতে আ-
নাইল, তাহাতে সে তাহার ভার্য্যা হইয়া তাহার
এক পুত্র প্রসব করিল। কিন্তু দায়ূদের কৃত এই
কর্ম্ম পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে ঘৃণার্হ হইল।

১২ অধ্যায়।

১ নাথনের দ্বারা মেষবৎসার দৃষ্টান্তকথা, ৭ ও দায়ূ-
দের প্রতি নাথনের অনুযোগ, ১৫ ও দায়ূদের
শিশুর মরণ কথা, ২৪ ও সুলেমানের জন্ম, ২৬
ও রব্বা নগর হস্তগত করণ।

১ পরে পরমেশ্বর দায়ূদের নিকটে নাথন্‌কে
প্রেরণ করিলে সে তাহার নিকটে আসিয়া তা-
হাকে কহিল, এক নগরে দুই লোক ছিল;
তাহাদের মধ্যে এক জন ধনবান, ও এক জন
দরিদ্র। ২ ঐ ধনবানের অতি প্রচুর গোমেষাদি
পাল ছিল। ৩ কিন্তু সেই দরিদ্রের এক ক্ষুদ্র
মেষবৎসা ব্যতিরেকে আর কিছু ছিল না; সে
তাহাকে ক্রয় করিয়া পোষণ করাতে ঐ মেষী
তাহার ও তাহার বালকদের সঙ্গে থাকিয়া বৃদ্ধি
পাইল; সে তাহার নিজ খাদ্য দ্রব্য ভোজন
করিত, ও তাহার পাত্রেতে পান করিত, ও
তাহার বক্ষঃস্থলে শয়ন করিত, ও তাহার কন্যার
ন্যায় ছিল। ৪ অপর এক পথিক ঐ ধনবানের
গৃহে অতিথি হইলে, সে আপনার নিকটে
আগত অতিথির জন্যে পাক করণার্থে আপন
গোমেষাদি পালহইতে কিছু লইতে কাতর হও-
য়াতে ঐ দরিদ্রের সেই মেষবৎসাকে লইয়া
আপনার নিকটে আগত অতিথির জন্যে পাক
করিল। ৫ তাহাতে দায়ূদ্‌ ঐ ধনবানের প্রতি
অতিশয় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া নাথন্‌কে কহিল,
পরমেশ্বরের অমরতার দিব্য করিয়া কহিতেছি,
এমত কর্ম্মকারি লোক অবশ্য মরিবে। ৬ আর সে
কিছু দয়া না করিয়া এমত কর্ম্ম করিল, এই
জন্যে ঐ মেষবৎসার চতুর্গুণ ফিরাইয়া দিবে।
৭ পরে নাথন্‌ দায়ূদ্‌কে কহিল, তুমিই সেই
ব্যক্তি। ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর এই কথা
কহেন, আমি তোমাকে ইস্রায়েল্‌ বংশের উপরে
রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছি, ও শৌলের হস্তহইতে
তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি; ৮ এবং তোমার
প্রভুর সর্ব্বস্ব তোমাকে দিয়াছি, ও তাহার ভার্য্যা-
গণকে তোমার বক্ষঃস্থলে দিয়াছি, এবং ইস্রায়েল্‌
বংশকে ও যিহূদা বংশকে দিয়াছি; এবং
তাহা যদি অল্প হইত, তবে তোমাকে আরো
অমুক২ বস্তু দিতাম। ৯ এখন তুমি পরমেশ্ব-
রের আজ্ঞা তুচ্ছ করিয়া কেন তাঁহার সাক্ষাতে
দুরাচরণ করিলা? তুমি হিত্তীয় ঊরিয়কে খড়্‌গ-
দ্বারা বধ করাইয়া তাহার ভার্য্যাকে আপন
ভার্য্যা করিয়াছ, ও ঊরিয়কে অম্মোন্‌ বংশের
খড়্‌গদ্বারা বধ করাইয়াছ। ১০ অতএব খড়্‌গ
তোমার বাটী কখনো ত্যাগ করিবে না; কেননা
তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া ঊরিয়ের স্ত্রীকে
লইয়া আপন স্ত্রী করিয়াছ। ১১ পরমেশ্বর
এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমার পরি-
বারহইতেই তোমার বিরুদ্ধে অমঙ্গল উৎপন্ন
করিব, এবং তোমার সাক্ষাতে তোমার ভার্য্যা-
গণকে লইয়া তোমার আত্মীয়কে দিব; তা-
হাতে সে এই সূর্য্যের সাক্ষাতে তোমার ভার্য্যা-
গণের সহিত শয়ন করিবে। ১২ তুমি গুপ্ত রূপে
এই কর্ম্ম করিলা, কিন্তু আমি তাবৎ ইস্রায়ে-
লের ও সূর্য্যের সাক্ষাতে এই কার্য্য করাইব।
১৩ তখন দায়ূদ্‌ নাথন্‌কে কহিল, আমি পর-
মেশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করিলাম। তাহাতে
নাথন্‌ দায়ূদ্‌কে কহিল, পরমেশ্বর তোমার
পাপ দূর করিলেন, ইহাতে তুমি মরিবা না।
১৪ কিন্তু তুমি এই কর্ম্মদ্বারা পরমেশ্বরের শত্রু-
গণকে নিন্দাতে উদ্‌যুক্ত করিয়াছ, এই জন্যে
তোমার ঔরসজাত এই পুত্র অবশ্য মরিবে।
পরে নাথন্‌ আপন গৃহে প্রস্থান করিল।
১৫ অনন্তর পরমেশ্বর ঊরিয়ের ভার্য্যার গর্ব্ভ-
জাত দায়ূদের পুত্রকে আঘাত করিলে সে
অতিশয় পীড়িত হইল। ১৬ তাহাতে দায়ূদ্‌
বালকের জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিল
ও উপবাস করিল, ও অন্তরে প্রবেশ করিয়া

সমস্ত রাত্রি ভূমিতে পড়িয়া থাকিল। ১৭ তখন
তাহার গৃহের প্রাচীনগণ উঠিয়া তাহাকে ভূমি-
হইতে তুলিতে তাহার নিকটে গেল, কিন্তু সে
সম্মত হইল না, এবং তাহাদের সহিত ভোজনও
করিল না। ১৮ পরে সপ্তম দিবসে বালক মরিল;
তাহাতে বালক মরিয়াছে, এই কথা দায়ূদ্‌কে
কহিতে দাসগণ ভয় করিল, কেননা তাহারা
কহিল, দেখ, বালক জীবৎ থাকিতে আমরা
অনেক কহিলেও সে আমাদের বাক্যেতে মনো-
যোগ করিল না; এখন বালক মরিয়াছে, ইহা
আমরা কিরূপে বলিতে পারি? বলিলে সে কোন
অহিত কর্ম্ম করিবে। ১৯ কিন্তু দাসেরা পরস্পর
কাণাকাণি করিতেছে, দায়ূদ্ ইহা দেখিয়া, বা-
লক মরিয়াছে, এমন অনুমান করিয়া দাসগণকে
জিজ্ঞাসিল, বালক কি মরিল? তাহারা কহিল,
মরিল। ২০ তখন দায়ূদ্ ভূমিহইতে উঠিয়া স্নান
ও গাত্রমার্জ্জন ও বস্ত্রপরিবর্ত্তন করিয়া পরমে-
শ্বরের আবাসে প্রবেশ করিয়া ভজনা করিল;
পরে আপন গৃহে গিয়া আজ্ঞা করিলে তাহারা
তাহার সম্মুখে খাদ্য দ্রব্য রাখিল, তাহাতে সে
ভোজন করিল। ২১ ইহাতে তাহার দাসগণ
তাহাকে কহিল, আপনি এ কেমন আচার করি-
তেছেন? বালক জীবৎ থাকিতে আপনি তাহার
জন্যে উপবাস ও রোদন করিয়াছিলেন, কিন্তু
বালক মরিলে উঠিয়া ভোজন পান করিলেন।
২২ তাহাতে সে কহিল, বালক জীবৎ থাকিতে
আমি উপবাস ও ক্রন্দন করিয়াছিলাম; কারণ
ভাবিলাম, কি জানি, পরমেশ্বর আমার প্রতি
প্রসন্ন হইলে বালক বাঁচিতে পারে। ২৩ এখন
সে মরিল, অতএব আমি কি জন্যে উপবাস
করিব? আমি কি তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে
পারি? আমি তাহার নিকট যাইব, কিন্তু সে
আমার কাছে ফিরিয়া আসিবে না।

২৪ পরে দায়ূদ্ আপন ভার্য্যা বৎশেবাকে
সান্ত্বনা করিয়া তাহার নিকটে গিয়া তাহার সহিত
শয়ন করিল; তাহাতে সে পুত্র প্রসব করিলে
তাহার নাম সুলেমান্ (শান্তিদায়ক) রাখিল,
এবং পরমেশ্বর তাহাকে প্রেম করিলেন।
২৫ পরে নাথন্ ভবিষ্যদ্বক্তাকে প্রেরণ করিলে
সে পরমেশ্বরের প্রেম প্রযুক্ত তাহার নাম
যিদীদিয় (পরমেশ্বরের প্রিয়) রাখিল।

২৬ পরে যোয়াব্ অম্মোন্ বংশের রব্বার
প্রতিকূলে যুদ্ধ করিয়া রাজপুরী হস্তগত করিলে
২৭ দায়ূদের নিকটে দূতগণকে প্রেরণ করিয়া
কহিল, আমি রব্বার সহিত যুদ্ধ করিয়া জলনগর
হস্তগত করিলাম। ২৮ এখন তুমি অবশিষ্ট লো-
কদিগকে একত্র করিয়া নগরের নিকটে শিবির
স্থাপন করিয়া তাহা হস্তগত কর, নতুবা কি
জানি, আমি ঐ নগর হস্তগত করিলে আমারই
নাম বিখ্যাত হইবে। ২৯ তাহাতে দায়ূদ্ সমস্ত
লোককে একত্র করিয়া রব্বাতে গমন করিয়া
তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহা হস্তগত করিল।
৩০ এবং রত্নশুদ্ধ এক মণ পরিমাণে স্বর্ণময়
রাজমুকুট তাহার রাজার মস্তকহইতে নীত হইলে
তাহা দায়ূদের মস্তকে দত্ত হইল; এবং সে ঐ
নগরহইতে প্রচুর লুটদ্রব্য বাহির করিয়া আনিল।
৩১ পরে দায়ূদ্ তন্মধ্যবর্ত্তি লোকদিগকে বাহির
করিয়া আনিয়া করাতের ও লৌহময় মযির ও
কুড়ালির কর্ম্মে নিযুক্ত করিল, এবং ইষ্টকের
পাকস্থানে গমনাগমন করাইল। সে অম্মোন্
বংশের সমস্ত নগরের প্রতি এই রূপ করিল।
পরে দায়ূদ্ ও তাহার তাবৎ লোক যিরূশালমে
ফিরিয়া গেল।

১৩ অধ্যায়।

১ অম্নোনের আপন ভগিনী তামরে অনুরক্ত হওন, ৬
ও ছল করিয়া আপনাকে পীড়িত দেখাওন ও ভগি-
নীকে বলাৎকার করণ, ১৫ ও পশ্চাৎ তাহাকে ঘৃণা
করিয়া দূর করণ, ২১ ও অবশালোমের কথা, ২৩
ও অবশালোমের মেষলোমচ্ছেদনের কথা, ২৮ ও
অম্নোন্‌কে বধ করণ, ৩০ ও দায়ূদের কাছে সংবাদ
দেওন, ৩৭ ও অবশালোমের পলায়ন করণ।

১ দায়ূদের পুত্র অবশালোমের তামর্ নামে
পরমসুন্দরী এক ভগিনী ছিল; তাহার প্রতি
দায়ূদের পুত্র অম্নোন্ কামাসক্ত হইল। ২ সে
আপন ভগিনী তামরের জন্যে এমত ব্যাকুল
হইল, যে পীড়িত হইল; কেননা সে অনূঢ়া
হইলেও অম্নোন্ তাহার প্রতি কিছু করা দুষ্কর
বোধ করিল। ৩ তৎকালে দায়ূদের ভ্রাতা শিমি-
য়ের পুত্র যোনাদব্ নামে অম্নোনের এক বন্ধু
ছিল; সে যোনাদব্ অতি চতুর। ৪ সে অম্নোন্-
কে জিজ্ঞাসিল, তুমি রাজপুত্র হইয়া দিনে২
এমত কৃশ হইতেছ কেন? আমাকে কি কহিবা
না? তাহাতে অম্নোন্ তাহাকে কহিল, আমি
আপন ভ্রাতা অবশালোমের ভগিনী তামরের
প্রতি প্রেমাসক্ত আছি। ৫ তাহাতে যোনাদব্
কহিল, তুমি আপন খট্টার উপরে শয়ন করিয়া
পীড়িতের ছল কর; পরে তোমার পিতা
তোমাকে দেখিতে আইলে তাহাকে এই কথা
কহিও, আমি বিনয় করি, আমার ভগিনী তাম-
রকে আমার নিকটে আসিতে আজ্ঞা দিউন,
সে আমাকে অন্ন দিউক, এবং আমি দেখিয়া
যেন তাহার হস্তে ভোজন করি, এই জন্যে
আমার সাক্ষাতে অন্ন পাক করুক।

৬ পরে অম্নোন্ পীড়িতের ছল করিয়া শয়ন
করিল; তাহাতে রাজা তাহাকে দেখিতে আ-
ইলে অম্নোন্ রাজাকে কহিল, আমি বিনয়

করি, আমার ভগিনী তামর্ আসিয়া আমার
সাক্ষাতে দুই পিষ্টক পাক করুক, তাহাতে
আমি তাহার হস্তে ভোজন করিব। ৭ তখন
দায়ূদ্ তামরের গৃহে লোক পাঠাইয়া কহিল,
তুমি আপন ভ্রাতা অম্নোনের গৃহে যাইয়া তা-
হাকে কিছু আহার প্রস্তুত করিয়া দেও। ৮ অত-
এব তামর্ আপন ভ্রাতা অম্নোনের গৃহে গেল,
তখন সে শয়নে ছিল; পরে তামর্ সুজি
লইয়া ছানিয়া তাহার সাক্ষাতে পিষ্টক প্রস্তুত
করিয়া পাক করিল; ৯ ও এক পাত্র লইয়া
তাহার সম্মুখে তাহাতে ঢালিল, কিন্তু সে ভোজ-
নে অসম্মত হইল। পরে অম্নোন্ কহিল, আ-
মার নিকটহইতে পুরুষ সকল বাহির হউক।
তাহাতে প্রত্যেক পুরুষ তথাহইতে বাহিরে
গেল। ১০ তখন অম্নোন্ তামরকে কহিল, খাদ্য
সামগ্রী এই শয়নাগারে আন; আমি তোমার
হস্তে ভোজন করিব। তাহাতে তামর্ আপনার
কৃত পিষ্টক লইয়া আপন ভ্রাতা অম্নোনের
নিকটে শয়নাগারে গেল। ১১ পরে সে তা-
হাকে ভোজন করাইতে তাহার নিকটে তাহা
আনিলে অম্নোন্ তাহাকে ধরিয়া কহিল, হে
আমার ভগিনি, আইস, আমার সহিত শয়ন
কর। ১২ তাহাতে সে উত্তর করিল, হে আ-
মার ভ্রাতঃ, না, না, আমাকে বলাৎকার করিও
না; ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে এমত কর্ত্তব্য নয়;
তুমি এই দুষ্কর্ম্ম করিও না। ১৩ আমি আপন
লজ্জা কোথায় রাখিব? এবং তুমি ইস্রায়েলের
মধ্যে এক দুষ্ট লোক হইবা। আমি বিনয়
করি, বরং রাজাকে কহ, তিনি তোমার প্রতি
আমাকে দিতে অসম্মত হইবেন না। ১৪ কিন্তু
সে তাহার কথায় মনোযোগ না করিয়া আ-
পনি তাহা অপেক্ষা বলবান প্রযুক্ত বলাৎকারে
তাহার সহিত শয়ন করিল।

১৫ পরে অম্নোন্ তাহাকে অতিশয় ঘৃণা
করিল; সে তাহার প্রতি যে রূপ প্রেম করি-
য়াছিল, তদপেক্ষা অধিক ঘৃণা করিল; পরে
অম্নোন্ তাহাকে কহিল, উঠিয়া যাও। ১৬ সে
তাহাকে কহিল, অকারণে এমত মহাদোষ কেন
কর? আমার সঙ্গে কৃত তোমার প্রথম দোষ
অপেক্ষা আমাকে বাহির করা আরও মন্দ।
কিন্তু সে তাহার কথা শুনিতে অসম্মত হইয়া
১৭ আপন পরিচারক যুবকে ডাকিয়া কহিল, তুমি
আমার নিকটহইতে ইহাকে বাহির করিয়া দিয়া
দ্বারে অর্গল দেও। ১৮ ঐ কন্যার গাত্রে নানা-
বর্ণের বস্ত্র ছিল, কেননা অনূঢ়া রাজকন্যারা
ঐ প্রকার বস্ত্র পরিধান করিত। পরে তাহার
দাস তাহাকে বাহির করিয়া দিয়া পশ্চাৎ দ্বারে
অর্গল দিল। ১৯ তখন তামর্ আপন মস্তকে
ভস্ম দিল, ও গাত্রস্থ নানাবর্ণ বস্ত্র চিরিয়া মস্তকে
হস্ত দিয়া রোদন করিতে২ চলিল। ২০ তাহাতে
তাহার ভ্রাতা অবশালোম্ তাহাকে জিজ্ঞাসিল,
তোমার ভ্রাতা অম্নোন্ কি তোমার সহিত সংসর্গ
করিল? হে আমার ভগিনি, তুষ্ণীভূতা হও,
সে তোমার ভ্রাতা, ইহা মানিও না। তদবধি
তামর্ আপন ভ্রাতা অবশালোমের গৃহে অনাথা
হইয়া থাকিল।

২১ পরে দায়ূদ্ রাজা এই সকল শুনিয়া অতি-
শয় ক্রুদ্ধ হইল। ২২ এবং অবশালোম্ আপন
ভ্রাতা অম্নোনের সহিত ভাল মন্দ কিছুই আলাপ
করিল না, কেননা তাহার ভগিনী তামরকে
অম্নোনের বলাৎকার করণ প্রযুক্ত অবশালোম্
তাহাকে ঘৃণা করিল।

২৩ সম্পূর্ণ দুই বৎসরের পরে ইফ্রয়িমের নিকটস্থ
বাল্-হাৎসোরে অবশালোমের মেষলোমচ্ছেদন
হইল; তাহাতে অবশালোম্ সমস্ত রাজপুত্রকে
নিমন্ত্রণ করিল। ২৪ ফলতঃ অবশালোম্ রাজার
নিকটে আসিয়া কহিল, দেখ, আপনকার দাসের
মেষলোমচ্ছেদন হইতেছে, অতএব রাজা ও রাজ-
ভৃত্যগণ আপনকার দাসের সঙ্গে আগমন করুন।
২৫ তাহাতে রাজা অবশালোম্‌কে কহিল, হে
আমার পুত্র, তাহা নয়, আমরা সকলে গেলে
তোমার অধিক ভার হইবে। তথাপি সে অনেক
সাধ্যসাধনা করিল, কিন্তু রাজা যাইতে সম্মত
না হইয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিল। ২৬ তখন
অবশালোম্ কহিল, যদ্যপি তাহা না হয়, তবে
আমার ভ্রাতা অম্নোন্‌কে আমার সঙ্গে যাইতে
দিউন; তাহাতে রাজা তাহাকে কহিল, সে কেন
তোমার সঙ্গে যাইবে? ২৭ কিন্তু অবশালোম্
অনেক সাধ্যসাধনা করিলে রাজা অম্নোন্‌কে
ও সমস্ত রাজপুত্রকে তাহার সহিত যাইতে দিল।

২৮ অপর অবশালোম্ আপন দাসগণকে
এই আজ্ঞা দিল, দেখ, অম্নোনের চিত্ত দ্রাক্ষা-
রসেতে হৃষ্ট হইলে আমি যখন তোমাদিগকে
কহিব, 'অম্নোন্‌কে আঘাত কর,' তখন তোমরা
তাহাকে আঘাত করিও, ভীত হইও না। আমি
তোমাদিগকে আজ্ঞা দিলে তোমরা কি সাহসিক
ও বীর্য্যবান হইবা না? ২৯ পরে অবশালোমের
দাসগণ অবশালোমের আজ্ঞানুসারে অম্নো-
নের প্রতি তাহা করিল। তাহাতে রাজপুত্রগণ
উঠিয়া আপন২ খচরে আরোহণ করিয়া পলায়ন
করিল।

৩০ তাহারা পথে ছিল, এমত সময়ে অবশা-
লোম সমস্ত রাজপুত্রকে বধ করিয়াছে, তাহাদের
মধ্যে এক জনও অবশিষ্ট নাই, এমন জনরব
দায়ূদের নিকটে আইলে ৩১ রাজা উঠিয়া আপন
বস্ত্র চিরিয়া ভূমিতে পড়িল, এবং তাহার ভৃত্য

সকল আপন ২ বস্ত্র চিরিয়া তাহার নিকটে দাঁড়া-
ইল। ৩২ তখন দায়ূদের ভ্রাতা শিমিয়ের পুত্র
যোনাদব্ কহিল, সমস্ত রাজকুমার হত হইয়াছে,
আমার প্রভু এমত বোধ করিবেন না, কেবল
অম্নোন্ মরিয়াছে, কেননা অবশালোমের ভগিনী
তামরকে অম্নোনের বলাৎকার করণ দিব-
সাবধি অবশালোম্ ইহা স্থির করিয়াছিল।
৩৩ অতএব সমস্ত রাজপুত্র মরিয়াছে, ইহা ভা-
বিয়া আমার প্রভু রাজা শোক করিবেন না,
কেবল অম্নোন্ মরিয়াছে। ৩৪ অনন্তর অব-
শালোম্ পলায়ন করিল। পরে এক যুব প্রহরী
চক্ষু তুলিলে পর্ব্বতের পার্শ্বে আপনার পশ্চা-
দ্দিকস্থ পথ দিয়া অনেক লোক আসিতেছে,
ইহা অবলোকন করিয়া দেখিল। ৩৫ তাহাতে
যোনাদব্ রাজাকে কহিল, ঐ দেখ, রাজপুত্রগণ
আসিতেছে, আপনকার দাসের বাক্যানুসারে
তাহাই ঘটিল। ৩৬ ইহা কহিবামাত্র রাজপুত্রগণ
উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিল, এবং
রাজা ও তাহার ভৃত্যগণ অতিশয় ক্রন্দন করিল।
৩৭ পরে অবশালোম্ পলাইয়া গিশূরের
রাজা অম্মীহূদের পুত্র তল্ময়ের নিকটে গেল,
এবং দায়ূদ্ আপন পুত্রের জন্যে অনেক দিবস
শোক করিল। ৩৮ এবং অবশালোম্ পলাইয়া
গিশূরে গিয়া সে স্থানে তিন বৎসর প্রবাস
করিল। ৩৯ পরে দায়ূদ্ রাজা অম্নোন্কে মৃত
জানিয়া তাহার বিষয়ে শান্ত হইলে অবশা-
লোমের নিকটে যাইতে বাঞ্ছা করিল।

১৪ অধ্যায়।

১ তিকোয়ের স্ত্রীকে যোয়াবের আনয়ন, ৪ ও অবশা-
লোম্কে আনাইতে সেই স্ত্রীর দৃষ্টান্তকথা, ২১ ও
যোয়াব্দ্বারা অবশালোম্কে যিরূশালমে আনয়ন,
২৫ ও অবশালোমের সৌন্দর্য্য ও বংশের কথা, ২৮
ও তিন বৎসরের পরে দায়ূদ্ রাজার কাছে অবশা-
লোমের গমন।

১ পরে সিরূয়ার পুত্র যোয়াব্ অবশালোমের
প্রতি রাজার মন আকৃষ্ট দেখিয়া, ২ তিকো-
য়েতে দূত পাঠাইয়া তথাহইতে জ্ঞানবতী এক
স্ত্রীকে আনাইয়া তাহাকে কহিল, আমি বিনয়
করি, তুমি ছল করিয়া শোকান্বিতা হইয়া শোক-
সূচক বস্ত্র পরিধান কর; গাত্রেতে তৈল মর্দ্দন
করিও না, এবং মৃতের জন্যে বহুকাল শোক-
কারিণী স্ত্রীর ন্যায় হও। ৩ এবং রাজার নিকটে
যাইয়া তাহাকে অমুক কথা কহ। পরে যোয়াব্
বক্তব্য কথা তাহাকে কহিয়া দিল।
৪ অপর তিকোয়ের ঐ স্ত্রী রাজার সাক্ষাৎ
পাইয়া উবুড় হইয়া ভূমিতে পড়িয়া প্রণাম
পূর্ব্বক এই নিবেদন করিল, হে রাজন্, উপকার
করুন। ৫ রাজা জিজ্ঞাসিল, তোমার কি ঘটিল?
তাহাতে সে কহিল, আমি বিধবা; আমার
স্বামী মরিয়াছে। ৬ এবং আপনকার দাসীর
দুই পুত্র ছিল, তাহারা ক্ষেত্রে পরস্পর মারা-
মারি করিল, তাহাতে তাহাদের নিবারক কেহ
না থাকাতে এক জন অন্য জনকে আঘাত করিয়া
বধ করিল। ৭ এখন সমুদয় গোষ্ঠী আপনকার
দাসীর বিরুদ্ধে উঠিয়া কহিতেছে, তুমি সেই
ভ্রাতৃঘাতককে সমর্পণ কর, আমরা তাহার হত
ভ্রাতার প্রাণের পরিবর্ত্তে তাহার প্রাণ লইব,
আমরা উত্তরাধিকারিকেও উচ্ছিন্ন করিব। এই
প্রকারে তাহারা আমার অবশিষ্ট অঙ্গারটি
নির্ব্বাণ করিতে, ও ভূমণ্ডলে আমার স্বামির
নামাদি কিছু অবশিষ্ট না রাখিতে চেষ্টা করি-
তেছে। ৮ তখন রাজা ঐ স্ত্রীকে কহিল, তুমি
ঘরে যাও, আমি তোমার বিষয়ে আজ্ঞা দিব।
৯ পরে ঐ তিকোয়ীয়া স্ত্রী রাজাকে কহিল, হে
আমার প্রভো রাজন্, সে অপরাধ আমার ও
আমার পিতৃবংশের প্রতি বর্ত্তুক, এবং রাজা
ও তাঁহার সিংহাসন নিরপরাধ হউক। ১০ পরে
রাজা কহিল, যে কেহ তোমাকে কিছু কহে,
তাহাকে আমার নিকটে আন, সে তোমাকে
আর স্পর্শ করিবে না। ১১ পরে সে কহিল,
আমি নিবেদন করি, মহারাজ আপন প্রভু পর-
মেশ্বরকে স্মরণ করিয়া আরও নরহত্যা করিতে
রক্তের প্রতিহন্তাকে বারণ করুন; নতুবা তা-
হারা আমার পুত্রকে বিনষ্ট করিবে। রাজা
কহিল, পরমেশ্বরের অমরতার দিব্য করিয়া
কহিতেছি, তোমার পুত্রের এক কেশও মৃত্তি-
কাতে পড়িবে না। ১২ তখন সে স্ত্রী কহিল,
আমি বিনয় করি, আপনকার দাসীকে আমার
প্রভু রাজার কাছে এক কথা কহিতে দিউন।
তাহাতে রাজা কহিল, কহ। ১৩ পরে ঐ স্ত্রী
কহিল, তবে ঈশ্বরের প্রজা লোকদের বিষয়ে
আপনি কেন এমত বিচার করেন? এমন
কথা কহাতে মহারাজ দোষী হইয়া উঠেন,
যেহেতুক মহারাজ দেশবহির্ভূত আপন পরি-
জনকে ফিরাইয়া আনেন নাই। ১৪ আমরা
নিতান্ত মরিব, এবং ভূমিতে ঢালিলে পরে
যাহার সংগ্রহ করা যায় না, এমত জলের
ন্যায় হইব; কিন্তু ঈশ্বরও মমতা প্রকাশ করিয়া
আপনাহইতে দূরীকৃত লোককে আনয়ন কর-
ণের উপায় চিন্তা করেন, ইহা কি সত্য নহে?
১৫ এখন আমি এ বিষয় যে আপন প্রভু রাজার
কাছে কহিতে আইলাম, তাহার কারণ এই;
লোকেরা আমার ভয় জন্মাইলে আপনকার দাসী
কহিল, আমি রাজাকে এই কথা কহিব, হইতে
পারে, রাজা আপন দাসীর নিবেদনানুসারে

করিবেন। ১৬ আমার পুত্রশুদ্ধ আমাকে ঈশ্ব-
রের অধিকারহইতে উচ্ছিন্ন করিতে যে চেষ্টা
করে, তাহার হস্তহইতে আপনকার দাসীকে
উদ্ধার করিতে রাজা অবশ্য শুনিবেন। ১৭ আ-
পনকার দাসী আরও কহিল, আমার প্রভু
রাজার বাক্য অবশ্য আশ্বাসজনক হইবে, কেন-
না ভাল মন্দ বিবেচনা করণে আমার প্রভু
রাজা ঈশ্বরীয় দূতের তুল্য; আর আপনকার
প্রভু পরমেশ্বর আপনকার সহিত থাকিবেন।
১৮ পরে রাজা ঐ স্ত্রীকে কহিল, আমি বিনয়
করি, তোমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিব, তাহা আ-
মাকে গোপন করিও না; তাহাতে সে কহিল,
আমার প্রভু রাজা কহুন। ১৯ রাজা কহিল,
এই কর্ম্মে তোমার সহিত কি যোয়াবের যোগ
নাই? তাহাতে সে স্ত্রী কহিল, হে আমার
প্রভো রাজন্, আপনকার প্রাণের দিব্যপূর্ব্বক
কহিতেছি, আমার প্রভু রাজা যাহা কহেন,
তাহার দক্ষিণে কি বামে কেহ ফিরিতে পারে
না; আপনকার দাস যোয়াব্ই আমাকে আ-
দেশ করিয়া এই সমস্ত কথা আপনকার দাসীকে
শিখাইল। ২০ এই বিষয়ের নূতন আকার দে-
খাইতে আপনকার দাস যোয়াব্ এই কর্ম্ম
করিল; আমার প্রভু পৃথিবীস্থ সমস্ত কর্ম্ম জা-
নিতে ঈশ্বরের দূতের ন্যায় জ্ঞানবান হন।
২১ পরে রাজা যোয়াব্কে কহিল, এখন দেখ,
তুমি ইহাতে কৃতকার্য্য হইলা; অতএব তুমি
যাইয়া সেই যুব অবশালোম্কে পুনর্ব্বার আন।
২২ তাহাতে যোয়াব্ উবুড় হইয়া ভূমিতে পড়িয়া
প্রণাম করিয়া রাজার ধন্যবাদ পূর্ব্বক কহিল,
হে আমার প্রভো রাজন্, আপনি আপন-
কার দাসের নিবেদন সিদ্ধ করাতে আমি যে
আপনকার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইলাম, ইহা
অদ্য আপনকার দাস জ্ঞাত হইল। ২৩ পরে
যোয়াব্ উঠিয়া গিশূরে যাইয়া অবশালোম্কে
যিরূশালমে আনিল। ২৪ পরে রাজা কহিল, সে
ফিরিয়া আপন বাটীতে যাউক, আমার মুখদর্শন
পাইবে না। তাহাতে অবশালোম্ আপন বাটী-
তে ফিরিয়া গেল,রাজার মুখ দেখিতে পাইল না।
২৫ ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে অবশালোম্ সৌ-
ন্দর্য্যেতে অতুল্য এবং অতি প্রশংসনীয় ছিল,
তাহার আপাদমস্তক নির্দ্দোষ ছিল। ২৬ এবং
তাহার মস্তকের কেশ ভারী বোধ হইলে সে
তাহা ছেদন করিত; অর্থাৎ বৎসরান্তর মস্তক
মুণ্ডন করিত; মুণ্ডন সময়ে মস্তকের কেশ তৌল
করিত; তাহাতে রাজপরিমাণানুসারে তাহা দুই
শত শেকল্ পরিমিত হইত। ২৭ ঐ অবশালো-
মের তিন পুত্র ও তামর্ নামে পরম সুন্দরী
এক কন্যা ছিল।

২৮ পরে অবশালোম্ সম্পূর্ণ দুই বৎসর যিরূ-
শালমে বাস করিল; কিন্তু রাজার মুখ দেখিতে
পাইল না। ২৯ অনন্তর সে রাজার নিকটে
পাঠাইতে যোয়াব্কে ডাকাইল, কিন্তু সে তা-
হার নিকটে আসিতে সম্মত হইল না; পরে
দ্বিতীয় বার লোক পাঠাইল, তাহাতেও সে
আসিতে সম্মত হইল না। ৩০ অতএব সে আপন
দাসদিগকে কহিল, দেখ, আমার স্থানের নিকটে
যোয়াবের এক ক্ষেত্র আছে; সে স্থানে তাহার
যে যব আছে, তোমরা যাইয়া তাহাতে অগ্নি
দেও। তাহাতে অবশালোমের দাসগণ সেই
ক্ষেত্রে অগ্নি লাগাইল। ৩১ পরে যোয়াব্ উঠিয়া
অবশালোমের নিকটে গৃহে আসিয়া তাহাকে
কহিল, তোমার দাসগণ আমার ক্ষেত্রে কেন
অগ্নি দিয়াছে? ৩২ তাহাতে অবশালোম্ যো-
য়াব্কে কহিল, দেখ, আমি গিশূর্হইতে কেন
আইলাম? সেই স্থানে থাকিলে আমার আরও
ভাল হইত। এখন আমাকে রাজার মুখ দেখিতে
দিউন, নতুবা যদি আমাতে অপরাধ থাকে,
তবে আমাকে বধ করুন; এই কথা রাজার
নিকটে তোমাদ্বারা কহিয়া পাঠাইবার জন্যে
আমি তোমাকে ডাকিতে তোমার কাছে লোক
পাঠাইয়াছিলাম। ৩৩ পরে যোয়াব্ রাজার নি-
কটে গিয়া তাহাকে কহিলে রাজা অবশালোম্কে
ডাকাইল; তাহাতে সে রাজার নিকটে গিয়া
রাজার সম্মুখে ভূমিতে পড়িয়া প্রণাম করিল;
তাহাতে রাজা অবশালোম্কে চুম্বন করিল।

১৫ অধ্যায়।

১ অবশালোমের ইস্রায়েল্ লোকদের মন হরণ করণ,
৭ ও মানতের ছলে তাহার হিব্রোণে গমন, ১০ ও
তাহার রাজদ্রোহ, ১৩ ও দায়ূদের পলায়ন, ১৯ ও
ইত্তয়ের দায়ূদ্কে ত্যাগ না করণ, ২৪ ও ঈশ্বরীয়
নিয়মসিন্দুক ফিরাইয়া পাঠাওন, ৩০ ও দায়ূদের
রোদন, ৩১ ও অহীথোফল্ বিষয়ক কথা, ৩২ ও
হূশয়কে ফিরাইয়া দেওন।

১ পরে অবশালোম্ আপনার জন্যে রথ ও
অশ্বসমূহ ও অগ্রে গমনকারি পঞ্চাশ লোককে
প্রস্তুত করিল। ২ এবং অবশালোম্ প্রত্যূষে
উঠিয়া রাজদ্বারের পথপার্শ্বে দাঁড়ায়, এবং যে
কেহ বিচারার্থে রাজার নিকটে বিবাদ উপস্থিত
করিতে উদ্যত, অবশালোম্ তাহাকে ডাকিয়া,
তুমি কোন্ নগরের লোক? ইহা জিজ্ঞাসা করে।
তাহাতে আপনকার দাস আমি ইস্রায়েলের
অমুক বংশের লোক, ইহা সে উত্তর করিলে
৩ অবশালোম্ তাহাকে কহে, দেখ, তোমার
বিবাদের কথা ভাল ও যথার্থ; কিন্তু তোমার
কথা শ্রবণ করিতে রাজার কোন লোক নাই।
৪ অবশালোম্ আরো কহে, হায়, আমাকে কেন

দেশের বিচারকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করে না? তাহা
করিলে যে সকল লোকের কোন বিবাদ বা নি-
বেদন থাকে, তাহারা আমার নিকটে আইলে
আমি তাহাদের বিষয়ে ন্যায্য বিচার করিতাম।
৫ এবং কেহ যদি তাহাকে নমস্কার করিতে
তাহার নিকটে আইসে, তবে সে আপন হস্ত
বিস্তার করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন
করে। ৬ ইস্রায়েলের যত লোক বিচারার্থে রা-
জার নিকটে যায়, সকলের প্রতি অবশালোম্
এই রূপ ব্যবহার করে। এই প্রকারে অবশা-
লোম্ ইস্রায়েলের লোকদের মন হরণ করিল।

৭ অপর চল্লিশ বৎসর অতীত হইলে অব-
শালোম্ রাজাকে কহিল, বিনয় করি, আমি
পরমেশ্বরের উদ্দেশে এক মানত করিয়াছি, তাহা
পালন করিতে অদ্য হিব্রোণে আমাকে যাইতে
দিউন। ৮ যে সময়ে আপনকার দাস অরাম্
দেশস্থ গিশূরে প্রবাস করিল, তৎকালে আমি
অমুক মানত করিয়া কহিয়াছিলাম, যদি পর-
মেশ্বর আমাকে যিরূশালমে ফিরাইয়া আনেন,
তবে আমি পরমেশ্বরের সেবা করিব। ৯ তা-
হাতে রাজা কহিল, কুশলে যাও। অতএব সে
উঠিয়া হিব্রোণে গমন করিল।

১০ অবশালোম্ ইস্রায়েল্ বংশের সর্ব্বত্র চর
পাঠাইয়া কহিয়াছিল, তূরীর ধ্বনি শুনিবামাত্র
তোমরা কহিবা, 'অবশালোম্ হিব্রোণে রাজা
হইল।' ১১ আর যিরূশালমহইতে দুই শত নি-
মন্ত্রিত লোক অবশালোমের সহিত গেল, তাহারা
সরল মনে গেল, কিছুই অবগত ছিল না। ১২ পরে
অবশালোম্ বলিদান কালে দূত প্রেরণ করিয়া
গীলো নগরহইতে দায়ূদের মন্ত্রি গীলোনীয়
অহীথোফল্কে ডাকাইল; তাহাতে দৃঢ় রাজ-
দ্রোহ হইল, ও অবশালোমের পক্ষীয় লোক
নিত্য ২ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

১৩ পরে এক জন দায়ূদের নিকটে আসিয়া
এই সংবাদ দিল, ইস্রায়েল্ লোকদের অন্তঃ-
করণ অবশালোমের অনুগামি হইল। ১৪ তা-
হাতে দায়ূদের যে সকল ভৃত্য যিরূশালমে
তাহার নিকটে ছিল, তাহাদিগকে সে কহিল,
আইস, আমরা উঠিয়া পলায়ন করি, নতুবা
অবশালোমের হস্তহইতে রক্ষা পাইব না; অত-
এব শীঘ্র করিয়া চল, নতুবা সে সত্বর হইয়া
আমাদের সঙ্গ ধরিয়া আমাদের বিপদ ঘটাইবে,
ও খড়্গের ধারে নগর বিনষ্ট করিবে। ১৫ তা-
হাতে রাজার ভৃত্যগণ রাজাকে কহিল, দেখ,
আমাদের প্রভু রাজার যে আজ্ঞা, তাহা করিতে
আপনকার দাসেরা প্রস্তুত আছে। ১৬ পরে রাজা
ও তাহার তাবৎ পরিজন পদব্রজে প্রস্থান করিল;
বাটী রক্ষার্থে কেবল দশ উপপত্নীকে রাখিয়া
গেল। ১৭ অপর রাজা ও তাবৎ লোক পদব্রজে
চলিয়া বৈৎ-হম্মির্হকে দাঁড়াইল। ১৮ অনন্তর তা-
হার ভৃত্য সকল এবং কিরেথীয় ও পিলেথীয়
লোক তাহার পার্শ্বে চলিল, এবং গাতীয় লো-
কেরা অর্থাৎ গাৎহইতে দায়ূদের সহিত আগত
ছয় শত লোক রাজার অগ্রগামী হইয়া চলিল।

১৯ পরে রাজা গাতীয় ইত্তয়কে কহিল, তুমি
কেন আমাদের সঙ্গে যাইবা? তুমি ফিরিয়া
যাইয়া রাজার সহিত বাস কর, কেননা তুমি
স্বদেশচ্যুত বিদেশি লোক। ২০ কল্যমাত্র আইলা,
আমি কি অদ্য আমাদের সহিত তোমাকে ভ্রমণ
করাইব? আমি যেখানে সেখানে যাইব; তুমি
ফিরিয়া যাও; আপন ভ্রাতৃগণকেও লইয়া যাও;
দয়া ও সত্যতা তোমার সহবর্ত্তী হউক। ২১ তা-
হাতে ইত্তয় রাজাকে উত্তর করিল, পরমেশ্বরের
অমরতা ও আপন প্রভু রাজার প্রাণের দিব্য
করিয়া কহিতেছি, জীবনে বা মরণে আমার প্রভু
রাজা যে স্থানে থাকিবেন, আপনকার দাসও
সেই স্থানে অবশ্য থাকিবে। ২২ পরে দায়ূদ্
ইত্তয়কে কহিল, তবে যাইয়া পার হও। তাহাতে
গাতীয় ইত্তয় ও তাহার সমস্ত লোক ও সঙ্গি
সমস্ত বালক পার হইয়া গেল। ২৩ পরে তাবৎ
লোকের পার হওন সময়ে দেশীয় তাবৎ লোক
উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিল। অপর রাজা কিদ্রোণ্
স্রোতস্বতী পার হইলে তাবৎ লোকও পার হইয়া
অরণ্যের দিগে গমন করিতে লাগিল।

২৪ আর সাদোক্ ও তাহার সঙ্গে লেবীয় লো-
কেরাও ঈশ্বরের নিয়মসিন্দুক বহন করিয়া পার
হইল, এবং নগরহইতে আগমনকারি সমস্ত লো-
কের পার হওন পর্য্যন্ত ঈশ্বরের সিন্দুক নামা-
ইলে অবিয়াথর্ উপরে আইল। ২৫ পরে রাজা
সাদোক্কে কহিল, তুমি ঈশ্বরের সিন্দুক পুনরায়
নগরে লইয়া যাও; যদি পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে
আমি অনুগ্রহ পাই, তবে তিনি আমাকে পুন-
র্ব্বার আনিয়া তাহা ও আপনার নিবাস দেখা-
ইবেন। ২৬ কিন্তু যদি তিনি কহেন, তোমাতে
আমার কিছু তুষ্টি নাই, তবে দেখ, আমি
উপস্থিত আছি; তাঁহার যাহা ভাল বোধ হয়,
আমার প্রতি তাহাই করুন। ২৭ পরে রাজা
সাদোক্ যাজককে কহিল, তুমি জান কি? তুমি
কুশলে নগরে ফিরিয়া যাও, এবং তোমার পুত্র
অহীমাস ও অবিয়াথরের পুত্র যোনাথন্, তো-
মাদের এই দুই পুত্র তোমাদের নিকটে থাকিবে।
২৮ দেখ, যে পর্য্যন্ত তোমাদের নিকটহইতে নিশ্চয়
সমাচার না আইসে, তাবৎ আমি মরুভূমির
প্রান্তরে অপেক্ষাতে থাকিব। ২৯ পরে সাদোক্
ও অবিয়াথর্ ঈশ্বরের সিন্দুক ফিরাইয়া যিরূ-
শালমে লইয়া যাইয়া সেই স্থানে থাকিল।

৩০ পরে দায়ূদ্ জৈতুন পর্ব্বতের পথে আ-
রোহণ করিল; সে ঊর্দ্ধগমন সময়ে ক্রন্দন
করিতে ২ চলিল; তাহার মুখ আচ্ছাদিত ও পদ
অনাবৃত ছিল, এবং তাহার সঙ্গি লোকেরা
প্রত্যেকে আপন ২ মুখ আচ্ছাদন করিল, এবং
ঊর্দ্ধগমন সময়ে রোদন করিতে ২ গেল।
৩১ অপর কেহ দায়ূদ্‌কে কহিল, অবশা-
লোমের সঙ্গি রাজদ্রোহিদের মধ্যে অহীথো-
ফলও আছে; তাহাতে দায়ূদ্ কহিল, হে
পরমেশ্বর, আমি বিনয় করি, অহীথোফলের
মন্ত্রণাকে মূর্খতা কর।
৩২ অপর যে স্থানে লোকেরা ঈশ্বরকে প্রণাম
করে, দায়ূদ্ পর্ব্বতের সেই চূড়াতে উপস্থিত
হইলে অর্কীয় হূশয় ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া
মস্তকে ধূলা দিয়া দায়ূদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে
আইল। ৩৩ তাহাতে দায়ূদ্ তাহাকে কহিল, তুমি
যদি আমার সহিত গমন কর, তবে আমাকে
ভারগ্রস্ত করিবা। ৩৪ কিন্তু তুমি নগরে ফিরিয়া
যাইয়া, হে রাজন্, আমি আপনকার দাস হইব,
পূর্ব্বে তোমার পিতার দাস ছিলাম, এখন আ-
পনকার দাস হইব, এই কথা যদি অবশা-
লোমকে কহ, তবে আমার জন্যে অহীথো-
ফলের মন্ত্রণা ব্যর্থ করিতে পারিবা। ৩৫ সে
স্থানে সাদোক্ ও অবিয়াথর্ যাজক কি তোমার
সহিত থাকিবে না? অতএব তুমি রাজবাটীর
যে কোন কথা শুনিবা, তাহা সাদোক্ ও অবিয়া-
থর্ যাজককে কহিবা। ৩৬ দেখ, সে স্থানে
তাহাদের সহিত তাহাদের দুই পুত্র, অর্থাৎ সা-
দোকের পুত্র অহীমাস্ ও অবিয়াথরের পুত্র
যোনাথন্ আছে; তোমরা যে কোন কথা শুনিবা,
তাহাদের দ্বারা আমার নিকটে তাহার সমাচার
পাঠাইয়া দিবা। ৩৭ তাহাতে অবশালোমের
যিরূশালমে প্রবেশ করণ সময়ে দায়ূদের বন্ধু
হূশয়ও নগরে আইল।

১৬ অধ্যায়।

১ উপঢৌকন ও মিথ্যা অপবাদদ্বারা সীবের আপন কর্ত্তার অধিকারপ্রাপ্তি, ৫ ও দায়ূদ্‌কে শিমিয়ির শাপ দেওন, ৯ ও দায়ূদের সহিষ্ণুতা, ১৫ ও অবশালোমের সহিত হূশয়ের কথোপকথন, ২০ ও অহীথোফলের মন্ত্রণা।

১ পরে পর্ব্বতশৃঙ্গ কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ ফেলিলে পর
মিফীবোশতের দাস সীবঃ সজ্জান্বিত দুই গর্দ্দভকে
সঙ্গে করিয়া তাহার সহিত মিলিল। সেই গর্দ্দভ-
দের উপরে দুই শত রুটী ও এক শত থলুয়া
শুষ্ক দ্রাক্ষাফল ও এক শত থলুয়া ডুম্বুর ও
এক কুপা দ্রাক্ষারস ছিল। ২ পরে রাজা সীবকে
কহিল, ইহাতে তোমার অভিপ্রায় কি? তাহাতে
সীবঃ কহিল, গর্দ্দভগণ রাজপরিজন বহনার্থে,
এবং রুটী ও ডুম্বুরফল যুবদের আহারার্থে,
এবং দ্রাক্ষারস প্রান্তরে ক্লান্ত লোকদের পানার্থে
হইবে। ৩ পরে রাজা কহিল, তোমার কর্ত্তার
পুত্র কোথায়? সীবঃ রাজাকে কহিল, 'ইস্রা-
য়েল বংশ অদ্য আমার পৈতৃক রাজ্য আমাকে
ফিরাইয়া দিবে,' এই কথা কহিয়া সে যিরূশালমে
রহিল। ৪ তাহাতে রাজা সীবকে কহিল, মিফী-
বোশতের তাবৎ অধিকারই তোমার। সীবঃ
কহিল, হে আমার প্রভো রাজন্, প্রণাম পূর্ব্বক
বিনয় করি, যেন আমি আপনকার দৃষ্টিতে
অনুগ্রহ পাই।
৫ পরে দায়ূদ্ রাজা বহূরীমে উপস্থিত হইলে
শৌল বংশের পরিজন গেরার পুত্র শিমিয়ি নামে
এক ব্যক্তি তথাহইতে নির্গত হইয়া আসিতে ২
শাপ দিল। ৬ এবং দায়ূদ্‌কে ও দায়ূদ্ রাজার
সমস্ত ভৃত্যকে এবং তাহার দক্ষিণে ও বামে
স্থিত লোকদিগকে ও বীরগণকে প্রস্তর মারিল।
৭ শিমিয়ি শাপ দিতে ২ কহিল, রে রক্তপাতি
মনুষ্য, রে নারকি লোক, তুই যা, যা। ৮ তুই
যাহার পদে রাজা হইয়াছিস্, সেই শৌল বং-
শের তাবৎ রক্তপাতের প্রতিফল পরমেশ্বর তোকে
দিতেছেন, এবং পরমেশ্বর তোর পুত্র অবশা-
লোমের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিলেন; তুই
রক্তপাতি লোকের উপযুক্ত বিপদ্ পাইতেছিস্।
৯ তাহাতে সিরূয়ার পুত্র অবীশয় রাজাকে
কহিল, ঐ মৃত কুক্কুর কেন আমার প্রভু
রাজাকে শাপ দেয়? আমি বিনয় করি, উহার
মস্তক কাটিয়া ফেলিতে আমাকে পার হইয়া
যাইবার অনুমতি দিউন্। ১০ রাজা কহিল, হে
সিরূয়ার পুত্রগণ, তোমাদের সহিত আমার
সম্পর্ক কি? ও শাপ দিউক; কেননা দায়ূদ্‌কে
শাপ দেও, ইহা পরমেশ্বর উহাকে কহিয়াছেন;
তাহাতে তুমি কি করিতেছ? এ কথা তাঁহাকে
কে কহিবে? ১১ এবং দায়ূদ্ অবীশয়কে ও আ-
পনার সমস্ত ভৃত্যকে কাহল, দেখ, আমার
শরীরহইতে উৎপন্ন পুত্র আমার প্রাণ অন্বেষণ
করিতেছে, তবে ঐ বিন্যামীনীয় লোক কি
না করিবে? উহাকে থাকিতে দেও; ও শাপ
দিউক, কেননা পরমেশ্বর উহাকে আজ্ঞা দিয়া-
ছেন। ১২ হইতে পারে, পরমেশ্বর আমার
অশ্রুপাতের প্রতি দৃষ্টি করিবেন, ও অদ্যকার
উহার দত্ত শাপের পরিবর্ত্তে পরমেশ্বর আমার
মঙ্গল করিবেন। ১৩ পরে দায়ূদ্ ও তাহার লো-
কেরা পথ দিয়া যাইতেছিল, ইতিমধ্যে ঐ শিমিয়ি
তাহার আড়পারে পর্ব্বতের পার্শ্ব দিয়া চলিতে ২
শাপ দিল ও প্রস্তর মারিল ও ধূলা ছড়াইল।
১৪ পরে রাজা ও তাহার সঙ্গি লোকেরা শ্রান্ত
হইয়া সেই স্থানে আসিয়া বিশ্রাম করিল।

১৫ পরে অবশালোম্ ও তাহার সঙ্গি অহী-
থোফল্ ও ইস্রায়েল্ বংশীয় লোক সকল যিরূ-
শালমে প্রবেশ করিল। ১৬ পরে দায়ূদের বন্ধু
অর্কীয় হূশয় অবশালোমের নিকটে আইল।
হূশয় অবশালোমকে কহিল, রাজা চিরজীবী
হউন, রাজা চিরজীবী হউন। ১৭ তাহাতে অব-
শালোম্ হূশয়কে কহিল, এ কি মিত্রের প্রতি
তোমার দয়া? তুমি আপন মিত্রের সহিত
কেন গমন করিলা না? ১৮ হূশয় অবশালোম্কে
কহিল, তাহা নয়; পরমেশ্বর এবং এই লো-
কেরা ও ইস্রায়েলের সমস্ত বংশ যাহাকে
মনোনীত করেন, আমি তাহার হই, ও তা-
হার সহিত থাকি। ১৯ আর তাহার পরে কা-
হার সাক্ষাতে পরিচর্য্যা করিব? তাহার পুত্রের
সাক্ষাতে কি নয়? যেমন তোমার পিতার সা-
ক্ষাতে পরিচর্য্যা করিয়াছি, তদ্রূপ তোমার সা-
ক্ষাতেও করিব।
২০ পরে অবশালোম্ অহীথোফল্কে কহিল,
এখন আমাদের কি কর্ত্তব্য? তদ্বিষয়ে তোমরা
মন্ত্রণা দেও। ২১ তখন অহীথোফল্ অবশা-
লোম্কে কহিল, তোমার পিতা আপন বাটী
রক্ষার্থে যে উপপত্নীদিগকে রাখিয়া গিয়াছে,
তুমি তাহাদিগেতে উপগত হও, তাহাতে তুমি
পিতার ঘৃণাস্পদ হইয়াছ, ইহা সমস্ত ইস্রা-
য়েল্ লোক শুনিলে তোমার সঙ্গি সমস্ত লো-
কের হস্ত সবল হইবে। ২২ পরে অবশালো-
মের নিমিত্তে প্রাসাদের পৃষ্ঠে তাম্বু স্থাপিত
হইলে অবশালোম্ সমস্ত ইস্রায়েল্ লোকের
সাক্ষাতে আপন পিতার উপপত্নীদিগেতে উপ-
গত হইল। ২৩ ঐ সময়ে অহীথোফল যে মন্ত্রণা
দিত, তাহা পরমেশ্বরের বাক্যদ্বারা আদিষ্ট
মন্ত্রণার তুল্য ছিল; বিশেষতঃ দায়ূদের ও অব-
শালোমের বোধে অহীথোফলের সকল মন্ত্রণা
তাদৃশ ছিল।

১৭ অধ্যায়।

১ অহীথোফলের মন্ত্রণার বিরুদ্ধে হূশয়ের মন্ত্রণা, ১৫ ও মন্ত্রণার বিষয়ে দায়ূদের সংবাদ দেওন, ২৩ ও অহীথোফলের আপনাকে উদ্বন্ধন করণ, ২৪ ও দায়ূদের পার হওন ও অবশালোমের অমাসাকে সেনাপতি করণ, ২৭ ও মহনয়িম্ নগরে দায়ূদের খাদ্য পাওন।

১ পরে অহীথোফল্ অবশালোম্কে আরও
কহিল, এখন তুমি আমাকে দ্বাদশ সহস্র লো-
ককে মনোনীত করিতে দেও; আমি অদ্য রা-
ত্রিতে উঠিয়া দায়ূদের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া
২ তাহার শ্রান্তি ও দুর্ব্বলতার সময়ে তাহার
প্রতি আক্রমণ করিয়া তাহাকে ভয় দেখাই;
তাহাতে তাহার সঙ্গি সমস্ত লোক পলাইলে
আমি কেবল রাজাকে আঘাত করিব। ৩ এই
রূপে আমি সমস্ত লোককে তোমার পক্ষে
আনিব; তুমি যাহার অন্বেষণ করিতেছ, তাহার
আনয়ন সকলের আনয়নের সমান; তাহাতে
সমস্ত লোক শান্ত হইবে। ৪ তখন এই মন্ত্রণা
অবশালোমের ও ইস্রায়েলের তাবৎ প্রাচীনের
তুষ্টিকর হইল। ৫ তথাপি অবশালোম্ কহিল,
এখন অর্কীয় হূশয়কে ডাক; সে কি কহে,
তাহাও শুনি। ৬ পরে হূশয় অবশালোমের
নিকটে আইলে অবশালোম্ তাহাকে জিজ্ঞা-
সিল, অহীথোফল্ অমুক পরামর্শ দিল, এখন
তাহার পরামর্শানুসারে করা কর্ত্তব্য কি না?
তাহা তুমি কহ। ৭ তাহাতে হূশয় অবশালোম্-
কে কহিল, এই বার অহীথোফল্ ভাল পরা-
মর্শ দেয় নাই। ৮ হূশয় আরও কহিল, তুমি
আপন পিতাকে ও তাহার লোকদিগকে জান,
তাহারা বীর ও উগ্রমনা এবং ক্ষেত্রে হৃতবৎস
ভল্লূকের তুল্য, এবং তোমার পিতা বড় যোদ্ধা;
সে লোকদের সহিত রাত্রি যাপন করিবে না।
৯ দেখ, সে এই ক্ষণেও কোন এক গর্ত্তে কিম্বা
অন্য স্থানে লুক্কায়িত আছে; আর প্রথমে
যদি তোমার লোকদের মধ্যে কেহ২ হত হয়,
তবে তাহা শুনিয়া, অবশালোমের পশ্চাদ্গামি
লোকদের মধ্যে সংহার হইতেছে, ইহা কেহ
হঠাৎ বলিলে, ১০ সিংহের ন্যায় হৃদয়বিশিষ্ট
যে বীর্য্যবান ব্যক্তি, সেও একান্ত গলিয়া যা-
ইবে; কারণ তোমার পিতা বলবান ও তাহার
সঙ্গি লোকেরা বীর্য্যবান, ইহা সমস্ত ইস্রায়েল্
বংশ জ্ঞাত আছে। ১১ অতএব আমার পরা-
মর্শ এই; দান্ অবধি বেরশেবা পর্য্যন্ত সমুদ্র-
তীরস্থ বালির ন্যায় অসংখ্য তাবৎ ইস্রায়েল্
লোক তোমার নিকটে একত্র হউক, এবং তুমি
স্বয়ং যুদ্ধে গমন কর। ১২ তাহাতে যে কোন
স্থানে তাহাকে পাওয়া যায়, সেই স্থানে আ-
মরা যাইয়া ভূমিতে শিশির পতনের ন্যায়
তাহার বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করিব; তাহাতে
সে ও তাহার সহবর্ত্তি লোকদের মধ্যে এক
জনও অবশিষ্ট থাকিবে না। ১৩ আর যদ্যপি
সে কোন নগরে আশ্রয় লয়, তবে সমস্ত ইস্রা-
য়েল্ লোক সেই নগরের নিকটে রজ্জু আ-
নিয়া, যাবৎ তাহার এক কঙ্করও না থাকে,
তাবৎ তাহা টানিয়া নদীতে নিক্ষেপ করিবে।
১৪ পরে অবশালোম্ ও ইস্রায়েলের সমস্ত লোক
কহিল, অহীথোফলের মন্ত্রণা অপেক্ষা অর্কীয়
হূশয়ের মন্ত্রণা উত্তম। কারণ পরমেশ্বর অব-
শালোমের প্রতি অমঙ্গল ঘটাইতে অহীথো-
ফলের উত্তম মন্ত্রণা নিরর্থক করাইলেন।

১৫ পরে হূশয় সাদোক্ ও অবিয়াথর্ যাজ-
ককে কহিল, অহীথোফল্ অবশালোমকে ও
ইস্রায়েলের প্রাচীনগণকে অমুক মন্ত্রণা দিয়া-
ছিল, কিন্তু আমি অমুক মন্ত্রণা দিলাম। ১৬ অত-
এব তোমরা শীঘ্র দায়ূদের কাছে লোক পাঠাইয়া
তাহাকে কহ, তুমি অদ্য যর্দ্দন প্রদেশস্থ প্রান্তরে
রাত্রি যাপন করিও না, শীঘ্র পার হইয়া
যাও; নতুবা রাজা ও তাহার সঙ্গি লোকেরা
বিনাশগ্রস্ত হইবে। ১৭ তৎকালে যোনাথন্ ও
অহীমাস্ পাছে নগরে আসিয়া দৃশ্য হয়, এই
ভয়ে ঐন্-রোগেলে রহিয়াছিল; পরে এক দাসী
যাইয়া তাহাদিগকে সংবাদ দিলে তাহারা দায়ূদ্
রাজাকে সংবাদ দিতে গমন করিল। ১৮ তথাচ
এক বালক তাহাদিগকে দেখিয়া অবশালোমকে
জ্ঞাত করিল; কিন্তু তাহারা দুই জন শীঘ্র
যাইয়া বহুরীমের এক লোকের বাটীতে প্রবেশ
করিল, এবং তাহার প্রাঙ্গণমধ্যে এক কূপ থা-
কাতে সেই কূপে নামিল। ১৯ পরে গৃহিণী
কূপের মুখে আচ্ছাদন দিয়া তাহার উপরে
মর্দ্দিত শস্য বিস্তৃত করিল, তাহাতে কেহ কিছু
জানিতে পারিল না। ২০ পরে অবশালোমের
দাসগণ সেই স্ত্রীর বাটীতে আসিয়া জিজ্ঞাসিল,
অহীমাস্ ও যোনাথন্ কোথায়? সে স্ত্রী তা-
হাদিগকে কহিল, তাহারা জলস্রোত পার হইয়া
গেল। পরে তাহারা অন্বেষণ করিয়া তাহাদের
উদ্দেশ না পাইলে যিরূশালমে ফিরিয়া গেল।
২১ তাহারা গেলে পর ঐ দুই জন কূপহইতে
উঠিয়া গিয়া দায়ূদ্ রাজাকে সংবাদ দিয়া কহিল,
অহীথোফল্ আপনকার বিরুদ্ধে এমত মন্ত্রণা
দিল, অতএব উঠ, শীঘ্র নদী পার হও। ২২ তা-
হাতে দায়ূদ্ ও তাহার সঙ্গি লোকেরা উঠিয়া
যর্দ্দন্ নদী পার হইল; প্রভাতে যর্দ্দন নদী
পার হইতে তাহাদের এক জনও অবশিষ্ট
থাকিল না।

২৩ অপর আপন মন্ত্রণা অগ্রাহ্য হইল, ইহা
দেখিয়া অহীথোফল্ গর্দ্দভ সাজাইয়া আরোহণ
করিয়া আপন নগরস্থ বাটীতে গেল, এবং
সর্ব্বস্বের বিষয়ে আজ্ঞা দিয়া আপনি উদ্বন্ধনেতে
মরিয়া আপন পৈতৃক কবরে কবরপ্রাপ্ত হইল।

২৪ পরে দায়ূদ্ মহনয়িমে উপস্থিত হইলে
সমস্ত ইস্রায়েল্ লোকের সহিত অবশালোম্
যর্দ্দন্ নদী পার হইল। ২৫ এবং অবশালোম্
যোয়াবের পদে অমাসাকে প্রধান সেনাপতি
করিল। ঐ অমাসা নাহশের কন্যা অবীগয়ি-
লেতে উপগত যিত্রা নামে এক ইস্রায়েলীয় লোকের
পুত্র ছিল; সেই নাহশ্ যোয়াবের মাসী অর্থাৎ
সিরূয়ার ভগিনী। ২৬ পরে অবশালোম্ ও ইস্রা-
য়েল্ বংশ গিলিয়দ্ দেশে শিবির স্থাপন করিল।

২৭ অপর দায়ূদ্ মহনয়িমে উপস্থিত হইলে
অম্মোন্ বংশের রব্বানিবাসি নাহশের পুত্র
শোবি, ও লোদিবার নিবাসি অম্মীয়েলের পুত্র
মাখীর্, এবং রোগিলীমনিবাসি গিলিয়দীয় বর্সি-
ল্লয় দায়ূদের ও তাহার সঙ্গি লোকদের নিকটে
২৮ শয্যা ও ডাবর ও মৃৎপাত্র এবং আহারার্থে
গোম ও যব ও সুজি ও ভাজাশস্য ও শিম ও
মসূর ও ভাজা কলাই ২৯ ও মধু ও দধি এবং
মেষপাল ও গোদুগ্ধের পনীর আনিল; কেননা
লোকেরা প্রান্তরে ক্ষুধিত ও পিপাসিত ও শ্রান্ত
হইয়া থাকিবে, ইহা তাহারা ভাবিল।

১৮ অধ্যায়।

১ দায়ূদের সৈন্যগণকে প্রেরণ করণ, ৬ ও ইস্রায়েল্
লোকদের পরাস্ত হওন, ৯ ও অবশালোমের হত
হওন, ১৮ ও অবশালোমের স্তম্ভের কথা, ১৯ ও
দায়ূদকে অবশালোমের মৃত্যু সংবাদ দেওন, ৩৩ ও
দায়ূদের বিলাপ।

১ পরে দায়ূদ্ আপন সঙ্গি লোকদিগকে গণনা
করিয়া তাহাদের উপরে সহস্রপতি ও শতপতি-
গণকে নিযুক্ত করিল। ২ এবং দায়ূদ্ যোয়াবের
হস্তে লোকদের তৃতীয়াংশ, ও যোয়াবের ভ্রাতা
সিরূয়ার পুত্র অবীশয়ের হস্তে তৃতীয়াংশ, এবং
গাত্তীয় ইত্তয়ের হস্তে তৃতীয়াংশ সমর্পণ করিয়া
প্রেরণ করিল। এবং রাজা লোকদিগকে কহিল,
আমাকেও তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে যাইতে দেও।
৩ কিন্তু লোকেরা কহিল, তুমি যুদ্ধে যাইও না;
কেননা যদি আমরা পলাই, তবে তাহারা তাহা
লাভ জ্ঞান করিবে না, এবং আমাদের অর্দ্ধেক
লোক মরিলেও তাহারা লাভ জ্ঞান করিবে না;
কিন্তু আমাদের দশ সহস্রের সমান তোমাকে
জ্ঞান করিবে; অতএব আমাদের উপকার
করিতে তোমার নগরে থাকা ভাল। ৪ তাহাতে
রাজা কহিল, তোমরা যাহা ভাল বুঝ, তাহাই
করিব; পরে রাজা নগরদ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইলে
লোক সকল শত ২ ও সহস্র ২ হইয়া বহির্গমন
করিল। ৫ তখন রাজা যোয়াব্কে ও অবীশয়-
কে ও ইত্তয়কে কহিল, তোমরা আমার অনু-
রোধে সেই যুব অবশালোমের প্রতি কোমল
ব্যবহার কর। অবশালোমের বিষয়ে সেনাপতি-
গণকে রাজার এই আজ্ঞা দেওন সময়ে তাহা
সকল লোকই শুনিল।

৬ পরে লোকেরা ইস্রায়েল্ বংশের প্রতিকূলে
রণস্থলে বাহির হইয়া গেলে ইফ্রয়িম্ অরণ্যে
যুদ্ধ হইল। ৭ সে স্থানে ইস্রায়েল্ লোকেরা
দায়ূদের দাসদের সম্মুখে পরাস্ত হইলে সে
দিবসে মহাসংহারেতে তাহাদের বিংশতি সহস্র
লোক হত হইল। ৮ কেননা সেই দেশের সর্ব্বত্র

লোক বিস্তারিত হইয়া যুদ্ধ করিল; এবং সেই
দিনে খড়্গদ্বারা যত লোক বিনষ্ট হইল, তদ-
পেক্ষা অধিক লোক বনদ্বারা বিনষ্ট হইল।
৯ অপর দায়ূদের দাসগণ দৈবাৎ অবশা-
লোমের দেখা পাইল; অবশালোম্ যে খচরে
আরূঢ় ছিল, সেই খচর এক বড় এলা বৃক্ষের
শাখার নীচে দিয়া গমন করাতে সেই এলা
বৃক্ষেতে অবশালোমের মস্তক বদ্ধ হইয়াছিল;
এবং খচরও তাহার নীচহইতে প্রস্থান করাতে
সে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে ঝুলিতেছিল।
১০ পরে এক লোক তাহা দেখিয়া যোয়াব্কে
কহিল, আমি অবশালোম্কে এক এলা বৃক্ষে
ঝুলান দেখিলাম। ১১ যোয়াব্ ঐ বার্ত্তাদায়ি
লোককে কহিল, যদি এমত দেখিলা, তবে তুমি
কেন তাহাকে সে স্থানে মারিয়া ভূমিতে ফে-
লিলা না? তাহা করিলে আমি তোমাকে দশ
শেকল্ রূপা ও এক কটিবন্ধন দিতাম। ১২ পরে
সে পুরুষ যোয়াব্কে কহিল, আমি যদ্যপি
সহস্র শেকল রূপা নিজ করতলে তৌল করি-
য়া পাইতাম, তথাপি সেই রাজপুত্রের প্র-
তিকূলে হস্ত বিস্তার করিতাম না; কেননা
রাজা আমাদের কর্ণগোচরে তোমাকে ও অবী-
শয়কে ও ইত্তয়কে এই আজ্ঞা দিল, তোমরা
আমার অনুরোধে সেই যুব অবশালোমের
বিষয়ে সাবধান হও। ১৩ তাহা করিলে আমি
আপন প্রাণের বিপরীত কর্ম্ম করিতাম; কেননা
রাজাহইতে কোন কর্ম্ম গুপ্ত থাকে না, এবং
তুমিও আমার প্রতিকূল হইতা। ১৪ তাহাতে
যোয়াব্ কহিল, তোমার সম্মুখে বিলম্ব করিতে
পারি না। পরে সে হস্তে তিন শল্য লইয়া
নিক্ষেপ করিয়া অবশালোমের হৃদয় বিদ্ধ করিল।
তখনও এলা বৃক্ষের মধ্যে অবশালোমের জী-
বৎ থাকাতে ১৫ যোয়াবের অস্ত্রবাহক দশ যুব
লোক অবশালোম্কে বেষ্টন পূর্ব্বক আঘাত
করিয়া বধ করিল। ১৬ পরে যোয়াব্ তূরী
বাজাইয়া লোকদিগকে বারণ করিলে লোকেরা
ইস্রায়েল্ বংশের পশ্চাদ্গমনহইতে ফিরিল।
১৭ আর তাহারা অবশালোম্কে নামাইয়া অর-
ণ্যস্থ এক বৃহৎ খাতে ফেলিয়া তাহার উপরে
প্রস্তরের রাশি করিল, এবং সমস্ত ইস্রায়েল্
লোক আপন ২ বাসস্থানে পলায়ন করিল।
১৮ অবশালোম্ জীবৎ সময়ে আপনার জন্যে
রাজার তলভূমিতে এক স্তম্ভ স্থাপন করিয়া-
ছিল, কেননা সে কহিত, আমার নাম রাখিতে
আমার পুত্র নাই; এই জন্যে সে আপন
নামানুসারে ঐ স্তম্ভের নাম রাখিল; তাহাতে
তাহা অদ্য পর্য্যন্ত অবশালোমের স্তম্ভ বলিয়া
বিখ্যাত আছে।

১৯ অপর সাদোকের পুত্র অহীমাস্ কহিল,
এখন পরমেশ্বর কি রূপে রাজার শত্রুগণকে
দণ্ড দিয়াছেন, ইহার সুসমাচার রাজাকে দিতে
আমাকে দৌড়িয়া যাইতে দেও। ২০ তাহাতে
যোয়াব্ তাহাকে কহিল, অদ্য তুমি সুসমাচার-
দায়ক হইবা না, অন্য দিবসে সুসমাচার
দিবা; রাজপুত্র মরিয়াছে, এই প্রযুক্ত অদ্য
তুমি কোন সমাচার তাহাকে দিবা না। ২১ পরে
যোয়াব্ কূশিকে কহিল, তুমি যাহা দেখিলা,
যাইয়া তাহা রাজাকে কহ। তাহাতে কূশি
যোয়াব্কে প্রণাম করিয়া দৌড়িয়া চলিল।
২২ পরে সাদোকের পুত্র অহীমাস আর বার
যোয়াব্কে কহিল, যাহা হউক, আমি তো-
মাকে বিনয় করি, কূশির পশ্চাৎ আমাকেও
দৌড়িতে দেও। তাহাতে যোয়াব্ কহিল, হে
বৎস, তোমার দেয় কোন সমাচার না থাকাতে
তুমি কেন দৌড়িবা? ২৩ পরে যাহা হউক,
আমাকে দৌড়িতে দেও, ইহা কহিলে সে কহিল,
দৌড়। তাহাতে অহীমাস্ প্রান্তরের পথ দিয়া
দৌড়িতে২ কূশিকে পশ্চাৎ ফেলিল। ২৪ তখন
দায়ূদ্ দুই দ্বারের মধ্যবর্ত্তি স্থানে বসিয়াছিল,
এমত সময়ে প্রহরী নগরদ্বারের ও প্রাচীরের
পৃষ্ঠে গমনাগমন করিতে২ চক্ষু তুলিয়া দেখিল,
এক জন একা দৌড়িয়া আসিতেছে। ২৫ পরে
প্রহরী রাজাকে ডাকিয়া তাহা কহিলে রাজা
কহিল, সে যদি একা হয়, তবে তাহার মুখে
সুসমাচার আছে। ২৬ অপর সে আসিতে
আসিতে নিকটবর্ত্তী হইলে প্রহরী আর এক
জনকে দৌড়িয়া আসিতে দেখিয়া দ্বারিকে
ডাকিয়া কহিল, দেখ, আর এক জন একা
দৌড়িয়া আসিতেছে; তাহাতে রাজা কহিল,
সেও সুসমাচার আনিতেছে। ২৭ পরে প্রহরী
কহিল, অগ্রগামি ব্যক্তির দৌড়ন সাদোকের
পুত্র অহীমাসের দৌড়ন বোধ হয়। রাজা
কহিল, সে ভাল মানুষ, মঙ্গলসমাচার আনি-
তেছে। ২৮ তখন অহীমাস্ রাজাকে উচ্চৈঃস্বরে
কহিল, মঙ্গল। পরে সে রাজার সম্মুখে ভূমিতে
উবুড় হইয়া পড়িয়া কহিল, তোমার প্রভু
পরমেশ্বর ধন্য, যেহেতুক আমার প্রভু রাজার
বিরুদ্ধে যাহারা হস্ত বিস্তার করিয়াছিল, তাহা-
দিগকে তিনি হস্তগত করিয়াছেন। ২৯ পরে
রাজা জিজ্ঞাসিল, যুবপুরুষ অবশালোমের কি
মঙ্গল? তাহাতে অহীমাস্ কহিল, যে সময়ে
যোয়াব্ মহারাজের দাসকে ও আমাকে পা-
ঠাইল, সেই সময়ে বড় কলহ দেখিলাম,
কিন্তু কি হইল, তাহা জানিলাম না। ৩০ রাজা
কহিল, এক পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াও। তাহাতে
সে এক পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইলে ৩১ কূশি

আসিয়া কহিল, হে আমার প্রভো রাজন্,
সুসমাচার ; পরমেশ্বর অদ্য বিচার করিয়া,
আপনকার প্রতিকূলে উত্থিত সকলের হস্ত-
হইতে আপনকাকে উদ্ধার করিয়াছেন। ৩২ রাজা
কূশিকে জিজ্ঞাসিল, যুবপুরুষ অবশালোমের
কি মঙ্গল? তাহাতে কূশি কহিল, আমার প্রভু
রাজার শত্রুগণ, ও যাহারা আপনকার অমঙ্গ-
লার্থে আপনকার বিরুদ্ধে উঠে, তাহারা সকলে
সেই যুব পুরুষের মত হউক।

৩৩ তাহাতে রাজা অতি ব্যাকুল হইয়া নগর-
দ্বারের পৃষ্ঠে স্থিত কুঠরীতে উঠিয়া রোদন
করিতে লাগিল; এবং গমন করিতে ২ কহিল,
হায়! আমার পুত্র অবশালোম্! হায়! আমার
পুত্র, আমার পুত্র অবশালোম্! কেন তোমার
পরিবর্ত্তে আমি মরি নাই! হায় অবশালোম্!
হায়! আমার পুত্র, আমার পুত্র!

১৯ অধ্যায়।

১ দায়ূদ্কে শোক করিতে যোয়াবের নিবারণ করণ, ৯ ও রাজাকে পুনর্ব্বার আনিতে ইস্রায়েল্ লোকের যত্ন করণ, ১১ ও যিহূদা বংশের মনে প্রবৃত্তি দিতে যাজকগণকে প্রেরণ করণ, ১৬ ও শিমিয়ির দোষ ক্ষমা করণ, ২৪ ও মিফীবোশতের কথা, ৩১ ও বর্সিল্লয়কে বিদায় করণ ও তাহার পুত্র কিম্হম্কে আপন নিকটে রাখন, ৪১ ও রাজার বিষয়ে যিহূদা ও ইস্রায়েল বংশের বিবাদ।

১ পরে কেহ যোয়াব্কে কহিল, দেখ, রাজা
অবশালোমের জন্যে রোদন ও শোক করি-
তেছে। ২ তাহাতে সে দিবসের জয় তাবৎ
লোকের শোকজনক হইয়া উঠিল, কারণ রাজা
আপন পুত্রের বিষয়ে শোকান্বিত হইতেছে, ইহা
তাহারা শুনিল। ৩ এবং যাহারা রণস্থলহইতে
পলায়ন করে, তাহারা যেমন লজ্জিত হইয়া
চোরের ন্যায় যায়, তদ্রূপ লোকেরা ঐ দিবসে
চোরের ন্যায় নগরে প্রবেশ করিল। ৪ এবং
রাজা আপন মুখ আচ্ছাদন করিয়া, হায়!
আমার পুত্র অবশালোম্! হায়! আমার
পুত্র অবশালোম্! হায়! আমার পুত্র! ইহা
উচ্চৈঃস্বরে কহিল। ৫ পরে যোয়াব্ বাটীর মধ্যে
রাজার নিকটে আসিয়া কহিল, অদ্য তুমি আপ-
নার প্রাণ ও পুত্রদের ও কন্যাদের প্রাণ ও ভা-
র্য্যাদের প্রাণ ও উপপত্নীদের প্রাণ রক্ষাকারি
আপন দাসগণকে অধোবদন করিলা। ৬ কে-
ননা তুমি আপন শত্রুগণকে প্রেম ও আপন
মিত্রগণকে ঘৃণা করিতেছ; আর তোমার অধ্য-
ক্ষগণ ও দাসগণ যেন নাই, ইহা অদ্য প্রকাশ
করিলা; কেননা অদ্য আমি দেখিতে পাই,
যদি অবশালোম্ বাঁচিত ও আমরা সকলে মরি-
তাম. তবে তুমি তাহা ভাল বাসিতা। ৭ অত-
এব তুমি এখন উঠিয়া বাহিরে যাইয়া আপন
দাসদের সহিত প্রীতির কথা কহ। আমি
পরমেশ্বরের নামে দিব্য করিতেছি, যদি তুমি
বাহিরে না যাও, তবে এই রাত্রি তোমার
সহিত এক জনও থাকিবে না; এবং তোমার
যৌবনাবস্থাবধি এখন পর্য্যন্ত যত অমঙ্গল তো-
মাতে ঘটিয়াছে, সে সকলহইতেও তোমার এই
অমঙ্গল অধিক হইবে। ৮ তাহাতে রাজা উঠিয়া
নগরদ্বারে বসিলে তাহারা সমস্ত লোককে
কহিল, দেখ, রাজা দ্বারে বসিয়া আছেন;
তাহাতে তাবৎ লোক রাজার সম্মুখে আইল।
কিন্তু ইস্রায়েল্ লোক প্রত্যেকে আপন ২ বাস-
স্থানে পলায়ন করিয়াছিল।

৯ পরে ইস্রায়েলের তাবৎ বংশের লোকেরা
কলহ করিয়া এই কথা কহিল, যে রাজা শত্রু-
গণের হস্তহইতে আমাদিগকে নিস্তার করিয়া-
ছেন, ও পিলেষ্টীয়দের হস্তহইতে আমাদিগকে
উদ্ধার করিয়াছেন, তিনি এই ক্ষণে অবশা-
লোমের ভয়ে দেশহইতে পলায়ন করিলেন।
১০ আর আমরা যে অবশালোম্কে আপনা-
দের উপরে অভিষিক্ত করিয়াছিলাম, সে যুদ্ধে
মরিল; অতএব তোমরা এখন রাজাকে ফিরা-
ইয়া আনিতে কেন তূষ্ণীভূত হও?

১১ অপর দায়ূদ্ রাজা সাদোক্ ও অবিয়াথর
যাজকের নিকটে দূত পাঠাইয়া কহিল, তোমরা
যিহূদার প্রাচীনগণকে এই কথা কহ, সমস্ত
ইস্রায়েল্ বংশের নিবেদন রাজার নিকটে গৃহে
উপস্থিত হইয়াছে; অতএব তোমরা রাজাকে
আপন বাটীতে ফিরাইয়া আনয়ন করিতে কেন
সকলের পশ্চাৎ হইতেছ? ১২ তোমরা আমার
ভ্রাতা ও আমার অস্থি ও মাংসস্বরূপ; অতএব
রাজাকে ফিরাইয়া আনিতে কেন সকলের পশ্চাৎ
হইতেছ? ১৩ তোমরা অমাসাকে কহ, তুমি কি
আমার অস্থি ও মাংসস্বরূপ নও? যদি তুমি
নিত্য আমার সাক্ষাতে যোয়াবের পদে প্রধান
সেনাপতি না হও, তবে ঈশ্বর আমাকে অমুক
এবং আরও অধিক দণ্ড দিউন। ১৪ এই রূপে
সে যিহূদার সমস্ত লোকের হৃদয়কে এক জনের
হৃদয়ের ন্যায় নত করিলে তাহারা লোক প্রে-
রণদ্বারা রাজাকে কহিল, আপনি ও আপনকার
ভৃত্য সকল পুনরাগমন করুন। ১৫ পরে রাজা
ফিরিয়া যর্দ্দনের নিকটে আইলে যিহূদীয় লো-
কেরা রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও যর্দ্দন্
পার করিতে গিল্গলে আইল।

১৬ তখন বিন্যামীন্ বংশীয় বহুরীমনিবাসী
গেরার পুত্র শিমিয়ি ত্বরা করিয়া দায়ূদ্ রাজার
সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে যিহূদার লোকদের সহিত
আইল। ১৭ এবং বিন্যামীন্ বংশের এক সহস্র

লোক তাহার সহিত ছিল, এবং শৌল বংশের
দাস সীবঃ ও তাহার পঞ্চদশ পুত্র ও বিংশতি
দাস তাহার সহিত ছিল, তাহারা রাজার সহিত
সাক্ষাৎ করিতে যর্দ্দন্ পার হইল। ১৮ এবং
রাজার পরিজনদিগকে পার করিতে ও তাহার
আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিতে পারের নৌকা গম-
নাগমন করিল। পরে রাজার যর্দ্দন্ পার
হওন সময়ে গেরার পুত্র শিমিয়ি রাজার সম্মুখে
উবুড় হইয়া পড়িয়া ১৯ রাজাকে কহিল, আ-
মার প্রভু আমার অপরাধ ক্ষমা করুন; যে
দিবসে আমার প্রভু যিরূশালম্‌হইতে নির্গত
হইলেন, সেই দিবসে আপনকার দাস আমি
যে২ বিরুদ্ধাচার করিয়াছি, তাহা আপনকার
স্মরণহইতে দূর করুন, মনে রাখিবেন না।
২০ আপনকার দাস আমি যে পাপ করিয়াছি,
ইহা জ্ঞাত হইলাম, এই জন্যে আমার প্রভু
রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে অদ্য আমি যূষ-
ফের সমস্ত বংশের মধ্যে প্রথম হইয়া আই-
লাম। ২১ তাহাতে সিরুয়ার পুত্র অবীশয় উত্তর
করিল, এই যে শিমিয়ি পরমেশ্বরের অভিষি-
ক্তকে শাপ দিয়াছিল, এ কি হত হইবে না?
২২ তাহাতে দায়ূদ্ কহিল, হে সিরুয়ার পুত্রগণ,
তোমাদের সহিত আমার বিষয় কি? তোমরা
অদ্য কেন আমার প্রতি বিপক্ষতা কর? অদ্য
ইস্রায়েল্ দেশে কি কোন মনুষ্যের বধ হইতে
পারে? অদ্য আমি যে ইস্রায়েলের রাজা হই-
লাম, ইহা কি জানি না? ২৩ পরে রাজা শি-
মিয়িকে কহিল, তুমি মরিবা না; রাজা শপথ
পূর্ব্বক তাহা কহিল।

২৪ অপর শৌলের পৌত্র মিফীবোশৎ রাজার
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইল; সে রাজার
নির্গমনাবধি কুশলে প্রত্যাগমন দিবস পর্য্যন্ত
আপন পায়ে ঔষধি দিল না, ও শ্মশ্রু ক্ষৌর
করিল না, ও বস্ত্র ধৌত করাইল না। ২৫ সে
যখন রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যিরূশালমে
আইল, তখন রাজা তাহাকে কহিল, হে মি-
ফীবোশৎ, তুমি কেন আমার সহিত যাও নাই?
২৬ তাহাতে সে উত্তর করিল, হে আমার প্রভো
রাজন্, আপনকার দাস আমি খঞ্জ, এই জন্যে
গর্দ্দভ সাজাইয়া তাহার উপরে আরোহণ করিয়া
রাজার সহিত গমন করা আপনকার এই দা-
সের মনস্থ ছিল, কিন্তু আমার দাস আমাকে
বঞ্চনা করিল। ২৭ সে আমার প্রভু রাজার
নিকটে আমার অপবাদ করিল; কিন্তু আমার
প্রভু রাজা ঈশ্বরীয় দূতের তুল্য; অতএব আ-
পনকার দৃষ্টিতে যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই
করুন। ২৮ আমার প্রভু রাজার সাক্ষাতে আ-
মার পিতৃবংশ নিতান্ত মৃত্যুর যোগ্য পাত্র হই-
লেও আপনকার ভোজনাসনে ভোক্তাদের সহিত
বসিতে আমাকে স্থান দিয়াছেন; অতএব রা-
জার নিকটে পুনর্ব্বার আদ্দাশ করিতে আমার
অধিকার কি? ২৯ তাহাতে রাজা তাহাকে কহিল,
তোমার অধিক নিবেদনে কি প্রয়োজন? তুমি
ও সীবঃ উভয়ে সেই ভূমি অংশ করিয়া লও,
ইহা আমি কহিলাম। ৩০ পরে মিফীবোশৎ
রাজাকে কহিল, এখন আমার প্রভু রাজা
কুশলে গৃহে ফিরিয়া আইলেন, অতএব সে
বরং সকলি গ্রহণ করুক।

৩১ অপর গিলিয়দীয় বর্সিল্লয় রোগিলীম্-
হইতে আসিয়া রাজাকে যর্দ্দন পার করিতে তা-
হার সহিত যর্দ্দন পার হইল। ৩২ সেই বর্সিল্লয়
আশী বৎসর বয়স্ক অতি বৃদ্ধ ছিল; আর রাজা
যাবৎ মহনয়িমে থাকিল, তাবৎ সে রাজার
খাদ্য যোগাইয়াছিল, কারণ সে অতিশয় বড়
মানুষ ছিল। ৩৩ পরে রাজা বর্সিল্লয়কে কহিল,
তুমি আমার সহিত পার হইয়া আইস, আমি
যিরূশালমে তোমাকে আপনার সহিত প্রতি-
পালন করিব। ৩৪ তাহাতে বর্সিল্লয় রাজাকে
কহিল, আমার আর কত আয়ু আছে, যে
আমি রাজার সহিত যিরূশালমে যাইব? ৩৫ অদ্য
আমি আশী বৎসর বয়স্ক হইলাম; এখন কি
ভাল মন্দ বিশেষ বুঝিতে পারি? এবং যাহা
ভোজন করি ও যাহা পান করি, তোমার দাস
আমি কি তাহার আস্বাদ বুঝিতে পারি? এবং
গায়ক ও গায়িকাদের গানের শব্দ কি শুনিতে
পাই? অতএব আপনকার দাস আমার প্রভু
রাজার উপরে কেন আর ভার দিবে? ৩৬ আ-
পনকার দাস যর্দ্দন্ পার হইয়া রাজার সহিত
অল্প পথ যাইবে, কিন্তু রাজা কেন তাহার
এতো পুরস্কার করিবেন? ৩৭ আমি বিনয় করি,
আপনকার দাসকে ফিরিয়া যাইতে দিউন;
আমি আপন নগরে আপন পিতামাতার কব-
রের নিকটে মরিব। কিন্তু আপনকার দাস এই
কিম্‌হমের প্রতি দৃষ্টি হউক; এ আমার প্রভু
রাজার সহিত পার হইয়া যাইবে; আপনকার
যাহা ভাল বোধ হয়, ইহার প্রতি তাহাই
করুন। ৩৮ রাজা উত্তর করিল, কিম্‌হম্ পার
হইয়া আমার সহিত যাইবে; তোমার যাহা
ভাল বোধ হয়, আমি তাহার প্রতি তাহাই
করিব; এবং তুমি আমাহইতে যাহা মনো-
নীত করিবা, তোমার নিমিত্তে তাহাই করিব।
৩৯ পরে সমস্ত লোক যর্দ্দন্ নদী পার হইল,
এবং রাজাও পার হইয়া বর্সিল্লয়কে চুম্বন করিয়া
আশীর্ব্বাদ করিল; পরে সে আপন স্থানে ফি-
রিয়া গেল। ৪০ অপর রাজা পার হইয়া গিল্-
গলে গেল; এবং কিম্‌হম্ তাহার সহিত

গেল, এবং যিহূদার সমস্ত লোক ও ইস্রায়েলের
অর্দ্ধ লোক রাজাকে অনুবর্ত্তিয়া লইয়া গেল।
৪১ পরে ইস্রায়েলের সমস্ত লোক রাজার
নিকটে আসিয়া রাজাকে কহিল, আমাদের ভ্রাতা
যিহূদার লোকেরা আপনকাকে অপহরণ করি-
য়া আপনকাকে ও আপনকার পরিজনদিগকে
ও আপনকার সমস্ত সঙ্গি লোককে যর্দ্দন্ পার
করিয়া কেন আনিল? ৪২ তাহাতে যিহূদার
লোকেরা ইস্রায়েল্ লোকদিগকে উত্তর করিল,
রাজা আমাদের নিকট কুটুম্ব, তবে তোমরা এ
বিষয়ে কেন ক্রুদ্ধ হও? আমরা রাজার দ্রব্য
কি কিছু ভোজন করিয়াছি? বা তিনি কি আ-
মাদিগকে কিছু দান করিয়াছেন? ৪৩ পরে ইস্রা-
য়েল্ লোক যিহূদার লোকদিগকে কহিল, রাজাতে
আমাদের দশাংশ অধিকার আছে; দায়ূদের
প্রতি তোমাদের যে অধিকার, তদপেক্ষা আ-
মাদের অধিক আছে; অতএব আমাদের রা-
জাকে ফিরাইয়া আনিতে কেন প্রথমে তোমরা
আমাদের পরামর্শ না লইয়া আমাদিগকে তুচ্ছ
বোধ করিলা? তাহাতে ইস্রায়েল্ লোকদের
বাক্য অপেক্ষা যিহূদা লোকদের বাক্য অধিক
নিষ্ঠুর হইল।

২০ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েলের কলহে শেবের কথা, ৩ ও গৃহে দায়ূদের পুনরাগমন, ৪ ও অমাসা সেনাপতির যোয়াবের দ্বারা হত হওন, ১৪ ও আবেল্ নগর অবরোধ করণ, ১৬ ও স্ত্রীদ্বারা যোয়াবকে শেবের মস্তক দেওন, ২৩ ও রাজার বিশেষ২ অধ্যক্ষের নাম।

১ ঐ সময়ে সেই স্থানে বিন্যামীন্ বংশীয় বি-
খ্রির পুত্র শেবঃ নামে এক দুষ্ট লোক ছিল;
সে তূরী বাজাইয়া কহিল, দায়ূদে আমাদের
কোন অংশ নাই, ও যিশয়ের পুত্রে আমাদের
অধিকার নাই; হে ইস্রায়েল্ বংশ, তোমরা
প্রত্যেকে আপন২ বাসস্থানে যাও। ২ তাহাতে
ইস্রায়েলের তাবৎ লোক দায়ূদের পশ্চাৎহইতে
ফিরিয়া বিখ্রির পুত্র শেবের পশ্চাৎ২ গেল;
কিন্তু যিহূদার লোকেরা যর্দ্দন্ অবধি যিরূশা-
লম্ পর্য্যন্ত আপনাদের রাজার পক্ষে থাকিল।
৩ পরে দায়ূদ্ যিরূশালমে আপন গৃহে আ-
ইল, এবং রাজা আপনার যে দশ উপপত্নী-
কে গৃহরক্ষার্থে রাখিয়া গিয়াছিল, তাহাদিগকে
রুদ্ধ করিয়া প্রতিপালন করিল, তাহাদের নিকটে
আর গেল না; অতএব তাহারা মরণ দিবস
পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইয়া বিধবার ন্যায় থাকিল।
৪ পরে রাজা অমাসাকে কহিল, তুমি তিন
দিনের মধ্যে সমুদয় যিহূদার লোককে আমার
কাছে একত্র কর, এবং তুমিও এই স্থানে উপ-
স্থিত হও। ৫ তাহাতে অমাসা সমস্ত যিহূদীয়-
গণকে একত্র করিতে গেলে নিরূপিত কালহইতে
তাহার অধিক বিলম্ব হইল। ৬ তাহাতে দায়ূদ্
অবীশয়কে কহিল, এখন বিখ্রির পুত্র শেবঃ
অবশালোম অপেক্ষা আমাদের অধিক ক্ষতি
করিবে; তুমি আপন প্রভুর দাসদিগকে লইয়া
তাহার পশ্চাৎ যাও, নতুবা সে প্রাচীরবেষ্টিত
কোন২ নগর পাইয়া আমাদের হস্তহইতে মুক্ত
হইবে। ৭ তাহাতে যোয়াবের লোক ও কিরে-
থীয় লোক ও পিলেথীয় লোক ও সমস্ত বলবান
লোক তাহার সহিত বাহির হইয়া বিখ্রির পুত্র
শেবের পশ্চাৎ ধাবমান হওনার্থে যিরূশালম্হই-
তে প্রস্থান করিল। ৮ পরে তাহারা গিবিয়োনস্থ
মহাপ্রস্তরের নিকটে উপস্থিত হইলে অমাসার
সহিত সাক্ষাৎ হইল। তখন যোয়াব যে বস্ত্র
পরিধান করিয়াছিল, তাহা কটিবন্ধনদ্বারা আবদ্ধ
ছিল, আর তাহার উপরে খড়্গের কটিবন্ধন
ছিল; এবং খড়্গ তাহার কটিদেশে কোষে
গুপ্ত ছিল, কিন্তু যাইতে২ তাহা খুলিয়া পড়িল।
৯ তাহাতে যোয়াব্ অমাসাকে কহিল, হে আ-
মার ভ্রাতঃ, তুমি কি ভাল আছ? পরে যোয়াব্
তাহাকে চুম্বন করিতে দক্ষিণ হস্ত দিয়া অমা-
সার দাড়ি ধরিল। ১০ কিন্তু যোয়াবের হস্ত-
স্থিত খড়্গে অমাসার মনোযোগ না হওয়াতে
সে তদ্দ্বারা তাহার উদর বিদীর্ণ করিল, তাহা-
তে তাহার ভুঁড়ি বাহির হইয়া পড়িল; সে দ্বি-
তীয় বার তাহাকে আঘাত করিল না, তদ্দ্বারাই
সে মরিল। পরে যোয়াব্ ও তাহার ভ্রাতা
অবীশয় বিখ্রির পুত্র শেবের পশ্চাৎ ধাবমান
হইল। ১১ অপর যোয়াবের এক লোক শবের
নিকটে দাঁড়াইয়া কহিল, যে জন যোয়াবকে
ভাল বাসে ও দায়ূদের পক্ষ হয়, সে যোয়া-
বের পশ্চাৎ যাউক। ১২ তথাপি রাজমার্গের
মধ্যে রক্তে লুণ্ঠিত অমাসার নিকটে সমস্ত
লোক দাঁড়াইয়া থাকে, ইহা দেখিয়া সে ব্যক্তি
অমাসাকে পথহইতে ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া তা-
হার উপরে এক বস্ত্র আচ্ছাদন দিল; কেননা
যে কেহ তাহার নিকট দিয়া যায়, সে দাঁড়াইয়া
থাকে, ইহা সে দেখিল। ১৩ তখন অমাসা
রাজমার্গহইতে নীত হইলে তাবৎ লোক বিখ্রির
পুত্র শেবের পশ্চাৎ ধাবমান হইতে যোয়াবের
অনুগামী হইল।
১৪ পরে শেবঃ ইস্রায়েলের তাবৎ বংশের
ও বেরীয় লোকদের মধ্যদিয়া আবেল্ ও বৈৎ-
মাখা পর্য্যন্ত গমন করিল, তাহাতে লোকেরা
একত্র হইয়া শেবের পশ্চাৎ গেল। ১৫ পরে
আবেল্-বৈৎমাখাতে তাহাকে রুদ্ধ করিয়া নগ-
রের নিকটে জাঙ্গাল প্রস্তুত করিল, তাহাতে

নগর বেষ্টিত হইলে যোয়াবের সঙ্গি লোকেরা
প্রাচীর ভূমিসাৎ করিতে তাহা ভাঙ্গিতে লাগিল।
১৬ পরে নগরের মধ্যহইতে এক বুদ্ধিমতী
স্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে কহিল, শুন ২, আমি বিনয় করি,
আমি যোয়াবের সহিত এক কথা কহিব, এ
কারণ তাহাকে এই স্থানে আসিতে কহ। ১৭ পরে
যোয়াব তাহার নিকটে গেলে সে স্ত্রী জিজ্ঞা-
সিল, তুমি কি যোয়াব্? সে উত্তর করিল,
আমি যোয়াব্। তাহাতে সে স্ত্রী কহিল, আ-
পনকার দাসীর কথা শুনুন; সে উত্তর করিল,
শুনি। ১৮ পরে সে স্ত্রী এই কথা কহিল, অগ্রে
বাক্য কহিলে, অর্থাৎ আবেলে জিজ্ঞাসা করিলে
কর্ম্ম সিদ্ধ হইত। ১৯ এখন ইস্রায়েলের মধ্যে
আমি অবিরোধিনী ও বিশ্বস্তা, কিন্তু তুমি ইস্রা-
য়েলের মাতৃস্বরূপ এক নগর নষ্ট করিতে চেষ্টা
করিতেছ; পরমেশ্বরের অধিকার কেন গ্রাস
করিবা? ২০ তাহাতে যোয়াব্ উত্তর করিল, গ্রাস
করা ও বিনষ্ট করা আমাহইতে দূরে থাকুক,
দূরে থাকুক; আমার অভিপ্রায় তেমন নয়;
২১ কিন্তু বিখ্রির পুত্র শেবঃ নামে যে ইফ্রয়িম্
পর্ব্বতীয় লোক দায়ূদ্ রাজার প্রতিকূলে হস্ত
বিস্তার করিয়াছে, কেবল তাহাকে সমর্পণ কর,
তাহাতে আমি এই নগরহইতে প্রস্থান করিব।
তখন সে স্ত্রী যোয়াবকে কহিল, দেখ, প্রাচী-
রের উপর দিয়া তাহার মুণ্ড তোমার নিকটে
নিক্ষেপ করা যাইবে। ২২ পরে সে স্ত্রী আ-
পন বুদ্ধিতে সকল লোকের নিকটে গেলে
লোকেরা বিখ্রির পুত্র শেবের মস্তক ছেদন
করিয়া যোয়াবের নিকটে বাহিরে নিক্ষেপ করিল।
তাহাতে সে তূরী বাজাইলে তাহার তাবৎ লোক
নগরহইতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া আপন২ বাস-
স্থানে গেল, এবং যোয়াব্ যিরূশালমে রাজার
নিকটে ফিরিয়া গেল।
২৩ ঐ সময়ে যোয়াব্ ইস্রায়েলের সমস্ত বং-
শের প্রধান সেনাপতি ছিল; এবং যিহোয়া-
দার পুত্র বিনায় কিরেথীয়দের ও পিলেথীয়দের
কর্ত্তা ছিল; ২৪ এবং অদোরাম্ করাধ্যক্ষ ছিল;
এবং অহীলূদের পুত্র যিহোশাফট্ ইতিহাসকর্ত্তা
ছিল; ২৫ এবং সিরায় লেখক ছিল; এবং
সাদোক্ ও অবিয়াথর্ যাজক ছিল; ২৬ এবং
যায়ীরীয় ঈরা দায়ূদের সভাসদ্ ছিল।

২১ অধ্যায়।

১ গিবিয়োন্ লোকদের বধ করণ প্রযুক্ত তিন বৎসর দুর্ভিক্ষ হওন ও শৌলের পুত্র পৌত্রকে বধ করণ, ১০ ও হত লোকদের প্রতি রিস্পার অনুগ্রহ, ১২ ও শৌলের ও যোনাথনের অস্থির কবর দেওন, ১৫ ও পিলেষ্টীয়দের সহিত তিন বার যুদ্ধ হওনের কথা।

১ অপর দায়ূদের অধিকার সময়ে ক্রমিক তিন
বৎসর দুর্ভিক্ষ হইলে দায়ূদ্ তাহার কারণ
পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসিল। তাহাতে পরমেশ্বর
উত্তর করিলেন, শৌল ও তাহার রক্তপাত-
কারি বংশ ইহার কারণ হইল, কেননা সে
গিবিয়োনীয় লোকদিগকে বধ করিল। ২ তা-
হাতে রাজা গিবিয়োনীয়দিগকে ডাকাইয়া তা-
হাদের সঙ্গে কথোপকথন করিল। এই গিবি-
য়োনীয় লোক ইস্রায়েল বংশের মধ্যে নয়,
ইমোরীয়দের অবশিষ্টাংশের মধ্যে ছিল, এবং
ইস্রায়েল্ বংশ তাহাদিগকে রক্ষা করণের দিব্য
করিয়াছিল, কিন্তু শৌল ইস্রায়েলের ও যিহূদার
পক্ষে উদ্‌যোগী হওয়াতে তাহাদিগকে বধ করি-
তে চেষ্টা করিয়াছিল। ৩ অতএব দায়ূদ্ গিবি-
য়োনীয়দিগকে কহিল, আমি তোমাদের জন্যে কি
করিব? তোমরা যেন পরমেশ্বরের অধিকার-
কে আশীর্ব্বাদ কর, এই জন্যে কি প্রায়শ্চিত্ত
করিব? ৪ গিবিয়োনীয় লোকেরা উত্তর করিল,
আমরা শৌলের কিম্বা তাহার বংশের কিছু
রূপা কিম্বা স্বর্ণ গ্রাহ্য করিব না, এবং ইস্রায়ে-
লের কোন মনুষ্যের বধ গ্রাহ্য করিব না।
পরে সে কহিল, তবে তোমরা কি বল?
আমি তোমাদের জন্যে কি করিব? ৫ তাহাতে
তাহারা রাজাকে কহিল, যে মনুষ্য আমাদি-
গকে ক্ষয় করিয়াছে, ও আমরা যেন ইস্রায়ে-
লের কোন প্রদেশে না থাকি, এই জন্যে
আমাদিগকে বিনষ্ট করিতে কুমন্ত্রণা করিয়াছে,
৬ তাহার বংশের মধ্যে সাত জনকে আমাদের
কাছে অর্পণ কর; আমরা পরমেশ্বরের মনো-
নীত শৌলের গিবিয়াতে পরমেশ্বরের উদ্দেশে
তাহাদিগকে উদ্বন্ধনে বধ করিব। তাহাতে রাজা
কহিল, দিব। ৭ কিন্তু দায়ূদের ও শৌলের পুত্র
যোনাথনের মধ্যে পরমেশ্বরের উদ্দেশে যে
শপথ হইয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত রাজা শৌলের পৌত্র
যোনাথনের পুত্র মিফীবোশৎকে রক্ষা করিল।
৮ কিন্তু অয়ার কন্যা রিস্পা শৌলের ঔরস-
জাত যে অর্মোণি ও মিফীবোশৎ নামে দুই
পুত্র প্রসব করিয়াছিল, এবং মিহোলাতীয় বর্সি-
ল্লয়ের পুত্র অদ্রীয়েলের ঔরসজাত যে পাঁচ পুত্র
শৌলের কন্যা মীখল্ প্রতিপালন করিয়াছিল,
তাহাদিগকে রাজা লইয়া ৯ গিবিয়োনীয়দের হস্তে
সমর্পণ করিল; তাহাতে তাহারা পরমেশ্বরের
সম্মুখে পর্ব্বতে তাহাদিগকে উদ্বন্ধন করিল। ঐ
সাত জন এক কালে মারা পড়িল; তাহারা
শস্যের সময়ে অর্থাৎ যবচ্ছেদনের আরম্ভ-
কালে হত হইল।
১০ পরে অয়ার কন্যা রিস্পা চট লইয়া
শস্যচ্ছেদনের আরম্ভাবধি যে পর্য্যন্ত আকাশ-

হইতে তাহাদের উপরে জল না বর্ষিল, তাবৎ
শৈলের উপরে আপনার শয্যারূপে ঐ চট
বিস্তার করিয়া দিবসে শূন্যের পক্ষিগণ ও রা-
ত্রিতে বনপশুগণহইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিল।
১১ অপর অয়ার কন্যা রিস্পা শৌলের উপ-
পত্নী এই কর্ম্ম করিতেছে, এই কথা দায়ূদ্
রাজার সাক্ষাতে কথিত হইল।
১২ অপর গিল্বোয় পর্ব্বতে পিলেষ্টীয়দের
কর্তৃক শৌলের হত হওন সময়ে তাহার ও
তাহার পুত্র যোনাথনের যে শব পিলেষ্টীয়-
দের দ্বারা বৈৎশানের চকে টাঙ্গান হইলে
পরে যাবেশ্ গিলিয়দের লোকদের দ্বারা সেই
স্থানহইতে অপহৃত হইয়াছিল, দায়ূদ্ গিয়া
তাহাদের হইতে সেই অস্থি গ্রহণ করিল।
১৩ সে তথাহইতে শৌলের ও তাহার পুত্র
যোনাথনের অস্থি তুলিয়া আনাইল, এবং ঐ
উদ্বদ্ধ লোকদের অস্থিও সংগ্রহ করাইল।
১৪ পরে লোকেরা শৌলের ও তাহার পুত্র
যোনাথনের অস্থি বিন্যামীন্ দেশের সেলাতে
তাহার পিতা কীশের কবরের মধ্যে রাখিল;
তাহারা রাজার আজ্ঞানুসারে তাবৎ কর্ম্ম করিল।
তাহার পরে ঈশ্বর প্রার্থনা শুনিয়া দেশের
প্রতি অনুগ্রহ করিলেন।
১৫ অনন্তর পিলেষ্টীয়দের সহিত পুনর্ব্বার
ইস্রায়েল্ বংশের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে দায়ূদ্
আপন দাসগণের সহিত যাইয়া পিলেষ্টীয়-
দের সহিত যুদ্ধ করিল; তাহাতে দায়ূদ্ ক্লান্ত
হইলে ১৬ তিন শত শেকল্ পরিমিত পিত্ত-
লের বড়শাধারি যিশ্‌বীবিনোব্ নামে রিফা-
য়ীয় বংশজাত এক মনুষ্য শাণিত খড়্গে সুসজ্জিত
হইয়া দায়ূদকে আঘাত করিতে মনস্থ করিল।
১৭ কিন্তু সিরূয়ার পুত্র অবীশয় তাহার সহা-
য়তা করিয়া আঘাতদ্বারা সেই পিলেষ্টীয়কে
বধ করিল। তখন দায়ূদের লোকেরা তাহার
নিকটে দিব্য করিয়া কহিল, তুমি আমাদের
সহিত যুদ্ধেতে আর যাইও না, গেলে ইস্রা-
য়েলের প্রদীপ নির্ব্বাণ করিবা। ১৮ পরে গোবে
পিলেষ্টীয়দের সহিত আর বার সংগ্রাম উপস্থিত
হইলে হূশাতীয় সিব্বিখয় রিফায়ীয় বংশজাত
সফ্‌কে বধ করিল। ১৯ পুনর্ব্বার পিলেষ্টীয়-
দের সহিত গোবে যুদ্ধ হইলে যারে-ওরিগী-
মের পুত্র বৈৎলেহমীয় ইল্হানন্ তাঁতের নরা-
জের ন্যায় বড়শাধারি গাতীয় জালূতের ভ্রা-
তাকে বধ করিল। ২০ পরে গাতে আর এক
যুদ্ধ হইলে সে স্থানে অতি দীর্ঘকায় এবং প্রতি
হস্তে ও পদে ছয়২ অঙ্গুলি, সর্ব্বশুদ্ধ চব্বিশ
অঙ্গুলি বিশিষ্ট রিফায়ীয় বংশজাত এক জন
২১ ইস্রায়েল লোকের প্রতি স্পর্দ্ধা করিলে দা-
যূদের ভ্রাতা শিমিয়ের পুত্র যোনাথন্ তাহাকে
বধ করিল। ২২ গাতস্থ রিফার বংশের মধ্যে
এই চারি জন দায়ূদ্ ও তাহার দাসগণ কর্তৃক
হত হইল।

২২ অধ্যায়।

রক্ষার্থে ও নানা অনুগ্রহার্থে পরমেশ্বরের প্রতি দায়ূ-
দের প্রশংসা গীত।

১ যে সময়ে পরমেশ্বর নিজ দাস দায়ূদ্‌কে
তাবৎ শত্রুর ও শৌলের হস্তহইতে রক্ষা করি-
লেন, তৎকালে দায়ূদ্ পরমেশ্বরের নিকটে এই
গীত গান করিল।
২ হে পরমেশ্বর, তুমিই আমার পর্ব্বত ও
গড় ও রক্ষাকর্ত্তা, ৩ ও আমার ঈশ্বর, ও আ-
মার আশ্রয়গিরি, এবং আমার ঢাল ও আমার
বলবান্ ত্রাণকর্ত্তা ও উচ্চ দুর্গ ও আশ্রয়স্থান,
এবং আমার ত্রাতা ও উপদ্রবহইতে ত্রাণকারী।
৪ আমি প্রশংসনীয় পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা
করিয়া আপন শত্রুহইতে রক্ষা পাইলাম।
৫ আমি মৃত্যুরূপ রজ্জুতে বেষ্টিত ও বিনাশরূপ
বন্যাতে আশঙ্কিত, ৬ এবং পরলোকীয় পাশে
বদ্ধ, ও মৃত্যুরূপ জালেতে জড়িত ছিলাম।
৭ এমন বিপদসময়ে আমি পরমেশ্বরের নিকটে
প্রার্থনা করিলাম, ও আপন ঈশ্বরকে আহ্বান
করিলাম; তাহাতে তিনি আপন মন্দিরে থা-
কিয়া আমার রব শ্রবণ করিলেন, ও আমার
আহ্বান তাঁহার কর্ণগোচর হইল।
৮ তাহাতে তাঁহার ক্রোধ প্রযুক্ত পৃথিবী
টলটলায়মান ও কম্পিত হইল, এবং আকাশ-
মণ্ডলের মূল কম্পান্বিত হইয়া বিচলিত হইল।
৯ এবং তাঁহার নাসারন্ধ্রহইতে ধূম নির্গত হইল,
ও তাঁহার মুখহইতে নির্গত অগ্নি তাবৎকে
গ্রাস করিল; তাহাতে অঙ্গার প্রজ্বলিত হইল।
১০ পরে তিনি আকাশকে পথস্বরূপ করিয়া
পদতলে অন্ধকার পাতিয়া নামিলেন; ১১ এবং
কিরূবে আরোহণ করিয়া উড্ডীয়মান হইলেন,
এবং বায়ুর পক্ষযুগ্ম আশ্রিত হইয়া দর্শন দি-
লেন; ১২ এবং চতুর্দ্দিকস্থ জলরাশি ও নিবিড়
মেঘরূপ অন্ধকারময় তাম্বুতে বসতি করিলেন।
১৩ তাহাতে তাঁহার অগ্রবর্ত্তি তেজহইতে জ্বলন্ত
অঙ্গার বহির্গত হইল। ১৪ এবং পরমেশ্বর
আকাশে গর্জ্জন করিলেন, এবং সর্ব্বোপরি-
স্থের রব শ্রুত হইল। ১৫ তিনি আপনার বাণ
নিক্ষেপ করিয়া শত্রুদিগকে ছিন্নভিন্ন করিলেন,
ও বজ্রদ্বারা তাহাদিগকে উদ্বিগ্ন করিলেন।
১৬ পরমেশ্বরের হূঙ্কারেতে ও নাসিকার প্রশ্বাস
বায়ুতে সমুদ্রের খাত সকল প্রকাশ পাইল, ও
পৃথিবীর মূল দৃষ্ট হইল।

১৭ তৎকালে তিনি উর্দ্ধহইতে হস্ত বিস্তার
করিয়া জলসমূহহইতে আমাকে তুলিয়া উদ্ধার
করিলেন। ১৮ এবং বিলবান্ শত্রু ও আমা
অপেক্ষা শক্তিমান ঘৃণাকারিগণহইতে আমাকে
নিস্তার করিলেন। ১৯ তাহারা বিপদসময়ে আ-
মাকে ঘেরিল, কিন্তু পরমেশ্বর আমার অবলম্বন
যষ্টিস্বরূপ হইলেন। ২০ এবং তিনি আমার
প্রতি তুষ্ট হওয়াতে আমাকে উদ্ধার করিয়া
এক প্রশস্ত স্থানে আনিলেন। ২১ পরমেশ্বর
আমার ধর্ম্মানুসারে পুরস্কার করিলেন, ও
আমার হস্তের পবিত্রতানুসারে ফল দিলেন।
২২ কেননা আমি পরমেশ্বরের পথের পথিক
ছিলাম, আপন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করি নাই।
২৩ তাঁহার সকল দণ্ডাজ্ঞা আমার গোচরে ছিল,
আমি তাঁহার বিধি আপনাহইতে দূর করি
নাই। ২৪ আমি তাঁহার দৃষ্টিতে সাধু ছিলাম,
ও আপন পাপহইতে আপনাকে রক্ষা করি-
তাম। ২৫ অতএব পরমেশ্বর আমার ধর্ম্মানুসারে
ও আপন সাক্ষাতে আমার পবিত্রতানুসারে
আমাকে ফল দিলেন। ২৬ তুমি অনুগ্রাহকের
প্রতি অনুগ্রহ, ও সজ্জনের প্রতি সৌজন্য করিয়া
থাক। ২৭ এবং পবিত্রের সহিত পবিত্রাচরণ, ও
বিরুদ্ধাচারির সহিত বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাক।
২৮ এবং দুঃখিতদিগকে রক্ষা করিয়া থাক, কিন্তু
অধঃপতন করিতে অহঙ্কারিদের প্রতি দৃষ্টি
করিয়া থাক। ২৯ হে পরমেশ্বর, তুমি আমার
প্রদীপস্বরূপ; পরমেশ্বর আমার অন্ধকারকে
আলোকময় করেন। ৩০ তোমার সাহায্যেতে
আমি সৈন্যমধ্য দিয়া দৌড়িতে পারি, এবং
আমার ঈশ্বরের দ্বারা প্রাচীর উল্লংঘন করিতে
পারি। ৩১ সেই ঈশ্বরের পথ নির্দ্দোষ, ও পর-
মেশ্বরের বাক্য সুপরীক্ষিত, তিনি নিজ শরণাগত
লোকের ঢালস্বরূপ। ৩২ পরমেশ্বর ব্যতিরেকে
আর ঈশ্বর কে আছে? ও আমাদের ঈশ্বর
ব্যতিরেকে পর্ব্বতস্বরূপ কে আছে? ৩৩ সেই
ঈশ্বর আমার দৃঢ় দুর্গস্বরূপ; তিনি আমার
পথ সরল করিলেন। ৩৪ তিনি হরিণীর চরণ
সদৃশ আমার চরণ করিলেন, ও উচ্চ স্থানে
আমাকে স্থাপিত করিলেন। ৩৫ এবং আমার
হস্তকে যুদ্ধ করিতে এমত শিক্ষা দিলেন, যে
আমার বাহুদ্বারা তাম্রময় ধনুক ভগ্ন হইল।
৩৬ তুমি আমাকে পরিত্রাণরূপ ঢাল দিলা, ও
তোমার নম্রতাদ্বারা আমি উন্নত হইলাম।
৩৭ তুমি আমার নীচে পাদবিক্ষেপের স্থান
প্রশস্ত করিলা, একারণ আমার চরণ বিচলিত
হইল না। ৩৮ আমি শত্রুর পশ্চাৎ ধাবমান
হইয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিলাম, ও সকলকে
সংহার না করিয়া ফিরিলাম না। ৩৯ আমি
তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে নিপাত করিলে তাহারা
উঠিতে পারিল না, আমার পদতলে পড়িয়া
রহিল। ৪০ তুমি যুদ্ধ করিতে বলেতে আমার
কটি বন্ধন করিলা, ও আমার বিপক্ষগণকে আ-
মার বশীভূত করিলা। ৪১ এবং আমার শত্রু-
গণকে আমাহইতে পরাঙ্মুখ করিলা; তাহাতে
আমি আপন ঘৃণাকারিগণকে সংহার করিলাম।
৪২ তাহারা অবলোকন করিলেও তাহাদিগকে
রক্ষা করিতে কেহ ছিল না; এবং পরমেশ্বরের
প্রতি চাহিলেও তিনি উত্তর দিলেন না। ৪৩ তা-
হাতে আমি ভূমিস্থ ধূলির ন্যায় তাহাদিগকে
চূর্ণ করিলাম, এবং পথের কর্দ্দমের ন্যায় তাহা-
দিগকে দলিত ও বিস্তারিত করিলাম। ৪৪ তুমি
আমাকে স্বপ্রজাদের বিদ্রোহহইতে উদ্ধার করি-
লা, এবং অন্যদেশীয়দের মস্তকরূপে নিযুক্ত
করিলা, তাহাতে আমার অজ্ঞাত জাতিও আ-
মার সেবা করে। ৪৫ এবং বিদেশীয়েরা আমার
স্তব স্তুতি করে, ও আমার কথা শ্রবণমাত্র আ-
মার আজ্ঞাবর্ত্তী হয়। ৪৬ এবং বিদেশীয়েরা
উদ্বিগ্ন হইয়া আপনাদের গোপনীয় স্থানহইতে
কম্পান্বিত হইয়া আইসে।
৪৭ আমার পর্ব্বতস্বরূপ যে অমর পরমেশ্বর,
তিনি ধন্য; ও আমার ত্রাণজনক শৈলস্বরূপ
ঈশ্বর সর্ব্বদা উন্নত হউন্। ৪৮ হে ঈশ্বর, তুমি
আমার নিমিত্তে অন্যকে প্রতিফল দিয়া আমার
বশে প্রজাগণেকে দমন করিলা, ৪৯ ও শত্রুগণ-
হইতে আমাকে উদ্ধার করিলা; তুমি আমার
বিপক্ষগণের উপরে আমাকে উচ্চপদ দিলা,
ও দুর্ব্বৃত্ত লোকহইতে আমাকে মুক্ত করিলা।
৫০ অতএব হে পরমেশ্বর, আমি ভিন্নদেশীয়-
দের নিকটে তোমার গুণের প্রশংসা করিব,
ও তোমার নাম গান করিব। ৫১ তুমি স্বকৃত
রাজাকে মহাপরিত্রাণ দিয়া আপন অভিষিক্ত
ব্যক্তির অর্থাৎ দায়ূদের ও তাহার বংশের
সহিত সর্ব্বদা দয়া ব্যবহার করিবা।

২৩ অধ্যায়।

১ দায়ূদের শেষকথা, ৮ ও তাহার প্রধান লোকদের
নাম ও বিবরণ।

১ দায়ূদের শেষকথা। যিশয়ের পুত্র দায়ূদ্ কহে,
অর্থাৎ উচ্চীকৃত ও যাকুবের ঈশ্বরকর্তৃক অভি-
ষিক্ত ও ইস্রায়েলের মধুর গায়ক কহে। ২ আমা-
দ্বারা পরমেশ্বরের আত্মা কহেন, তাঁহার বাণী
আমার জিহ্বাগ্রে আছে। ৩ ইস্রায়েলের ঈশ্বর
কহেন, ইস্রায়েলের পর্ব্বতস্বরূপ ঈশ্বর আমাকে
এই কথা কহেন, এক ধার্ম্মিক ব্যক্তি মনুষ্যদের
রাজা হইবেন, তিনি ঈশ্বরের ভক্তিতে রাজত্ব
করিবেন। ৪ তিনি প্রাতঃকালীয় প্রভাবিশিষ্ট

সূর্য্যের ন্যায় উদিত হইবেন; সেই প্রাতঃকালে
(আকাশ) নির্ম্মলতাপ্রযুক্ত মেঘরহিত ও পৃথিবী
বৃষ্টিজাত তৃণেতে ভূষিত হইবে। ৫ আমার বংশ
ঈশ্বরের নিকটে কি স্থির নয়? তিনি সর্ব্ব বিষয়ে
সুনিশ্চিত ও অলঙ্ঘনীয় এক নিত্য নিয়ম আমার
সহিত করিয়াছেন; এই যে আমার ত্রাণ ও তাবৎ
বাঞ্ছা সিদ্ধিকারক, ইহা কি তিনি সফল করি-
বেন না? ৬ দুষ্ট লোক কণ্টকের ন্যায় দূরীকৃত
হইবে, কারণ তাহাদিগকে হস্তে ধরা যায় না।
৭ তাহাদিগকে স্পর্শ করাতে এক মনুষ্য প্রেক
ও বড়শাদ্বারা বিদ্ধ হইবেন, তাহাতে তাহারা
বাসস্থানে অগ্নিতে দগ্ধ হইবে।

৮ দায়ূদের বলবান্ লোকদের নাম। যে তখ-
মোনীয় যোশেব-বশেবৎ রথিদের মধ্যে প্রধান
ছিল, সে এক কালে হত আট শত লোকের
উপরে বড়শা চালাইল। ৯ এবং অহোহীয়
দোদয়ের পুত্র ইলিয়াসর্ দ্বিতীয় ছিল; যখন
ইস্রায়েল্ লোক অনুপস্থিত হইল, এমন সময়ে
একত্রীভূত পিলেষ্টীয়দের প্রতি স্পর্দ্ধা করিল
যে দায়ূদের সঙ্গী তিন জন বীর, তাহাদের মধ্যে
এই ব্যক্তি এক জন। ১০ সে দাঁড়াইয়া যে পর্য্যন্ত
তাহার হস্ত শ্রান্ত না হইল, তাবৎ তাহার হস্তে
খড়্গ দৃঢ় বদ্ধ হওয়াতে পিলেষ্টীয়দিগকে মা-
রিল; সে দিবসে পরমেশ্বর মহাজয় করাইলেন,
এবং লোকেরা কেবল লুট করিতে তাহার
পশ্চাৎ গেল। ১১ এবং হরারীয় আগির পুত্র
শম্ম তৃতীয় ছিল; এক মসুরক্ষেত্রের নিকটে
পিলেষ্টীয়েরা এক দলে একত্র হইলে যখন
লোকেরা পিলেষ্টীয়দের হইতে পলায়ন করিল,
১২ তখন শম্ম সেই ক্ষেত্রমধ্যে দাঁড়াইয়া তাহা
রক্ষা করিল, এবং পিলেষ্টীয়দিগকে বধ করিল,
তাহাতে পরমেশ্বর মহাজয় করাইলেন। ১৩ ত্রিশ
প্রধান লোকের মধ্যে এই তিন জন শস্যচ্ছেদন
সময়ে অদুল্লম্ গুহাতে দায়ূদের নিকটে আইলে
পিলেষ্টীয়দের সৈন্যগণ রিফায়ীম্ তলভূমিতে
শিবির স্থাপন করিয়াছিল, ১৪ এবং বৈৎলেহমেও
পিলেষ্টীয়দের সৈন্যদল ছিল। অপর দায়ূদ্
দুরাক্রম স্থানে থাকিয়া ১৫ পিপাসাযুক্ত হইয়া
কহিল, হায়! কে আমাকে বৈৎলেহমের দ্বার-
নিকটস্থ কূপেরি জল আনিয়া পান করিতে দিবে?
১৬ তাহাতে সেই তিন জন বীর পিলেষ্টীয়দের
সৈন্যমধ্য দিয়া যাইয়া বৈৎলেহমের দ্বারনিক-
টস্থ কূপের জল তুলিয়া লইয়া দায়ূদের নিকটে
আইল, কিন্তু দায়ূদ্ তাহা পান করিতে সম্মত
না হইয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে ঢালিয়া ফেলিল;
১৭ এবং কহিল, হে পরমেশ্বর, এমত কর্ম্ম যেন
আমি না করি; ইহা কি প্রাণপণে গমনকারি
মনুষ্যদের রক্ত নয়? সে তাহা পান করিতে
সম্মত হইল না, কিন্তু ঐ তিন জন বীর এমত
কর্ম্ম করিল। ১৮ আর সিরূয়ার পুত্র যোয়াবের
ভ্রাতা অবীশয় অন্য তিন জনের মধ্যে প্রধান
ছিল, সে তিন শত হত লোকের উপরে আপন
বড়শা চালাইয়া তিনের মধ্যে নামলব্ধ হইল।
১৯ সে কি ঐ তিনের মধ্যে মর্য্যাদাপন্ন নয়?
অতএব সে তাহাদের সেনাপতি হইল, তথাচ সে
প্রথম তিনের তুল্য ছিল না। ২০ এবং অনেক
কার্য্যকারি কব্সেলীয় এক বলবানের পৌত্র
যিহোয়াদার পুত্র যে বিনায়, সে সিংহতুল্য দুই
মোয়াবীয় লোককে বধ করিল; তদ্ভিন্ন সে হিমা-
নীর সময়ে যাইয়া গর্ত্তের মধ্যে এক সিংহকে
মারিল। ২১ এবং সে উত্তম বলবান এক মিস্রী-
য়কে বধ করিল। ঐ মিস্রীয়ের হস্তে এক বড়শা
ছিল, এবং ইহার হস্তে এক দণ্ড ছিল; পরে
সে যাইয়া মিস্রীয়ের হস্তহইতে বড়শা কাড়িয়া
লইয়া তাহারই বড়শাদ্বারা তাহাকে বধ করিল।
২২ যিহোয়াদার পুত্র বিনায় এই সকল কর্ম্ম
করিল, তাহাতে সে দ্বিতীয় তিন বীরের মধ্যে
নামলব্ধ হইল। ২৩ সে ঐ ত্রিশ জন অপেক্ষা
মর্য্যাদাপন্ন ছিল, কিন্তু প্রথম তিনের তুল্য ছিল
না; এবং দায়ূদ্ আত্মারক্ষার্থে তাহাকে সেনা-
পতি করিল। ২৪ এবং যোয়াবের ভ্রাতা অসা-
হেল্ ত্রিশের মধ্যে প্রধান ছিল; এবং বৈৎ-
লেহমস্থ দোদয়ের পুত্র ইল্হানন্, ২৫ ও হরো-
দীয় শম্ম, ও হরোদীয় ইলীকা, ২৬ ও পল্টীয়
হেলস্, ও তিকোয়ীয় ইক্কেশের পুত্র ঈরা,
২৭ ও অনাথোতীয় অবীয়েষর্, ও হূশাতীয়
মিবুন্নয়, ২৮ ও অহোহীয় সল্মোন্, ও নিটো-
ফাতীয় মহরয়, ২৯ ও নিটোফাতীয় বানার পুত্র
হেলদ্, ও বিন্যামীন্ বংশীয় গিবিয়ার রীবয়ের
পুত্র ইত্তয়, ৩০ ও পিরিয়াথোনীয় বিনায়, ও
গাশস্থ নদীর নিকটবাসী হিদ্দয়, ৩১ ও অর্বতীয়
অবিয়ল্বোন্, ও বহরূমীয় অস্মাবৎ, ৩২ ও
শাল্বীয় ইলিয়হবা, ও যাশেনের পুত্র যোনা-
থন্, ৩৩ ও হরারীয় শম্ম, ও হরারীয় সাখরের
পুত্র অহীয়াম, ৩৪ ও মাখাতীয়ের পৌত্র অহস্-
বয়ের পুত্র ইলীফেলট, ও গীলোনীয় অহী-
থোফলের পুত্র ইলীয়াম, ৩৫ ও কর্ম্মিলীয় হিস্রয়,
ও অর্বীয় পারয়, ৩৬ ও সোবা নিবাসি নাথ-
নের পুত্র যিগাল্, ও গাদীয় বানী, ৩৭ ও
অম্মোনীয় সেলক্, ও সিরূয়ার পুত্র যোয়াবের
অস্ত্রবাহক বেরোতীয় নহরয়, ৩৮ ও যিত্রীয় ঈরা
ও যিত্রীয় গারেব্, ৩৯ ও হিত্তীয় উরিয়; সর্ব্বশুদ্ধ
সাঁইত্রিশ জন ছিল।

২৪ অধ্যায়।

১ লোকদের গণনা করিতে দায়ূদের আজ্ঞা, ৫ ও
লোকদের গণনা করণ, ১০ ও তিন বিপদের

একক মনোনীত করিতে পরমেশ্বরের আজ্ঞা দেওন ও দায়ূদের মহামারী মনোনীত করণ, ১৬ ও মহামারীহইতে যিরূশালমের রক্ষা, ১৮ ও অরৌণার নিকটে শস্যমর্দ্দনস্থান ক্রয় করিয়া সেই স্থানে বেদি নির্ম্মাণ করণ।

১ পরে ইস্রায়েল্ বংশের প্রতি পরমেশ্বরের
ক্রোধ পুনর্ব্বার প্রজ্বলিত হওয়াতে ‘ইস্রায়েল্
বংশকে ও যিহূদা বংশকে গণনা কর,’ তাহা-
দের বিরুদ্ধে এই আজ্ঞা দিতে দায়ূদের প্রবৃত্তি
জন্মিল। ২ পরে রাজা আপন নিকটস্থ সেনা-
পতি যোয়াব্কে আজ্ঞা করিল, তোমরা দান্
অবধি বেরশেবা পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের তাবৎ
বংশ পর্য্যটন করিয়া লোকদিগকে গণনা কর,
আমি লোকদের সংখ্যা জানিব। ৩ তাহাতে
যোয়াব্ রাজাকে কহিল, এখন যত লোক আছে,
তোমার প্রভু পরমেশ্বর তাহার শত গুণ বৃদ্ধি
করুন, আমার প্রভু রাজা তাহা স্বচক্ষুতে দেখুন;
কিন্তু আমার প্রভু রাজার এ কর্ম্মেতে অভি-
লাষ কেন? ৪ তথাপি যোয়াবের ও সেনাপতি-
দের বাক্য অপেক্ষা রাজার বাক্য প্রবল হইল,
তাহাতে যোয়াব্ ও সেনাপতিগণ ইস্রায়েল্ লোক-
দিগকে গণনা করিতে রাজার সাক্ষাৎহইতে
গমন করিল।

৫ পরে তাহারা যর্দ্দন নদী পার হইয়া অরো-
য়েরে উপত্যকার মধ্যস্থিত নগরের দক্ষিণে
শিবির স্থাপন করিয়া যাসেরের দিকস্থ গাদের
(গণনা করিল।) ৬ পরে গিলিয়দে ও তহতীম্-
হদ্‌সি দেশে আইল; তাহার পর দানায়ানে
গিয়া ঘুরিয়া সীদোনে উপস্থিত হইল। ৭ পরে
সোরের দৃঢ় দুর্গে ও হিব্বীয়দের ও কিনানীয়-
দের নগর দিয়া গমন করিয়া যিহূদার দক্ষিণ
পার্শ্বে অর্থাৎ বেরশেবা পর্য্যন্ত গমন করিল।
৮ এই প্রকারে তাহারা দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ
করিয়া নয় মাস বিংশতি দিবসে যিরূশালমে
প্রত্যাগমন করিল। ৯ পরে যোয়াব্ রাজার
নিকটে ইস্রায়েল্ বংশের অস্ত্রধারি আট লক্ষ
বলবান লোকের ও যিহূদা বংশের পাঁচ লক্ষ
লোকের সংখ্যা দিল।

১০ এই রূপ গণনা হইলে পর দায়ূদ্ আপন
হৃদয়ে আঘাত পাইল; তাহাতে দায়ূদ্ পর-
মেশ্বরকে কহিল, আমি এই কার্য্য করাতে মহা-
পাপ করিলাম; এখন হে পরমেশ্বর, আমি
বিনয় করি, নিজ দাসের অপরাধ ক্ষমা কর, আমি
অতিশয় অজ্ঞানের কর্ম্ম করিলাম। ১১ পরে
দায়ূদ্ প্রত্যূষে উঠিলে দায়ূদের প্রদর্শক গাদ্
নামে ভবিষ্যদ্বক্তার নিকটে পরমেশ্বরের এই
বাক্য উপস্থিত হইল; ১২ তুমি যাইয়া দায়ূদ্কে
কহ, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি তোমার
সম্মুখে তিন দণ্ড রাখি, তাহার একটা মনোনীত
কর, আমি তাহাই তোমার প্রতি করিব। ১৩ তা-
হাতে গাদ্ দায়ূদের নিকটে যাইয়া তাহাকে
জ্ঞাত করিয়া কহিল, তোমার দেশে সাত বৎসর
ব্যাপিয়া কি দুর্ভিক্ষ হইবে? না তোমার শত্রু-
গণ তোমার পশ্চাৎ ধাবমান হইলে তুমি তা-
ড়িত হইয়া তাহাদের অগ্রে২ তিন মাস পর্য্যন্ত
পলায়ন করিবা? না তিন দিবস পর্য্যন্ত তোমার
দেশে মহামারী হইবে? ইহাতে যিনি আমাকে
পাঠাইলেন, তাঁহার কাছে কি উত্তর দিব? তাহা
এখন পরামর্শ করিয়া দেখ। ১৪ তাহাতে দায়ূদ্
গাদ্কে কহিল, আমি বড় বিপদ্গ্রস্ত হইলাম;
আমি এখন পরমেশ্বরের হস্তে পড়িতে চাহি,
কেননা তাঁহার কৃপা প্রচুর; কিন্তু মনুষ্যের
হস্তে পড়িতে চাহি না। ১৫ পরে প্রাতঃকাল
অবধি নিরূপিত সময় পর্য্যন্ত পরমেশ্বর ইস্রা-
য়েল্ বংশের প্রতি মহামারী পাঠাইলেন;
তাহাতে দান্ অবধি বেরশেবা পর্য্যন্ত লোক-
দের মধ্যে সত্তরি সহস্র জন মরিল।

১৬ পরে যখন দূত যিরূশালম্ বিনষ্ট করিতে
তাহার প্রতি হস্ত বিস্তার করিল, তখন পর-
মেশ্বর সেই বিপদের জন্যে অনুতাপ করিয়া ঐ
লোকবিনাশক দূতকে কহিলেন, যথেষ্ট হইল,
তোমার হস্ত সঙ্কুচিত কর। ১৭ তখন পরমে-
শ্বরের ঐ দূত যিবূষীয় অরৌণার শস্যমর্দ্দন-
স্থানের নিকটে ছিল। পরে দায়ূদ্ ঐ লোক-
হননকারি দূতকে দেখিয়া পরমেশ্বরকে কহিল,
আমিই পাপ করিলাম, ও আমিই অপরাধী
হইলাম, কিন্তু এই মেষগণ কি করিল? আমি
বিনয় করি, বরং আমার ও আমার পিতৃবং-
শের বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার কর।

১৮ সেই দিনে গাদ্ দায়ূদের কাছে যাইয়া
তাহাকে কহিল, তুমি যাইয়া যিবূষীয় অরৌ-
ণার শস্য মর্দ্দন স্থানে পরমেশ্বরের উদ্দেশে
এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ কর। ১৯ পরে দায়ূদ্
পরমেশ্বরের আজ্ঞামতে গাদের কথানুসারে
গমন করিলে ২০ অরৌণা দৃষ্টি করিয়া আপনার
নিকটে রাজাকে ও তাহার ভৃত্যগণকে আসিতে
দেখিয়া বাহিরে যাইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া রাজাকে
প্রণাম করিল। ২১ এবং অরৌণা জিজ্ঞাসা
করিল, আমার প্রভু রাজা আপন দাসের নিকটে
কি কারণ আইলেন? দায়ূদ্ কহিল, লোকদের
মধ্যে মহামারী যেন নিবৃত্ত হয়, এই জন্যে
পরমেশ্বরের উদ্দেশে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ
করিব; তন্নিমিত্তে তোমার কাছে এই শস্য-
মর্দ্দনস্থান ক্রয় করিতে আইলাম। ২২ তাহাতে
অরৌণা দায়ূদ্কে কহিল, আমার প্রভু রাজার
যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই লইয়া উৎসর্গ

করুন; দেখ, হোমবলির নিমিত্তে বৃষ আছে,
এবং কাষ্ঠের নিমিত্তে মর্দ্দনযন্ত্র ও বৃষদের সজ্জা
আছে। ২৩ পরে অরৌণা রাজার ন্যায় এই
সমস্ত রাজাকে দিল; এবং অরৌণা রাজাকে
কহিল, তোমার প্রভু পরমেশ্বর তোমাকে গ্রাহ্য
করুন। ২৪ পরে রাজা অরৌণাকে কহিল,
তাহা নয়, আমি মূল্যদ্বারা তোমার কাছে এই
সকল ক্রয় করিব; আমি আপন প্রভু পরমে-
শ্বরের উদ্দেশে বিনামূল্যের হোমবলি উৎসর্গ
করিব না। পরে দায়ূদ্ পঞ্চাশ শেকল্ রূপাতে
সেই শস্যমর্দ্দনস্থান ও বৃষ ক্রয় করিয়া লইল।
২৫ এবং দায়ূদ্ সেই স্থানে পরমেশ্বরের উদ্দেশে
এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া হোমবলি ও মঙ্গ-
লার্থক বলি উৎসর্গ করিল। তাহাতে পরমেশ্বর
প্রার্থনা শুনিয়া দেশের প্রতি অনুগ্রহ করিলে
ইস্রায়েলে মহামারী নিবৃত্ত হইল।

রাজাবলির প্রথম পুস্তক।

---

১ অধ্যায়।

১ দায়ূদের বৃদ্ধ বয়সে অবীশগের তাহার পরিচর্য্যা করণ, ৫ ও অদোনিয়ের রাজত্ব করিতে উদ্যত হওন, ১১ ও বৎশেবার প্রতি নাথনের পরামর্শ, ১৫ ও দায়ূদের প্রতি বৎশেবার নিবেদন, ২২ ও দায়ূদের প্রতি নাথনের কথা, ২৮ ও বৎশেবার প্রতি দায়ূদের পুনর্দ্দিব্য করণ, ৩২ ও দায়ূদের আজ্ঞাতে সুলেমানের অভিষিক্ত হওন, ৪১ ও অদোনিয় ও তাহার নিমন্ত্রিত লোকদের পলায়ন, ৫০ ও অদোনিয়ের প্রতি সুলেমানের ক্ষমা করণ।

১ পরে দায়ূদ্ রাজা বৃদ্ধ ও সম্পূর্ণবয়স্ক হইলে
লোকেরা তাহার গাত্রে অনেক বস্ত্র দিলেও
তাহা উষ্ণ হয় না। ২ এই জন্যে তাহার দাসগণ
তাহাকে কহিল, আমাদের প্রভু রাজার নিমিত্তে
এক যুবতি কন্যার অন্বেষণ করি; সে রাজার
সম্মুখে থাকিয়া রাজার পরিচর্য্যা করিবে, এবং
আমাদের প্রভু রাজার গাত্র যেন উষ্ণ হয়,
এই জন্যে আপনকার বক্ষঃস্থলে শয়ন করিবে।
৩ পরে তাহারা ইস্রায়েলের সকল অঞ্চলে অন্বে-
ষণ করিয়া শূনেমীয়া অবীশগ নামে এক সুন্দরী
কন্যাকে পাইয়া রাজার নিকটে আনিল। ৪ ঐ
যুবতি অতি সুন্দরী ছিল, এবং রাজার পরি-
চর্য্যা করিয়া তাহার সেবা করিত, তথাপি রাজা
তাহাতে উপগত হইল না।

৫ ঐ সময়ে হগীতের গর্ভজাত অদোনিয় অভি-
মান করিয়া, 'আমি রাজত্ব করিব,' এই কথা
কহিয়া রথ ও অশ্বারূঢ়গণকে ও অগ্রগামি পঞ্চাশ
জনকে প্রস্তুত করিয়াছিল। ৬ কিন্তু তুমি কেন
ইহা কর? এমত কথাদ্বারা তাহার পিতা পূর্ব্বে
তাহাকে কখনো অসন্তুষ্ট করে নাই। সে অবশা-
লোমের পরে জন্মিয়াছিল, আর সেও পরম
সুন্দর পুরুষ ছিল। ৭ পরে সে সিরুয়ার পুত্র যো-
য়াবের ও অবিয়াথর যাজকের সহিত মন্ত্রণা করি-
ল; তাহাতে তাহারা অদোনিয়ের অনুগত হইয়া
তাহার উপকার করিল। ৮ কিন্তু সাদোক্ যাজক
ও যিহোয়াদার পুত্র বিনায় ও নাথন্ ভবিষ্যদ্বক্তা
ও শিমিয়ি ও রেয়ি ও দায়ূদের নিকটস্থ বলবান
লোকেরা অদোনিয়ের অনুগত হইল না। ৯ পরে
অদোনিয় ঐন্-রোগেলের পার্শ্বস্থ সোহেলৎ
প্রস্তরের নিকটে মেষ বলদাদি পুষ্ট পশুদিগকে
বধ করিয়া আপন ভ্রাতা সমস্ত রাজপুত্রদিগকে
ও যিহূদীয় রাজভৃত্যদিগকে নিমন্ত্রণ করিল।
১০ কিন্তু নাথন্ ভবিষ্যদ্বক্তাকে ও বিনায়কে ও
বলবান লোকদিগকে ও আপন ভ্রাতা সুলেমান্-
কে নিমন্ত্রণ করিল না।

১১ অতএব নাথন্ সুলেমানের মাতা বৎশে-
বাকে কহিল, আমাদের প্রভু দায়ূদ্ রাজার
অজ্ঞাতসারে হগীতের পুত্র অদোনিয় রাজত্ব
লইল, ইহা কি তুমি শুন নাই? ১২ অতএব
আইস, আমি এখন তোমাকে মন্ত্রণা দি; তাহাতে
তুমি আপন প্রাণ ও আপন পুত্র সুলেমানের
প্রাণ রক্ষা করিবা। ১৩ তুমি চল, দায়ূদ্ রাজার
নিকটে যাইয়া তাহাকে কহ, হে আমার প্রভো
রাজন্, 'আমার পরে তোমার পুত্র সুলেমান্
রাজত্ব পাইবে ও আমার সিংহাসনোপবিষ্ট
হইবে,' এই কথা কহিয়া কি আপন দাসীর
কাছে আপনি দিব্য করেন নাই? তবে অদো-
নিয় কেন রাজত্ব পাইল? ১৪ এবং দেখ,
রাজার কাছে তোমার কথার শেষ না হইতে
আমিও তোমার পশ্চাদ্ আসিয়া তোমার কথা
স্থির করিব।

১৫ পরে বৎশেবা গর্ভগৃহমধ্যে রাজার নিকটে
গেল; তৎকালে রাজা অতি বৃদ্ধ ছিল, এবং
শূনেমীয়া অবীশগ্ রাজার সেবা করিতেছিল।
১৬ তখন বৎশেবা দণ্ডবৎ হইয়া রাজাকে প্রণাম
করিল; তাহাতে রাজা জিজ্ঞাসিল, তোমার কি
হইল? ১৭ তাহাতে সে কহিল, হে আমার
প্রভো, 'আমার পরে তোমার পুত্র সুলেমান্

রাজত্ব পাইবে ও আমার সিংহাসনোপবিষ্ট
হইবে,' এই কথা কহিয়া আপনি কি আপন
প্রভু পরমেশ্বরের নাম লইয়া আপন দাসীর
কাছে দিব্য করেন নাই? ১৮ কিন্তু হে আমার
প্রভো রাজন্, দেখুন, এখন আপনকার অজ্ঞাত-
সারে অদোনিয় রাজত্ব পাইল; ১৯ এবং অনেক
বলদ ও পুষ্ট পশু ও মেষ বধ করিয়া সমস্ত
রাজপুত্রকে ও অবিয়াথর্ যাজককে ও সেনাপতি
যোয়াব্‌কে নিমন্ত্রণ করিল, কিন্তু আপনকার দাস
সুলেমান্‌কে নিমন্ত্রণ করিল না। ২০ হে আমার
প্রভো রাজন্, আপনকার পরে আমার প্রভু রা-
জার সিংহাসনে কে উপবিষ্ট হইবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট
হওনের অপেক্ষাতে ইস্রায়েলের সমস্ত বংশের
দৃষ্টি আপনকার প্রতি আছে। ২১ আপনি যদি
তাহা না কহেন, তবে আমার প্রভু রাজা পিতৃ-
লোকদের মত মহানিদ্রিত হইলে আমি ও আ-
মার পুত্র সুলেমান্, আমরা দোষীকৃত হইব।

২২ রাজার সহিত তাহার এই রূপ কথোপ-
কথন হইতেছে, ইতিমধ্যে নাথন্ ভবিষ্যদ্বক্তা
আইল। ২৩ তাহাতে কেহ রাজাকে কহিল,
নাথন্ ভবিষ্যদ্বক্তা উপস্থিত আছে। পরে নাথন্
রাজার সম্মুখে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া রাজাকে
প্রণাম করিয়া ২৪ এই কথা কহিল, হে আমার
প্রভো রাজন্, আমার পরে অদোনিয় রাজত্ব
পাইবে ও আমার সিংহাসনোপবিষ্ট হইবে,
আপনি কি এমত কথা কহিলেন? ২৫ কেননা
সে অদ্যই যাইয়া বিস্তর গবাদি পুষ্ট পশুদিগকে
ও মেষদিগকে বধ করিয়া সমস্ত রাজপুত্রকে ও
সেনাপতিগণকে ও অবিয়াথর্ যাজককে নিমন্ত্রণ
করিল; এবং দেখুন, তাহারা তাহার সাক্ষাতে
ভোজন পান করিতেছে, 'এবং অদোনিয় রাজা
চিরজীবী হউন,' এই কথা কহিতেছে। ২৬ কিন্তু
আপনকার দাস যে আমি, আমাকে ও সাদোক
যাজককে ও যিহোয়াদার পুত্র বিনায়কে ও
আপনকার দাস সুলেমান্‌কে সে নিমন্ত্রণ করিল
না। ২৭ আমার প্রভু রাজার পরে কে আপন-
কার সিংহাসনোপবিষ্ট হইবে, তাহা আপন
দাসকে জ্ঞাত না করিয়া আমার প্রভু রাজা কি
এই কর্ম্ম করিলেন?

২৮ তাহাতে দায়ূদ্ রাজা উত্তর করিল, বৎ-
শেবাকে আমার নিকটে ডাকিয়া আন; পরে সে
রাজার নিকটে আসিয়া তাহার সম্মুখে দণ্ডায়-
মানা হইলে, ২৯ রাজা এই দিব্য করিয়া কহিল,
সর্ব্বপ্রকার ক্লেশহইতে আমার প্রাণ রক্ষাকারি
পরমেশ্বর যদি অমর হন, ৩০ তবে আমার পরে
তোমার পুত্র সুলেমান্ রাজত্ব পাইবে, ও
আমার পদে আমার সিংহাসনোপবিষ্ট হইবে,
তোমার নিকটে ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের
নাম লইয়া এই যে দিব্য করিয়াছি, অদ্যই
তাহা পালন করিব। ৩১ তখন বৎশেবা ভূমিষ্ঠ
হইয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া কহিল, আমার
প্রভু দায়ূদ্ রাজা চিরজীবী হউন।

৩২ পরে দায়ূদ রাজা কহিল, সাদোক্ যাজক-
কে ও নাথন্ ভবিষ্যদ্বক্তাকে ও যিহোয়াদার পুত্র
বিনায়কে আমার কাছে ডাকিয়া আন; পরে
তাহারা রাজার নিকটে আইলে ৩৩ রাজা তা-
হাদিগকে কহিল, তোমরা আপন প্রভুর সেব-
কগণকে সঙ্গে লইয়া আমার পুত্র সুলেমান্‌কে
আমার নিজ অশ্বতরে আরোহণ করাইয়া গী-
হোনে লইয়া যাও। ৩৪ সেই স্থানে সাদোক্
যাজক ও নাথন্ ভবিষ্যদ্বক্তা ইস্রায়েলের উপরে
তাহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করুক, এবং তোমরা
সকলে তূরী বাজাইয়া, 'সুলেমান্ রাজা চির-
জীবী হউন,' এই কথা কহ। ৩৫ পরে তাহার
পশ্চাৎ২ ফিরিয়া আইস। সে আসিয়া আমার
সিংহাসনোপবিষ্ট হইবে, এবং সে আমার
পদে রাজত্ব করিবে; আমি ইস্রায়েলের ও
যিহূদার উপরে রাজত্ব করিতে তাহাকে নিরূ-
পণ করিলাম। ৩৬ তাহাতে যিহোয়াদার পুত্র
বিনায় রাজাকে কহিল, তাহাই হউক, আমার
প্রভু রাজার প্রভু পরমেশ্বরও তাহাই কহুন।
৩৭ যেমন পরমেশ্বর আমার প্রভু রাজার সহ-
বর্ত্তী, তদ্রূপ সুলেমানেরও সহবর্ত্তী হউন, এবং
আমার প্রভু দায়ূদ্ রাজার সিংহাসনহইতে
তাহার সিংহাসন বড় করুন। ৩৮ অপর সা-
দোক্ যাজক ও নাথন্ ভবিষ্যদ্বক্তা ও যিহোয়া-
দার পুত্র বিনায় ও কিরেথীয়েরা ও পিলেথী-
য়েরা যাইয়া দায়ূদ্ রাজার অশ্বতরের উপরে
সুলেমান্‌কে আরোহণ করাইয়া গীহোনে লইয়া
গেল। ৩৯ পরে সাদোক্ যাজক পবিত্র আবা-
সের মধ্যহইতে তৈলপূর্ণ শৃঙ্গ লইয়া সুলেমানের
অভিষেক করিল; পরে তূরী বাজাইলে তাবৎ
লোক কহিল, 'সুলেমান রাজা চিরজীবী হউন।'
৪০ এবং সমস্ত লোক তাহার পশ্চাৎ২ আইল,
এবং তাহারা মহানন্দে ও উল্লাসে এমত বাদ্য
করিল, যে তাহার শব্দে পৃথিবী বিদীর্ণ হইল।

৪১ পরে অদোনিয় ও তাহার সঙ্গি নিমন্ত্রিত
লোকেরা ভোজন পান সাঙ্গ করিবামাত্র সেই
ধ্বনি শুনিল, এবং যোয়াব্ তূরীধ্বনি শুনিয়া
কহিল, অদ্য নগরে এত কলরব কেন হইতেছে?
৪২ সে এই কথা কহিতেছে, এমত সময়ে অবি-
য়াথর যাজকের পুত্র যোনাথন্ উপস্থিত হইল।
অদোনিয় তাহাকে কহিল, নিকটে আইস, তুমি
উপযুক্ত লোক, সুসমাচার আনিয়া থাকিবা।
৪৩ তখন যোনাথন্ অদোনিয়কে কহিল, সত্য,
আমাদের প্রভু দায়ূদ্ রাজা সুলেমান্‌কে রাজত্ব-

পদে নিযুক্ত করিলেন। [৪৪] রাজা সাদোক্ যাজ-
ককে ও নাথন্ ভবিষ্যদ্বক্তাকে ও যিহোয়াদার
পুত্র বিনায়কে এবং কিরেথীয়দিগকে ও পিলে-
থীয়দিগকে তাহার সঙ্গে প্রেরণ করিলেন;
তাহারা তাহাকে রাজার অশ্বতরে আরোহণ
করাইল; [৪৫] এবং সাদোক্ যাজক ও নাথন্
ভবিষ্যদ্বক্তা তাহাকে গীহোনে রাজ্যাভিষিক্ত
করিল; এবং তাহারা তথাহইতে এমত আনন্দ
করিতে২ আইল, যে তাহার ধ্বনিতে সকল
নগর পরিপূর্ণ হইল; তোমরা এখন যে ধ্বনি
শুনিলা, সে সেই ধ্বনি। [৪৬] আর সুলেমান্
রাজকীয় সিংহাসনে বসিল। [৪৭] এবং রাজ-
ভৃত্যগণ আমাদের প্রভু দায়ূদ্ রাজাকে এই
কথা কহিয়া আশীর্ব্বাদ করিল, ঈশ্বর তোমার
নামহইতে সুলেমানের নাম বৃদ্ধি করুন, ও
তোমার সিংহাসনহইতে তাহার সিংহাসন
বৃদ্ধি করুন; তাহাতে রাজা শয্যাতে থাকিয়া
নমস্কার করিল। [৪৮] আরও রাজা এই কথা
কহিল, ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর ধন্য, যে-
হেতুক তিনি আমার সিংহাসনোপবিষ্ট এক
পুত্রকে চাক্ষুষ দেখিতে আমাকে দিয়াছেন।
[৪৯] তাহাতে অদোনিয়ের সঙ্গি নিমন্ত্রিত লো-
কেরা ভীত হইয়া প্রত্যেক জন উঠিয়া আপন২
পথে চলিয়া গেল।

[৫০] আর অদোনিয় সুলেমান্হইতে ভীত হইয়া
উঠিয়া যাইয়া হোমবেদির চূড়া আশ্রয় করিল।
[৫১] পরে সুলেমানের নিকটে কেহ এই কথা
কহিল, দেখ, সুলেমান্ রাজার ভয়ে অদোনিয়
হোমবেদির চূড়া আশ্রয় করিল, এবং কহিল,
সুলেমান্ রাজা আপন দাসকে খড়্গদ্বারা বধ
করিবে না, আমার নিকটে অদ্য এই দিব্য
করুক। [৫২] তাহাতে সুলেমান্ কহিল, যদি সে
আপনাকে যোগ্য পুরুষ দেখায়, তবে তাহার
এক কেশও ভূমিতে পতিত হইবে না; কিন্তু
যদি তাহার মধ্যে দুষ্টতা প্রকাশ পায়, তবে
সে মরিবে। [৫৩] পরে সুলেমান্ রাজা লোক
প্রেরণ করিলে তাহারা তাহাকে বেদিহইতে
নামাইয়া আনিল; তাহাতে সে আসিয়া সুলে-
মান্ রাজাকে প্রণাম করিলে সুলেমান্ তাহাকে
কহিল, তুমি আপন গৃহে যাও।

২ অধ্যায়।

১ সুলেমানের প্রতি দায়ূদের শেষকথা, ৫ ও যোয়া-
বের ও বর্সিল্লয়ের পুত্রগণের ও শিমিয়ির বিষয়ে
তাহার কথা, ১০ ও দায়ূদের মৃত্যু ও সুলেমানের
রাজত্ব করণের কথা, ১৩ ও অদোনিয় অবীশগ্কে
বিবাহ করিতে চাহিলে সুলেমান্দ্বারা হত হওন,
২৬ ও রক্ষিত অবিয়াথরের পদচ্যুত হওন, ২৮ ও
বেদির চূড়াতে যোয়াবের আশ্রয় লওন, ৩৫ ও যো-
য়াবের পদে বিনায়কে ও অবিয়াথরের পদে সাদো-
ক্কে নিযুক্ত করণ, ৩৬ ও রাজার আজ্ঞা ব্যতিরেকে
গাৎ নগরে যাওন প্রযুক্ত শিমিয়ির হত হওন।

[১] পরে দায়ূদের মৃত্যুকাল নিকট হইলে সে
আপন পুত্র সুলেমান্কে এই আজ্ঞা দিয়া
কহিল; [২] আমি মর্ত্যমাত্রের গন্তব্য পথে গমন
করি; তুমি বলবান হইয়া পুরুষত্ব প্রকাশ
কর। [৩] তুমি যে সকল কর্ম্ম করিবা, ও যে
কোন স্থানে গমন করিবা, তাহাতে যেন তো-
মার মঙ্গল হয়, এই জন্যে তুমি আপন প্রভু
পরমেশ্বরের বিধান পালন করিয়া তাঁহার পথে
চল, এবং মূসার ব্যবস্থাতে লিখিত তাঁহার তাবৎ
বিধি ও আজ্ঞা ও রাজনীতি ও প্রমাণকথা পালন
কর। [৪] তাহাতে তোমার সন্তানেরা যদি সমস্ত
অন্তঃকরণের ও সমস্ত মনের সহিত আমার
সম্মুখে সত্য আচরণ করিতে আপনাদের পথে
সাবধান হয়, তবে ইস্রায়েলের সিংহাসনে
উপবিষ্ট হইতে তোমার বংশে লোকের অভাব
হইবে না, পরমেশ্বর আমার বিষয়ে এই যে
কথা কহিয়াছেন, তাহা সিদ্ধ করিবেন।

[৫] আর সিরুয়ার পুত্র যোয়াব আমার প্রতি
যাহা করিয়াছে, এবং ইস্রায়েলের দুই সেনা-
পতির প্রতি অর্থাৎ নেরের পুত্র অব্নেরের
ও যেথরের পুত্র অমাসার প্রতি যাহা করি-
য়াছে, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ; সে তাহাদিগকে
বধ করিয়া সন্ধিসময়ে যুদ্ধসময়ের ন্যায়
তাহাদের রক্তপাত করিল, এবং সেই রক্ত
তাহার কটিবন্ধনে ও পাদস্থিত পাদুকাতে লা-
গিল। [৬] অতএব তুমি আপন জ্ঞানানুসারে
তাহার প্রতি ব্যবহার করিবা; পক্বকেশ বিশিষ্ট
তাহার মস্তককে শান্তিপূর্ব্বক পরলোকে যাইতে
দিও না। [৭] কিন্তু গিলিয়দীয় বর্সিল্লয়ের পুত্র-
গণের প্রতি প্রীতি দর্শাও, এবং তোমার ভো-
জনাসনে উপবিষ্ট লোকদের মধ্যে তাহাদিগকে
স্থান দেও; কেননা তোমার ভ্রাতা অবশা-
লোমের ভয়ে আমার পলায়ন সময়ে তাহারা
আমার নিকটে স্থির থাকিল। [৮] এবং বহু-
রীমস্থ বিন্যামীনীয় গেরার পুত্র যে শিমিয়ি
তোমার কাছে আছে, সে মহনয়িমে আমার
গমন দিবসে আমাকে প্রচণ্ড শাপ দিয়াছিল;
পরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যর্দ্দনে
আইলে আমি পরমেশ্বরের নাম লইয়া, 'তো-
মাকে খড়্গদ্বারা বধ করিব না,' এই দিব্য
করিয়াছিলাম। [৯] কিন্তু তুমি তাহাকে নিরপরাধ
জ্ঞান করিবা না; তুমি জ্ঞানবান, অতএব তা-
হার প্রতি তোমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা বুঝ;
তাহার পক্বকেশ বিশিষ্ট মস্তক রক্তের সহিত
পরলোকে পাঠাইবা।

১০ পরে দায়ূদ্ আপন পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইয়া দায়ূদ্‌নগরে কবরপ্রাপ্ত হইল। ১১ এই দায়ূদ্ ইস্রায়েল্ বংশের উপরে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিল, অর্থাৎ হিব্রোণে সাত বৎসর ও যিরূশালমে তেত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিল। ১২ পরে সুলেমান্ আপন পিতা দায়ূদের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে তাহার রাজ্য অতি সুস্থির হইল।

১৩ পরে হগীতের পুত্র অদোনিয় সুলেমানের মাতা বৎশেবার নিকটে গেল। তাহাতে সে জিজ্ঞাসিল, তোমার আগমন কি শুভ? সে উত্তর করিল, শুভ। ১৪ আরো কহিল, তোমার কাছে আমার কিছু বক্তব্য আছে। বৎশেবা কহিল, কহ। ১৫ পরে সে কহিল, রাজ্য আমার ছিল, এবং আমি যে রাজত্ব করি, ইহা ইস্রায়েলের সকল লোকের মনস্থ ছিল, তাহা তুমি জ্ঞাতা আছ; কিন্তু রাজ্য আমাহইতে গিয়া আমার ভ্রাতার হস্তগত হইল; কেননা পরমেশ্বর তাহার প্রতি তাহা বর্ত্তাইলেন। ১৬ এখন আমি তোমার কাছে এক নিবেদন করি, তুমি অস্বীকার করিও না। তাহাতে সে কহিল, কহ। ১৭ পরে অদোনিয় কহিল, আমি নিবেদন করি, তুমি শূনেমীয়া অবীশগের সহিত আমার বিবাহ দিতে সুলেমান্ রাজাকে কহ, তিনি তোমার কথাতে অস্বীকার করিবেন না। ১৮ তাহাতে বৎশেবা কহিল, ভাল, আমি তোমার নিমিত্তে রাজাকে কহিব। ১৯ পরে বৎশেবা অদোনিয়ের জন্যে কহিতে সুলেমান্ রাজার নিকটে গেল; তাহাতে রাজা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে উঠিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। পরে সে আপন সিংহাসনেতে বসিল, এবং রাজমাতার কারণ আসন স্থাপন করাইলে সে তাহার দক্ষিণ দিগে বসিল। ২০ এবং কহিল, আমি কিঞ্চিৎ নিবেদন করি, আমার কথায় অস্বীকার করিও না। তাহাতে রাজা কহিল, হে মাতঃ, কহ, আমি তোমার কথায় অস্বীকার করিব না। ২১ তখন সে কহিল, শূনেমীয়া অবীশগের সহিত তোমার ভ্রাতা অদোনিয়ের বিবাহ দিতে হইবে। ২২ তাহাতে সুলেমান রাজা আপন মাতাকে উত্তর করিল, তুমি অদোনিয়ের নিমিত্তে শূনেমীয়া অবীশগ্‌কে কেন চাহ? বরং সে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হওয়াতে তাহার নিমিত্তে, অর্থাৎ তাহার ও অবিয়াথর যাজকের ও সিরূয়ার পুত্র যোয়াবের নিমিত্তে রাজ্য চাহ। ২৩ পরে সুলেমান্ রাজা পরমেশ্বরের নাম লইয়া দিব্য করিয়া কহিল, এই কথা কহাতে যদি অদোনিয়ের প্রাণ না যায়, তবে ঈশ্বর আমাকে অমুক ও ততোধিক দণ্ড দিউন। ২৪ যিনি আপন প্রতিজ্ঞানুসারে আমাকে সুস্থির করিয়া আমার পিতা দায়ূদের সিংহাসনে আমাকে উপবিষ্ট করিয়াছেন ও আমার বংশকে স্থির করিয়াছেন, সেই পরমেশ্বরের অমরতার দিব্য করিয়া কহিতেছি, অদোনিয় অদ্যই হত হইবে। ২৫ তখন সুলেমান্ রাজা যিহোয়াদার পুত্র বিনায়কে প্রেরণ করিলে সে তাহাকে আক্রমণ করিয়া বধ করিল।

২৬ পরে রাজা অবিয়াথর যাজককে কহিল, তুমিও বধযোগ্য বট, কিন্তু পূর্ব্বে আমার পিতা দায়ূদের সম্মুখে প্রভু পরমেশ্বরের সিন্দুক বহন করিয়াছিলা, এবং আমার পিতার সঙ্গে সকল ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলা, এই জন্যে আমি তোমাকে এই ক্ষণে বধ করিব না; তুমি অনাথোতে আপন ক্ষেত্রে যাও। ২৭ এই রূপে সুলেমান্ অবিয়াথর্ যাজককে পরমেশ্বরের যাজন কার্য্যহইতে দূর করিয়া দিল; তাহাতে পরমেশ্বর শীলোতে এলি বংশের বিষয়ে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধ হইল।

২৮ যোয়াব্ যদ্যপি অবশালোমের পক্ষপাতী হয় নাই, তথাপি অদোনিয়ের পক্ষপাতী হইয়াছিল; এই জন্যে তাহার নিকটে সেই সমাচার আইলে সে পরমেশ্বরের আবাসে পলাইয়া হোমবেদির চূড়া আশ্রয় করিল। ২৯ পরে যোয়াব্ পলাইয়া পরমেশ্বরের আবাসে আশ্রয় লইয়া বেদির পার্শ্বে আছে, এই কথা কেহ সুলেমান্ রাজাকে কহিলে সে যিহোয়াদার পুত্র বিনায়কে প্রেরণ করিয়া কহিল, তুমি যাইয়া তাহাকে আক্রমণ কর। ৩০ তাহাতে বিনায় পরমেশ্বরের আবাসে গমন করিয়া তাহাকে কহিল, রাজা কহিলেন, তুমি বাহিরে আইস। তাহাতে সে কহিল, না২, আমি এই স্থানে মরিব। তখন বিনায় তাহার উত্তর রাজাকে জানাইয়া কহিল, যোয়াব্ এই রূপ কথা বলিল, ও এই রূপ উত্তর দিল। ৩১ তখন রাজা কহিল, তুমি তাহার কথানুসারেই কর্ম্ম কর, তাহাকে আঘাত করিয়া কবর দেও; তাহাতে যোয়াব্ নিরপরাধির যে রক্তপাত করিয়াছে, তজ্জন্য অপরাধ আমাহইতে ও আমার পিতৃবংশহইতে দূর করিবা। ৩২ সে আমার পিতা দায়ূদের অজ্ঞাতসারে আপনাহইতে ধার্ম্মিক ও উত্তম দুই ব্যক্তিকে, অর্থাৎ ইস্রায়েলের সেনাপতি নেরের পুত্র অব্‌নেরকে, ও যিহূদার সেনাপতি যেথরের পুত্র অমাসাকে আক্রমণ করিয়া খড়্গদ্বারা বধ করিয়াছিল; এখন পরমেশ্বরদ্বারা তাহার সেই রক্তপাতজন্য

অপরাধ তাহারই প্রতি বর্ত্তিবে। [৩৩] তাহাদের
রক্তপাতজন্য অপরাধ যোয়াবের ও তাহার
বংশের প্রতি সর্ব্বদা বর্ত্তিবে, কিন্তু পরমেশ্বর-
দ্বারা দায়ূদের ও তাহার বংশের ও তাহার
পরিজনের ও তাহার সিংহাসনের প্রতি শান্তি
সর্ব্বদা বর্ত্তিবে। [৩৪] পরে যিহোয়াদার পুত্র
বিনায় তাহার নিকটে গিয়া তাহাকে আক্রমণ
করিয়া বধ করিল, এবং প্রান্তরে তাহার বা-
টীতে তাহার কবর দেওয়া গেল।

[৩৫] পরে রাজা তাহার পদে যিহোয়াদার
পুত্র বিনায়কে সেনাপতি করিল, এবং অবিয়া-
থরের পদে সাদোক্‌কে যাজক করিল।

[৩৬] তাহার পরে রাজা দূত প্রেরণ করিয়া
শিমিয়িকে আনাইয়া কহিল, তুমি যিরূশালমে
আপনার জন্যে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সেই
স্থানে বাস কর, তথাহইতে অন্য কোন স্থানে
যাইও না। [৩৭] যে দিবসে তুমি বাহির হইয়া
কিদ্রোণ স্রোত পার হইবা, সেই দিবসে অব-
শ্য হত হইবা; তোমার রক্তপাতজন্য অপ-
রাধ তোমারই প্রতি বর্ত্তিবে, ইহা নিশ্চয় জ্ঞাত
হও। [৩৮] তাহাতে শিমিয়ি রাজাকে কহিল, এই
কথা উত্তম; আমার প্রভু রাজা যেমন কহি-
লেন, আপনকার দাস তদনুসারেই করিবে।
পরে শিমিয়ি অনেক দিন পর্য্যন্ত যিরূশালমে
বসতি করিল। [৩৯] তিন বৎসরের পরে শিমি-
য়ির দুই দাস পলায়ন করিয়া মাখার পুত্র
আখীশ্‌ নামে গাতীয় রাজার নিকটে গেল;
[৪০] তাহাতে তোমার দাসগণ গাতে আছে, এই
কথা লোকেরা শিমিয়িকে কহিলে, সে উঠিয়া
গর্দ্দভ সাজাইয়া দাসগণের অন্বেষণে গাতে
আখীশের নিকটে গেল, এবং শিমিয়ি যাইয়া
গাৎহইতে আপন দাসগণকে আনিল। [৪১] পরে
শিমিয়ি যিরূশালমহইতে গাতে গিয়াছে, এখন
ফিরিয়া আইল, এই কথা কেহ সুলেমানের
নিকটে কহিলে, [৪২] রাজা দূত প্রেরণ করিয়া
শিমিয়িকে আনাইয়া তাহাকে কহিল, 'যে
দিবসে তুমি বাহিরে যাইয়া স্থানান্তরে ভ্রমণ
করিবা, সেই দিবসে অবশ্য হত হইবা, ইহা
নিশ্চয় জ্ঞাত হও,' আমি পরমেশ্বরের নামে
তোমাকে শপথ করাইয়া কি এই কথা জানাই
নাই? তাহাতে তুমি কহিয়াছিলা, আমার
শ্রুত যে কথা তাহাই উত্তম। [৪৩] তবে তুমি
পরমেশ্বরের দিব্য ও তোমাকে দত্ত আমার
আজ্ঞা কেন পালন কর নাই? [৪৪] রাজা শিমি-
য়িকে আরো কহিল, আমার পিতা দয়ূদের
প্রতি তোমার কৃত যে দুষ্টতার বিষয়ে তোমার
মন প্রমাণ দেয়, তাহা তুমি জান; এখন পর-
মেশ্বর তোমার দুষ্টতার ফল তোমার মস্তকে
বর্ত্তাইলেন। [৪৫] কিন্তু সুলেমান্‌ রাজা আশী-
র্ব্বাদ পাইবে, ও পরমেশ্বরের সম্মুখে দায়ূদের
সিংহাসন সর্ব্বদা স্থির থাকিবে। [৪৬] পরে রাজা
যিহোয়াদার পুত্র বিনায়কে আজ্ঞা করিলে সে
যাইয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়া বধ করিল;
এই রূপে সুলেমানের হস্তে রাজ্য স্থির হইল।

৩ অধ্যায়।

১ ফিরৌণের কন্যার সহিত সুলেমানের বিবাহ, ২৩ টিকরস্থানে বলিদান, ৫ ও জ্ঞানার্থে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ১৬ দুই বেশ্যার বালকের বিষয়ে বিচার করণ ও তদ্দ্বারা তাহার সুখ্যাতি।

[১] পরে সুলেমান্‌ রাজা মিসরের ফিরৌণ্‌ রা-
জার সহিত কুটুম্বতা করিয়া ফিরৌণের কন্যাকে
বিবাহ করিল, এবং যে পর্য্যন্ত আপন গৃহ ও
পরমেশ্বরের মন্দির ও যিরূশালমের চতুর্দ্দিকস্থ
প্রাচীরের নির্ম্মাণ সমাপ্ত না হইল, তাবৎ তা-
হাকে দায়ূদ্‌নগরে আনিয়া রাখিল।

[২] আর সেই কাল পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের না-
মের উদ্দেশে মন্দির নির্ম্মিত হয় নাই, এই
জন্যে লোকেরা নানা টিকরস্থানে বলিদান
করিত। [৩] সুলেমান্‌ আপন পিতা দায়ূদের
বিধ্যনুসারে আচরণ করিতে২ পরমেশ্বরকে
প্রেম করিত বটে, তথাপি টিকরস্থানে বলিদান
করিত ও ধূপ জ্বালাইত। [৪] তদনুসারে রাজা
বলিদান করণার্থে গিবিয়োনে যাইয়া তথাকার
বেদিতে এক সহস্র হোমবলি দান করিল, কেননা
সে প্রধান টিকরস্থান ছিল।

[৫] গিবিয়োনে পরমেশ্বর রাত্রিতে স্বপ্নযোগে
সুলেমান্‌কে দর্শন দিলেন। ঈশ্বর কহিলেন,
আমার দাতব্য বর তুমি প্রার্থনা কর। [৬] তা-
হাতে সুলেমান্‌ কহিল, তোমার দাস আমার
পিতা দায়ূদ্‌ তোমার গোচরে সত্যতাতে ও
ধর্ম্মে ও সরলান্তঃকরণে আচরণ করিলে তুমি
তদনুসারে তাহার প্রতি বড় দয়া প্রকাশ করি-
য়াছ, বিশেষতঃ তাহার সিংহাসনে অদ্য উপ-
বিষ্ট হইতে এক পুত্রকে দিয়াছ, তাহার প্রতি
এই বড় দয়া করিয়াছ। [৭] এখন, হে আমার
প্রভো পরমেশ্বর, তুমি আমার পিতা দায়ূদের
পদে আপন দাসকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলা,
কিন্তু আমি ক্ষুদ্র বালক, বহির্গমন করিতে ও
ভিতরে আসিতে জানি না। [৮] তোমার এই
দাস যাহাদের মধ্যে আছে, তোমার মনো-
নীত সেই প্রজারা মহান্‌ এবং বাহুল্য প্রযুক্ত
অসংখ্য ও অগণ্য এক জাতি। [৯] অতএব
তোমার এই প্রজাদের বিচার করিতে ও ভাল
মন্দ বিশেষ জানিতে তোমার দাসের মনে জ্ঞান
দেও, নতুবা তোমার এত প্রজার বিচার করা

কাহার সাধ্য ? ১০ তখন প্রভু সুলেমানের এই
রূপ প্রার্থনাবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া ১১ কহিলেন, তুমি
ইহা প্রার্থনা করিয়াছ, আপনার দীর্ঘায়ু প্রা-
র্থনা কর নাই, এবং আপনার জন্যে ঐশ্বর্য্য
প্রার্থনা কর নাই, এবং আপন শত্রুগণের
প্রাণনাশ প্রার্থনা কর নাই; কিন্তু ন্যায়বি-
চার জানিতে আপনার জন্যে জ্ঞান প্রার্থনা
করিয়াছ; ১২ দেখ, এই নিমিত্তে আমি তো-
মার বাক্যানুসারেই করিলাম। দেখ, তোমাকে
এমত জ্ঞানি ও বুদ্ধিমৎ মন দিলাম, যে তো-
মার পূর্ব্বে তোমার তুল্য কেহ হয় নাই, এবং
পরেও তোমার তুল্য কেহ হইবে না। ১৩ তদ্-
ভিন্ন তুমি যে ঐশ্বর্য্য ও গৌরব প্রার্থনা কর
নাই, তাহাও তোমাকে এমত দিলাম, যে
রাজবর্গের মধ্যে কেহ যাবজ্জীবন তোমার
তুল্য হইবে না। ১৪ তোমার পিতা দায়ূদ্ যে
রূপ আচরণ করিত, সেই রূপে তুমি যদি
আমার আজ্ঞা ও বিধি পালন করিয়া আ-
মার পথে আচরণ কর, তবে আমি তো-
মার আয়ুর বৃদ্ধি করিব। ১৫ পরে সুলেমান্
জাগ্রৎ হইলে স্বপ্ন বোধ হইল। পরে সে
যিরূশালমে যাইয়া পরমেশ্বরের নিয়মসিন্দুকের
সম্মুখে দাঁড়াইয়া হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি
উৎসর্গ করিল, এবং আপন তাবৎ ভৃত্যের
জন্যে এক ভোজ করিল।

১৬ সেই সময়ে দুই বেশ্যা রাজার নিকটে
আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। ১৭ প্রথম
স্ত্রী কহিল, হে আমার প্রভো, আমি ও ঐ
স্ত্রী উভয়ে এক বাটীতে থাকি; এবং আমি
উহার সহিত গৃহে থাকিয়া সন্তান প্রসব করি-
লাম। ১৮ আমার প্রসবের পর তৃতীয় দিবসে
ঐ স্ত্রীও প্রসব করিল; তখন আমরা দুই জন
ব্যতিরেকে আর কেহ গৃহে ছিল না। ১৯ পরে
রাত্রিতে ঐ স্ত্রী আপন বালকের উপরে শয়ন
করাতে উহার বালক মরিল। ২০ তাহাতে সে
মধ্যরাত্রিতে উঠিয়া নিদ্রিতা যে আমি, আমার
পার্শ্বহইতে আমার বালককে লইয়া আপন
কোলে শয়ন করাইল, এবং আপন মৃত বা-
লককে আমার কোলে শয়ন করাইল। ২১ প্রা-
তঃকালে আমি আপন বালককে দুগ্ধ দিতে
উঠিলে তাহাকে মৃত দেখিলাম; কিন্তু সকালে
তাহার প্রতি মনোযোগ করিলে সে আমার
প্রসূত বালক নয়, ইহা দেখিলাম। ২২ দ্বিতীয়া
স্ত্রী কহিল, না, জীবৎ বালক আমার, ও মৃত
বালক তোমার। তাহাতে প্রথম স্ত্রী কহিল,
না ২, মৃত বালক তোমার, ও জীবৎ বালক আ-
মার। এই রূপে তাহারা দুই জনে রাজার কাছে
নিবেদন করিল। ২৩ রাজা কহিল, এক জন কহে,
জীবৎ বালক আমার ও মৃত বালক তোমার;
এবং অন্য জন কহে, না ২, মৃত বালক তোমার
ও জীবৎ বালক আমার। ২৪ পরে রাজা আজ্ঞা
করিল, আমার কাছে এক খড়্গ আন। তা-
হাতে তাহারা রাজার কাছে এক খড়্গ আ-
নিলে ২৫ রাজা কহিল, এই জীবৎ বালককে
দ্বিখণ্ড করিয়া এক জনকে অর্দ্ধেক, ও অন্য
জনকে অর্দ্ধেক দেও। ২৬ তাহাতে যাহার পুত্র
জীবৎ ছিল, সেই স্ত্রীর অন্তঃকরণ স্নেহেতে
উত্তপ্ত হওয়াতে সে রাজাকে নিবেদন করিল, হে
আমার প্রভো, বিনতি করি, জীবৎ বালক উহাকে
দেও, বালককে বধ করিও না। কিন্তু অন্য স্ত্রী
কহিল, এ বালক আমারও না হউক, তোমারও
না হউক, ইহাকে দুই খণ্ড কর। ২৭ তখন রাজা
আজ্ঞা করিল, এই জীবৎ বালককে কোন মতে
বধ না করিয়া উহাকে দেও, কেননা ঐ তাহার
মাতা। ২৮ রাজা বিচারের এই যে নিষ্পত্তি
করিল, তাহা শুনিয়া সমস্ত ইস্রায়েল্ লোক রাজা-
হইতে ভীত হইল; কেননা বিচার করণার্থে তা-
হার অন্তরে ঈশ্বরদত্ত জ্ঞান আছে, ইহা তা-
হারা বুঝিল।

৪ অধ্যায়।

১ সুলেমানের প্রধান অধ্যক্ষগণের নাম, ৭ ও দ্রব্য আ-
য়োজনকারি বারো অধ্যক্ষের নাম, ২০ ও নিষ্কণ্টকে
রাজ্য করণের কথা, ২২ ও দৈবসিক খাদ্যের পরি-
মাণের কথা, ২৬ ও তাহার অশ্বশালার সংখ্যা, ২৯
ও তাহার জ্ঞানের কথা।

১ এই রূপে সুলেমান্ সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে
রাজত্ব করিল। ২ তাহার প্রধান অধ্যক্ষগণের
নাম। সাদোক্ যাজকের পুত্র অসরিয়; ৩ এবং
সিরায়ের পুত্র ইলীহোরফ্ ও অহিয় লেখক
ছিল, এবং অহীলূদের পুত্র যিহোশাফট্ ইতি-
হাসকর্ত্তা ছিল; ৪ এবং যিহোয়াদার পুত্র বি-
নায় সেনাপতি ছিল, এবং সাদোক্ ও অবিয়া-
থর্ মহাযাজক ছিল; ৫ এবং নাথনের পুত্র
অসরিয় দেশাধ্যক্ষদের প্রধান ছিল, ও নাথ-
নের পুত্র সাবূদ্ প্রধান সভাসদ্ ও রাজার সুহৃদ
ছিল। ৬ এবং অহীশার্ রাজগৃহাধ্যক্ষ ছিল,
ও অব্দের পুত্র অদোনীরাম্ করাধ্যক্ষ ছিল।
৭ আর তাবৎ ইস্রায়েলের উপরে সুলেমা-
নের নিযুক্ত দ্বাদশ জন দেশাধ্যক্ষ ছিল, তাহারা
রাজার ও রাজবাটীর প্রতিপালক ছিল; বৎস-
রের মধ্যে এক ২ মাসের দ্রব্যাদি আয়োজন
করা এক ২ জনের ভার ছিল। ৮ তাহাদের
নাম; ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতে হূরের পুত্র। ৯ এবং মা-
কস্ ও শাল্বীম্ ও বৈৎশেমশ্ ও এলোন ও
বৈথানেন দেকরের পুত্র। ১০ এবং অরুবোতে
হেষদের পুত্র; সোখো ও সমুদয় হেফর্ প্রদেশে

তাহার অধিকার ছিল। ১১ এবং সমুদয় দোর্
দেশে অবীনাদবের পুত্র; সে সুলেমানের
কন্যা টাফৎকে বিবাহ করিল। ১২ এবং তানক্
ও মগিদ্দো এবং সর্ত্তনের নিকটে যিষ্রিয়েলের
তলে স্থিত তাবৎ বৈৎশানে অর্থাৎ বৈৎশান্
অবধি আবেল্মিহোলা ও যগ্মিয়ামের পার
পর্য্যন্ত অহীলূদের পুত্র বানার অধিকার ছিল।
১৩ এবং রামোৎ-গিলিয়দে গেবরের পুত্র;
এবং গিলিয়দস্থ মিনশির পুত্র যায়ীরের তাবৎ
গ্রাম, এবং বাশনস্থ অর্গোব্ নামক অঞ্চল, সর্ব্ব-
শুদ্ধ প্রাচীরবেষ্টিত ও পিত্তলের অর্গলবিশিষ্ট
ষাইট বৃহৎ নগর তাহার অধীনে ছিল। ১৪ এবং
মহনয়িমে ইদ্দোর পুত্র অহীনাদব্। ১৫ এবং
নপ্তালিতে অহীমাস্; সে সুলেমানের কন্যা বা-
সিমৎকে বিবাহ করিল। ১৬ এবং আশেরে ও
বালোতে হূশয়ের পুত্র বানা। ১৭ এবং ইষাখরে
পারুহের পুত্র যিহোশাফট্। ১৮ এবং বিন্যা-
মীনে এলার পুত্র শিমিয়ি। ১৯ ও গিলিয়দ্
দেশে অর্থাৎ ইমোরীয়দের সীহোন্ রাজার ও
বাশনের ওগ্ রাজার দেশে উরির পুত্র গেবর্।
এক২ দেশের তন্নিবাসী এক২ অধ্যক্ষ ছিল।
২০ অপর যিহূদা বংশ ও ইস্রায়েল্ বংশ আ-
নন্দে ভোজন পান করিয়া বৃদ্ধি পাইয়া সমুদ্র-
তীরস্থ বালুকার ন্যায় অগণ্য হইল। ২১ এবং
(ফরাৎ) নদী অবধি পিলেষ্টীয়দের দেশ ও
মিসরের সীমা পর্য্যন্ত তাবৎ রাজ্যের উপরে
সুলেমান্ রাজত্ব করিল; তাহাতে তাহারা সু-
লেমানের যাবজ্জীবন তাহাকে উপঢৌকন দিল,
ও তাহার সেবা করিল।
২২ সুলেমানের আয়োজনীয় দ্রব্য। ত্রিশ মণ
সূক্ষ্ম সুজি ও ষাইট মণ ময়দা, ২৩ এবং হরিণ
ও মৃগী ও কালসার ও পুষ্ট পক্ষির সহিত দশ
পুষ্ট গোরু, ও মাঠহইতে আনীত বিংশতি গোরু,
ও এক শত মেষ, এই সকল তাহার এক দিনের
আয়োজন ছিল। ২৪ এবং সে তিপ্সহ অবধি
অসা পর্য্যন্ত (ফরাৎ) নদীর এ পারস্থিত
তাবৎ দেশের অর্থাৎ তাবৎ রাজার উপরে
কর্ত্তৃত্ব করিত। এবং তাহার চতুর্দ্দিক্ নির্ব্বিরোধ
হওয়াতে ২৫ সুলেমানের তাবৎ অধিকার সময়ে
দান্ অবধি বেরশেবা পর্য্যন্ত যিহূদা বংশ ও
ইস্রায়েল বংশ প্রত্যেক জন আপন২ দ্রাক্ষা-
লতার ও ডুম্বুরবৃক্ষের ছায়াতে নিরাপদে বাস
করিত।
২৬ সুলেমানের রথের নিমিত্তে চল্লিশ সহস্র
অশ্বশালা ও বারো সহস্র অশ্বারূঢ় ছিল। ২৭ এবং
সুলেমান্ রাজার নিমিত্তে ও সুলেমান্ রাজার
ভোজনাসনে ভোজনকারিদের নিমিত্তে পূর্ব্বোক্ত
দেশাধ্যক্ষেরা প্রত্যেক জন আপন২ নিরূপিত
মাসে খাদ্য দ্রব্য আয়োজন করিত, কিছুই ত্রুটি
করিত না। ২৮ তাহারা প্রত্যেক জন আপন২
নিরূপিত কর্ম্মানুসারে উষ্ট্রদের ও অশ্বদের জন্যে
তাহার বসতিস্থানে যব ও তৃণ আনিত।
২৯ আর ঈশ্বর সুলেমান্কে অতিশয় জ্ঞান
ও বুদ্ধি দিলেন, এবং সমুদ্রতীরস্থ বালুকার
ন্যায় তাহার মনের বিস্তীর্ণতা দিলেন। ৩০ পূর্ব্ব-
দেশীয় লোকদের ও মিস্রীয় লোকদের হইতেও
সুলেমানের অধিক জ্ঞান হইল। ৩১ এবং সে
সকলহইতে বিদ্বান, অর্থাৎ ইস্রাহীয় এথন্, এবং
মাহোলের পুত্র হেমন্ ও কল্কোল্ ও দর্দা,
ইহাদের হইতেও অধিক জ্ঞানবান্ হইল; এবং
চতুর্দ্দিকস্থ তাবৎ ভিন্নদেশীয়দের মধ্যে তাহার
সুখ্যাতি ব্যাপিল। ৩২ সুলেমান তিন সহস্র
হিতোপদেশ কথা কহিত, ও তাহার গীত এক
সহস্র পাঁচ ছিল। ৩৩ এবং সে লিবানোনের
এরস্বৃক্ষাবধি প্রাচীরহইতে উৎপন্ন এসোব্ তৃণ
পর্য্যন্ত বৃক্ষগণের বর্ণনা করিত, এবং পশু ও
পক্ষী ও কীট ও মৎস্যের বর্ণনা করিত। ৩৪ এবং
পৃথিবীস্থ যে২ রাজা সুলেমানের জ্ঞানের সং-
বাদ শুনিয়াছিল, তাহাদের নিকটহইতে তাবৎ
দেশীয় লোক সুলেমানের জ্ঞানের কথা শুনিতে
আসিত।

৫ অধ্যায়।

১ কাষ্ঠের জন্যে হীরমের কাছে সুলেমানের লোক প্রেরণ, ৭ ও হীরমের কাষ্ঠ প্রেরণ করণ, ১০ ও তাহাদের পরস্পর নিয়ম ও উপকার করণ, ১৩ ও সুলেমানের কর্ম্মকারিদের সংখ্যা।

১ লোকেরা সুলেমানের পিতার পরিবর্ত্তে সুলে-
মান্কে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছে, এই কথা
শুনিয়া সোরের রাজা হীরম্ সুলেমানের নি-
কটে আপন দাসগণকে পাঠাইল, কেননা যা-
বজ্জীবন দায়ূদের সহিত হীরমের প্রণয় ছিল।
২ তাহাতে সুলেমান্ হীরম্কে এই কথা কহিয়া
পাঠাইল, ৩ যে পর্য্যন্ত পরমেশ্বর আমার পিতা
দায়ূদের শত্রুগণকে তাহার পদতলস্থ না করি-
লেন, তাবৎ তাহার চতুর্দ্দিগে যুদ্ধ হইয়াছিল,
এই কারণ আপন প্রভু পরমেশ্বরের নামের
উদ্দেশে মন্দির নির্ম্মাণ করা তাহার অসাধ্য
ছিল, ইহা তুমি জ্ঞাত আছ। ৪ কিন্তু এখন আ-
মার প্রভু পরমেশ্বর চতুর্দ্দিগে আমাকে বিশ্রাম
দিয়াছেন; আমার বিপক্ষ কেহ নাই, এবং বি-
পদঘটনাও কিছুই নাই। ৫ অতএব দেখ, 'আমি
তোমার পদে তোমার যে পুত্রকে তোমার
সিংহাসনোপবিষ্ট করিব, সে আমার নামের
উদ্দেশে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিবে,' এই যে
কথা পরমেশ্বর আমার পিতা দায়ূদকে কহি-

য়াছিলেন, তদনুসারে আমি আপন প্রভু পর-
মেশ্বরের নামের উদ্দেশে এক মন্দির নির্ম্মাণ
করিতে মনস্থ করিলাম। ৬ অতএব এখন তুমি
আপন লোকদিগকে আমার নিমিত্তে লিবানোনে
যাইয়া এরস বৃক্ষ ছেদন করিতে আজ্ঞা কর,
ও আমার দাসগণ তোমার দাসগণের সহিত থা-
কুক; তুমি যে আজ্ঞা করিবা, তদনুসারে আমি
তোমার দাসদিগকে বেতন দিব, কেননা তুমি
জ্ঞান, কাষ্ঠ ছেদন করিতে সীদোনীয়দের ন্যায়
বিজ্ঞ লোক আমাদের মধ্যে কেহ নাই।

৭ তখন হীরম্ সুলেমানের কথা শুনিয়া বড়
আনন্দিত হইয়া কহিল, অদ্য পরমেশ্বর ধন্য,
যেহেতুক তিনি এই মহৎ লোকদের উপরে রা-
জত্ব করিতে দায়ূদ্‌কে জ্ঞানি পুত্র দিয়াছেন।
৮ পরে হীরম্ সুলেমানের কাছে লোক পা-
ঠাইয়া কহিল, তুমি আমার কাছে যে কথা
কহিয়া পাঠাইলা, তাহা আমি শুনিলাম; আমি
এরস্ ও দেবদারু কাষ্ঠ বিষয়ে তোমার সমস্ত
বাঞ্ছা সিদ্ধ করিব। ৯ আমার দাসগণ লিবা-
নোন্‌হইতে তাহা সমুদ্রে আনিবে, পরে আমি
মাঁড় বাঁধিয়া সমুদ্রপথে তোমার নিরূপিত স্থানে
প্রেরণ করিব, ও সেই স্থানে খুলিলে তুমি তাহা
গ্রহণ করিবা; এবং আমার পরিজনগণকে প্র-
তিপালন করিয়া আমার বাঞ্ছা সিদ্ধ করিবা।

১০ এই রূপে হীরম্ সুলেমানের বাঞ্ছানু-
সারে এরস্‌কাষ্ঠ ও দেবদারুকাষ্ঠ দিল। ১১ এবং
সুলেমান্ হীরমের পরিজনদের ভক্ষ্যের জন্যে
তাহাকে বিংশতি সহস্র মণ গোম ও বিংশতি
মণ নির্ম্মল তৈল দিত; এই রূপে সুলেমান্
বৎসর ২ হীরম্‌কে দিত। ১২ এবং পরমেশ্বর
আপন প্রতিজ্ঞানুসারে সুলেমান্‌কে জ্ঞান দি-
লেন; পরে হীরম্ ও সুলেমান্ উভয়ে সন্ধি
করিল, ও দুই জনে নিয়ম করিল।

১৩ পরে সুলেমান্ রাজা ইস্রায়েল্ বংশের
মধ্যহইতে কর্ম্মকারকদের দল অর্থাৎ ত্রিশ
সহস্র লোককে সংগ্রহ করিল। ১৪ পরে মা-
সিক পালাক্রমে তাহাদের দশ সহস্র জনকে লি-
বানোনে প্রেরণ করিত; তাহারা এক মাস পর্য্যন্ত
লিবানোনে থাকিত, ও দুই মাস বাটীতে থা-
কিত; এবং অদোনীরাম্ কর্ম্মকারক দলের
অধ্যক্ষ ছিল। ১৫ এবং সুলেমানের সত্তরি
সহস্র ভারবাহক, ও পর্ব্বতে আশী সহস্র কাষ্ঠ-
চ্ছেদক ছিল। ১৬ তদ্ভিন্ন সুলেমানের কর্ম্মকারি
লোকদের উপরে নিযুক্ত তিন সহস্র তিন শত
প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ ছিল। ১৭ এবং তক্ষিত
প্রস্তরদ্বারা মন্দিরের ভিত্তিমূল করণার্থে তাহারা
রাজার আজ্ঞানুসারে বৃহৎ প্রস্তর ও বহুমূল্য
প্রস্তর খনন করিল। ১৮ পরে সুলেমানের ও
হীরমের রাজলোকেরা ও পর্ব্বতীয় লোকেরা
তাহা তক্ষণ করিল; এই রূপে তাহারা মন্দির নি-
র্ম্মাণ করিতে কাষ্ঠ ও প্রস্তর প্রস্তুত করিল।

৬ অধ্যায়।

১ মন্দিরের নির্ম্মাণ আরম্ভ, ১১ ও তাহার বিষয়ে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা, ১৪ ও মন্দিরের ছাত প্রভৃতির কথা, ২৩ ও কিরূবের কথা, ৩১ ও দ্বারের কথা, ৩৬ ও প্রাঙ্গনের কথা ও নির্ম্মাণ সময়ের কথা।

১ মিসরহইতে ইস্রায়েল্ বংশের আগমনের পর
চারি শত আশী বৎসরে, অর্থাৎ ইস্রায়েলের
উপরে সুলেমানের রাজত্ব করণের চতুর্থ বৎস-
রের সিব্ নামক দ্বিতীয় মাসে সুলেমান্ পর-
মেশ্বরের উদ্দেশে মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ
করিল। ২ পরমেশ্বরের উদ্দেশে যে মন্দির সুলে-
মান্ রাজা নির্ম্মাণ করিল, তাহা দীর্ঘে ষাইট হস্ত,
ও প্রস্থে বিংশতি হস্ত, ও উচ্চে ত্রিশ হস্ত। ৩ এবং
মন্দিরের অগ্রে এক বারাণ্ডা করিল, তাহা মন্দি-
রের প্রস্থানুসারে বিংশতি হস্ত দীর্ঘ, ও দশ
হস্ত প্রস্থ, এবং মন্দিরের অগ্রে স্থিত ছিল।
৪ এবং মন্দিরের নিমিত্তে উপরিস্থিত সংকোচিত
বাতায়ন করিল। ৫ এবং মন্দিরের ভিত্তির গাত্রে
সে চতুর্দ্দিগে থাক করিল, অর্থাৎ মন্দিরের ও
ঈশ্বরীয় বাক্যস্থানের ভিত্তির গাত্রে চতুর্দ্দিগে
থাক করিয়া চতুর্দ্দিগে কুঠরী নির্ম্মাণ করিল।
৬ তাহার অধঃস্থ কুঠরীর থাক পাঁচ হস্ত প্রস্থ,
ও মধ্যম থাক ছয় হস্ত প্রস্থ, এবং তৃতীয় থাক
সাত হস্ত প্রস্থ করিল; কেননা কড়িকাষ্ঠ যেন
ভিত্তির মধ্যে বদ্ধ না হয়, এই জন্যে সে মন্দিরের
চতুর্দ্দিগে ভিত্তির বহির্ভাগ সোপানাকার করিল।
৭ আর প্রস্তরাকরে প্রস্তর সকল প্রস্তুত করিয়া
আনিয়া তাহাদ্বারা মন্দির নির্ম্মাণ করিল; এ
কারণ নির্ম্মাণকালে মন্দিরের মধ্যে হাতুড়ি কিম্বা
কুড়ালি কোন লৌহাস্ত্রের শব্দ শুনা গেল না।
৮ এবং মধ্য কুঠরীর দ্বার মন্দিরের দক্ষিণ
দিগে ছিল, এবং লোকেরা বক্র সোপান দিয়া
মধ্য তালাতে, ও মধ্য তালাহইতে তৃতীয় তালাতে
উঠিত। ৯ এই রূপে সে মন্দির নির্ম্মাণ সমাপ্ত
করিল, এবং এরস্‌কাষ্ঠের কড়ি ও পত্রদ্বারা মন্দির
আচ্ছাদন করিল। ১০ এবং মন্দিরের সর্ব্বগাত্রে
পাঁচ হস্ত উচ্চ কুঠরীর থাক করিল, তাহা এরস
কাষ্ঠদ্বারা মন্দিরের সহিত সংযুক্ত ছিল।

১১ পরে পরমেশ্বরের এই বাক্য সুলেমানের
নিকটে উপস্থিত হইল, ১২ তুমি এই মন্দির নি-
র্ম্মাণ করিতেছ, ভাল, যদি আমার সমস্ত বিধ্য-
নুসারে কর্ম্ম করিয়া আমার রাজনীতি পালন
কর, ও আমার তাবৎ আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তদনু-
সারে আচরণ কর, তবে আমি তোমার পিতা

দায়ূদকে যাহা কহিয়াছি, আমার সেই বাক্য
তোমার পক্ষে সফল করিব। ১৩ আর আমি
ইস্রায়েল্ বংশের মধ্যে বাস করিব, ও আপন
প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদিগকে ত্যাগ করিব না।
১৪ পরে সুলেমান্ মন্দির নির্ম্মাণ সাঙ্গ করিল।
১৫ তাহাতে গৃহের মেঝিয়া অবধি ছাত পর্য্যন্ত
ভিত্তির গাত্র এরস্কাষ্ঠদ্বারা ও গৃহের মেঝিয়া
দেবদারুকাষ্ঠদ্বারা আচ্ছাদন করিল। ১৬ কিন্তু
বিংশতি হস্ত পরিমিত গৃহের পশ্চাদ্ভাগের মে-
ঝিয়া ও ভিত্তি এরস্কাষ্ঠদ্বারা আচ্ছাদন করিল,
এবং ভিতরে ঈশ্বরের বাক্যস্থান অর্থাৎ মহাপ-
বিত্র স্থান হওনার্থে তাহা প্রস্তুত করিল। ১৭ এবং
তাহার অগ্রে চল্লিশ হস্ত দীর্ঘ যে গৃহ অবশিষ্ট
রহিল, তাহাই মন্দির হইল। ১৮ এবং গৃহমধ্যে
এরস্কাষ্ঠে কলিকা ও বিকসিত পুষ্প খুদিল;
সকলি এরস্কাষ্ঠময় হইল, কিছুমাত্র প্রস্তর
দৃষ্ট হইল না। ১৯ আর ঈশ্বরের নিয়মসিন্দুক
স্থাপনার্থে অন্তস্থ মন্দিরের মধ্যে ঈশ্বরের বা-
ক্যস্থান প্রস্তুত করিল। ২০ ঈশ্বরের বাক্যস্থান
অগ্রভাগে বিংশতি হস্ত দীর্ঘ ও বিংশতি হস্ত
প্রস্থ ও বিংশতি হস্ত উচ্চ করিয়া নির্ম্মল স্বর্ণেতে
মুড়িল, এবং এরস্কাষ্ঠের ধূপবেদিও সেই রূপ
মুড়িল। ২১ এবং সুলেমান্ নির্ম্মল স্বর্ণদ্বারা গর্ভা-
গারের অন্তর্ভাগ মুড়িল, এবং ঈশ্বরের বাক্য-
স্থানের সম্মুখে স্বর্ণশৃঙ্খলদ্বারা এক আবরণ
করিল, ও স্বর্ণদ্বারা তাহা মুড়িল। ২২ যে পর্য্যন্ত
সাঙ্গ না হইল, তাবৎ সকল মন্দির স্বর্ণেতে মু-
ড়িল, এবং ঈশ্বরের বাক্যস্থানের নিকটস্থ ধূপ-
বেদিও সম্পূর্ণরূপে স্বর্ণেতে মুড়িল।
২৩ আর ঈশ্বরের বাক্যস্থানে দশ হস্ত উচ্চ
জিতকাষ্ঠের দুই কিরূব্ নির্ম্মাণ করিল। ২৪ এক
কিরূবের এক পক্ষ পাঁচ হস্ত ও অন্য পক্ষও পাঁচ
হস্ত করিল; তাহাতে এক পক্ষের অগ্রভাগহইতে
অন্য পক্ষের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত দশ হস্ত হইল।
২৫ এবং দ্বিতীয় কিরূব্ও দশ হস্ত; দুই কিরূ-
বের সম পরিমাণ ও সম আকার করিল। ২৬ প্র-
থম এবং দ্বিতীয় দুই কিরূব দশ হস্ত উচ্চ
ছিল। ২৭ পরে সে কিরূব্দিগকে ভিতরের কুঠ-
রীতে স্থাপন করিল, এবং কিরূবদের পক্ষ
এমত বিস্তীর্ণ করিল, যে একের পক্ষ এক ভিত্তি
ও অন্যের পক্ষ অন্য ভিত্তি স্পর্শ করিল,
এবং তাহাদের পক্ষ মন্দিরমধ্যে পরস্পর
স্পর্শ করিল। ২৮ পরে সে কিরূব্দিগকে স্বর্ণ-
দ্বারা মুড়িল। ২৯ এবং কিরূবদের ও খর্জ্জূর-
বৃক্ষের ও বিকসিত পুষ্পের মূর্ত্তিতে মন্দিরের
তাবৎ ভিত্তির গাত্র ভিতরে বাহিরে চতুর্দ্দিগে
খোদিত করিল; ৩০ এবং গৃহের মেঝিয়া ভি-
তরে বাহিরে স্বর্ণদ্বারা মুড়িল।

৩১ আর ঈশ্বরের বাক্যস্থানে প্রবেশের দ্বারে
জিতকাষ্ঠের কপাট নির্ম্মাণ করিল, এবং
(ভিত্তির) পঞ্চমাংশ কপালি ও বাজু করিল।
৩২ এবং ঐ জিতকাষ্ঠময় দুই কপাটে কিরূবদের
ও খর্জ্জূরবৃক্ষের ও বিকসিত পুষ্পের আকৃতি
খোদিত করিয়া স্বর্ণদ্বারা তাহা মুড়িল, এবং কি-
রূবদিগকে ও খর্জ্জূরবৃক্ষকে স্বর্ণদ্বারা মুড়িল।
৩৩ এবং মন্দিরের দ্বারের নিমিত্তে (ভিত্তির)
চতুর্থাংশ জিতকাষ্ঠের চৌকাঠের বাজু করিল।
৩৪ এবং দেবদারুকাষ্ঠের দুই কপাট করিল,
এবং এক কপাটের দুই বাইল যেমন কব্জাতে
খেলিল, অন্য কপাটের দুই বাইলও তদ্রূপ
কব্জাতে খেলিল। ৩৫ এবং তাহার উপরে
কিরূব্ ও খর্জ্জূরবৃক্ষ ও বিকসিত পুষ্প খুদিয়া
তাহা খোদিত কর্ম্মে সংযুক্ত স্বর্ণদ্বারা মুড়িল।
৩৬ পরে সে তিন পংক্তি খোদিত প্রস্তর ও
এক পংক্তি এরস্কাষ্ঠের কড়িদ্বারা ভিতর
প্রাঙ্গণ নির্ম্মাণ করিল। ৩৭ চতুর্থ বৎসরের সিব্
নামক মাসে পরমেশ্বরের মন্দিরের ভিত্তিমূল
স্থাপিত হইল। ৩৮ এবং একাদশ বৎসরের
বূল্ নামক অষ্টম মাসে নিরূপিত আকারানু-
সারে তাবৎ অংশেতেই মন্দিরের নির্ম্মাণ সমাপ্ত
হইল; অতএব তাহার নির্ম্মাণে সাত বৎসর
লাগিল।

৭ অধ্যায়।

১ সুলেমানের রাজগৃহ নির্ম্মাণের কথা, ২ ও লিবা-
নোনের অরণ্যগৃহের ও আপন ভার্য্যার গৃহ নির্ম্মা-
ণের কথা, ১৩ ও হূরমের কথা, ১৫ ও তাহার দুই
স্তম্ভ নির্ম্মাণের কথা, ২৩ ও পিত্তলের সমুদ্ররূপ
পাত্র নির্ম্মাণের কথা, ২৭ ও দশ পীঠের কথা,
৩৮ ও প্রক্ষালন পাত্রের কথা, ৪০ ও অন্য পা-
ত্রের কথা।

১ পরে সুলেমানের আপন বাটী নির্ম্মাণ করি-
তে২ ত্রয়োদশ বৎসর গত হইল; পরে আপ-
নার সমুদয় বাটীর নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইল।
২ আর সে লিবানোন্ অরণ্য নামে বাটী নি-
র্ম্মাণ করিল; তাহার দীর্ঘতা এক শত হস্ত ও
প্রস্থতা পঞ্চাশ হস্ত ও উচ্চতা ত্রিশ হস্ত করিল,
এবং চারি শ্রেণী এরস্কাষ্ঠের স্তম্ভ নির্ম্মাণ
করিয়া স্তম্ভের উপরে এরস্কাষ্ঠের কড়ি দিয়া
তাহা নির্ম্মাণ করিল। ৩ স্তম্ভের উপরে প্রত্যেক
শ্রেণীতে পঞ্চদশ, সর্ব্বশুদ্ধ পঁয়তাল্লিশ কুঠরী
স্থাপিত হইল, তাহার উপরে এরস্কাষ্ঠের
ছাত দিল। ৪ এবং তিন শ্রেণীতে পরস্পর সম-
মুখ বাতায়ন রাখিল। ৫ এবং বাতায়নের তা-
বৎ চৌকাঠ চতুষ্কোণ হইল, এবং তিন শ্রেণীতে
পরস্পর সমমুখ বাতায়ন করিল। ৬ এবং স্তম্ভের
সম্মুখস্থ বারাণ্ডা করিল, তাহার দীর্ঘতা পঞ্চাশ হস্ত

ও প্রস্থতা ত্রিশ হস্ত; এবং সম্মুখস্থ আর এক
বারাণ্ডা করিল, এবং অন্য স্তম্ভ ও পাইড়কাষ্ঠ
তাহার সম্মুখে ছিল। ৭ এবং যে সিংহাসনের
বারাণ্ডাতে বিচার করিবে, তাহা বিচারবারাণ্ডা
করিল, এবং মেঝিয়ার এক দিগ অবধি অন্য দিগ
পর্য্যন্ত এরস্‌কাষ্ঠদ্বারা আচ্ছাদিত করিল। ৮ আর
আপন বাসগৃহের নিমিত্তে বারাণ্ডার পশ্চাতে
তদ্রূপ আর এক প্রাঙ্গণ করিল; এবং সুলেমান্‌
আপন ভার্য্যা ফিরৌণের কন্যার নিমিত্তে ঐ
বারাণ্ডার ন্যায় আর এক বারাণ্ডা নির্ম্মাণ
করিল। ৯ এই সকল ভিত্তিমূল অবধি আলিশা
পর্য্যন্ত ভিতরে ও বাহিরে তক্ষিত প্রস্তরের পরি-
মাণানুসারে করাতদ্বারা ছিন্ন বহুমূল্য প্রস্তর-
দ্বারা নির্ম্মাণ করিল, এবং বাহিরে প্রশস্ত প্রা-
ঙ্গণের দিগেও তদ্রূপ করিল। ১০ এবং বহুমূল্য
প্রস্তর, অর্থাৎ দশ হস্ত পরিমিত ও অষ্ট হস্ত
পরিমিত বৃহৎ প্রস্তরদ্বারা ভিত্তিমূল করিল।
১১ ও তাহার উপরে তক্ষিত প্রস্তরের পরিমাণা-
নুসারে বহুমূল্য প্রস্তর ও এরস্‌কাষ্ঠ দিল।
১২ এবং যেমন পরমেশ্বরের মন্দিরের মধ্য-
প্রাঙ্গণে ও আপন গৃহের বারাণ্ডাতে, তদ্রূপ
মহাপ্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিগে তিন শ্রেণী তক্ষিত প্রস্তর,
ও এক শ্রেণী এরস্‌কাষ্ঠ দিল।

১৩ পরে সুলেমান্‌ রাজা লোক প্রেরণ করিয়া
সোরহইতে হূরম্‌কে আনাইল। ১৪ ঐ হূরম্‌
নপ্তালি বংশীয় এক বিধবার গর্ভজাত, ও সোর্‌
নগরস্থ এক কাংস্যকারের পুত্র ছিল; সে পিত্ত-
লের সমস্ত কর্ম্মেতে সুজ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ও
নিপুণ ছিল; পরে সে সুলেমান্‌ রাজার কাছে
আসিয়া তাহার সমস্ত কার্য্য করিল।

১৫ সে পিত্তলের দুই স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিল;
তাহার এক স্তম্ভ অষ্টাদশ হস্ত উচ্চ, এবং দ্বাদশ
হস্ত পরিমিত সূত্র দ্বিতীয় স্তম্ভের পরিধি ছিল।
১৬ এবং দুই স্তম্ভের মস্তকে স্থাপনার্থে পিত্তলের
দুই মাথলা ছাঁচে ঢালিল, এক মাথলার উচ্চতা
যেমন পাঁচ হস্ত, অন্য মাথলার উচ্চতাও তদ্রূপ
পাঁচ হস্ত করিল। ১৭ এবং স্তম্ভের উপরিস্থ
সেই মাথলার জন্যে জালকার্য্যে জাল ও
শৃঙ্খলের কার্য্যে পাকান রজ্জু নির্ম্মাণ করিল;
তাহার এক মাথলার জন্যে যেমন সাত, অন্য
মাথলার জন্যেও তদ্রূপ সাত করিল। ১৮ এবং
স্তম্ভের উপরিস্থ মাথলা আচ্ছাদনার্থে জালরূপ
কার্য্যের উপরে বেষ্টন করিতে দুই শ্রেণী দা-
ড়িম্ব নির্ম্মাণ করিল, এবং অন্য মাথলার জন্যেও
তদ্রূপ করিল। ১৯ এবং বারাণ্ডাতে দুই স্তম্ভের
উপরিস্থ মাথলা চারি হস্ত পর্য্যন্ত শোষণ পুষ্পের
আকৃতিবিশিষ্ট ছিল। ২০ এই জালরূপ কার্য্যের
নিকটে দুই স্তম্ভের মাথলার প্রধান ভাগের উপ-
রে চতুর্দ্দিগে শ্রেণীবদ্ধ দাড়িম্ব ছিল, প্রত্যেক
মাথলার উপরে দুই শত ছিল। ২১ পরে সে ঐ
দুই স্তম্ভ মন্দিরের বারাণ্ডাতে স্থাপন করিল,
এবং দক্ষিণ দিগের স্তম্ভ স্থাপন করিয়া তাহার
নাম যাখীন্‌ (স্থিরকারক) রাখিল, এবং বাম
দিগের স্তম্ভ স্থাপন করিয়া তাহার নাম বোয়স্‌
(বল) রাখিল। ২২ ঐ দুই স্তম্ভের উপরে
শোষণ পুষ্পাকৃতি ছিল; এই রূপে স্তম্ভের কার্য্য
সমাপ্ত করিল।

২৩ পরে সে ছাঁচে ঢালা এক গোলাকার
সমুদ্ররূপ পাত্র নির্ম্মাণ করিল, তাহা এক কাণা
অবধি অন্য কাণা পর্য্যন্ত দশ হস্ত, ও তাহার
উচ্চতা পাঁচ হস্ত, এবং তাহার পরিধি ত্রিংশৎ
হস্ত করিল। ২৪ এবং চতুর্দ্দিগে কাণার নীচে
সমুদ্ররূপ পাত্র বেষ্টনকারি গোলাকৃতির শ্রেণী
ছিল, প্রত্যেক হস্ত পরিমাণের মধ্যে দশ২
গোলাকৃতি; সেই গোলাকৃতির দুই শ্রেণী পাত্র
ঢালিবার সময়ে ছাঁচে ঢালা গিয়াছিল। ২৫ ঐ
সমুদ্ররূপ পাত্র দ্বাদশ গোরুর উপরে স্থাপিত
ছিল; তাহাদের তিন উত্তরমুখ, ও তিন পশ্চিম-
মুখ, ও তিন দক্ষিণমুখ, ও তিন পূর্ব্বমুখ ছিল;
এবং সমুদ্ররূপ পাত্র তাহাদের উপরে থা-
কিল; তাহাদের পশ্চাদ্‌ভাগ অন্তরে থাকিল।
২৬ ঐ পাত্র চারি অঙ্গুলি পুরু, ও তাহার কাণা
শোষণ পুষ্পাকার বাটীর কাণার সদৃশ ছিল;
তাহাতে দুই সহস্র মণ ধরিত।

২৭ পরে সে চারি হস্ত দীর্ঘ ও চারি হস্ত প্রস্থ
ও তিন হস্ত উচ্চ পিত্তলময় দশ পীঠ নির্ম্মাণ
করিল। ২৮ সেই সকল পীঠের গঠন এই রূপ;
তাহাদের মধ্যদেশ ছিল, সেই সকল মধ্যদেশ
বিটের মধ্যে ছিল। ২৯ এবং বিটের মধ্যদেশে
সিংহ ও গোরু ও কিরূব্‌ চিত্রিত ছিল, এবং
উপরিস্থ বিটেতেও সেই রূপ ছিল, এবং সিং-
হদের ও গোরুদের নীচে সূক্ষ্ম কার্য্যের মালা
ছিল। ৩০ প্রত্যেক পীঠের পিত্তলময় চারি চক্র
ও পিত্তলময় আল ছিল, এবং চারি কোণে
স্থাপিত অবলম্বন ছিল, সেই সকল অবলম্বন
স্নানপাত্রের নীচে ঢালা ছিল, ও প্রত্যেকের
নিকটে মালা ছিল। ৩১ এবং মাথলার মধ্যে ও
তদুপরি তাহার মুখ এক হস্ত, কিন্তু তাহার বহি-
র্মুখ স্তম্ভের আকৃতির ন্যায় গোল ও দেড় হস্ত
পরিমিত; ও তাহার মুখের উপরে শিল্পকার্য্য
ছিল; এবং তাহার মধ্যদেশ সকল গোল
নয়, চতুষ্কোণ ছিল। ৩২ এবং মধ্যদেশের
নীচে চারি চক্র; ঐ চক্রের আল পীঠের সহিত
নির্ম্মিত ছিল; তাহার প্রত্যেক চক্র দেড় হস্ত
উচ্চ ছিল। ৩৩ এবং রথচক্রের ন্যায় তাহার
আকৃতি ছিল, এবং তাহার আল ও নেমি ও

তাহার নাভি ও দণ্ড ছাঁচে ঢালা ছিল। ৩৪ এবং
প্রত্যেক পীঠের চারি কোণে স্থাপিত চারি
অবলম্বন ছিল; সে অবলম্বন স্বয়ং পীঠের সহিত
নির্ম্মিত ছিল। ৩৫ ঐ পীঠের উপরিস্থ অর্দ্ধ হস্ত
উচ্চ বর্ত্তুলাকার হাতল এবং পীঠের উপরিস্থ
অবলম্বন ও মধ্যদেশ তাহার সহিত নির্ম্মিত
ছিল। ৩৬ আর সে তাহার অবলম্বনের প্রদেশের
ও তাহার মধ্যদেশের উপরে প্রত্যেকের পরি-
মাণানুসারে কিরূবদিগকে ও সিংহদিগকে ও
খর্জ্জূরবৃক্ষদিগকে খুদিল ও চতুর্দ্দিগে মালা দিল।
৩৭ এই রূপে সে এক ছাঁচে ও এক পরিমাণে
ও এক আকারে পিত্তলময় দশ পীঠ নির্ম্মাণ
করিল।

৩৮ পরে সে পিত্তলময় দশ প্রক্ষালনপাত্র
নির্ম্মাণ করিল, তাহার প্রত্যেক পাত্র চারি হস্ত
পরিমিত ছিল; এবং প্রত্যেক পাত্রে চল্লিশ মণ
ধরিত, এবং ঐ দশ পীঠের মধ্যে এক২ পীঠের
উপরে এক২ প্রক্ষালনপাত্র থাকিত। ৩৯ সে
গৃহের দক্ষিণ পার্শ্বে পাঁচ পীঠ ও বাম পার্শ্বে
পাঁচ পীঠ রাখিল; এবং পূর্ব্বদিগে গৃহের
দক্ষিণ পার্শ্বে দক্ষিণদিগের সম্মুখে সমুদ্ররূপ পাত্র
স্থাপন করিল।

৪০ হূরম্ ঐ সকল প্রক্ষালনপাত্র ও হাতা ও বাটি
নির্ম্মাণ করিল; এই রূপে হূরম্ পরমেশ্বরের
মন্দিরের উদ্দেশে সুলেমান্ রাজার জন্যে যে২
কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সে সকল সমাপ্ত করিল।
৪১ দুই স্তম্ভ, ও সেই স্তম্ভের উপরিস্থ মাথলার
দুই গোলাকার, ও সেই গোলাকার আচ্ছাদ-
নার্থক জালবৎ দুই আচ্ছাদন; ৪২ এবং জাল-
বৎ দুই কার্য্যের জন্যে চারি শত দাড়িম্বাকার,
অর্থাৎ স্তম্ভোপরিস্থ মাথলার দুই গোলাকার
আচ্ছাদনার্থক এক২ জালবৎ কার্য্যার্থে দুই
শ্রেণী দাড়িম্বাকার; ৪৩ এবং দশ পীঠ ও পী-
ঠের উপরে দশ প্রক্ষালনপাত্র; ৪৪ এবং এক
সমুদ্ররূপ পাত্র ও সমুদ্রপাত্রের নীচে দ্বাদশ
গোরু; ৪৫ এবং স্থালী ও হাতা ও বাটি, এই
যে সকল পাত্র হূরম্ সুলেমানের জন্যে পর-
মেশ্বরের মন্দিরের উদ্দেশে প্রস্তুত করিল, সকলি
তেজোময় পিত্তলদ্বারা সাঙ্গ পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ
করিল। ৪৬ রাজা যর্দ্দনের প্রান্তরে সুক্কোৎ
ও সর্ত্তনের মধ্যস্থিত চিক্কণ ভূমিতে তাহা
ঢালাইল। ৪৭ এবং সুলেমান্ অতি বাহুল্য
প্রযুক্ত ঐ সকল পাত্র তৌল করিল না; এবং
তাহার পিত্তলের কত পরিমাণ, তাহা জানা
গেল না। ৪৮ এবং সুলেমান্ পরমেশ্বরের
মন্দিরের জন্যে সেই সকল পাত্র নির্ম্মাণ করা-
ইল, এবং স্বর্ণবেদি, ও দর্শনরুটী স্থাপনার্থে
স্বর্ণমেজ; ৪৯ এবং ঈশ্বরের বাক্যস্থানের সম্মুখে
দক্ষিণে পাঁচ ও বামে পাঁচ নির্ম্মল স্বর্ণময় দীপ-
বৃক্ষ, এবং স্বর্ণময় পুষ্প ও প্রদীপ ও চিমটা;
৫০ এবং নির্ম্মল স্বর্ণময় ডাবর ও গুলত্রাস ও
বাটি ও চমস ও ধূনাচি, ও ভিতরে স্থিত মহা-
পবিত্র স্থানের ও মন্দিরের কপাটের জন্যে
স্বর্ণময় কব্জা করিল। ৫১ এই রূপে পরমেশ্বরের
গৃহের জন্যে সকল কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে সুলে-
মান্ আপন পিতা দায়ূদের পবিত্রীকৃত সকল
দ্রব্য তাহার মধ্যে আনিল; সে ঐ রূপা ও
স্বর্ণ ও পাত্র সকল পরমেশ্বরের গৃহস্থিত ধনা-
গারের মধ্যে রাখিল।

৮ অধ্যায়।

১ মন্দির উৎসর্গ করণের উৎসব, ১২ ও সুলেমানের
আশীর্ব্বাদ কথা, ২২ ও সুলেমানের প্রার্থনার কথা,
৬২ ও বলিদানাদি উৎসর্গ করণ।

১ অপর সুলেমান্ দায়ূদনগর অর্থাৎ সিয়োন্-
হইতে পরমেশ্বরের নিয়মসিন্দুক আনয়নার্থে
ইস্রায়েল লোকদের প্রাচীনগণকে ও বংশ সক-
লের প্রধান লোকদিগকে, অর্থাৎ ইস্রায়েল
লোকদের তাবৎ গোষ্ঠীর অধ্যক্ষদিগকে যিরূ-
শালমে আপনার নিকটে একত্র করিল। ২ তা-
হাতে এথানীম্ নামক সপ্তম মাসের উৎসব
সময়ে ইস্রায়েলের তাবৎ লোক সুলেমান্ রাজার
নিকটে একত্র হইল। ৩ পরে ইস্রায়েলের প্রাচী-
নগণ উপস্থিত হইলে যাজকগণ সিন্দুক উঠাইল।
৪ এবং যাজকগণ ও লেবীয় লোকেরা পরমে-
শ্বরের সিন্দুক ও মণ্ডলীর আবাস ও আবাসের
মধ্যস্থ সমস্ত পবিত্র পাত্র উঠাইল। ৫ তাহাতে
সুলেমান্ রাজা সমাগত ইস্রায়েলের তাবৎ মণ্ড-
লীর সহিত সিন্দুকের সম্মুখে যাইয়া মেষ গবাদি
বলিদান করিল; তাহা বাহুল্য প্রযুক্ত অসংখ্য
ও অপরিমেয় ছিল। ৬ পরে যাজকেরা মন্দির-
মধ্যস্থ ঈশ্বরের বাক্যস্থানে, অর্থাৎ অতি পবিত্র
স্থানে কিরূবদের পক্ষের নীচে নিরূপিত স্থানে
পরমেশ্বরের নিয়মসিন্দুক আনিল। ৭ সেই
কিরূবেরা সিন্দুকের স্থানের দিগে বিস্তীর্ণপক্ষ
ছিল, এবং কিরূবেরা সিন্দুক ও তাহার দুই
সাইঙ্গ আচ্ছাদন করিত। ৮ সেই দুই সাইঙ্গ
এমত লম্বা ছিল, যে তাহার অগ্রভাগ ঈশ্বরের
বাক্যস্থানের সম্মুখে পবিত্র স্থানে দৃষ্ট হইত, কিন্তু
বাহিরে দৃষ্ট হইত না; তাহারা অদ্য পর্য্যন্ত
সেই স্থানে আছে। ৯ সেই সিন্দুকের মধ্যে
আর কিছু ছিল না, কেবল হোরেবে মূসা যে
দুই প্রস্তরময় পত্র তন্মধ্যে রাখিয়াছিল তাহাই
মাত্র, অর্থাৎ মিসর্‌হইতে ইস্রায়েল্ বংশের
নিগমন কালে তাহার সহিত পরমেশ্বরদ্বারা কৃত
নিয়মের পত্র ছিল। ১০ অপর পবিত্র স্থানের

মধ্যহইতে যাজকদের নির্গমন কালে পরমে-
শ্বরের মন্দির মেঘেতে এমত পরিপূর্ণ হইল,
১১ যে যাজকগণ মেঘ প্রযুক্ত দণ্ডায়মান হইয়া
সেবা করিতে অসমর্থ হইল, কেননা পরমেশ্বরের
তেজেতে পরমেশ্বরের মন্দির পরিপূর্ণ হইল।
১২ তখন সুলেমান্ কহিল, পরমেশ্বর ঘোর
অন্ধকারে বাস করেন, ইহা তিনি কহিয়াছেন।
১৩ আমি তোমার বাসার্থে যত্নপূর্ব্বক এক
মন্দির নির্ম্মাণ করাইলাম; ইহা তোমার নিত্য
বাসার্থে স্থিরীকৃত। ১৪ অপর ইস্রায়েলের সমস্ত
মণ্ডলী দণ্ডায়মান হইলে রাজা মুখ ফিরাইয়া
ইস্রায়েলের তাবৎ মণ্ডলীকে আশীর্ব্বাদ করিল।
১৫ রাজা কহিল, ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর
ধন্য; তিনি আমার পিতা দায়ূদের প্রতি আপন
মুখে এই যে কথা কহিয়াছেন, তাহা আপন হস্ত-
দ্বারা সফল করিলেন; ১৬ 'আমার প্রজা ইস্রা-
য়েল্ লোকদিগকে মিসরহইতে বাহির করিয়া
আনয়ন দিবসাবধি আমি আপন নাম রাখিতে
গৃহ নির্ম্মাণার্থে ইস্রায়েলের সমস্ত বংশের মধ্যে
কোন নগর মনোনীত করি নাই; কিন্তু আমার
প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের অধ্যক্ষ হইবার জন্যে
দায়ূদকে মনোনীত করিলাম।' ১৭ এবং ইস্রায়ে-
লের প্রভু পরমেশ্বরের নামে এক মন্দির নি-
র্ম্মাণ করিতে আমার পিতা দায়ূদের মনস্থ
ছিল। ১৮ কিন্তু পরমেশ্বর আমার পিতা দায়ূদ্-
কে কহিলেন, আমার নামে মন্দির নির্ম্মাণ
করিতে তোমার মনস্থ আছে; তোমার এই রূপ
মনস্থ করা ভাল বটে। ১৯ তথাপি সেই মন্দির
নির্ম্মাণ তুমি করিবা না, কিন্তু তোমার ঔরসজাত
এক পুত্র আমার নামে মন্দির নির্ম্মাণ করিবে।
২০ পরমেশ্বর এই যে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা
সফল করিলেন; পরমেশ্বরের প্রতিজ্ঞানুসারে
আমি আপন পিতা দায়ূদের পদে স্থাপিত
ও ইস্রায়েলের সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া ইস্রা-
য়েলের প্রভু পরমেশ্বরের নামে এই মন্দির
নির্ম্মাণ করাইলাম। ২১ আর পরমেশ্বর আমা-
দের পূর্ব্বপুরুষদিগকে মিসরহইতে বাহির করণ
কালে তাহাদের সহিত যে নিয়ম করিয়াছি-
লেন, সেই নিয়মের আধার যে সিন্দুক তাহার
জন্যে আমি সেখানে এক স্থান প্রস্তুত করিলাম।
২২ পরে সুলেমান্ ইস্রায়েলের সমস্ত মণ্ডলীর
সাক্ষাতে পরমেশ্বরের বেদির সম্মুখে দাঁড়া-
ইয়া আকাশের প্রতি হস্ত বিস্তার করিয়া
কহিল, ২৩ হে ইস্রায়েলের প্রভো পরমেশ্বর,
উপরিস্থ স্বর্গে ও অধঃস্থ পৃথিবীতে তোমার তুল্য
ঈশ্বর নাই। সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তোমার
সম্মুখে আচরণকারি আপন দাসগণের প্রতি
তুমি নিয়ম ও দয়া পালন করিয়া থাক,
২৪ বিশেষতঃ তোমার দাস আমার পিতা দায়ূ-
দের প্রতি আপনার প্রতিশ্রুত বাক্য পালন
করিয়াছ, এবং যাহা আপন মুখে কহিয়াছ,
তাহা অদ্য আপন হস্তদ্বারা সিদ্ধ করিতেছ।
২৫ হে ইস্রায়েলের প্রভো পরমেশ্বর, তুমি
আপন দাস আমার পিতা দায়ূদের নিকটে
যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা এখন সফল কর।
তুমি তাহাকে কহিয়াছিলা, 'আমার সম্মুখে
তুমি যেমন আচরণ করিলা, তোমার বংশও
যদি সাবধান হইয়া আমার সম্মুখে তদ্রূপ আচ-
রণ করে, তবে আমার দৃষ্টিতে ইস্রায়েলের
সিংহাসনোপবিষ্ট হইতে তোমার বংশে মনু-
ষ্যের অভাব হইবে না।' ২৬ হে ইস্রায়েলের
ঈশ্বর, আমি বিনয় করি, তোমার দাস আমার
পিতা দায়ূদের প্রতি যে কথা তুমি কহিয়াছ,
তাহা সুস্থির হউক। ২৭ কিন্তু ঈশ্বর পৃথিবীতে
বাস করিবেন, ইহা কি সত্য বটে? স্বর্গ ও স্বর্গের
উপরিস্থ স্বর্গ যাঁহাকে ধারণ করিতে পারে
না, তাঁহাকে কি আমার নির্ম্মিত এই মন্দির
ধারণ করিতে পারে? ২৮ হে আমার প্রভো
পরমেশ্বর, তুমি আপন দাসের নিবেদন
ও প্রার্থনার প্রতি মনোযোগ কর, ও তোমার
দাস অদ্য তোমার নিকটে যে বিনতি ও প্রার্থনা
করে, তাহা শুন। ২৯ এবং যে স্থানের বিষয়ে
তুমি কহিয়াছ, আমার নাম সেই স্থানে থা-
কিবে, সে স্থান অর্থাৎ তোমার এই মন্দিরের
প্রতি তোমার চক্ষু দিবারাত্রি উন্মীলিত থাকুক,
এবং এই স্থানের দিগে তোমার দাস যে প্রা-
র্থনা করে, তাহা শুন। ৩০ এবং এই স্থানের
দিগে অভিমুখ আপন দাসের ও আপন প্রজা
ইস্রায়েল্ লোকদের বিনতির প্রতি মনোযোগ
কর, এবং তোমার নিবাস স্বর্গে থাকিয়া তাহা
শুন, ও শুনিয়া ক্ষমা কর।
৩১ কেহ আপন প্রতিবাসির বিরুদ্ধে অপরাধ
করিলে যদি তাহাকে দিব্য করাইবার জন্যে
এক দিব্য নিশ্চিত হয়, ও সেই দিব্য এই মন্দি-
রে তোমার হোমবেদির সম্মুখে উপস্থিত হয়,
৩২ তবে তুমি স্বর্গে থাকিয়া তাহা শুনিয়া নি-
ষ্পত্তি করিয়া আপন দাসদের বিচার করিও,
অর্থাৎ দোষিকে সদোষ করিয়া তাহার কর্ম্মের
ফল তাহার মস্তকে বর্ত্তাইও; ও নির্দ্দোষিকে নি-
র্দ্দোষ করিয়া তাহার ধর্ম্মানুসারে ফল দিও।
৩৩ আর তোমার প্রজা ইস্রায়েল্ লোক
তোমার বিরুদ্ধে পাপ করণ প্রযুক্ত শত্রুদ্বারা
পরাস্ত হইলে পর পুনর্ব্বার যদি তোমার
প্রতি ফিরে, ও এই মন্দিরে তোমার নাম স্বী-
কার করিয়া তোমার নিকটে বিনয় করিয়া
প্রার্থনা করে; ৩৪ তবে তুমি স্বর্গে থাকিয়া

মনোযোগ করিয়া আপন প্রজা ইস্রায়েল লো-
কদের পাপ ক্ষমা করিও, ও তাহাদের পূর্ব্ব-
পুরুষদিগকে যে দেশ দিয়াছ, তাহাতে পুনর্ব্বার
তাহাদিগকে আনিও।
৩৫ আর তোমার বিরুদ্ধে তাহাদের পাপ
করণ প্রযুক্ত যদি আকাশ রুদ্ধ হইয়া বৃষ্টি না
করে, আর তাহাতে লোকেরা যদি এই স্থানের
দিগে অভিমুখ হইয়া তোমার নাম স্বীকার
করিয়া প্রার্থনা করে, এবং তোমাহইতে ক্লেশ
পাইয়া আপন২ পাপহইতে ফিরে, ৩৬ তবে
তুমি স্বর্গে থাকিয়া মনোযোগ করিয়া আপন
দাসদের ও আপন প্রজা ইস্রায়েল লোকদের
অপরাধ ক্ষমা করিও, ও তাহাদিগকে গন্তব্য
সৎপথ দেখাইও, এবং অধিকারার্থে আপন
প্রজাদিগকে দত্ত তোমার দেশে বৃষ্টি করিও।
৩৭ আর যদি তাহাদের দেশে দুর্ভিক্ষ কিম্বা
মহামারী কিম্বা চিটা কিম্বা শস্যের ম্লানতা
কিম্বা পঙ্গপাল কিম্বা কীট হয়, কিম্বা তাহা-
দের শত্রুগণ তাহাদের তাবৎ দেশের নগর
অবরোধ করে, কিম্বা কোন মারী বা রোগ
ব্যাপ্ত হয়; ৩৮ পরে আপনাদের মনঃপীড়া
জানিয়া তোমার প্রজা তাবৎ ইস্রায়েল লোক-
দের মধ্যে কোন২ জন যদি এই মন্দিরের
দিগে হস্ত বিস্তার করিয়া কোন নিবেদন কিম্বা
প্রার্থনা করে; ৩৯ তবে তুমি আপন নিবাস
স্বর্গে থাকিয়া তাহা শ্রবণ করিয়া ক্ষমা করিও ও
সিদ্ধ করিও, এবং প্রত্যেক জনের মন জানিয়া
তাহাদের ক্রিয়ানুসারে প্রতিফল দিও; কেননা
তাবৎ মনুষ্যসন্তানের মন কেবল তুমিই জান।
৪০ তাহাতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে তোমার
দত্ত দেশে তাহারা যত দিন সজীব থাকে,
তাবৎ তোমাকে ভয় করিবে।
৪১ আর বিদেশিরা তোমার মহানাম ও সবল
হস্ত ও বিস্তীর্ণ বাহুর কথা শ্রবণ করিবে; অত-
এব তোমার প্রজা ইস্রায়েল লোকদের বহির্ভূত
কোন বিদেশি লোক ৪২ যদি তোমার নামের
গুণে দূরদেশহইতে আসিয়া এই মন্দিরের সম্মু-
খে প্রার্থনা করে, ৪৩ তবে তুমি আপন নিবাস
স্বর্গে থাকিয়া তাহা শুনিও; এবং সেই বিদেশী
তোমার নিকটে যে প্রার্থনা করিবে, তাহার
প্রতি তদনুসারে করিও। তাহাতে তোমার প্রজা
ইস্রায়েল লোকের ন্যায় পৃথিবীস্থ সকল লোক
তোমাকে ভয় করিবে, ও আমার নির্ম্মিত এই
মন্দির তোমার নামে বিখ্যাত, ইহা জ্ঞাত হইবে।
৪৪ আর তুমি আপন প্রজাদিগকে কোন স্থানে
প্রেরণ করিলে তাহারা যদি আপন শত্রুগণের
সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া তোমার মনোনীত নগ-
রের দিগে ও তোমার নামের জন্যে আমার
নির্ম্মিত মন্দিরের দিগে অভিমুখ হইয়া পর-
মেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে; ৪৫ তবে তুমি
স্বর্গে থাকিয়া তাহাদের প্রার্থনা ও বিনয় শুনিয়া
তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও। ৪৬ আর তা-
হারা যদি তোমার বিরুদ্ধে পাপ করে, (কেননা
পাপ না করে এমত কোন মনুষ্য নাই,) এবং
তুমি যদি তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে
শত্রুহস্তগত কর, ও শত্রুগণ তাহাদিগকে দূরস্থ
কিম্বা নিকটস্থ আপন দেশে বন্দী করিয়া লইয়া
যায়, ৪৭ এবং সেই বন্দিরা দেশান্তরে নীত
হইয়া সেই স্থানে বিবেচনা করিয়া তোমার প্রতি
ফিরে, এবং যাহারা তাহাদিগকে বন্দী করিয়া
লইয়া গেল, তাহাদের দেশে তোমার নিকটে
বিনতি করিয়া, 'আমরা পাপ করিলাম ও অপ-
রাধী হইলাম ও দুষ্টতা করিলাম,' এই কথা
কহে, ৪৮ এবং যে শত্রুগণ তাহাদিগকে লইয়া
গেল, তাহাদের দেশে থাকিয়া সমস্ত অন্তঃকরণ
ও সমস্ত প্রাণের সহিত তোমার প্রতি ফিরে,
এবং তুমি তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে যে দেশ
দিয়াছ, আপনাদের সেই দেশের দিগে, ও তো-
মার মনোনীত নগরের দিগে, ও তোমার নামের
জন্যে আমার নির্ম্মিত মন্দিরের দিগে অভিমুখ
হইয়া যদি তোমার কাছে প্রার্থনা করে; ৪৯ তবে
তুমি আপন নিবাস স্বর্গে থাকিয়া তাহাদের
প্রার্থনা ও বিনয় শুনিয়া তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি
করিও; ৫০ এবং তোমার বিরুদ্ধে পাপকারি
আপন প্রজাদিগকে ক্ষমা করিও, ও তোমার
বিরুদ্ধে কৃত তাহাদের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা
করিও: এবং যাহারা তাহাদিগকে বন্দী করিয়া
লইয়া গেল, তাহাদের কৃপাপাত্র করিয়া তাহা-
দের প্রতি শত্রুদের কৃপা বর্ত্তাইও। ৫১ কেননা
তাহারা তোমার প্রজা ও তোমার অধিকার;
তুমিই তাহাদিগকে মিসরের মধ্যহইতে অর্থাৎ
লৌহের কুণ্ডহইতে আনিয়াছ। ৫২ তোমার এই
দাসের প্রার্থনাতে ও তোমার প্রজা ইস্রায়েল
লোকদের প্রার্থনাতে প্রসন্নচক্ষু হইও, এবং তা-
হারা যে২ প্রার্থনা করিবে, তুমি তাহা শুনিও।
৫৩ কেননা হে প্রভো পরমেশ্বর, আমাদের
পূর্ব্বপুরুষদিগকে মিসরহইতে আনয়ন কালে
তুমি আপন দাস মূসার প্রতি যেমন কহিয়া-
ছিলা, তদ্রূপ তোমার অধিকারার্থে তাহাদিগকে
পৃথিবীস্থ সকল লোকের মধ্যহইতে পৃথক্
করিয়াছ।
৫৪ সুলেমান্ পরমেশ্বরের নিকটে এই সকল
প্রার্থনা ও নিবেদন সাঙ্গ করিয়া পরমেশ্বরের
হোমবেদির সম্মুখে হাঁটু পাতনহইতে উঠিল।
৫৫ এবং আকাশের দিগে হস্তদ্বয় বিস্তার করণ
পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কহিয়া

ইস্রায়েলের তাবৎ মণ্ডলীকে আশীর্ব্বাদ করিল;
৫৬ ধন্য পরমেশ্বর, যেহেতুক তিনি আপন সকল
প্রতিজ্ঞানুসারে আপন প্রজা ইস্রায়েল লোক-
দিগকে বিশ্রাম দিলেন; তিনি আপন দাস
মুসার প্রমুখাৎ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই
উত্তম প্রতিজ্ঞার এক কথাও নিষ্ফল হয় নাই।
৫৭ আমাদের প্রভু পরমেশ্বর যেমন আমাদের
পূর্ব্বপুরুষদের সহবর্ত্তী ছিলেন, তদ্রূপ আমা-
দেরও সহবর্ত্তী হউন, আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া
দূরবর্ত্তী না হউন। ৫৮ এবং আপনার প্রতি
আমাদের মনকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহার তাবৎ
পথে চলিতে ও আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে দত্ত
তাঁহার তাবৎ আজ্ঞা ও বিধি ও ব্যবস্থা পালন
করিতে প্রবৃত্ত করুন। ৫৯ এই যে কথাদ্বারা
আমি পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলাম,
আমার এই কথা দিবারাত্রি আমাদের প্রভু
পরমেশ্বরের গোচরে থাকুক; এবং যেমন
প্রয়োজন তদনুসারে তিনি প্রতি দিন আপন
দাসের ও আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোক-
দের বিচার সিদ্ধ করুন। ৬০ তাহাতে যিহোবাঃ
যে সত্য ঈশ্বর, ইহা পৃথিবীস্থ তাবৎ জাতীয়েরা
জ্ঞাত হইবে। ৬১ অতএব অদ্যকার ন্যায় তাঁহার
বিধিমতে আচরণ করিতে ও তাঁহার আজ্ঞা প্রতি-
পালন করিতে আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের
প্রতি তোমাদের মন স্থির থাকুক।
৬২ পরে রাজা ও তাহার সহিত সমস্ত ইস্রা-
য়েল্ বংশ পরমেশ্বরের উদ্দেশে বলিদান করিতে
লাগিল। ৬৩ তাহাতে সুলেমান্ পরমেশ্বরের
উদ্দেশে দ্বাবিংশতি সহস্র গোরু ও এক লক্ষ
বিংশতি সহস্র মেষ মঙ্গলার্থক বলিরূপে উৎ-
সর্গ করিল; এই রূপে রাজা ও ইস্রায়েল্
লোকেরা পরমেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিল।
৬৪ এবং সেই দিনে রাজা পরমেশ্বরের মন্দিরের
সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণের মধ্যদেশ পবিত্র করিল, অর্থাৎ
সে স্থানে হোমবলি ও নৈবেদ্য এবং মঙ্গলার্থক
বলির মেদ উৎসর্গ করিল; যেহেতুক হোম-
বলি ও নৈবেদ্য এবং মঙ্গলার্থক বলির মেদ
ধরিতে পরমেশ্বরের সম্মুখস্থ পিত্তলময় বেদি
অতি ক্ষুদ্র ছিল। ৬৫ ঐ সময়ে সুলেমান্
পরমেশ্বরের উদ্দেশে (কুটীরনির্ম্মাণ) উৎসব
করিল, ও তাহার সঙ্গি মহামণ্ডলী, অর্থাৎ হমা-
তের প্রবেশস্থান অবধি মিসরের সীমানদী
পর্য্যন্ত ইস্রায়েল্ দেশনিবাসি সমস্ত লোক প্রভু
পরমেশ্বরের সাক্ষাতে দুই সপ্তাহ অর্থাৎ চৌদ্দ
দিন ঐ উৎসব করিল। ৬৬ পরে অষ্টম দিনে
সে লোকদিগকে বিদায় করিলে তাহারা রাজার
মঙ্গল প্রার্থনা করিল; এবং পরমেশ্বর আপন
দাস দায়ূদের ও আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোক-
দের জন্যে যে সকল মঙ্গল করিয়াছিলেন,
তাহাতে আনন্দিত ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া আপন ২
বাসস্থানে গেল।

৯ অধ্যায়।

১ দ্বিতীয় দর্শনে সুলেমানের সহিত ঈশ্বরের নিয়ম, ১০ ও সুলেমান্ ও হীরমের পরস্পর উপঢৌকন দেওন, ১৫ ও নানা নগরের নির্ম্মাণ, ২০ ও কিনানীয় প্রভৃতিদের দাসত্বের কথা, ২৪ ও ফিরৌণের কন্যার আপন গৃহে গমন, ২৫ ও সুলেমানের বার্ষিক বলিদানাদি, ২৬ ও তাহার জাহাজের কথা।

১ সুলেমান্ পরমেশ্বরের মন্দির ও রাজবাটী
ও আপন ইচ্ছামত যে সকল কর্ম্ম করিতে বাঞ্ছা
করিল, তাহা সমাপ্ত করিলে, ২ পরমেশ্বর যেমন
গিবিয়োনে দর্শন দিয়াছিলেন, তদ্রূপ সুলে-
মান্কে দ্বিতীয় বার দর্শন দিলেন। ৩ পরমেশ্বর
তাহাকে কহিলেন, তুমি আমার সাক্ষাতে যে ২
প্রার্থনা ও বিনতি করিয়াছ, তাহা আমি শুনি-
লাম; এবং তুমি যে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছ,
তন্মধ্যে আমার নাম নিত্য স্থাপন করিবার
জন্যে তাহা পবিত্র করিলাম, এবং সেই স্থানের
প্রতি সর্ব্বদা আমার চক্ষু ও মন থাকিবে।
৪ এবং তোমার পিতা দায়ূদের ন্যায় তুমিও
যদি আমার সাক্ষাতে আচরণ কর, এবং সমস্ত
অন্তঃকরণে সরলরূপে আমাহইতে প্রাপ্ত তাবৎ
আদেশানুযায়ি কর্ম্ম কর, এবং আমার বিধি
ও ব্যবস্থা পালন কর; ৫ তবে 'ইস্রায়েলের
সিংহাসনোপবিষ্ট হইতে তোমার বংশে মনু-
ষ্যের অভাব হইবে না;' এই যে কথা কহিয়া
তোমার পিতা দায়ূদের কাছে প্রতিজ্ঞা করি-
য়াছি, তদনুসারে আমি ইস্রায়েলের মধ্যে তো-
মার রাজসিংহাসন অনন্তকালস্থায়ী করিব।
৬ কিন্তু যদি তোমরা ও তোমাদের বংশ কোন
ক্রমে আমার পশ্চাৎহইতে ফির, ও তোমাদের
সম্মুখে স্থাপিত আমার আজ্ঞা ও বিধি পালন
না কর, কিন্তু বিপথগামী হইয়া ইতর দেবগণের
সেবা ও আরাধনা কর, ৭ তবে আমি ইস্রায়েল্
বংশকে যে দেশ দিয়াছি, তাহাহইতে তাহা-
দিগকে উচ্ছিন্ন করিব, এবং আপন নামের
জন্যে এই যে মন্দির পবিত্র করিলাম, ইহা
আপন দৃষ্টিহইতে দূর করিব, এবং তাবৎ
জাতীয়দের মধ্যে ইস্রায়েল্ লোক দৃষ্টান্ত ও
উপকথাস্বরূপ হইবে। ৮ তাহাতে যে কেহ
এই উচ্চ মন্দিরের নিকট দিয়া গমন করিবে, সে
চমৎকৃত হইয়া ও শিশ দিয়া, 'এই দেশ ও
মন্দিরের প্রতি পরমেশ্বর এমত দুর্দ্দশা কেন
ঘটাইলেন?' ইহা জিজ্ঞাসা করিবে; ৯ তাহাতে
লোকেরা উত্তর করিবে, যিনি এই লোকদের
পূর্ব্বপুরুষদিগকে মিসরহইতে বাহির করিয়া

আনিয়াছিলেন, আপনাদের সেই প্রভু পরমে-
শ্বরকে ত্যাগ করিয়া তাহারা ইতর দেবগণের
আশ্রয় লইয়া তাহাদের ভজনা ও সেবা করিল,
এই জন্যে পরমেশ্বর তাহাদের প্রতি এই সকল
অমঙ্গল ঘটাইলেন।
১০ পরমেশ্বরের মন্দির ও রাজবাটী এই দুই
গৃহ সুলেমানের নির্ম্মাণ করণে বিংশতি বৎসর
লাগিল। ১১ এবং সোরের রাজা হীরম সু-
লেমানের ইচ্ছানুসারে এরস্ কাষ্ঠ ও দেবদারু
কাষ্ঠ ও স্বর্ণ যোগাইয়া দিয়াছিল; সাঙ্গ হইলে
সুলেমান্ হীরম্ রাজাকে গালীল্ দেশস্থ বিং-
শতি নগর দিল। ১২ কিন্তু হীরম্ সুলেমানের
দত্ত সেই সকল নগর দেখিতে সোর্‌হইতে
আইলে তাহা তাহার তুষ্টিজনক হইল না।
১৩ তাহাতে সে কহিল, হে আমার ভ্রাতঃ, এ কে-
মন নগর আমাকে দিলা? এ কারণ সেই অঞ্চলের
নাম কাবূল্ (অতুষ্টিকর) রাখিল; অদ্যাপি তা-
হার সেই নাম আছে। ১৪ হীরম্ এক শত বিং-
শতি মণ স্বর্ণ রাজাকে পাঠাইয়া দিয়াছিল।
১৫ আর সুলেমান্ পরমেশ্বরের মন্দির ও
আপনার বাটী ও মিল্লো ও যিরূশালমের প্রা-
চীর ও হাৎসোর ও মগিদ্দো ও গেষর নির্ম্মাণ
করিবার কারণ কর্ম্মকারকদের দল সংগ্রহ করি-
য়াছিল। ১৬ মিসরের রাজা ফিরৌন্ আসিয়া
সেই গেষর্ হস্তগত করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া
তন্নিবাসি কিনানীয়দিগকে বধ করিয়াছিল, পরে
আপন কন্যা সুলেমানের ভার্য্যাকে যৌতুকরূপে
তাহা দিয়াছিল। ১৭ অতএব সুলেমান্ গেষর্ ও
অধঃস্থিত বৈথোরোণ; ১৮ এবং বালৎ, ও মরু-
ভূমিবেষ্টিত দেশস্থ তদ্মোর, ১৯ এবং আপন
কোষ ও রথ ও অশ্বারূঢ়দের জন্যে নানা নগর
নির্ম্মাণ করিল। এই রূপে সুলেমান্ যিরূশালমে
ও লিবানোনে ও আপন অধিকারদেশের সর্ব্বত্র
আপন ইচ্ছানুসারে নানা গাঁথনি করিল।
২০ ইস্রায়েল্ বংশ ভিন্ন যে ইমোরীয় ও
হিত্তীয় ও পিরিষীয় ও হিব্বীয় ও যিবূষীয় বং-
শীয়েরা অবশিষ্ট রহিয়াছিল, অর্থাৎ ইস্রায়েল
বংশ যাহাদিগকে বর্জ্জন পূর্ব্বক বিনষ্ট করিতে
না পারাতে দেশে অবশিষ্ট রাখিয়াছিল, ২১ তা-
হাদের বংশহইতে উৎপন্ন লোকদিগকে সুলেমান্
অদ্যাকার ন্যায় দাস্য কর্ম্মে নিযুক্ত দলরূপে
গ্রহণ করিল; ২২ কিন্তু সুলেমান্ ইস্রায়েল্ বং-
শের মধ্যে কাহাকেও দাস করিল না; তাহা-
দিগকে যোদ্ধা ও রাজভৃত্য ও অধ্যক্ষ ও সেনা-
পতি ও সারথি ও অশ্বারূঢ় করিল। ২৩ সুলে-
মানের কর্ম্মে নিযুক্ত পাঁচ শত পঞ্চাশ জন
প্রধান অধ্যক্ষ ছিল; তাহারা কর্ম্মকারি লোক-
দের উপরে কর্তৃত্ব করিত।
২৪ পরে ফিরৌণের কন্যা সুলেমানের কৃত
বাটীতে দায়ূদ্‌নগরহইতে আইলে সুলেমান্
মিল্লো নির্ম্মাণ করিল।
২৫ আর সুলেমান্ পরমেশ্বরের জন্যে আপন
নির্ম্মিত হোমবেদির উপরে বৎসরের মধ্যে তিন
বার হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিত,
এবং পরমেশ্বরের সম্মুখস্থ বেদির উপরে ধূপ
জ্বালাইত। এই রূপে মন্দির সমাপ্ত করিল।
২৬ আর সুলেমান্ রাজা ইদোম দেশে সুফ-
সমুদ্রের তীরস্থ এলতের নিকটবর্ত্তি ইৎসি-
য়োন্-গেবরে সমূহজাহাজ নির্ম্মাণ করিল। ২৭ তা-
হাতে হীরম্ সুলেমানের দাসদের সহিত সামুদ্রিক
কার্য্যে নিপুণ আপন নাবিক দাসদিগকে সেই
জাহাজে প্রেরণ করিল। ২৮ তাহারা ওফীরে
যাইয়া তথাহইতে চারি শত বিংশতি মণ স্বর্ণ
লইয়া সুলেমান রাজার নিকটে আনিত।

১০ অধ্যায়।

১ শিবা দেশের রাণীর কথা, ১১ ও হীরম্ রাজার
কথা, ১৪ ও সুলেমানের স্বর্ণময় ঢাল করণ, ১৮
ও সিংহাসনাদির কথা, ২৪ ও তাহার কাছে লো-
কদের সমাগম, ২৬ ও রথ ও অশ্বের কথা।

১ অপর পরমেশ্বরের নামের গৌরবার্থে শিবা
দেশের রাণী সুলেমান্ রাজার সুখ্যাতির কথা
শুনিয়া নিগূঢ় বাক্যদ্বারা তাহার পরীক্ষা করিতে
আইল। ২ সে সুগন্ধি দ্রব্য ও অতিশয় প্রচুর
স্বর্ণ ও মণিবাহক উষ্ট্রগণ সঙ্গে লইয়া অতি বড়
সমারোহপূর্ব্বক যিরূশালমে আইল; পরে
সুলেমানের নিকটে আসিয়া তাহাকে আপন
মনের তাবৎ কথা ভাঙ্গিয়া কহিল। ৩ তাহাতে
সুলেমান্ তাহার সকল প্রশ্নের উত্তর করিল;
রাজার বোধাগম্য কিছুই ছিল না, সে তাহাকে
সকলি কহিল। ৪ এই প্রকারে শিবার রাণী
সুলেমানের সকল জ্ঞান ও তাহার নির্ম্মিত গৃহ,
৫ ও তাহার মেজের খাদ্যদ্রব্য ও মন্ত্রিদের সভা
ও পরিচারকদের শ্রেণী ও পরিচ্ছদ ও পান-
পাত্রবাহকগণ ও পরমেশ্বরের মন্দিরে আরোহ-
ণার্থে তাহার নির্ম্মিত সোপান, এই সকল দেখিয়া
হতজ্ঞান হইল। ৬ পরে ঐ রাণী রাজাকে কহিল,
আমি আপন দেশে থাকিয়া তোমার কর্ম্ম ও
বিদ্যার যে সুখ্যাতি শুনিয়াছিলাম, তাহা সত্য।
৭ কিন্তু আমি যাবৎ আসিয়া আপন চক্ষুতে না
দেখিলাম, তাবৎ তাহা প্রত্যয় করিলাম না;
তথাপি তাহার অর্দ্ধেকও আমাকে কথিত হয়
নাই; যে কথা আমি শুনিয়াছিলাম, তাহাহইতে
তোমার বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্য অধিক। ৮ ধন্য তো-
মার এই লোকেরা, এবং ধন্য তোমার এই
দাসেরা, যেহেতুক ইহারা নিত্য তোমার সম্মুখে

দাঁড়াইয়া তোমার জ্ঞানের কথা শুনে। ৯ এবং
ধন্য তোমার প্রভু পরমেশ্বর, যেহেতুক তিনি
তোমাকে ইস্রায়েলের সিংহাসনোপবিষ্ট করিতে
সন্তুষ্ট হইলেন; পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশেতে
সর্ব্বদা প্রেম করেন, এই জন্যে ন্যায় ও ধর্ম্ম
করিতে তোমাকে রাজত্বপদে নিযুক্ত করিলেন।
১০ পরে সে রাজাকে এক শত বিংশতি মণ
স্বর্ণ ও অতিশয় প্রচুর সুগন্ধি দ্রব্য ও মণি উপ-
ঢৌকন দিল। শিবার ঐ রাণী সুলেমান্
রাজাকে যত সুগন্ধি দ্রব্য দিল, তত প্রচুর সুগন্ধি
দ্রব্য সেখানে আর কখনো আইসে নাই।
১১ অপর হীরম্ যে জাহাজদ্বারা ওফীর্হইতে
স্বর্ণ আনাইত, সেই জাহাজদ্বারা ওফীর্হইতে
বিস্তর চন্দনকাষ্ঠ ও মণি আসিত। ১২ ঐ চন্দন-
কাষ্ঠদ্বারা রাজা পরমেশ্বরের মন্দিরের ও রাজ-
বাটীর নিমিত্তে ক্ষুদ্র স্তম্ভ ও গায়কদের জন্যে
বীণা ও নবল নির্ম্মাণ করাইল; তদ্রূপ চন্দনকাষ্ঠ
অদ্যাপি এই স্থানে আইসে নাই ও কেহ দেখে
নাই। ১৩ পরে সুলেমান্ রাজা শিবার রাণীর
যাচ্ঞানুসারে তাহার বাঞ্ছা সকল সিদ্ধ করিল,
তদ্ভিন্ন আপন দাতৃত্বানুসারে তাহাকে আরো
দিল; পরে সে ও তাহার দাসগণ ফিরিয়া আপন
দেশে গেল।
১৪ বণিক্দের ও ব্যবসায়িগণের ও অধীন
সমস্ত রাজার ও দেশের সমস্ত শাসনকর্ত্তার
স্থানে যে স্বর্ণপ্রাপ্তি হইত, ১৫ তদ্ব্যতিরেকে
সম্বৎসরে ছয় শত ছেবট্টি মণ পরিমিত স্বর্ণ সুলে-
মানের কাছে আসিত। ১৬ তাহাতে সুলেমান্
রাজা পিটান স্বর্ণময় দুই শত গোলাকার ঢাল
প্রস্তুত করিল; তাহার প্রত্যেক ঢালে ছয় শত
শেকল্ পরিমিত স্বর্ণ ছিল। ১৭ এবং পিটান
স্বর্ণদ্বারা আর তিন শত ঢাল প্রস্তুত করিল;
তাহার প্রত্যেক ঢালে তিন সের স্বর্ণ ছিল;
পরে রাজা লিবানোন্ অরণ্য নামক বাটীতে
তাহা রাখিল।
১৮ পরে রাজা হস্তিদন্তময় এক সিংহাসন
নির্ম্মাণ করাইয়া উত্তম স্বর্ণেতে মুড়িল। ১৯ ঐ
সিংহাসনের ছয় সোপান ছিল, ও সিংহাস-
নের উপরিস্থ ভাগ পশ্চাতে গোলাকার ছিল,
ও আসনের উভয় পার্শ্বে হাতা ছিল, সেই
হাতার নিকটে দুই সিংহমূর্ত্তি দণ্ডায়মান ছিল।
২০ এবং সেই ছয় সোপানের উপরে দুই পার্শ্বে
দ্বাদশ সিংহমূর্ত্তি দণ্ডায়মান ছিল; এই রূপ
সিংহাসন আর কোন রাজ্যে প্রস্তুত হয় নাই।
২১ সুলেমানের সকল পানপাত্র স্বর্ণময় ছিল,
ও লিবানোন্ অরণ্য গৃহের সকল পাত্র নির্ম্মল
স্বর্ণময় ছিল; রূপ্যময় কোন পাত্র ছিল না;
সুলেমানের অধিকারে রূপার মূল্য ছিল না।
২২ কেননা সমুদ্রে হীরমের জাহাজের সহিত
রাজারও তর্শীশ্গামি সমূহ জাহাজ ছিল; তর্শী-
শের জাহাজ স্বর্ণ ও রূপা ও হস্তিদন্ত ও বানর
ও ময়ূর লইয়া তিন বৎসরান্তে এক বার আসিত।
২৩ এই রূপে ঐশ্বর্য্য ও বিদ্যাতে সুলেমান্ রাজা
পৃথিবীস্থ অন্য সকল রাজাহইতে প্রধান হইল।
২৪ ঈশ্বর সুলেমানের চিত্তে যে রূপ জ্ঞান
দিয়াছিলেন, তাহার সেই জ্ঞানের কথা শ্রবণ
করিতে তাবদ্দেশীয় লোক তাহার সহিত সাক্ষাৎ
করিতে চেষ্টা করিত। ২৫ এবং প্রত্যেক জন
বৎসরে ২ আপন ২ উপঢৌকন অর্থাৎ রূপ্য-
ময় ও স্বর্ণময় পাত্র ও বস্ত্র ও অস্ত্র ও সুগন্ধি দ্রব্য
ও অশ্ব ও অশ্বতরদিগকে আনিত।
২৬ পরে সুলেমান্ রথ ও অশ্বারূঢ় লোক-
দিগকে সংগ্রহ করিল; তাহার এক সহস্র চারি
শত রথ ও বারো সহস্র অশ্বারূঢ় ছিল, এবং
সে তাহাদিগকে নানা রথনগরে, বিশেষতঃ যিরু-
শালমে আপনার নিকটে রাখিল। ২৭ রাজা
যিরুশালমে বাহুল্য প্রযুক্ত রূপ্যকে প্রস্তরের
ন্যায় ও এরসকাষ্ঠকে প্রান্তরস্থ ডুম্বুরকাষ্ঠের ন্যায়
সাধারণ করিল। ২৮ এবং রাজা মিসরহইতে
অশ্বগণ আনাইত; ফলতঃ রাজধানীর বণিক্সমূহ
বিশেষ মূল্য দিয়া অশ্বসমূহকে ক্রয় করিত।
২৯ এবং মিসরহইতে আগত ও আনীত এক
রথের মূল্য ছয় শত রৌপ্যমুদ্রা, ও এক অশ্বের
মূল্য এক শত পঞ্চাশ মুদ্রা। এই প্রকারে তাহারা
হিত্তীয় ও অরামীয় রাজাদের জন্যে আনিত।

১১ অধ্যায়।

১ স্ত্রীগণদ্বারা সুলেমানের দেবপূজা করণ, ৯ ও তা-
হার প্রতি পরমেশ্বরের অনুযোগ, ১৪ ও তাহার
শত্রু হদদের কথা, ২৩ ও তাহার শত্রু রিষোণের
কথা, ২৬ ও তাহার শত্রু যারবিয়ামের কথা, ৪১ ও
সুলেমানের মৃত্যুর কথা।

১ সুলেমান্ রাজা ফিরৌণের কন্যা ব্যতিরেকে
অনেক বিদেশীয় অর্থাৎ মোয়াবীয় ও অম্মো-
নীয় ও ইদোমীয় ও সীদোনীয় ও হিত্তীয় স্ত্রীতে
প্রেম করিত। ২ পরমেশ্বর যে ভিন্নজাতীয়দের
বিষয়ে ইস্রায়েল্ বংশকে কহিয়াছিলেন, 'তো-
মরা তাহাদের মধ্যে যাইও না, এবং তাহাদি-
গকে আপনাদের মধ্যে আসিতে দিও না, কেননা
তাহারা অবশ্য আপনাদের দেবগণের প্রতি
তোমাদের মনকে বিপথগামী করিবে,' তাহাদের
সহিত সুলেমান্ প্রেমাসক্ত হইল। ৩ সাত শত
স্ত্রী তাহার রাণী ও তিন শত উপপত্নী ছিল;
তাহাতে সেই স্ত্রীগণ তাহার মনকে বিপথগামী
করিল। ৪ বিশেষতঃ সুলেমানের বৃদ্ধাবস্থাতে
তাহার স্ত্রীগণ তাহার মনকে ইতর দেবগণের
প্রতি বিপথগামী করিলে তাহার পিতা দায়ূদের

অন্তঃকরণ যেমন সর্ব্বতোভাবে আপন প্রভু পর-
মেশ্বরের প্রতি ছিল, তাহার তদ্রূপ থাকিল না।
৫ কিন্তু সুলেমান্ সীদোনীয় অস্তারোৎ দেবীদের
ও অম্মোনীয়দের মিল্কম নামে ঘৃণার্হ দেবের
পশ্চাদ্গামী হইল। ৬ এই রূপে সুলেমান্ পর-
মেশ্বরের দৃষ্টিতে কদাচরণ করিল; আপন পিতা
দায়ূদের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বরের অনুগত
হইল না। ৭ সেই সময়ে সুলেমান্ যিরূশালমের
সম্মুখস্থ পর্ব্বতে মোয়াবীয় কিমোশ্ ও অম্মোনীয়
মোলক্ এই দুই ঘৃণার্হ দেবের জন্যে টিকরস্থান
নির্ম্মাণ করিল। ৮ তাহার যত বিদেশীয় স্ত্রী আ-
পন ২ দেবের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইত ও বলিদান
করিত, সেই সকলের জন্যে তদ্রূপ করিল।
৯ যে পরমেশ্বর সুলেমান্কে দুই বার দর্শন
দিয়াছিলেন, এবং ইতর দেবের পশ্চাদ্গমনে
তাহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন, ইস্রায়েলের সেই
প্রভু পরমেশ্বরহইতে সে মন ফিরাইল, ১০ এবং
পরমেশ্বরের আদেশ পালন করিল না, এই
জন্যে পরমেশ্বর তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন।
১১ এবং পরমেশ্বর সুলেমান্কে কহিলেন, আমি
যে নিয়ম ও বিধি তোমাকে আদেশ করিয়াছি-
লাম, তাহা তুমি পালন কর নাই; তোমার
এই মত আচরণ হওয়াতে আমি অবশ্য তোমা-
হইতে রাজ্য কাড়িয়া লইয়া তোমার দাসকে
দিব। ১২ কিন্তু আমার দাস দায়ূদের অনুরোধে
তোমার বর্ত্তমান কালে তাহা করিব না; তোমার
পুত্রের হস্তহইতে তাহা কাড়িয়া লইব। ১৩ তথা-
পি সমুদয় রাজ্য কাড়িয়া লইব না; আপন দাস
দায়ূদের ও আপন মনোনীত যিরূশালমের
জন্যে তোমার পুত্রকে এক বংশ দিব।
১৪ পরে পরমেশ্বর সুলেমানের সহিত ইদোম্
দেশীয় রাজবংশোদ্ভব ইদোমীয় হদদ্ নামক
ব্যক্তির শত্রুতা জন্মাইলেন। ১৫ দায়ূদের ইদোমে
থাকন সময়ে যোয়াব্ সেনাপতি হত লোকদিগকে
কবর দিতে গমন করিয়া ইদোমের সকল পুরুষ-
দিগকে আঘাত করিয়াছিল। ১৬ যাবৎ ইদো-
মের সকল পুরুষ উচ্ছিন্ন না হয়, তাবৎ কাল
অর্থাৎ ছয় মাস পর্য্যন্ত যোয়াব্ ও ইস্রায়েলের
লোক সকল ইদোমে রহিয়াছিল। ১৭ কিন্তু হদদ্
ও তাহার সহিত তাহার পিতার ভৃত্য কএক
ইদোমীয় লোক মিসরে পলায়ন করিয়াছিল;
তখন হদদ্ ক্ষুদ্র বালক ছিল। ১৮ তাহারা মিদি-
য়ন্হইতে যাইয়া পারণে গিয়াছিল; পরে
পারণহইতে লোকদিগকে সঙ্গে লইয়া মিসরে
ফিরৌন্ রাজার নিকটে উপস্থিত হইলে ফিরৌন্
তাহাকে এক বাটী ও তাহার আহারার্থে বৃত্তি
ও ভূমি নিরূপণ করিয়া দিল। ১৯ পরে হদদ্
ফিরৌণের সাক্ষাতে অতিশয় অনুগ্রহ পাইলে
ফিরৌন্ আপন ভার্য্যা তহপিনেষ্ রাজ্ঞীর ভগি-
নীর সহিত তাহার বিবাহ দিল। ২০ অপর তহ-
পিনেষের ভগিনী গিনুবৎ নামে এক পুত্র প্রসব
করিলে তহপিনেষ্ ফিরৌণের গৃহে তাহার
স্তন্যপান ত্যাগ করাইল, এবং গিনুবৎ ফি-
রৌণের গৃহে ফিরৌণের পুত্রদের মধ্যে থাকিল।
২১ পরে দায়ূদ্ আপন পিতৃলোকদের সহিত
মহানিদ্রাগত হইয়াছে ও যোয়াব্ সেনাপতি মরি-
য়াছে, এই সমাচার হদদ্ মিসরে শুনিয়া ফি-
রৌণকে কহিল, আমাকে বিদায় কর, আমি
স্বদেশে যাই। ২২ তাহাতে ফিরৌন্ তাহাকে কহিল,
আমার এখানে তোমার কিসের অভাব আছে, যে
তুমি স্বদেশে যাইতে বাঞ্ছা কর? সে কহিল, কি-
ছুরই অভাব নাই, তথাপি আমাকে বিদায় কর।
২৩ ঈশ্বর সুলেমানের সহিত ইলিয়াদার পুত্র
রিষোন্ নামক আর এক জনের শত্রুতা জন্মাই-
লেন; সে সোবার রাজা হদদেষর নামক আ-
পন প্রভুর নিকটহইতে পলায়ন করিয়াছিল।
২৪ ফলতঃ যে সময়ে দায়ূদ্ তাহার স্বদেশীয়
লোকদিগকে আঘাত করিল, তৎকালে সে আ-
পনার নিকটে এক দল সৈন্য একত্র করিয়া
সেনাপতি হইয়াছিল; পরে তাহারা দম্মেষকে
যাইয়া সেখানে বাস করিয়া দম্মেষকে রাজ্য
করিল। ২৫ এই রূপে সুলেমানের তাবৎ বর্ত্তমান
সময়ে হিংসাচারি হদদ্ ভিন্ন সেও ইস্রায়েলের
শত্রু ছিল, এবং ইস্রায়েল্কে ঘৃণা করিয়া অরামের
উপরে রাজত্ব করিল।
২৬ যারবিয়াম্ নামে সুলেমানের এক দাস
ছিল; তাহার পিতার নাম সিরেদা নিবাসি
ইফ্রয়িমীয় নিবাট, কিন্তু সিরূয়া নামে তাহার
মাতা সে সময়ে বিধবা ছিল; সেও রাজার বিরুদ্ধে
হস্ত বিস্তার করিল। ২৭ রাজার বিরুদ্ধে তাহার
হস্ত বিস্তার করণের বৃত্তান্ত এই; সুলেমান্ মিল্লো
নির্ম্মাণ করিতেছিল, ও আপন পিতা দায়ূদের
নগরের ভগ্ন স্থান সারাইতেছিল। ২৮ তখন যার-
বিয়াম্ বীর্য্যবান পুরুষ ছিল, অতএব সুলেমান্
তাহাকে কর্ম্মে তৎপর যুবা দেখিয়া যুষফ্-
বংশীয় কর্ম্মকারকদের অধ্যক্ষ করিয়াছিল।
২৯ তৎকালে যারবিয়াম্ এক দিন যিরূশালমের
বাহিরে বেড়াইলে শীলোনীয় অহিয় ভবিষ্যদ্বক্তা
পথে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল; তখন সে
নূতন বস্ত্র পরিহিত ছিল, এবং কেবল তাহারা
দুই জন ক্ষেত্রে একত্র ছিল। ৩০ তাহাতে অহিয়
তাহার গাত্রীয় নূতন বস্ত্র ধরিয়া চিরিয়া দ্বাদশ
খণ্ড করিয়া যারবিয়াম্কে কহিল, ৩১ ইহার দশ
খণ্ড তুমি লও, কেননা ইস্রায়েলের প্রভু পরমে-
শ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমি সুলেমানের
হস্তহইতে রাজ্য কাড়িয়া লইব, ও তাহার মধ্যে

দশ বংশ তোমাকে দিব। ৩২ কিন্তু আমার দাস
দায়ূদের জন্যে এবং ইস্রায়েলের সমস্ত বংশের
মধ্যহইতে আমার মনোনীত যিরূশালম্ নগরের
জন্যে অবশিষ্ট এক বংশ তাহার থাকিবে।
৩৩ কেননা তাহারা আমাকে ত্যাগ করিয়া
সীদোনীয়দের অস্তারোৎ দেবীকে ও মোয়া-
বীয় কিমোশ দেবকে ও অম্মোন্ বংশের
মিল্‌কম্ দেবকে সেবা করিয়াছে; তাহারা আ-
পন পিতা দায়ূদের ন্যায় আমার সাক্ষাতে
সৎক্রিয়া ও বিধি ও ব্যবস্থা পালনার্থে আমার
পথে আর চলে না। ৩৪ তথাচ আমি তাহার
হস্তহইতে সমস্ত রাজ্য লইব না, কিন্তু আমার
মনোনীত দাস যে দায়ূদ্ আমার আজ্ঞা ও
বিধি পালন করিত, তাহার অনুরোধে তাহার
যাবজ্জীন তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিব না। ৩৫ কিন্তু
তাহার পুত্রের হস্তহইতে রাজ্য অর্থাৎ দশ বংশ
লইয়া তোমাকে দিব। ৩৬ এবং আমার নাম
স্থাপনার্থে আমার মনোনীত যে যিরূশালম্ নগর,
তন্মধ্যে আমার সম্মুখে যেন আমার দাস দায়ূ-
দের প্রদীপ নিত্য জ্বলে, এই নিমিত্তে আমি
তাহার পুত্রকে এক বংশ দিব। ৩৭ এবং
আমি তোমাকে গ্রহণ করিলাম, তাহাতে তুমি
আপন মনের ইচ্ছানুসারে ইস্রায়েলের উপরে
রাজা হইয়া রাজ্য করিবা। ৩৮ তুমি যদি আমার
দাস দায়ূদের ন্যায় আমার সমস্ত আদেশে
মনোযোগ কর, এবং আমার বিধি ও আজ্ঞা
পালন করিতে আমার সাক্ষাতে সৎকর্ম্ম করিয়া
আমার পথে চল, তবে আমি তোমার সহবর্ত্তী
হইব, ও যেমন দায়ূদের বংশকে, তদ্রূপ তোমার
বংশকেও চিরস্থায়ী করিব, ও ইস্রায়েল্ লোক
তোমাকে দিব। ৩৯ পূর্ব্বোক্ত কারণে আমি
দায়ূদের বংশকে দুঃখ দিব, কিন্তু সর্ব্বদা দিব
না। ৪০ অপর সুলেমান্ যারবিয়াম্‌কে বধ
করিতে চেষ্টা করিলে যারবিয়াম্ উঠিয়া মিসর-
দেশের রাজা শীশকের নিকটে মিসরে পলা-
ইল, এবং যে পর্য্যন্ত সুলেমানের মৃত্যু না হইল,
তাবৎ মিসরে থাকিল।

৪১ সুলেমানের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও তাহার
সমস্ত ক্রিয়া ও জ্ঞান কি সুলেমানের চরিত্র পুস্তকে
লিখিত নাই? ৪২ এই সুলেমান্ যিরূশালমে
চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে
রাজত্ব করিল। ৪৩ পরে সুলেমান্ আপন পিতৃ-
লোকদের সহিত মহানিদ্রাগত হইয়া আপন পিতা
দায়ূদের নগরে কবর প্রাপ্ত হইলে তাহার পুত্র
রিহবিয়াম্ তাহার পদে রাজা হইল।

১২ অধ্যায়।

১ রিহবিয়ামের নিকটে লোকদের নিবেদন, ৬ ও
যুবদের পরামর্শদ্বারা লোকদের প্রতি রিহবিয়ামের
কঠিন উত্তর দেওন, ১৬ ও ইস্রায়েলের দশ বং-
শের রাজদ্রোহ করণ, ২১ ও তাহাদের সহিত যুদ্ধ
করিতে ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা রিহবিয়ামের প্রতি নিষেধ,
২৫ ও দশ বংশের উপরে যারবিয়ামের রাজত্ব
করণ ও দুই প্রতিমা স্থাপন করণ।

১ পরে ইস্রায়েলের সমস্ত লোক রিহবিয়াম্‌কে
রাজ্যাভিষিক্ত করিতে শিখিমে আইলে রিহ-
বিয়াম্ শিখিমে গেল। ২ ইতিমধ্যে মিসরদেশ
প্রবাসী ঐ নিবাটের পুত্র যারবিয়াম্ ইহার
সংবাদ পাইল। সেই যারবিয়াম্ সুলেমান্ রা-
জার সম্মুখহইতে পলায়নাবধি মিসরদেশে বাস
করিত, ৩ কিন্তু লোকেরা দূত পাঠাইয়া তাহাকে
আহ্বান করিয়াছিল। পরে যারবিয়াম্ ও ইস্রা-
য়েলের তাবৎ মণ্ডলী রিহবিয়ামের কাছে আ-
সিয়া এই কথা কহিল, ৪ তোমার পিতা আমা-
দের উপর দুঃসহ যোঁয়ালি দিয়াছে; অতএব
তোমার পিতা আমাদের উপরে যে কঠিন
সেবার ভার ও দুঃসহ যোঁয়ালি দিয়াছে, তাহা
কিছু লঘু কর, তাহাতে আমরা তোমার সেবা
করিব। ৫ সে তাহাদিগকে কহিল, এখন যাও,
তিন দিনের পর আমার নিকটে আইস। তা-
হাতে লোকেরা প্রস্থান করিল।

৬ পরে রিহবিয়াম্ রাজা আপন পিতা সুলে-
মানের জীবনকালে যে প্রাচীনগণ তাহার সম্মুখে
দণ্ডায়মান থাকিত, তাহাদের সহিত মন্ত্রণা করিয়া
কহিল, আমি ঐ লোকদিগকে কি উত্তর দিব?
তোমরা কি মন্ত্রণা দেও? ৭ তাহাতে তাহারা
তাহাকে কহিল, যদি তুমি অদ্য এই লোকদের
সেবক হইয়া ইহাদের সেবা কর ও প্রিয় বাক্য-
দ্বারা ইহাদিগকে উত্তর দেও, তবে ইহারা সর্ব্বদা
তোমার দাস হইবে। ৮ কিন্তু সে প্রাচীনদের
দত্ত এই মন্ত্রণা ত্যাগ করিয়া আপন সম্মুখে
দণ্ডায়মান আপনার সমবয়স্ক যুবদের সহিত
মন্ত্রণা করিল। ৯ সে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিল,
লোকেরা কহিতেছে, তোমার পিতা আমাদের
উপরে যে যোঁয়ালি দিয়াছে, তাহা কিছু লঘু
কর; এখন তাহাদিগকে কি উত্তর দিব? তোমরা
কি মন্ত্রণা দেও? ১০ তাহাতে তাহার সমবয়স্ক
যুবগণ উত্তর করিল, তোমার পিতা আমাদের
উপরে ভারি যোঁয়ালি দিয়াছে, তুমি তাহা কিছু
লঘু কর, এই কথা যে লোকেরা তোমাকে কহি-
তেছে, তাহাদিগকে তুমি এই উত্তর দেও, আমার
কনিষ্ঠ অঙ্গুলি আমার পিতার কটিহইতেও স্থূল
হইবে। ১১ আমার পিতা তোমাদের উপরে
যে ভারি যোঁয়ালি দিয়াছে, আমি তাহা আরো
ভারী করিব; আমার পিতা তোমাদিগকে
কোড়াদ্বারা শাস্তি দিত, কিন্তু আমি গুম্ফিবি-
শিষ্ট কোড়াদ্বারা তোমাদিগকে শাস্তি দিব।

১২ পরে 'তৃতীয় দিবসে আমার নিকটে পুন-
র্ব্বার আইস,' রাজার উক্ত এই কথানুসারে
যারবিয়াম্ ও তাবৎ লোক তৃতীয় দিবসে রিহ-
বিয়ামের নিকটে আইল। ১৩ তাহাতে রাজা
লোকদিগকে কঠিন উত্তর দিল; ফলতঃ প্রাচীন
লোকেরা তাহাকে যে মন্ত্রণা দিয়াছিল, তাহা
ত্যাগ করিয়া, ১৪ ঐ যুবদের মন্ত্রণানুসারে এই
উত্তর করিল, আমার পিতা তোমাদের উপরে
যে ভারি যোঁয়ালি দিয়াছে, তাহা আমি আরো
ভারী করিব; আমার পিতা তোমাদিগকে কোড়া-
দ্বারা শাস্তি দিত, কিন্তু আমি তোমাদিগকে
গ্রন্থিবিশিষ্ট কোড়াদ্বারা শাস্তি দিব। ১৫ এই
রূপে রাজা লোকদের নিবেদনে মনোযোগ করিল
না, কেননা নিবাটের পুত্র যারবিয়াম্কে শীলো-
নীয় অহিয়ের প্রমুখাৎ পরমেশ্বর যে কথা
কহিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধ করণার্থে পরমেশ্বর-
হইতে এই ঘটনা হইল।

১৬ পরে রাজা আমাদের নিবেদনে মনো-
যোগ করিল না, ইহা দেখিয়া ইস্রায়েলের সমস্ত
লোক রাজাকে এই উত্তর দিল, দায়ূদে আমা-
দের কি অংশ? ও যিশয়ের পুত্রে আমাদের
কি অধিকার? হে ইস্রায়েল্ লোক সকল,
আপন ২ বাসস্থানে যাও; হে দায়ূদ্, এখন
তুমি আপনার বংশ দেখ। পরে ইস্রায়েল্
লোকেরা আপন ২ বাসস্থানে ফিরিয়া গেল।
১৭ তাহাতে রিহবিয়াম্ কেবল যিহূদা প্রদে-
শের নগর নিবাসি ইস্রায়েল্ বংশের উপরে
রাজা হইল। ১৮ পরে রিহবিয়াম্ রাজা লোক-
দের নিকটে কর্ম্মকারকদের দলাধ্যক্ষ অদো-
রাম্কে পাঠাইলে ইস্রায়েলের সমস্ত লোক
তাহাকে প্রস্তরাঘাতদ্বারা বধ করিল; তাহাতে
রিহবিয়াম্ রাজা শীঘ্র যিরূশালমে পলাইতে
রথারোহণ করিল। ১৯ এই রূপে ইস্রায়েল্
লোকেরা অদ্য পর্য্যন্ত দায়ূদ্ বংশের অধীনতা
ত্যাগ করিল। ২০ পরে যারবিয়াম্ ফিরিয়া
আসিয়াছে, ইহা তাবৎ ইস্রায়েল্ বংশ শুনিয়া
লোক প্রেরণদ্বারা তাহাকে মণ্ডলীর নিকটে
ডাকাইয়া সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যাভি-
ষিক্ত করিল; তাহাতে কেবল যিহূদা বংশ
ব্যতিরেক আর কোন লোক দায়ূদ্ বংশের
অনুগত থাকিল না।

২১ পরে রাজ্য যেন পুনরায় সুলেমানের পুত্র
রিহবিয়ামের হয়, এই জন্যে ইস্রায়েল্ বংশের
সহিত যুদ্ধ করিতে রিহিবিয়াম যিরূশালমে আ-
সিয়া যিহূদা বংশের ও বিন্যামীন্ বংশের এক
লক্ষ আশী সহস্র মনোনীত যোদ্ধাদিগকে একত্র
করিল। ২২ তাহাতে ঈশ্বরের লোক শিময়িয়ের
নিকটে ঈশ্বরের এই বাক্য উপস্থিত হইল,
২৩ তুমি যিহূদার রাজা সুলেমানের পুত্র রিহ-
বিয়াম্কে এবং যিহূদার ও বিন্যামীনের সমস্ত
বংশকে ও অবশিষ্ট লোকদিগকে এই কথা
কহ; ২৪ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমরা
যাইও না. ও আপন ভ্রাতা ইস্রায়েল বংশের
সহিত যুদ্ধ করিও না; প্রত্যেক জন আপন ২
গৃহে ফিরিয়া যাও, কেননা এই ঘটনা আমা-
হইতে হইল। অতএব তাহারা পরমেশ্বরের
কথা মানিয়া পরমেশ্বরের কথানুসারে ফি-
রিয়া গেল।

২৫ পরে যারবিয়াম্ ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতে শিখিম
নগর পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে বসতি
করিল, এবং তথাহইতে যাইয়া পিনূয়েল্ নগর
পুনর্নির্ম্মাণ করিল। ২৬ পরে যারবিয়াম্ মনে ২
ভাবিতে লাগিল, এই রাজ্য শীঘ্র পুনর্ব্বার দায়ূদ্
বংশের হইবে। ২৭ এই লোকেরা যদি যিরূ-
শালমস্থ পরমেশ্বরের মন্দিরে বলিদান করিতে
যায়, তবে অবশ্য ইহাদের মন আপন প্রভু
যিহূদার রাজা রিহবিয়ামের প্রতি ফিরিবে;
তাহাতে ইহারা আমাকে বধ করিয়া পুনর্ব্বার
যিহূদার রিহবিয়াম্ রাজার পক্ষ হইবে। ২৮ অত-
এব রাজা মন্ত্রণা লইয়া স্বর্ণময় দুই গোবৎস
নির্ম্মাণ করাইয়া লোকদিগকে কহিল, যিরূশা-
লমে যাওয়া তোমাদের নিরর্থক ক্লেশমাত্র; হে
ইস্রায়েল্ বংশ, এই দেখ, মিসর্হইতে তোমা-
দিগকে আনয়নকারি তোমাদের দেবতা। ২৯ পরে
সে তাহাদের মধ্যে এককে বৈথেলে ও অন্যকে
দানে স্থাপন করিল। ৩০ ইহা পাপের কারণ
হইল, কেননা লোকেরা প্রতিমার সম্মুখে আরা-
ধনা করিতে দান্ পর্য্যন্ত যাইতে লাগিল।
৩১ পরে সে টিকরস্থানের গৃহ নির্ম্মাণ করিল,
এবং যাহারা লেবির বংশ নয়, এমত অন্ত্যজ
লোকদিগকে যাজকপদে নিযুক্ত করিল। ৩২ এবং
যারবিয়াম্ অষ্টম মাসের পঞ্চদশ দিবসে যিহূ-
দার উৎসবের ন্যায় উৎসব নিরূপণ করিয়া
আপনকৃত বৎসপ্রতিমার উদ্দেশে বেদিতে বলি
উৎসর্গ করিতে লাগিল; বিশেষতঃ বৈথেলে এই
রূপ করিল, এবং আপনকৃত টিকরস্থানের যা-
জকদিগকে বৈথেলে স্থাপন করিল। ৩৩ অতএব
অষ্টম মাসের পঞ্চদশ দিবসে, অর্থাৎ আপন
মনে নির্দ্ধারিত মাসে ও দিবসে বৈথেলস্থ আপ-
নকৃত বেদির উপরে বলি উৎসর্গ করিল। এই
রূপে যারবিয়াম্ ইস্রায়েল্ বংশের জন্যে এক
উৎসব নিরূপণ করিয়া বেদির উপরে বলি উৎ-
সর্গ করিল ও ধূপ জ্বালাইল।

১৩ অধ্যায়।

১ যারবিয়ামের নিকটে ঈশ্বরের লোকের কথা, ১১
ও ঐ ঈশ্বরের লোকের প্রতি প্রাচীন ভবিষ্যদ্বক্তার

**মিথ্যা কথা, ২০ ও সে কথা বিশ্বাস করণ প্রযুক্ত
তাহার প্রতি ঈশ্বরের অনুযোগ, ২৩ ও তাহার
মৃত্যু ও কবর দেওন, ৩৩ ও যারবিয়ামের মহাপাপ।**

১ পরে যারবিয়াম্ ধূপ জ্বালাইতে বেদির নি-
কটে দাঁড়াইলে ঈশ্বরের এক লোক পরমেশ্ব-
রের বাক্যের গুণে যিহূদাহইতে বৈথেলে উপ-
স্থিত হইল; ২ এবং বেদির প্রতিকূলে পরমেশ্ব-
রের বাক্যের গুণে এই কথা কহিল, হে বেদি,
হে বেদি, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, 'দায়ূদ্
বংশে যোশিয় নামে এক বালক জন্মিবে;
টিকরস্থানের যে যাজকেরা তোমার উপরে
ধূপ জ্বালায়, তাহাদিগকে সে তোমার উপরে
উৎসর্গ করিবে, ও তোমার উপরে মনুষ্যের
অস্থি দগ্ধ করা যাইবে।' ৩ এবং ঐ দিবসে সে
লক্ষণ নির্দ্ধারণ করিতে এই কথা কহিল, পর-
মেশ্বর এই লক্ষণের কথা কহেন, দেখ, এই
বেদি ভগ্ন হইবে, ও ইহার উপরিস্থ ভস্ম
ভূমিতে পড়িয়া যাইবে। ৪ পরে ঈশ্বরের লোক
বৈথেলস্থ বেদির বিরুদ্ধে যে কথা প্রচার করিল,
তাহা শুনিয়া যারবিয়াম রাজা বেদিহইতে হস্ত
বিস্তার করিয়া কহিল, উহাকে ধর। কিন্তু সে
তাহার বিরুদ্ধে যে হস্ত বিস্তার করিল, তাহা শুষ্ক
হইল, সে তাহা আর সংকোচ করিতে পারিল
না। ৫ পরে ঈশ্বরের লোক কর্ত্তৃক পরমেশ্বরের
বাক্যদ্বারা যে লক্ষণ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তদ-
নুসারে বেদি ভগ্ন হইল, ও বেদিহইতে ভস্ম
ভূমিতে পড়িয়া গেল। ৬ তখন রাজা ঈশ্বরের
লোককে কহিল, আমার হস্ত যেন পূর্ব্বমত
হয়, এই জন্যে তুমি আমার নিমিত্তে প্রার্থনা
করিয়া আপন প্রভু পরমেশ্বরের মুখ প্রসন্ন কর;
তাহাতে ঈশ্বরের লোক পরমেশ্বরের মুখ প্রসন্ন
করিলে রাজার হস্ত সুস্থ হইয়া পূর্ব্বমত হইল।
৭ তখন রাজা ঈশ্বরের লোককে কহিল, তুমি
আমার সহিত গৃহে আসিয়া প্রাণ যুড়াও, আর
আমি তোমাকে পুরস্কার দিব। ৮ ঈশ্বরের
লোক রাজাকে কহিল, যদি তুমি আমাকে
আপন বাটীর অর্দ্ধেক দেও, তথাপি তোমার
সহিত প্রবেশ করিব না, ও এই স্থানে অন্ন
ভোজন কিম্বা জল পান করিব না। ৯ কেননা
পরমেশ্বরের বাক্যদ্বারা আমাকে এই দৃঢ় আজ্ঞা
দেওয়া গিয়াছে, তুমি অন্ন ভোজন ও জল পান
করিও না, এবং যে পথ দিয়া যাইবা, সে পথ
দিয়া ফিরিয়া আসিও না। ১০ পরে সে যে পথ
দিয়া বৈথেলে আসিয়াছিল, সে পথ দিয়া না
যাইয়া অন্য পথ দিয়া প্রস্থান করিল।

১১ ঐ বৈথেলে এক প্রাচীন ভবিষ্যদ্বক্তা বাস
করিত; তাহার পুত্রগণ আসিয়া বৈথেলে ঐ
দিবসে ঈশ্বরের লোকের কৃত কর্ম্মের বৃত্তান্ত
তাহাকে জ্ঞাত করিল, বিশেষতঃ ঐ ব্যক্তি রা-
জাকে যে২ কথা কহিয়াছিল, তাহা আপনাদের
পিতাকে কহিল। ১২ তাহাতে তাহাদের পিতা
জিজ্ঞাসিল, সে কোন্ পথে গেল? যিহূদাহইতে
আগত ঈশ্বরের লোক কোন্ পথে গেল, তাহা
তাহার পুত্রগণ দেখিয়াছিল। ১৩ পরে সে আ-
পন পুত্রদিগকে গর্দ্দভ সাজাইতে কহিল; তা-
হাতে তাহারা তাহার জন্যে গর্দ্দভ সাজাইলে
১৪ সে তাহাতে আরোহণ করিয়া ঐ ঈশ্বরের
লোকের পশ্চাদ্গমন করিল, এবং এক এলা
বৃক্ষের তলে তাহাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া
জিজ্ঞাসিল, তুমি কি যিহূদাহইতে আগত ঈশ্ব-
রের লোক? সে কহিল, আমি বটি। ১৫ তখন
সে তাহাকে কহিল, তুমি আমার সহিত আমার
গৃহে আসিয়া কিছু আহার কর। ১৬ তাহাতে
সে কহিল, আমি তোমার সহিত ফিরিয়া যাইতে
ও তোমার গৃহে প্রবেশ করিতে পারি না;
এবং এখানে তোমার সঙ্গে অন্ন ভোজন ও
জল পান করিব না। ১৭ কেননা পরমেশ্বরের
বাক্যদ্বারা আমাকে এই আজ্ঞা দেওয়া গিয়াছে,
'তুমি সে স্থানে অন্ন ভোজন ও জল পান
করিও না, এবং যে পথ দিয়া যাইবা, সে
পথ দিয়া ফিরিয়া আসিও না।' ১৮ পরে সে
তাহাকে কহিল, তোমার মত আমিও এক
ভবিষ্যদ্বক্তা; এক দূত আমাকে পরমেশ্বরের
বাক্যদ্বারা এই কথা কহিয়াছে, তুমি উহাকে
অন্ন ভোজন ও জল পান করাইতে ফিরাইয়া
আপন গৃহে আন। কিন্তু সে তাহাকে মিথ্যা
কথা কহিল। ১৯ অতএব সে তাহার সহিত
ফিরিয়া যাইয়া তাহার গৃহে অন্ন ভোজন ও
জল পান করিল।

২০ তাহারা ভোজনাসনে বসিয়া আছে, এমত
সময়ে যে ভবিষ্যদ্বক্তা তাহাকে ফিরাইয়া আনি-
য়াছিল, তাহার প্রতি পরমেশ্বরের বাক্য উপ-
স্থিত হইল। ২১ তাহাতে সে যিহূদাহইতে আ-
গত ঈশ্বরের লোককে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, পর-
মেশ্বর এই কথা কহেন, তুমি পরমেশ্বরের
আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করিলা; তোমার প্রভু
পরমেশ্বর তোমাকে যাহা আজ্ঞা করিলেন,
তাহা তুমি পালন করিলা না। ২২ তিনি যে
স্থানের বিষয়ে কহিলেন, 'তুমি অন্ন ভোজন
ও জল পান করিও না,' তুমি সেই স্থানে
ফিরিয়া আসিয়া অন্ন ভোজন ও জল পান
করিলা, এই হেতুক তোমার শব তোমার পিতৃ-
কবরে পাইবে না।

২৩ অপর তাহার ভোজন পান সাঙ্গ হইলে
যে ভবিষ্যদ্বক্তাকে সে ফিরাইয়া আনিয়াছিল,
তাহার জন্যে গর্দ্দভ সাজাইল; ২৪ তাহাতে সে

প্রস্থান করিলে পথি মধ্যে এক সিংহ তাহা-
কে পাইয়া বধ করিল, এবং তাহার শব পথে
পতিত থাকিল, ও গর্দ্দভ তাহার নিকটে দণ্ডায়-
মান থাকিল, এবং সিংহও শবের নিকটে দণ্ডা-
য়মান থাকিল। ২৫ পরে কোন ২ লোক ঐ পথ
দিয়া গমন করিতে পথে নিক্ষিপ্ত শব ও শবের
নিকটে দণ্ডায়মান সিংহকে দেখিয়া ঐ প্রাচীন
ভবিষ্যদ্বক্তার নিবাস নগরে আসিয়া সংবাদ
দিল। ২৬ অপর যে ভবিষ্যদ্বক্তা তাহাকে পথ-
হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিল, সে ঐ সংবাদ
শুনিয়া কহিল, এ পরমেশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধা-
চারি সেই ঈশ্বরের লোক; তাহার প্রতি পর-
মেশ্বরের উক্ত কথানুসারে পরমেশ্বর তাহাকে
সিংহের হস্তগত করিলেন, তাহাতে সিংহ তা-
হাকে বিদীর্ণ করিয়া বধ করিল। ২৭ পরে সে
আপন পুত্রগণকে কহিল, আমার নিমিত্তে গর্দ্দভ
সাজাও; তাহাতে তাহারা তাহা সাজাইলে
২৮ সে যাইয়া পথে নিক্ষিপ্ত তাহার শব, এবং
শবের নিকটে দণ্ডায়মান গর্দ্দভ ও সিংহকে
দেখিল; সিংহ শব ভক্ষণ করে নাই, এবং
গর্দ্দভকেও বিদীর্ণ করে নাই। ২৯ পরে সেই
ভবিষ্যদ্বক্তা ঈশ্বরের লোকের শব উঠাইয়া
গর্দ্দভোপরি রাখিয়া ফিরাইয়া আনিল, এবং
সেই প্রাচীন ভবিষ্যদ্বক্তা তাহার বিষয়ে শোক
করিতে ও তাহাকে কবর দিতে আপন বাস-
নগর মধ্যে আইল। ৩০ পরে সে আপন কবরে
ঐ শব রাখিল, এবং 'হায়, আমার ভ্রাতা ২!'
ইহা কহিয়া তাহারা তাহার জন্যে শোক
করিল। ৩১ অপর সে তাহাকে কবর দিয়া
আপন পুত্রগণকে কহিল, আমি মরিলে তোমরা
আমাকে এই ঈশ্বরের লোকের কবরে রাখিও,
ও আমার অস্থি তাহার অস্থির নিকটে রাখিও।
৩২ কেননা বৈথেলস্থ যজ্ঞবেদির ও শোমিরোণের
তাবৎ নগরস্থ টিকরস্থানের গৃহের প্রতিকূলে
পরমেশ্বরের বাক্যদ্বারা সে যে কথা প্রচার করি-
য়াছে, তাহা অবশ্য ফলিবে।
৩৩ এই ঘটনার পরে যারবিয়াম্ আপন
কুপথহইতে পরাঙ্মুখ হইল এমত নহে, বরং
পুনর্ব্বার লোকদের মধ্যে অন্ত্যজ লোকদিগকে
টিকরস্থানের যাজক করিয়া নিযুক্ত করিল;
যাহাকে ইচ্ছা করিল, তাহাকেই নিযুক্ত করিলে
সে টিকরস্থানের যাজক হইল। ৩৪ কিন্তু এই
কর্ম্ম যারবিয়াম বংশের পাপজনক হইল,
এবং তদ্দ্বারা সে বংশ উচ্ছিন্ন হইল ও পৃথি-
বীহইতে লুপ্ত হইল।

১৪ অধ্যায়।

১ পুত্রের অসুস্থতা প্রযুক্ত অহিয়ের নিকটে যারবি-
য়ামের স্ত্রীর গমন, ৫ ও অহিয়ের দুঃখদায়ক সমা-
চার দেওন, ১৭ ও অবিয়ের মরণ ও কবর দেওন,
২১ ও রিহবিয়ামের কুরাজত্বের কথা, ২৫ ও মিস্রীয়
শীশক্ রাজাদ্বারা ইস্রায়েলের লুট, ২৯ ও রিহবিয়া-
মের পদে অবিয়ের অভিষিক্ত হওন।

১ সেই সময়ে যারবিয়ামের পুত্র অবিয় পী-
ড়িত হইলে ২ যারবিয়াম্ আপন স্ত্রীকে কহিল,
ও গো, তুমি যারবিয়ামের ভার্য্যা, ইহা যাহাতে
বোধ না হয়, এমত ছদ্ম বেশ ধারণ করিয়া
উঠিয়া শীলোতে যাও; দেখ, অহিয় নামক যে
ভবিষ্যদ্বক্তা আমাকে কহিয়াছে, তুমি এই লো-
কদের রাজা হইবা, সে সেই স্থানে আছে।
৩ তুমি আপন হস্তে দশ রুটী ও মোদক ও
এক ভাণ্ড মধু লইয়া তাহার কাছে যাও; তাহা-
তে বালকের কি দশা হইবে, তাহা সে তোমাকে
কহিবে। ৪ পরে যারবিয়ামের স্ত্রী সেই রূপ
করিয়া উঠিয়া শীলোতে গিয়া অহিয়ের বাটীতে
উপস্থিতা হইল। ঐ সময়ে অহিয় বার্দ্ধক্য
প্রযুক্ত অন্ধ হইয়াছিল, দেখিতে পাইত না।
৫ অপর পরমেশ্বর অহিয়কে কহিলেন,
দেখ, যারবিয়ামের ভার্য্যা আপন পুত্রের কথা
জিজ্ঞাসা করিতে তোমার কাছে আসিতেছে,
কেননা সে পীড়িত আছে; অতএব সে ছল
করিয়া অন্য স্ত্রীবেশে আইলে তুমি তাহাকে
এমন ২ কথা কহিবা। ৬ পরে দ্বারে তাহার
প্রবেশ করণ সময়ে অহিয় তাহার পদের
শব্দ শুনিবামাত্র কহিল, হে যারবিয়ামের
ভার্য্যে, ভিতরে আইস; তুমি কেন অন্য স্ত্রী-
বেশ ধরিয়া ছল করিতেছ? আমি ভারি সমা-
চার কহিতে তোমার কাছে প্রেরিত হইলাম।
৭ তুমি যাইয়া যারবিয়াম্কে কহ, ইস্রায়েলের
প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি লোক-
দের মধ্যহইতে তোমাকে উন্নত করিয়া আমার
প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের অধ্যক্ষ করিয়াছি।
৮ এবং দায়ূদের বংশহইতে রাজ্য লইয়া তো-
মাকে দিয়াছি; তথাপি আমার দাস যে দায়ূদ্
আমার আজ্ঞা পালন করিত, এবং আমার
দৃষ্টিতে কেবল উচিত কর্ম্ম করিয়া আপন
সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আমার পশ্চাদ্গমন করিত,
তুমি তাহার তুল্য হও নাই। ৯ কিন্তু পূর্ব্বকার
লোক অপেক্ষাও কুকর্ম্ম করিয়াছ; বিশেষতঃ
যাইয়া আমাকে ক্রুদ্ধ করণার্থে আপনার জন্যে
ইতর দেবগণ ও ছাঁচে ঢালা প্রতিমা নির্ম্মাণ
করিয়া আমাকে পীছে ফেলিয়াছ। ১০ অতএব
দেখ, আমি যারবিয়ামের বংশের প্রতি অমঙ্গল
ঘটাইব; যারবিয়ামবংশীয় প্রত্যেক পুরুষকে
এবং ইস্রায়েলে বদ্ধ ও মুক্ত লোককে উচ্ছিন্ন
করিব, এবং যেমন কোন মনুষ্য শেষ পর্য্যন্ত
ঝাঁটি দিয়া মল দূর করে, তদ্রূপ আমি যার-

বিয়ামের বংশের পশ্চাতে ঝাঁটি দিব। [১১] যারবিয়ামের যে লোক নগরে মরিবে, তাহাকে কুক্কুরেরা ভক্ষণ করিবে; ও যে জন ক্ষেত্রে মরিবে, তাহাকে শূন্যের পক্ষিগণ ভক্ষণ করিবে, কারণ ইহা পরমেশ্বরের বাক্য। [১২] অতএব তুমি উঠিয়া ঘরে যাও; কিন্তু নগরে তোমার পদার্পণমাত্র সেই বালক মরিবে। [১৩] এবং তাহার জন্যে ইস্রায়েলের সমস্ত লোক শোক করিয়া তাহাকে কবর দিবে, কেননা যারবিয়ামের বংশের মধ্যে ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরের প্রতি তাহার কিঞ্চিৎ সদ্ভাব পাওয়া গেল, এই জন্যে যারবিয়াম্ বংশে কেবল সেই বালক কবর পাইবে। [১৪] আর পরমেশ্বর ইস্রায়েলের এক রাজাকে উৎপন্ন করিবেন; এই বর্ত্তমান ঘটনা ব্যতিরেকে সে এক দিনে যারবিয়ামের বংশকে উচ্ছিন্ন করিবে। [১৫] এবং পরমেশ্বর জলস্থ চপল নলের ন্যায় ইস্রায়েল্ বংশকে আঘাত করিবেন, এবং তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে এই যে উত্তম দেশ দিয়াছেন, তাহাহইতে ইস্রায়েল্ বংশকে উৎপাটন করিয়া নদীর ওপারে ছিন্নভিন্ন করিবেন, কারণ তাহারা আপনাদের কৃত চৈত্যবৃক্ষদ্বারা পরমেশ্বরকে ক্রুদ্ধ করিয়াছে। [১৬] যারবিয়াম্ আপনি পাপ করিয়াছে, এবং ইস্রায়েল্ বংশকেও পাপ করাইয়াছে; তাহার এই পাপ প্রযুক্ত তিনি ইস্রায়েল্ বংশকে ত্যাগ করিবেন।

[১৭] পরে যারবিয়ামের ভার্য্যা উঠিয়া যাইয়া তির্সাতে উপস্থিত হইল, কিন্তু গৃহের দ্বারের গোবরাটে পা দিবামাত্র তাহার বালক মরিল। [১৮] পরে পরমেশ্বর আপন দাস অহিয় ভবিষ্যদ্বক্তার প্রমুখাৎ যে কথা কহিয়াছিলেন, তদনুসারে ইস্রায়েলের সমস্ত লোক তাহাকে কবর দিয়া তাহার জন্যে শোক করিল। [১৯] এই যারবিয়ামের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত, অর্থাৎ সে কি রূপে যুদ্ধ করিল, ও কি প্রকারে রাজত্ব করিল, তাহার বিবরণ ইস্রায়েলীয় রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত আছে। [২০] যারবিয়াম্ বাইশ বৎসর রাজত্ব করিলে পর আপন পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইল; তাহাতে তাহার পুত্র নাদব্ তাহার পদে রাজা হইল।

[২১] সুলেমানের পুত্র রিহবিয়াম্ যিহূদা দেশের রাজা ছিল; রিহবিয়াম্ একচল্লিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিল, এবং আপন নাম স্থাপনার্থে ইস্রায়েলের তাবৎ বংশের মধ্যে পরমেশ্বর কর্তৃক মনোনীত যিরূশালম নগরে সপ্তদশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল; তাহার মাতার নাম অম্মোনীয়া নয়মা ছিল। [২২] পরে যিহূদা বংশ পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিল; তাহারা অধিক পাপ করিয়া আপন পূর্ব্বপুরুষদের অপেক্ষা তাঁহাকে ক্রুদ্ধ করিল। [২৩] কারণ তাহারাও প্রত্যেক উচ্চ পর্ব্বতে ও প্রত্যেক হরিৎ বৃক্ষের তলে আপনাদের জন্যে টিকরস্থান ও প্রতিমা ও চৈত্যবৃক্ষ স্থাপন করিল; [২৪] এবং দেশে পুংগামি লোক হইল। পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশের সম্মুখহইতে যে ভিন্নজাতীয়দিগকে দূর করিয়াছিলেন, তাহাদের তাবৎ ঘৃণার্হ ক্রিয়ানুসারে তাহারা কর্ম্ম করিল।

[২৫] অপর রিহবিয়ামের অধিকারের পঞ্চম বৎসরে মিসরের শীশক্ রাজা যিরূশালমের বিরুদ্ধে আসিয়া [২৬] পরমেশ্বরের মন্দিরের তাবৎ ধন ও রাজগৃহের তাবৎ ধন ইত্যাদি সর্ব্বস্ব ও সুলেমানের নির্ম্মিত তাবৎ স্বর্ণময় ঢাল লইয়া প্রস্থান করিল। [২৭] পরে রিহবিয়াম্ রাজা সে সকল ঢালের পরিবর্ত্তে পিত্তলময় ঢাল করিয়া রাজবাটীর দ্বারপাল পদাতিকগণের যে অধ্যক্ষগণ, তাহাদের কাছে সমর্পণ করিল। [২৮] তাহাতে পরমেশ্বরের মন্দিরে রাজার প্রবেশ করণ সময়ে ঐ পদাতিকগণ সেই সকল ঢাল বহিয়া আনিত; পরে রক্ষাশালাতে ফিরিয়া লইয়া যাইত।

[২৯] এই রিহবিয়ামের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও তাবৎ ক্রিয়া কি যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? [৩০] রিহবিয়াম্ ও যারবিয়াম্ এই উভয়ের যাবজ্জীবন পরস্পর যুদ্ধ হইল। [৩১] পরে রিহবিয়াম্ আপন পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইয়া আপন পিতৃলোকদের সহিত দায়ূদ্নগরে কবর প্রাপ্ত হইল। তাহার মাতার নাম অম্মোনীয়া নয়মা ছিল। পরে তাহার পুত্র অবিয় তাহার পদে রাজা হইল।

১৫ অধ্যায়।

১ অবিয়ের কুরাজত্বের কথা, ৯ ও তাহার পুত্র আসার সুরাজত্বের কথা, ১৬ ও তাহার সহিত ইস্রায়েলের বাশা রাজার যুদ্ধ, ২৩ ও তাহার মৃত্যু ও যিহোশাফট নামে তাহার পুত্রের অভিষিক্ত হওন, ২৫ ও নাদব্ ও বাশার কথা।

[১] নিবাটের পুত্র যারবিয়ামের অধিকারের অষ্টাদশ বৎসরে অবিয় যিহূদা দেশের রাজা হইল। [২] সে তিন বৎসর পর্য্যন্ত যিরূশালমে রাজত্ব করিল; তাহার মাতার নাম মাখা; সে অবশালোমের কন্যা ছিল। [৩] তাহার পূর্ব্বে তাহার পিতা যে রূপ পাপ করিয়াছিল, তদনুসারে সেও আচরণ করিল, তাহার পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের মনের ন্যায় ঈশ্বরবিষয়ে তাহার মন সরল ছিল না। [৪] তথাপি দায়ূদের পরে তাহার বংশের উন্নতি ও যিরূশালমের স্থায়িত্ব রক্ষা করণার্থে দায়ূদের প্র[illegible] পরমেশ্বর তাহার অনু-

রোধে যিরূশালমে তাহাকে এক প্রদীপ দি-
লেন। ৫ কেননা দায়ূদ্ পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে
সৎকর্ম্ম করিয়াছিল; হিত্তীয় উরিয়ের ভার্য্যার
ঘটনা ব্যতিরেকে সে পরমেশ্বরের আজ্ঞাহইতে
যাবজ্জীবন পরাঙ্মুখ হয় নাই। ৬ কিন্তু যারবি-
য়ামের যাবজ্জীবন রিহবিয়াম্ (বংশের) সহিত
যুদ্ধ হইল। ৭ এই অবিয়ের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও
সমস্ত ক্রিয়া যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে
কি লিখিত নাই? এবং অবিয়ের সহিত যার-
বিয়ামের যুদ্ধ হইল। ৮ পরে অবিয় আপন
পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইলে লো-
কেরা তাহাকে দায়ূদ্নগরে কবর দিল; অপর
তাহার পুত্র আসা তাহার পদে রাজা হইল।

৯ ইস্রায়েলের রাজা যারবিয়ামের অধিকা-
রের বিংশতি বৎসরে আসা যিহূদার রাজা
হইল। ১০ সে যিরূশালমে একচল্লিশ বৎসর
পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল; সে অবশালোমের কন্যা
মাখার পৌত্র ছিল। ১১ এই আসা আপন
পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের ন্যায় পরমেশ্বরের সাক্ষাতে
সদাচরণ করিল। ১২ সে দেশহইতে পুংগামি
লোকদিগকে দূর করিল, এবং আপন পূর্ব্ব-
পুরুষদের স্থাপিত ঘৃণার্হ প্রতিমা সকল দূর
করিল। ১৩ এবং তাহার পিতামহী মাখা চৈত্য-
বৃক্ষের তলে এক প্রতিমা স্থাপন করিয়াছিল,
এই জন্যে আসা তাহাকে রাজ্ঞীপদচ্যুতা করিল,
এবং তাহার প্রতিমাকে উচ্ছিন্ন করিয়া কিদ্রোণ
নদীর তীরে দগ্ধ করিল। ১৪ কিন্তু টিকরস্থান
দূরীকৃত হইল না; তথাপি আসার মন যাব-
জ্জীবন পরমেশ্বরের প্রতি সরল থাকিল।
১৫ তাহার পিতা যে২ বস্তু নিবেদন করিয়াছিল,
এবং সে আপনি যে২ বস্তু অর্থাৎ রূপা ও
স্বর্ণ ও পাত্র নিবেদন করিয়াছিল, তাহা সে পর-
মেশ্বরের মন্দিরে আনিল।

১৬ এই আসাতে ও ইস্রায়েলের বাশা রা-
জাতে যাবজ্জীবন যুদ্ধ হইল। ১৭ এবং কেহ
যেন নির্গত হইয়া যিহূদার রাজা আসার
নিকটে গমন করিতে না পায়, এই জন্যে ইস্রা-
য়েলের বাশা রাজা যিহূদার প্রতিকূলে যাইয়া
রামৎ নগর দৃঢ় করাইতে লাগিল। ১৮ তা-
হাতে আসা রাজা পরমেশ্বরের গৃহস্থিত ভাণ্ডা-
রের অবশিষ্ট তাবৎ রূপা ও স্বর্ণ, ও রাজবা-
টীর তাবৎ ধন লইয়া আপন ভৃত্যদের হস্তে
সমর্পণ করিল, এবং আসা রাজা হিষিয়োণের
পৌত্র টব্রিম্মোণের পুত্র বিন্হদদ্ নামক দম্মে-
ষক নিবাসি অরামীয় রাজার কাছে লোক প্রে-
রণ করিয়া এই কথা কহিল, ১৯ আমাতে ও
তোমাতে, এবং আমার পিতাতে ও তোমার
পিতাতে নিয়ম আছে; অতএব দেখ, আমি
উপঢৌকনার্থে রূপা ও স্বর্ণ পাঠাইতেছি; ইস্রা-
য়েলের বাশা রাজার সহিত তোমার যে নিয়ম
আছে, আসিয়া তাহা ভঙ্গ কর, তাহাতে সে
আমার নিকটহইতে প্রস্থান করিবে। ২০ তা-
হাতে বিন্হদদ্ আসা রাজার কথায় মনোযোগ
করিয়া ইস্রায়েলীয় নগরের বিরুদ্ধে আপন সে-
নাপতিগণকে প্রেরণ করিয়া ইয়োন্ ও দান্ ও
আবেল্-বৈৎ-মাখা ও সমস্ত কিন্নেরৎ অর্থাৎ
নপ্তালির তাবৎ দেশ পরাস্ত করিল। ২১ তখন
বাশা এই সমাচার পাইয়া রামৎ প্রস্তুত করণ-
হইতে নিবৃত্ত হইয়া তির্সাতে বসতি করিল।
২২ পরে আসা রাজা যিহূদার তাবৎ লোককে
আহ্বান করিল, কাহাকেও ছাড়িল না; তা-
হারা রামতে বাশার প্রস্তুত প্রস্তর ও কাষ্ঠ লইয়া
গেল। পরে আসা রাজা তাহাদ্বারা বিন্যামী-
নের গেবা ও মিস্পা নগর প্রস্তুত করিল।

২৩ এই আসার অবশিষ্ট তাবৎ বৃত্তান্ত ও
তাহার সকল পরাক্রম ও সকল ক্রিয়া, এবং
সে যে২ নগর প্রস্তুত করিল, এই সকলের
কথা কি যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে
লিখিত নাই? কিন্তু তাহার বৃদ্ধাবস্থাতে পাদ-
রোগ হইলে ২৪ আসা আপন পিতৃলোক-
দের ন্যায় মহানিদ্রিত হইয়া আপন পিতা
দায়ূদের নগরে আপন পিতৃলোকদের সহিত
কবর প্রাপ্ত হইল। পরে তাহার পুত্র যিহো-
শাফট্ তাহার পদে রাজা হইল।

২৫ যিহূদার আসা রাজার অধিকারের দ্বি-
তীয় বৎসরে যারবিয়ামের পুত্র নাদব্ ইস্রা-
য়েলের উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিল;
সে দুই বৎসর ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব
করিল। ২৬ এবং পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদা-
চরণ করিল; সে আপন পিতার পথে, অর্থাৎ
তাহার পিতা ইস্রায়েল্ বংশকে যে পাপপথে
প্রবৃত্তি দিয়াছিল, সেই পাপপথে চলিল।
২৭ পরে নাদব্ ও ইস্রায়েলের সমস্ত লোক
পিলেষ্টীয়দের গিব্বিথোন নগর অবরোধ করি-
তেছিল, এমত সময়ে ইষাখর্ বংশীয় অহিয়ের
পুত্র বাশা তাহার বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা করিয়া গি-
ব্বিথোনের নিকটে তাহাকে বধ করিল। ২৮ যি-
হূদার আসা রাজার অধিকারের তৃতীয় বৎ-
সরে বাশা নাদবকে বধ করিয়া তাহার পদে
রাজা হইল। ২৯ রাজা হইয়া বাশা যারবিয়ামের
তাবৎ বংশকে উচ্ছিন্ন করিল। পরমেশ্বর
আপন দাস শীলোনীয় অহিয়ের প্রমুখাৎ যে
কথা কহিয়াছিলেন, তদনুসারে বাশা যারবিয়াম্
বংশের এক প্রাণিকেও অবশিষ্ট রাখিল না,
সকলকে বিনষ্ট করিল; ৩০ কারণ যারবিয়াম্
আপনি পাপ করাতে ও ইস্রায়েল্ বংশকে

পাপে প্রবৃত্তি দেওয়াতে ক্রোধজনক কর্ম্মদ্বারা
ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরকে ক্রুদ্ধ করিয়াছিল।
৩১ এই নাদবের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও তাবৎ ক্রিয়া
কি ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লি-
খিত নাই? ৩২ আসা রাজা ও ইস্রায়েলের
বাশা রাজা যাবজ্জীবন পরস্পর যুদ্ধ করিল।
৩৩ যিহূদার আসা রাজার অধিকারের তৃতীয়
বৎসরে অহিয়ের পুত্র বাশা সমস্ত ইস্রায়েলের
উপরে তির্সাতে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া
চব্বিশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল। ৩৪ সে
পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিত, এবং
যারবিয়ামের পথে অর্থাৎ যারবিয়াম ইস্রায়েল্
বংশকে যে পাপপথে প্রবৃত্তি দিয়াছিল, সেই
পাপপথে চলিত।

১৬ অধ্যায়।

১ বাশার বিরুদ্ধে যেহূর ভবিষ্যদ্বাক্য, ৮ ও সিম্রির বিশ্বাসঘাতকতা, ১১ ও যেহূর ভবিষ্যদ্বাক্য সিদ্ধ করণ, ১৫ ও অম্রির রাজ্যাভিষিক্ত হওন ও সিম্রির দগ্ধ হওন, ২১ ও অম্রির দ্বারা তিব্নির পরাস্ত হওন, ২৩ ও তাহাদ্বারা শোমিরোণের পত্তন ও তাহার কুরাজত্ব করণ ও মৃত্যু, ২৯ ও অম্রির পুত্র আহাবের অভিষিক্ত হওন ও কুরাজত্ব করণ, ৩৪ ও যিরীহোর পুনর্ব্বার পত্তন করণ।

১ পরে বাশার বিরুদ্ধে পরমেশ্বরের এই বাক্য
হনানির পুত্র যেহূর নিকটে উপস্থিত হইল,
২ আমি তোমাকে ধূলার মধ্যহইতে উঠাইয়া
আপন প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের উপরে রাজা
করিয়াছি, কিন্তু তুমি যারবিয়ামের পথে চলিয়া
আমার প্রজা ইস্রায়েল্ লোকদের পাপদ্বারা
আমাকে ক্রুদ্ধ করণার্থে তাহাদিগকে পাপেতে
প্রবৃত্তি দিয়াছ। ৩ অতএব দেখ, আমি বাশার
পশ্চাতে ও তাহার বংশের পশ্চাতে ঝাঁটি
দিব; নিবাটের পুত্র যারবিয়ামের বংশের
ন্যায় তোমার বংশ করিব। ৪ বাশার যে কোন
লোক নগরে মরিবে, কুক্কুরেরা তাহাকে ভক্ষণ
করিবে; এবং যে জন প্রান্তরে মরিবে, শূন্যের
পক্ষিগণ তাহাকে ভক্ষণ করিবে। ৫ এই বা-
শার অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া ও পরা-
ক্রম কি ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে
লিখিত নাই? ৬ পরে বাশা আপন পিতৃ-
লোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইয়া তির্সাতে
কবরপ্রাপ্ত হইল, এবং তাহার পুত্র এলা তা-
হার পদে রাজা হইল। ৭ এই বাশা আপন
হস্তকৃত বস্তুদ্বারা পরমেশ্বরকে ক্রুদ্ধ করিতে তাঁ-
হার সাক্ষাতে যে সকল দুষ্ক্রিয়া করিত, তাহা-
দ্বারা যারবিয়ামের বংশের তুল্য হইয়া উঠি-
য়াছিল, এবং সেই বংশ উচ্ছিন্ন করিয়াছিল,
এই কারণ হনানির পুত্র যেহূ ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা
বাশার ও তাহার বংশের বিরুদ্ধে পরমেশ্বরের
ঐ বাক্য উক্ত হইয়াছিল।
৮ অপর যিহূদার আসা রাজার ষড়্বিংশতি
বৎসরে বাশার পুত্র এলা তির্সাতে ইস্রায়েলের
উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া দুই বৎ-
সর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল। ৯ পরে তাহার
রথসমূহের অর্দ্ধেকের অধ্যক্ষ সিম্রি নামে তা-
হার ভৃত্য তাহার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ করিল।
ফলতঃ এলা তির্সাতে আপনার তত্রস্থ বাটীর
অধ্যক্ষ অর্সার গৃহে মত্ত হইলে ১০ সিম্রি সেই
গৃহে প্রবেশ করিয়া যিহূদার আসা রাজার
অধিকারের সপ্তবিংশতি বৎসরে তাহাকে আ-
ঘাতদ্বারা বধ করিয়া তাহার পদে রাজা হইল।
১১ পরে সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া
আপন সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াই বাশার
তাবৎ বংশকে বিনষ্ট করিল; তাহার জ্ঞাতি
কিম্বা মিত্র কোন পুরুষমাত্র তাহার বংশে
অবশিষ্ট রাখিল না। ১২ বাশা ও তাহার পুত্র
এলা যে সকল পাপ আপনারা করিয়াছিল,
এবং আপনাদের অসার প্রতিমাদ্বারা ইস্রায়ে-
লের প্রভু পরমেশ্বরকে ক্রুদ্ধ করণার্থে ইস্রা-
য়েল্ বংশকে যে সকল পাপে প্রবৃত্তি দিয়া-
য়াছিল, ১৩ তৎপ্রযুক্ত পরমেশ্বর যেহূ ভবিষ্য-
দ্বক্তার প্রমুখাৎ বাশার প্রতিকূলে যে২ কথা
কহিয়াছিলেন, তদনুসারে সিম্রি বাশার তাবৎ
বংশকে উচ্ছিন্ন করিল। ১৪ এই এলার অবশিষ্ট
বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া ইস্রায়েলের রাজাদের
ইতিহাসপুস্তকে কি লিখিত নাই?
১৫ যিহূদার আসা রাজার অধিকারের সপ্ত-
বিংশ বৎসরে সিম্রি সাত দিন তির্সাতে রাজত্ব
করিল; সেই সময়ে লোকেরা পিলেষ্টীয়দের
অধীন গিব্বিথোন্ নগর অবরোধ করিতে-
ছিল। ১৬ অতএব সিম্রি রাজদ্রোহ করিয়াছে
ও রাজাকে বধ করিয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া
নগরাবরোধকারি তাবৎ ইস্রায়েলীয় লোকেরা
ঐ দিবসে শিবিরমধ্যে অম্রি নামক সেনাপতিকে
ইস্রায়েলের উপরে রাজা করিল। ১৭ পরে
অম্রি ও ইস্রায়েলের সমস্ত লোক গিব্বিথোন্-
হইতে যাত্রা করিয়া তির্সা অবরোধ করিল।
১৮ তাহাতে নগর হস্তগত হইল, ইহা দেখিয়া
সিম্রি রাজবাটীর গর্ব্ভাগারে যাইয়া আপনার
চতুর্দ্দিক্স্থ রাজগৃহে অগ্নি দিয়া প্রাণত্যাগ করিল।
১৯ সে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিত,
এবং যারবিয়ামের পথে অর্থাৎ যারবিয়াম যে
পাপেতে ইস্রায়েল্ বংশকে প্রবৃত্তি দিয়াছিল,
সেই পাপপথে চলিত, আপনার কৃত এই পাপ
প্রযুক্ত সে (নষ্ট হইল।) ২০ এই সিম্রির অবশিষ্ট

বৃত্তান্ত ও তাহার কৃত রাজদ্রোহ ইস্রায়েলের
রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে কি লিখিত নাই?
২১ অপর ইস্রায়েল্ বংশ দুই দল হইয়া
অর্দ্ধেক লোক গীনতের পুত্র তিব্নিকে রাজা
করিতে তাহার পক্ষ হইল, এবং অন্য অর্দ্ধেক
লোক অম্রির পক্ষ হইল। ২২ কিন্তু শেষে অম্রির
পক্ষীয় লোকেরা গীনতের পুত্র তিব্নির পক্ষ-
দিগকে পরাস্ত করিল; তাহাতে তিব্নি মরিলে
অম্রি রাজা হইল।
২৩ যিহূদার আসা রাজার অধিকারের এক-
ত্রিশ বৎসরে অম্রি ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব
করিতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত
রাজত্ব করিল; সে ছয় বৎসর তির্সাতে রাজত্ব
করিল। ২৪ পরে দুই মণ রূপ্য মূল্য দিয়া
শোমরের শোমিরোণ্ পর্ব্বত ক্রয় করিয়া তাহার
উপরে এক নগর পত্তন করিল; পরে ঐ পর্ব্ব-
তের অধিকারি শোমরের নামানুসারে সেই
স্বকৃত নগরের নাম শোমিরোণ রাখিল। ২৫ সেই
অম্রি পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিত;
ও আপন পূর্ব্ববর্ত্তি তাবৎ লোকহইতেও অধিক
দুরাচারী ছিল। ২৬ সে নিবাটের পুত্র যারবি-
য়ামের সমস্ত পথে, অর্থাৎ যারবিয়াম্ অসার
প্রতিমাদ্বারা ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরকে ক্রুদ্ধ
করিতে যে পাপপথে ইস্রায়েল্ বংশকে প্রবৃত্তি
দিয়াছিল, সেই পাপপথে চলিত। ২৭ এই
অম্রির অবশিষ্ট ক্রিয়ার বৃত্তান্ত ও তাহার
প্রকাশিত পরাক্রম ইস্রায়েলের রাজাদের ইতি-
হাসপুস্তকে কি লিখিত নাই? ২৮ পরে অম্রি
আপন পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইয়া
শোমিরোণে কবরপ্রাপ্ত হইল, আর তাহার
পুত্র আহাব্ তাহার পদে রাজা হইল।
২৯ যিহূদার আসা রাজার অধিকারের অষ্ট-
ত্রিংশ বৎসরে অম্রির পুত্র আহাব্ ইস্রায়েলের
উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিল; অম্রির
পুত্র আহাব্ দ্বাবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত শো-
মিরোণে ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিল।
৩০ অম্রির পুত্র সেই আহাব্ আপন পূর্ব্ব-
বর্ত্তি লোক অপেক্ষাও পরমেশ্বরের সাক্ষাতে
কদাচরণ করিত। ৩১ নিবাটের পুত্র যারবিয়ামের
পাপপথে পশ্চাদ্গমন কি তাহার লঘু পাপ
ছিল? যাহা হউক, সে সীদোনীয়দের ইৎ-
বাল্ রাজার কন্যা ঈষেবল্কে বিবাহ করিল,
এবং যাইয়া বালের সেবা ও পূজা করিল।
৩২ এবং শোমিরোণে আপনার নির্ম্মিত বাল্-
মন্দিরের মধ্যে বালের জন্যে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ
করিল। ৩৩ এবং আহাব্ চৈত্যবৃক্ষ রোপণ
করিল। এই রূপে তাহার পূর্ব্বে ইস্রায়েলে
যত রাজা ছিল, সেই সকল অপেক্ষা আহাব্
ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরকে অধিক ক্রুদ্ধ
করিল।
৩৪ তাহার অধিকারের সময়ে বৈথেলীয়
হীয়েল্ পুনর্ব্বার যিরীহো নগর পত্তন করিল;
তাহাতে পরমেশ্বর নূনের পুত্র যিহোশূয়ের
প্রমুখাৎ যাহা কহিয়াছিলেন, তদনুসারে তাহাকে
ভিত্তির দণ্ডস্বরূপ জ্যেষ্ঠ পুত্র অবীরাম্কে, এবং
দ্বার স্থাপনের দণ্ডস্বরূপ কনিষ্ঠ পুত্র সিগূব্কে
দিতে হইল।

১৭ অধ্যায়।

১ এলিয়ের কিরীৎ স্রোতের নিকটে প্রেরিত হইয়া
কাকদ্বারা পালিত হওন, ৮ ও সারিফৎ নিবাসিনী
এক বিধবার কাছে তাহার প্রেরিত হওন, ১৭ ও
ঐ বিধবার পুত্রকে সজীব করণ, ২৪ ও ঐ বিধ-
বার বিশ্বাস।

১ পরে গিলিয়দ্ নিবাসি তিশ্‌বীয় এলিয় আ-
হাব্কে কহিল, আমি যে ইস্রায়েলের প্রভু পর-
মেশ্বরের সাক্ষাতে দণ্ডায়মান আছি, তিনি যদি
অমর হন, তবে এই কএক বৎসর পর্য্যন্ত শিশির
ও বৃষ্টি পড়িবে না; কেবল আমার বাক্যক্রমে
পড়িবে। ২ পরে পরমেশ্বরের এই বাক্য তাহার
নিকটে উপস্থিত হইল, ৩ তুমি এই স্থানহইতে
প্রস্থান করিয়া পূর্ব্বদিগে যাইয়া যর্দ্দনের সম্মুখস্থ
কিরীৎ নামক স্রোতের নিকটে লুকাইয়া থাক।
৪ সে স্থানে তুমি স্রোতের জল পান করিতে
পাইবা, এবং আমি তোমার প্রতিপালনার্থে
কাকদিগকে আজ্ঞা দিলাম। ৫ তাহাতে সে
যাইয়া পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিয়া
যর্দ্দনের সম্মুখস্থ কিরীৎ স্রোতের উপত্যকাতে বাস
করিল। ৬ তাহাতে কাকেরা প্রাতঃকালে রুটী
ও মাংস, এবং সন্ধ্যাকালেও রুটী ও মাংস
আনিয়া তাহাকে দিত; এবং সে স্রোতের জল
পান করিত। ৭ কিছু কাল পরে দেশে অনাবৃষ্টি
প্রযুক্ত ঐ স্রোতের জল শুষ্ক হইয়া গেল।
৮ পরে পরমেশ্বরের এই বাক্য তাহার নিকটে
উপস্থিত হইল, ৯ তুমি উঠিয়া সীদোনের সারি-
ফতে যাইয়া সেখানে বাস কর; দেখ, আমি
তোমার প্রতিপালনার্থে সে স্থানের এক বিধবাকে
আজ্ঞা দিলাম। ১০ অতএব সে উঠিয়া সারি-
ফতে যাত্রা করিল; পরে সেই নগরের দ্বারে
উপস্থিত হইয়া দেখিল, সেই স্থানে এক বিধবা
কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতেছে। সে তাহাকে ডাকিয়া
কহিল, ও গো, তুমি এক পাত্রে করিয়া কিঞ্চিৎ
জল আন, আমি পান করিব। ১১ তখন সে
স্ত্রী তাহা আনিতে যাইতেছে, ইতিমধ্যে সে
আর বার তাহাকে ডাকিয়া কহিল, ও গো, হস্তে
করিয়া আমার জন্যে এক খণ্ড রুটীও আন।

[12] সে কহিল, তোমার প্রভু পরমেশ্বরের
অমরতার দিব্য করিয়া কহিতেছি, আ-
মার গৃহে একটি রুটীও নাই; কেবল জা-
লাতে এক মুষ্টি ময়দা ও ভাণ্ডেতে কিঞ্চিৎ তৈল
আছে; দেখ, আমি খান দুই কাষ্ঠ কুড়াই-
তেছি, ইহা লইয়া গিয়া আমার ও পুত্রের
জন্যে পাক করিব; পরে আমরা তাহা খাইয়া
মরিব। [13] এলিয় তাহাকে কহিল, ভয় করিও
না; যাহা কহিলা, তাহা যাইয়া কর, কিন্তু প্রথমে
আমার জন্যে একটি ক্ষুদ্র পিষ্টক পাক করিয়া
আন; পরে আপনার ও পুত্রের জন্যে পাক
কর। [14] ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর এই কথা
কহেন, যে পর্য্যন্ত পরমেশ্বর পৃথিবীতে বৃষ্টি না
দেন, সেই দিন পর্য্যন্ত জালাতে ঐ ময়দার ক্ষয়
হইবে না, ও ভাণ্ডে তৈলের ন্যূনতা হইবে না।
[15] তাহাতে সে যাইয়া এলিয়ের বাক্যানুসারে
করিল; অতএব এলিয় ও সে স্ত্রী ও তাহার পরি-
জন অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রতিপালিত হইল।
[16] কেননা পরমেশ্বর এলিয়ের প্রমুখাৎ যে কথা
কহিয়াছিলেন, তদনুসারে ঐ জালাতে ময়দা ক্ষয়
পাইল না ও ভাণ্ডে তৈলের ন্যূনতা হইল না।
[17] ঐ ঘটনার পরে সেই গৃহিণীর পুত্র পীড়িত
হইল, এবং পীড়ার অতিশয় বৃদ্ধি হওয়াতে
বালকের প্রাণ বিয়োগ হইল। [18] তাহাতে সেই
স্ত্রী এলিয়কে কহিল, হে ঈশ্বরের লোক, তোমার
সহিত আমার সম্বন্ধ কি? তুমি কি আমার অপ-
রাধ মনে করাইতে ও আমার পুত্রকে বিনাশ
করিতে আসিয়াছ? [19] তাহাতে এলিয় তাহাকে
কহিল, তোমার পুত্র আমাকে দেও। পরে সে
তাহার বক্ষহইতে বালককে লইয়া ছাতের উপরিস্থ
আপন বাসাতে আনিয়া আপন শয্যাতে শয়ন
করাইল। [20] এবং পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা
করিয়া কহিল, হে আমার প্রভো পরমেশ্বর, আমি
যে বিধবার বাটীতে প্রবাস করিতেছি, তুমি কি
তাহার পুত্রকে বিনষ্ট করিয়া তাহাকেও বিপদ্-
গ্রস্ত করিবা? [21] পরে সে বালকের উপরে
তিন বার আপন শরীর বিস্তার করিয়া পর-
মেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়া কহিল, হে
আমার প্রভো পরমেশ্বর, আমি বিনয় করি,
এই বালকের অন্তরে পুনর্ব্বার প্রাণসংস্থান হউক।
[22] তাহাতে পরমেশ্বর এলিয়ের প্রার্থনা শুনিলে
ঐ বালকের অন্তরে পুনর্ব্বার প্রাণসংস্থান হইল,
তাহাতে সে সজীব হইল। [23] তখন এলিয়
সেই বালককে লইয়া উপরিস্থ কুঠরীহইতে গৃহ-
মধ্যে আনিয়া তাহার মাতার কাছে সমর্পণ
করিয়া কহিল, এই দেখ তোমার পুত্র জীবৎ হইল।
[24] তাহাতে সে স্ত্রী এলিয়কে কহিল, তুমি
ঈশ্বরের লোক, এবং পরমেশ্বরের যে বাক্য
তোমার মুখাগ্রে আছে তাহা সত্য, ইহা আমি
এখন জ্ঞাত হইলাম।

১৮ অধ্যায়।

১ দুর্ভিক্ষ সময়ে আহাবের নিকটে এলিয়ের প্রেরিত হওন, ৭ ও ওবদিয়ের সহিত তাহার সাক্ষাৎ করণ ও কথোপকথন, ১৭ ও আহাবের সহিত এলিয়ের সাক্ষাৎ করণ ও কথোপকথন, ২১ ও আকাশহইতে পতিত অগ্নিদ্বারা বলি দগ্ধ হওয়াতে বালের পুরোহিতদের অপ্রতিভ হওন, ৪১ ও প্রার্থনাদ্বারা বৃষ্টি পাওন ও আহাবের অগ্রে এলিয়ের গমন।

[1] বহুদিনের পর অর্থাৎ তৃতীয় বৎসরে পর-
মেশ্বরের এই বাক্য এলিয়ের নিকটে উপস্থিত
হইল, তুমি যাইয়া আহাবের নিকটে দর্শন দেও;
কেননা আমি পৃথিবীতে বৃষ্টি দান করিব। [2] তা-
হাতে এলিয় আহাবের নিকটে দর্শন দিতে গমন
করিল। তৎকালে শোমিরোণে অতিশয় দুর্ভিক্ষ
ছিল, [3] এই কারণ আহাব্ আপন বাটীর অধ্যক্ষ
ওবদিয়কে ডাকিল। সেই ওবদিয় পরমেশ্বরের
অতিশয় ভক্ত। [4] যে সময়ে ঈষেবল্ পরমেশ্ব-
রের ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে উচ্ছিন্ন করিল, তৎকালে
ঐ ওবদিয় এক শত ভবিষ্যদ্বক্তাকে লইয়া পঞ্চাশ২
করিয়া গহ্বরের মধ্যে গোপন করিয়া অন্নজল
দিয়া প্রতিপালন করিয়াছিল। [5] আহাব্ সেই
ওবদিয়কে এই কথা কহিল, দেশে যত জলের
উনুই ও স্রোত আছে, তুমি তাহার নিকটে যাও;
হইতে পারে আমরা কিছু তৃণ পাইয়া অশ্বদের
ও অশ্বতরদের প্রাণরক্ষা করিব, নতুবা আমা-
দের সকল পশু বধ করিতে হইবে। [6] পরে
তাহারা সর্ব্বত্র ভ্রমণ করণার্থে দেশ দুই ভাগ
করিয়া আহাব্ একাকী এক পথে, ও ওবদিয়
একাকী অন্য পথে যাত্রা করিল।
[7] অপর পথিমধ্যে এলিয়ের সহিত সাক্ষাৎ
হইলে ওবদিয় তাহাকে চিনিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া
কহিল, তুমি কি আমার প্রভু এলিয়? [8] তাহা-
তে সে কহিল, আমি বটি; তুমি যাইয়া আপন
প্রভুকে কহ, দেখ, এলিয় উপস্থিত আছে।
[9] সে উত্তর করিল, আমি কি দোষ করিলাম,
যে তুমি আপন দাস আমাকে বধ করণার্থে
আহাবের হস্তে সমর্পণ করিতেছ? [10] আমি
তোমার প্রভু পরমেশ্বরের অমরতার দিব্য
করিয়া কহিতেছি, আমার প্রভু রাজা তোমার
অন্বেষণে যাহার নিকটে দূত প্রেরণ করে নাই,
এমত জাতি ও রাজ্য নাই; সেই সকল দূতেরা
কহিল, সে এখানে নাই; এবং সেই সকল
রাজ্যের ও জাতির লোকেরাও তোমাকে পায়
নাই, এ বিষয়ে রাজা তাহাদিগকে দিব্য করাইল।
[11] এখন তুমি কহিতেছ, তুমি যাইয়া আপন

প্রভুকে বল, ‘দেখ, এলিয় উপস্থিত আছে।’
১২ কিন্তু আমি তোমার নিকটহইতে গেলে পর
পরমেশ্বরের আত্মা যদি আমার অজ্ঞাত কোন
স্থানে তোমাকে লইয়া যান, তবে আমি যাইয়া
আহাব্‌কে কহিলে সে তোমাকে না পাওয়াতে
আমাকে বধ করিবে; কিন্তু তোমার দাস
আমি বাল্যকালাবধি পরমেশ্বরের ভক্ত লোক
আছি। ১৩ যে সময়ে ঈষেবল্‌ পরমেশ্বরের
ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে বধ করিয়াছিল, তখন আমি
পরমেশ্বরের এক শত ভবিষ্যদ্বক্তাকে পঞ্চাশ২
করিয়া গহ্বরে গোপনে রাখিয়া অন্নজল দিয়া
প্রতিপালন করিয়াছিলাম; আমার কৃত এই
কর্ম্মের কথা কি কেহ আমার প্রভুর নিকটে
কহে নাই? ১৪ তথাপি এখন তুমি কহিতেছ,
‘দেখ, এলিয় উপস্থিত আছে,’ এই সংবাদ
যাইয়া আপন প্রভুকে কহ; ইহাতে সে আ-
মাকে বধ করিবে। ১৫ এলিয় কহিল, আমি যে
সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের সাক্ষাতে দণ্ডায়মান
আছি, তাঁহার অমরতার দিব্য করিয়া কহিতেছি,
আমি অদ্য অবশ্য তাহার কাছে দর্শন দিব।
১৬ পরে ওবদিয় আহাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে
যাইয়া তাহাকে সমাচার কহিল; তাহাতে আ-
হাব্‌ এলিয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাত্রা করিল।
১৭ পরে আহাব্‌ এলিয়ের দেখা পাইয়া
কহিল, হে ইস্রায়েলের ক্লেশদাতা, তুমি কি
আইলা? ১৮ এলিয় কহিল, ইস্রায়েল্‌কে আমি
ক্লেশ দি নাই, কিন্তু তুমি ও তোমার পিতৃ-
বংশ পরমেশ্বরের আজ্ঞালঙ্ঘন ও বালের অনু-
গমন করাতে তাহাকে ক্লেশ দিতেছ। ১৯ এখন
তুমি লোক পাঠাইয়া ইস্রায়েলের সমস্ত লোককে
ও ঈষেবলের ভোজনাসনে ভোজনকারি বালের
চারি শত পঞ্চাশ জন ভবিষ্যদ্বক্তাকে ও চৈত্য-
বৃক্ষের ভবিষ্যদ্বক্তা চারি শত লোককে কর্ম্মিল্‌
পর্ব্বতে আমার নিকটে একত্র কর। ২০ তাহাতে
আহাব্‌ ইস্রায়েলের সমস্ত বংশের কাছে লোক
পাঠাইল, এবং ঐ ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকেও কর্ম্মিল্‌
পর্ব্বতে একত্র করিল।

২১ পরে এলিয় সমস্ত লোকের নিকটে যা-
ইয়া কহিল, তোমরা কত কাল দুই নৌকাতে
পা দিয়া থাকিবা? যিহোবাঃ যদি ঈশ্বর হন, তবে
তাঁহার পশ্চাদ্গমন কর; কিন্তু বাল্‌ যদি ঈশ্বর
হয়, তবে তাহার পশ্চাদ্গমন কর। তাহাতে
লোকেরা উত্তররূপে একটি কথাও কহিল না।
২২ অনন্তর এলিয় লোকদিগকে কহিল, পরমে-
শ্বরের ভবিষ্যদ্বক্তাদের মধ্যে কেবল আমি একলা
অবশিষ্ট রহিলাম; কিন্তু বালের ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ
চারি শত পঞ্চাশ জন আছে। ২৩ আমাদিগকে
দুই বৃষ দত্ত হউক; পরে তাহারা আপনাদের
জন্যে এক বৃষ মনোনীত করণ পূর্ব্বক খণ্ড২
করিয়া কাষ্ঠোপরি রাখুক, কিন্তু তাহাতে অগ্নি
না দিউক; আর আমি দ্বিতীয় বৃষ প্রস্তুত করিয়া
কাষ্ঠের উপরে রাখিব, কিন্তু তাহাতে অগ্নি
দিব না। ২৪ পরে তোমরা আপনাদের দেবতার
নামে প্রার্থনা করিও, এবং আমিও যিহোবার
নামে প্রার্থনা করিব; তাহাতে যিনি অগ্নিদ্বারা
উত্তর দিবেন, তিনিই সত্য ঈশ্বর হইবেন। তখন
সকল লোক উত্তর করিল, এ কথা উত্তম।
২৫ পরে এলিয় বালের ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে কহিল,
তোমরা অনেকে আছ, অতএব তোমরা অগ্রে
আপনাদের জন্যে এক বৃষ মনোনীত করিয়া
প্রস্তুত কর; পরে আপনাদের দেবতার নামে
প্রার্থনা কর, কিন্তু তাহার নীচে অগ্নি দিও না।
২৬ পরে তাহাদিগকে যে বৃষ দত্ত হইল, তাহা
লইয়া তাহারা প্রস্তুত করিল, এবং ‘হে বাল্‌,
আমাদিগকে উত্তর দেও,’ ইহা কহিয়া প্রাতঃ-
কালাবধি মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত বালের নামে
প্রার্থনা করিল, কিন্তু কোন আকাশবাণী কি
উত্তরদায়ী উপস্থিত হইল না; তাহাতে তাহারা
ঐ কৃত বেদির উপরে লম্ফ দিতে লাগিল।
২৭ পরে মধ্যাহ্ন কালে এলিয় তাহাদিগকে বি-
দ্রূপ করিয়া কহিল, উচ্চৈঃস্বরে ডাক; কেননা
সে দেবতা; সে ধ্যান কিম্বা বিহার কিম্বা যাত্রা
করিতেছে, কিম্বা হইতে পারে নিদ্রিত আছে,
তাহাকে জাগাইতে হয়। ২৮ পরে তাহারা
উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, এবং আপনাদের ব্যবহা-
রানুসারে রক্তের ধারা বহন পর্য্যন্ত ছুরিকা
ও অস্ত্রদ্বারা আপনাদিগকে ক্ষতবিক্ষত করিল।
২৯ এবং মধ্যাহ্ন কাল উত্তীর্ণ হইলে সন্ধ্যার
বলিদান পর্য্যন্তও প্রলাপ কহিল, তথাপি আ-
কাশবাণী কি উত্তরদায়ী কিম্বা মনোযোগকারী
উপস্থিত হইল না। ৩০ পরে এলিয় তাবৎ লো-
ককে কহিল, আমার নিকটে আইস; তাহাতে
তাবৎ লোক তাহার নিকটে গেলে সে পরমে-
শ্বরের ভগ্ন বেদি প্রস্তুত করিল। ৩১ এবং পর-
মেশ্বর যে যাকুব্‌কে কহিয়াছিলেন, তোমার নাম
ইস্রায়েল্‌ হইবে, তাহার সন্তানদের বংশের
সংখ্যানুসারে এলিয় দ্বাদশ প্রস্তর গ্রহণ করিল।
৩২ ঐ প্রস্তরদ্বারা পরমেশ্বরের নামে এক যজ্ঞ-
বেদি নির্ম্মাণ করিল, এবং বেদির চতুর্দ্দিগে দুই
মণ ধান্য ধরে, এমত এক পরিখা খুদিল।
৩৩ পরে সে কাষ্ঠ সাজাইয়া বৃষকে খণ্ড২
করিয়া কাষ্ঠের উপরে রাখিয়া কহিল, চারি
জালা জল ভরিয়া হব্যের উপরে ও কাষ্ঠের
উপরে তাহা ঢাল। ৩৪ পরে এলিয় কহিল,
দ্বিতীয় বার তাহা কর; তাহাতে তাহারা দ্বি-
তীয় বার তাহা করিল। পরে সে কহিল, তৃতীয়

বার কর; তাহাতে তাহারা তৃতীয় বার তাহা
করিল। ৩৫ তাহাতে বেদির চতুর্দ্দিগে জল গেল,
এবং ঐ খাতও জলেতে পরিপূর্ণ হইল। ৩৬ এবং
সন্ধ্যাকালের বলিদান সময়ে এলিয় ভবিষ্যদ্বক্তা
নিকটে আসিয়া কহিল, হে ইব্রাহীমের ও ইস্-
হাকের ও ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর, তুমি
যে ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এবং আমি যে তোমার
দাস, ও তোমার বাক্যদ্বারা এই সকল কর্ম্ম
করিতেছি, ইহা অদ্য সকলে জ্ঞাত হউক। ৩৭ হে
পরমেশ্বর, আমার কথা শুন, আমার কথা শুন;
হে যিহোবাঃ, তুমিই ঈশ্বর আছ, ইহা এই
লোকেরা জ্ঞাত হউক, তুমি ইহাদের মন পরি-
বর্ত্তন করিয়া আপনকার অনুগামি কর। ৩৮ তখন
পরমেশ্বরের অগ্নি পতিত হইয়া হব্য ও কাষ্ঠ ও
প্রস্তর ও ধূলি দগ্ধ করিল, ও পরিখাস্থিত জলও
শুষ্ক করিল। ৩৯ তাহা দেখিয়া তাবৎ লোক
অষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া কহিল, 'যিহোবাই ঈশ্বর,
যিহোবাই ঈশ্বর।' ৪০ পরে এলিয় তাহাদিগকে
কহিল, তোমরা বালের ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে ধর, তা-
হাদের এক জনকেও পলায়নদ্বারা রক্ষা পাইতে
দিও না। তাহাতে তাহারা তাহাদিগকে ধরিলে
এলিয় কীশোন্ স্রোতের নিকটে নামাইয়া সে-
খানে তাহাদিগকে বধ করিল।

৪১ পরে এলিয় আহাবকে কহিল, তুমি যা-
ইয়া ভোজন পান কর, কেননা অতিশয় বৃষ্টির
শব্দ শুনিতেছি। ৪২ তাহাতে আহাব্ ভোজন পান
করিতে গেল, কিন্তু এলিয় কর্ম্মিলের শৃঙ্গে যাইয়া
ভূমিতে হাঁটু গাড়িয়া আপন মুখ দুই হাঁটুর
ভিতরে রাখিল; ৪৩ এবং আপন দাসকে কহিল,
তুমি যাইয়া সমুদ্রের দিগে অবলোকন কর।
তাহাতে সে যাইয়া অবলোকন করিয়া কহিল,
কিছু নাই। এই রূপে এলিয় সাত বার কহিল,
যাও। ৪৪ অপর সে সাত বার গেলে পর কহিল,
দেখ, সমুদ্রহইতে মনুষ্যহস্তের ন্যায় ক্ষুদ্র এক-
টি মেঘ উঠিতেছে। তখন এলিয় কহিল, তুমি
যাইয়া আহাব্কে কহ, রথে অশ্ব যোগ করিয়া
গমন কর, পাছে বৃষ্টিদ্বারা তোমার বাধা হয়।
৪৫ ইতিমধ্যে মেঘ ও বায়ুদ্বারা আকাশ অন্ধ-
কারময় হইলে অতিশয় বৃষ্টি হইল; তাহাতে
আহাব্ যানারোহণ করিয়া যিষ্রিয়েল্ নগরে
গমন করিল। ৪৬ এবং পরমেশ্বর এলিয়েতে
হস্তার্পণ করিলে সে কটিবন্ধন পূর্ব্বক যিষ্রিয়েলের
প্রবেশস্থান পর্য্যন্ত আহাবের অগ্রে২ ধাবমান
হইল।

১৯ অধ্যায়।

১ এলিয়ের পলায়ন, ৪ ও প্রান্তরে প্রাণধারণে বি-
রক্ত হইলে দিব্য দূতদ্বারা সান্ত্বনা পাওন, ৯ ও
হোরেব্ পর্ব্বতে ঈশ্বরের দর্শন দেওন এবং হসা-
য়েল্ ও যেহূ ও ইলীশায়কে অভিষিক্ত করিতে
এলিয়কে প্রেরণ, ১৯ ও ইলীশায়ের আপন কুটু-
ম্বাদি ত্যাগ করিয়া এলিয়ের পশ্চাদ্গমন করণ।

১ পরে আহাব্ এলিয়ের কৃত ঐ কর্ম্মের বৃত্তান্ত,
বিশেষতঃ খড়্গদ্বারা ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে বধ কর-
ণের বৃত্তান্ত ঈষেবল্কে জ্ঞাত করিল। ২ তাহাতে
ঈষেবল্ এলিয়ের নিকটে দূত প্রেরণ পূর্ব্বক
এই কথা কহিল, কল্য এমত সময়ে যদি তা-
হাদের একের প্রাণের ন্যায় তোমার প্রাণকে
না করি, তবে দেবগণ আমাকে অমুক ও ততো-
ধিক দণ্ড দিউন। ৩ তাহাতে এলিয় তাহা দেখিয়া
উঠিয়া প্রাণরক্ষার্থে স্থানান্তরে গমন করিল, এবং
যিহূদার অন্তঃপাতি বেরশেবাতে উপস্থিত হইয়া
সেখানে আপন দাসকে রাখিল।

৪ অনন্তর প্রান্তরের মধ্যে এক দিবসের পথ
যাইয়া এক রোতম্ বৃক্ষ পাইয়া তাহার তলে
বসিল, এবং আপন মৃত্যু প্রার্থনা করিয়া কহিল,
এই প্রচুর, হে পরমেশ্বর, এখন আমার প্রাণ
লও, কেননা আপন পূর্ব্বপুরুষদের হইতে আমি
উত্তম নহি। ৫ পরে সে রোতম বৃক্ষের তলে
শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলে এক দূত আসিয়া
তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিল, উঠ, আহার কর।
৬ তাহাতে সে দৃষ্টি করিলে আপন শিয়রে
অঙ্গারে পক্ব এক পিষ্টক ও এক ভাণ্ড জল
দেখিল; পরে সে ভোজন পান করিয়া পুন-
র্ব্বার শয়ন করিল। ৭ অপর পরমেশ্বরের দূত
দ্বিতীয় বার তাহার নিকটে আসিয়া তাহাকে
স্পর্শ করিয়া কহিল, উঠ, আহার কর, কেননা
তোমার শক্তিহইতেও পথ অধিক আছে।
৮ তাহাতে সে উঠিয়া ভোজন পান করিলে
সেই খাদ্যের শক্তিতে চল্লিশ দিবারাত্রিতে ঈশ্ব-
রের পর্ব্বত হোরেব্ পর্য্যন্ত গমন করিল।

৯ পরে সে সেই স্থানস্থ গহ্বরেতে উপস্থিত
হইয়া রাত্রি যাপন করিল। তখন পরমেশ্ব-
রের এই বাক্য তাহার নিকটে উপস্থিত হইল,
হে এলিয়, তুমি এখানে কি করিতেছ? ১০ তা-
হাতে সে কহিল, আমি সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্ব-
রের জন্যে অতিশয় উদ্যোগী হইলাম; কেননা
ইস্রায়েল বংশ তোমার নিয়ম ত্যাগ করিল, ও
তোমার যজ্ঞবেদি সকল ভাঙ্গিয়া খড়্গদ্বারা
তোমার ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে বধ করিল; কেবল
আমি একলা অবশিষ্ট রহিলাম; আর তাহারা
আমারও প্রাণ লইতে চেষ্টা করিতেছে। ১১ পরে
তিনি কহিলেন, তুমি বাহির হইয়া এই পর্ব্বতে
পরমেশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াও। পরে পরমেশ্বর
সেই স্থান দিয়া গমন করিলেন; তাহাতে পর-
মেশ্বরের অগ্রগামি প্রবল প্রচণ্ড বায়ুদ্বারা পর্ব্ব-
তগণ বিদীর্ণ হইল ও পাষাণ খণ্ড২ হইয়া ভগ্ন

হইল, কিন্তু সেই বায়ুতে পরমেশ্বর ছিলেন না।
বায়ুর পরে ভূমিকম্প হইল, সেই ভূমিকম্পে-
তেও পরমেশ্বর ছিলেন না। [১২] ভূমিকম্পের
পরে অগ্নি হইল, সেই অগ্নিতেও পরমেশ্বর
ছিলেন না। অগ্নির পরে ঈষৎ শব্দকারি ক্ষুদ্র
এক স্বর হইল; [১৩] তাহা শ্রবণ করিবামাত্র
এলিয় বস্ত্রেতে মুখ আচ্ছাদন করিয়া বাহিরে
গিয়া গহ্বরের মুখে দণ্ডায়মান হইল। তাহাতে
তাহার প্রতি এই বাণী উপস্থিত হইল, হে
এলিয়, তুমি এখানে কি করিতেছ? [১৪] সে কহিল,
আমি সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের জন্যে অতিশয়
উদ্‌যোগী হইলাম, কেননা ইস্রায়েল বংশ তো-
মার নিয়ম ত্যাগ করিল, ও তোমার যজ্ঞবেদি
সকল ভাঙ্গিয়া খড়্গদ্বারা তোমার ভবিষ্যদ্বক্তৃ-
গণকে বধ করিল; কেবল আমি একলা অব-
শিষ্ট রহিলাম; আর তাহারা আমারও প্রাণ
লইতে চেষ্টা করিতেছে। [১৫] পরমেশ্বর কহিলেন,
তমি প্রান্তরের পথ দিয়া ফিরিয়া দম্মেষকে গমন
কর, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া হসায়েল্‌কে
অরাম্‌ দেশের রাজা হইবার জন্যে অভিষিক্ত
কর। [১৬] এবং নিম্‌শির পুত্র যেহূকে ইস্রায়েলের
রাজা হইবার জন্যে অভিষিক্ত কর। এবং আ-
বেল্‌-মিহোলা নিবাসি শাফটের পুত্র ইলীশায়কে
আপনার পরিবর্ত্তে ভবিষ্যদ্বক্তা হইবার জন্যে
অভিষিক্ত কর। [১৭] যে জন হসায়েলের খড়্গ-
হইতে রক্ষা পাইবে, যেহূ তাহাকে বধ করিবে;
ও যে জন যেহূর খড়্গহইতে রক্ষা পাইবে,
ইলীশায় তাহাকে বধ করিবে। [১৮] কিন্তু ইস্রা-
য়েলের মধ্যে যাহারা বালের সম্মুখে হাঁটু পাতে
নাই, ও মুখদ্বারা তাহাকে চুম্বন করে নাই,
এমন সাত সহস্র লোককে আমি আপনার
জন্যে অবশিষ্ট রাখিলাম।

[১৯] পরে সে তথাহইতে প্রত্যাগমন করিয়া
শাফটের পুত্র ইলীশায়ের দেখা পাইল; তৎ-
কালে সে দ্বাদশ যোড়া বলদকে হাল বহন
করাইতেছিল, এবং আপনি শেষ যোড়ার
সহিত ছিল। তাহাতে এলিয় তাহার নিকটে
যাইয়া আপন উত্তরীয় বস্ত্র তাহার গাত্রে ফে-
লিয়া দিল। [২০] তাহাতে সে বলদগণকে ত্যাগ
করিয়া এলিয়ের পশ্চাতে দৌড়িয়া তাহাকে
কহিল, আমি বিনয় করি, পিতামাতাকে চুম্বন
করিয়া আসিতে আমাকে অনুমতি দেও, পরে
আমি তোমার পশ্চাদ্‌গামী হইব। তাহাতে সে
তাহাকে কহিল, আমি তোমার কি করিলাম?
তুমি যাইয়া ফিরিয়া আইস। [২১] পরে সে তা-
হার নিকটহইতে ফিরিয়া গেল, এবং এক
যোড়া বলদ লইয়া মারিয়া তাহার যোঁয়ালি
কাষ্ঠদ্বারা তাহার মাংস পাক করিল, এবং
লোকদিগকে দিলে তাহারা ভোজন করিল। পরে
সে উঠিয়া এলিয়ের পশ্চাদ্‌গামী হইয়া তাহার
পরিচারক হইল।

২০ অধ্যায়

১ বিন্‌হদদের দ্বারা শোমিরোণের অবরোধ, ১৩ ও ভবিষ্যদ্বক্তার পরামর্শদ্বারা অরামীয় লোকদের হত হওন, ২২ ও ভবিষ্যদ্বাক্যানুসারে অরামীয় লোকদের পুনরাগমন, ২৮ ও ভবিষ্যদ্বক্তার পরামর্শে অরামীয়দের পুনর্ব্বার হত হওন, ৩১ ও পরাস্ত হইয়া বিন্‌হদদের উপঢৌকন দেওন, ৩৫ ও আহাবের প্রতি দৃষ্টান্তকথা ও ভবিষ্যদ্বাক্য।

[১] পরে অরামের বিন্‌হদদ্‌ রাজা আপন
তাবৎ সৈন্য একত্র করিয়া বত্রিশ জন রাজা ও
অশ্ব ও রথ সঙ্গে লইয়া যাইয়া শোমিরোণ্‌
অবরোধ করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিল।
[২] এবং নগরে ইস্রায়েলের আহাব্‌ রাজার নি-
কটে দূতগণকে পাঠাইয়া কহিল, বিন্‌হদদ্‌ এই
কথা কহে; [৩] তোমার রূপ্য ও স্বর্ণ আমার,
এবং তোমার ভার্য্যা ও বালকগণের মধ্যে যা-
হারা শ্রেষ্ঠ, তাহারা আমার। [৪] তাহাতে ইস্রা-
য়েলের রাজা উত্তর করিল, হে আমার প্রভো
রাজন্‌, তোমার কথা সত্য বটে, আমিও তো-
মার, এবং আমার সর্ব্বস্বই তোমার। [৫] পরে
দূতগণ আর বার আসিয়া কহিল, বিন্‌হদদ্‌
এই কথা কহে, তুমি আপন স্বর্ণ ও রূপ্য ও
ভার্য্যা ও পুত্রদিগকে আমার কাছে সমর্পণ কর,
ইহা কহিতে তোমার কাছে দূত পাঠাইলাম।
[৬] কল্য এই সময়ে আমি আপন দাসদিগকে
তোমার নিকটে পাঠাইলে তাহারা তোমার
গৃহে ও তোমার দাসদের তাবৎ গৃহে অনুস-
ন্ধান করিয়া তোমার মনোরম্য যত দ্রব্য, সেই
সকল হস্তগত করিয়া লইয়া আসিবে। [৭] তাহাতে
ইস্রায়েলের রাজা দেশের সকল প্রাচীন লো-
কদিগকে ডাকিয়া কহিল, বিনয় করি, বিবেচনা
করিয়া দেখ, ঐ ব্যক্তি কেবল হিংসা করিতে
চেষ্টা করিতেছে, কেননা সে আমার ভার্য্যা
ও সন্তানগণ ও রূপ্য ও স্বর্ণের জন্যে লোক
পাঠাইলে আমি অসম্মত হই নাই। [৮] পরে
সকল প্রাচীন লোক ও সমস্ত প্রজা কহিল, তুমি
তাহাকে মানিও না ও স্বীকার করিও না।
[৯] তাহাতে সে বিন্‌হদদের দূতগণকে কহিল,
আমার প্রভু মহারাজকে কহ, তুমি প্রথমে আ-
পন দাসের নিকটে যাহা কহিয়া পাঠাইয়াছিলা,
সে সকল আমি করিব; কিন্তু এই কার্য্য করিতে
পারি না। পরে দূতগণ যাইয়া তাহাকে সমা-
চার দিল। [১০] পরে বিন্‌হদদ্‌ তাহার কাছে
লোক পাঠাইয়া কহিল, এই শোমিরোণের ধূলা
যদি আমার পশ্চাদ্‌গামি লোকদের প্রত্যেকের

মুষ্টিতে কুলায়, তবে দেবগণ আমাকে অমুক
ও ততোধিক দণ্ড দিউন। ১১ তাহাতে ইস্রায়েলের
রাজা উত্তর করিল, তোমরা তাহাকে কহ, যে
ব্যক্তি সজ্জা পরিধান করে, সে সজ্জাত্যাগির
ন্যায় দর্প না করুক। ১২ ঐ সময়ে বিন্‌হদদ্‌
ও তাহার সহায় রাজগণ তাম্বুতে পান করিতে-
ছিল; ইতিমধ্যে সে ঐ সমাচার শুনিয়া আ-
পনার দাসদিগকে কহিল, নগর আক্রমণ কর।
তাহাতে লোকেরা নগর আক্রমণ করিল।

১৩ পরে ইস্রায়েলের আহাব্‌ রাজার নিকটে
এক ভবিষ্যদ্বক্তা আসিয়া কহিল, পরমেশ্বর এই
কথা কহেন, তুমি কি এই বৃহৎ লোকারণ্য
দেখিলা? আমি অদ্য তোমার হস্তে তাহাদি-
গকে সমর্পণ করিব; তাহাতে আমিই যে পর-
মেশ্বর, ইহা তুমি জ্ঞাত হইবা। ১৪ আহাব্‌
কহিল, কাহাদ্বারা করিবেন? ভবিষ্যদ্বক্তা কহিল,
পরমেশ্বর এই কথা কহেন, প্রদেশাধ্যক্ষদের
যুব লোকদের দ্বারা করিবেন। তাহাতে রাজা
জিজ্ঞাসিল, যুদ্ধের আরম্ভ কে করিবে? সে
কহিল, তুমি। ১৫ পরে সে প্রদেশাধ্যক্ষদের
যুবগণকে গণনা করিলে সংখ্যাতে দুই শত
বত্রিশ জন হইল; আর তাহাদের পশ্চাদ্গমনে
নিযুক্ত ইস্রায়েলের তাবৎ বংশের তাবৎ লো-
ককে গণনা করিলে সাত সহস্র হইল। ১৬ পরে
তাহারা মধ্যাহ্নকালে বাহিরে গেল। ঐ সময়ে
বিন্‌হদদ্‌ ও তাহার সহায় বত্রিশ জন রাজা তা-
ম্বুতে পান করিয়া মত্ত ছিল। ১৭ অপর ঐ প্রদে-
শাধ্যক্ষদের যুবগণ যখন বহিরাগমন করিতে
আরম্ভ করিল, তখন বিন্‌হদদ্‌ লোক পাঠা-
ইলে তাহারা আসিয়া এই সমাচার দিল, শো-
মিরোণ্‌হইতে কএক লোক বাহিরে আ-
ইল। ১৮ তাহাতে সে আজ্ঞা দিল, তাহারা যদি
সন্ধির নিমিত্তে আইসে, তবে তোমরা তাহা-
দিগকে সজীব ধর; এবং যদি যুদ্ধের নিমিত্তে
আইসে, তবেও সজীব ধর। ১৯ পরে প্রদেশা-
ধ্যক্ষদের যুবগণ ও তাহাদের পশ্চাদ্গামি
সৈন্যগণ নগরহইতে বাহির হইয়া ২০ প্রত্যেক
জন (শত্রুদের) এক২ জনকে বধ করিল;
তাহাতে অরামীয় লোকেরা পলায়ন করিলে
ইস্রায়েল্‌ লোক তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইল,
এবং অরামের বিন্‌হদদ্‌ রাজা অশ্বারোহণ
করিয়া অশ্বারূঢ়দের সহিত পলাইয়া রক্ষা পা-
ইল। ২১ পরে ইস্রায়েলের রাজা বহির্গত হইয়া
তাহাদের অশ্ব ও রথ সকল বিনষ্ট করিল, ও
অরামীয়দিগকে মহাসংহারে সংহার করিল।

২২ পরে সেই ভবিষ্যদ্বক্তা ইস্রায়েলের রা-
জার নিকটে আসিয়া কহিল, তুমি যাইয়া আ-
পনাকে বলবান কর, এবং সাবধান হইয়া
আপনার কর্ত্তব্য বিবেচনা কর, কেননা আগামি
বৎসরে অরামের রাজা তোমার বিরুদ্ধে পুন-
র্ব্বার আসিবে। ২৩ পরে অরামের রাজার
ভৃত্যগণ তাহাকে কহিল, তাহাদের দেবতা
পর্ব্বতীয় দেবতা, এই কারণ আমাদের হইতে
তাহারা বলবান; কিন্তু আমরা যদি তাহাদের
সহিত সমভূমিতে যুদ্ধ করি, তবে অবশ্য তা-
হাদের হইতে বলবান হইব। ২৪ অতএব তুমি
এই কর্ম্ম কর, ঐ সকল রাজাকে অপদস্থ করিয়া
তাহাদের পদে সেনাপতিদিগকে নিযুক্ত কর।
২৫ এবং তোমার যে রূপ সৈন্য ও যত অশ্ব
ও রথ বিনষ্ট হইল, তদ্রূপ সৈন্য ও তত অশ্ব
ও রথ সংগ্রহ কর; আমরা সমভূমিতে তা-
হাদের সহিত যুদ্ধ করিব, তাহাতে অবশ্য তা-
হাদের হইতে বলবান হইব; পরে বিন্‌হদদ্‌
তাহাদের কথা গ্রাহ্য করিয়া তদনুসারে করিল।
২৬ এবং পরবৎসর উপস্থিত হইলে বিন্‌হদদ্‌
অরামীয়দিগকে গণনা করিয়া ইস্রায়েল্‌ লো-
কদের সহিত যুদ্ধ করিতে অফেকে গেল।
২৭ পরে ইস্রায়েল্‌ বংশেরা গণিত ও প্রস্তুত
হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে গেল; আর তাহা-
দের সম্মুখে শিবির স্থাপন করিলে ইস্রায়েল্‌
লোকেরা ছাগশাবকদের দুই ক্ষুদ্র পালের ন্যায়
বোধ হইল, কিন্তু অরামীয়েরা দেশ ব্যাপিল।

২৮ পরে ঈশ্বরের এক লোক আসিয়া ইস্রা-
য়েলের রাজাকে কহিল, পরমেশ্বর এই কথা
কহেন, অরামীয়েরা কহিল, যিহোবাঃ পর্ব্বত-
গণের ঈশ্বর, তিনি সমভূমির ঈশ্বর নন্‌; এই
জন্যে আমি ঐ মহাজনতাকে তোমার হস্তে
সমর্পণ করিব, তাহাতে আমিই পরমেশ্বর, ইহা
তোমরা জ্ঞাত হইবা। ২৯ অপর তাহারা সপ্তাহ
সম্মুখাসম্মুখি হইয়া শিবিরে থাকিলে সপ্তম
দিনে যুদ্ধের সংঘটন হইল; তাহাতে ইস্রায়ে-
লের লোকেরা এক দিনে অরামীয়দের এক
লক্ষ পদাতিক সৈন্য বিনষ্ট করিল। ৩০ তখন
অবশিষ্ট সেনাগণ পলাইয়া অফেক নগরে
প্রবেশ করিল; কিন্তু সেই অবশিষ্টদের সাতা-
ইশ সহস্র লোকের উপরে প্রাচীর পতিত
হইল, এবং বিন্‌হদদ্‌ পলাইয়া নগরের ভিতরে
কোন গর্ভাগারে প্রবেশ করিল।

৩১ পরে তাহার দাসগণ তাহাকে কহিল,
আমরা শুনিয়াছি, ইস্রায়েল্‌ বংশীয় রাজগণ
দয়ালু, অতএব বিনয় করি, আমরা কটিতে চট
পরিয়া গলরজ্জু হইয়া ইস্রায়েলের রাজার কাছে
যাই; হইতে পারে তিনি তোমার প্রাণ রক্ষা
করিবেন। ৩২ পরে তাহারা কটিতে চট পরিয়া
গলায় রজ্জু দিয়া ইস্রায়েলের রাজার কাছে
আসিয়া কহিল, আপনকার দাস বিন্‌হদদ্‌

কহিতেছে, আমি বিনয় করি, আমার প্রাণ
বাঁচাউন। তাহাতে সে কহিল, সে কি এখনো
জীবৎ আছে? সে আমার ভ্রাতা। ৩৩ এই
কথা শুভ লক্ষণ বুঝিয়া সেই লোকেরা শীঘ্র
তাহার মনের ভাব অনুসন্ধান করিয়া কহিল,
বিন্‌হদদ্‌ আপনকার ভ্রাতা বটে। পরে সে
কহিল, তোমরা যাইয়া তাহাকে আন। তাহাতে
বিন্‌হদদ্‌ বাহির হইয়া তাহার নিকটে আইলে
সে আপন রথে তাহাকে বসাইল। ৩৪ তখন
বিন্‌হদদ্‌ তাহাকে কহিল, আমার পিতা তো-
মার পিতার যে২ নগর লইয়াছেন, তাহা
আমি ফিরাইয়া দিব; এবং আমার পিতা যেমন
শোমিরোণে আপনার জন্যে পল্লী করিয়া-
ছেন, তদ্রূপ তুমিও দম্মেষকে আপনার জন্যে
পল্লী কর। তাহাতে আহাব্‌ কহিল, আমি
এই নিয়ম করিয়া তোমাকে বিদায় করিব।
পরে সে তাহার সহিত নিয়ম করিয়া তাহাকে
বিদায় করিল।
৩৫ পরে শিষ্য ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের এক জন
পরমেশ্বরের বাক্যদ্বারা আপন সহশিষ্যকে
কহিল, ওহে, তুমি আমাকে মার। কিন্তু সে
তাহাকে মারিতে সম্মত হইল না। ৩৬ তাহাতে
সে তাহাকে কহিল, তুমি পরমেশ্বরের বাক্য
শুনিলা না, অতএব আমার নিকটহইতে যা-
ইবামাত্র এক সিংহ তোমাকে বধ করিবে।
পরে তাহার নিকটহইতে তাহার গমনমাত্র এক
সিংহ তাহাকে পাইয়া বধ করিল। ৩৭ পরে
সে আর এক জনকে পাইয়া কহিল, ওহে, তুমি
আমাকে মার। তাহাতে সে এমত আঘাত করিল,
যে সেই আঘাতদ্বারা ক্ষত হইল। ৩৮ পরে ঐ
ভবিষ্যদ্বক্তা যাইয়া গূঢ়বেশার্থে মস্তকের বস্ত্রদ্বারা
চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া পথে রাজার অপেক্ষাতে
থাকিল। ৩৯ অপর রাজা সেই পথে গমন
করিলে সে রাজার প্রতি উচ্চৈঃস্বরে নিবেদন
করিয়া কহিল, তোমার দাস আমি যুদ্ধে গেলে,
দেখ, এক জন পার্শ্বে ফিরিয়া আমার নিকটে
এক জনকে আনিয়া কহিল, এই মানুষকে রাখ;
ইহাকে যদি কোন রূপে না পাওয়া যায়, তবে
ইহার প্রাণের প্ররিবর্ত্তে তোমার প্রাণ যাইবে,
নতুবা তুমি এক মণ রূপা দিবা। ৪০ কিন্তু
তোমার দাস আমি ইতস্ততো ব্যস্ত হইলে সে
গেল। পরে ইস্রায়েলের রাজা তাহাকে কহিল,
তুমি আপন দণ্ড আপনি নিশ্চয় করিলা।
৪১ পরে সে শীঘ্র আপন চক্ষুহইতে মস্তকের
বস্ত্র দূর করিলে, সে যে এক জন ভবিষ্যদ্বক্তা,
ইহা ইস্রায়েলের রাজা দেখিল। ৪২ পরে সে
রাজাকে কহিল, পরমেশ্বর এই কথা কহেন,
আমি যে জনকে বর্জনীয় করিয়াছিলাম, তাহাকে
তুমি আপন হস্তহইতে মুক্ত করিলা; এই জন্যে
তাহার প্রাণের পরিবর্ত্তে তোমার প্রাণ যা-
ইবে, ও তাহার প্রজাদের পরিবর্ত্তে তোমার
প্রজাগণ যাইবে। ৪৩ তাহাতে ইস্রায়েলের রাজা
বিমর্ষ ও অসন্তুষ্ট হইয়া ঘরে প্রস্থান করিয়া
শোমিরোণে উপস্থিত হইল।

২১ অধ্যায়।

১ নাবোতের ক্ষেত্র না পাওয়াতে আহাবের বিমর্ষ
হওন, ৫ ও ঈষেবলের দ্বারা নাবোতের হত
হওন, ১৫ ও নাবোতের ক্ষেত্র আহাবের হরণ
করণ, ১৭ ও আহাবের ও ঈষেবলের দণ্ডের ভবি-
ষ্যদ্বাক্য, ২৫ ও আহাবের অনুতাপ প্রযুক্ত সেই
দণ্ডের ক্ষমা হওন।

১ এই সকল ঘটনার পরে যিষ্রিয়েলীয় না-
বোতের এক দ্রাক্ষাক্ষেত্র ছিল, তাহা যিষ্রিয়েল
নগরে শোমিরোণের রাজা আহাবের অট্টালি-
কার পার্শ্বে থাকাতে ২ আহাব্‌ নাবোৎকে
কহিল, তোমার সেই দ্রাক্ষাক্ষেত্র আমাকে দেও;
তাহা আমার বাটীর নিকটবর্ত্তী, অতএব আমি
তাহা শাকের ক্ষেত্র করিব; এবং তাহার পরি-
বর্ত্তে তাহাহইতেও উত্তম আর এক দ্রাক্ষাক্ষেত্র
তোমাকে দিব; কিম্বা যদি তোমার মনে লয়,
তবে তাহার মূল্য রূপার মুদ্রা তোমাকে দিব।
৩ তাহাতে নাবোৎ আহাব্‌কে কহিল, আমি যে
তোমাকে আপন পৈতৃক অধিকার দি, পর-
মেশ্বর এমন না করুন। ৪ তখন 'আমি পৈতৃক
অধিকার তোমাকে দিব না,' যিষ্রিয়েলীয় না-
বোতের এই কথাতে আহাব বিমর্ষ ও অসন্তুষ্ট
হইয়া আপন গৃহে আইল, এবং শয্যাতে
পড়িয়া মুখ বিবর্ণ করিয়া অনাহারে থাকিল।
৫ পরে তাহার স্ত্রী ঈষেবল্‌ তাহার নিকটে
আসিয়া তাহাকে কহিল, তোমার মন এমন
বিমর্ষ কেন, যে তুমি আহার কর না? ৬ তা-
হাতে সে তাহাকে কহিল, আমি যিষ্রিয়েলীয়
নাবোৎকে কহিয়াছিলাম, টাকার পরিবর্ত্তে তো-
মার দ্রাক্ষাক্ষেত্র তুমি আমাকে দেও; কিম্বা
যদি মনে লয়, তবে তাহার পরিবর্ত্তে আর এক
দ্রাক্ষাক্ষেত্র তোমাকে দিব; তাহাতে সে উত্তর
করিল, আমি আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্র তোমাকে দিব
না। ৭ তখন তাহার স্ত্রী ঈষেবল্‌ কহিল, এমন
হইলে ইস্রায়েলের উপরে কি তোমার রাজত্ব
করা হয়? উঠ, ভোজন কর; তোমার মন
হৃষ্ট হউক; আমি যিষ্রিয়েলীয় নাবোতের দ্রা-
ক্ষাক্ষেত্র তোমাকে দিব। ৮ পরে সে আহাবের
নামেতে পত্র লিখিয়া তাহার মুদ্রাতে মুদ্রাঙ্কিত
করিয়া নাবোতের প্রতিবাসিগণের অর্থাৎ তা-
হার বসতিনগরের প্রাচীন ও প্রধান লোকদের
নিকটে পত্র প্রেরণ করিল। ৯ সেই পত্রে এই

কথা লিখিল, "তোমরা উপবাসের ঘোষণা কর,
ও লোকদের মধ্যে নাবোৎকে উচ্চস্থানে বসাও।
১০ পরে 'তুমি ঈশ্বরকে ও রাজাকে জলাঞ্জলি
দিয়াছ,' তাহার বিপরীতে এই সাক্ষ্য দিতে
দুই জন কদাচারিকে তাহার সম্মুখে দাঁড়
করাও; পরে তাহাকে বাহির করিয়া মরণ পর্য্যন্ত
প্রস্তরাঘাত কর।" পরে সেই নগরের লোকেরা
অর্থাৎ নগরনিবাসি প্রাচীন ও প্রধানেরা ঈষে-
বলের প্রেরিত আজ্ঞা অর্থাৎ তাহার প্রেরিত
পত্রের লিপি অনুসারে কর্ম্ম করিল। ১২ তা-
হারা উপবাসের ঘোষণা করিল, ও লোকদের
মধ্যে নাবোৎকে উচ্চস্থানে বসাইল। ১৩ পরে
কদাচার দুই জন আসিয়া তাহার সম্মুখে
বসিল; সেই দুই জন কদাচারী তাবং লোকের
সাক্ষাতে নাবোতের বিরুদ্ধে এই কথা কহিয়া
সাক্ষ্য দিল, 'নাবোৎ ঈশ্বরকে ও রাজাকে
জলাঞ্জলি দিয়াছে।' তাহাতে লোকেরা তাহাকে
নগরের বাহিরে লইয়া গিয়া তাহার মরণ
পর্য্যন্ত তাহাকে প্রস্তরাঘাত করিল। ১৪ পরে
ঈষেবলের নিকটে এই সমাচার পাঠাইল, 'না-
বোৎ প্রস্তরাঘাতে মরিয়াছে।'

১৫ অপর নাবোৎ প্রস্তরাঘাতে মরিয়াছে,
ঈষেবল্ এই কথা শুনিয়া আহাব্‌কে কহিল,
উঠ, যিষ্রিয়েলীয় নাবোৎ টাকাতে যে দ্রাক্ষাক্ষেত্র
দিতে অসম্মত ছিল, তাহা অধিকার কর; কে-
ননা নাবোৎ জীবৎ নাই, সে মরিয়াছে। ১৬ তখন
নাবোৎ মরিয়াছে, এই কথা শুনিয়া আহাব
উঠিয়া যিষ্রিয়েলীয় নাবোতের দ্রাক্ষাক্ষেত্র অধি-
কার করিতে গেল।

১৭ পরে তিশ্‌বীয় এলিয়ের নিকটে পরমে-
শ্বরের এই বাক্য উপস্থিত হইল, ১৮ তুমি উঠিয়া
শোমিরোণ্ নিবাসি ইস্রায়েলের আহাব্ রাজার
সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাও; দেখ, সে নাবো-
তের দ্রাক্ষাক্ষেত্র অধিকার করিতে গিয়া সেই
ক্ষেত্রে আছে। ১৯ তুমি তাহাকে কহ, পরমে-
শ্বর এই কথা কহেন, তুমি না নরঘাতক হইয়া
পরের অধিকার গ্রহণ করিয়াছ? পরে তা-
হাকে আরও বল, পরমেশ্বর কহেন, যে স্থানে
কুক্কুরগণ নাবোতের রক্ত চাটিয়া পান করি-
য়াছে, সেই স্থানে কুক্কুরগণ তোমার রক্তও
চাটিয়া পান করিবে। ২০ তখন আহাব্ এলি-
য়কে কহিল, হে আমার শত্রো, তুমি কি আ-
মাকে পাইলা? তাহাতে সে কহিল, পাইলাম;
কেননা তুমি পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ
করণার্থে আপনাকে বিক্রয় করিলা। ২১ (অত-
এব তিনি কহেন,) দেখ, আমি তোমার প্রতি
অমঙ্গল ঘটাইব, ও তোমার পশ্চাৎ ঝাঁটি দিব;
আহাব্ বংশের প্রত্যেক পুরুষকে এবং ইস্রা-
য়েলের মধ্যে মুক্ত ও বদ্ধ সকলকে আমি বি-
নষ্ট করিব। ২২ তুমি যে ক্রোধেতে আমাকে
ক্রুদ্ধ করিয়াছ, ও ইস্রায়েল্ লোকদিগকে পা-
পেতে প্রবৃত্তি দিয়াছ, তাহার জন্যে আমি
তোমার বংশকে নিবাটের পুত্র যারবিয়ামের
ও অহিয়ের পুত্র বাশার বংশের ন্যায় করিব।
২৩ আর পরমেশ্বর ঈষেবলের বিষয়ে এই কথা
কহেন, কুক্কুরেরা যিষ্রিয়েলের প্রাচীরের কাছে
ঈষেবল্‌কে ভক্ষণ করিবে। ২৪ আহাব্ বংশীয়
যে কেহ নগরে মরিবে, কুক্কুরেরা তাহাকে
ভক্ষণ করিবে; আর যে কেহ প্রান্তরে মরিবে,
শূন্যের পক্ষিরা তাহাকে ভক্ষণ করিবে।

২৫ আর সেই আহাব আপন ভার্য্যা ঈষে-
বল্ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া যেমন পরমেশ্বরের
সাক্ষাতে কদাচরণ করিতে আপনাকে বিক্রয়
করিয়াছিল, তদ্রূপ আর কেহ করে নাই।
২৬ তদ্ভিন্ন পরমেশ্বর যে ইমোরীয়দিগকে ইস্রা-
য়েল্ বংশের সম্মুখহইতে দূর করিয়াছিলেন,
তাহাদের সমস্ত ক্রিয়ানুসারে সে দেবগণের
অনুগত হইয়া অতিশয় ঘৃণার্হ কর্ম্ম করিত।
২৭ তথাপি আহাব্ ঐ কথা শুনিয়া আপন বস্ত্র
চিরিল, এবং গাত্রে চট পরিধান ও উপবাস
ও চটে শয়ন করিল, এবং নম্র আচরণ করিল।
২৮ অপর তিশ্‌বীয় এলিয়ের কাছে পরমেশ্ব-
রের এই বাক্য উপস্থিত হইল, ২৯ আহাব্
আমার সাক্ষাতে আপনাকে নত করিতেছে, তুমি
কি তাহা দেখিতেছ? আমার সাক্ষাতে তাহার
নম্র আচরণ প্রযুক্ত আমি তাহার যাবজ্জীবন
ঐ অমঙ্গল ঘটাইব না, কিন্তু তাহার পুত্রের
জীবৎ সময়ে তাহার বংশের প্রতি ঐ অমঙ্গল
ঘটাইব।

২২ অধ্যায়।

১ মীখায় ভবিষ্যদ্বক্তাকে আহাব্ রাজার ডাকন, ১৫ ও মীখায়ের ভবিষ্যদ্বাক্য কহন, ২৪ ও তৎপ্রযুক্ত তাহার দণ্ড, ২৯ ও যিহূদার যিহোশাফট্ রাজার ও আহাবের যুদ্ধে গমন, ৩৪ ও আহাবের হত হওন, ৩৭ ও তাহার কবর দেওন, ৪১ ও যিহোশাফটের বিবরণ ও মরণ, ৫১ ও আহাবের পুত্র অহসিয়ের বিবরণ।

১ অপর তিন বৎসর পর্য্যন্ত অরামীয় লোক-
দের ও ইস্রায়েল্ লোকদের পরস্পর যুদ্ধ
নিবৃত্ত থাকিল। ২ পরে তৃতীয় বৎসরে যিহূদার
যিহোশাফট্ রাজা ইস্রায়েলের রাজার নিকটে
আইলে ৩ ইস্রায়েলের রাজা আপন ভৃত্য-
দিগকে কহিল, গিলিয়দস্থ রামোতে আমাদের
অধিকার আছে, ইহা কি তোমরা জান না?
কিন্তু আমরা বসিয়া থাকি, অরামের রাজার
হস্তহইতে তাহা লই নাই। ৪ পরে সে যি-

হোশাফট্‌কে কহিল, তুমি কি রামোৎ-গিলিয়দে
যুদ্ধ করিতে আমার সহিত যাইবা? তাহাতে
যিহোশাফট্‌ ইস্রায়েলের রাজাকে কহিল, আমি
ও তুমি, এবং আমার লোক ও তোমার লোক,
এবং আমার অশ্ব ও তোমার অশ্ব, সকলই
এক। ৫ পরে যিহোশাফট্‌ ইস্রায়েলের রাজা-
কে কহিল, আমি বিনয় করি; অদ্য ইহাতে
পরমেশ্বরের কি বাক্য, তাহা জিজ্ঞাসা কর।
৬ তাহাতে ইস্রায়েলের রাজা প্রায় চারি শত
ভবিষ্যদ্বক্তাকে একত্র করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,
আমি রামোৎ-গিলিয়দে যুদ্ধ করিতে যাইব, কি
ক্ষান্ত হইব? তখন তাহারা কহিল, যাও; পর-
মেশ্বর মহারাজের হস্তে তাহা সমর্পণ করিবেন।
৭ পরে যিহোশাফট্‌ জিজ্ঞাসিল, যাহাকে জি-
জ্ঞাসা করিতে পারা যায়, পরমেশ্বরের এমত
ভবিষ্যদ্বক্তা কি আর কেহ নাই? ৮ তখন ইস্রা-
য়েলের রাজা যিহোশাফট্‌কে কহিল, আমরা
যাহাদ্বারা পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি,
এমত আর এক জন আছে, যিম্লের পুত্র
মীখায় তাহার নাম; কিন্তু আমি তাহাকে ঘৃণা
করি, কেননা সে আমার বিষয়ে অমঙ্গলের
কথা ভিন্ন কোন মঙ্গলের কথা কহে না।
তাহাতে যিহোশাফট্‌ কহিল, মহারাজ এমত
কথা কহিবেন না। ৯ তখন ইস্রায়েলের রাজা
আপনার এক গৃহাধ্যক্ষকে ডাকিয়া আজ্ঞা
দিল, যিম্লের পুত্র মীখায়কে শীঘ্র এখানে
আন। ১০ অপর ইস্রায়েলের রাজা ও যিহূদার
যিহোশাফট্‌ রাজা শোমিরোণের দ্বার প্রবে-
শের সমান স্থানে আপন২ রাজকীয় বস্ত্র পরি-
ধান করিয়া আপন২ সিংহাসনে বসিলে, ভবি-
ষ্যদ্বক্তৃগণ তাহাদের সম্মুখে ঈশ্বরীয় বাক্য
কহিতে লাগিল। ১১ বিশেষতঃ খিনানার পুত্র
সিদিকিয় লৌহময় শৃঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া কহিল,
পরমেশ্বর এই কথা কহেন, ইহাদ্বারা তুমি
অরামীয়দিগকে সংহার করণ পর্য্যন্ত আঘাত
করিবা। ১২ এবং তাবৎ ভবিষ্যদ্বক্তা ঈশ্বরীয়
বাক্যদ্বারা ইহা কহিল, তুমি রামোৎ-গিলিয়দে
যাইয়া ভাগ্যবান হও; পরমেশ্বর তাহা মহা-
রাজের হস্তগত করিবেন। ১৩ অপর যে দূত
মীখায়কে ডাকিতে গেল, সে তাহাকে কহিল,
দেখ, সকল ভবিষ্যদ্বক্তা এক জনের ন্যায়
রাজার মঙ্গলকথা কহিল; অতএব আমি বিনয়
করি, তুমিও তাহাদের এক জনের ন্যায় মঙ্গল-
কথা কহ। ১৪ তাহাতে মীখায় কহিল, আমি
পরমেশ্বরের অমরতার দিব্য করিতেছি, পর-
মেশ্বর আমার কাছে যে কথা কহিবেন, আমি
সেই কথা কহিব।

১৫ পরে সে রাজার নিকটে আইলে রাজা
তাহাকে জিজ্ঞাসিল, হে মীখায়, আমরা রা-
মোৎ-গিলিয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাইব, কি
ক্ষান্ত হইব? তাহাতে সে তাহাকে কহিল, তুমি
যাইয়া ভাগ্যবান হও; পরমেশ্বর তাহা মহা-
রাজের হস্তে সমর্পণ করিবেন। ১৬ পরে রাজা
তাহাকে কহিল, তুমি পরমেশ্বরের নামে সত্য
কথা ব্যতিরেকে আর কিছুই কহিও না, আমি
কত বার তোমাকে এই শপথ করাইব? ১৭ তা-
হাতে সে কহিল, আমি ইস্রায়েলের সকল
লোককে অরক্ষক মেষের ন্যায় পর্ব্বতের উপরে
ছিন্নভিন্ন দেখিলাম; এবং পরমেশ্বর কহিলেন,
ইহাদের স্বামী নাই; প্রত্যেক জন আপন২
বাটীতে কুশলে ফিরিয়া যাউক। ১৮ পরে ইস্রা-
য়েলের রাজা যিহোশাফট্‌কে কহিল, ঐ ব্যক্তি
আমার বিষয়ে অমঙ্গলের কথা ভিন্ন কোন
মঙ্গলের কথা কহে না, ইহা আমি কি অগ্রে
তোমাকে কহি নাই? ১৯ পরে মীখায় কহিল,
তুমি পরমেশ্বরের বাক্য শুন; আমি সিংহাস-
নোপবিষ্ট পরমেশ্বরকে এবং দক্ষিণে ও বামে
তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান স্বর্গীয় তাবৎ সৈন্যকে
দেখিলাম। ২০ পরমেশ্বর কহিলেন, আহাব্‌ যেন
রামোৎ-গিলিয়দে যাইয়া পতিত হয়, এই জন্যে
কে তাহাকে ভুলাইবে? তাহাতে এক জন
এক প্রকারে ও অন্য জন অন্য প্রকারে কহিল।
২১ শেষে এক আত্মা আসিয়া পরমেশ্বরের
সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া কহিল, আমি তাহাকে ভুলা-
ইব। ২২ পরমেশ্বর কহিলেন, কিসে? সে
কহিল, আমি যাইয়া তাহার সকল ভবিষ্যদ্ব-
ক্তার মুখেতে মিথ্যাবাদি আত্মা হইব। তখন
তিনি কহিলেন, তুমি তাহাকে ভুলাইয়া জয়ী
হও, ও যাইয়া সেই রূপ কর। ২৩ এই রূপে
দেখ, পরমেশ্বর তোমার এই সকল ভবিষ্যদ্বক্তা-
দের মুখে মিথ্যাবাদি আত্মা দিলেন; কিন্তু পর-
মেশ্বর তোমার অমঙ্গলের কথা কহিয়াছেন।

২৪ তখন খিনানার পুত্র সিদিকিয় নিকটে
আসিয়া মীখায়কে এক চড় মারিয়া কহিল, পর-
মেশ্বরের আত্মা তোকে কহিবার জন্যে আমার
নিকটহইতে কোন্‌ দিগে গিয়াছিল? ২৫ মীখায়
কহিল, দেখ, যে দিনে তুমি লুকাইবার জন্যে
গর্ত্তাগারে যাইবা, সেই দিনে তাহা জানিবা।
২৬ পরে ইস্রায়েলের রাজা আজ্ঞা করিল, মীখা-
য়কে ধরিয়া নগরাধ্যক্ষ আমোনের ও রাজপুত্র
যোয়াশের নিকটে লইয়া যাও। ২৭ এবং তাহা-
দিগকে কহ, রাজা এই কথা কহে, ইহাকে
কারাগারে বদ্ধ কর, এবং যে পর্য্যন্ত আমি
কুশলে ফিরিয়া না আইসি, তাবৎ ইহাকে ভোজ-
নার্থে দুঃখরূপ অন্ন ও দুঃখরূপ জল দেও।
২৮ তাহাতে মীখায় কহিল, তুমি যদি কুশলে

ফিরিয়া আইস, তবে পরমেশ্বর আমার প্রমুখাৎ
কহেন নাই। পরে সে কহিল, হে লোক সকল,
তোমরা প্রত্যেক জন মনোযোগ কর।
২৯ পরে ইস্রায়েলের রাজা ও যিহূদার যিহো-
শাফট্ রাজা রামোৎ-গিলিয়দে গেলে ৩০ ইস্রা-
য়েলের রাজা যিহোশাফট্‌কে কহিল, আমি
অন্য বেশ ধারণ করিয়া যুদ্ধে প্রবেশ করি,
তুমি আপন রাজবস্ত্র পরিধান কর। পরে ইস্রা-
য়েলের রাজা অন্য বেশ ধরিয়া যুদ্ধে প্রবেশ
করিল। ৩১ কিন্তু অরামের রাজা আপন রথাধ্যক্ষ
বত্রিশ জন সেনাপতিকে এই আজ্ঞা দিয়াছিল,
তোমরা কেবল ইস্রায়েলের রাজা ব্যতিরেক ক্ষুদ্র
কি মহান আর কাহারো সহিত যুদ্ধ করিও না।
৩২ পরে রথাধ্যক্ষগণ যিহোশাফট্‌কে দেখিয়া,
ইনিই অবশ্য ইস্রায়েলের রাজা, ইহা কহিয়া
তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে এক দিগে গেল।
তাহাতে যিহোশাফট্ চেঁচাইতে লাগিল। ৩৩ তখন
সে ইস্রায়েলের রাজা নহে, ইহা রথাধ্যক্ষগণ
জানিয়া তাহার পশ্চাৎ যাইতে নিবৃত্ত হইল।
৩৪ পরে এক জন সন্ধান ব্যতিরেকে ধনুর্গুণ
টানিয়া ইস্রায়েলের রাজার সাঁজোয়ার সন্ধি-
স্থানে বাণাঘাত করিল; তাহাতে সে আপন
সারথিকে কহিল, হস্ত ফিরাইয়া সৈন্যহইতে
আমাকে লইয়া যাও, আমি ব্যথিত হইলাম
৩৫ ঐ দিবসে তুমুল যুদ্ধ হইল, তাহাতে রাজা
অরামীয়দের সম্মুখে আপন রথে কষ্টে দণ্ডা-
য়মান থাকিল; কিন্তু সায়ংকালে মরিল, এবং
তাহার ক্ষতের রক্ত রথের মধ্যে পড়িল।
৩৬ পরে সূর্য্যাস্ত সময়ে প্রত্যেক জন আপন২
নগরে ও আপন২ দেশে প্রস্থান করুক,
সৈন্যের সর্ব্বত্র এই আজ্ঞার ঘোষণা হইল।
৩৭ পরে রাজা মরিলে লোকেরা তাহাকে
শোমিরোণে আনিল, এবং শোমিরোণে রা-
জাকে কবর দিল। ৩৮ পরে লোকেরা শোমি-
রোণের পুষ্করিণীর ধারে তাহার রথ প্রক্ষালন
ও সজ্জা ধৌত করিলে পরমেশ্বরের বাক্যানু-
সারে কুক্কুরগণ তাহার রক্ত চাটিয়া পান
করিল। ৩৯ এই আহাবের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও
সমস্ত ক্রিয়া, এবং সে যে হস্তিদন্তময় গৃহ নি-
র্ম্মাণ করিল ও যে২ নগর প্রস্তুত করিল, এই
সকলের কথা কি ইস্রায়েলের রাজাদের ইতি-
হাস পুস্তকে লিখিত নাই? ৪০ আহাব্ আপন
পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইলে তাহার
পুত্র অহসিয় তাহার পদে রাজা হইল।

৪১ ইস্রায়েলের আহাব্ রাজার অধিকারের
চতুর্থ বৎসরে আসার পুত্র যিহোশাফট্ যিহূ-
দাতে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিল। ৪২ যি-
হোশাফট্ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে
আরম্ভ করিয়া যিরূশালমে পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত
রাজত্ব করিল; শিল্‌হীর কন্যা অসূবা নামে
তাহার মাতা ছিল। ৪৩ সে আপন পিতা আ-
সার পথাবলম্বী হইল, এবং তাহাহইতে না
ফিরিয়া পরমেশ্বরের সাক্ষাতে সদাচরণ করিল;
কিন্তু টিকরস্থান উচ্ছিন্ন হইল না; লোকেরা
তখনও টিকরস্থানে হোম করিত ও ধূপ জ্বা-
লাইত। ৪৪ যিহোশাফট্ ইস্রায়েলের রাজার
সহিত সন্ধি করিল। ৪৫ এই যিহোশাফটের
অবশিষ্ট বৃত্তান্ত, এবং সে যে রূপ পরাক্রম
প্রকাশ করিল, ও যে রূপ যুদ্ধ করিল, সে
সকল কি যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লি-
খিত নাই? ৪৬ তাহার পিতা আসার অধি-
কারসময়াবধি যে পুংগামি লোকেরা অব-
শিষ্ট ছিল, তাহাদিগকে সে দেশহইতে দূর
করিল। ৪৭ সেই সময়ে ইদোমে রাজা ছিল
না, এক প্রতিনিধি রাজত্ব করিত। ৪৮ সেই
যিহোশাফট্ স্বর্ণের নিমিত্তে ওফীরে যাইতে
তর্শীশের জাহাজ নির্ম্মাণ করিল, কিন্তু সে সকল
জাহাজ গেল না, ইৎসিয়োন্-গেবরে ভগ্ন
হইল। ৪৯ তখন আহাবের পুত্র অহসিয় যি-
হোশাফট্‌কে কহিল, তোমার দাসদের সহিত
আমার দাসেরা জাহাজে যাউক; কিন্তু যিহো-
শাফট্ তাহাতে সম্মত হইল না। ৫০ পরে যি-
হোশাফট্ আপন পিতৃলোকদের ন্যায় মহানি-
দ্রিত হইয়া আপন পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের নগরে
পূর্ব্বপুরুষদের সহিত কবরপ্রাপ্ত হইল; তাহাতে
তাহার পুত্র যোরাম্ তাহার পদে রাজা হইল।
৫১ যিহূদার যিহোশাফট্ রাজার অধিকারের
সতের বৎসরে আহাবের পুত্র অহসিয় শোমি-
রোণে ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে আ-
রম্ভ করিল; সে দুই বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের
উপরে রাজত্ব করিল। ৫২ সে পরমেশ্বরের
সাক্ষাতে কদাচরণ করিত, এবং আপন পিতা
মাতার পথে, এবং নিবাটের পুত্র যে যারবি-
য়াম্ ইস্রায়েল্ বংশকে পাপেতে প্রবৃত্তি দিয়া-
ছিল, তাহারও পথে চলিত। ৫৩ সে আপন
পিতার ক্রিয়ানুসারে বালের সেবা ও পূজা
করণদ্বারা ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বরকে ক্রুদ্ধ
করিত।

রাজাবলির দ্বিতীয় পুস্তক।

১ অধ্যায়।

১ পীড়ার সময়ে দেবের কাছে অহসিয়ের দূত-
গণকে প্রেরণ, ৫ ও দূতগণের সহিত এলিয়ের
সাক্ষাৎ করণ, ৯ ও এলিয়কে ধরিতে দুই দলকে
প্রেরণ ও তাহাদের বিনাশ, ১৩ ও তৃতীয় দলকে
প্রেরণ ও তাহার রক্ষা, ১৭ ও অহসিয়ের মৃত্যু।

১ আহাবের মৃত্যুর পরে মোয়াবীয় লোকেরা
ইস্রায়েলের অধীনতা অস্বীকার করিল। ২ অপর
অহসিয় শোমিরোণস্থিত আপন গৃহের উপরিস্থ
কুঠরির বাতায়ন দিয়া পতিত হইয়া পীড়িত
হইল; তাহাতে সে আপন দূতগণকে এই কথা
কহিল, এই পীড়াহইতে আমি মুক্ত হইব কি
না? ইহা জিজ্ঞাসা করিতে তোমরা ইক্রোণের
বাল্-সিবূব্ দেবতার নিকটে গমন কর। ৩ কিন্তু
পরমেশ্বরের দূত তিশ্বীয় এলিয়কে কহিলেন,
তুমি উঠিয়া শোমিরোণীয় রাজার দূতগণের
সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া তাহাদিগকে এই
কথা কহ, ইস্রায়েল্ দেশে কি ঈশ্বর নাই, যে
তোমরা ইক্রোণের দেবতা বাল্-সিবূবের কাছে
জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছ? ৪ পরমেশ্বর এই
কথা কহেন, তুমি যে শয্যাতে পড়িয়া আছ,
তাহাহইতে উঠিতে পারিবা না, অবশ্য মরিবা।
পরে এলিয় চলিয়া গেল।

৫ অপর দূতগণ ফিরিয়া রাজার নিকটে আ-
ইলে সে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কেন ফি-
রিয়া আইলা? ৬ তাহারা উত্তর করিল, এক জন
আসিয়া আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিল,
যে রাজা তোমাদিগকে পাঠাইল, তোমরা তা-
হার কাছে ফিরিয়া যাইয়া কহ, পরমেশ্বর এই
কথা কহেন, ইস্রায়েল্ দেশে কি ঈশ্বর নাই,
যে তুমি ইক্রোণের দেবতা বাল্-সিবূবের কাছে
জিজ্ঞাসা করিতে লোক পাঠাইতেছ? তুমি যে
শয্যাতে পড়িয়া আছ, তাহাহইতে উঠিতে পা-
রিবা না, অবশ্য মরিবা। ৭ রাজা তাহাদিগকে
জিজ্ঞাসিল, তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে
আসিয়া যে মানুষ এই কথা কহিয়াছিল, সে
কি প্রকার লোক? ৮ তাহারা উত্তর করিল, সে
লোমশ, এবং তাহার কটিতে চর্ম্মপটুকা বদ্ধ
আছে। তাহাতে রাজা কহিল, সে তিশ্বীয় এলিয়।

৯ পরে রাজা পঞ্চাশ লোকের সহিত এক
জন পঞ্চাশৎপতিকে তাহার নিকটে পাঠাইয়া
দিল। তৎকালে এলিয় এক পর্ব্বতের শৃঙ্গে
বসিয়াছিল। তাহাতে সে তাহার নিকটে উঠিয়া
কহিল, হে ঈশ্বরের লোক, রাজা আজ্ঞা করি-
লেন, তুমি নাম। ১০ তাহাতে এলিয় পঞ্চা-
শৎপতিকে উত্তর করিল, যদি আমি ঈশ্বরের
লোক হই, তবে আকাশহইতে অগ্নি নামিয়া
তোমাকে ও তোমার পঞ্চাশ লোককে দগ্ধ
করুক। তাহাতে আকাশহইতে অগ্নি নামিয়া
তাহাকে ও তাহার পঞ্চাশ লোককে দগ্ধ করিল।
১১ পরে রাজা পুনর্ব্বার পঞ্চাশ লোকের সহিত
আর এক জন পঞ্চাশৎপতিকে পাঠাইল। তা-
হাতে সে কহিল, হে ঈশ্বরের লোক, রাজা
আজ্ঞা করিলেন, শীঘ্র নামিয়া আইস। ১২ এলিয়
তাহাদিগকে উত্তর করিল, যদি আমি ঈশ্বরের
লোক হই, তবে আকাশহইতে অগ্নি নামিয়া
তোমাকে ও তোমার পঞ্চাশ লোককে দগ্ধ
করুক। তাহাতে আকাশহইতে ঈশ্বরের অগ্নি
নামিয়া তাহাকে ও তাহার পঞ্চাশ লোককে
দগ্ধ করিল।

১৩ পরে রাজা তৃতীয় বার পঞ্চাশ লোকের
সহিত এক জন পঞ্চাশৎপতিকে পাঠাইল। তা-
হাতে সেই তৃতীয় পঞ্চাশৎপতি যাত্রা করিয়া
উপস্থিত হইয়া এলিয়ের সাক্ষাতে হাঁটু পা-
তিয়া বিনয়পূর্ব্বক কহিল, হে ঈশ্বরের লোক,
আমি বিনয় করি, আমার প্রাণ এবং তোমার
এই পঞ্চাশ জন দাসের প্রাণ তোমার দৃষ্টিতে
বহুমূল্য হউক। ১৪ পূর্ব্বে আকাশহইতে অগ্নি
নামিয়া পঞ্চাশ২ লোককে ও তাহাদের দুই
সেনাপতিকে দগ্ধ করিল; কিন্তু এখন আমার
প্রাণ তোমার দৃষ্টিতে বহুমূল্য হউক। ১৫ তা-
হাতে পরমেশ্বরের দূত এলিয়কে কহিলেন,
ইহার সহিত নামিয়া যাও, ইহাকে ভয় করিও
না। পরে এলিয় উঠিয়া তাহার সহিত রাজার
নিকটে গেল। ১৬ এবং রাজাকে কহিল, পর-
মেশ্বর কহেন, কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইস্রায়েল্
দেশে ঈশ্বর নাই, ইহা ভাবিয়া তুমি কি ইক্রোণের
বাল্-সিবূব্ দেবতার কাছে জিজ্ঞাসা করিতে
দূতগণকে পাঠাইলা? অতএব তুমি যে শয্যাতে
পড়িয়া আছ, তাহাহইতে উঠিবা না, অবশ্য
মরিবা।

১৭ পরে এলিয়দ্বারা প্রচারিত পরমেশ্বরের
বাক্যানুসারে সে মরিলে তাহার পুত্র না থা-
কাতে যিহূদার রাজা যিহোশাফটের পুত্র যো-

রামের অধিকারের দ্বিতীয় বৎসরে যিহোরাম্
তাহার পদে রাজা হইল। ১৮ এই অহসিয়ের
ক্রিয়ার অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ইস্রায়েলের রাজাদের
ইতিহাসপুস্তকে কি লিখিত নাই?

২ অধ্যায়।

১ এলিয় ও ইলীশায়ের যাত্রা করণ ও নদী পার
হওন ও কথোপকথন ও এলিয়ের স্বর্গারোহণ,
১২ ও ইলীশায়ের পুনরাগমন ও নদী পার হওন ও
ভবিষ্যদ্বক্তৃগণদ্বারা মর্য্যাদা প্রাপ্ত হওন, ১৯ ও প্রথম
আশ্চর্য্য ক্রিয়া, ২৩ ও দ্বিতীয় আশ্চর্য্য ক্রিয়া।

১ যে দিনে পরমেশ্বর ঘূর্ণবায়ুদ্বারা এলিয়কে স্বর্গা-
রোহণ করাইলেন, সেই দিনে এলিয় ও ইলী-
শায় গিল্গল্হইতে যাত্রা করিলে ২ এলিয়
ইলীশায়কে কহিল, আমি বিনয় করি, তুমি
এই স্থানে থাক, কেননা পরমেশ্বর আমাকে
বৈথেল্ পর্য্যন্ত পাঠাইলেন। তাহাতে ইলীশায়
উত্তর করিল, যদি পরমেশ্বর অমর হন, এবং
তোমার প্রাণ সজীব হয়, তবে আমি তোমাকে
ত্যাগ করিব না। অতএব তাহারা বৈথেলে
গেল। ৩ তাহাতে বৈথেলনিবাসি শিষ্য ভবিষ্যদ্ব-
ক্তৃগণ বাহিরে ইলীশায়ের নিকটে আসিয়া তা-
হাকে কহিল, অদ্য পরমেশ্বর তোমার উপর-
হইতে তোমার প্রভুকে লইবেন, ইহা কি তুমি
জান? সে কহিল, আমিও তাহা জানি; তো-
মরা নীরব হও। ৪ পরে এলিয় তাহাকে কহিল,
হে ইলীশায়, বিনয় করি, তুমি এখানে থাক;
কেননা পরমেশ্বর আমাকে যিরীহোতে পা-
ঠাইলেন। তাহাতে সে কহিল, যদি পরমেশ্বর
অমর হন, এবং তোমার প্রাণ সজীব হয়,
তবে আমি তোমাকে ত্যাগ করিব না। অতএব
তাহারা যিরীহোতে আইল। ৫ তখন যিরীহো-
নিবাসি শিষ্য ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ ইলীশায়ের নিকটে
আসিয়া কহিল, অদ্য পরমেশ্বর তোমার উপর-
হইতে তোমার প্রভুকে লইবেন, ইহা কি তুমি
জান? সে উত্তর করিল, আমিও তাহা জানি;
তোমরা নীরব হও। ৬ পরে এলিয় তাহাকে
কহিল, আমি বিনয় করি, তুমি এই স্থানে থাক,
কেননা পরমেশ্বর আমাকে যর্দ্দনের নিকটে
পাঠাইলেন। সে উত্তর করিল, যদি পরমেশ্বর
অমর হন, এবং তোমার প্রাণ সজীব হয়, তবে
আমি তোমাকে ত্যাগ করিব না। পরে তাহারা
দুই জন অগ্রে গেল। ৭ এবং শিষ্য ভবিষ্যদ্ব-
ক্তাদের মধ্যে পঞ্চাশ জন যাইয়া তাহাদের
সম্মুখে কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়াইল, এবং ঐ দুই
জনও যর্দ্দনের তীরে দাঁড়াইল। ৮ পরে এলিয়
আপনার গাত্রাবরণ বস্ত্র ধরিয়া জড় করিয়া
জলেতে আঘাত করিল; তাহাতে জল এদিগে
ওদিগে বিভিন্ন হইলে তাহারা দুই জন শুষ্ক
ভূমি দিয়া পার হইল। ৯ পার হইলে পর
এলিয় ইলীশায়কে কহিল, তোমার নিকটহইতে
নীত হওনের পূর্ব্বে আমি তোমার নিমিত্তে কি
করিব? তাহা প্রার্থনা কর। তাহাতে ইলীশায়
কহিল, তোমার আত্মার দুই অংশ আমাতে
বর্ত্তুক, এই আমার প্রার্থনা। ১০ সে কহিল,
যাহা প্রার্থনা করিলা তাহা দুঃসাধ্য; তথাপি
যদি তোমার নিকটহইতে নীত হওন সময়ে
আমাকে দেখিতে পাও, তবে তোমার প্রতি
তদ্রূপ বর্ত্তিবে; কিন্তু না দেখিলে বর্ত্তিবে না।
১১ তাহারা যাইতে২ এই রূপ কথা কহিতেছে,
ইতিমধ্যে অগ্নিময় এক রথ ও অগ্নিময় অশ্বগণ
আসিয়া তাহাদিগকে পৃথক করিল, এবং এলিয়
ঘূর্ণবায়ুদ্বারা স্বর্গে আরোহণ করিল।

১২ তখন ইলীশায় তাহা দেখিয়া, হে আমার
পিতঃ, হে আমার পিতঃ, হে ইস্রায়েলের রথ
ও তাহার অশ্বারূঢ়গণ, ইহা উচ্চৈঃস্বরে কহিল,
কিন্তু তাহাকে আর দেখিতে পাইল না। পরে
সে আপন বস্ত্র ধরিয়া চিরিয়া দুই খান করিল।
১৩ পরে এলিয়হইতে যে আবরণ বস্ত্র পতিত
হইয়াছিল, তাহা তুলিয়া লইল, এবং ফিরিয়া
যর্দ্দনের তীরে দাঁড়াইল। ১৪ পরে এলিয়হইতে
পতিত আবরণ বস্ত্র লইয়া জলেতে আঘাত
করিয়া কহিল, এলিয়ের প্রভু পরমেশ্বর কো-
থায়? অবশ্য তিনি সেই আছেন। তাহাতে জলে
তাহার প্রহার করণদ্বারা জল এদিগে ওদিগে
বিভিন্ন হইলে ইলীশায় পার হইয়া গেল।
১৫ তখন যিরীহোনিবাসি শিষ্য ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ
সম্মুখে তাহাকে দেখিয়া কহিল, এলিয়ের আত্মা
ইলীশায়েতে বর্ত্তিল। পরে তাহারা তাহার
সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ
হইল। ১৬ এবং তাহাকে কহিল, দেখ, তো-
মার দাস পঞ্চাশ বলবান লোক এখানে আছে;
আমরা বিনয় করি, তাহারা তোমার প্রভুর
অন্বেষণে যাউক; কি জানি, পরমেশ্বরের আত্মা
তাহাকে উঠাইয়া কোন পর্ব্বতের উপরে কিম্বা
কোন প্রান্তরে ফেলিয়া দিয়া থাকিবেন। সে
কহিল, পাঠাইও না। ১৭ তথাপি তাহারা পুনঃ২
কহিলে সে লজ্জিত হইয়া কহিল, পাঠাইয়া
দেও। অতএব তাহারা পঞ্চাশ লোককে প্রেরণ
করিলে তাহারা তিন দিন পর্য্যন্ত অন্বেষণ
করিয়া তাহাকে পাইল না। ১৮ পরে তাহার
নিকটে ফিরিয়া আইল। তখনও সে যিরীহোতে
ছিল। তাহাতে সে কহিল, তোমরা যাইও না,
এ কথা কি আমি তোমাদিগকে কহি নাই?

১৯ পরে নগরস্থ লোকেরা ইলীশায়কে কহিল,
বিনয় করি, দেখ, এই নগরের স্থান রম্য বটে,

ইহা আমাদের প্রভু দেখিতেছেন; কিন্তু জল
মন্দ ও দেশ অপত্যনাশক। ২০ তাহাতে সে
কহিল, আমার কাছে নূতন এক পাত্র আনিয়া
তাহাতে লবণ দেও। পরে তাহা নিকটে আনীত
হইলে ২১ সে জলের উনুইর নিকটে যাইয়া
তাহাতে লবণ ফেলিয়া কহিল, পরমেশ্বর কহেন,
আমি এ জল ভাল করিলাম, অদ্যাবধি ইহা
মৃত্যুজনক ও সন্তাননাশক আর হইবে না।
২২ ইলীশায়ের উক্ত সেই বাক্যানুসারে সেই
জল অদ্য পর্য্যন্ত ভাল হইয়া আছে।
২৩ পরে সে তথাহইতে বৈথেলে গেল;
তাহাতে পথ দিয়া ঊর্দ্ধে যাইতেছে, এমত সময়ে
নগরহইতে কতকগুলি ক্ষুদ্র বালক আসিয়া তা-
হাকে নিন্দা করিয়া কহিল, রে টাকপড়া, উঠিয়া
আয়; রে টাকপড়া, উঠিয়া আয়। ২৪ তখন
সে ফিরিয়া তাহাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া পর-
মেশ্বরের নামে তাহাদিগকে শাপ দিল; তাহাতে
বনহইতে দুই ভালুক আসিয়া তাহাদের মধ্যে
বেয়াল্লিশ বালককে বিদীর্ণ করিল। ২৫ পরে
সে তথাহইতে কর্ম্মিল্ পর্ব্বতে গেল, এবং তথা-
হইতে শোমিরোণে প্রত্যাগমন করিল।

৩ অধ্যায়।

১ যিহোরামের রাজত্বের কথা, ৪ ও মোয়াবীয় রাজার ইস্রায়েলের অধীনতা ত্যাগ করণ, ৬ ও যিহোরাম্ ও যিহোশাফট্ ও ইদোমের রাজা জলাভাবে ক্লিষ্ট হইলে ইলীশায়দ্বারা জলের ও জয়ের প্রতিজ্ঞা পাওন, ২১ ও মোয়াবীয়দের পরাস্ত হওন, ২৬ ও মোয়াবীয় রাজার আপন পুত্রকে বলিদান করণ ও ইস্রায়েল্ লোকের আপন দেশে ফিরিয়া যাওন।

১ যিহূদার রাজা যিহোশাফটের অধিকারের
অষ্টাদশ বৎসরে আহাবের পুত্র যিহোরাম
শোমিরোণে ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে
আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব
করিল; ২ এবং পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদা-
চরণ করিল। সে যদ্যপি আপন পিতা মাতার
সদৃশ না হইয়া পিতার নির্ম্মিত বালের প্রতি-
মাকে দূর করিল, ৩ তথাপি নিবাটের পুত্র
যে যারবিয়াম্ ইস্রায়েল্ বংশকে পাপেতে
প্রবৃত্তি দিয়াছিল, তাহার পাপেতে আসক্ত
থাকিল, তাহা ত্যাগ করিল না।
৪ মোয়াব্ দেশের মেশা রাজা মেষাধিকারী
ছিল, সে ইস্রায়েলের রাজাকে কররূপে এক
লক্ষ মেষবৎস ও এক লক্ষ সলোম মেষ দিত।
৫ কিন্তু আহাব্ মরিলে মোয়াবের রাজা ইস্রা-
য়েলের রাজার অধীনতা ত্যাগ করিল।
৬ সেই সময়ে যিহোরাম্ রাজা শোমিরোণ-
হইতে যাত্রা করিয়া সমুদয় ইস্রায়েল্ লোককে
গণনা করিল। ৭ এবং যিহূদার যিহোশাফট
রাজার কাছে দূত পাঠাইয়া কহিল, মোয়াবের
রাজা আমার অধীনতা ত্যাগ করিল, অতএব
মোয়াবীয়দের সহিত যুদ্ধ করিতে তুমি কি আ-
মার সঙ্গে যাইবা? সে কহিল, যাইব, কেননা
আমি ও তুমি, এবং আমার লোক ও তো-
মার লোক, এবং আমার অশ্ব ও তোমার
অশ্ব, সকলই এক। ৮ সে জিজ্ঞাসিল, আমরা
কোন্ পথ দিয়া যাইব? তাহাতে সে কহিল,
ইদোম্ প্রান্তরের পথ দিয়া। ৯ পরে ইস্রায়ে-
লের রাজা ও যিহূদার রাজা ও ইদোমের রাজা
যাত্রা করিয়া সাত দিনের পথ ঘুরিয়া গেল;
তখন তাহাদের সৈন্য ও পশ্চাদ্গামি পশুদের
পানার্থে জল পাওয়া গেল না। ১০ তাহাতে
ইস্রায়েলের রাজা কহিল, হায় ২! মোয়াবীয়
লোকদের হস্তে সমর্পণ করিতে পরমেশ্বর এই
তিন রাজাকে এই স্থানে আনিলেন। ১১ কিন্তু
যিহোশাফট্ কহিল, আমরা যাহাদ্বারা পর-
মেশ্বরের কাছে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, এমত
পরমেশ্বরের ভবিষ্যদ্বক্তা কি এখানে কেহ নাই?
তাহাতে ইস্রায়েলের রাজার এক দাস কহিল,
যে জন এলিয়ের হস্তে জল ঢালিত, শাফটের
পুত্র সেই ইলীশায় এখানে আছে। ১২ যি-
হোশাফট্ কহিল, পরমেশ্বরের বাক্য তাহার
মধ্যে আছে। পরে ইস্রায়েলের রাজা ও যি-
হোশাফট্ ও ইদোমের রাজা ইলীশায়ের কাছে
চলিল। ১৩ তখন ইলীশায় ইস্রায়েলের রাজাকে
কহিল, তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ কি? তুমি
আপন পিতার ভবিষ্যদ্বক্তাদের ও মাতার ভবি-
ষ্যদ্বক্তাদের নিকটে যাও। তাহাতে ইস্রায়েলের
রাজা কহিল, তাহা নয়, মোয়াব্ দেশীয়দের
হস্তে সমর্পণ করিতে পরমেশ্বর এই তিন রা-
জাকে এই স্থানে আনিলেন। ১৪ ইলীশায়
কহিল, আমি যে সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের সা-
ক্ষাতে দণ্ডায়মান আছি, তাঁহার অমরতার
দিব্য করিতেছি, যদি যিহূদার যিহোশাফট্ রা-
জার কাছে আমার আদর না থাকিত, তবে
আমি কখনো তোমার প্রতি দৃষ্টি করিতাম না,
ও তোমাকে দেখিতাম না। ১৫ এখন আমার
নিকটে এক তবল বাদ্যকারিকে আন। পরে
বাদ্যকারী তবল বাজাইলে পরমেশ্বর ইলীশা-
য়েতে আবির্ভূত হইলেন। ১৬ তাহাতে সে কহিল,
পরমেশ্বর এই কথা কহেন, এই উপত্যকা খাত-
ময় কর। ১৭ কেননা পরমেশ্বর এই কথা কহেন,
তোমরা বায়ু দেখিবা না ও বৃষ্টি দেখিবা না,
কিন্তু তোমাদের ও তোমাদের পশু ও বাহন
সকলের পানার্থে এই উপত্যকা জলেতে পূর্ণ

হইবে। [১৮] ইহা পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে অতি ক্ষুদ্র
কথা; তিনি মোয়াবীয়দিগকেও তোমাদের হস্তে
সমর্পণ করিবেন। [১৯] তোমরা প্রাচীরবেষ্টিত
প্রতি নগর ও প্রত্যেক উত্তম নগর উচ্ছিন্ন করিবা,
ও প্রত্যেক উত্তম বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিবা, ও কূপ
সকল বুজাইবা, ও উর্ব্বরা ভূমি সকল প্রস্ত-
রেতে বিনষ্ট করিবা। [২০] পরে প্রাতঃকালে
বলি উৎসর্গ করণ সময়ে ইদোম্ দেশের পথ
দিয়া জল আসিয়া দেশ পরিপূর্ণ করিল।

[২১] রাজগণ আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে
আইল, ইহা শুনিয়া মোয়াবীয় লোকেরা সজ্জা-
ন্বিত ও অন্যান্য লোকদিগকে একত্র করিয়া
দেশের সীমাতে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। [২২] অপর
প্রত্যূষে উঠিলে সূর্য্য জলের উপরে চকমক
করিল, তাহাতে মোয়াবীয়েরা অন্য পারে
রক্তের ন্যায় রাঙ্গা জল দেখিল। [২৩] তাহাতে
তাহারা কহিল, ঐ দেখ, রক্ত; অবশ্য রাজ-
গণ হত হইয়াছে; তাহারা মারামারি করিয়া
মরিয়াছে; অতএব হে মোয়াবীয়েরা, তোমরা
লুট করিতে যাও। [২৪] পরে তাহারা ইস্রায়েলের
শিবিরে উপস্থিত হইলে ইস্রায়েল্ লোকেরা
উঠিয়া মোয়াবীয়দিগকে এমত প্রহার করিল, যে
তাহারা তাহাদের সম্মুখহইতে পলায়ন করিল;
পরে তাহাদের দেশের মধ্যেও মোয়াবীয়দি-
গকে মারিতে২ তাহাদের পশ্চাদ্ গমন করিল।
[২৫] তাহারা সকল নগর ভাঙ্গিল, ও প্রত্যেক
জন প্রত্যেক উর্ব্বরা ক্ষেত্রেতে প্রস্তর ফেলিয়া
তাহা পরিপূর্ণ করিল, ও সজল কূপ সকল
বুজাইল, ও উত্তম২ বৃক্ষ সকল কাটিয়া ফেলিল;
কেবল কীর্হেরসের প্রাচীর অবশিষ্ট রাখিল,
তাহাতে ফিঙ্গাধারিরা তাহার চতুর্দ্দিগে যাইয়া
তাহা আক্রমণ করিল।

[২৬] অপর যুদ্ধ আমার অসহ্য হইতেছে, ইহা
দেখিয়া মোয়াবের রাজা ইদোমের রাজার
নিকটে ভেদ করিয়া যাইবার জন্যে সাত শত
অস্ত্রধারিকে আপনার সঙ্গে লইল; কিন্তু তা-
হারা পারিল না। [২৭] পরে তাহার রাজপদে
অভিষেচনীয় আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে লইয়া ভি-
ত্তির উপরে হোম করিল, তাহাতে ইস্রায়েলের
বিরুদ্ধে অতিশয় ক্রোধ উৎপন্ন হইল; পরে
তাহারা তাহার নিকটহইতে যাত্রা করিয়া আ-
পন দেশে ফিরিয়া গেল।

৪ অধ্যায়।

১ বিধবার তৈল বৃদ্ধি করণ, ৮ ও শূনেমীয়া স্ত্রীকে পুত্র বর দেওন, ১৮ ও পুত্র মৃত হইলে তাহাকে পুনর্জীবন দেওন, ৩৮ ও গিলগলে প্রাণনাশক ব্যঞ্জনকে ভাল করণ, ৪২ ও অল্প খাদ্যদ্বারা অনেক লোককে ভোজন করাওন।

[১] অপর শিষ্য ভবিষ্যদ্বক্তাদের মধ্যে এক জনের
স্ত্রী ইলীশায়কে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, তোমার দাস
আমার স্বামী মরিল। সে পরমেশ্বরকে ভয়
করিত, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ; এখন উত্তমর্ণ
আমার দুই পুত্রকে আপনার দাস করিতে
আসিতেছে। [২] ইলীশায় জিজ্ঞাসিল, আমি তো-
মার নিমিত্তে কি করিতে পারি? তোমার গৃহে
কি আছে? তাহা বল। সে কহিল, এক কলস
তৈল ব্যতিরেকে তোমার দাসীর গৃহে আর
কিছুই নাই। [৩] তখন সে কহিল, তবে যাও,
আপন তাবৎ প্রতিবাসির নিকটহইতে বাহিরের
শূন্য পাত্র চাহিয়া আন, অল্প আনিও না।
[৪] পরে তোমার পুত্রদের সহিত গৃহের ভিতরে
যাইয়া দ্বার রুদ্ধ কর, এবং সেই সকল পাত্রে
তৈল ঢাল; তাহাতে যে২ পাত্র পূর্ণ হয়,
তাহা এক দিগে রাখ। [৫] অপর সে স্ত্রী তাহার
নিকটহইতে গিয়া আপনার ও পুত্রগণের পশ্চাতে
দ্বার রুদ্ধ করিলে তাহারা একে২ পাত্র আনিল
ও সে তৈল ঢালিল। [৬] সকল পাত্র পূর্ণ হইলে
সে আপন পুত্রকে কহিল, আর পাত্র দেও;
তাহাতে পুত্র কহিল, আর পাত্র নাই। তৎ-
ক্ষণাৎ তৈলের স্রোত বন্ধ হইল। [৭] পরে
সে যাইয়া ঈশ্বরের লোককে সমাচার দিল।
তাহাতে সে কহিল, যাইয়া তৈল বিক্রয় করিয়া
ঋণ পরিশোধ কর, পরে অবশিষ্টেতে তোমার
ও তোমার পুত্রগণের দিনপাত হইবে।

[৮] অপর এক দিন ইলীশায় শূনেমে গেলে
তথাকার এক ধনবতী স্ত্রী বিনয়পূর্ব্বক তাহাকে
ভোজনের নিমন্ত্রণ করিল। পরে সে যত বার
সেই পথ দিয়া যাইত, তত বার ভোজনার্থে
সেই স্থানে যাইত। [৯] অনন্তর সে স্ত্রী আপন
স্বামীকে কহিল, তুমি জান কি? এই যে ব্যক্তি
আমাদের নিকট দিয়া নিত্য যাতায়াত করে,
সে ঈশ্বরের এক পবিত্র লোক। [১০] অতএব আ-
ইস, আমরা তাহার নিমিত্তে ভিত্তির উপরে
এক ক্ষুদ্র কুঠরী নির্ম্মাণ করি, এবং তাহার
মধ্যে এক খট্টা ও এক মেজ ও এক আসন
ও এক দীপবৃক্ষ রাখি; সে আমাদের এখানে
আইলে সেই স্থানে থাকিবে। [১১] এক দিন
ইলীশায় সেখানে গিয়া সেই কুঠরীতে প্রবেশ
করিয়া শয়ন করিল; [১২] পরে আপন দাস
গেহসিকে কহিল, তুমি ঐ শূনেমীয়াকে ডাক।
তাহাতে সে ডাকিলে সেই স্ত্রী তাহার সম্মুখে
দাঁড়াইল। [১৩] তখন ইলীশায় গেহসিকে কহিল,
তুমি তাহাকে কহ, দেখ, তুমি আমাদের নি-
মিত্তে এই সকল চিন্তা করিলা, এখন তোমার
নিমিত্তে কি কর্ত্তব্য? রাজার কিম্বা সেনাপতির
নিকটে তোমার কি কোন প্রার্থনীয় আছে?

সে উত্তর করিল, আমি আপন লোকদের মধ্যে
সুখেতে বাস করিতেছি। ১৪ তখন ইলীশায়
কহিল, তবে তাহার জন্যে কি করা যায়? তা-
হাতে গেহসি কহিল, তাহার পুত্রমাত্র নাই,
এবং স্বামীও বৃদ্ধ হইয়াছে। ১৫ ইলীশায় কহিল,
তুমি তাহাকে ডাক; তাহাতে তাহাকে ডাকিলে
সে দ্বারে দাঁড়াইল। ১৬ তখন ইলীশায় কহিল,
এক বৎসরের পর এই ঋতুতে তুমি পুত্রকে
ক্রোড়ে করিবা। কিন্তু সে কহিল, হে আমার
প্রভো, হে ঈশ্বরের লোক, না, না; আপন
দাসীকে মিথ্যা কথা কহিও না। ১৭ পরে ইলী-
শায়ের বাক্যানুসারে সেই স্ত্রী গর্ব্ভধারণ করিয়া
সম্বৎসরের পর সেই ঋতুতে পুত্র প্রসব করিল।
১৮ পরে সেই বালক ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া
এক দিন শস্যচ্ছেদকদের কাছে আপন পিতার
নিকটে গেল। ১৯ তখন পিতাকে কহিল, আ-
মার মাথা! আমার মাথা! তাহাতে সে এক
যুব দাসকে কহিল, তুমি ইহাকে তুলিয়া মাতার
কাছে লইয়া যাও। ২০ পরে সে তাহাকে তুলিয়া
মাতার কাছে আনিলে বালক মাতার ক্রোড়ে
বসিয়া মধ্যাহ্নকালে মরিল। ২১ তখন সে উপরে
যাইয়া ঈশ্বরের লোকের খট্টাতে তাহাকে শয়ন
করাইল, পরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বাহিরে আ-
সিয়া ২২ আপন স্বামিকে কহিয়া পাঠাইল, আমি
বিনয় করি, তুমি যুবদের এক জনকে ও এক
গর্দ্দভীকে আমার কাছে পাঠাইয়া দেও, আমি
ঈশ্বরের লোকের কাছে শীঘ্র যাইয়া ফিরিয়া
আসিব। ২৩ তাহাতে সে কহিল, তুমি অদ্য
তাহার নিকটে কেন যাইবা? অদ্য অমাবস্যা
নয়, ও বিশ্রামদিন নয়। সে কহিল, মঙ্গল হইবে।
২৪ পরে সে গর্দ্দভী সাজাইয়া আপন দাসকে
কহিল, তুমি গর্দ্দভী চালাইয়া চল, আজ্ঞা না
পাইলে আমার গমন শিথিল করিও না।
২৫ অপর সে যাইয়া কর্ম্মিল্ পর্ব্বতে ঈশ্বরের
লোকের নিকটে উপস্থিত হইল; তখন ঈশ্ব-
রের লোক দূরহইতে তাহাকে দেখিয়া আপন
দাস গেহসিকে কহিল, ঐ দেখ সেই শূনেমীয়া।
২৬ তুমি এখন দৌড়িয়া গিয়া তাহার সহিত
সাক্ষাৎ কর, এবং তোমার মঙ্গল? ও তো-
মার স্বামির মঙ্গল? ও তোমার বালকের
মঙ্গল? ইহা জিজ্ঞাসা কর। পরে সে উত্তর
করিল, মঙ্গল বটে। ২৭ কিন্তু পর্ব্বতে ঈশ্বরের
লোকের কাছে উপস্থিত হওন সময়ে সে তা-
হার চরণ ধরিল; তাহাতে গেহসি তাহাকে
ঠেলিয়া দিতে নিকটে আইলে ঈশ্বরের লোক
কহিল, উহাকে থাকিতে দেও, উহার অন্তঃকরণ
শোকাকুল হইয়াছে, কিন্তু পরমেশ্বর আম-
হইতে তাহা গোপন করিয়া আমাকে জানান
নাই। ২৮ তখন সেই স্ত্রী কহিল, আপন প্রভুর
কাছে আমি কি পুত্র চাহিয়াছিলাম? বরং
আমাকে প্রতারণা করিও না, এ কথা কি কহি
নাই? ২৯ তখন ইলীশায় গেহসিকে কহিল,
তুমি কটিবন্ধন করিয়া হস্তে আমার এই যষ্টি
লইয়া প্রস্থান কর; কাহারো সহিত সাক্ষাৎ
হইলে তাহাকে নমস্কার করিও না, ও কেহ নম-
স্কার করিলে তাহাকে উত্তর দিও না; পরে
সেই বালকের মুখের উপরে আমার এই যষ্টি
রাখ। ৩০ তাহাতে বালকের মাতা কহিল, পর-
মেশ্বর যদি অমর হন, এবং তোমার প্রাণ যদি
সজীব হয়, তবে আমি তোমাকে ছাড়িব না।
পরে সে উঠিয়া তাহার পশ্চাৎ২ চলিল।
৩১ ইতিমধ্যে গেহসি তাহাদের অগ্রে২ যাইয়া
বালকের মুখে যষ্টি রাখিল, তথাপি শব্দ কি
তাহার চেতনা হইল না। অতএব গেহসি তা-
হার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ফিরিয়া যাইয়া তা-
হাকে কহিল, বালকের চেতনা হয় নাই। ৩২ পরে
ইলীশায় সেই গৃহে আসিয়া আপনার শয্যাতে
মৃত বালককে শয়ান দেখিল। ৩৩ তখন সে
একাকী তাহার নিকটে প্রবেশ করিয়া দ্বার
রুদ্ধ করিয়া পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিল।
৩৪ এবং খট্টায় উঠিয়া বালকের উপরে শয়ন
করিল; সে তাহার মুখের উপরে মুখ ও চক্ষুর
উপরে চক্ষু ও হস্তের উপরে হস্ত দিয়া বাল-
কের উপরে আপনি লম্বমান হইল; তাহাতে
বালকের গাত্রে তাপ পাইতে লাগিল। ৩৫ পরে
সে নামিয়া গৃহমধ্যে ইতস্ততো ভ্রমণ করিল,
এবং পুনর্ব্বার উঠিয়া তাহার গাত্রে লম্বমান
হইল; তাহাতে বালক সাত বার হাঁচিল ও
চক্ষু উন্মীলন করিল। ৩৬ তখন সে গেহসিকে
ডাকিয়া কহিল, তুমি সেই শূনেমীয়াকে ডাক।
সে তাহাকে ডাকিলে শূনেমীয়া তাহার নিকটে
আইল। তাহাতে সে কহিল, তুমি আপন
পুত্রকে লও। ৩৭ তখন সে স্ত্রী ভিতরে যাইয়া
তাহার পদতলে পড়িয়া প্রণাম করিল, এবং
আপন পুত্রকে তুলিয়া লইয়া বাহিরে গেল।
৩৮ পরে ইলীশায় পুনর্ব্বার গিল্‌গলে গেল;
সেই সময়ে দেশে দুর্ভিক্ষ ছিল, এবং শিষ্য
ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ তাহার সম্মুখে বসিলে সে আপন
দাসকে আজ্ঞা দিল, বড় স্থালী চড়াইয়া এই
শিষ্য ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের জন্যে ব্যঞ্জন পাক কর।
৩৯ তখন তাহাদের এক জন তরকারি আনিতে
ক্ষেত্রে গেল, এবং বনসশার লতা পাইয়া তা-
হার ফলেতে বস্ত্র পূর্ণ করিয়া আইল, পরে
তাহা কুটিয়া পাকস্থালীতে দিল; কিন্তু তাহা কি,
তাহা তাহারা জানিল না। ৪০ পরে লোকদের
ভোজনার্থে পরিবেষণ করিলে তাহারা সেই

ব্যঞ্জন মুখে দিবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে
ঈশ্বরের লোক, পাকস্থালীতে মৃত্যু আছে; অত-
এব তাহারা তাহা ভোজন করিতে পারিল না।
৪১ তখন সে কহিল, কিছু ময়দা আন। পরে
সে পাকস্থালীতে তাহা ফেলিয়া কহিল, লো-
কদের জন্যে পরিবেষণ কর, তাহারা তাহা
ভোজন করুক। তাহাতে পাকস্থালীতে কিছুই
মন্দ থাকিল না।
৪২ পরে এক লোক বাল-শালিশাহইতে প্রথম
শস্যের রুটী অর্থাৎ যবের বিংশতি রুটী ও
ঝুলিতে শস্যের শীষ পরমেশ্বরের লোকের
জন্যে আনিলে ইলীশায় কহিল, ইহা লোকদি-
গকে দেও; তাহারা ভোজন করুক। ৪৩ তাহাতে
তাহার পরিচারক কহিল, আমি কি এক শত
লোককে ইহা পরিবেষণ করিব? সে আর বার
কহিল, ইহা লোকদিগকে দেও; তাহারা ভো-
জন করুক; পরমেশ্বর কহিতেছেন, তাহারা
ভোজন করিলেও তাহার কিছু অবশিষ্ট থা-
কিবে। ৪৪ অতএব সে তাহাদের সম্মুখে তাহা
রাখিলে তাহারা সকলে ভোজন করিলেও পর-
মেশ্বরের বাক্যানুসারে কিছু অবশিষ্ট থাকিল।

৫ অধ্যায়।

১ কুষ্ঠরোগহইতে মুক্তি পাইতে নামানের শোমি-
রোণে গমন, ৮ ও যর্দ্দন নদীতে সাত বার স্নান
করিতে ইলীশায়ের আজ্ঞা, ১৫ ও মুক্তি প্রযুক্ত
নামানের দত্ত উপঢৌকন গ্রহণ করিতে ইলীশা-
য়ের অস্বীকার, ২০ ও উপঢৌকন লওয়াতে গেহ-
সির কুষ্ঠ হওন।

১ অরামীয় রাজার নামান্ নামক এক সেনা-
পতি ছিল, সে আপন প্রভুর সাক্ষাতে মহান্
ও সম্মানিত, কেননা তাহাদ্বারা পরমেশ্বর অরা-
মীয়দিগকে জয়যুক্ত করিয়াছিলেন; এবং সে
বীর ছিল বটে, কিন্তু কুষ্ঠরোগী ছিল। ২ এক
সময়ে অরামীয় লোকেরা দলে২ গমন করিয়া
ইস্রায়েল্ দেশহইতে এক ছোট বালিকাকে বন্দি
করিয়া আনিলে সে ঐ নামানের স্ত্রীর পরি-
চারিকা হইয়াছিল। ৩ সে আপন কর্ত্রীকে কহিল,
আহা! শোমিরোণস্থ ভবিষ্যদ্বক্তার সহিত যদি
আমার প্রভুর সাক্ষাৎ হইত, তবে সে তাহাকে
কুষ্ঠহইতে মুক্ত করিত। ৪ পরে নামান যাইয়া
আপন প্রভুকে কহিল, ইস্রায়েল্ দেশহইতে
আনীতা সেই বালিকা এমন২ কথা কহে।
৫ তাহাতে অরামের রাজা কহিল, তুমি সেখানে
চলিয়া যাও, আমি ইস্রায়েলের রাজার কাছে
পত্র পাঠাই। তখন সে আপনার হস্তে দশ
মণ রূপা ও ছয় সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ও দশ যোড়া
বস্ত্র লইয়া প্রস্থান করিল। ৬ সে ইস্রায়েলের
রাজার কাছে যে পত্র লইয়া গেল, তাহাতে
এই রূপ লিখিত ছিল, এই পত্র যখন তোমার
নিকটে পঁহুছিবে, তখন আমি আপন দাস
নামানকে তোমার কাছে প্রেরণ করিলাম, ইহা
জানিবা, এবং তাহাকে কুষ্ঠরোগহইতে মুক্ত
করিবা। ৭ পরে ইস্রায়েলের রাজা ঐ পত্র পাঠ
করিয়া আপন বস্ত্র চিরিয়া কহিল, মারিতে ও
বাঁচাইতে সমর্থ ঈশ্বর কি আমি, যে এই মনুষ্য
এক জনের কুষ্ঠ ভাল করিতে তাহাকে আমার
কাছে পাঠাইতেছে? বিনয় করি, তোমরা বি-
বেচনা করিয়া দেখ, সে আমার ছিদ্র পাইবার
চেষ্টা করিতেছে।
৮ পরে ইস্রায়েলের রাজা বস্ত্র চিরিয়াছে, এই
কথা শুনিয়া ঈশ্বরের লোক ইলীশায় রাজার
কাছে এই কথা কহিয়া পাঠাইল, তুমি কেন
আপন বস্ত্র চিরিলা? সে ব্যক্তি আমার কাছে
আইসুক; তাহাতে ইস্রায়েলের মধ্যে এক ভবিষ্য-
দ্বক্তা আছে, ইহা জ্ঞাত হইবে। ৯ অতএব নামান
আপন অশ্ব ও রথের সহিত আসিয়া ইলীশা-
য়ের গৃহের দ্বারে দণ্ডায়মান হইল। ১০ তখন
ইলীশায় এক দূত পাঠাইয়া তাহাকে কহিল,
তুমি যাইয়া যর্দ্দন্ নদীতে সাত বার স্নান কর,
তাহাতে তোমার গাত্রে পুনর্ব্বার নূতন মাংস
হইবে, ও তুমি শুচি হইবা। ১১ তাহাতে না-
মান্ ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেল, এবং কহিল, আমি
ভাবিলাম, সে অবশ্য বাহির হইয়া আমার নি-
কটে আসিবে, এবং দণ্ডায়মান হইয়া আপন
প্রভু পরমেশ্বরের নামে প্রার্থনা করিয়া কুষ্ঠ-
স্থানে হাত বুলাইয়া কুষ্ঠ ভাল করিবে। ১২ ইস্রা-
য়েলের সকল নদীহইতে দম্মেষকের অবানা ও
পর্পর নদী কি ভাল নয়? আমি কি তাহাতে
স্নান করিয়া শুচি হইতে পারিতাম না? এই
রূপে ক্রোধ করিয়া ফিরিয়া গেল। ১৩ পরে
তাহার দাসেরা নিকটে আসিয়া নিবেদন করিল,
হে পিতঃ, ঐ ভবিষ্যদ্বক্তা যদি কোন মহৎকর্ম্ম
করিতে তোমাকে আজ্ঞা করিত, তবে তুমি কি
তাহা করিতা না? অতএব স্নান করিয়া শুচি
হও, তাহার এই আজ্ঞা কি মানিবা না? ১৪ তখন
সে যাইয়া ঈশ্বরের লোকের আজ্ঞানুসারে
যর্দ্দন্ নদীতে সাত বার অবগাহন করিল, তা-
হাতে ক্ষুদ্র বালকের ন্যায় তাহার নূতন মাংস
হইল, ও সে শুচি হইল।
১৫ পরে নামান্ আপন সঙ্গি লোকদের
সহিত ফিরিয়া ঈশ্বরের লোকের কাছে আসিয়া
তাহার সম্মুখে দাড়াইয়া কহিল, দেখ, ইস্রায়েল
ব্যতিরেকে পৃথিবীস্থ কোন জাতির মধ্যে ঈশ্বর
নাই, ইহা এখন আমি জাত হইলাম; অতএব
বিনয় করি, আপন দাসের কিছু উপঢৌকন

গ্রহণ কর। ১৬ কিন্তু সে কহিল, আমি যাঁহার
সম্মুখে দণ্ডায়মান আছি, সেই পরমেশ্বর যদি
অমর হন, তবে আমি কিছু গ্রহণ করিব না।
তাহাতে সে তাহা গ্রহণ করিতে তাহাকে অনেক
বিনয় করিল, তথাপি সে অস্বীকার করিল।
১৭ পরে নামান্ কহিল, বিনয় করি, দুই অশ্ব-
তরের ভারযোগ্য মৃত্তিকা কি তোমার দাসকে
দিতে পারা যায় না? কেননা অদ্যাবধি তো-
মার দাস পরমেশ্বর ব্যতিরেকে কোন ইতর
দেবতার উদ্দেশে হোম কিম্বা বলিদান আর
করিবে না। ১৮ কেবল ইহাতে পরমেশ্বর তো-
মার দাসকে ক্ষমা করুন; আমার প্রভু পূজা-
র্থে রিম্মোণের মন্দিরে প্রবেশ করণ সময়ে
আমার হস্তে নির্ভর দিলে আমি যদি রিম্মো-
ণের মন্দিরে প্রণাম করি, তবে রিম্মোণের মন্দিরে
প্রণাম করণ বিষয়ে পরমেশ্বর আপন দাসকে
ক্ষমা করিবেন। ১৯ তাহাতে ইলীশায় তাহাকে
কহিল, তুমি কুশলে যাও। তাহাতে সে প্রস্থান
করিয়া কিছু পথ গমন করিল।
২০ তখন ঈশ্বরের লোক ইলীশায়ের দাস
গেহসি মনে২ কহিল, আমার প্রভু এই অরা-
মীয় নামানের প্রতি মৃদু প্রযুক্ত তাহার হস্ত-
হইতে তাহার আনীত দ্রব্য গ্রহণ করিলেন না;
কিন্তু পরমেশ্বর যদি অমর হন, তবে আমি
তাহার পশ্চাৎ২ দৌড়িয়া তাহাহইতে কিছু
লইব। ২১ পরে গেহসি নামানের পশ্চাৎ গমন
করিলে নামান্ আপন পশ্চাতে তাহাকে দৌ-
ড়িতে দেখিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে
রথহইতে নামিয়া জিজ্ঞাসিল, কি সকল মঙ্গল?
২২ তাহাতে সে কহিল, সকল মঙ্গল। আমার
প্রভু এই কথা কহিতে আমাকে পাঠাইলেন,
এই ক্ষণে ইফ্রয়িম্ পর্ব্বতহইতে দুই জন শিষ্য
ভবিষ্যদ্বক্তা আইল; আমি বিনয় করি, তাহা-
দিগকে এক মণ রূপা ও দুই যোড়া বস্ত্র দেও।
২৩ তাহাতে নামান্ কহিল, অনুগ্রহ করিয়া দুই
মণ রূপা লও। এই রূপে তাহাকে সাধ্যসা-
ধনা করিলে সে দুই যোড়া বস্ত্রের সহিত দুই
থৈলীতে দুই মণ রূপা বান্ধিয়া দুই দাসকে
দিলে তাহারা অগ্রে২ বহিয়া চলিল। ২৪ পরে
উপপর্ব্বতে উপস্থিত হইলে সে তাহাদের হস্ত-
হইতে তাহা লইয়া গৃহে রাখিল, এবং সেই
লোকদিগকে বিদায় করিলে তাহারা চলিয়া
গেল। ২৫ পরে গেহসি ভিতরে যাইয়া আপন
প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইলে ইলীশায় তাহাকে
কহিল, হে গেহসি, তুমি কোথাহইতে আইলা?
সে কহিল, তোমার দাস কোন স্থানে যায়
নাই। ২৬ কিন্তু সে তাহাকে কহিল, সেই মা-
নুষ তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে রথহইতে
নামিয়া আইলে আমার মন কি ব্যস্ত হইল
না? রূপা ও বস্ত্র ও জিতবৃক্ষ ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র
ও মেষ ও গোরু ও দাস দাসী লইবার সময়
কি এই? ২৭ অতএব নামানের সেই কুষ্ঠরোগ
তোমাতে ও তোমার বংশেতে চিরকাল লগ্ন
থাকুক। তাহাতে গেহসি বরফের ন্যায় কুষ্ঠ-
গ্রস্ত হইয়া তাহার নিকটহইতে প্রস্থান করিল।

৬ অধ্যায়।

১ ইলীশায়ের কুড়ালির ফলা ভাসাওন, ৮ ও অরা-
মীয় রাজার পরামর্শ ইস্রায়েল্ রাজাকে জ্ঞাত করণ,
১৩ ও অরামীয় সৈন্যগণকে অন্ধ করণ, ১৯ ও
শোমিরোণে তাহাদিগকে লইয়া যাইয়া ভোজন
করাইয়া বিদায় করণ, ২৪ ও দুর্ভিক্ষ, ২৬ ও
স্ত্রীলোকের আপন বালক ভোজন করণ, ৩০ ও
ইলীশায়কে বধ করিতে রাজার চেষ্টা করণ।

১ পরে শিষ্য ভবিষ্যদ্বক্তারা ইলীশায়কে কহিল,
দেখ, আমরা তোমার গোচরে এই যে স্থানে
বাস করিতেছি, সে সঙ্কীর্ণ। ২ অতএব বিনয়
করি, আমরা যর্দ্দনের কূলে যাইয়া প্রত্যেক
জন তথাহইতে এক২ কড়িকাষ্ঠ লইয়া আপ-
নাদের জন্যে সেই স্থানে বাসস্থান প্রস্তুত করি।
তাহাতে সে কহিল, যাও। ৩ পরে আর এক
জন কহিল, তুমি অনুগ্রহ করিয়া আপন দাসদের
সহিত চল। তাহাতে সে কহিল, আমি যাইব।
৪ সে তাহাদের সহিত গেলে তাহারা যর্দ্দনের
নিকটে উপস্থিত হইয়া কাষ্ঠ ছেদন করিতে
লাগিল। ৫ এক জন কড়িকাষ্ঠ ছেদন করিতে-
ছিল, ইতিমধ্যে কুড়ালির ফলা জলে পড়িল,
তাহাতে সে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হায়২! হে
প্রভো, তাহা ঋণবস্তু। ৬ তখন ঈশ্বরের লোক
জিজ্ঞাসিল, তাহা কোথায় পড়িল? পরে সে
তাহাকে সেই স্থান দেখাইলে ইলীশায় এক
কাষ্ঠ কাটিয়া সেই স্থানে ফেলিল, তাহাতে
লৌহ ভাসিয়া উঠিল। ৭ তখন ইলীশায় তা-
হাকে কহিল, তাহা তুলিয়া লও। তাহাতে সে
হস্ত বিস্তার করিয়া তাহা তুলিয়া লইল।
৮ সেই সময়ে অরামের রাজা ইস্রায়েল্
লোকদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল, তাহাতে সে
যখন আপন দাসদের সহিত মন্ত্রণা করিয়া
কহিত, আমি অমুক২ স্থানে শিবির স্থাপন
করিব, ৯ তখন ঈশ্বরের লোক ইস্রায়েলের রা-
জার কাছে কহিয়া পাঠাইত, সাবধান, অমুক
স্থানের উপেক্ষা করিও না, সে স্থানে অরা-
মীয়েরা আসিতেছে। ১০ তাহাতে ঈশ্বরের লোক
যে স্থানের বিষয়ে সমাচার দিয়া সাবধান
করিত, সেই স্থানে ইস্রায়েলের রাজা সৈন্য
পাঠাইয়া আপনাকে রক্ষা করিত। এমত অনেক
বার হইত। ১১ অতএব এ বিষয়ে অরামের

রাজার মন উদ্বিগ্ন হইলে সে আপন ভৃত্যগণ-
কে ডাকিয়া কহিল, আমাদের মধ্যে কে ইস্রা-
য়েলের রাজার পক্ষে আছে, তাহা তোমরা কি
আমাকে কহিবা না? ১২ তখন তাহার ভৃত্য-
দের এক জন কহিল, হে আমার প্রভো রাজন্,
কেহ নাই; কিন্তু তুমি আপন শয়নাগারে যাহা২
কহ, তাহা ইস্রায়েলস্থ ইলীশায় ভবিষ্যদ্বক্তা
ইস্রায়েলের রাজাকে জ্ঞাত করে।
১৩ সে কহিল, তোমরা যাইয়া সে কোথায়
থাকে তাহা অনুসন্ধান কর, আমি লোক পা-
ঠাইয়া তাহাকে আনাইব। পরে দেখ, সে
দোথনে আছে, এ কথা কেহ তাহাকে কহিলে
১৪ সে অশ্বগণ ও রথ ও মহাসৈন্য সেখানে
পাঠাইল। তাহাতে তাহারা রাত্রিতে আ-
সিয়া সেই নগর বেষ্টন করিল। ১৫ পরে
প্রত্যূষে ঈশ্বরের লোকের দাস উঠিয়া বাহিরে
গেলে অশ্বগণ ও রথ ও মহাসৈন্যদল নগর বে-
ষ্টন করিয়া আছে, ইহা দেখিয়া সে দাস তা-
হাকে কহিল, হায়২ প্রভো! আমরা কি করিব?
১৬ সে কহিল, ভয় করিও না, উহাদের সঙ্গি
লোকহইতে আমাদের সঙ্গি লোকেরা অধিক
আছে। ১৭ তখন ইলীশায় প্রার্থনা করিয়া
কহিল, হে পরমেশ্বর, আমি বিনয় করি, এ
যেন দেখিতে পায়, তন্নিমিত্তে ইহার চক্ষু উন্মী-
লিত কর। তাহাতে পরমেশ্বর সেই যুবার চক্ষু
উন্মীলিত করিলে সে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল,
ইলীশায়ের চতুর্দ্দিগে অগ্নিময় অশ্বেতে ও রথেতে
পর্ব্বত পরিপূর্ণ আছে। ১৮ পরে ঐ সৈন্যগণ
তাহার নিকটে আইলে ইলীশায় পরমেশ্বরের
উদ্দেশে প্রার্থনা করিয়া কহিল, আমি বিনয়
করি, এই লোকদিগকে অন্ধ কর। তাহাতে
তিনি ইলীশায়ের বাক্যানুসারে তাহাদিগকে
অন্ধ করিলেন।
১৯ পরে ইলীশায় কহিল, এ সেই পথ নয়,
ও এ সেই নগর নয়, তোমরা আমার পশ্চাতে
আইস; যে মনুষ্যের অন্বেষণ করিতেছ, তা-
হার নিকটে আমি তোমাদিগকে লইয়া যাইব।
কিন্তু সে তাহাদিগকে শোমিরোণে লইয়া গেল।
২০ তাহারা শোমিরোণে প্রবিষ্ট হইলে ইলী-
শায় কহিল, হে পরমেশ্বর, এই লোকেরা যেন
দেখিতে পায়, তন্নিমিত্তে ইহাদের চক্ষু উন্মীলিত
কর। তাহাতে পরমেশ্বর তাহাদের চক্ষু উন্মী-
লিত করিলে তাহারা দেখিতে পাইল, এবং
শোমিরোণের মধ্যে আছি, ইহা দেখিল।
২১ অপর ইস্রায়েলের রাজা তাহাদিগকে দে-
খিয়া ইলীশায়কে কহিল, হে পিতঃ, আমি কি
মারিব? কি মারিব? ২২ ইলীশায় কহিল, মারিও
না। তুমি যাহাদিগকে খড়্গ ও ধনুর্দ্বারা বন্দী
কর, তাহাদিগকে কি মারিয়া থাক? ইহাদের
কাছে রুটী ও জল আন; ইহারা ভোজন পান
করিয়া আপন প্রভুর কাছে যাউক। ২৩ তা-
হাতে সে তাহাদের জন্যে অনেক খাদ্য দ্রব্য
প্রস্তুত করিল, এবং তাহারা ভোজন পান
করিলে তাহাদিগকে বিদায় করিল; তাহাতে
তাহারা আপনাদের প্রভুর নিকটে গেল। পরে
অরামের সৈন্যদল ইস্রায়েল্ দেশে আর আ-
ইল না।
২৪ পরে অরামের বিন্‌হদদ্ রাজা আপনার
সমস্ত সৈন্য একত্র করিয়া যাত্রা করিয়া শো-
মিরোণ্ নগর অবরোধ করিল। ২৫ তাহাতে
শোমিরোণে অতিশয় দুর্ভিক্ষ হইল; তাহারা
এমত অবরোধ করিল, যে শেষে একটা গর্দ্দ-
ভের মস্তকের মূল্য আশী রৌপ্যমুদ্রা, ও কপো-
তের মলের এক কাবের চতুর্থাংশের মূল্য
পাঁচ রৌপ্যমুদ্রা হইল।
২৬ পরে রাজা প্রাচীরের উপরে ভ্রমণ করি-
তেছে, ইতিমধ্যে এক স্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে নিবেদন
করিল, হে আমার প্রভো রাজন্, উপকার কর।
২৭ রাজা কহিল, যদি পরমেশ্বর তোমার উপ-
কার না করেন, তবে আমি শস্যমর্দ্দনস্থান
কিম্বা দ্রাক্ষাযন্ত্রহইতে, কিসে তোমার উপকার
করিতে পারি? ২৮ রাজা আরো কহিল, তো-
মার কি দুঃখ? তাহাতে সে উত্তর করিল, এই
স্ত্রী আমাকে কহিয়াছিল, অদ্য আমাদের আ-
হারার্থে তোমার পুত্রকে দেও, কল্য আমার
পুত্রকে আমরা আহার করিব। ২৯ তাহাতে
আমরা আমার পুত্রকে পাক করিয়া ভোজন
করিলাম। পরদিনে আমি ইহাকে কহিলাম,
আমাদের আহারার্থে তোমার পুত্রকে দেও;
কিন্তু এ আপন পুত্রকে লুকাইল।
৩০ তখন রাজা ঐ স্ত্রীর কথা শুনিয়া আপন
বস্ত্র চিরিল, তাহাতে প্রাচীরে তাহার ভ্রমণ
সময়ে লোকেরা তাহার বস্ত্রের নীচে গাত্রে
চট দেখিতে পাইল। ৩১ পরে সে কহিল, অদ্য
যদি শাফটের পুত্র ইলীশায়ের মস্তক স্কন্ধে
থাকে, তবে ঈশ্বর আমাকে অমুক ও ততোধিক
দণ্ড দিউন। ৩২ তৎকালে ইলীশায় আপন গৃহে
বসিলে প্রাচীন লোকেরাও তাহার সহিত বসি-
য়া আছে, এমন সময়ে রাজা আপন নিকট-
হইতে এক দূত পাঠাইল। ঐ দূতের আগমনের
পূর্ব্বে ইলীশায় প্রাচীনদিগকে কহিল, সেই
হত্যাকারির পুত্র আমার মস্তক ছেদন করিতে
লোক পাঠাইতেছে, ইহা কি তোমরা দেখি-
তেছ? অতএব দেখ, সে দূত আইলে দ্বার
রুদ্ধ কর, এবং দ্বারের নিকটহইতে তাহাকে
ঠেলিয়া দেও। তাহার প্রভুর পদের শব্দ কি

তাহার পশ্চাৎ নাই? ৩৩ সে তাহাদের সহিত
কথা কহিতেছে, ইতিমধ্যে সেই দূত তাহার নি-
কটে আসিয়া রাজার উক্ত এই কথা কহিল,
এই অমঙ্গল পরমেশ্বরহইতে হইল, আমি
পরমেশ্বরের অপেক্ষা আর কেন করিব?

৭ অধ্যায়।

১ বাহুল্য খাদ্য বিষয়ে ইলীশায়ের ভবিষ্যদ্বাক্য, ৩ ও চারি কুষ্ঠি লোকের অরামীয় শিবিরে গমন ও তদ্বিষয়ক সমাচার আনয়ন, ১২ ও তাহাদের সমাচার সত্য জানিয়া লোকদের অরামীয় শিবির লুট করণ, ১৭ ও ভবিষ্যদ্বাক্যে অবিশ্বাসকারি অধ্যক্ষের মৃত্যু।

১ তখন ইলীশায় কহিল, তোমরা পরমেশ্বরের
কথা শুন; পরমেশ্বর এই কথা কহেন, কল্য
এই বেলাতে শোমিরোণের দ্বারে দশ সের
পরিমিত সূক্ষ্ম সুজির এক শেকল্ মূল্য, ও
বিংশতি সের পরিমিত যবের এক শেকল্ মূল্য
হইবে। ২ তখন রাজা যে অধ্যক্ষের হস্তে নি-
র্ভর দিতেছিল, সে ঈশ্বরের লোককে উত্তর
করিল, দেখ, যদ্যপি পরমেশ্বর আকাশে দ্বার
করেন, তথাপি কি এমত হইতে পারিবে? সে
উত্তর করিল, দেখ, তুমি আপন চক্ষুতে তাহা
দেখিবা, কিন্তু তাহার কিছুই ভক্ষণ করিতে পা-
ইবা না।
৩ সেই সময়ে নগরদ্বারের প্রবেশস্থানে চারি
জন কুষ্ঠী ছিল। তাহারা পরস্পর কহিল, আ-
মরা কেন মৃত্যু পর্য্যন্ত এখানে বসিয়া থাকিব?
৪ আমরা যদি কহি, নগরে প্রবেশ করি, তবে
নগর মধ্যে দুর্ভিক্ষ, সেখানে আমরা মরিব;
আর এখানে যদি বসিয়া থাকি, তথাপি
মরিব। অতএব আইস, আমরা অরামীয়দের
সৈন্যের পক্ষে যাই; তাহারা আমাদিগকে বাঁ-
চাইলে বাঁচিব, ও মারিলে কেবল মরিব। ৫ অত-
এব তাহারা অরামীয়দের শিবিরে যাইবার
আশয়ে প্রত্যূষে উঠিয়া অরামীয়দের শিবিরের
প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়া দেখিল, সেখানে
কেহ নাই। ৬ কেননা প্রভু অরামীয়দের সৈন্য-
গণকে রথের ও অশ্বের শব্দ, অর্থাৎ মহাসৈ-
ন্যগণের শব্দ শ্রবণ করাইয়াছিলেন; তাহাতে
তাহারা এক জন অন্যকে কহিল, দেখ, আ-
মাদের প্রতি আক্রমণ করিতে ইস্রায়েলের রাজা
হিত্তীয়দের রাজগণকে ও মিস্রীয়দের রাজগণকে
মুদ্রা দিয়াছে। ৭ পরে তাহারা প্রত্যূষে উঠিয়া
পলায়ন করিল। তাহারা আপনাদের শিবির
অর্থাৎ তাম্বু ও অশ্ব ও গর্দ্দভ সকল পূর্ব্বাবস্থাতে
ত্যাগ করিয়া আপন২ প্রাণরক্ষার্থে পলায়ন
করিল। ৮ পরে ঐ কুষ্ঠি লোকেরা শিবিরের
প্রান্তভাগে আসিয়া এক তাম্বুর মধ্যে গিয়া
ভোজন পান করিল, এবং তথাহইতে স্বর্ণ ও
রূপা ও বস্ত্র লইয়া গিয়া লুকাইয়া রাখিল;
পরে পুনশ্চ আসিয়া আর এক তাম্বুমধ্যে গিয়া
তথাহইতেও দ্রব্যাদি লইয়া গিয়া লুকাইয়া রা-
খিল। ৯ পরে তাহারা পরস্পর কহিল, আ-
মাদের এই কর্ম্ম ভাল নহে; অদ্য সুসমাচা-
রের দিন, কিন্তু আমরা নীরব হইয়া আছি;
যদি প্রভাত পর্য্যন্ত বিলম্ব করি, তবে অবশ্য
দণ্ডের পাত্র হইব। অতএব আইস, আমরা
যাইয়া রাজবাটীতে এই সমাচার দি। ১০ পরে
তাহারা যাইয়া নগরের দ্বারিকে ডাকিয়া কহিল,
আমরা অরামীয়দের শিবিরে গিয়াছিলাম; দেখ,
সেখানে কেহ নাই, মানুষের শব্দও নাই, কে-
বল বদ্ধ অশ্বগণ ও বদ্ধ গর্দ্দভ ও তাম্বু সকল
পূর্ব্বাবস্থাতে আছে। ১১ তাহাতে সে দ্বারপা-
লদিগকে কহিলে তাহারা রাজবাটীর ভিতরে
এই সমাচার দিল।
১২ পরে রাজা রাত্রিতে উঠিয়া আপন ভৃত্য-
গণকে কহিল, অরামীয়েরা আমাদের প্রতি এই
যে ছল করিল, তাহার ভাব আমি তোমাদি-
গকে বলি; আমরা ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি, ইহা জা-
নিয়া তাহারা শিবিরহইতে ক্ষেত্রে গিয়া লুকা-
ইয়া এই মন্ত্রণা করিতেছে, লোকেরা নগরহইতে
বাহিরে আইলে আমরা তাহাদিগকে জীবৎ ধরিব
ও নগরমধ্যে প্রবেশ করিব। ১৩ তাহাতে তাহার
ভৃত্যগণের মধ্যে এক জন উত্তর করিল, আমি
বিনয় করি, নগরে অবশিষ্ট অশ্বগণের মধ্যে
পাঁচটা অশ্ব লইয়া পাঠাইয়া দেখি; (দেখ,
তাহারা নগরে অবশিষ্ট ইস্রায়েলের সমূহের
সমান হইবে; দেখ, তাহারা বিনষ্ট ইস্রায়ে-
লের সমূহেরও সমান হইবে।) ১৪ পরে তা-
হারা দুই যোড়া অশ্ব লইলে, তোমরা যাইয়া
দেখ, এই কথা কহিয়া রাজা অরামীয়দের
সৈন্যের পশ্চাতে তাহাদিগকে পাঠাইল। ১৫ তা-
হাতে তাহারা যর্দ্দন পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্-
গমন করিয়া দেখিল, অরামীয়দের ত্বরা প্রযুক্ত
নিক্ষিপ্ত বস্ত্রে ও পাত্রেতে পথ পরিপূর্ণ আছে।
তখন ঐ দূতেরা ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে সমা-
চার দিলে ১৬ লোকেরা বহির্গত হইয়া অরা-
মীয়দের শিবির লুট করিল; তাহাতে পর-
মেশ্বরের বাক্যানুসারে দশ সের পরিমিত সূক্ষ্ম
সুজি এক শেকল্ মূল্যেতে, ও বিংশতি সের
পরিমিত যব এক শেকল্ মূল্যেতে বিক্রীত হইল।
১৭ পরে রাজা যে অধ্যক্ষের হস্তে নির্ভর
দিয়াছিল, তাহাকে নগরদ্বার রক্ষা করিতে নি-
যুক্ত করিল; কিন্তু লোকেরা তাহাকে দ্বারেতে
দলিত করিলে সে মরিল। তাহাতে ঈশ্বরের

লোকের কাছে রাজার গমনকালে ঈশ্বরের লোক
যাহা কহিয়াছিল, তাহা সফল হইল। ১৮ অর্থাৎ
কল্য এই বেলাতে শোমিরোণের দ্বারে বিং-
শতি সের পরিমিত যব এক শেকল্ মূল্যে, ও
দশ সের পরিমিত সূক্ষ্ম সুজি এক শেকল্ মূল্যে
বিক্রীত হইবে, এই কথা ঈশ্বরের লোক রা-
জাকে কহিলে, ১৯ ঐ অধ্যক্ষ ঈশ্বরের লোককে
উত্তর করিয়াছিল, দেখ, যদ্যপি পরমেশ্বর আ-
কাশে দ্বার করেন, তথাপি তাহা কি হইতে
পারিবে? তাহাতে ঈশ্বরের লোক কহিয়াছিল,
তুমি স্বচক্ষুতে তাহা দেখিবা, কিন্তু তাহার কিছুই
ভক্ষণ করিতে পাইবা না। ২০ অতএব তাহার
সেই দশা ঘটিল, লোকেরা তাহাকে দ্বারে
দলিত করাতে সে মরিল।

৮ অধ্যায়।

১ দুর্ভিক্ষ সময়ে শূনেমীয়ার বিবরণ, ৭ ও হসায়েলের বিবরণ, ১৬ ও যোরামের কুরাজত্ব, ২০ ও ইদোম্ ও লিব্নার তাহার কর্তৃত্ব ত্যাগ করণ, ২৫ ও অহসিয়ের কুরাজত্ব, ২৮ ও ক্ষতযুক্ত যিহোরামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যিষ্রিয়েলে গমন।

১ পূর্ব্বে ইলীশায় যে নারীর মৃত পুত্রকে সজীব
করিয়াছিল, তাহাকে কহিয়াছিল, পরমেশ্বর
দুর্ভিক্ষ ডাকিলেন, তাহা আসিয়া সাত বৎসর
পর্য্যন্ত এই দেশে থাকিবে; অতএব তুমি উঠিয়া
পরিজনের সহিত যে স্থানে প্রবাস করিতে পার,
সেই স্থানে প্রবাস করিতে যাও। ২ তাহাতে
সে স্ত্রী উঠিয়া ঈশ্বরের লোকের বাক্যানুসারে
আপন পরিজনের সহিত যাইয়া পিলেষ্টীয়-
দের দেশে সাত বৎসর পর্য্যন্ত প্রবাস করি-
য়াছিল। ৩ পরে সাত বৎসর গত হইলে সে
স্ত্রী পিলেষ্টীয়দের দেশহইতে ফিরিয়া আসিয়া
আপন বাটী ও ভূমির জন্যে রাজার কাছে
নিবেদন করিতে গেল। ৪ ঐ সময়ে রাজা ঈশ্ব-
রের লোকের দাস গেহসির সহিত কথা কহিতে২
বলিল, ইলীশায়ের কৃত মহৎকর্ম্ম সকলের
বৃত্তান্ত আমাকে কহ। ৫ তাহাতে ইলীশায় কি
রূপে মৃত শরীর সজীব করিল, সেই বিবরণ
সে রাজাকে কহিতেছে, ইতিমধ্যে যে স্ত্রীর মৃত
পুত্রকে সজীব করিয়াছিল, সেই স্ত্রী আপন
বাটী ও ভূমির জন্যে রাজার কাছে নিবেদন
করিতে উপস্থিত হইল। তখন গেহসি কহিল,
হে আমার প্রভো রাজন্, এই সেই স্ত্রী, এবং
এই তাহার পুত্র যাহাকে ইলীশায় সজীব করি-
য়াছিল। ৬ তখন রাজা সে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসিলে
সে তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত কহিল; তাহাতে রাজা
তাহার পক্ষে এক অধ্যক্ষকে নিযুক্ত করিয়া
কহিল, ইহার যে কিছু বিষয় আছে, এবং যে
দিনে এ দেশ ত্যাগ করিল, সেই দিনাবধি
অদ্য পর্য্যন্ত ইহার ক্ষেত্রে যে কিছু উৎপন্ন
হইয়াছে, সকলি ইহাকে ফিরাইয়া দেও।
৭ পরে ইলীশায় দম্মেষকে উপস্থিত হইল।
তখন অরামের বিন্হদদ্ রাজা পীড়িত ছিল;
তাহাতে ঈশ্বরের লোক এখানে আসিয়াছে,
এই সংবাদ কেহ রাজাকে কহিলে, ৮ রাজা
হসায়েল্কে কহিল, তুমি হস্তে উপঢৌকন লইয়া
ঈশ্বরের লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাও,
এবং আমি কি এই রোগহইতে মুক্ত হইব?
এই কথা তাহাদ্বারা পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা কর।
৯ পরে হসায়েল্ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে
দম্মেষকের প্রত্যেক উত্তম বস্তুতে চল্লিশ উষ্ট্রের
ভার উপঢৌকন দ্রব্য সঙ্গে লইয়া আসিয়া তা-
হার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, আমি কি এই
রোগহইতে মুক্ত হইব? এই কথা জিজ্ঞাসা
করিতে তোমার পুত্র অরামের রাজা বিন্হদদ্
তোমার কাছে আমাকে পাঠাইল। ১০ ইলী-
শায় তাহাকে কহিল, তুমি যাইয়া তাহাকে
বল, তুমি সুস্থ হইবা; তথাপি সে অবশ্য
মরিবে, ইহা পরমেশ্বর আমাকে জ্ঞাত করি-
লেন। ১১ তখন ঈশ্বরের লোক ইলীশায় তা-
হার লজ্জা হওন পর্য্যন্ত তাহার মুখের প্রতি
স্থির দৃষ্টি করিয়া ক্রন্দন করিল। ১২ তাহাতে
হসায়েল্ জিজ্ঞাসা করিল, আমার প্রভু কেন
ক্রন্দন করেন? সে উত্তর করিল, তুমি ইস্রায়েল্
বংশের প্রতি যে২ অনিষ্ট করিবা, তাহা আমি
জানি; তুমি তাহাদের দৃঢ় দুর্গ সকল অগ্নিতে
দগ্ধ করিবা, ও যুবগণকে খড়্গেতে বধ করিবা,
ও শিশুগণকে ভূমিতে আছাড়িবা, ও গর্ব্ভবতী-
দের উদর বিদীর্ণ করিবা। ১৩ হসায়েল্ কহিল,
কুক্কুরতুল্য তোমার এই দাস কে, যে এমত
মহৎকর্ম্ম করিবে? ইলীশায় কহিল, তুমি অরা-
মের রাজা হইবা, ইহা পরমেশ্বর আমাকে
জ্ঞাত করিলেন। ১৪ পরে সে ইলীশায়ের নি-
কটহইতে প্রস্থান করিয়া আপন প্রভুর কাছে
গেলে রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসিল, ইলীশায় তো-
মাকে কি কহিল? সে উত্তর করিল, তুমি সুস্থ
হইবা, এই কথা সে আমাকে কহিল। ১৫ পর-
দিবসে হসায়েল্ এক বস্ত্র জলে ডুবাইয়া রাজার
মুখ বাঁধিল, তাহাতে সে মরিল। পরে হসা-
য়েল্ তাহার পদে রাজা হইল।
১৬ আহাবের পুত্র ইস্রায়েলের রাজা যিহো-
রামের অধিকারের পঞ্চম বৎসরে ও যিহূদা
দেশীয় যিহোশাফট্ রাজার অধিকারের সময়ে
সেই যিহোশাফটের পুত্র যোরাম্ রাজত্ব করিতে
আরম্ভ করিল। ১৭ সে বত্রিশ বৎসর বয়সে
রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালমে আট

বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল। ১৮ সে আহা-
বের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল, এই জন্যে
আহাব্ বংশের ন্যায় ইস্রায়েলের রাজাদের
পথে গমন করিত, ও পরমেশ্বরের সাক্ষাতে
কদাচরণ করিত। ১৯ তথাপি পরমেশ্বর আপন
দাস দায়ূদকে ও তাহার বংশকে চিরকাল
প্রদীপ দিবার যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তন্নি-
মিত্তে যিহূদাকে সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট করিতে
সম্মত হইলেন না।

২০ তাহার অধিকার সময়ে ইদোমীয় লো-
কেরা যিহূদার অধীনতা ত্যাগ করিয়া আপনা-
দের উপরে এক রাজা নিযুক্ত করিল। ২১ অত-
এব যোরাম্ ও তাহার রথি সকল সায়ীরে যা-
ইয়া রাত্রিকালে উঠিয়া আপনার বেষ্টনকারি
ইদোমীয়দিগকে ও তাহাদের রথিদিগকে বধ
করিল, তাহাতে লোকেরা আপন২ বাসস্থানে
পলাইল। ২২ তথাপি ইদোমীয় লোকেরা অদ্য
পর্য্যন্ত যিহূদার অধীনতা ত্যাগ করিয়া আছে।
আর ঐ সময়ে লিব্নার লোকেরাও তাহার
অধীনতা ত্যাগ করিল। ২৩ এই যোরামের অব-
শিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া কি যিহূদার রাজা-
দের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? ২৪ পরে
যোরাম্ আপন পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত
হইয়া দায়ূদনগরে পিতৃলোকদের নিকটে কব-
রপ্রাপ্ত হইল; তাহাতে তাহার পুত্র অহসিয়
তাহার পদে রাজা হইল।

২৫ ইস্রায়েলের আহাব্ রাজার পুত্র যিহো-
রামের অধিকারের দ্বাদশ বৎসরে যিহূদার
যোরামের পুত্র অহসিয় রাজত্ব করিতে আরম্ভ
করিল। ২৬ অহসিয় দ্বাবিংশতি বৎসর বয়সে
রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালমে এক
বৎসর রাজত্ব করিল; ইস্রায়েলের অম্রি রা-
জার কন্যা অথলিয়া তাহার মাতা ছিল। ২৭ সে
আহাব্ বংশের পথে চলিয়া সেই বংশের
ন্যায় পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিত,
কেননা সে আহাব্ বংশের জামাতা ছিল।

২৮ পরে সে আহাবের পুত্র যিহোরামের
সহায় হইয়া অরামের হসায়েল্ রাজার সহিত
যুদ্ধ করণার্থে রামোৎগিলিয়দে গেল; তাহাতে
অরামীয় লোকেরা যিহোরাম্কে ক্ষতবিক্ষত
করিল। ২৯ পরে যিহোরাম্ রাজা অরামীয়
হসায়েল রাজার সহিত যুদ্ধ করণ সময়ে রা-
মোৎ-গিলিয়দে অরামীয়দের কর্তৃক যে সকল
অস্ত্রাঘাত পাইয়াছিল, তাহাহইতে সুস্থ হইবার
জন্যে ফিরিয়া যিষ্রিয়েলে গমন করিল। পরে
আহাবের পুত্র যিহোরামের পীড়া প্রযুক্ত যিহূ-
দার যোরাম্ রাজার পুত্র অহসিয় তাহাকে
দেখিতে যিষ্রিয়েলে গেল।

৯ অধ্যায়।

১ যেহূকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে এক যুব ভবিষ্যদ্ব-
ক্তাকে ইলীশায়ের প্রেরণ, ৪ ও সেই কর্ম্ম করিয়া
ভবিষ্যদ্বক্তার পলায়ন, ১১ ও রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া
নাবোতের ক্ষেত্রে যেহূর যিহোরামকে বধ করণ,
২৭ ও অহসিয়কে বধ করণ, ৩০ ও অহঙ্কারিণী
ঈষেবলের গবাক্ষহইতে নিক্ষিপ্তা হওন ও কুক্কুর
কর্ত্তৃক ভক্ষিত হওন।

১ পরে ইলীশায় ভবিষ্যদ্বক্তা এক জন শিষ্য ভবি-
ষ্যদ্বক্তাকে ডাকিয়া কহিল, তুমি আপন কটিবন্ধন
করিয়া এই তৈলের শিশি হস্তে লইয়া রামোৎ-
গিলিয়দে যাও। ২ সেখানে উপস্থিত হইয়া নি-
মশির পৌত্র যিহোশাফটের পুত্র যেহূর অন্বে-
ষণ কর, এবং তাহার নিকটে গমন করিয়া
তাহার ভ্রাতৃগণের মধ্যহইতে তাহাকে উঠাইয়া
ভিতরের গর্ব্ভাগারে লইয়া যাও। ৩ এবং তৈ-
লের শিশি লইয়া তাহার মস্তকে ঢালিয়া তা-
হাকে কহ, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি
তোমাকে ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যাভিষিক্ত
করিলাম। পরে তুমি দ্বার খুলিয়া পলায়ন
করিবা, বিলম্ব করিবা না।

৪ পরে সে যুব লোক অর্থাৎ যুব ভবিষ্য-
দ্বক্তা রামোৎ-গিলিয়দে গেল, ৫ এবং সেখানে
উপস্থিত হইয়া উপবিষ্ট সেনাপতিদিগকে দে-
খিয়া কহিল, হে সেনাপতে, তোমার কাছে
আমার কিছু বক্তব্য আছে। তাহাতে যেহূ
জিজ্ঞাসিল, আমাদের মধ্যে কাহার কাছে?
সে কহিল, হে সেনাপতে, তোমার কাছে।
৬ তখন যেহূ উঠিয়া গৃহমধ্যে গেল। তাহাতে
সে তাহার মস্তকে তৈল ঢালিয়া তাহাকে কহিল,
ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন,
পরমেশ্বরের প্রজা যে ইস্রায়েল্ লোক, তাহা-
দের উপরে আমি তোমাকে রাজ্যাভিষিক্ত
করিলাম। ৭ ঈষেবলের হস্তদ্বারা আমার দাস
ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের রক্তপাতের ও পরমেশ্বরের
সকল দাসদের রক্তপাতের প্রতিফল দিবার
জন্যে তুমি আপন প্রভু আহাবের বংশ উচ্ছিন্ন
করিবা। ৮ আহাবের সমুদয় বংশ বিনষ্ট হইবে,
ইস্রায়েলে মুক্ত ও বদ্ধ তাহার বংশের প্রত্যেক
পুরুষকে আমি বিনষ্ট করিব। ৯ আমি নিবা-
টের পুত্র যারবিয়ামের বংশের ও অহিয়ের
পুত্র বাশার বংশের ন্যায় আহাবের বংশকে
করিব। ১০ এবং কুক্কুরগণ যিষ্রিয়েলের ভূমিতে
ঈষেবল্কে খাইবে, কেহ তাহাকে কবর দিবে
না। পরে সে দ্বার খুলিয়া পলায়ন করিল।

১১ পরে যেহূ আপন প্রভুর দাসদের নি-
কটে বাহিরে আইলে এক জন তাহাকে জি-
জ্ঞাসা করিল, সকল মঙ্গল? ঐ ক্ষিপ্ত লোক

তোমার নিকটে কেন আইল? তাহাতে সে
কহিল, তোমরা সে মনুষ্যকে ও তাহার কথা-
বার্ত্তা জান। ১২ তাহারা কহিল, এ গল্পমাত্র;
তুমি এখন আমাদিগকে সকলই বল। সে
কহিল, সে আমাকে নানা প্রকার কথা কহিয়া
বলিল, পরমেশ্বর এই কথা কহেন, আমি তো-
মাকে ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যাভিষিক্ত করি-
লাম। ১৩ তখন তাহারা শীঘ্র করিয়া প্রত্যেকে
আপন২ বস্ত্র খুলিয়া সোপানের উপরে তা-
হার পদতলে পাতিল, এবং তূরী বাজাইয়া
কহিল, যেহূ রাজা হইলেন। ১৪ এই রূপে নিম্-
শির পৌত্র যিহোশাফটের পুত্র যেহূ যিহো-
রামের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ করিল। তৎকালে
যিহোরাম্ ও সকল ইস্রায়েল্ লোক অরামের
হসায়েল্ রাজাহইতে রামোৎ-গিলিয়দ্ রক্ষা
করিতেছিল; ১৫ কিন্তু অরামীয় রাজা হসায়েলের
সহিত যিহোরামের যুদ্ধ করণ সময়ে অরা-
মীয়েরা তাহার যে সকল ক্ষত করিয়াছিল,
তাহাহইতে সুস্থ হইবার জন্যে সে যিষ্রিয়েলে
ফিরিয়া গিয়াছিল। তখন যেহূ কহিল, যদি
তোমাদের ইচ্ছা হয়, তবে যিষ্রিয়েলে সমাচার
দিতে কাহাকেও এই নগরহইতে বাহির হইয়া
পলায়ন করিতে দিও না। ১৬ পরে যেহূ রথা-
রোহণ করিয়া যিষ্রিয়েলে গমন করিল, কেননা
যিহোরাম্ সেই স্থানে শয্যাগত ছিল, এবং
যিহূদার অহসিয় রাজা যিহোরামকে দেখিতে
সেই স্থানে আসিয়াছিল। ১৭ তখন যিষ্রিয়ে-
লের দুর্গের উপরে এক প্রহরী দণ্ডায়মান ছিল;
সে যেহূর সঙ্গি সেনাদলকে আসিতে দেখিয়া
কহিল, আমি এক দল সেনা দেখিতেছি। তা-
হাতে যিহোরাম্ কহিল, তাহাদের সহিত সা-
ক্ষাৎ করিয়া মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিতে এক
অশ্বারূঢ়কে পাঠাইয়া দেও। ১৮ পরে এক জন
অশ্বারূঢ় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া
কহিল, রাজা কহিতেছে, কি সকল মঙ্গল?
তাহাতে যেহূ কহিল, মঙ্গলেতে তোমার কার্য্য
কি? তুমি আমার পশ্চাদ্গামী হও। পরে
প্রহরী এই সমাচার দিল, দূত তাহার নিকটে
গিয়া ফিরিয়া আইল না। ১৯ পরে রাজা দ্বি-
তীয় অশ্বারূঢ়কে পাঠাইলে সে তাহাদের নি-
কটে যাইয়া কহিল, রাজা কহেন, কি সকল
মঙ্গল? তাহাতে যেহূ কহিল, মঙ্গলেতে তো-
মার কার্য্য কি? তুমি আমার পশ্চাদ্গামী হও।
২০ পরে প্রহরী সমাচার দিল, এ ব্যক্তিও তা-
হাদের নিকটে গমন করিয়া ফিরিয়া আইল
না; কিন্তু উহার চালন নিম্শির পুত্র যেহূর চা-
লনের ন্যায় দেখাইতেছে, কেননা সে অতি
বেগে চালায়। ২১ তখন যিহোরাম্ কহিল, রথ
প্রস্তুত কর; তাহাতে রথ প্রস্তুত হইলে ইস্রা-
য়েলের যিহোরাম্ রাজা ও যিহূদার অহসিয়
রাজা আপন২ রথে আরোহণ করিল, এবং
যেহূর নিকটে গিয়া যিষ্রিয়েলীয় নাবোতের
ক্ষেত্রে তাহার সাক্ষাৎ পাইল। ২২ তখন যি-
হোরাম্ যেহূকে দেখিয়া কহিল, হে যেহূ, কি
সকল মঙ্গল? সে উত্তর করিল, যাবৎ তো-
মার মাতা ঈষেবলের এত ব্যভিচার ও মায়া
থাকে, তাবৎ মঙ্গল কি? ২৩ তাহাতে যিহো-
রাম্ আপন হস্ত ফিরাইয়া পলায়ন করিল,
এবং অহসিয়কে কহিল, হে অহসিয়, রাজদ্রোহ
হইল। ২৪ পরে যেহূ আপন সকল বলেতে
ধনুক আকর্ষণ করিয়া যিহোরামের উভয় বাহু-
মুলের মধ্যে বাণাঘাত করিল; তাহাতে বাণ
তাহার হৃদয় দিয়া নির্গত হইলে সে আপন
রথে নত হইয়া পড়িল। ২৫ তখন যেহূ আ-
পন রথি বিদ্করকে কহিল, তুমি উহাকে তুলিয়া
লইয়া যিষ্রিয়েলীয় নাবোতের ক্ষেত্রেতে ফেলিয়া
দেও; কেননা যখন তুমি ও আমি উভয়ে অশ্বা-
রোহণে পার্শ্বাপার্শ্বি হইয়া উহার পিতা আ-
হাবের পশ্চাৎ গিয়াছিলাম, তখন পরমেশ্বর
তাহাকে যে শাপ দিয়াছিলেন, তাহা মনে কর।
২৬ সে এই, 'পরমেশ্বর কহেন, কল্য আমি
নাবোতের রক্ত ও তাহার পুত্রদের রক্ত অবশ্য
দেখিলাম; পরমেশ্বর কহেন, আমি এই ক্ষে-
ত্রেতে তোমাকে প্রতিফল দিব।' অতএব এখন
পরমেশ্বরের বাক্যানুসারে উহাকে লইয়া ঐ
ক্ষেত্রেতে ফেল।

২৭ তখন যিহূদার অহসিয় রাজা তাহা দে-
খিয়া উদ্যানস্থ গৃহের পথে পলায়ন করিল;
তাহাতে যেহূ তাহার পশ্চাৎ২ ধাবমান হইয়া
কহিল, উহাকেও রথের মধ্যে বধ কর; পরে
তাহারা যিব্লিয়মের নিকটস্থ গূরের ঊর্দ্ধগামি
পথে তাহাকে আঘাত করিল, পরে সে মগি-
দ্দোতে পলাইয়া সে স্থানে মরিল। ২৮ তাহাতে
তাহার দাসগণ তাহাকে রথে যিরূশালমে লইয়া
দায়ূদনগরে তাহার পিতৃলোকদের নিকটে তা-
হার নিজ কবরে তাহাকে কবর দিল। ২৯ সেই
অহসিয় আহাবের পুত্র যিহোরামের অধিকা-
রের একাদশ বৎসরে যিহূদার উপরে রাজত্ব
করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

৩০ অপর যেহূ যিষ্রিয়েলে উপস্থিত হইলে
ঈষেবল্ তাহা শুনিয়া আপন চক্ষুতে অঞ্জন দিয়া
কেশবেশ করিয়া বাতায়ন দিয়া অবলোকন করিতে
লাগিল। ৩১ পরে যেহূ দ্বারে প্রবেশ করিলে
সে কহিল, আপন প্রভুকে বধ করিয়াছিল যে
সিম্রি, তাহার কি মঙ্গল হইল? ৩২ তাহাতে যেহূ
বাতায়নের প্রতি মুখ তুলিয়া কহিল, ওখানে কে?

আমার পক্ষে কে আছে? পরে দুই তিন
নপুংসক তাহাকে আপন২ মুখ দেখাইলে যেহূ
আজ্ঞা করিল, উহাকে নীচে ফেলিয়া দেও।
৩৩ তাহাতে তাহারা তাহাকে নীচে ফেলিলে
ভিত্তিতে ও অশ্বদের গাত্রে তাহার রক্তের ছিটা
লাগিল, এবং সে তাহাকে পদতলে দলিত
করাইল। ৩৪ পরে যেহূ ভিতরে আসিয়া ভো-
জন পান করিল; পরে কহিল, তোমরা যা-
ইয়া ঐ শাপগ্রস্তার তত্ত্ব করিয়া তাহাকে কবর
দেও, কেননা সে রাজকন্যা। ৩৫ তাহাতে লো-
কেরা তাহাকে কবর দিতে গেল, কিন্তু তাহার
মস্তকের খুলি ও পদ ও হস্ততল ব্যতিরেকে
আর কিছুই পাইল না। ৩৬ অতএব তাহারা
ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে সমাচার দিল। তা-
হাতে সে কহিল, ইহাতে পরমেশ্বরের বাক্য
সফল হইল, কেননা তিনি আপন দাস তিশ্-
বীয় এলিয়ের প্রমুখাৎ এই কথা কহিয়াছি-
লেন, কুক্কুরগণ যিষ্রিয়েলের ক্ষেত্রে ঈষেবলের
মাংস খাইবে। ৩৭ ঈষেবলের শব যিষ্রিয়েলের
ক্ষেত্রে ভূমিতে পতিত সারের মত হইবে, তা-
হাতে 'এই ঈষেবল,' এমন কথা লোকেরা
কহিতে পারিবে না।

১০ অধ্যায়।

১ যেহূকর্তৃক আহাবের সত্তরি পুত্রের শিরশ্ছেদন,
৮ ও এলিয়ের কথাদ্বারা যেহূর আপনাকে নি-
র্দোষ করণ, ১২ ও অহসিয়কে বধ করণ, ১৫
ও যোনাদবের সহিত সাক্ষাৎ করণ, ১৮ ও ছল-
দ্বারা বালের পূজকদিগকে বধ করণ, ২৯ ও যা-
রবিয়ামের পথে যেহূর গমন, ৩২ ও হসায়েলের
উপদ্রব ও যেহূর মৃত্যু।

১ শোমিরোণে আহাবের সত্তরি পুত্র ছিল, এ
কারণ যেহূ যিষ্রিয়েলের শাসনকর্ত্তা প্রাচীন
লোকদের ও আহাবের সন্তানগণকে পালন-
কারিদের নিকটে এই রূপ পত্র লিখিয়া শো-
মিরোণে পাঠাইল, ২ তোমাদের প্রভুর পুত্র-
গণ তোমাদের নিকটে আছে, এবং রথ ও
অশ্বগণ ও প্রাচীরবেষ্টিত নগর ও অস্ত্রশস্ত্র তো-
মাদের হস্তগত আছে। ৩ অতএব তোমাদের
নিকটে এই পত্র উপস্থিত হইবামাত্র তোমাদের
প্রভুর পুত্রদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি যোগ্য ও
সজ্জন, ইহা নিশ্চয় করিয়া তাহাকে তাহার পিতৃ-
সিংহাসনে উপবিষ্ট করাও, এবং আপন
প্রভুর বংশের নিমিত্তে যুদ্ধ কর। ৪ ইহাতে
তাহারা অতিশয় ভীত হইয়া কহিল, দেখ, যা-
হার সম্মুখে দুই রাজা দাঁড়াইতে পারিল না,
তাহার সম্মুখে আমরা কি প্রকারে দাঁড়াইব?
৫ অতএব গৃহাধ্যক্ষ ও নগরাধ্যক্ষ ও প্রাচীন
লোকেরা ও রাজকুমারপালকেরা যেহূর নি-
কটে এই কথা পাঠাইল, আমরা তোমার দাস;
তুমি আমাদিগকে যাহা আজ্ঞা করিবা, তাহাই
করিব, কাহাকেও রাজা করিব না; তোমার যাহা
ভাল বোধ হয়, তাহাই কর। ৬ পরে সে দ্বিতীয়
বার এই এক পত্র লিখিয়া পাঠাইল, তোমরা
যদি আমার হইবা, ও আমার কথাতে মনো-
যোগ করিবা, তবে আপনাদের প্রভুর পুত্রদের
মুণ্ড সকল লইয়া কল্য এমত সময়ে যিষ্রিয়েলে
আমার নিকটে আইস। সেই রাজকুমারেরা
সত্তরি জন ছিল, এবং তাহারা নগরের শ্রেষ্ঠ
লোকদের নিকটে প্রতিপালিত হইতেছিল;
৭ অনন্তর ঐ পত্র তাহাদের নিকটে উপস্থিত
হইলে তাহারা সত্তরি জন রাজকুমারকে লইয়া
বধ করিয়া তাহাদের মুণ্ড ডালাতে করিয়া যিষ্রি-
য়েলে তাহার নিকটে পাঠাইয়া দিল।

৮ পরে দূত আসিয়া তাহাকে সমাচার দিয়া
কহিল, রাজকুমারদের মুণ্ড সকল আনীত হইল।
তাহাতে সে কহিল, প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত দ্বার-
প্রবেশের স্থানে তাহা দুই রাশি করিয়া রাখ।
৯ পরে প্রাতঃকাল হইলে সে বাহিরে যাইয়া
দাঁড়াইয়া সকল লোকদিগকে কহিল, তোমরা
ধার্ম্মিক লোক; দেখ, আমি আপন প্রভুর বি-
রুদ্ধে দ্রোহ করিয়া তাহাকে বধ করিয়াছি;
কিন্তু এই সকলকে কে বধ করিল? ১০ ইহাতে
তোমরা জানিতে পার, পরমেশ্বর আহাব্ বং-
শের বিষয়ে যে সকল কথা কহিয়াছেন, তা-
হার এক কথাও নিষ্ফল হয় না; কেননা পর-
মেশ্বর আপন দাস এলিয়ের প্রমুখাৎ যাহা২
কহিয়াছেন, তাহা সিদ্ধ করিলেন। ১১ পরে
যিষ্রিয়েলে আহাব্ বংশীয় যত লোক অবশিষ্ট
ছিল, যেহূ তাহাদিগকে ও তাহার প্রধান লো-
কদিগকে ও জ্ঞাতিদিগকে ও যাজকদিগকে বধ
করিল; তাহার বংশীয় কাহাকেও অবশিষ্ট
রাখিল না।

১২ অপর সে উঠিয়া গৃহে গেল, পরে শো-
মিরোণে প্রস্থান করিলে পথিমধ্যে লোমচ্ছেদন
গৃহের নিকটে ১৩ যিহূদার রাজা অহসিয়ের
ভ্রাতাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহাতে যেহূ
জিজ্ঞাসিল, তোমরা কে? তাহারা কহিল, আ-
মরা অহসিয়ের ভ্রাতৃগণ; রাজার ও রাণীর
সন্তানদিগের কুশল জানিতে যাইতেছি। ১৪ তখন
সে কহিল, উহাদিগকে জীবৎ ধর। তাহাতে দা-
সেরা তাহাদিগকে জীবৎ ধরিয়া লোমচ্ছেদন
গৃহের গর্ত্তের নিকটে বধ করিল, বেয়াল্লিশ
জনের মধ্যে এক জনকেও অবশিষ্ট রাখিল না।
১৫ পরে যেহূ তথাহইতে প্রস্থান করিলে আ-
পন সম্মুখাভিগামি রেখবের পুত্র যিহোনা-

দবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে তাহাকে নম-
স্কার করিয়া কহিল, তোমার প্রতি আমার মন
যেমন, তেমন কি তোমার মন সরল? যিহো-
নাদব্ কহিল, সরল বটে। এমত যদি হয়, তবে
আমাকে হস্ত দেও। পরে সে তাহাকে হস্ত
দিলে যেহূ তাহাকে আপনার নিকটে রথে
বসাইল। ১৬ এবং কহিল, তুমি আমার সহিত
আসিয়া পরমেশ্বরের নিমিত্তে আমার উদ্‌যো-
গের কর্ম্ম দেখ; এই রূপে রথারূঢ় হইলে
তাহারা তাহাকে লইয়া গেল। ১৭ পরে সে
শোমিরোণে উপস্থিত হইলে পরমেশ্বর এলি-
য়কে যে কথা কহিয়াছিলেন, তদনুসারে যাবৎ
আহাবের সর্ব্বনাশ না করিল, তাবৎ শোমি-
রোণস্থ তাহার অবশিষ্ট সকলকে বধ করিল।
১৮ পরে যেহূ সকল লোককে একত্র করিয়া
কহিল, আহাব্ বালের অল্প সেবা করিত, কিন্তু
আমি যেহূ তাহার অধিক সেবা করিব। ১৯ অত-
এব এখন তোমরা বালের সকল ভবিষ্যদ্বক্তৃ-
গণকে ও তাহার সেবকদিগকে ও যাজকদিগকে
আমার কাছে আহ্বান কর, কেহ অনুপস্থিত
না হউক; কেননা আমি বালের উদ্দেশে এক
মহৎ যজ্ঞ করিব, তাহাতে যে কেহ অনুপস্থিত
হইবে, সে বাঁচিবে না। কিন্তু যেহূ বালের
সকল সেবকদিগকে বিনষ্ট করিবার আশয়ে এই
ছল করিল। ২০ পরে যেহূ আজ্ঞা করিল, বা-
লের উদ্দেশে কার্য্যত্যাগের দিন নিরূপণ কর।
তাহাতে তাহারা ঘোষণা করিল। ২১ এবং যেহূ
ইস্রায়েলের সর্ব্বত্র লোক পাঠাইলে বালের যত
সেবক ছিল সকলে আইল, কেহ অনুপস্থিত
রহিল না। পরে তাহারা বালের মন্দিরে প্রবিষ্ট
হইলে এক সীমা অবধি অন্য সীমা পর্য্যন্ত
বালের মন্দির পরিপূর্ণ হইল। ২২ তখন সে
বস্ত্রাগারের কর্ত্তাকে কহিল, বালের তাবৎ সে-
বকদের জন্যে বস্ত্র আন। তাহাতে সে তাহা-
দের জন্যে বস্ত্র আনিল। ২৩ পরে যেহূ ও
রেখবের পুত্র যিহোনাদব্ বালের মন্দিরে প্রবেশ
করিয়া বালের সেবকদিগকে কহিল, এখানে
তোমাদের মধ্যে বালের সেবক ব্যতিরেকে পর-
মেশ্বরের কোন সেবক যেন না থাকে, ইহা
তত্ত্ব করিয়া দেখ। ২৪ পরে যে সময়ে তাহারা
বলিদান ও হোম করিতে ভিতরে গেল, তৎ-
কালে যেহূ বাহিরে আশী জনকে স্থাপন করিয়া
এই আজ্ঞা দিল, এই যে লোকদিগকে আমি
তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিলাম, ইহাদের এক
জনকেও যদি কেহ পলায়ন করিতে দেয়, তবে
তাহার প্রাণের পরিবর্ত্তে তাহার প্রাণ যাইবে।
২৫ পরে তাহাদের হোম করণ সাঙ্গ হইলে
যেহূ পদাতিক ও রথিদিগকে আজ্ঞা করিল,
তোমরা ভিতরে যাইয়া তাহাদিগকে বধ কর,
কাহাকেও বাহিরে আসিতে দিও না। তখন
তাহারা খড়্গধারেতে তাহাদিগকে বধ করিল,
এবং পদাতিক ও রথিগণ তাহাদিগকে বাহিরে
ফেলিয়া দিল। পরে তাহারা বালমন্দিরের
পল্লীতে গেল। ২৬ এবং বালের মন্দিরহইতে
সকল প্রতিমাকে বাহির করিয়া দগ্ধ করিল;
২৭ এবং বালের প্রতিমা ভাঙ্গিয়া ফেলিল, এবং
বালের মন্দির ভাঙ্গিয়া সেখানে এক মলগৃহ
প্রস্তুত করিল, তাহা অদ্যাপি আছে। ২৮ এই
রূপে যেহূ ইস্রায়েল্ দেশের মধ্যহইতে বালকে
উচ্ছিন্ন করিল।
২৯ তথাপি নিবাটের পুত্র যে যারবিয়াম্
ইস্রায়েল্ বংশকে পাপেতে প্রবৃত্তি দিয়াছিল,
তাহার পাপহইতে অর্থাৎ বৈথেলস্থ ও দানস্থ
স্বর্ণময় বৎসহইতে যেহূ নিবৃত্ত হইল না। ৩০ তা-
হাতে পরমেশ্বর যেহূকে কহিলেন, আমার
দৃষ্টিতে যাহা গ্রাহ্য, তাহা করিয়া তুমি উত্তম
কর্ম্ম করিয়াছ, অর্থাৎ আহাবের বংশের সহিত
আমার মনের মত ব্যবহার করিয়াছ, এই নি-
মিত্তে চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত তোমার বংশ ইস্রা-
য়েলের সিংহাসনোপবিষ্ট হইবে। ৩১ তথাপি
যেহূ আপন সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত ইস্রা-
য়েলের প্রভু পরমেশ্বরের ব্যবস্থানুসারে আচ-
রণ করিতে মনোযোগ করিল না, ও যে যার-
বিয়াম্ ইস্রায়েল বংশকে পাপেতে প্রবৃত্তি দি-
য়াছিল, তাহার পাপহইতে নিবৃত্ত হইল না।
৩২ ঐ সময়ে পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশকে
ন্যূন করিতে লাগিলেন; ৩৩ হসায়েল যর্দ্দনের
পূর্ব্বদিকস্থ ইস্রায়েলের সকল সীমায় অর্থাৎ
অর্ণোন্ নদীর নিকটস্থ অরোয়ের অবধি তাবৎ
গিলিয়দ্ ও বাশন্ দেশে গিলিয়দীয়দিগকে ও গা-
দীয়দিগকে ও রূবেণীয়দিগকে ও মিনশীয়দিগকে
পরাস্ত করিল। ৩৪ এই যেহূর অবশিষ্ট বৃত্তান্ত
ও সমস্ত ক্রিয়া ও তাহার পরাক্রম কি ইস্রা-
য়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই?
৩৫ পরে যেহূ আপন পিতৃলোকদের ন্যায়
মহানিদ্রিত হইলে লোকেরা শোমিরোণে তা-
হাকে কবর দিল; পরে তাহার পুত্র যিহো-
য়াহস্ তাহার পদে রাজা হইল। ৩৬ এই যেহূ
শোমিরোণে আটাইশ বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের
উপরে রাজত্ব করিয়াছিল।

১১ অধ্যায়।

১ যোরাশের রক্ষা, ৪ ও যিহোয়াদাদ্বারা রাজ্যাভিষিক্ত
হওন, ১৩ ও অথলিয়াকে বধ করণ, ১৭ ও যিহো-
য়াদাদ্বারা দেবমন্দিরের ভঙ্গ হওন, ও পরমেশ্বরকে
সেবা করিতে লোকদের সহিত নিয়ম করণ।

১ পরে অহসিয়ের মাতা অথলিয়া যখন আ-

পন পুত্রকে মৃত দেখিল, তখন সে উঠিয়া
রাজকীয় তাবৎ বংশ বিনষ্ট করিল। ২ কিন্তু
যোরাম্ রাজার কন্যা অহসিয়ের ভগিনী যি-
হোশেবা হত রাজপুত্রদের মধ্যহইতে অহসিয়ের
পুত্র যোয়াশকে চুরি করিয়া তাহাকে ও তাহার
ধাত্রীকে শয়নাগারে আনিয়া অথলিয়াহইতে
লুকাইল, এই জন্যে সে হত হইল না। ৩ এবং
ছয় বৎসর পর্য্যন্ত তাহার সহিত পরমেশ্বরের
মন্দিরে গোপনে থাকিল; কিন্তু অথলিয়া দে-
শের উপরে রাজত্ব করিল।

৪ পরে সপ্তম বৎসরে যিহোয়াদা লোক প্রে-
রণ করিয়া রক্ষক ও দ্রুতগামি সৈন্যের শত-
পতিদিগকে ডাকিয়া আপনার নিকটে পরমে-
শ্বরের মন্দিরে আনিল, ও তাহাদের সহিত
নিয়ম করিয়া পরমেশ্বরের গৃহে তাহাদিগকে
শপথ করাইয়া রাজপুত্রকে দেখাইল। ৫ পরে
সে তাহাদিগকে আজ্ঞা দিয়া কহিল, তোমরা
এই কর্ম্ম করিবা; তোমরা তিন অংশ হইলে
একাংশ বিশ্রামদিনে প্রবেশ করিয়া রাজবাটীর
রক্ষা করিবা; ৬ ও একাংশ সূরের দ্বারে থা-
কিবা; ও একাংশ পদাতিকদের পশ্চাতে দ্বারে
থাকিবা; এবং তাহার যেন আক্রমণ না হয়,
এই জন্যে তোমরা গৃহ রক্ষা করিবা। ৭ এবং
বিশ্রামবারে বহির্গামি তোমাদের দুই অংশ
রাজার চারি দিগে পরমেশ্বরের মন্দিরে রক্ষা
করিবে। ৮ তোমরা প্রত্যেক জন হস্তে অস্ত্র লইয়া
রাজাকে বেষ্টন করিবা; আর যে কেহ শ্রেণীর
ভিতরে আইসে, সে হত হইবে; এবং রাজা
যখন বাহিরে যায় ও ভিতরে আইসে, তখন
তোমরা তাহার সঙ্গে থাকিবা। ৯ পরে যিহো-
য়াদা যাজক যাহা২ আজ্ঞা করিল, শতপতিরা
তাহা করিল; তাহারা প্রত্যেক জন বিশ্রামবারে
প্রবেশকারি ও বিশ্রামবারে নির্গমনকারি আ-
পন২ লোকদিগকে লইয়া যিহোয়াদা যাজকের
নিকটে আইল। ১০ এবং দায়ূদ্ রাজার যে২
বড়শা ও ঢাল পরমেশ্বরের মন্দিরে ছিল,
তাহা যাজক শতপতিদিগকে দিল। ১১ এবং
মন্দিরের দক্ষিণ দিগ অবধি মন্দিরের বাম
দিক্ পর্য্যন্ত যজ্ঞবেদির ও মন্দিরের নিকটে
দ্রুতগামি সেনাগণ হস্তে অস্ত্র লইয়া রাজার
চারি দিগে দাঁড়াইল। ১২ পরে সে রাজপুত্রকে
বাহিরে আনিয়া তাহার মস্তকে মুকুট দিয়া
তাহার হস্তে সাক্ষ্যপুস্তক দিল, ও তাহারা তা-
হাকে অভিষেক করিয়া রাজা করিল; পরে
করতালী দিয়া কহিল, রাজা চিরজীবী হউন।

১৩ পরে অথলিয়া দ্রুতগামি সেনার ও লো-
কদের কোলাহল শুনিয়া পরমেশ্বরের মন্দিরে
লোকদের নিকটে আইল। ১৪ এবং আলো-
চনা করিলে রাজা রীত্যনুসারে এক স্তম্ভের
নিকটে দাঁড়াইয়া আছে, এবং অধ্যক্ষগণ ও
তূরীবাদকগণ রাজার নিকটে আছে, এবং দে-
শের সকল লোক আনন্দ করিতেছে ও তূরী
বাজাইতেছে, ইহা দেখিয়া অথলিয়া আপন
বস্ত্র চিরিয়া 'রাজদ্রোহ২' কহিয়া ডাকিল।
১৫ কিন্তু যিহোয়াদা যাজক সৈন্যেতে নিযুক্ত
শতপতিদিগকে আজ্ঞা করিয়া কহিল, উহাকে
বাহির করিয়া শ্রেণীর অভ্যন্তরে লইয়া যাও;
এবং যে জন উহার পশ্চাৎ যাইবে, তাহাকে
খড়্গদ্বারা বধ কর; কেননা যাজক কহিয়া-
ছিল, পরমেশ্বরের গৃহে সে হতা না হউক।
১৬ পরে লোকেরা তাহাকে ধরিয়া অশ্বদ্বারের
পথ দিয়া রাজধানীতে লইয়া গিয়া সেই স্থানে
বধ করিল।

১৭ পরে লোকেরা পরমেশ্বরের প্রজা হইবে,
যিহোয়াদা পরমেশ্বরের এবং রাজার ও লো-
কদের মধ্যে এই নিয়ম করিল; এবং রাজাতে
ও লোকদিগেতেও নিয়ম হইল। ১৮ পরে দে-
শের লোকেরা বালের গৃহে গিয়া তাহা ভা-
ঙ্গিয়া ফেলিল, এবং তাহার বেদি ও প্রতিমা-
দিগকে সর্ব্বতোভাবে চূর্ণ করিল, ও বেদির
সম্মুখে বালের যাজক মত্তন্‌কে বধ করিল।
পরে যাজক পরমেশ্বরের গৃহের উপরে কর্ম্ম-
কারিদিগকে নিযুক্ত করিল। ১৯ অপর সে
শতপতিদিগকে ও রক্ষক ও দ্রুতগামি সৈন্য-
গণকে ও দেশের লোকদিগকে সঙ্গে আনিলে
তাহারা পরমেশ্বরের গৃহহইতে রাজাকে লইয়া
দ্রুতগামি সৈন্যের দ্বারের পথ দিয়া রাজবা-
টীতে আনিল; পরে সে রাজসিংহাসনে বসিল।
২০ তাহাতে দেশের সমস্ত লোক আনন্দ করিল,
এবং নগর সুস্থির হইল; এবং তাহারা রাজ-
বাটীতে অথলিয়াকে খড়্গদ্বারা বধ করিল।
২১ ঐ যোয়াশ্ সাত বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে
আরম্ভ করিল।

১২ অধ্যায়।

১ যিহোয়াদার বর্ত্তমান সময়ে যোয়াশের সুরাজত্ব
করণ, ৪ ও ঈশ্বরের গৃহ সারিতে তাহার আজ্ঞা
করণ, ১৭ ও টাকা পাইয়া হসায়েলের যিরূশা-
লম্‌হইতে ফিরণ, ১৯ ও যোয়াশের হত হওন
ও তাহার পদে তাহার পুত্র অমৎসিয়ের অভি-
ষিক্ত হওন।

১ যেহূর অধিকারের সপ্তম বৎসরে যোয়াশ্
রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালমে
চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল; বেরশেবা
নিবাসিনী সিবিয়া তাহার মাতা ছিল। ২ যি-
হোয়াদা যাজক যত দিন তাহাকে উপদেশ দিত,
তত দিন যোয়াশ্ পরমেশ্বরের সাক্ষাতে সদা-

চরণ করিত। ৩ তথাপি টিকরস্থান উচ্ছিন্ন হইল
না, লোকেরা তখনও টিকরস্থানে বলিদান করিত
ও ধূপ জ্বালাইত।
৪ পরে যোয়াশ যাজকদিগকে কহিল, যে
সকল পবিত্র রৌপ্য পরমেশ্বরের মন্দিরে আ-
নীত হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক গণিত লোকের রৌপ্য,
ও প্রাণির মূল্যরূপে নিরূপিত রৌপ্য, ও পর-
মেশ্বরের মন্দিরে আনীত মানতের রৌপ্য;
৫ এই সকল রৌপ্য যাজকেরা আপন২ পরি-
চিত লোকদের হস্তহইতে গ্রহণ করুক, এবং
মন্দিরের যে২ স্থান ভগ্ন আছে, সেই সকল
স্থান তাহারা সারুক। ৬ কিন্তু যোয়াশ্ রাজার
অধিকারের তেইশ বৎসর পর্য্যন্ত যাজকেরা
মন্দিরের ভগ্ন স্থান সারে নাই। ৭ তাহাতে
যোয়াশ্ রাজা যিহোয়াদা যাজককে ও অন্য
যাজকদিগকে ডাকিয়া কহিল, তোমরা মন্দিরের
ভগ্ন স্থান কেন সারিলা না? অতএব অদ্যা-
বধি তোমরা পরিচিত লোকদের নিকটহইতে
আর টাকা গ্রহণ করিবা না, কেননা মন্দিরের
ভগ্ন স্থানের জন্যে তাহা দেওয়া তোমাদের
উচিত ছিল। ৮ তাহাতে যাজকেরা লোকদের
নিকটহইতে টাকা গ্রহণ না করিতে ও মন্দিরের
ভগ্ন স্থান না সারিতে সম্মত হইল। ৯ পরে
যিহোয়াদা যাজক এক সিন্দুক লইয়া তাহার
ডালাতে এক ছিদ্র করিয়া হোমবেদির নিকটে
পরমেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশস্থানের দক্ষিণ পার্শ্বে
রাখিল; তাহাতে দ্বাররক্ষক যাজকেরা পর-
মেশ্বরের মন্দিরে আনীত সমস্ত টাকা তাহার
মধ্যে রাখিত। ১০ পরে সিন্দুকে অনেক টাকা
আছে, ইহা দেখিলে রাজার লেখক ও প্রধান
যাজক আসিয়া পরমেশ্বরের মন্দিরে প্রাপ্ত ঐ
সকল টাকা থলিয়াতে করিয়া পরিমাণ করিত।
১১ পরে সেই পরিমিত টাকা কর্ম্মকারকদের
হস্তে অর্থাৎ পরমেশ্বরের মন্দিরের অধ্যক্ষদের
হস্তে দিলে তাহারা পরমেশ্বরের মন্দিরের
কর্ম্মকারি সূত্রধর ও গৃহনকার ও রাজ ও ভাস্কর-
দিগকে তাহা দিত। ১২ এবং পরমেশ্বরের মন্দি-
রের ভগ্ন স্থান সারণার্থে কাষ্ঠ ও খোদিত প্রস্তর
ক্রয় করণে ও গৃহ সারিবার নিমিত্তে প্রয়োজ-
নীয় তাবৎ প্রকার কার্য্যে তাহা ব্যয় করিত।
১৩ কিন্তু পরমেশ্বরের মন্দিরে আনীত সেই
টাকাদ্বারা পরমেশ্বরের মন্দিরের জন্যে রৌপ্য
ডাবর ও গুলত্রাস ও বাটি ও তূরী ও স্বর্ণময়
পাত্র ও রূপ্যময় পাত্র নির্ম্মাণ হইল না। ১৪ তা-
হারা পরমেশ্বরের মন্দির সারিতে কর্ম্মকারি-
দিগকেই সকল টাকা দিত। ১৫ কিন্তু তাহারা
কর্ম্মকারকদের নিমিত্তে যাহাদের হস্তে টাকা
দিত, তাহাদের হইতে টাকার নিকাশ লইত
না, কেননা তাহারা বিশ্বাস্য রূপে কর্ম্ম করিত।
১৬ আর দোষার্থক ও প্রায়শ্চিত্তার্থক বলি সম্ব-
ন্ধীয় যে টাকা, তাহা পরমেশ্বরের মন্দিরে আ-
নীত হইত না, তাহা যাজকদের হইত।
১৭ ঐ সময়ে অরামের হসায়েল্ রাজা গা-
তের বিরুদ্ধে যাইয়া যুদ্ধ করিয়া তাহা হস্তগত
করিল; এবং হসায়েল্ যিরূশালমে যাইতেও
উন্মুখ হইল। ১৮ তাহাতে যিহূদার যোয়াশ্
রাজা আপন পূর্ব্বপুরুষদের অর্থাৎ যিহূদার
যিহোশাফট ও যোরাম্ ও অহসিয় রাজাদের
পবিত্রীকৃত বস্তু, ও আপনার পবিত্রীকৃত বস্তু,
এবং পরমেশ্বরের মন্দিরের ভাণ্ডারে ও রাজ-
বাটীর ভাণ্ডারে যত স্বর্ণ ছিল, সে সকল
লইয়া অরামের হসায়েল্ রাজার নিকটে পা-
ঠাইয়া দিল, তাহাতে সে যিরূশালম্হইতে ফি-
রিয়া গেল।
১৯ এই যোয়াশের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত
ক্রিয়া কি যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে
লিখিত নাই? ২০ পরে তাহার ভৃত্যগণ উঠিয়া
দ্রোহ করিয়া সিল্লার পথস্থিত মিল্লো নামক
বাটীতে তাহাকে বধ করিল। ২১ শিমিয়তের
পুত্র যোষাখর্ ও শিম্রীতের পুত্র যিহোষাবদ্
নামে তাহার দুই জন ভৃত্য তাহাকে আঘাত
করিলে সে মরিল; পরে লোকেরা দায়ূদ্ নগরে
তাহার পিতৃলোকদের নিকটে তাহাকে কবর
দিল, এবং তাহার পুত্র অমৎসিয় তাহার পদে
রাজা হইল।

১৩ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েলের যিহোয়াহস্ রাজার কুরাজত্ব করণ,
৩ ও লোকদের বিপদের কথা ও যিহোয়াহসের
মৃত্যু, ১০ ও তাহার পুত্র যোয়াশের কুরাজত্ব
করণ, ১৪ ও ইলীশায়ের পীড়িত হওনের ভবি-
ষ্যদ্বাক্য, ২০ ও মৃত ইলীশায়ের অস্থি স্পর্শ
করিয়া এক শবের জীবনপ্রাপ্তি, ২২ ও ইলীশা-
য়ের ভবিষ্যদ্বাক্যের সিদ্ধি।

১ যিহূদার অহসিয় রাজার পুত্র যোয়াশের
অধিকারের ত্রয়োবিংশ বৎসরে যেহূর পুত্র
যিহোয়াহস্ শোমিরোণে ইস্রায়েল্ বংশের
উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া সতেরো
বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল। ২ সে পরমেশ্ব-
রের সাক্ষাতে কদাচরণ করিত, অর্থাৎ নিবা-
টের পুত্র যারবিয়াম্ ইস্রায়েল্ বংশকে যে
পাপেতে প্রবৃত্তি দিয়াছিল, তাহার অনুগামী
হইল; তাহাহইতে ফিরিল না।
৩ তাহাতে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে পরমেশ্বরের
ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে তিনি অরামের হসা-
য়েল্ রাজার ও হসায়েলের পুত্র বিন্হদদের
যাবজ্জীবন তাহাদের হস্তে তাহাদিগকে সম-

র্পণ করিলেন। ৪ পরে যিহোয়াহস্ পরমেশ্বরের
নিকটে প্রার্থনা করিলে পরমেশ্বর তাহার প্রা-
র্থনায় মনোযোগ করিলেন, এবং অরামের
রাজা ইস্রায়েল্ বংশকে যে উপদ্রব ভোগ
করাইল, তাহা তিনি দেখিলেন। ৫ কেননা
অরামের রাজা লোকদের মধ্যে যিহোয়াহসের
নিমিত্তে কেবল পঞ্চাশ জন অশ্বারূঢ় ও দশ রথ
ও দশ সহস্র পদাতিক বিনা যিহোয়াহসের অন্য
কোন সৈন্য অবশিষ্ট না রাখিয়া তাহাদিগকে
বিনষ্ট করিয়াছিল, ও তাহাদিগকে ধূলির ন্যায়
করিয়া মর্দ্দন করিয়াছিল। ৬ কিন্তু পরমেশ্বর
ইস্রায়েল্ বংশকে এক জন উদ্ধারকর্ত্তা দিলে
তাহারা অরামীয়দের হস্তহইতে মুক্তি পাইল,
এবং ইস্রায়েলের বংশ পূর্ব্ববৎ আপন২ বাস-
স্থানে বাস করিল। ৭ তথাপি ইস্রায়েল্ বং-
শকে পাপেতে প্রবৃত্তি দিয়াছিল যে যারবিয়াম,
তাহার পাপ তাহারা ত্যাগ না করিয়া তদনু-
সারে আচরণ করিত, এবং শোমিরোণে চৈত্য
বৃক্ষ থাকিল। ৮ এই যিহোয়াহসের অবশিষ্ট
বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া ও বীরত্ব কি ইস্রায়ে-
লের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই?
৯ পরে যিহোয়াহস্ আপন পিতৃলোকদের ন্যায়
মহানিদ্রিত হইলে লোকেরা তাহাকে শোমি-
রোণে কবর দিল, এবং তাহার পুত্র যোয়াশ্
তাহার পদে রাজা হইল।
১০ যিহূদার যোয়াশ্ রাজার অধিকারের
সপ্তত্রিংশ বৎসরে যিহোয়াহসের পুত্র যোয়াশ্
শোমিরোণে ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে
আরম্ভ করিয়া ষোল বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব
করিল। ১১ সে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ
করিত; নিবাটের পুত্র যে যারবিয়াম্ ইস্রায়েল্
বংশকে পাপেতে প্রবৃত্তি দিয়াছিল, তাহার
কোন পাপ ত্যাগ না করিয়া তদনুসারে আ-
চরণ করিত। ১২ এই যোয়াশের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত
ও সমস্ত ক্রিয়া, এবং যে পরাক্রমদ্বারা সে যিহূ-
দার অমৎসিয় রাজার সহিত যুদ্ধ করিল, সেই
সকলের কথা কি ইস্রায়েলের রাজাদের ইতি-
হাসপুস্তকে লিখিত নাই? ১৩ পরে যোয়াশ্
আপন পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হই-
লে ইস্রায়েলের রাজাদের নিকটে শোমিরোণে
কবরপ্রাপ্ত হইল; তাহাতে যারবিয়াম্ তাহার
সিংহাসনে উপবিষ্ট হইল।
১৪ ইলীশায় যে পীড়াতে মরিবে, সেই পী-
ড়াতে পীড়িত হইলে ইস্রায়েলের যোয়াশ্ রাজা
তাহার নিকটে যাইয়া তাহার মুখের উপরে
ক্রন্দন করিয়া কহিল, হে আমার পিতঃ, হে
আমার পিতঃ, হে ইস্রায়েলের রথ ও অশ্বা-
রূঢ়গণ। ১৫ ইলীশায় তাহাকে কহিল, তুমি
ধনুর্ব্বাণ লও, তাহাতে সে ধনুর্ব্বাণ লইল।
১৬ পরে সে ইস্রায়েলের রাজাকে কহিল, তুমি
হস্ত বিস্তার করিয়া ধনুক ধর; তাহাতে সে হস্ত
বিস্তার করিয়া ধনুক ধরিল। পরে ইলীশায় রা-
জার হস্তের উপরে আপন হস্ত দিল, ১৭ এবং
কহিল, পূর্ব্বদিগের বাতায়ন খোল; তাহাতে সে
খুলিল। পরে ইলীশায় কহিল, বাণ ক্ষেপণ
কর; তাহাতে সে বাণক্ষেপণ করিলে ইলীশায়
কহিল, এ পরমেশ্বরদ্বারা জয়কারি বাণ, এ
অরামকে জয়কারি বাণ, কেননা তুমি অফেকে
অরামীয়দিগকে নিঃশেষ করণ পর্য্যন্ত আঘাত
করিবা। ১৮ পরে সে কহিল, অন্য বাণ লও।
তাহাতে সে অন্য বাণ লইলে সে ইস্রায়েলের
রাজাকে কহিল, তুমি ভূমিতে আঘাত কর।
তাহাতে সে তিন বার ভূমিতে আঘাত করিয়া নি-
বৃত্ত হইল। ১৯ তখন ঈশ্বরের লোক তাহার প্রতি
ক্রোধ করিয়া কহিল, কেন পাঁচ ছয় বার আ-
ঘাত করিলা না? করিলে তুমি অরামীয়দিগকে
নিঃশেষে আঘাত করিতা, কিন্তু এখন অরামকে
কেবল তিন বার আঘাত করিবা।
২০ পরে ইলীশায় মরিলে লোকেরা তাহাকে
কবর দিল। অপর বৎসরের প্রথমে মোয়া-
বীয় দস্যুদলেরা দেশ আক্রমণ করিল। ২১ তৎ-
কালে লোকেরা এক মনুষ্যকে কবর দিতেছিল,
এমন সময়ে এক দস্যুদলকে দেখিয়া সেই শব
ইলীশায়ের কবরে নিক্ষেপ করিল; তাহাতে
ঐ শব পড়িয়া ইলীশায়ের অস্থিতে স্পর্শ হই-
বামাত্র সজীব হইয়া আপন চরণে দাঁড়াইল।
২২ যিহোয়াহসের অধিকার সময়ে অরামের
হসায়েল্ রাজা ইস্রায়েলের প্রতি নিত্য উপদ্রব
করিত। ২৩ তথাপি পরমেশ্বর ইব্রাহীম্ ও
ইস্হাক্ ও যাকুবের সহিত যে নিয়ম করিয়া-
ছিলেন, তন্নিমিত্তে তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ ও
স্নেহ ও কৃপাদৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে আপা-
ততো বিনষ্ট করিতে এবং আপন সাক্ষাৎহই-
তে নিক্ষেপ করিতে অসম্মত হইলেন। ২৪ পরে
অরামের হসায়েল্ রাজা মরিলে তাহার পুত্র
বিন্হদদ্ তাহার পদে রাজা হইল। ২৫ সে
যোয়াশের পিতা যিহোয়াহস্হইতে যে২ নগর
যুদ্ধেতে লইয়াছিল, সেই সকল নগর যিহো-
য়াহসের পুত্র যোয়াশ হসায়েলের পুত্র বিন-
হদদ্হইতে পুনর্ব্বার লইল। যোয়াশ্ তাহাকে
তিন বার জয় করিয়া ইস্রায়েলের ঐ সকল
নগর পুনর্ব্বার লইল।

১৪ অধ্যায়।

১ অমৎসিয়ের সুরাজত্ব, ৫ ও আপন পিতার বধ-
কারিদিগকে ও ইদোমীয়দিগকে বধ করণ, ৮ ও
যুদ্ধে তাহার পরাস্ত হওন, ১৫ ও যোয়াশের

মৃত্যু, ১৭ ও অমৎসিয়ের হত হওন, ২১ ও অসরিয়ের রাজ্যাভিষিক্ত হওন, ২৩ ও যারবিয়ামের কুরাজত্ব, ২৮ ও সিখরিয়ের রাজ্যাভিষিক্ত হওন।

১ ইস্রায়েলের যিহোয়াহস্ রাজার পুত্র যোয়া-
শের অধিকারের দ্বিতীয় বৎসরে যিহূদার
যোয়াশ্ রাজার পুত্র অমৎসিয় রাজ্যাভিষিক্ত
হইল। ২ সে পঁচিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব
করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালমে উনত্রিশ বৎ-
সর রাজত্ব করিল; যিরূশালম্ নিবাসিনী যি-
হোয়দ্দন্ তাহার মাতা ছিল। ৩ সে পরমেশ্ব-
রের সাক্ষাতে সদাচরণ করিত বটে, তথাপি
আপন পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের তুল্য ছিল না; সে
আপন পিতা যোয়াশের তাবৎ কর্ম্মানুসারে
কর্ম্ম করিত। ৪ তাহাতে টিকরস্থান সকল
উচ্ছিন্ন হইল না, লোকেরা তখনও টিকরস্থানে
বলিদান করিত ও ধূপ জ্বালাইত।

৫ পরে রাজ্যে তাহার অধিকার স্থির হইলে
তাহার যে ভৃত্যগণ তাহার পিতা রাজাকে
বধ করিয়াছিল, তাহাদিগকে সে বধ করিল।
৬ কিন্তু সেই ঘাতকদের সন্তানদিগকে বধ করিল
না; কেননা মূসার ব্যবস্থাগ্রন্থে পরমেশ্বরের এই
আজ্ঞা লিখিত আছে, পুত্রের পরিবর্ত্তে পিতা,
ও পিতার পরিবর্ত্তে পুত্র হত হইবে না; প্রতি
জন আপন২ পাপ প্রযুক্ত হত হইবে। ৭ সে
লবণপ্রান্তরে ইদোমের দশ সহস্র লোককে বধ
করিল, ও যুদ্ধদ্বারা সেলা নগর হস্তগত করিয়া
তাহার নাম যক্তেল্ রাখিল; অদ্যাপি তাহার
সেই নাম আছে।

৮ পরে অমৎসিয় দূত পাঠাইয়া যেহূর
পৌত্র যিহোয়াহসের পুত্র যোয়াশ নামক
ইস্রায়েলীয় রাজাকে কহিল, আইস, আমরা
পরস্পর সাক্ষাৎ করি। ৯ তাহাতে ইস্রায়েলের
যোয়াশ্ রাজা যিহূদার অমৎসিয় রাজার নি-
কটে লোক পাঠাইয়া কহিল, লিবানোনস্থ শি-
য়াল কাঁটা লিবানোনস্থ এরস্ বৃক্ষের নিকটে
লোক পাঠাইয়া কহিল, আমার পুত্রের বিবা-
হের জন্যে তোমার কন্যাকে দেও; পরে লি-
বানোনস্থ বন্য পশু যাইয়া শিয়াল কাঁটা দলিয়া
ফেলিল। ১০ তুমি ইদোম্‌কে জয় করিয়াছ, এ
কারণ তোমার মন গর্ব্বিত হইল; তুমি সম্ভ্রান্ত
হইয়া আপন গৃহে থাক; আপনার ক্ষতির
জন্যে কেন অনধিকার চর্চ্চা করিবা? এবং
যিহূদার সহিত আপনিও কেন পতিত হইবা?
১১ কিন্তু অমৎসিয় রাজা তাহা শুনিল না; অত-
এব ইস্রায়েলের যোয়াশ্ রাজা আগমন করিলে
যিহূদার অধিকারস্থ বৈৎশেমশে সে ও যিহূ-
দার অমৎসিয় রাজা পরস্পর সাক্ষাৎ করিল।
১২ তাহাতে ইস্রায়েল্ বংশের সম্মুখে যিহূদার
লোকেরা পরাজিত হইয়া প্রত্যেক জন আপন২
বাসস্থানে পলায়ন করিল। ১৩ পরে ইস্রায়েলের
যোয়াশ্ রাজা বৈৎশেমশে অহসিয়ের পৌত্র
যোয়াশের পুত্র অমৎসিয় নামক যিহূদার রা-
জাকে ধরিয়া লইয়া যিরূশালমে আইল, এবং
ইফ্রয়িমের দ্বার অবধি কোণের দ্বার পর্য্যন্ত
যিরূশালমের প্রাচীরের চারি শত হস্ত ভগ্ন
করিয়া ফেলিল। ১৪ এবং পরমেশ্বরের মন্দিরে
ও রাজবাটীর ভাণ্ডারে প্রাপ্ত সকল স্বর্ণ ও রূপ্য
ও তাবৎ পাত্র লইল, এবং বন্ধকস্বরূপ লোক-
দিগকে সঙ্গে লইয়া শোমিরোণে ফিরিয়া গেল।

১৫ এই যোয়াশের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত অর্থাৎ
তাহার ক্রিয়া ও পরাক্রম এবং সে যিহূদার
অমৎসিয় রাজার সহিত কি প্রকারে যুদ্ধ করিল,
এই সকল কি ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাস-
পুস্তকে লিখিত নাই? ১৬ পরে যোয়াশ্ আপন
পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইলে শো-
মিরোণে ইস্রায়েলের রাজাদের নিকটে কবর-
প্রাপ্ত হইল, এবং তাহার পুত্র যারবিয়াম্ তা-
হার পদে রাজা হইল।

১৭ ইস্রায়েলের যিহোয়াহস্ রাজার পুত্র
যোয়াশের মৃত্যুর পরে যিহূদার যোয়াশ্ রা-
জার পুত্র অমৎসিয় আর পোনেরো বৎসর বাঁ-
চিল। ১৮ এই অমৎসিয়ের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত কি
যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই?
১৯ পরে লোকেরা যিরূশালমে তাহার বিরুদ্ধে
কুমন্ত্রণা করিলে সে লাখীশে পলায়ন করিল;
তথাপি তাহারা তাহার পশ্চাৎ২ লাখীশে
লোক পাঠাইয়া সেখানে তাহাকে বধ করাইল।
২০ পরে অশ্বদ্বারা তাহাকে লইয়া যিরূশালমে
দায়ূদ্ নগরে তাহার পিতৃলোকদের নিকটে
কবর দিল।

২১ পরে যিহূদার লোকেরা ষোড়শ বৎসর
বয়স্ক অসরিয়কে লইয়া তাহার পিতা অমৎসি-
য়ের পদে রাজা করিল। ২২ রাজা পিতৃলোক-
দের ন্যায় মহানিদ্রিত হইলে সে এলৎ নগর
প্রস্তুত করিয়া পুনর্ব্বার যিহূদার অধীন করিল।

২৩ যিহূদার যোয়াশ্ রাজার পুত্র অমৎসি-
য়ের অধিকারের পোনেরো বৎসরে ইস্রায়েলের
যোয়াশ রাজার পুত্র যারবিয়াম্ শোমিরোণে
রাজ্য করিতে আরম্ভ করিয়া একচল্লিশ বৎসর
রাজত্ব করিল। ২৪ সে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে
কদাচরণ করিত, এবং নিবাটের পুত্র যে যা-
রবিয়াম্ ইস্রায়েল্ বংশকে পাপেতে প্রবৃত্তি
দিয়াছিল, তাহার কোন পাপ ত্যাগ করিল না।
২৫ তথাপি গাৎহেফরীয় অমিত্তয়ের পুত্র যূনস্
ভবিষ্যদ্বক্তার প্রমুখাৎ ইস্রায়েলের প্রভু পরমে-

শ্বর যে কথা কহিয়াছিলেন, তদনুসারে সে
হমাতের প্রবেশস্থান অবধি প্রান্তরের সমুদ্র
পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের সীমা পুনর্ব্বার হস্তগত করিল।
২৬ কেননা ইস্রায়েল বংশের অতিশয় দুঃখ,
এবং মুক্ত ও বদ্ধ সকলে গত, এবং ইস্রায়ে-
লের উপকারক কেহ নাই, পরমেশ্বর ইহা
দেখিলেন। ২৭ এবং আমি ইস্রায়েলের নাম
আকাশের অধোহইতে লোপ করিব, এমত কথা
না কহিয়া পরমেশ্বর যোয়াশের পুত্র যারবি-
য়ামের হস্তদ্বারা তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন।
২৮ এই যারবিয়ামের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত
ক্রিয়া, এবং সে যে পরাক্রম পূর্ব্বক যুদ্ধ করিল,
এবং যিহূদার কারণ দম্মেষক্ ও হমাৎ ইস্রা-
য়েল্ বংশদ্বারা পুনর্ব্বার হস্তগত করিল, এই
সকল কি ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে
লিখিত নাই? ২৯ পরে যারবিয়াম্ আপন
পূর্ব্বপুরুষ ইস্রায়েলীয় রাজাদের ন্যায় মহা-
নিদ্রিত হইলে তাহার পুত্র সিখরিয় তাহার
পদে রাজা হইল।

১৫ অধ্যায়।

১ উষিয়ের সুরাজত্ব করণ, ৫ ও সে কুষ্ঠী হওয়াতে তাহার পুত্রের কর্তৃত্ব করণ, ৮ ও সিখরিয়ের কুরাজত্ব করণ ও হত হওন, ১৩ ও শল্লুমের কুরাজত্ব করণ ও হত হওন, ১৬ ও মিনহেমের বিবরণ, ২১ ও তাহার পুত্র পিকহিয়ের রাজ্যাভিষিক্ত হওন, ২৩ ও পিকহিয়ের হত হওন, ২৭ ও পেকহের অভিষিক্ত হওন, ২৯ ও ইস্রায়েলের দুর্দ্দশা ৩০ ও পেকহের হত হওন, ৩২ ও যোথমের বিবরণ।

১ ইস্রায়েলের যারবিয়াম্ রাজার অধিকারের
সাতাইশ বৎসরে যিহূদার অমৎসিয় রাজার
পুত্র উষিয় (অসরিয়) রাজত্ব করিতে লাগিল।
২ সে ষোড়শ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে
আরম্ভ করিয়া যিরূশালমে বাওয়ান্ন বৎসর পর্য্যন্ত
রাজত্ব করিল; যিরূশালম্ নিবাসিনী যিখলিয়া
তাহার মাতা ছিল। ৩ সে আপন পিতা অমৎ-
সিয়ের কার্য্যানুসারে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে
সদাচরণ করিত। ৪ কিন্তু টিকরস্থান সকল উচ্ছিন্ন
হইল না, তখনও লোকেরা টিকরস্থানে বলিদান
করিত ও ধূপ জ্বালাইত।
৫ অপর পরমেশ্বর রাজাকে আঘাত করিলে
সে মরণ দিন পর্য্যন্ত কুষ্ঠরোগী হইয়া চিকিৎ-
সালয়ে বাস করিল; তাহাতে যোথম্ রাজকু-
মার গৃহের কর্ত্তা হইয়া দেশের লোকদের শা-
সন করিতে লাগিল। ৬ এই উষিয়ের অবশিষ্ট
বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া কি যিহূদার রাজাদের
ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? ৭ পরে উষিয়
আপন পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইলে
দায়ূদ্ নগরে পিতৃলোকদের নিকটে কবরপ্রাপ্ত
হইল, এবং তাহার পুত্র যোথম্ তাহার পদে
রাজা হইল।
৮ যিহূদার উষিয় রাজার অধিকারের আট-
ত্রিশ বৎসরে যারবিয়ামের পুত্র সিখরিয় শো-
মিরোণে ইস্রায়েলের উপরে ছয় মাস রাজত্ব
করিল। ৯ সে আপন পিতৃলোকদের কর্ম্মানু-
সারে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিত,
এবং নিবাটের পুত্র যারবিয়াম্ ইস্রায়েল্ বংশকে
যে পাপেতে প্রবৃত্তি দিয়াছিল, তাহা ত্যাগ করিল
না। ১০ পরে যাবেশের পুত্র শল্লুম রাজদ্রোহ
করিয়া লোকদের সম্মুখে তাহাকে আঘাত করিয়া
বধ করিল, এবং তাহার পদে আপনি রাজা
হইল। ১১ এই সিখরিয়ের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত
কি ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লি-
খিত নাই? ১২ ইহাতে পরমেশ্বরের বাক্য
সফল হইল, কেননা তিনি যেহূকে কহিয়াছি-
লেন, চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত তোমার বংশ ইস্রা-
য়েলের সিংহাসনোপবিষ্ট হইবে; অতএব সেই
কথানুসারে ঘটিল।
১৩ যিহূদার উষিয় রাজার অধিকারের উন-
চল্লিশ বৎসরে যাবেশের পুত্র শল্লুম্ রাজ্য
করিতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণ এক মাস শোমি-
রোণে রাজ্য করিল। ১৪ কেননা গাদির পুত্র
মিনহেম্ তির্সাহইতে যাইয়া শোমিরোণে উপ-
স্থিত হইয়া শোমিরোণ্ নিবাসি যাবেশের পুত্র
শল্লুম্কে আঘাত করিয়া বধ করিল, এবং তা-
হার পদে আপনি রাজা হইল। ১৫ এই শল্লু-
মের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও তাহার কৃত রাজদ্রোহ
কি ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লি-
খিত নাই?
১৬ পরে মিনহেম তির্সাহইতে যাইয়া তিপ্সহ
ও তাহার মধ্যস্থিত সকলকে ও তাহার সীমা
জয় করিল; কেননা তাহারা তাহার জন্যে দ্বার
খুলিয়া দিল না, এই কারণ সে তাহাদিগকে
বধ করিল ও তাহাদের গর্ব্ভবতীদের উদর বি-
দীর্ণ করিল। ১৭ যিহূদার উষিয় রাজার অধি-
কারের উনচল্লিশ বৎসরে গাদির পুত্র মিনহেম
ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করি-
য়া শোমিরোণে দশ বৎসর রাজত্ব করিল।
১৮ সে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিত,
এবং নিবাটের পুত্র যে যারবিয়াম্ ইস্রায়েল্
বংশকে পাপেতে প্রবৃত্তি দিয়াছিল, তাহার
পাপ যাবজ্জীবন ত্যাগ করিল না। ১৯ পরে
অশূরের পূল্ রাজা সে দেশের বিরুদ্ধে আইল;
তাহাতে পূলের সাহায্যদ্বারা রাজ্য যেন তাহার
বশে স্থির থাকে, এই জন্যে মিনহেম পূল্কে
এক সহস্র মণ রূপা দিল। ২০ এবং অশূরের

রাজাকে তাহা দিবার জন্যে মিনহেম্ তাবৎ
ধনবান লোকহইতে পঞ্চাশ২ শেকল রূপা
লইয়া ইস্রায়েলহইতে ধন আদায় করিল;
অতএব অশূরের রাজা সে দেশে না থাকিয়া
ফিরিয়া গেল।
২১ এই মিনহেমের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত
ক্রিয়া কি ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে
লিখিত নাই? ২২ পরে মিনহেম্ আপন পিতৃ-
লোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইলে তাহার পুত্র
পিকহিয় তাহার পদে রাজা হইল।
২৩ যিহূদার উষিয় রাজার অধিকারের
পঞ্চাশ বৎসরে মিনহেমের পুত্র পিকহিয় ইস্রা-
য়েলের উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া
শোমিরোণে দুই বৎসর রাজত্ব করিল। ২৪ সে
পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিত, এবং
নিবাটের পুত্র যে যারবিয়াম্ ইস্রায়েল্ বংশকে
পাপেতে প্রবৃত্তি দিয়াছিল, তাহার পাপ ত্যাগ
করিল না। ২৫ পরে রিমলিয়ের পুত্র পেকহ
নামক তাহার রথী তাহার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ
করিয়া শোমিরোণে রাজবাটীর অন্তঃপুরে তা-
হাকে ও অর্গোবকে ও অরিয়িকে, ও তাহার
সঙ্গি পঞ্চাশ জন গিলিয়দীয়কে বধ করিয়া
আপনি তাহার পদে রাজ্যাভিষিক্ত হইল।
২৬ এই পিকহিয়ের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত
ক্রিয়া ইস্রায়েলের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে
লিখিত আছে।
২৭ যিহূদার উষিয় রাজার অধিকারের বা-
ওয়ান্ন বৎসরে রিমলিয়ের পুত্র পেকহ ইস্রায়ে-
লের উপরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া
বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত শোমিরোণে রাজত্ব
করিল। ২৮ সে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ
করিত, এবং নিবাটের পুত্র যে যারবিয়াম ইস্রা-
য়েল্ বংশকে পাপেতে প্রবৃত্তি দিয়াছিল, তা-
হার পাপ ত্যাগ করিল না।
২৯ পরে ইস্রায়েলের পেকহ রাজার অধি-
কার সময়ে অশূরের রাজা তিগ্লৎ-পিলেষর
আসিয়া ইয়োন্ ও আবেল-বৈৎমাখা ও যা-
নোহ ও কেদশ ও হাৎসোর্ ও গিলিয়দ্ ও
গালীল্ অর্থাৎ নপ্তালির সকল দেশ হস্তগত
করিল, ও লোকদিগকে বন্দী করিয়া অশূরে
লইয়া গেল।
৩০ পরে উষিয়ের পুত্র যোথমের অধিকা-
রের বিংশতি বৎসরে এলার পৌত্র হোশেয়
রিমলিয়ের পুত্র পেকহের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ
করিয়া তাহাকে প্রহার করিয়া বধ করিল, ও
তাহার পদে আপনি রাজা হইল। ৩১ এই পে-
কহের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া ইস্রায়ে-
লের রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত আছে।

৩২ রিমলিয়ের পুত্র পেকহ নামক ইস্রায়ে-
লীয় রাজার অধিকারের দ্বিতীয় বৎসরে যিহূ-
দার উষিয় রাজার পুত্র যোথম্ রাজত্ব করিতে
লাগিল। ৩৩ সে পঁচিশ বৎসর বয়সে রাজ্য
করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালমে ষোল বৎসর
রাজত্ব করিল; সাদোকের কন্যা যিরূশা তা-
হার মাতা ছিল। ৩৪ সে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে
সদাচরণ করিত, ও আপন পিতা উষিয়ের
কার্য্যানুসারে কার্য্য করিত। ৩৫ কিন্তু টিকরস্থান
সকল উচ্ছিন্ন হইল না, লোকেরা তখনও টিকর-
স্থানে বলিদান করিত ও ধূপ জ্বালাইত; সে
পরমেশ্বরের মন্দিরের উচ্চদ্বার নির্ম্মাণ করিল।
৩৬ এই যোথমের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত
ক্রিয়া যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে কি
লিখিত নাই? ৩৭ ঐ সময়ে পরমেশ্বর অরা-
মের রিৎসীন্ রাজাকে ও রিমলিয়ের পুত্র পে-
কহকে যিহূদার বিরুদ্ধে পাঠাইতে আরম্ভ করি-
লেন। ৩৮ পরে যোথম্ আপন পিতৃলোক-
দের ন্যায় মহানিদ্রিত হইলে আপন পূর্ব্বপুরুষ
দায়ূদের নগরে আপন পিতৃলোকদের নিকটে
কবরপ্রাপ্ত হইল, ও তাহার পুত্র আহস্ তা-
হার পদে রাজ্যাভিষিক্ত হইল।

১৬ অধ্যায়।

১ আহসের কুরাজত্ব করণ, ৫ ও তাহার রুদ্ধ হওন,
৭ ও মুক্ত হওন, ১০ ও নূতন বেদি নির্ম্মাণ, ১৭ ও
মন্দিরের দ্রব্য লুট করণ, ১৯ ও তাহার মৃত্যু।

১ রিমলিয়ের পুত্র পেকহের অধিকারের সপ্ত-
দশ বৎসরে যিহূদার যোথম্ রাজার পুত্র আ-
হস্ রাজত্ব করিতে লাগিল। ২ সেই আহস
বিংশতি বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ
করিয়া যিরূশালমে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব
করিল; সে আপন পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের ন্যায়
আপন প্রভু পরমেশ্বরের সাক্ষাতে সদাচরণ
করিত না। ৩ কিন্তু ইস্রায়েলের রাজাদের পথে
গমন করিত, এবং পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশের
সম্মুখহইতে যে ভিন্নজাতীয়দিগকে দূর করিয়া-
ছিলেন, তাহাদের ঘৃণার্ত ব্যবহারানুসারে আ-
পন পুত্রকেও অগ্নিতে প্রবেশ করাইল। ৪ এবং
টিকরস্থানে ও পর্ব্বতের উপরে ও প্রত্যেক
নবীন বৃক্ষের নীচে বলিদান করিত ও ধূপ
জ্বালাইত।
৫ পরে অরামের রাজা রিৎসীন্ এবং ইস্রা-
য়েলের রিমলিয়ের পুত্র পেকহ রাজা যুদ্ধার্থে
যিরূশালমে আগত হইয়া আহস্কে অবরোধ
করিল, কিন্তু তাহাকে পরাস্ত করিতে পারিল
না। ৬ তথাপি অরামের রাজা রিৎসীন্ সেই
সময়ে এলৎ নগর পুনর্ব্বার অরামের বশীভূত

করিয়া তথাহইতে যিহূদীয়দিগকে দূর করিল; তদবধি অরামীয়েরা এলতে আসিয়া অদ্যাপি সেখানে বাস করিতেছে।

৭ পরে আহস্ অশূরের তিগ্লৎ-পিলেষর্ রাজার নিকটে এই কথা কহিতে দূত পাঠাইল, আমি তোমার দাস ও তোমার পুত্র, তুমি আসিয়া আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধকারি অরামের রাজার ও ইস্রায়েলের রাজার হস্তহইতে আমাকে উদ্ধার কর। ৮ এবং আহস্ পরমেশ্বরের মন্দিরের ও রাজবাটীর ভাণ্ডারে প্রাপ্ত সকল স্বর্ণ ও রূপা লইয়া অশূরের রাজার নিকটে উপঢৌকন পাঠাইল। ৯ তাহাতে অশূরের রাজা তাহার কথা গ্রাহ্য করিল, এবং অশূরের রাজা দম্মেষকের বিরুদ্ধে যাইয়া তাহা হস্তগত করিল, এবং তাহার প্রজাদিগকে বন্দী করিয়া কীরে লইয়া গেল, এবং রিৎসীন্কে বধ করিল।

১০ অপর আহস্ রাজা অশূরের তিগ্লৎ-পিলেষর্ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দম্মেষকে গেল; সেখানে দম্মেষকস্থ এক যজ্ঞবেদি দেখিয়া আহস্ রাজা তাহার আকৃতি ও তাহাতে যে২ কার্য্য ছিল, তাহার নিদর্শন লিখিয়া ঊরিয় যাজকের নিকটে পাঠাইল। ১১ তাহাতে দম্মেষক্হইতে আহস্ রাজার আগমনের পূর্ব্বে ঊরিয় যাজক দম্মেষক্হইতে তাহার প্রেরিত নিদর্শনানুসারে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিল। ১২ পরে রাজা দম্মেষক্হইতে উপস্থিত হইয়া সেই বেদি দেখিতে গেল। অপর রাজা সেই বেদির নিকটে যাইয়া তাহার উপরে বলিদান করিতে, অর্থাৎ হোমবলি ও ভক্ষ্য নৈবেদ্য দগ্ধ করিতে ও পেয় নৈবেদ্য ঢালিতে, ১৩ এবং সেই বেদির উপরে আপন মঙ্গলার্থক বলি সকলের রক্ত ছিটাইতে লাগিল। ১৪ আর পরমেশ্বরের সম্মুখস্থ যে পিত্তলময় বেদি তাহা মন্দিরের সম্মুখহইতে অর্থাৎ পরমেশ্বরের মন্দির ও নূতন বেদির মধ্যস্থানহইতে সরাইয়া নূতন বেদির উত্তর দিগে স্থাপন করিল। ১৫ পরে আহস্ রাজা ঊরিয় যাজককে এই কথা কহিয়া আজ্ঞা দিল; বড় বেদির উপরে প্রাতঃকালীয় হোমবলি ও সন্ধ্যাকালীয় নৈবেদ্য, এবং রাজার হোমবলি ও তাহার নৈবেদ্য, এবং দেশের সমস্ত লোকদের হোমবলি এবং তাহার ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্য উৎসর্গ করিও, এবং অন্য২ হব্যের ও বলিদানের সকল রক্ত তাহার উপরে ছড়াইয়া দিও; কিন্তু পিত্তলময় বেদির বিষয় আমাকে বিবেচনা করিতে হয়। ১৬ তাহাতে ঊরিয় যাজক আহস্ রাজার আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিল।

১৭ পরে আহস্ রাজা পীঠ সকলের মধ্যদেশ কাটিয়া তাহার উপরহইতে প্রক্ষালনপাত্র স্থানান্তর করিল, এবং সমুদ্রুপ পাত্রের নীচে যে২ পিত্তলময় বলদ ছিল, তাহার উপরহইতে তাহা নামাইয়া প্রস্তরাচ্ছাদিত ভূমির উপরে রাখিল। ১৮ এবং তাহারা বিশ্রামদিনের জন্যে মন্দিরের পথের যে আচ্ছাদন ও বাহিরে রাজার প্রবেশ পথের যে দ্বার করিয়াছিল, তাহা অশূরের রাজার ভয়ে পরমেশ্বরের মন্দিরের মধ্যে রাখিল।

১৯ এই আহসের অবশিষ্ট ক্রিয়ার বৃত্তান্ত যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে কি লিখিত নাই? ২০ পরে আহস্ আপন পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইলে আপন পিতৃলোকদের নিকটে দায়ূদের নগরে কবরপ্রাপ্ত হইল; এবং তাহার পুত্র হিষ্কিয় তাহার পদে রাজা হইল।

১৭ অধ্যায়।

১ হোশেয়ের কুরাজত্ব করণ ও তাহার দণ্ড, ৫ ও ইস্রায়েল্ লোকদের পাপ ও বন্দিত্ব, ২৪ ও তাহাদের দেশে অন্য লোকদিগকে স্থাপন।

১ যিহূদার আহস্ রাজার অধিকারের দ্বাদশ বৎসরে এলার পুত্র হোশেয় শোমিরোণে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া নয় বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করিল। ২ সে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিত বটে, কিন্তু তাহার পূর্ব্ববর্ত্তি ইস্রায়েলীয় রাজাদের ন্যায় নহে। ৩ পরে অশূরের রাজা শলমনেষর্ তাহার বিরুদ্ধে আগমন করিলে হোশেয় তাহার দাস হইল ও তাহাকে উপঢৌকন দিতে লাগিল। ৪ পরে অশূরের রাজা হোশেয়ের বিশ্বাসঘাতকতা পাইল, কেননা সে মিসরের সো রাজার নিকটে দূতগণকে প্রেরণ করিল, এবং বৎসর২ যেমত করিত, অশূরের রাজার প্রতি তদ্রূপ উপঢৌকন আর পাঠাইল না; অতএব অশূরের রাজা তাহাকে রুদ্ধ ও কারাগারে বদ্ধ করিল।

৫ পরে অশূরের রাজা তাবৎ দেশ আক্রমণ করিল, ও শোমিরোণে যাইয়া তিন বৎসর পর্য্যন্ত তাহা রোধ করিয়া থাকিল। ৬ পরে হোশেয়ের অধিকারের নবম বৎসরে অশূরের রাজা শোমিরোণ্ হস্তগত করিয়া ইস্রায়েল্ লোকদিগকে অশূর্ দেশে লইয়া গেল, এবং হলহে ও গোষন্ দেশীয় হাবোর্ নদীতীরে ও মাদীয়দের নানা নগরে স্থাপন করিল। ৭ কেননা ইস্রায়েল্ বংশকে মিসর্দেশহইতে অর্থাৎ মিসরের ফিরৌণ্ রাজার হস্তহইতে আনিয়াছিলেন যে তাহাদের প্রভু পরমেশ্বর, তাঁহার বিরুদ্ধে তাহারা পাপ করিত ও

ইতর দেবগণকে ভয় করিত। ৮ এবং পরমে-
শ্বর ইস্রায়েল্ বংশের সম্মুখহইতে যে ভিন্নজা-
তীয়দিগকে দূর করিয়াছিলেন, তাহাদের এবং
ইস্রায়েলের রাজগণের প্রণীত বিধি অনুসারে
চলিত। ৯ যে২ কর্ম্ম কর্ত্তব্য নয়, ইস্রায়েল্
বংশ আপন প্রভু পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে তাহাই
গুপ্তরূপে করিত, এবং প্রহরির গৃহ অবধি
প্রাচীরবেষ্টিত নগর পর্য্যন্ত আপনাদের সকল
নগরে আপনাদের জন্যে টিকরস্থান নির্ম্মাণ
করিত। ১০ এবং প্রত্যেক উচ্চ পর্ব্বতের উপরে
ও প্রত্যেক নবীন বৃক্ষের নীচে প্রতিমা ও চৈত্য
বৃক্ষ স্থাপন করিত। ১১ এবং পরমেশ্বর তা-
হাদের সম্মুখহইতে যে ভিন্নজাতীয়দিগকে দূর
করিয়াছিলেন, তাহাদের ন্যায় আপনাদের সকল
টিকরস্থানে ধূপ জ্বালাইত, এবং পরমেশ্বরকে
ক্রুদ্ধ করিতে পাপ কর্ম্ম করিত। ১২ এবং পর-
মেশ্বর যে বিষয়ে কহিয়াছিলেন, এমত কর্ম্ম
করিও না, তাহাই অর্থাৎ দেবগণের সেবা
করিত। ১৩ তথাপি পরমেশ্বর আপন তাবৎ
ভবিষ্যদ্বক্তা ও দর্শকের দ্বারা ইস্রায়েলের ও
যিহূদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওনার্থে এই রূপ
কথা কহিতেন, তোমরা আপনাদের কুপথহই-
তে ফির, এবং আমি তোমাদের পিতৃলোক-
দিগকে যে সমস্ত ব্যবস্থা দিয়াছি, ও আমার
দাস ভবিষ্যদ্বক্তাদের হস্তদ্বারা তোমাদের নিকটে
পাঠাইয়াছি, তদনুসারে আমার আজ্ঞা ও বিধি
পালন কর। ১৪ কিন্তু তাহারা সেই কথা অগ্রা-
হ্য করিয়া আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরেতে অপ্র-
ত্যয়কারি পূর্ব্বপুরুষদের ন্যায় আপনাদের
গ্রীবা দৃঢ় করিত। ১৫ এবং তাঁহার বিধি, ও তাহা-
দের পিতৃলোকদের প্রতি স্থাপিত তাঁহার নি-
য়ম, ও তাহাদের প্রতি দত্ত তাঁহার সাক্ষ্য অব-
জ্ঞা করিয়া অসার প্রতিমার অনুগামী হইয়া-
ছিল; এবং পরমেশ্বর যাহাদের মত কর্ম্ম করিতে
নিষেধ করিয়াছিলেন, সেই চতুর্দ্দিকস্থ ভিন্নজা-
তীয়দের অনুগমন করিতে হতবুদ্ধি হইয়াছিল।
১৬ তাহারা আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের
তাবৎ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আপনাদের জন্যে
ছাঁচে ঢালা দুই বৎস নির্ম্মাণ করিয়াছিল, ও
চৈত্য বৃক্ষ স্থাপন করিত, ও আকাশের জ্যো-
তির্গণের পূজা ও বালের সেবা করিত। ১৭ এবং
আপন২ পুত্র কন্যাদিগকে অগ্নিতে প্রবেশ
করাইত, এবং মন্ত্র পড়াইত, ও মোহন ব্যবহার
করিত, এবং পরমেশ্বরের সাক্ষাতে তাঁহার
ক্রোধজনক কদাচরণ করিতে আপনাদিগকে
বিক্রয় করিত। ১৮ এই জন্যে পরমেশ্বর ইস্রা-
য়েল্ বংশের প্রতি বড় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদি-
গকে আপন সাক্ষাৎহইতে দূর করিলেন;
কেবল যিহূদা বংশ ব্যতিরেকে আর কোন
বংশ অবশিষ্ট থাকিল না। ১৯ এবং যিহূদার
লোকেরাও আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞা
পালন না করিয়া ইস্রায়েল্ রাজ্যীয় লোক-
দের প্রণীত বিধি অনুসারে চলিতে লাগিল।
২০ অতএব পরমেশ্বর ইস্রায়েলের সমস্ত বংশ-
কে নিগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে দুঃখ দিলেন,
এবং যাবৎ আপন সাক্ষাৎহইতে দূর না করি-
লেন, তাবৎ তাহাদিগকে নাশকদের হস্তগত
করিলেন। ২১ কেননা তিনি দায়ূদের বংশহইতে
ইস্রায়েল্ রাজ্য কাড়িয়া লইলে লোকেরা নি-
বাটের পুত্র যে যারবিয়াম্কে রাজা করিয়া-
ছিল, সেই যারবিয়াম্ পরমেশ্বরের সেবাহইতে
ইস্রায়েল্ বংশকে পরাঙ্মুখ করিয়া তাহাদিগকে
মহাপাপেতে প্রবৃত্তি দিয়াছিল। ২২ এবং যা-
রবিয়াম্ যেরূপ পাপাচরণ করিয়াছিল, ইস্রা-
য়েল্ বংশ তদ্রূপ পাপাচরণ করিত। ২৩ এবং
পরমেশ্বর আপন দাস ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের প্রমুখাৎ
যে রূপ কহিয়াছিলেন, তদনুসারে ইস্রায়েল্
বংশকে যাবৎ আপন সম্মুখহইতে দূর না
করিলেন, তাবৎ তাহারা তাহা ত্যাগ করিল
না। এই রূপে ইস্রায়েল্ বংশ আপন দেশ-
হইতে অশূরে নীত হইল, ও অদ্যাপি সেই
স্থানে আছে।

২৪ পরে অশূরের রাজা বাবিল্ ও কূথা ও
অব্বা ও হমাৎ ও সিফর্ব্বয়িম্হইতে লোকদি-
গকে আনিয়া ইস্রায়েলের পরিবর্ত্তে তাহাদি-
গকে শোমিরোণ্ দেশীয় তাবৎ নগরে স্থাপন
করিল; তাহাতে তাহারা শোমিরোণ্ অধিকার
করিয়া সেই দেশীয় নগরের মধ্যে বসতি
করিল। ২৫ সেখানে তাহাদের বাসের আরম্ভ
সময়ে তাহারা পরমেশ্বরকে ভয় করিত না,
এই জন্যে পরমেশ্বর তাহাদের মধ্যে সিংহ-
গণকে পাঠাইলে তাহারা লোকদিগকে নষ্ট
করিতে লাগিল। ২৬ অতএব লোকেরা অশূ-
রের রাজাকে কহিল, তুমি যে জাতিদিগকে
স্থানান্তর করিয়া শোমিরোণ্ দেশীয় নগরে
স্থাপন করিয়াছ, তাহারা সেই দেশীয় দেব-
তার বিধি জানে না; এই জন্যে দেবতা তা-
হাদের মধ্যে সিংহগণকে পাঠাইয়াছে, এবং
দেখ, সিংহগণ তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতেছে,
কেননা তাহারা সে দেশীয় দেবতার বিধি
জানে না। ২৭ পরে অশূরের রাজা এই আজ্ঞা
করিল, তোমরা তথাহইতে যে যাজকদিগকে
আনিয়াছ, তাহাদের এক জনকে সেই দেশে
লইয়া যাও; লোকেরা সেখানে যাইয়া বাস
করুক, এবং সে তাহাদিগকে সে দেশের দে-
বতার বিধি শিক্ষা দিউক। ২৮ পরে তাহারা

শোমিরোণহইতে যে যাজকদিগকে লইয়া গি-
য়াছিল, তাহাদের এক জন আসিয়া বৈথেলে
বাস করিল, এবং যে রূপে পরমেশ্বরকে ভয়
করিতে হয়, তাহা লোকদিগকে শিখাইতে লা-
গিল। ২৯ তথাপি প্রত্যেক জাতীয় লোকেরা
আপন২ দেবগণ নির্ম্মাণ করিল, এবং শোমি-
রোণীয়েরা যে২ টিকরস্থানে মন্দির করিয়াছিল,
সেই২ স্থানে প্রত্যেক জাতিরা আপন২ নি-
বাসনগরে আপন২ দেবগণকে স্থাপন করিল।
৩০ এই রূপে বাবিলীয় লোকেরা সুক্কোৎ-বি-
নোৎকে নির্ম্মাণ করিল, ও কূথীয় লোকেরা
নের্গল্কে, ও হমাতের লোকেরা অশীমাকে
নির্ম্মাণ করিল। ৩১ এবং অব্বীয়েরা নিভস্ ও
তর্ত্তক্কে নির্ম্মাণ করিল, ও সিফর্বীয়েরা সিফ-
র্বয়িমের দেবতার অর্থাৎ অদ্রম্মেলকের ও অন-
ম্মেলকের উদ্দেশে আপন২ বালকগণকে দগ্ধ
করিতে লাগিল। ৩২ তাহারা পরমেশ্বরকে ভয়
করিত, এবং আপনাদের জন্যে অন্য লোক-
দের মধ্যহইতে টিকরস্থানের মন্দিরে যজ্ঞকারি
যাজকদিগকে মনোনীত করিত। ৩৩ তাহারা পর-
মেশ্বরকেও ভয় করিত, এবং যে২ জাতিহইতে
নীত হইয়াছিল, তাহাদের মত আপন২ দেব-
গণেরও সেবা করিত। ৩৪ তাহারা অদ্য পর্য্যন্ত
পূর্ব্বকালের আচারের ন্যায় আচার করিতেছে,
পরমেশ্বরকে ভয় করে না, ও তাঁহার বিধি ও
ব্যবস্থানুসারে, অর্থাৎ পরমেশ্বর যাহার নাম
ইস্রায়েল্ রাখিলেন, সেই যাকুবের বংশকে
যে আজ্ঞা ও ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, তদনুসারে
চলে না। ৩৫ পরমেশ্বর সেই বংশের সহিত
নিয়ম করিয়া এই আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তোমরা
ইতর দেবগণকে ভয় করিও না, ও তাহাদিগকে
প্রণাম করিও না, ও তাহাদের সেবা করিও না,
ও তাহাদের উদ্দেশে বলিদান করিও না। ৩৬ কিন্তু
যে পরমেশ্বর মহাপরাক্রমে ও বিস্তীর্ণ বাহুদ্বারা
মিসর্দেশহইতে তোমাদিগকে আনিয়াছেন, তাঁ-
হাকে ভয় করিও, ও তাঁহার ভজনা করিও, ও
তাঁহার উদ্দেশে বলিদান করিও। ৩৭ এবং তিনি
তোমাদের জন্যে যে বিধি ও ব্যবস্থা ও রাজ-
নীতি ও আজ্ঞা লিখিয়া দিয়াছেন, মনোযোগ
করিয়া তদনুসারে সর্ব্বদা চলিও, ইতর দেবগণ-
কে ভয় করিও না। ৩৮ আমি তোমাদের
সহিত যে নিয়ম করিয়াছি, তাহা বিস্মৃত হইও
না, ও ইতর দেবগণকে ভয় করিও না। ৩৯ কিন্তু
আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরকে ভয় করিও, তিনি
তোমাদের তাবৎ শত্রুর হস্তহইতে তোমাদিগকে
উদ্ধার করিবেন। ৪০ তথাপি তাহারা তাহা না
শুনিয়া আপনাদের পূর্ব্বমতানুসারে চলে। ৪১ এই
রূপে সেই ভিন্নজাতীয় লোকেরা পুত্রপৌত্রক্রমে
পরমেশ্বরকেও ভয় করিয়া এবং আপনাদের
ছাঁচে ঢালা প্রতিমার সেবাও করিয়া আসিতেছে;
তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যেরূপ করিত, তাহারাও
অদ্য পর্য্যন্ত সেই রূপ করিতেছে।

১৮ অধ্যায়।

১ হিষ্কিয়ের সুরাজত্ব করণ, ৪ ও দেবপূজা দূর করণ, ৯ ও শোমিরোণের পরাস্ত হওন, ১৩ ও সন্হেরীবের যিহূদা দেশ আক্রমণ করণ ও উপঢৌকনপ্রাপ্তি, ১৭ ও রব্শাকির নিন্দার কথা।

১ এলার পুত্র ইস্রায়েলের রাজা হোশেয়ের
অধিকারের তৃতীয় বৎসরে যিহূদার আহস
রাজার পুত্র হিষ্কিয় রাজত্ব করিতে লাগিল।
২ সে পঁচিশ বৎসর বয়সে রাজ্য করিতে আ-
রম্ভ করিয়া ঊনত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত যিরূশা-
লমে রাজত্ব করিল; সিখরিয়ের কন্যা অবী
তাহার মাতা ছিল। ৩ সে আপন পূর্ব্বপুরুষ
দায়ূদের কার্য্যানুসারে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে
সদাচরণ করিত।
৪ সে টিকরস্থান সকল উচ্ছিন্ন করিল, ও
প্রতিমা ভগ্ন করিল, এবং চৈত্যবৃক্ষ ছেদন
করিল; এবং মূসা যে পিত্তলময় সর্প নির্ম্মাণ
করিয়াছিল, তাহা ভগ্ন করিল, কেননা ইস্রা-
য়েল্ বংশ সেই সময় পর্য্যন্ত তাহার উদ্দেশে
ধূপ জ্বালাইত; এবং সে তাহার নাম নিহু-
ষ্টন্ (পিত্তলখণ্ড) রাখিল। ৫ সে ইস্রায়েলের
প্রভু পরমেশ্বরেতে বিশ্বাস করিত; যিহূদার রা-
জাদের মধ্যে পূর্ব্বে কি পরে তাহার তুল্য
কেহ ছিল না। ৬ সে পরমেশ্বরেতে আসক্ত
ছিল, তাঁহার পশ্চাদ্গমনহইতে ফিরিল না,
এবং পরমেশ্বর মূসাকে যে২ আজ্ঞা দিয়াছি-
লেন, তাহা পালন করিত। ৭ এবং পরমেশ্বর
তাহার সহবর্ত্তী থাকিলেন, আর সে যাহাতে২
প্রবৃত্ত হইত, তাহাতেই কৃতকার্য্য হইত; সে
অশূরের রাজার অধীনতা ত্যাগ করিয়া তা-
হার সেবা আর করিল না। ৮ এবং অসা ও
তাহার সীমা অর্থাৎ রক্ষকদের দুর্গ অবধি
প্রাচীরবেষ্টিত নগর পর্য্যন্ত পিলেষ্টীয়দিগকে
পরাস্ত করিল।
৯ পরে হিষ্কিয় রাজার অধিকারের চতুর্থ
বৎসরে, এবং এলার পুত্র ইস্রায়েলের হো-
শেয় রাজার অধিকারের সপ্তম বৎসরে অশূ-
রের শল্মনেষর রাজা শোমিরোণের বিরুদ্ধে
আসিয়া তাহা অবরোধ করিল। ১০ এবং তিন
বৎসরের পরে তাহা হস্তগত করিল; হিষ্কিয়
রাজার অধিকারের ষষ্ঠ বৎসরে, ও ইস্রায়েলের
হোশেয় রাজার অধিকারের নবম বৎসরে
শোমিরোণ্ পরহস্তগত হইল। ১১ পরে অশূ-

রের রাজা ইস্রায়েলীয়দিগকে অশূর্ দেশে
লইয়া যাইয়া হলহে ও গোষন্ দেশের হা-
বোর্ নদীতীরে ও মাদীয়দের নানা নগরে
স্থাপন করিল। ১২ কেননা তাহারা আপনা-
দের প্রভু পরমেশ্বরের কথা মানিত না, এবং
তাঁহার নিয়ম ও পরমেশ্বরের দাস মূসার আজ্ঞা
লঙ্ঘন করিত, তাহা শুনিতে কিম্বা পালন
করিতে ইচ্ছা করিত না।

১৩ পরে হিষ্কিয় রাজার অধিকারের চতুর্দ্দশ
বৎসরে অশূরের সন্হেরীব্ রাজা যিহূদার
প্রাচীরবেষ্টিত নগর সকলের বিরুদ্ধে আসিয়া
তাহা হস্তগত করিল। ১৪ তাহাতে যিহূদার
হিষ্কিয় রাজা লাখীশ্ নগরে অশূরের রাজার
নিকটে এই কথা কহিয়া লোক পাঠাইল, আমি
অপরাধ করিলাম, আমার নিকটহইতে ফি-
রিয়া যাও; তুমি আমাকে যে দণ্ড দিবা, তাহা
আমি সহ্য করিব। তাহাতে অশূরের রাজা
যিহূদার হিষ্কিয় রাজার তিন শত মণ রূপা ও
ত্রিশ মণ স্বর্ণ দণ্ড নিরূপণ করিল। ১৫ অত-
এব হিষ্কিয় পরমেশ্বরের গৃহে ও রাজবাটীর
ভাণ্ডারে প্রাপ্ত সকল রূপা তাহাকে দিল।
১৬ ঐ সময়ে হিষ্কিয় পরমেশ্বরের মন্দিরের
দ্বারের, ও যিহূদার রাজা হিষ্কিয় যে স্তম্ভ
মণ্ডিত করিয়াছিল, তাহারও স্বর্ণ কাটিয়া অশূ-
রের রাজাকে দিল।

১৭ পরে অশূরীয় রাজা বিস্তর সৈন্যসাম-
ন্তের সহিত তর্ত্তন্কে ও রব্সারীষ্কে ও রব-
শাকিকে লাখীশ নগরহইতে যিরূশালম্ নগরে
হিষ্কিয় রাজার কাছে প্রেরণ করিলে তাহারা
যাত্রা করিয়া যিরূশালমে উপস্থিত হইল, এবং
আসিয়া উপরিস্থ পুষ্করিণীর প্রণালীতে রজকের
ভূমিতে যাওন পথে অবস্থিতি করিল। ১৮ পরে
তাহারা রাজাকে আহ্বান করিলে হিল্কিয়ের
পুত্র ইলিয়াকীম্ নামে রাজবাটীর অধ্যক্ষ ও
শিব্ন লেখক ও আসফের পুত্র যোয়াহ নামা
ইতিহাসরচক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বা-
হিরে গেল। ১৯ তাহাতে রব্শাকি তাহাদিগকে
কহিল, তোমরা হিষ্কিয়কে এই কথা বল, মহা-
রাজ অর্থাৎ অশূরের রাজা কহেন, তুমি যে
বিশ্বাস করিতেছ, সে কেমন বিশ্বাস? ২০ তুমি
কহিতেছ, সংগ্রাম করিতে আমার মন্ত্রণা ও
বল আছে, কিন্তু তাহা শব্দমাত্র; অতএব তুমি
কাহাতে ভরসা করিয়া আমার অনাজ্ঞাবহ
হইলা? ২১ দেখ, তুমি ঐ ভাঙ্গা নলরূপ যষ্টিতে,
অর্থাৎ মিসরেতে বিশ্বাস করিতেছ; কিন্তু যে
কেহ তাহাতে নির্ভর দেয়, তাহার হস্ত বিদ্ধ
হইয়া ক্ষতযুক্ত হয়; আপন তাবৎ শরণাগতের
প্রতি মিস্রীয় ফিরৌণ্ রাজা তদ্রূপ। ২২ আর
যদি তোমরা বল, আমরা আপন ঈশ্বর যি-
হোবাতে প্রত্যাশা করি, তবে (আমি বলি,)
হিষ্কিয় যাঁহার টিকরস্থান ও বেদি সকল দূর
করিয়া যিহূদীয়দিগকে ও যিরূশালমস্থিত লোক-
দিগকে কহিয়াছে, তোমরা কেবল যিরূশা-
লমস্থ এই বেদির নিকটে ভজনা করিবা, তিনি
কি সে নন্? ২৩ এখনি আমার প্রভু অশূরীয়
রাজার সহিত পণ কর, তুমি যদি আরোহক
লোক দিতে পার, তবে আমি তোমাকে দুই
সহস্র অশ্ব দিব। ২৪ তাহা না পারিলে কি
প্রকারে আমার প্রভুর অতি নীচ দাসগণের
মধ্যে এক জন সেনাপতিকে পরাঙ্মুখ করিবা?
কিন্তু তুমি রথ ও অশ্বের জন্যে মিসরেতে বি-
শ্বাস করিতেছ। ২৫ আর আমি কি যিহো-
বার সাহায্য ব্যতিরেকে এ দেশ উচ্ছিন্ন করিতে
এখন আইলাম? তুমি ঐ দেশে গিয়া বিনাশ
কর, যিহোবাই আমাকে এই আজ্ঞা দিয়াছেন।

২৬ তাহাতে হিল্কিয়ের পুত্র ইলিয়াকীম্ ও
শিব্ন ও যোয়াহ রব্শাকিকে কহিল, বিনয়
করি, অরামীয় ভাষাতে আপনকার দাসদিগকে
কহুন, কেননা আমরা তাহা বুঝিতে পারি;
প্রাচীরের উপরিস্থ লোকদের কর্ণগোচরে আ-
মাদের প্রতি যিহূদীয় ভাষাতে না কহুন।
২৭ রব্শাকি উত্তর করিল, আমার প্রভু কি
কেবল তোমার রাজাকে ও তোমাকে এই কথা
কহিতে আমাকে পাঠাইয়াছেন? ঐ যে লো-
কেরা তোমাদের সহিত আপন২ বিষ্ঠা ভোজন
করিতে ও আপন২ মূত্র পান করিতে প্রাচী-
রের উপরে বসিয়া আছে, তাহাদিগকেও কহিতে
কি নয়? ২৮ পরে রবশাকি দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃ-
স্বরে যিহূদীয় ভাষাতে কহিতে লাগিল, তো-
মরা মহারাজের অর্থাৎ অশূরীয় রাজার কথা
শুন। ২৯ মহারাজ কহিলেন, তোমাদিগকে
ভুলাইতে হিষ্কিয়কে দিও না, কেননা আমার
হস্তহইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিতে তাহার
সাধ্য নাই। ৩০ এবং যিহোবাঃ আমাদিগকে
অবশ্য উদ্ধার করিবেন, এই নগর কখনো
অশূরীয় রাজার হস্তগত হইবে না, ইহা কহিয়া
হিষ্কিয় যেন তোমাদিগকে পরমেশ্বরে বিশ্বাস
না করায়। ৩১ হিষ্কিয়ের কথা শুনিও না; কেন-
না অশূরের রাজা কহেন, তোমরা আমার সঙ্গে
সন্ধি করিয়া আমার কাছে আইস; এবং
প্রত্যেক জন আপন২ দ্রাক্ষাফল ও ডুম্বুরফল
ভোজন কর ও আপন২ পুষ্করিণীর জল পান
কর; ৩২ পরে আমি আসিয়া তোমাদের নিজ
দেশের মত শস্য ও দ্রাক্ষারস ও ভক্ষ্য ও
দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও জিতবৃক্ষ ও তৈল ও মধু বিশিষ্ট
কোন দেশে তোমাদিগকে লইয়া যাইব; তাহা

করিলে তোমরা বাঁচিবা, মরিবা না। যিহোবাঃ
আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন, এই কথাতে
মনোযোগ করাইয়া হিষ্কিয় তোমাদিগকে না
ভুলাউক। ৩৩ অন্য দেশীয় দেবতাগণ অশূরীয়
রাজার হস্তহইতে কি আপন২ দেশ রক্ষা
করিয়াছে? ৩৪ হমাতের ও অর্পদের দেবগণ
কোথায়? এবং সিফর্বয়িমের ও হেনার ও
অব্বার দেবগণ কোথায়? দেবগণ কি আ-
মার হস্তহইতে শোমিরোণকে রক্ষা করিয়াছে?
৩৫ যদি এই সকল দেশীয় দেবগণের মধ্যে
কেহ আমার হস্তহইতে দেশ রক্ষা করিতে
পারে নাই, তবে যিহোবাঃ আমার হস্তহইতে
কি যিরূশালম্‌কে উদ্ধার করিবেন? ৩৬ কিন্তু
লোকেরা নীরব হইয়া থাকিল, এক কথারও
উত্তর করিল না, কারণ তাহাকে উত্তর দিও
না, রাজার এই আজ্ঞা ছিল। ৩৭ পরে হিল্‌-
কিয়ের পুত্র ইলিয়াকীম্‌ নামে রাজবাটীর
অধ্যক্ষ ও শিব্‌ন লেখক ও আসফের পুত্র
যোয়াহ ইতিহাসরচক আপন২ বস্ত্র চিরিয়া
হিষ্কিয়ের নিকটে আসিয়া রব্‌শাকির কথা
জ্ঞাত করিল।

১৯ অধ্যায়।

১ যিশায়িয়ের নিকটে হিষ্‌কিয়ের দূত পাঠাওন ও
যিশায়িয়ের উত্তর, ৮ ও হিষ্‌কিয়ের নিকটে
অশূরীয় রাজার অন্য পত্র প্রেরণ, ১৪ ও হিষ্‌-
কিয়ের প্রার্থনা, ২০ ও যিশায়িয়ের ভবিষ্যদ্বাক্য,
৩৫ ও সন্‌হেরীবের সৈন্যসামন্তের বিনাশ ও
তাহার মৃত্যু।

১ হিষ্কিয় রাজা ইহা শুনিয়া আপন বস্ত্র চিরি-
য়া ও চট পরিধান করিয়া পরমেশ্বরের মন্দি-
রে গমন করিল। ২ এবং চটপরিহিত রাজ-
বাটীর অধ্যক্ষ ইলিয়াকীম্‌কে ও শিব্‌ন লেখক-
কে এবং প্রাচীন যাজকদিগকে আমোসের
পুত্র যিশায়িয় ভবিষ্যদ্বক্তার নিকটে পাঠাইল।
৩ তাহাতে তাহারা তাহাকে কহিল, হিষ্কিয়
কহিলেন, অদ্যকার দিবস ক্লেশ ও অনুযোগ
ও অপমানের দিবস, কেননা বালকপ্রসবের
সময় উপস্থিত, কিন্তু প্রসব করিতে শক্তি নাই।
৪ অমর ঈশ্বরকে নিন্দা করণার্থে আপন প্রভু
অশূরীয় রাজকর্ত্তৃক প্রেরিত রব্‌শাকি যে সকল
কথা কহিল, হয় তো তোমার প্রভু পরমেশ্বর
তাহা শুনিবেন, এবং তোমার প্রভু পরমেশ্বর
সেই সকল কথা শুনিয়া তাহার শাসন করি-
বেন; অতএব তুমি বিনয়পূর্ব্বক অবশিষ্ট লো-
কদের নিমিত্তে প্রার্থনা কর। ৫ এই রূপে হি-
ষ্কিয় রাজার দাসগণ যিশায়িয়ের নিকটে উপ-
স্থিত হইলে, ৬ যিশায়িয় তাহাদিগকে কহিল,
তোমাদের কর্ত্তাকে বল, পরমেশ্বর কহেন, তুমি
যাহা শুনিয়াছ, ও যাহাদ্বারা অশূরীয় রাজার
দাসগণ আমার নিন্দা করিয়াছে, সেই সকল
কথাতে ভীত হইও না। ৭ দেখ, আমি তাহার
মধ্যে এক আত্মা প্রবেশ করাইব, এবং সে
কোন সমাচার শুনিয়া আপন দেশে ফিরিয়া
যাইবে, পরে আমি স্বদেশে তাহাকে খড়্গ-
দ্বারা নিপাত করিব।

৮ পরে অশূরীয় রাজা লাখীশ্‌ নগরহইতে
গিয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া রব্‌শাকি ফিরিয়া
যাইয়া সৈন্যদ্বারা লিব্‌না নগর বেষ্টন সময়ে
তাহার সহিত মিলিল। ৯ সেই সময়ে “কূশ্‌
দেশীয় তির্হক রাজা তোমার সহিত সংগ্রাম
করিতে আসিতেছে,” সে এই সংবাদ পাইল;
তাহাতে পুনর্ব্বার হিষ্কিয়ের নিকটে দূতগণকে
পাঠাইয়া কহিল, ১০ তোমরা যিহূদীয় হিষ্কিয়
রাজাকে কহ, যিরূশালম অশূরের রাজার হস্ত-
গত হইবে না, তোমার বিশ্বাসভূমি ঈশ্বর তো-
মার এমত ভ্রান্তি না জন্মাউন। ১১ দেখ, নানা
দেশ বর্জ্জনীয়রূপে বিনষ্ট ও সর্ব্বতোভাবে
উচ্ছিন্ন করিতে অশূরীয় রাজগণ যে রূপ কার্য্য
করিয়াছে, তাহা তুমি শুনিয়াছ; তবে তুমি কি
প্রকারে উদ্ধার পাইবা? ১২ আমার পূর্ব্বপুরুষ-
দের দ্বারা বিনষ্ট গোষন্‌ ও হারণ্‌ ও রেৎসফ্‌
দেশীয়দের ও তিলঃসর নিবাসি এদনের সন্তা-
নদের দেবগণ কি তাহাদের উদ্ধার করিয়াছে?
১৩ হমাতের রাজা কোথায়? ও অর্পদের রাজা
কোথায়? এবং সিফর্বয়িম্‌ নগরের ও হেনার
ও অব্বার রাজা কোথায়?

১৪ পরে হিষ্কিয় দূতগণের হস্তহইতে ঐ
পত্র লইয়া পাঠ করিলে পর পরমেশ্বরের
মন্দিরে গিয়া পরমেশ্বরের সম্মুখে তাহা বিস্তার
করিল। ১৫ এবং হিষ্কিয় পরমেশ্বরের নিকটে
এই প্রার্থনা করিল, হে কিরূবদের উপরে উপ-
বিষ্ট ইস্রায়েলের ঈশ্বর যিহোবাঃ, কেবল তুমি
পৃথিবীর তাবৎ রাজ্যের ঈশ্বর; তুমিই স্বর্গ ও
পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছ। ১৬ হে পরমেশ্বর, কর্ণ
পাতিয়া শুন; হে পরমেশ্বর, আপন চক্ষু
উন্মীলন করিয়া দেখ। সন্‌হেরীব্‌ অমর ঈশ্বর-
কে বিদ্রূপ করণার্থে যে সকল কথা কহিয়া পা-
ঠাইল, তাহা শুন। ১৭ হে পরমেশ্বর, অশূরীয়
রাজগণ সমস্ত দেবপূজক জাতির ও তাহাদের
দেশের বিনাশ করিয়াছে, ১৮ এবং তাহাদের
দেবগণকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছে, ইহা
সত্য বটে, কারণ তাহারা ঈশ্বর নয়, কিন্তু
মনুষ্যের হস্তকৃত কাষ্ঠ ও প্রস্তরময় বস্তু; এই
জন্যে তাহারা তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছে।
১৯ কিন্তু হে আমাদের প্রভো পরমেশ্বর, আমি

এই নিবেদন করি, সম্প্রতি তুমি তাহার হস্ত-
হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর; তাহাতে হে
পরমেশ্বর, কেবল তুমিই ঈশ্বর আছ, ইহা পৃথি-
বীস্থ তাবৎ রাজ্যের লোকেরা জ্ঞাত হইবে।
২০ পরে আমোসের পুত্র যিশায়িয় হিষ্কি-
য়ের নিকটে এই কথা কহিয়া পাঠাইল; ইস্রা-
য়েলের প্রভু পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তুমি
অশূরীয় সন্‌হেরীব্ রাজার বিষয়ে আমার কা-
ছে যে প্রার্থনা করিয়াছ, তাহা আমি শুনিলাম।
২১ পরমেশ্বর তাহার বিষয়ে এই কথা কহেন,
সিয়োনের কন্যা তোমাকে তুচ্ছ করিতেছে ও
তোমাকে পরিহাস করিতেছে, ও যিরূশালমের
কন্যা তোমার পশ্চাতে মস্তক নাড়িতেছে।
২২ তুমি কাহাকে বিদ্রূপ ও নিন্দা করিয়াছ? ও
কাহার বিরুদ্ধে উচ্চশব্দ ও ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়াছ? কি
ইস্রায়েলের ধর্ম্মস্বরূপের বিরুদ্ধে? ২৩ তুমি আ-
পন দূতগণের দ্বারা প্রভুকে বিদ্রূপ করিয়া এই
কথা বলিয়াছ, আমি নিজ রথের বাহুল্যদ্বারা
পর্ব্বতশৃঙ্গে অর্থাৎ লিবানোনের পার্শ্বে আরোহণ
করিয়াছি, এবং তাহার উচ্চমস্তক এরস্‌বৃক্ষ ও
উৎকৃষ্ট দেবদারু সকল ছেদন করিয়াছি, এবং
তাহার সীমাস্থ রাত্রিবাসস্থান ও উত্তম কানন
পর্য্যন্ত গমন করিয়াছি। ২৪ এবং খনন করিয়া
অসাধারণ জল পান করিয়াছি, ও প্রাচীরবে-
ষ্টিত নগরের তাবৎ জলাশয় পদতলদ্বারা শুষ্ক
করিয়াছি। ২৫ আর তুমি কি ইহা শুন নাই?
আমি অগ্রে যাহা নিরূপণ করিয়াছিলাম, এবং
পূর্ব্বকালে যাহা স্থির করিয়াছিলাম, তাহা এখন
সিদ্ধ করিলাম, অর্থাৎ তোমাদ্বারা দৃঢ় নগর
সকল বিনাশ করিয়া ঢিবি করিলাম। ২৬ এই
কারণ তাহাদের প্রজাগণ দুর্ব্বল ও ভীত ও
লজ্জিত হইল, এবং ক্ষেত্রের শাক ও নবীন
ঘাস ও ছাতের উপরিস্থ তৃণ ও অপক্ব শুষ্ক
শস্যের ন্যায় হইল। ২৭ কিন্তু তোমার উপ-
বেশন ও বহির্গমন ও ভিতরে আগমন ও আ-
মার বিরুদ্ধে ক্রোধ, এ সকলি আমি জানি।
২৮ আমার বিরুদ্ধে তোমার যে ক্রোধ ও দর্প,
তাহা আমার কর্ণগোচর হইল; অতএব আমি
তোমার নাসিকাতে আপন কড়া ও তোমার
মুখে আপন বল্‌গা দিব, এবং যে পথ দিয়া
আসিয়াছ, সেই পথ দিয়া তোমাকে ফিরাইব।
২৯ (হে হিষ্কিয়,) তোমার নিমিত্তে এই এক
চিহ্ন থাকিবে, এই বৎসরে আপনাহইতে উৎ-
পন্ন শস্য ও দ্বিতীয় বৎসরে তাহাহইতে উৎ-
পন্ন শস্য ভোজন করিলে পর, তৃতীয় বৎসরে
তোমরা বীজ বপন করিয়া শস্য কাটিতে পা-
রিবা, এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্র করিয়া তাহার ফলভোগ
করিবা। ৩০ যিহূদা বংশের অবশিষ্ট পলায়িত
লোকরূপ মূল নীচে বৃদ্ধি পাইবে, ও উপরে
ফল ফলিবে। ৩১ কেননা অবশিষ্ট লোকেরা
যিরূশালম্‌হইতে ও পলায়িত লোকেরা সিয়োন্
পর্ব্বতহইতে উৎপন্ন হইবে, ও (সৈন্যাধ্যক্ষ)
পরমেশ্বরের উদ্‌যোগদ্বারা তাহা সিদ্ধ হইবে।
৩২ অতএব অশূরীয় রাজার বিষয়ে পরমেশ্বর
এই কথা কহেন, সে এ নগরে প্রবেশ করিবে না,
ও ইহার মধ্যে বাণ নিক্ষেপ করিবে না, ও সম্মুখে
ঢাল দেখাইবে না, এবং ইহার বিরুদ্ধে জা-
ঙ্গাল বান্ধিবে না। ৩৩ পরমেশ্বর কহেন, সে
যে পথ দিয়া আসিয়াছে, তাহা দিয়াই ফিরিয়া
যাইবে, এ নগরে প্রবিষ্ট হইবে না। ৩৪ আমি
আপনার ও আপন দাস দায়ূদের নিমিত্তে এই
নগরের উদ্ধারার্থে তাহার ঢালস্বরূপ হইব।
৩৫ পরে সেই রাত্রিতে পরমেশ্বরের দূত
অশূরীয়দের শিবিরে গমন করিয়া তাহাদের
এক লক্ষ পঁচাশী সহস্র লোককে বিনাশ করিল;
অবশিষ্টেরা প্রত্যূষে উঠিলে সমস্ত লোককেই
মৃত দেখিল। ৩৬ অতএব অশূরীয় সন্‌হেরীব্
রাজা প্রস্থান করিয়া নিনিবী নগরে প্রত্যাগমন
করিয়া বাস করিল। ৩৭ পরে সে নিষ্রোক
নামক ইষ্টদেবতার মন্দিরে পূজা করিতেছিল,
ইতিমধ্যে অদ্রম্মেলক্ ও শরেৎসর্ (নামক তা-
হার দুই পুত্র) খড়্গদ্বারা তাহাকে নষ্ট করিল;
পরে তাহারা অরারট্ দেশে পলায়ন করিলে
এসর্‌হদ্দোন্ নামে তাহার আর এক পুত্র তা-
হার পদে রাজত্ব করিল।

২০ অধ্যায়।

১ মৃত্যু সংবাদ পাইলেও প্রার্থনাদ্বারা হিষ্কিয়ের রক্ষা পাওন, ৮ ও রক্ষার চিহ্ন, ১২ ও হিষ্কিয়ের নিকটে বাবিলীয় দূতগণের উপস্থিত হওন ও তাহাদিগকে সকল ঐশ্বর্য্য দেখাওন, ১৪ ও তাহার বিষয়ে যিশায়িয়ের ভবিষ্যদ্বাক্য, ২০ ও হিষ্কিয়ের মৃত্যু।

১ তৎকালে হিষ্কিয়ের সাংঘাতিক পীড়া হই-
লে আমোসের পুত্র যিশায়িয় ভবিষ্যদ্বক্তা
তাহার নিকটে আসিয়া কহিল, পরমেশ্বর
কহেন, তুমি আপন বাটী প্রস্তুত কর, কেননা
তোমার মৃত্যু হইবে, তুমি বাঁচিবা না। ২ তা-
হাতে সে ভিত্তির দিগে মুখ করিয়া পরমে-
শ্বরের প্রতি প্রার্থনা করিয়া কহিল, ৩ হে পর-
মেশ্বর, বিনয় করি, আমি সত্যতাতে ও সর-
লান্তঃকরণে তোমার সাক্ষাতে যেরূপ আচরণ
করিয়াছি, ও তোমার দৃষ্টিতে যেরূপ সৎকর্ম্ম
করিয়াছি, তাহা তুমি এখন স্মরণ কর। তা-
হাতে হিষ্কিয় অতিশয় ক্রন্দন করিতে লাগিল।
৪ পরে মধ্যপ্রাঙ্গণে যিশায়িয়ের উপস্থিত হও-

নের পূর্ব্বে তাহার নিকটে পরমেশ্বরের এই
কথা উপস্থিত হইল, ৫ তুমি ফিরিয়া গিয়া আ-
মার প্রজাদের অধ্যক্ষ হিষ্কিয়কে বল, তোমার
পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের প্রভু পরমেশ্বর ইহা কহেন,
আমি তোমার প্রার্থনা শুনিলাম ও তোমার
চক্ষুর জল দেখিলাম; দেখ, আমি তোমাকে
সুস্থ করিব; তৃতীয় দিবসে তুমি পরমেশ্বরের
মন্দিরে যাইবা। ৬ এবং আমি তোমার আয়ু
পঞ্চদশ বৎসর বৃদ্ধি করিব; এবং অশূরীয়
রাজার হস্তহইতে তোমাকে ও এই নগরকে
রক্ষা করিব; আমি আপনার ও আপন দাস
দায়ূদের নিমিত্তে এই নগরের ঢালস্বরূপ হইব।
৭ পরে যিশায়িয় কহিল, এক ডুম্বুরফলের চাক
আন; পরে লোকেরা তাহা লইয়া স্ফোট-
কের উপরে দিলে সে সুস্থ হইল।

৮ তৎকালে হিষ্কিয় যিশায়িয়কে কহিল, পর-
মেশ্বর আমাকে সুস্থ করিবেন, ও আমি তৃতীয়
দিবসে পরমেশ্বরের মন্দিরে যাইব, ইহার চিহ্ন
কি? ৯ তাহাতে যিশায়িয় কহিল, পরমেশ্বর
আপনার উক্ত বাক্য সফল করিবেন, ইহার
এই চিহ্ন পরমেশ্বরহইতে তোমাকে দেওয়া
যাইবে; ছায়া কি দশ অংশ অগ্রসর হইবে?
না দশ অংশ পীছে ফিরিয়া যাইবে? ১০ হিষ্কিয়
কহিল, ছায়া যে দশ অংশ অগ্রসর হয়, এ ক্ষুদ্র
বিষয়; কিন্তু ছায়া দশ অংশ পীছে ফিরিয়া যা-
উক। ১১ পরে যিশায়িয় ভবিষ্যদ্বক্তা পরমে-
শ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করিলে আহসের ঘড়ির
উপরে ছায়া যত অংশ গিয়াছিল, তিনি তা-
হার দশ অংশ পীছে ফিরাইলেন।

১২ ঐ সময়ে বলদনের পুত্র মিরোদক্-বল-
দন্ নামে বাবিলের রাজা হিষ্কিয়ের পীড়িত
হওনের সংবাদ পাইয়া তাহার নিকটে পত্র
ও উপঢৌকনদ্রব্য পাঠাইল। ১৩ তাহাতে হি-
ষ্কিয় দূতদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপন
কোষ অর্থাৎ রূপা ও স্বর্ণ ও সুগন্ধি দ্রব্য ও
বহুমূল্য তৈল এবং অস্ত্রাগারের ও ভাণ্ডারের
তাবৎ বস্তু তাহাদিগকে দেখাইল। হিষ্কিয়
তাহাদিগকে না দেখাইল, এমত কোন সামগ্রী
তাহার বাটীতে ও তাবৎ রাজ্যে ছিল না।

১৪ পরে যিশায়িয় ভবিষ্যদ্বক্তা হিষ্কিয় রা-
জার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঐ মনু-
ষ্যেরা কি কহিল? এবং কোথাহইতে তোমার
নিকটে আইল? তাহাতে হিষ্কিয় কহিল, উহারা
দূরদেশ বাবিল্হইতে আসিয়াছে। ১৫ সে জি-
জ্ঞাসা করিল, উহারা তোমার বাটীতে কি২
দেখিয়াছে? হিষ্কিয় কহিল, আমার বাটীতে
যাহা২ আছে, সকলি দেখিয়াছে; তাহাদি-
গকে না দেখাইয়াছি, আমার ধনাগারের মধ্যে
এমত কোন দ্রব্য নাই। ১৬ পরে যিশায়িয়
হিষ্কিয়কে কহিল, পরমেশ্বরের কথা শুন।
১৭ দেখ, তোমার পূর্ব্বপুরুষাবধি অদ্য পর্য্যন্ত
যাহা২ সঞ্চয় হইতেছে ও তোমার বাটীতে
যে কিছু আছে, সকলি বাবিল্ নগরে লইয়া
যাওনের সময় উপস্থিত হইবে, তাহার কিছু
অবশিষ্ট থাকিবে না, পরমেশ্বর এই কথা
কহেন। ১৮ এবং তোমার ঔরসজাত ও তো-
মার উৎপন্ন সন্তানগণের মধ্যে কএক জন নীত
হইয়া বাবিলের রাজবাটীতে ছিন্নপুংস্ক হইয়া
থাকিবে। ১৯ তাহাতে হিষ্কিয় যিশায়িয়কে
কহিল, তুমি পরমেশ্বরের যে কথা কহিলা, সে
উত্তম। আরো কহিল, আমার অধিকার সময়ে
মঙ্গল ও সত্যতা হইবে।

২০ এই হিষ্কিয়ের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত
পরাক্রম এবং পুষ্করিণী ও প্রণালী করিয়া
নগরে জল আনয়ন, এই সকল কি যিহূদার রা-
জাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই? ২১ পরে
হিষ্কিয় আপন পিতৃলোকদের ন্যায় মহানি-
দ্রিত হইলে তাহার পুত্র মিনশি তাহার পদে
রাজা হইল।

২১ অধ্যায়।

১ মিনশির কুরাজত্ব করণ ও দেবপূজা করণ, ১০ ও
তাহার বিরুদ্ধে পরমেশ্বরের দণ্ডাজ্ঞা, ১৭ ও তা-
হার মৃত্যু, ১৯ ও আমোনের কুরাজত্ব করণ, ২৩
ও তাহার মৃত্যু।

১ মিনশি বারো বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে
আরম্ভ করিয়া পঞ্চান্ন বৎসর যিরূশালমে রা-
জত্ব করিল; তাহার মাতার নাম হিফ্সীবা
ছিল। ২ পরমেশ্বর ইস্রায়েল্ বংশের সম্মুখ-
হইতে যে ভিন্নজাতীয়দিগকে দূর করিয়াছি-
লেন, তাহাদের ন্যায় ঘৃণার্হ কর্ম্ম করিয়া মি-
নশি পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিত।
৩ তাহার পিতা হিষ্কিয় যে২ টিকরস্থান বি-
নষ্ট করিয়াছিল, সে তাহা পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ
করিল, ও বালের কারণ বেদি প্রস্তুত করিল,
এবং ইস্রায়েলের আহাব্ রাজার ন্যায় চৈত্য-
বৃক্ষ রোপণ করিল, এবং আকাশীয় তাবৎ
নক্ষত্রের ভজনা ও সেবা করিল। ৪ এবং পর-
মেশ্বর যে মন্দিরের বিষয়ে কহিয়াছিলেন, আমি
যিরূশালমে আপন নাম স্থাপন করিব, সেই
পরমেশ্বরের মন্দিরে দেববেদি নির্ম্মাণ করাইল।
৫ এবং পরমেশ্বরের গৃহের দুই প্রাঙ্গণে সে
আকাশের নক্ষত্রগণের জন্যে বেদি নির্ম্মাণ
করাইল। ৬ এবং আপন পুত্রকে অগ্নিতে
প্রবেশ করাইল, ও গণকতা ও মোহন ব্যবহার
করিত, এবং ভূতড়িয়ার ও গুণির কর্ম্ম করিত।

সে পরমেশ্বরকে ক্রুদ্ধ করণার্থে তাঁহার সা-
ক্ষাতে বাহুল্যরূপে কদাচরণ করিত। ৭ আর
আপন নির্ম্মিত চৈত্যপ্রতিমা মন্দিরে স্থাপন
করিল; কিন্তু পরমেশ্বর সেই মন্দিরের বিষয়ে
দায়ূদ্কে ও তাহার পুত্র সুলেমান্কে এই কথা
কহিয়াছিলেন, ইস্রায়েলের সকল বংশের মধ্য-
হইতে আমার মনোনীত এই যিরূশালমে ও
এই মন্দিরে আমি আপন নাম নিত্য স্থাপন
করিব; ৮ আর আমি ইস্রায়েল লোকদিগকে
যে আজ্ঞা দিয়াছি, এবং আমার দাস মূসা
তাহাদিগকে যে শাস্ত্র দিয়াছে, কেবল তদনু-
সারে কর্ম্ম করিতে যদি তাহারা মনোযোগ
করে, তবে আমি তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে
যে দেশ দিয়াছি, সে দেশের মধ্যহইতে তাহা-
দের চরণ সরিতে দিব না। ৯ সেই কথাতে তা-
হারা মনোযোগ করিল না, কিন্তু পরমেশ্বর
ইস্রায়েল্ বংশের সম্মুখহইতে যে ভিন্নজাতীয়-
দিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাদের অপেক্ষা
কদাচরণ করিতে মিনশি তাহাদিগকে প্রবৃত্তি দিল।
১০ পরে পরমেশ্বর আপন দাস ভবিষ্যদ্বক্তৃ-
গণের প্রমুখাৎ এই কথা কহিলেন, ১১ যিহূদার
রাজা মিনশি এই সকল ঘৃণার্হ কর্ম্ম করিল;
পূর্ব্বে যে ইমোরীয় লোকেরা ছিল, তাহাদের
হইতেও সে অধিক পাপ করিল, এবং আপন
প্রতিমাদের দ্বারা যিহূদাকেও পাপেতে প্রবৃত্তি
দিল। ১২ অতএব ইস্রায়েলের প্রভু পরমেশ্বর এই
কথা কহেন, দেখ, আমি যিরূশালম্ ও যিহূদার
প্রতি এমত দুর্গতি ঘটাইব, যে তাহা শুনিলে
তাবৎ লোকের কর্ণ শিহরিয়া উঠিবে। ১৩ আমি
যিরূশালমের উপরে শোমিরোণের সূত্র ও
আহাব্ বংশের ওলন বিস্তার করিব; যেমন
কেহ থাল পরিষ্কার করিয়া উল্টায়, তদ্রূপ আমি
যিরূশালমকে পরিষ্কার করিব। ১৪ আমি আপন
অধিকারের অবশিষ্টদিগকে ত্যাগ করিব, ও
তাহাদিগকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিব; তাহারা
আপন তাবৎ শত্রুর মৃগয়া ও লুটবস্তুস্বরূপ হই-
বে। ১৫ কেননা তাহাদের পিতৃলোকদের মিসর্-
হইতে বহিরাগমনাবধি অদ্য পর্য্যন্ত তাহারা
আমার সাক্ষাতে কদাচরণ করিয়া আমাকে ক্রুদ্ধ
করিয়া আসিতেছে। ১৬ আর মিনশি পরমেশ্ব-
রের সাক্ষাতে কদাচরণ করিয়া যিহূদা বংশকে
পাপেতে প্রবৃত্তি দিয়াছে, এই পাপ ভিন্ন সে
অনেক নির্দ্দোষের রক্তপাত করিয়া যিরূশাল-
মকে এক সীমাবধি অন্য সীমা পর্য্যন্ত রক্তেতে
পরিপূর্ণ করিয়াছে।
১৭ এই মিনশির অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত
ক্রিয়া ও তাহার কৃত পাপকর্ম্ম সকল কি যিহূ-
দার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে লিখিত নাই?
১৮ পরে মিনশি আপন পিতৃলোকদের ন্যায়
মহানিদ্রিত হইলে আপন বাটীর উদ্যানে অর্থাৎ
উষের উদ্যানে কবরস্থ হইল; পরে তাহার
পুত্র আমোন্ তাহার পদে রাজা হইল।
১৯ আমোন বাইশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে
আরম্ভ করিয়া যিরূশালমে দুই বৎসর রাজত্ব
করিল; যট্বা নিবাসি হারূষের কন্যা মিশুল্লেমৎ
তাহার মাতা ছিল। ২০ তাহার পিতা মিনশি
যে রূপ করিয়াছিল, সেও পরমেশ্বরের সাক্ষাতে
তদ্রূপ কদাচরণ করিত। ২১ তাহার পিতা যে
পথে চলিয়াছিল, সেও সেই পথে চলিত;
ও তাহার পিতা যে২ প্রতিমার পূজা করিয়াছিল,
সেও সেই সকল প্রতিমার পূজা ও সেবা করিত।
২২ সে আপন পিতৃলোকদের প্রভু পরমে-
শ্বরকে ত্যাগ করিল; পরমেশ্বরের পথে গমন
করিল না।
২৩ পরে আমোনের দাসগণ তাহার প্রতি
দ্রোহ করিয়া তাহার গৃহে রাজাকে বধ করিল।
২৪ তাহাতে দেশীয় লোকেরা আমোন রাজার
দ্রোহকারিগণকে বধ করিয়া আমোনের পুত্র
যোশিয়কে তাহার পদে রাজ্যাভিষিক্ত করিল।
২৫ এই আমোনের ক্রিয়ার অবশিষ্ট বৃত্তান্ত
যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে কি লিখিত
নাই? ২৬ সে উষের উদ্যানস্থিত আপন কবরে
কবরস্থ হইল, এবং তাহার পুত্র যোশিয় তাহার
পদে রাজা হইল।

২২ অধ্যায়।

১ যোশিয়ের সুরাজত্ব করণ, ৩ ও মন্দির সারাওন,
৮ ও ঈশ্বরের ব্যবস্থাপুস্তক পাওন, ১৫ ও হুল্দা
ভবিষ্যদ্বক্ত্রীর নিকটে প্রেরণ করিলে তাহার ভবি-
ষ্যদ্বাক্য।

১ যোশিয় আট বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে
আরম্ভ করিয়া একত্রিশ বৎসর যিরূশালমে রা-
জত্ব করিল; বস্কতীয় অদায়ার কন্যা যিদীদা
তাহার মাতা ছিল। ২ সে পরমেশ্বরের সাক্ষা-
তে সদাচরণ করিত, ও আপন পূর্ব্বপুরুষ দায়ূ-
দের পথে চলিত; তাহার দক্ষিণে কি বামে
ফিরিত না।
৩ যোশিয়ের অধিকারের অষ্টাদশ বৎসরে
রাজা এই কথা কহিয়া মিশুল্লমের পৌত্র অৎস-
লিয়ের পুত্র শাফন্ লেখককে পরমেশ্বরের
মন্দিরে পাঠাইল। ৪ তুমি মহাযাজক হিল্কিয়ের
নিকটে যাইয়া পরমেশ্বরের গৃহে যে রূপ্য
আনীত হইয়াছে, ও দ্বারপালেরা লোকদের
স্থানে যাহা সংগ্রহ করিয়াছে, তাহা গণনা
করিতে বল। ৫ এবং লোকেরা পরমেশ্বরের
মন্দিরে নিযুক্ত কার্য্যকারিদের হস্তে তাহা সম-

পর্শ করুক, এবং তাহারা মন্দিরের ভগ্ন স্থান
সারিবার জন্যে পরমেশ্বরের মন্দিরের কর্ম্মকা-
রিদের হস্তে তাহা দিউক। [৬] অর্থাৎ সূত্রধর ও
গুস্থনকারি ও রাজদিগের বেতনার্থে এবং গৃহ
সারিবার জন্যে কাষ্ঠ ও খোদিত প্রস্তর ক্রয়
করণার্থে তাহা দিউক। [৭] কিন্তু তাহাদের হস্তে
যে টাকা সমর্পিত হইবে, তাহার বিষয়ে তা-
হাদের সহিত গণনা হইবে না, কেননা তাহারা
বিশ্বাস্য হইয়া কর্ম্ম করে।
[৮] পরে হিল্কিয় মহাযাজক শাফন্ লেখককে
কহিল, আমি পরমেশ্বরের মন্দিরে এই ব্যব-
স্থাপুস্তক পাইলাম। পরে হিল্কিয় শাফন্কে
সেই পুস্তক দিলে সে তাহা পাঠ করিল। [৯] এবং
শাফন্ লেখক রাজার নিকটে যাইয়া তাহাকে
পুনর্ব্বার এই সমাচার দিল, মন্দিরেতে যত
মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, সে সকল তোমার দাস-
গণ একত্র করিয়া পরমেশ্বরের মন্দিরে নিযুক্ত
যে কার্য্যকারিরা তাহাদের হস্তে দিয়াছে।
[১০] পরে শাফন্ লেখক রাজাকে এই কথাও
জ্ঞাত করিল, হিল্কিয় যাজক আমাকে এই
পুস্তক দিল। পরে রাজার সাক্ষাতে শাফন্
তাহা পাঠ করিল। [১১] তখন রাজা সেই ব্য-
বস্থাপুস্তকের বাক্য সকল শুনিয়া আপন বস্ত্র
চিরিল। [১২] এবং রাজা হিল্কিয় যাজককে ও
শাফনের পুত্র অহীকাম্কে ও মীখায়ের পুত্র
অক্বোর্কে ও শাফন্ লেখককে ও অসায়
নামক রাজভৃত্যকে এই আজ্ঞা করিল, [১৩] তো-
মরা যাইয়া আমার ও লোকদের ও সমস্ত
যিহূদার নিমিত্তে ঐ লব্ধ পুস্তকের বাক্য বি-
ষয়ে পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা কর; কেননা আ-
মাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সেই পুস্তকের কথাতে
মনোযোগ করে নাই, এই হেতুক আমাদের
প্রতি লিখিত সকল কথানুসারে করিবার জন্যে
আমাদের বিরুদ্ধে পরমেশ্বরের অতিশয় ক্রোধ
প্রজ্বলিত হইয়াছে। [১৪] অতএব হিল্কিয় যাজক
ও অহীকাম্ ও অক্বোর্ ও শাফন্ ও অসায়
ইহারা বস্ত্রাগারের অধ্যক্ষ হর্হসের পৌত্র তিক্-
বের পুত্র শল্লুমের ভার্য্যা হুল্দা ভবিষ্যদ্বক্ত্রীর
নিকটে গেল; সে যিরূশালমের বিদ্যালয়ে
বাস করিত। পরে তাহার সহিত কথোপক-
থন করিল।
[১৫] সে তাহাদিগকে কহিল, ইস্রায়েলের প্রভু
পরমেশ্বর এই কথা কহেন, যে মানুষ তোমা-
দিগকে আমার কাছে পাঠাইল, তাহাকে কহ।
[১৬] পরমেশ্বর এই কথা কহেন, দেখ, আমি
এই স্থানের ও তন্নিবাসিদের উপরে অমঙ্গল
ঘটাইব, অর্থাৎ যিহূদার রাজা যে পুস্তক পাঠ
করিয়াছে, তাহাতে লিখিত সকল বাক্য সফল
করিব। [১৭] কেননা তাহারা আমাকে ত্যাগ
করিয়া স্ব২ হস্তের ক্রিয়াদ্বারা আমাকে ক্রুদ্ধ
করিবার জন্যে ইতর দেবগণের উদ্দেশে ধূপ
জ্বালাইয়া থাকে, এই জন্যে এই স্থানের বি-
রুদ্ধে আমার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল, তাহা
নির্ব্বাণ হইবে না। [১৮] পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা
করিতে তোমাদিগকে পাঠাইল যে যিহূদার
রাজা, তাহাকে এই কথা কহ, তুমি যে বাক্য
শুনিয়াছ, তাহার বিষয়ে ইস্রায়েলের প্রভু পর-
মেশ্বর ইহা কহেন, [১৯] এই স্থানের ও তন্নিবাসি-
দের বিরুদ্ধে আমি এই কথা কহিয়াছি, তাহারা
চমৎকারের ও শাপের আস্পদ হইবে; তুমি
যখন এই বাক্য শুনিলা, তখন তোমার অন্তঃ-
করণ কোমল হইল, ও তুমি পরমেশ্বরের সা-
ক্ষাতে নম্র হইলা, ও আপন বস্ত্র চিরিয়া আ-
মার সম্মুখে ক্রন্দন করিলা, এই জন্যে পরমে-
শ্বর কহেন, আমিও তোমার কথা শুনিলাম।
[২০] আমি তোমার পিতৃলোকদের সহিত তো-
মাকে সংগৃহীত করিব; তুমি শান্তিতে আপন
কবরে শয়ন করিবা, এবং আমি এই স্থানের
উপরে যে সকল অমঙ্গল ঘটাইব, তাহা তো-
মার চক্ষুর্গোচর হইবে না। পরে তাহারা পুন-
র্ব্বার রাজাকে এই কথার সমাচার দিল।

২৩ অধ্যায়।

১ সভাতে পুস্তকের পাঠ করণ, ৩ ও লোকদের সঙ্গে নিয়ম স্থির করণ ও দেবপূজার দ্রব্য ও স্থান নষ্ট করণ, ১৫ ও বৈথেলের বেদি অশুচি করণ, ২১ ও নিস্তারপর্ব্ব পালন, ২৪ ও দুষ্ট লোককে দূর করণ, ২৬ ও যিহূদালোকের প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধ, ২৯ ও যুদ্ধেতে যোশিয়ের মৃত্যু, ৩১ ও তাহার পুত্র যিহোয়াহসের বদ্ধ হওন, ৩৬ ও যিহোয়াকীমের কুরাজত্ব করণ।

[১] পরে রাজা লোক পাঠাইলে তাহারা যিহূ-
দার ও যিরূশালমের সমস্ত প্রাচীনকে তাহার
নিকটে একত্র করিল। [২] পরে রাজা পরমেশ্ব-
রের মন্দিরে গেল, এবং যিহূদার সমস্ত লোক
ও যিরূশালম্ নিবাসিগণ ও যাজকগণ ও ভবি-
ষ্যদ্বক্তৃগণ ও ক্ষুদ্র ও মহান্ তাবৎ প্রজা তাহার
সহিত গমন করিল; পরে রাজা পরমেশ্বরের
গৃহে প্রাপ্ত নিয়মপুস্তকের সকল কথা তাহাদের
কর্ণগোচরে পাঠ করাইল।
[৩] অপর রাজা এক স্তম্ভের নিকটে দাঁড়াইয়া
পরমেশ্বরের অনুগামী হইতে, এবং সকল মন
ও প্রাণের সহিত তাঁহার আজ্ঞা ও সাক্ষ্য কথা
ও বিধি পালন করিতে, ও এই পুস্তকে লিখিত
নিয়মবাক্য পালন করিতে পরমেশ্বরের সাক্ষাতে
নিয়ম করিল, এবং সমস্ত লোক ঐ নিয়ম
স্থির করিল। [৪] এবং রাজা পরমেশ্বরের মন্দির-

হইতে বালের ও চৈত্যবৃক্ষের ও আকাশস্থ
নক্ষত্রগণের নিমিত্তে নির্ম্মিত সকল পাত্র বা-
হির করিতে মহাযাজক হিল্কিয়কে ও দ্বিতীয়
পালার সকল যাজককে ও দ্বারপালদিগকে
আজ্ঞা করিল, পরে সে যিরূশালমের বাহিরে
কিদ্রোণের প্রান্তরে তাহা দগ্ধ করিয়া তাহার
ভস্ম বৈথেলে লইয়া গেল। ৫ এবং যিহূদার
রাজগণকর্ত্তৃক নিযুক্ত যে দেবপূজক যাজকেরা
যিহূদাদেশের তাবৎ নগরে ও যিরূশালমের
চতুর্দ্দিগে স্থিত টিকরস্থানে ধূপ জ্বালাইত, এবং
যাহারা বালের ও সূর্য্যের ও চন্দ্রের ও গ্রহ-
গণের ও আকাশীয় জ্যোতির্গণের উদ্দেশে ধূপ
জ্বালাইত, তাহাদিগকে পদচ্যুত করিল। ৬ এবং
সে পরমেশ্বরের মন্দিরের মধ্যস্থিত চৈত্যপ্রতিমা
বাহির করিয়া যিরূশালমের বাহিরে কিদ্রোণ্-
স্রোতের নিকটে আনিয়া কিদ্রোণ্স্রোতে দগ্ধ
করিল, ও তাহা পিষিয়া ধূলার ন্যায় চূর্ণ
করিয়া সামান্য লোকদের কবরের উপরে
নিক্ষেপ করিল। ৭ এবং যেখানে স্ত্রীলোকেরা
চৈত্য প্রতিমার জন্যে তাম্বুর বস্ত্র প্রস্তুত করিত,
পরমেশ্বরের মন্দিরের নিকটস্থ পুংশৃঙ্গারকা-
রিদের সেই গৃহ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ৮ এবং
সে যিহূদা নগরহইতে সকল যাজককে আনিল,
ও গেবা অবধি বেরশেবা পর্য্যন্ত যে২ স্থানে
যাজকেরা ধূপ জ্বালাইত, সেই সকল টিকর-
স্থান অশুচি করিল; এবং দ্বারের নিকটস্থ
যে২ টিকরস্থান, বিশেষতঃ নগরে প্রবেশের
বামদিগে নগরাধ্যক্ষ যিহোশূয়ের দ্বারপ্রবেশ-
স্থানের নিকটবর্ত্তি স্থান ভগ্ন করিল। ৯ কিন্তু
টিকরস্থানের যাজকগণ পরমেশ্বরের যিরূশাল-
মস্থ যজ্ঞবেদির নিকটে আসিত না, তাহারা
কেবল আপনাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে থাকিয়া
তাড়ীশূন্য রুটী ভোজন করিত। ১০ আর কেহ
যেন মোলকের উদ্দেশে আপন পুত্রকে কিম্বা
কন্যাকে অগ্নিতে প্রবেশ না করায়, এই নি-
মিত্তে সে হিন্নোম্ বংশের নিম্নভূমির তোফৎ
স্থান অশুচি করিল। ১১ এবং যিহূদার রাজারা
যে অশ্বদিগকে সূর্য্যের উদ্দেশে দিয়াছিল, তা-
হাদিগকে পরমেশ্বরের মন্দিরের মধ্যে অর্থাৎ
উপনগর নিবাসি নিথন-মেলক নামে কৃত-
নপুংসকের বাসাতে আর আসিতে দিল না,
এবং অগ্নিদ্বারা সূর্য্যের রথকে দগ্ধ করিল।
১২ এবং যিহূদার রাজগণ আহসের উপরিস্থ
কুঠরীর ছাতের উপরে যে২ বেদি নির্ম্মাণ করি-
য়াছিল, এবং মিনশি পরমেশ্বরের মন্দিরের
দুই প্রাঙ্গণে যে বেদি করিয়াছিল, সেই সকল
বেদি রাজা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া দূর করিল,
এবং কিদ্রোণ্স্রোতে সেই চূর্ণ নিক্ষেপ করিল।
১৩ এবং বিনাশক পর্ব্বতের দক্ষিণে যিরূশাল-
মের সম্মুখে ইস্রায়েল্ বংশের সুলেমান্ রাজা
সীদোনীয়দের (পূজিত) ঘৃণার্হ অস্তারোতের
কারণ, এবং মোয়াবীয়দের (পূজিত) ঘৃণার্হ
কিমোশের কারণ, ও অম্মোন বংশের (পূজিত)
ঘৃণার্হ মিল্কমের কারণ যে২ টিকরস্থান করি-
য়াছিল, তাহা রাজা অশুচি করিল। ১৪ এবং
সেই সকল প্রতিমা ভাঙ্গিয়া ফেলিল, ও চৈত্য-
বৃক্ষ ছেদন করিয়া তাহার স্থান মনুষ্যের
অস্থিতে পরিপূর্ণ করিল।

১৫ পরে সে বৈথেলস্থ যজ্ঞবেদি ও টিকর-
স্থান, অর্থাৎ ইস্রায়েল্ বংশকে পাপে প্রবৃত্তি
দিয়াছিল যে নিবাটের পুত্র যারবিয়াম্, তা-
হার নির্ম্মিত যজ্ঞবেদি ও টিকরস্থান ভগ্ন করিল,
এবং সেই টিকরস্থান অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া
কুটিয়া চূর্ণ করিল, এবং চৈত্য প্রতিমা দগ্ধ
করিল। ১৬ তৎকালে যোশিয় মুখ ফিরাইয়া
সেই স্থানের পর্ব্বতস্থ কবর সকল দেখিল, এবং
পরমেশ্বরের যে লোক পূর্ব্বে এই সকল ঘটনা
প্রচার করিয়াছিল, তাহার ঘোষিত পরমেশ্ব-
রের বাক্যানুসারে লোক পাঠাইয়া তাহাহইতে
অস্থি সকল আনাইয়া বেদির উপরে দগ্ধ করিয়া
বেদি অশুচি করিল। ১৭ পরে সে জিজ্ঞাসিল,
আমি ঐ কোন্ স্তম্ভ দেখিতেছি? তাহাতে নগ-
রের লোকেরা উত্তর করিল, পরমেশ্বরের যে
লোক যিহূদাহইতে আসিয়া বৈথেলস্থ যজ্ঞবে-
দির বিরুদ্ধে তোমার কৃত এই সকল ক্রিয়ার
বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য প্রচার করিয়াছিল, ঐ তা-
হার কবর। ১৮ তাহাতে রাজা কহিল, তাহাকে
থাকিতে দেও; তাহার অস্থি কেহ স্থানান্তর
না করুক। অতএব তাহারা শোমিরোণহইতে
আগত ভবিষ্যদ্বক্তার অস্থির সহিত তাহার অস্থি
ত্যাগ করিল। ১৯ এবং ইস্রায়েলের রাজগণ
ক্রোধ জন্মাইবার জন্যে শোমিরোণের তাবৎ
নগরে যে২ টিকরস্থানের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া-
ছিল, সে সকল যোশিয় দূর করিল, এবং
বৈথেলে যে রূপ কর্ম্ম করিয়াছিল, তদনুসারে
তাহার প্রতিও করিল। ২০ এবং তত্রস্থ টিকর-
স্থানের যাজকগণকে বেদির উপরে বধ করিয়া
তাহার উপরে মনুষ্যের অস্থি দগ্ধ করিল;
পরে যিরূশালমে ফিরিয়া গেল।

২১ পরে রাজা সকল লোককে এই আজ্ঞা
করিল, তোমরা এই নিয়মপুস্তকের লিখনানু-
সারে আপনাদের প্রভু পরমেশ্বরের উদ্দেশে
নিস্তারপর্ব্ব পালন কর। ২২ ইস্রায়েল্ বংশের
শাসক বিচারকর্ত্তাদের সময়াবধি ইস্রায়েলের
রাজগণের ও যিহূদার রাজগণের অধিকারের
তাবৎ সময়ে ইহার তুল্য নিস্তারপর্ব্ব পালিত

হয় নাই। ২৩ যোশিয়ের অধিকারের অষ্টাদশ
বৎসরে যিরূশালমে পরমেশ্বরের উদ্দেশে এই
নিস্তারপর্ব্ব পালিত হইল।
২৪ আর পরমেশ্বরের মন্দিরে হিল্কিয় যা-
জকের প্রাপ্ত পুস্তকে লিখিত ব্যবস্থার সমস্ত
বাক্য পালন করিতে যোশিয় যিহূদা দেশে ও
যিরূশালমে প্রাপ্ত ভূতড়িয়া ও গুণি ও বিগ্রহ
ও প্রতিমা প্রভৃতি তাবৎ ঘৃণাস্পদ দূর করিল।
২৫ তাহার ন্যায় আপন সমস্ত অন্তঃকরণ ও
সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত শক্তিদ্বারা মূসার সকল
ব্যবস্থানুসারে পরমেশ্বরের পক্ষে ফিরিল, এমত
কোন রাজা তাহার পূর্ব্বে ছিল না, এবং তা-
হার পরেও হয় নাই।
২৬ তথাপি মিনশি যে সকল ক্রোধজনক
ক্রিয়াদ্বারা পরমেশ্বরকে ক্রুদ্ধ করিয়াছিল, তৎ-
প্রযুক্ত যিহূদার প্রতিকূলে পরমেশ্বরের যে অতি-
শয় ক্রোধ হইয়াছিল, তাহাহইতে পরমেশ্বর
ফিরিলেন না। ২৭ এবং পরমেশ্বর কহিলেন,
আমি যেমন ইস্রায়েল্ বংশকে আপন দৃষ্টি-
হইতে দূর করিয়াছি, তদ্রূপ যিহূদা বংশকেও
দূর করিব, এবং এই যে যিরূশালম্ নগর
মনোনীত করিয়াছি, এবং এই স্থানে আমার
নাম থাকিবে, এমত কথা এই যে মন্দিরের
বিষয়ে কহিয়াছি, তাহাও ত্যাগ করিব। ২৮ এই
যোশিয়ের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও সমস্ত ক্রিয়া যিহূ-
দার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে কি লিখিত নাই?
২৯ তাহার সময়ে মিস্রীয় ফিরৌন্-নিখো রাজা
অশূরের রাজার বিরুদ্ধে ফরাৎ নদীর নিকটে
আইলে যোশিয় রাজা তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা
করিল, তাহাতে ফিরৌন্-নিখো তাহার সাক্ষাৎ
পাইবামাত্র মগিদ্দোতে তাহাকে বধ করিল।
৩০ অপর যোশিয়ের দাসগণ তাহার মৃত শরীর
রথে করিয়া মগিদ্দোহইতে যিরূশালমে আনিয়া
তাহার নিজ কবরে কবর দিল; পরে দেশের
লোকেরা যোশিয়ের পুত্র যিহোয়াহস্‌কে লইয়া
অভিষেক করিয়া পিতার পদে রাজা করিল।
৩১ যিহোয়াহস্ তেইশ বৎসর বয়সে রাজত্ব
করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালমে তিন মাস
রাজত্ব করিল; লিব্‌নানিবাসি যিরিমিয়ের কন্যা
হমূটল্ তাহার মাতা ছিল। ৩২ সে আপন
পিতৃলোকদের কর্ম্মানুসারে পরমেশ্বরের সা-
ক্ষাতে কদাচরণ করিত। ৩৩ কিন্তু ফিরৌন্-নিখো
যিরূশালমে রাজত্ব করিতে তাহাকে না দিয়া
হমাৎ দেশস্থ রিব্‌লাতে তাহাকে বদ্ধ করিল,
এবং দেশীয়দের নিকটে এক শত মণ রূপ্য
ও এক মণ স্বর্ণ দণ্ড লইল। ৩৪ পরে ফিরৌন্-
নিখো যোশিয়ের পুত্র ইলিয়াকীম্‌কে তাহার
পিতা যোশিয়ের পদে রাজা করিয়া তাহার
নাম যিহোয়াকীম্ রাখিল, এবং যিহোয়াহস্‌কে
লইয়া গেল; তাহাতে সে মিসর্ দেশে যাইয়া
সে স্থানে মরিল। ৩৫ পরে যিহোয়াকীম্ ফি-
রৌণকে সেই সকল রূপ্য ও স্বর্ণ দিল, কিন্তু
ফিরৌণের আজ্ঞানুসারে সেই রূপ্যাদি দিবার
জন্যে দেশে কর স্থাপন করিল; প্রতি জনের
নিরূপণানুসারে কর লইয়া ফিরৌন্-নিখোকে
কর দিবার জন্যে দেশের লোকদের কাছে
রূপ্য ও স্বর্ণ আদায় করিল।
৩৬ যিহোয়াকীম্ পঁচিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব
করিতে আরম্ভ করিয়া যিরূশালমে এগার বৎ-
সর রাজত্ব করিল; রূমা নিবাসি পিদায়ের
কন্যা সিবূদা তাহার মাতা ছিল। ৩৭ এবং সে
আপন পিতৃলোকদের কর্ম্মানুসারে পরমেশ্ব-
রের সাক্ষাতে কদাচরণ করিত।

২৪ অধ্যায়।

১ যিহোয়াকীমের বাবিলীয় রাজার অধীনতা অস্বী-
কার করণ, ৫ ও তাহার মৃত্যু, ৮ ও তাহার
পুত্র যিহোয়াখীনের কুরাজত্ব করণ, ১০ ও তা-
হার ও অনেক প্রজা লোকের বন্দী হওন, ১৭
ও সিদিকিয়ের কুরাজত্ব ও বাবিলের রাজার অধী-
নতা অস্বীকার করণ।

১ যিহোয়াকীমের অধিকার সময়ে বাবিলের
নিবূখদ্‌নিৎসর রাজা আইল, কেননা তিন বৎ-
সর পর্য্যন্ত তাহার অধীন হইলে পরে সে
ফিরিয়া তাহার অধীনতা অস্বীকার করিয়া-
ছিল। ২ এবং পরমেশ্বর তাহার বিরুদ্ধে কস্-
দীয়দের ও অরামীয়দের ও মোয়াবীয়দের ও
অম্মোন্ বংশের দস্যুদলদিগকে প্রেরণ করি-
লেন। পরমেশ্বর আপন দাস ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ
প্রমুখাৎ যে কথা কহিয়াছিলেন, তদনুসারে যি-
হূদাকে বিনষ্ট করিতে তাহার বিরুদ্ধে তাহাদি-
গকে পাঠাইলেন। ৩ যিহূদার লোকেরা যেন
তাঁহার সম্মুখহইতে দূরীকৃত হয়, এই জন্যে
পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে তাহাদের প্রতি এই
দশা ঘটিল, কারণ মিনশি যে সকল পাপকর্ম্ম
করিয়াছিল, ৪ ও নির্দ্দোষের রক্তপাত করিয়াছিল,
ও সেই নির্দ্দোষদের রক্তে যিরূশালম্‌কে পরি-
পূর্ণ করিয়াছিল, সেই সকল দোষ পরমেশ্বর
ক্ষমা করিতে অসম্মত হইলেন।
৫ এই যিহোয়াকীমের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত ও
সমস্ত ক্রিয়া যিহূদার রাজাদের ইতিহাসপুস্তকে
কি লিখিত নাই? ৬ পরে যিহোয়াকীম্ আপন
পিতৃলোকদের ন্যায় মহানিদ্রিত হইলে তাহার
পুত্র যিহোয়াখীন্ তাহার পদে রাজা হইল।
৭ পরে মিসরের রাজা আপন দেশহইতে আর
বহির্গত হইল না, কেননা মিসরের নদী অবধি

ফরাৎ নদী পর্য্যন্ত মিস্রীয় রাজার যত অধি-
কার ছিল, সে সকলি বাবিলের রাজা হস্তগত
করিয়াছিল।
৮ যিহোয়াখীন্ আঠারো বৎসর বয়সে রা-
জত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরুশালমে তিন
মাস রাজত্ব করিল; যিরুশালম নিবাসি ইল্না-
থনের কন্যা নিহুস্টা তাহার মাতা ছিল। ৯ সে
আপন পিতার কর্ম্মের ন্যায় পরমেশ্বরের সা-
ক্ষাতে কদাচরণ করিত।
১০ ঐ সময়ে বাবিলের নিবূখদ্‌নিৎসর্ রাজার
দাসগণ যিরুশালমে আইলে নগর অবরুদ্ধ
হইল। ১১ পরে তাহার দাসগণ নগর অবরোধ
করিলে বাবিলের নিবূখদ্‌নিৎসর্ রাজা নগরের
প্রতিকূলে আইল। ১২ তাহাতে যিহূদার যিহো-
য়াখীন্ রাজা ও তাহার মাতা ও দাসগণ ও
মুখ্যগণ ও রাজগৃহাধ্যক্ষগণ বাবিলের রাজার
নিকটে বাহিরে আইলে বাবিলের রাজা আপন
অধিকারের অষ্টম বৎসরে তাহাকে ধরিল।
১৩ এবং সে পরমেশ্বরের উক্ত বাক্যানুসারে
তথাহইতে পরমেশ্বরের মন্দিরের সকল ধন ও
রাজবাটীর সকল ধন লইয়া গেল, এবং ইস্রা-
য়েলের সুলেমান্ রাজা পরমেশ্বরের মন্দিরে
যে স্বর্ণময় পাত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহাও
কাটিয়া লইল। ১৪ এবং সে যিরুশালমস্থ তা-
বৎ লোককে ও তাবৎ মুখ্য লোককে ও তাবৎ
বলবান যোদ্ধাকে অর্থাৎ দশ সহস্র বন্দিগণকে
ও সকল শিল্পকারদিগকে ও কর্ম্মকারদিগকে
লইয়া গেল; তাহাতে দেশে দরিদ্র লোক ব্য-
তিরেক আর কেহ থাকিল না। ১৫ এবং সে
যিহোয়াখীন্‌কে ও রাজার মাতাকে ও ভার্য্যা-
দিগকে ও রাজগৃহাধ্যক্ষদিগকে ও দেশের পরা-
ক্রমি লোকদিগকে বন্দী করিয়া যিরুশালম্‌হইতে
বাবিলে লইয়া গেল। ১৬ এবং বাবিলের রাজা
সমস্ত বলবান লোককে অর্থাৎ সপ্ত সহস্র লো-
ককে, ও শিল্পকার ও কর্ম্মকার এক সহস্রকে
অর্থাৎ বলবান ও যুদ্ধোপযুক্ত তাবৎ লোককে
বন্দী করিয়া বাবিলে লইয়া গেল।
১৭ পরে বাবিলের রাজা যিহোয়াখীনের
পিতৃব্য মত্তনিয়কে তাহার পদে রাজ্যাভিষিক্ত
করিল, ও তাহার নাম অন্যথা করিয়া সিদি-
কিয় রাখিল। ১৮ সিদিকিয় একুশ বৎসর বয়সে
রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া এগার বৎসর
পর্য্যন্ত যিরুশালমে রাজত্ব করিল; লিব্‌নানি-
বাসি যিরিমিয়ের কন্যা হমূটল্ তাহার মাতা
ছিল। ১৯ যিহোয়াকীমের সকল কর্ম্মানুসারে
সেও পরমেশ্বরের সাক্ষাতে কদাচরণ করিত।
২০ কারণ যিরুশালম্ ও যিহূদার প্রতি পরমে-
শ্বরের ক্রোধ প্রযুক্ত তাহারা যেন তাঁহার
সম্মুখহইতে দূর হয়, এই জন্যে এমন দশা
ঘটিল। পরে সিদিকিয় বাবিলের রাজার অধী-
নতা ত্যাগ করিল।

২৫ অধ্যায়।

১ যিরুশালম নগর অবরোধ করণ, ৪ ও সিদিকিয়ের ধরা পড়ন প্রভৃতি, ৮ ও লোকদিগকে বন্দিত্বে লইয়া যাওন, ১৩ ও মন্দিরের দ্রব্য লুট করণ, ১৮ ও প্রধান লোকদিগকে বধ করণ, ২২ ও গিদ-লিয়কে শাসনকর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত করণ, ২৭ ও বাবিলের রাজার সভাতে যিহোয়াখীনের উন্নত হওন।

১ পরে তাহার অধিকারের নবম বৎসরের দশম
মাসের দশম দিনে বাবিলের নিবূখদ্‌নিৎসর্
রাজা ও তাহার সকল সৈন্য যিরুশালমের বি-
রুদ্ধে আসিয়া শিবির স্থাপন করিল, ও তাহার
বিরুদ্ধে চতুর্দ্দিগে দুর্গ গাঁথাইল। ২ সিদিকিয়ের
অধিকারের একাদশ বৎসর পর্য্যন্ত নগর অব-
রুদ্ধ থাকিল। ৩ তাহাতে (চতুর্থ) মাসের নবম
দিনে নগরে অতিশয় দুর্ভিক্ষ হইল, দেশের
লোকদের জন্যে খাদ্য দ্রব্য কিছুই থাকিল না।
৪ পরে নগর ভগ্ন হইলে যোদ্ধারা রাত্রিতে
রাজার উদ্যানের নিকটস্থ দুই প্রাচীরের দ্বারের
পথে পলায়ন করিয়া প্রান্তরের পথের দিগে
গেল, কিন্তু কস্‌দীয়েরা নগরের চতুর্দ্দিগে ছিল।
৫ অতএব কস্‌দীয়দের সেনাগণ রাজার পশ্চাদ্
ধাবমান হইয়া যিরীহোর প্রান্তরে তাহার লা-
গাইল পাইল, তাহাতে তাহার সকল সৈন্য
তাহার নিকটহইতে ছিন্নভিন্ন হইল। ৬ অতএব
তাহারা রাজাকে ধরিয়া রিব্‌লাতে বাবিলের
রাজার নিকটে আনিল; তাহাতে তাহার প্রতি
দণ্ডাজ্ঞা হইল। ৭ পরে তাহারা সিদিকিয়ের
সাক্ষাতে তাহার পুত্রগণকে বধ করিল, এবং
সিদিকিয়ের চক্ষু উৎপাটন করিয়া তাহাকে পিত্ত-
লের শৃঙ্খলেতে বদ্ধ করিয়া বাবিলে লইয়া গেল।
৮ অপর পঞ্চম মাসের সপ্তম দিনে বাবি-
লের নিবূখদ্‌নিৎসর রাজার অধিকারের ঊনিশ
বৎসরে বাবিলের রাজার নিবুষরদন্ নামক এক
রক্ষকসেনাপতি যিরুশালমে আসিয়া ৯ পরমে-
শ্বরের মন্দির ও রাজবাটী ও যিরুশালমের
সকল গৃহ ও বৃহৎ অট্টালিকা সকল অগ্নিতে
দগ্ধ করিল। ১০ এবং সেই রক্ষকসেনাপতির
অনুগামি কস্‌দীয় সেনাগণ যিরুশালমের চতু-
র্দ্দিগের প্রাচীর ভগ্ন করিল। ১১ এবং নিবুষ-
রদন্ নামে রক্ষকসেনাপতি নগরের অবশিষ্ট
লোকদিগকে ও যাহারা পলায়ন করিয়া বাবি-
লের রাজার পক্ষ হইয়াছিল, তাহাদিগকে এবং
অন্য অবশিষ্ট লোকদিগকে দূরে লইয়া গেল।
১২ কেবল দ্রাক্ষাক্ষেত্র পালন ও ভূমি কর্ষণার্থে

রক্ষকসেনাপতি কর্ত্তৃক দরিদ্র লোককে দেশে
রাখিল।
১৩ আর পরমেশ্বরের মন্দিরের পিত্তলময়
দুই স্তম্ভ ও পীঠ সকল ও পরমেশ্বরের মন্দি-
রের পিত্তলময় সমুদ্ররূপ পাত্র কস্‌দীয়েরা
খণ্ড২ করিয়া তাহার পিত্তল বাবিলে লইয়া
গেল। ১৪ এবং স্থালী ও হাতা ও গুলত্রাস
ও চমস প্রভৃতি সেবার্থক পিত্তলময় পাত্র, এই
সকল লইয়া গেল। ১৫ এবং অগ্নিপাত্র ও
বাটি ও স্বর্ণময় পাত্রের স্বর্ণ ও রূপ্যময় পা-
ত্রের রূপ্য রক্ষকসেনাপতি লইয়া গেল। ১৬ ঐ
যে দুই স্তম্ভ ও এক সমুদ্ররূপ পাত্র ও পীঠ
সকল সুলেমান্ পরমেশ্বরের মন্দিরের জন্যে
নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সে সকল পাত্রের পিত্ত-
লের পরিমাণ অসংখ্য ছিল। ১৭ কেননা তাহার
এক স্তম্ভ আঠারো হস্ত উচ্চ, ও তাহার উপরিস্থিত
মাথলা পিত্তলময় ছিল, ও সেই মাথলা তিন হস্ত
উচ্চ, এবং মাথলার উপরে চতুর্দ্দিগে জালরূপ
কর্ম্ম ও দাড়িম্বাকৃতি সকলি পিত্তলময়, এবং
জালরূপ কর্ম্ম ব্যতিরেকে দ্বিতীয় স্তম্ভও ইহার
তুল্য ছিল।

১৮ পরে রক্ষকসেনাপতি প্রধান যাজক সি-
রায়কে ও দ্বিতীয় যাজক সিফনিয়কে ও তিন
জন দ্বারপালকে ধরিল। ১৯ এবং নগরনিবা-
সিদের মধ্যে যোদ্ধাদের উপরে নিযুক্ত এক
জন নপুংসককে, এবং নগরে ধৃত পাঁচ জন
রাজসভাসদ্‌কে, ও দেশীয় লোকদের সৈন্যের
গণনাকারি প্রধান এক লেখককে, ও নগরে প্রাপ্ত
দেশীয় ষাইট জনকে ধরিয়া ২০ নিবূষরদন
রক্ষকসেনাপতি রিব্‌লাতে বাবিলের রাজার
কাছে লইয়া গেল। ২১ পরে বাবিলের রাজা
হমাৎদেশস্থ রিব্‌লাতে তাহাদিগকে আঘাত করা-
ইয়া বধ করিল। এই রূপে যিহূদার লোকেরা
আপন দেশহইতে নীত হইল।

২২ যিহূদাদেশে যে লোকেরা রহিল, অর্থাৎ
যাহাদিগকে বাবিলের নিবূখদ্‌নিৎসর রাজা সেই
স্থানে রাখিয়া গিয়াছিল, তাহাদের উপরে
শাফনের পৌত্র অহীকামের পুত্র গিদলিয়কে
শাসনকার্ত্তা করিয়া নিযুক্ত করিল। ২৩ পরে
বাবিলের রাজা গিদলিয়কে শাসনকর্ত্তা করি-
য়াছে, এই কথা সেনাপতিগণ ও তাহাদের
লোকেরা শুনিলে, নিথনিয়ের পুত্র ইস্‌মায়েল্
ও কারেহের পুত্র যোহানন্ ও নিটোফাতীয়
তন্‌হূমতের পুত্র সিরায় ও মাখাতীয়ের পুত্র
যাসনিয় ও তাহাদের লোকেরা মিস্পাতে গিদ-
লিয়ের নিকটে আইল। ২৪ পরে গিদলিয় তা-
হাদের কাছে ও তাহাদের লোকদের কাছে দিব্য
করিয়া কহিল, তোমরা কস্‌দীয়দের দাস হইতে
ভয় করিও না; দেশে বাস করিয়া বাবিলের
রাজার সেবা কর, তাহাতে তোমাদের মঙ্গল
হইবে। ২৫ কিন্তু সপ্তম মাসে রাজবংশজ ইলী-
শামার পৌত্র নিথনিয়ের পুত্র ইস্‌মায়েল্ ও
তাহার সঙ্গি আর দশ জন আইল, এবং
গিদলিয়কে এবং যে যিহূদীয়েরা ও কস্‌দীয়েরা
তাহার সহিত মিস্পাতে ছিল, তাহাদিগকে আ-
ঘাত করিয়া বধ করিল। ২৬ পরে ছোট বড়
সমস্ত লোক ও সেনাপতিগণ উঠিয়া মিসরে গেল,
কেননা তাহারা কস্‌দীয়দের হইতে ভীত হইল।

২৭ অপর যিহূদার যিহোয়াখীন্ রাজার রা-
জত্বের সপ্তত্রিংশ বৎসরের দ্বাদশ মাসের
সপ্তবিংশ দিবসে অর্থাৎ বাবিলের ইবিল্-মিরো-
দক্ রাজা যে বৎসরে রাজত্ব করিতে আরম্ভ
করিল, সেই বৎসরে যিহূদার যিহোয়াখীন্ রা-
জাকে কারাগারহইতে মুক্ত করিল। ২৮ এবং
তাহাকে প্রীতিবাক্য কহিয়া তাহার সহিত বা-
বিলে যত রাজা ছিল, সকলের আসনহইতে তা-
হার আসন উচ্চে স্থাপন করিল। ২৯ এবং
তাহার কারাগারের বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাইল,
এবং সে যাবজ্জীবন তাহার সহিত ভোজন
পান করিতে লাগিল। ৩০ এবং তাহার দিন-
পাতের জন্যে রাজার আজ্ঞাতে তাহাকে নিত্য
বৃত্তি দেওয়া যাইত, অর্থাৎ তাহার যাবজ্জীবন
তাহাকে এক২ দিনের উপযুক্ত দ্রব্য প্রতিদিন
দেওয়া যাইত।

This preservation photocopy was made
at BookLab, Inc. in compliance with copyright law.
The paper meets the requirements of ANSI/NISO
Z39.48-1992 (Permanence of Paper)

Austin 1995